DATE PAGE

—:—:—

Proceedings of the Tripura Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjyanta Palace) Agartala of Friday, the 16th March, 1979 at 11 A.M.

PRESENT

Mr. Speaker (Hon'ble Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, Chief Minister, 9 Ministers, Deputy Speaker and 46 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—প্রশ্ন নং ২০।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—প্রশ্ন নং ২০, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে ডম্বুর বাঁধকে আরো কয়েক ফুট উঁচু করা হইবে?	না।
২) বাঁধ উচু করিবার ফলে কত একর জমি জলমগ্ন হইবে? এবং	প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।
৩) জলমগ্নের ফলে কত পরিবার লোক উচ্ছেদ হইবে?	এই প্রশ্নও উঠে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী, স্যার।

বর্ত্তমানে এই বাঁধের উচ্চতা কতটুকু মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—স্যার, উচ্চতাটা এক্ষুণি আমি বলতে পারছি না। তবে সেখানে একটা গেট তৈরী করা হচ্ছে, যাতে শুখার সময় বেশী করে জল ধরে রাখা যায় এবং তার উচ্চতা হচ্ছে ১.৫ মিটার। বর্ত্তমানে আমাদের ওয়াটার এরিয়া যা আছে, তাই থাকবে, কিন্তু শুখার সময়ে যাতে আরও বেশী জল ধরে রাখা যায় এবং বর্ষার সময় যাতে অতিরিক্ত জলটা বেরিয়ে যায়, তার জন্যই এই গেটটার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শ্রীউমেশ নাথ ঃ—প্রশ্ন নং ১৮।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—প্রশ্ন নং ১৮, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী '৭৯ অবধি কতগুলি গ্রামে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে ?	১৬৫টি গ্রাম।
২) এখনও অবধি ত্রিপুরার কতগুলি গ্রামে বিদ্যুতের কোন ব্যবস্থা করা যায় নি ?	৪,১৯৫টি গ্রাম।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—মন্ত্রী মহোদয়, এমন কোনও গ্রামের নাম আপনার জানা আছে-কি যে গ্রাম বিদ্যুতের জন্য দরখাস্ত করেছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, বিদ্যুতের জন্য অসংখ্য দরখাস্ত পাওয়া যাচ্ছে এবং সেগুলি গ্রাম বা পাড়া থেকেই আসছে। কিন্তু আমরা স্কীম অনুসারে সেগুলি করবার চেষ্টা করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গ্রামীণ বিদ্যুত প্রকল্পে ১৯৭৮-৭৯ ইং সাল পর্য্যন্ত যে টার্গেট ধরা হয়েছিল, তা কি ফুলফিল করা সম্ভব হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—আমাদের এই বছরের মধ্যে ১৫০টি গ্রামকে ইলেক্‌ট্রিফাইড করার পরিকল্পনা আছে। এখন পর্য্যন্ত আমাদের কাছে যে খবর আছে, তাতে মনে হচ্ছে যে মার্চ মাসের মধ্যে আমরা সেই টার্গেট ফুলফিল করতে পারব।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলছেন যে অসংখ্য দরখাস্ত পড়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখন পর্য্যন্ত সেগুলির মধ্যে কতটা বৈদ্যুতিকরণ করা সম্ভব হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এই ব্যাপারে আমাদের ইচ্ছার কোন অভাব নেই। কারণ নূতন নূতন গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার যে পরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়েছি, তাকে বাস্তবে সম্প্রসারিত করার ইচ্ছা আমাদের আছে। কিন্তু এটা করতে গেলেও কতগুলি অসুবিধার সম্মুখীন আমাদের হতে হচ্ছে। যেমন ধরুন পোষ্ট ঠিকমত পাওয়া যায় না। তাছাড়া আমাদের এই বাবতে যে টাকা বরাদ্দ আছে, তাও সীমিত। কাজেই ইচ্ছা বা চেষ্টা থাকলেও আমরা সেগুলি এক সঙ্গে করতে পারছি না, তবে পর্যায়ক্রমে সেগুলি করবার আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রীনকুল দাস ঃ—বিভিন্ন গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে যেমন আমরা গণ্ডাছড়াতেও বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কথা আছে, কিন্তু এটা কবে নাগাদ সম্ভব হবে, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—ঐখানে কাজ অগ্রসর হচ্ছে এবং আমরা আশা করছি যে শীগ্রই সেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্প বলতে শুধু বাজারগুলিতে বৈদ্যুতিকরণ করা হবে. এছাড়া গ্রামগুলিকে করা হবে না, এই রকম কিছু বুঝায় কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—গ্রাম বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পে যে সব গ্রাম এলাকায় লিফট ইরিগেশান করার ব্যবস্থা আছে, আমরা সেগুলিকে সাধারণতঃ প্রায়রিটি দিয়ে থাকি, কারণ সেগুলিকে ইলেক্ট্রিফাইড করলে পরে কৃষকদের জমিতে জল সেচ করার মতো ব্যবস্থা হতে পারে। এছাড়া এ কাজ করার জন্য যে এলাকার উপর দিয়ে লাইন যায়, সেই এলাকার গ্রামবাসীরা যদি বিদ্যুৎ পেতে চায়, তাহলে সেই সব গ্রামেও আমরা বিদ্যুৎ দেওয়ার চেষ্টা করি। কাজেই আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে যে সব গ্রামগুলি আছে, সেগুলিকে পর্য্যায়ক্রমে বৈদ্যুতিকরণ করার চেষ্টা আমরা করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—বর্তমানে আমাদের এখানে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে তা গ্রাম বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্প রূপায়ণ করা সম্ভব কিনা অথবা নুতন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার প্রয়োজন আছে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—স্যার, আমাদের যে পরিকল্পনা আছে, তাতে মোট যে বিদ্যুতের প্রয়োজন, তার সংকুলান করা সম্ভব হবে না। সেজন্য আমরা আসাম থেকে ২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যাতে কেনা যায়, তার ব্যবস্থা করছি এবং আশা করছি যে আগামী অক্টোবর মাস নাগাদ সেই বিদ্যুৎ এসে যাবে। তাছাড়া বর্তমানে ডম্বুর পরিকল্পনায় আমাদের দুটি জেনারেটার আছে; আমরা সেখানে আরও একটি জেনারেটার চালু করার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছি। আর এজন্য আমরা ভিল কোম্পানীকে মোট ১ কোটি ৫৫ লক্ষ অর্ডারের মধ্যে ৫৫ লক্ষ টাকা এ্যাড্ভান্স হিসাবে দিয়েছি। আশা করছি যে আগামী ৩ মাসের মধ্যে আর একটি সেট বসাবার জন্য কাজ সম্পূর্ণ করতে পারব।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—গ্রামের মধ্যে যে সমস্ত জায়গাতে খাসভূমির উপড় বাড়ীঘর আছে বা বাজার আছে, সেগুলিকে বৈদ্যুতিকরণ করা হচ্ছে না। কাজেই সেগুলিকে বৈদ্যুতিকরণ করার বাধাটা কোথায় মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---খাস জায়গাতে বৈদ্যুতিকরণ করা হবে না, এমন কোন কথা নয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সব জায়গাতে বৈদ্যুতিক লাইন যাচ্ছে, তা অনেক খাস জায়গার উপর দিয়ে অথবা আশে পাশ দিয়েও যাচ্ছে। তবে বাজার এলাকায় খাস জায়গার উপর যারা আনঅথরাইজড অকোপেন্ট আছে, তাদের বৈদ্যুতিক লাইন দিতে কিছুটা অসুবিধা আছে। আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য এই কথাটাই বলতে চেয়েছেন। তবে রেভিনিয়ু থেকে একটা ক্লিয়ারেন্স দিলে, তাও হতে পারে। তাছাড়া এই রকম যদি কেউ আণ্ডার-টেকিংস দেয় যে সরকারের প্রয়োজনে তারা খাস জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি, তাহলে আমরা সেই সব ক্ষেত্রে বিদ্যুতের লাইন দিতে পারি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---মাননীয় মন্ত্রী মশাই, বর্তমানে যে হারে বিদ্যুতের দাম নেওয়া হচ্ছে সেই হার কমানোর বন্দোবস্ত সরকার থেকে করা হবে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিদ্যুতের বিক্রয় মূল্য পার ইউনিট কমানোর এখন কোন সম্ভাবনা নেই বরং এতে আমাদের অনেক লোকসান দিতে হচ্ছে এবং ইউনিটের হার বাড়ান উচিত, কিন্তু কনজিউমার্সদের আর্থিক অসুবিধা হবে সেজন্য আমরা সেটা করছি না।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—কোয়েশ্চান নং ৪৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—কোয়েশ্চান নং ৪৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১। চলতি আর্থিক বৎসরের মার্চ মাসের মধ্যে পূর্ত বিভাগের অধীনে খোয়াই বিভাগের যে সমস্ত রাস্তার ও পুলের কাজ করার কথা ছিল তাহা করা হইয়াছে কি ?	সব কাজ করা সম্ভব না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ হয়েছে।
২। যদি করা হইয়া থাকে তাহা হইলে কোন কোন রাস্তার কাজ করা হইয়াছে এবং উক্ত রাস্তাগুলি গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত হইয়াছে কি ?	সিডিউলে আছে মোট ৫৩টি। তার মধ্যে এম,এন,পি ৪০টি এবং আদার দ্যান এম,এন,পি ১৩টি এবং এই রাস্তাগুলির কাজ ৪টি গ্রুপে ভাগ হয়ে কাজ চলছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ইহা কি সত্যি যে খোয়াই চাম্পা হাওর যে রাস্তা এম,এন,পির মধ্যে সেই রাস্তা না হওয়ার ফলে ব্লক এবং হাসপাতালের কাজের অসুবিধা হচ্ছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার- -মাননীয় স্পীকার স্যার, চাম্পা হাওর রাস্তার জন্য এই বছর বাজেট বরাদ্দে ১০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে এবং এম, এন, পির রাস্তার জন্য জায়গা একুজিশান করার কোন ব্যবস্থা তাতে নেই, স্থানীয় এম,এল,এদের পার্সুয়েশানে আমরা জায়গা পাচ্ছি এবং কোথাও আবার পাচ্ছি না। কিছুদিন আগে আমি নিজে মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্মা এবং স্বরাইজাম কামীনি ঠাকুর সিংহ সেখানে গিয়েছিলাম। এবং সেখানে যে অরিজিনেল রাস্তা ছিল সেটা ভেংগে গিয়েছে সেই রাস্তার কাজ চলছে। এবং আগামী বছরও কাজ চলবে এইসব দীর্ঘ রাস্তা যেগুলি আছে সেগুলি এক বছরে শেষ করা সম্ভব নয়। কাজেই একটা রাস্তা শেষ করতে ৩ বছর ৫ বছর লেগে যায়। কাজেই সেগুলি আমরা পর্যায়ক্রমে করব।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মশাই খোয়াই চাম্পা হাওর রাস্তার কাজ কতটুকু হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাত্র ক'দিন আগে কাজ সুরু হয়েছে আমি আগেই বলেছি যে এই বছর মাত্র ১০ হাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তাহা বোধ হয় ঠিক নয়—কারণ আমার যতটুকু জানা আছে সেখানে কোন কাজ আরম্ভ করা হয় নাই এমন কি টেণ্ডারও কল করা হয় নাই। কাজেই এই সম্পর্কে সঠিক তথ্য গ্রহণ করে জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এ সম্পর্কে তদন্ত করে দেখব।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রীমশাই, খোয়াই সহরে তেলিয়ামুড়া রাস্তায় যে কাজগুলি করা হচ্ছে সেগুলি কি ধরণের কাজ করা হচ্ছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার---মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা পোর্শানে ব্ল্যাক টপিং এর কাজ চলছে, অন্যান্য জায়গায় মেটেলিং করা হবে---দীর্ঘ রাস্তা কাজেই মেটেলস সংগ্রহ করা হচ্ছে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় যা বলেছেন তাতে আমার মনে হয় উনি ভুল তথ্য হাউসে পরিবেশন করেছেন। কারণ পীচ দিয়ে বালু দেওয়া হচ্ছে এটা ঠিক নয়।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে বিক্রস কালেকট করা হচ্ছে এবং খানিকটা ব্রিক ব্যাটিং হচ্ছে। মাননীয় সদস্য যদি মনে করেন যে সেটা অ্যাকরডিং টু স্পেসিফিকেশন হচ্ছে না, তাহলে আমি সেটা তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৪৫, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৪৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বিশালগড় ব্লকের অধীন কৃষকগণের মধ্যে কতজন কৃষক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক হতে কৃষি ঋণের জন্য ১৯৭৮ সনের মার্চ হতে পরবর্তী ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দরখাস্ত করেছিলেন এবং	১। ১,১৬৪ জন।
২। তাদের মধ্যে কতজনকে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে ?	২। ৯৭৪ জন।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি জানতে চাই যে, কোন্ কোন্ গাঁওসভা এই সমস্ত ঋণগুলি পেয়েছে ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাছে গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব নেই। ব্লক ভিত্তিক আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ৯৭৪ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে মোট কত টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, ৬,৬৬,৯৭৭ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কতজন ব্যবসায়ীকে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে টাকাটার কথা বলা হয়েছে সেটা ব্যবসার জন্য বেশী দেওয়া হয় নি। অন্যান্য খাতেই বেশী দেওয়া হয়েছে। যেমন শস্য কেনার জন্য, জলসেচের জন্য, হস্ত চালিত তাঁত শিল্পের জন্য, এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, গোবর গ্যাস, বিপণন ইত্যাদি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে কত টাকা ব্যবসায়ীদেরকে ঋণ দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিপণনের জন্য চারজনকে মাত্র ঋণ দেওয়া হয়েছে। মোট টাকার পরিমাণ ১১,০০০ টাকা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— ইহা কি সত্য যে, ব্যবসায়ীদেরকে বেশী পরিমাণে ঋণ দেওয়ার জন্যই কৃষকরা ঋণ পাচ্ছেন না ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সত্য নয়। মাননীয় সদস্য যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন এখানে মাত্র ১১ হাজার টাকা ব্যবসায়ীদেরকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ঋণ উপজাতি যুব সমিতির সদস্যদের মধ্যে কতজনকে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, পার্টি বা জাতি হিসাবে ঋণ দেওয়া হয় না। সেটা ব্লকে দরখাস্ত করা হয় এবং সেটা ভারতের নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করেই দেওয়া হয়।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ৯৭৪ জনের মধ্যে কত জন উপজাতি এবং কতজন অ-উপজাতি আছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৪৬ এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৪৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যের মোট কয়টি সেচ প্রকল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা চালু আছে?	১। ৪৪টি জল সেচ প্রকল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু আছে।
২। ঐ সেচ প্রকল্পগুলি কোথায় কোথায় রয়েছে ?	২। ৪টি জিরানীয়া ব্লক। ৪টি মোহনপুর ব্লক। ২টি বিশালগড় ব্লক। ৫টি তেলিয়ামুড়া ব্লক। ১০টি কুমারঘাট ব্লক। ২টি মাতাবাড়ী ব্লক। ১টি বগাফা ব্লক। ৬টি সালেমা ব্লক। ২টি রাজনগর ব্লক। ৮টি পানিসাগর ব্লকে অবস্থিত।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত প্রকল্পে এখনও বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করা হয় নি সেগুলিতে কবে চালু করা হবে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আশা করছি খুব তাড়াতাড়িই সেগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে এবং এর মধ্যে ৪ টাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করা হচ্ছে। আর বাকীগুলি পর্য্যায়ক্রমে করা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তৈদু এবং অম্পিনগর যে প্রকল্পগুলি আছে সেগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন চালু করা হয় নাই ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, অম্পিনগরের আমরা আশা করছি শীগ্গিরই চালু করতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ —ষ্ট্যার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২।

প্রশ্ন	উত্তর
১। এম. এন. পি স্কীমের অন্তর্ভুক্ত পিঃ ডব্লিউ ডি-র রাস্তাগুলির মধ্যে সারা ত্রিপুরায় কয়টি রাস্তার কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং রাস্তাগুলির মোট দৈর্ঘ্য কত,	১৯৭৭-৭৮ এবং ১৯৭৮-৭৯ ইং সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ৫৬টি রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২২৮-৩২ কিলো মিটার।
২। উক্ত কাজে মোট কত খরচ হয়েছে ?	৬৫, ২৪, ৫৬৬ টাকা।
৩। ইহা কি সত্য খোয়াই মহকুমায় উক্ত স্কীমে রাস্তাগুলির অধিকাংশ এখনও আরম্ভ হয় নি ?	না। অধিকাংশ রাস্তার কাজ আরম্ভ হয়েছে। মোট ৪০টি রাস্তার মধ্যে ৫টি রাস্তার কাজ আরম্ভ করা যায়নি একথা আমি আগেও বলেছি।

৪। যদি সত্য হয় তবে তার কারণ ?	তিন নাম্বার প্রশ্নের জবাবে এ প্রশ্ন আসে না। এখানে যেহেতু দু'টি রাস্তাই খোয়াই সম্পর্কিত এবং এখানে একটু আগে সিংগীছড়া ও চাম্পাবাড়ী রাস্তার কথা একটু আগে হচ্ছিল। সেখানে ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করা হয়েছে এবং কাজও আরম্ভ হয়ে যাবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অম্পি এলাকায় এখনও কোন রাস্তার কাজ শুরু হয়নি এই কথা কি সত্য ?

মিঃ স্পীকার ঃ—এই জবাবের পর এ প্রশ্ন আর আসে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ১২।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ১২।

প্রশ্ন	উত্তর
১। মনু-বঙ্কুল-এর লিফটিং ইরিগেশান চালু আছে কি ?	না।
২। যদি চালু না থাকে তবে ইহার কারণ কি ?	বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু হয় নাই। তবে আজকে সর্বশেষ খবর পেয়েছি, সেখানে তিনটি পাম্পসেট আছে। তারমধ্যে ১টিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করা হয়েছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :---ইহার ফলে সেখানে কত একর জমি জল সেচের আওতায় আসবে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে ভাল হত। কিংবা প্রশ্ন করার সময় যদি থাকত, কত একর জমি জলসেচের আওতায় আসছে, তাহলে বলা সম্ভব হত।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩ ;

প্রশ্ন	উত্তর
১। খোয়াই শহরে ওয়াটার-সাপ্লাই এর কাজ আরম্ভ হয়েছে কি ?	হ্যাঁ।
২। হয়ে থাকলে, কবে এ কাজ শুরু হয়েছে এবং কবে নাগাদ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায় ?	১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ এ কাজ শেষ করা যাবে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে কেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ জল নিগম ১৯৭৫ সাল নাগাদ নলকূপ খননের কাজ শুরু করে, এবং ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হ্যাণ্ড ওভার করে। আমরা এর পর থেকে কাজ শুরু করেছি এবং আশা করছি খোয়াই শহরের একটা স্থানে কাজ শুরু করতে পারব। স্কীমটা হয়ে গেলে সব জায়গায় করা সম্ভব হবে। হয়ত আগামী আর্থিক বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লাগবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৩।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজমদার ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১। আগামী ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বৎসরে খোয়াই চাম্পা হাওরের রাস্তা ও পুলের কাজগুলি করা হইবে কি ?	প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলে পর সম্ভব হইবে।
২। করা হইলে আগামী আর্থিক বছরের বর্ষার পূর্বে উক্ত পুল ও রাস্তা তৈরীর কাজ শেষ হইবে কি ?	না।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১।

প্রশ্ন	উত্তর
১। মনু বঙ্কুল হইতে ঘোরাকাপ্পা পর্যন্ত যে রাস্তা আছে তাহা সংস্কারের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?	হ্যাঁ।
২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হইবে?	সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। তবে বর্তমানে কাজটা বন্ধ আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখানে যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন ছিল তার সবগুলির উত্তর দেওয়া হয়েছে। এখন আমি তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের উত্তর পত্র টেবিলে রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

স্মৃতি তর্পণ

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন সভার পরবর্তী বিষয়সূচী হল এই বিধান সভার প্রাক্তন সদস্য উমেশ লাল সিংহ মহাশয়ের মৃত্যুতে এবং লোকসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ রঘুনাথ খাদিল্লকারের মৃত্যুতে স্মৃতিচারণ।

(ইচ্ছুক সদস্যগণ পরলোকগত আত্মার স্মৃতির উদ্দেশ্যে কিছু বলিতে পারেন। এবং সব শেষে সমস্ত সদস্যগণ দুই মিনিট সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবেন)।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যগণ, এখন আমি ত্রিপুরা বিধান সভার প্রাক্তন সদস্য প্রয়াত উমেশ লাল সিংহ মহাশয়ের উদ্দেশ্যে স্মৃতি তর্পণ করছি।

ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি এবং প্রবীণ রাজনীতিবিদ উমেশ লাল সিংহ মহাশয়, গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী, '৭৯ ভোরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে একদা যে কয়জন সংগ্রামী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, উমেশবাবু ছিলেন তাঁদেরই একজন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে, ১৪ই মাঘ উমেশবাবু পুরাতন আগরতলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি কুমিল্লা ভিক্‌টোরিয়া কলেজে পড়াশুনা করেন। সেই সময় থেকেই তিনি রাজনৈতিক কার্য্য-কলাপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ শুরু করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম দিকে তিনি ভ্রাতৃ সংঘের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৩০ সালে স্বদেশী আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনি গ্রেপ্তার বরণ ও কারারুদ্ধ হন এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। পরের বছর তিনি ত্রিপুরা কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং সেই বছরই মহারাজার আদেশে ত্রিপুরা থেকে বহিষ্কৃত হন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কারারুদ্ধ হন এবং ত্রিপুরা ও বাংলার বহু কারাগারে তিনি বন্দী জীবন যাপন করেন। স্বাধীনতার পর ত্রিপুরার রাজনীতিতে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং বহু জনহিতকর কার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তিনি ইলেকটরেল কলেজের সভ্য নির্বাচিত হন।

তারপর তিনি ১৯৬২ সালে ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদের এবং ১৯৬৭ সালে ত্রিপুরা বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং পরবর্তী কালে আরো দুইবার সভাপতি পদে পুনঃ নির্বাচিত হন।

তাঁর মহাপ্রয়াণে এই সভা গভীর শোক জ্ঞাপন করছেন এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে এবং হাউসের পক্ষ থেকে শ্রীসিংহের মৃত্যুতে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আমরা যাঁরা পুরুনো সদস্য, তাঁরা শ্রীসিংহের সাথে এই হাউসে এবং বাইরে এক-সঙ্গে কাজ করেছি।

শ্রীসিংহ এখানে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানকার রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে, তাঁকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে এবং রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সমস্ত সংগ্রাম চলেছিল, সেই সংগ্রামের তিনি একজন সৈনিক ছিলেন। সেই হিসাবে তাঁর প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শুধু তাই নয়, অনেক জনহিতকর কাজের সংগেও তিনি জড়িত ছিলেন এবং রাজনৈতিক জীবনে হয়তো আমার তার সঙ্গে মতবিরোধ থাকতে পারে, তবু আমি বলব যে ত্রিপুরার মানুষ তাঁর এই জনহিতকর কার্যকলাপের জন্য তাঁকে শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করবে। এই বলে আমি আর একবার তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রয়াত উমেশ সিংহের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে হাউস আজ গভীর শোকাবহ। রাজনৈতিক জীবন থেকেই তিনি আমার সংগে পরিচিত ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাথী হিসাবে তিনি আমার দলভুক্ত ছিলেন দলের কার্যকলাপ তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন পরবর্তী জীবনে হয়তো তাঁর সংগে আমার মত বিরোধ হয়। আজকে তাঁর প্রতি সম্মান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, উপজাতি যুব সমিতির তরফ থেকে উমেশ বাবুকে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। উনার সঙ্গে অবশ্য আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম না। তবে উনার সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়েছে। তখন উনাকে অত্যন্ত সাধাসিধা ভাবেই দেখেছি সাধাসিধা ভাবে তিনি জীবন যাপন করতেন। উমেশ বাবু যদি ত্রিপুরাতে না থাকত তাহলে প্রাথমিকভাবে এখানে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হত না এবং আমরা জানি যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তিনি একজন খাঁটি কংগ্রেসী ছিলেন। তাঁর অবদান কোনদিন অস্বীকার করা যাবে না। তাঁর মৃত্যুতে আমি উপজাতি যুব সমিতির তরফ থেকে আর একবার তাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করিতেছি, আপনারা দুই মিনিট কাল নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া পরলোকগত উমেশ লাল সিংহের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদেহী আত্মার সদ্‌গতি কামনা করুন।

(হাউস দু'ই মিনিট কাল নীরবতা পালন করেন)।

মাননীয় সদস্যগণণ এখন আমি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং লোকসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ পরলোকগত আর. কে. খাদিলকারের উদ্দেশ্যে স্মৃতিতর্পণ করছি ঃ—

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং লোকসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ রঘুনাথ কেশব খাদিলকার গত ৭ই মার্চ, পুনে শহরে পরলোক গমন করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত পার্লামেণ্টিয়ান এবং জনদরদী নেতা। কংগ্রেসীয় রাজনীতিতে যে কয়জন নেতা সাম্যবাদে বিশ্বাসী খাদিলকার তাঁদের অন্যতম। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পুনাতে স্কুল এবং কলেজের পাঠ সমাপনের পর তিনি বোম্বাই বিশ্ব বিদ্যালয়ের পড়াশুনা করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন। স্বদেশী আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে ১৯৩০ সন থেকে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত বহুবার তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেস দল ত্যাগ করে "সারা ভারত কৃষক ও শ্রমিক সংস্থা" গড়ে তুলেন এবং তার সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় কংগ্রেসে ফিরে আসেন। তিনি ১৯৫৭ সাল থেকে লোকসভার সভ্য ছিলেন। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি লোকসভার উপাধ্যক্ষ মনোনীত হন এবং ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আসীন ছিলেন। তারপর পর্য্যায়ক্রমে তিনি সরবরাহ এবং শ্রমদপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। ভারতীয় লোকসভার প্রতিনিধি হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। শ্রমমন্ত্রী হিসাবে তাঁহার কৃতিত্বপূর্ণ কার্য্য হল কারখানা শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে সর্বনিম্ন ৮·৩৩ শতাংশ হারে বোনাস দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। বহু বিষয়ে পণ্ডিত খাদিলকার মারাঠী ভাষায় কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক রচনা করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন সুবক্তা এবং জনদরদী নেতাকে হারালো।

এই সভা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং লোকসভার উপাধ্যক্ষ আর. কে. খাদিলকার সম্পর্কে ২/১ লাইন বক্তব্য রাখছি।

আর, কে, খাদিলকার এই মাসের ৭ই মার্চ তারিখে পুনা শহরে পরলোক গমন করেন। তাঁর সুদীর্ঘকাল রাজনৈতিক জীবনে তিনি যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ করে গিয়েছিলেন, তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায় 'শ্রমিক ও কৃষকদের' উন্নয়ন। কংগ্রেস অধিবেশন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেস দল ত্যাগ করে "সারা ভারত কৃষক ও শ্রমিক সংস্থা" গড়ে তুলেন। সেই সময় তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিশেষভাবে অনুভব করেন যে কৃষক এবং শ্রমিকদের উন্নতি করা না গেলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হবে না। তখন সমগ্র ভারতবর্ষ এর বিভিন্ন প্রদেশ জুড়ে কংগ্রেস দল ত্যাগ করে, শ্রমিক কৃষকদের নিয়ে পিপলস পার্টি গঠন করেন। এটা তাঁর জীবনের একটি মৌলিক দিক। মহারাষ্ট্রে যে আন্দোলন হয় সেই আন্দোলনে গ্রেপ্তার হওয়ার জন্য যে ঘটনাগুলি ঘটে তার মধ্যে মূলতঃ কৃষক আন্দোলন এবং শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার

ক্ষেত্রে তাকে কারাবরণ করতে হয়। তার জন্য তিনি সেই অঞ্চলে শ্রমিক নেতা হিসাবে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হন, এবং কংগ্রেসের মধ্যে এক অংশ তার প্রতি সন্ধিহান হন। তখন তিনি সেই দল পরিত্যাগ করে কৃষক এবং শ্রমিকদের নিয়ে আর একটি নূতন দল গঠন করেন। এ থেকেই প্রমানিত হয় যে, ভারতবর্ষের কৃষক এবং শ্রমিকদের নিয়ে যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। এমন কি মন্ত্রীত্বে আসার পরও তিনি এমন একটা মনোভাব গ্রহণ করেন যার জন্য মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে অনেক সময় তাঁকে বিরুপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বোনাসের ক্ষেত্রে তিনি প্রথম ঘোষণা করেন যে জিনিষের দাম বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোনাসও বাড়াতে হবে। কৃষক এবং শ্রমিকদের প্রতি একটা দয়া-দাক্ষিণ্য নয়, এটা তাদের নায্য দাবী এবং বাধ্যতামূলকভাবে এটা তাদের দিতে হবে। তাই আজকে যখন আমরা কৃষক ও শ্রমিকদের কথা আলোচনা করতে চাই, তখন মনে হয় খাদিলকারের মত এমন একজন প্রগতিশীল-চিন্তাধারা সম্পন্ন ব্যক্তি ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। মন্ত্রী হিসাবে তিনি যখন এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের চার্জে ছিলেন, সে সময় আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করছি যে, তিনি সেই ডিপার্টমেন্টের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। উদ্বাস্তু, শ্রমজীবি, এবং উচ্ছেদ প্রাপ্তদের যাতে পুনর্বাসন দিতে পারেন, তার জন্য তিনি চেষ্টা করতেন। দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি তিনি একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতেন। তিনি শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন এবং তাদের স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে যে পথ নির্দেশের ভূমিকা ছিল, সেটা সত্যই অতুলনীয়। সেই নির্দেশকেই আজকে সরকার একটা অন্যতম নির্দেশ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। তাই আজকে আমরা তার বিদেহী আত্মার সদ্‌গতি কামনা করছি এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি আপনারা দুই মিনিটকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া নীরবতা পালন করুন। (উপস্থিত সবাই দণ্ডায়মান হইয়া দুই মিনিটকাল নীরবতা পালন করেন);

দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব।

আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি ঃ---

১। শ্রীকেশব মজুমদার
২। শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস
৩। শ্রীবিদ্যা দেববর্মা

নোটিশগুলোর বিষয়বস্তু হলো ঃ---

১। গত ২রা মার্চ্চ ১৯৭৯ইং কাঞ্চনপুর ব্লকের দাইনছড়া গাঁও সভার সাতনালা গ্রামের শ্রীঅশ্বিনী রিয়াং-এর ঘরে উপজাতি যুব সমিতির কর্মীদের দ্বারা আগুন লাগানো ও তার পুত্র বধুকে বলপূর্বক ছিনাইয়া নিয়া যাওয়া সম্পর্কে।

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ২১-৩-৭৯ইং তারিখে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বক্তব্য রাখবো।

মিঃ স্পাকার ঃ---আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি পড়ছি। নোটিশর বিষয়বস্তু হলো ঃ---

"গত ৮-৩-৭৯ইং কাঞ্চনপুর ব্লকের দাইনছড়া গাঁওসভার কাটরায় রিয়াং চৌধুরী পাড়ার শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই এর উপর উপজাতি যুব সমিতির কর্মীদের আক্রমণ সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ২১-৩-৭৯ইং তারিখ এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা কর্তৃক আনীত নোটিশটি পড়ছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ---

"খোয়াই সুভাষ পার্ক বাজারে গত ১৩-৩-৭৯ইং রাত ১২'৪০ মিনিটে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হওয়া সম্পর্কে"।

আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দেবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ২০-৩-৭৯ইং তারিখে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর বিবৃতি দেব।

Presentation and Adoption of the Report of the Business Advisory Committee

মিঃ স্পীকার—এখন বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটির রির্পোট উত্থাপন ও গ্রহণ।

বর্তমান সেসনের ১৬ ই মার্চ ১৯৭৯ ইং (তারিখ) থেকে ২২শে মার্চ ১৯৭৯ ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন অলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন, সেই রির্পোটটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধান সভার বর্তমান অধিবেশন ১৬ মার্চ থেকে ২২শে মার্চ ১৯৭৯ ইং পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্যসূচী আলোচনার জন্য বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন, তার রির্পোট আমি এই সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার—রির্পোট এবং টাইম-টেবিলের কপি মাননীয় সদস্যদের টেবিলে রাখা হয়েছে। আমি এখন এই রির্পোটটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে বিজনেস এ্যডভাইসারী কমিটি-কর্তৃক প্রস্তাবিত সময়-নির্ঘন্টের সহিত এই সভ্য এক মত।

(মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি সভায় বিবেচনার জন্য ভোটে দেওয়া হলে, ইহা সভা কর্তৃক সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং মাননীয় অধ্যক্ষ সভা কর্তৃক রির্পোট এবং টাইম-টেবিলটি গৃহিত হল বলিয়া ঘোষণা করেন)

(মোশান অব ভোট অন এ্যাকাউন্টস)

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল ১৯৭৯-৮০ অর্থিক সালের ভোট অন একাউন্টস প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপন। আমি মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয়কে ভোট অন এ্যাকাউন্টস প্রস্তাবটি সভার সামনে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি

Shri Nripen Chakraborty:—Mr. Speaker, Sir, I rise to present the Vote on Account for four months of 1979-80. For the present the Assembly is being requested, in pursuance of Article 206 of the Constitution of India, to vote funds for meeting the requirements for the Administration for the first four months of the year 1979-80.

. The Budget estimate for the year 1979-80 will be placed before the House latter with full details. The amounts to be shown in the Budget Estimates for the year 1979-80 will take into account the amounts shown in the Vote on Account.

The schedule below shows the sums required for meeting the expenditure likely to be incurred as also revenue and other receipts likely to be realised during the period of four months, April, May, June and July 1979 on approximate basis.

Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 27,83,56,000/- excluding the Charged Expenditure of Rs. 83,22,000/- be granted on account for or towards defraying Charges for the following services and purposes for the part of the financial year ending 31st March, 1980.

DEMAND NO.	SERVICES AND PURPOSES	SUMS NOT EXCEEDING
		Rs.
1.	211—Parliament, State/Union Territory Legislature.	5,60,000
	288—Social Security & Welfare	1,00,000
	Total—:Demand No. 1	6,60,000

1	2	3
2.	213--Council of Ministers,	1,54000
3.	214—Administration of Justice.	14,77,000
	215—Election.	2,50,000
	265—Other Administrative Service (Inquiry Commission)	1,00,000
	Total :—Demand No. 3	18,27,000
4.	220—Collection of Taxes on Income and Expenditure.	19,000
	229—Land Revenue.	24,54,000
	230—Stamps & Registration.	1,69,000
	240—Sales Tax.	1,67,000
	Total :—Demand No. 4	28,09,000
5.	239—State—Exercise.	72,000
	245—Other Taxes and Duties on Commodities and Services.	1,000
	Total :—Demand No. 5	73,000
6.	241—Taxes on Vehicles.	54,000
	344—Other Transport and Communication Services.	31,000
	Total :—Demand No. 6	85,000
7.	254—Treasury & Accounts Administration.	3,94,000
9.	252—Secretariat General Services.	20,05,000
	265—Other Administrative Services (Vigilance and Inquiry Authority).	1,00,000
	265—Other Administrative Services. (Guest House, Govt. Hostel etc).	1,50,000
	295—Other Social and Community Services. (Celebration of Republic Day).	25,000
	Total :—Demand No. 9.	22,81,000
	255—Police.	1,29,00,000
	260—Fire Protection and Control.	10,66,000
	265—Other Administrative Services. (Civil Defence).	1,00,000
	265—Other Administrative Services. (Home Guards).	25,00.000
10	253—District Administration.	21,38,000

1	2	3
	Demand No' 11.	
	344—Other Transport and Communication Services. (Wireless Planning and Co-ordination).	9,00,000
	Total :—Demand No. 11.	1,74,66,000
12.	256—Jails.	7,99,000
	296—Secretariat Economic Services. (Evaluation Organisation).	84,000
	304—Othei General Economic Services. (Advice and Statistics)	6,33,000
	Total :—Demand No. 12.	15,16,000
13.	247—Other Fiscal Services. (Promotion of Small Savings).	29,000
	258—Stationery and Printing.	10,83,000
	265—Other Administrative Services (Addl. D. A. etc.).	50,00,000
	265—Other Administrative Services. (State Lottery-Establishment charges).	33,000
	265—Other Administrative Services. (Payment of subvention to A. F. C.).	10,000
	265—Other Administrative Services (Tripura Financial Corpn.)	1,00,000
	266—Pension and other Retirement benefits.	17,90,000
	268—Miscellaneous General Services. (State Lottery-Payment to Agent etc.)	8,00,000
	288—Social Securiry & Welfare (Pension to old and invalid persons).	8,00,000
	288—Social Security & Welfare (Insurance Scheme).	3,00,000
	Total :—Demand No. 13.	99,45,000
14.	259—Public Works.	2,16,53,000
	277—Education.	2,14,000
	278—Art and Culture.	1,000
	280—Medical.	1,40,000
	282—Public Health, Sanitation and water Supply.	16,000
	287—Labour and Employment.	16,000
	310—Animal Husbandry.	7,000
	321—Village and Small Industries.	23,000
	Total :—Demand No. 14.	2,20,70,000

1	2	3
15.	259—Public Works (Collection of Housing and Building Statistics).	10,000
	283—Housing (Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers).	1,00,000
	284—Urban Development (Assistance to Municipalities, Corpn. etc.)	10,66,000
	284—Urban Development (Notified Areas).	1,33,000
	287—Labour and Employment.	4,94,000
	Total :—Demand No. 15.	18,03,000
16.	265—Other Administrative Services (Gazetter and Statistical Memories).	44,000
	277—Education.	3,59,16,000
	278—Art and Culture.	2,88,000
	299—Special and Backward Areas (NEC Schemes for Education).	2,33,000
	314—Community Development (Education)	33,000
	Total :—Demand No. 16.	3,65,14,000
17.	277—Education.	29,00,000
	278—Art and Culture.	3,22,000
	288—Social Security and Welfare (Social Welfare)	9,32,000
	Total :—Demand No. 17.	41,54,000
18.	265—Other Administrative Services (Vital Statistics).	41,000
	280—Medical.	76,23,000
	282—Public Health, Sanitation and Water supply.	13,13,000
	Total :—Demand No. 18.	89,77,000
19.	281—Family Welfare.	4,40,000
20.	283—Housing (Govt. Residential Buildings).	11,90,000
	284—Urban Development (Town and Regional Planning).	80,000
	337—Roads and Bridges.	55,43,000
	Total :—Demand No. 20.	68,13,000

1	2	3
21.	285—Information and Publicity	12,63,000
	339—Tourism.	1,86,000
	Total :—Demand No. 23.	14,49,000
22.	283—Housing (House site—Minimum needs programme).	2,00,000
	288—Social Security and Welfare (Rajya Sainik Board).	36,000
	288—Social Security and Welfare (Settlement of Landless Agri-Labourers.)	3,76,000
	304—Other General Economic Services. (Improvement of Important Markets).	2,93,000
	Total :—Demand No. 22.	9,05,000
23.	276—Secretariat-Social and Community Services. (Directorate of Tribal Research).	1,16,000
	288—Social Security and Welfare (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes).	90,18,000
	288—Social Security and Welfare (Autonomus District Council).	3,00,000
	309—Food and Nutrition (Special Nutrition Programme)	10,63,000
	Total :—Demand No. 23.	1,04,97,000
24.	288—Social Security and Welfare (Civil Supply).	1,44,000
	309—Food and Nutrition (Food Section)	12,16,000
	Total :—Demand No. 24.	13,60,000
25.	268—Miscellaneous General Services (Payment of allowances to the families and dependent of Ex-Rulers).	70,000
	288—Social Security and Welfare (Relief and rehabilitation of displaced persons).	3,30,000
	Total :—Demand No. 25.	4,00,000

1	2	3
26.	289—Relief on account of natural calamities.	7,00,000
	295—Other social and Community Services. (Upkeep of shrines, Temples etc.)	1,06,000
	304—Other General Economic Services (Land ceiling and land Reforms).	20,12,000
	Total :—Demand No. 26.	28,18,000
27.	298.—Co-operation.	23,50,000
	314—Community Development (Panchayat).	30,00,000
	Total :—Demand No. 27.	53,56,000
28.	287—Labour and Employment (Training of Craftsmen).	3,55,000
	304—Other General Economic Services. (Regulation of Weights and Measures).	1,77,000
	314—Community Development (State planning Machinery).	1,00,000
	. Total : - Demand No. 28.	.6,32,000
29.	299—Special and Backward Areas (N. E. C. Schemes for Agri. ; Soil Conservation and Fisheries).	7,00,000
	305—Agriculture.	90,10,000
	306—Minor Irrigation. (Agri).	10,04,000
	307—Soil and Water conservation (Agri).	22.06,000
	312—Fisheries.	20,41,000
	314—Community Development (Agri).	33,000
	Total :—Demand No. 29.	1,49,94,000
30.	299—Special and Backward Areas (N. E. C. Schemes for Animal Husbandry and Dairy Development).	3,77,000
	310—Animal Husbandry.	32,02,000
	311—Dairy Development	10,25,000
	Total :—Demand No. 30.	46,04,000

1	2	3
		Rs.
31.	299—Special and Backward Areas. (N. E. C. Schemes for control of shifting cultivation).	3,98,000
	307—Soil and Water Conservation (Forest).	14,25,000
	313—Forest.	55,48,000
	Total : Demand No. 31.	73,71,000
32.	314 Community Development.	16,95,000
33.	314—Community Development (Water Supply and Sanitation)	19,98,000
34.	299—Special and Backward Areas (N. E. C. Schemes for village and Small Industries).	1,27,000
	320—Industries.	1,37,000
	321—Village and Small Industries.	39,97,000
	Total :— Demand No. 34	42,61,000
35.	306—Minor Irrigation.	4,34,000
	331—Water and Power Development Schemes.	12,05,000
	333—Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control Projects.	9,63,000
	334—Power Projects.	40,00,000
	Total :— Demand No. 35	66,02,000
36.	459—Capital outlay on Public Works.	23,37,000
	477—Capital outlay on Education, Art and Culture.	9,33,000
	480—Capital outlay on Medical.	14,33,000
	482—Capital outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply.	58,67,000
	510—Capital outlay on Animal Husbandry.	5,52,000
	511—Capital outlay on Dairy Development.	2,53,000
	521—Capital outlay on Village and Small Industries.	7,17,000
	Total :— Demand No. 36	1,20,92,000
37.	482—Capital outlay on Public Health. Sanitation and Water Supply.	8,36,000
	499—Capital outlay on Special and Backward Areas.	
	(N. E. C. Shcemes for Medical)	3,33,000

1	2	3
		Rs.
	500—Investment in General Financial and Trading Institution (Forest).	3.33,000
	511—Capital outlay on Dairy Development	1,66,000
	Total :— Demand No. 37	16,68,000
38.	483—Capital outlay on Housing (Subsidised Industrial Housing Schemes).	2,33,000
	500—Investment in General Financial and Trading Institution (Industries)	1,33,000
	Total :— Demand No. 38	3,66,000
39.	483—Capital outlay on Housing.	4,57,000
	499—Capital outlay on Special and Backward Areas. (N. E. C. Schemes for Roads and Bridges).	51,33,000
	537—Capital outlay on Roads and Bridges.	1,51,66,000
	Total :— Demand No. 39	2,07,56,000
40.	498—Capital outlay on Co-operation.	8,22,000
	677—Loans for Education, Art and Culture.	10,000
	698—Loans for Co-operative Societies.	13,74,000
	Total :— Demand No. 40	22,06,000
41.	505—Capital outlay on Agriculture.	40,20,000
	705—Loans for Agriculture.	66,000
	Total :— Demand No. 41	40.86,000
42.	509—Capital outlay on Food and Nutrition.	2,20,00,000
	538—Capital outlay on Roads and Water Transport Services.	14,33,000
	738—Loans for Roads and Water Transport Services (TRTC)	5,00,000
	Total :— Demand No. 42	2,39,33,000
43.	506—Capital outlay on Minor Irrigation, Soil conservation and Area Development.	34,99,000

1	2	3
	533—Capetal outlay on Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control Projects.	Rs. 35,66,000
	434—Capital outlay on Power Projects.	1,55,66,000
	Total :— Demand No. 43	2,26,31,000
44.	526—Capital outlay on Consumer Industries. (Jute Mill & Paper Mill)	15,00,000
	530—Investment in Industrial Financial Institution. (Tea Industries)	50,000
	Total :— Demand No. 44	15,50 000
45.	714—Loans for Community Development (Community Development Schemes)	4,75,000
46.	695—Loans for other Social and Community Services.	1,25,000
47.	698—Loans for Co-operative Societies.	97,000
	721—Loans for Village and Small Industries.	3,10,000
	Total :— Demand No. 47	4,07,000
48.	766—Loans to Government Servants.	30,00,000
	GRAND TOTAL	27,83,56,000

Motion for Demands for Excess Grants.

মিঃ স্পীকার—এখন ১৯৭৪-৭৫ ইং সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ। এখন আমি মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয়কে ১৯৭৪-৭৫ইং সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী এই সভায় পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

Sri Nripen Chakraborty—Mr. Spaker, Sir I rise to present the Demands for Excess Grants relating to the expenditure of the Government of Tripura for the financial year ended on the 31st March, 1975.

The excess under some Demands relating to the financial year 1974-75 have been pointed out in the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1974-75. On the basis of that, the Public Accounts Committee, Tripura, have recommended in their 27th Report for regularisation of the said excess expenditure under provision of Article 205 of the Constitution of India.

The execes occured over the voted grants/charged appropriations relating to expenditure of the Government of Tripura amounting to Rs. 1,28,77,652/- (Voted Rs. 1,28,34,950/-and charged Rs. 42,702-) for the financial year ended on the 31st March, 1975. The details have been shown in the Demands for Excess Grants for the year 1974-75.

The Assembly is requested to Vote and pass the Demands for Excess Grants and the Appropriation Bill for regularisation of Excess Expenditure relating to the financial year ended on the 31st March, 1975.

মিঃ স্পীকার—মোশান অন ভোট অন এ্যাকাউন্টস এবং ১৯৭৪-৭৫ সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের কপি বিধান সভায় নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করছি।

প্রিভিলেজ কমিটির রিপোর্ট পেশ।

মিঃ স্পীকার—পরবর্তী কার্য্যসূচী হল প্রিভিলেজ কমিটির ছাব্বিশতম রিপোর্ট এই সভায় পেশ করা। আমি এখন প্রিভিলেজ কমিটির মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়কে হাউসের সামনে তাঁর রিপোর্ট পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বিধান সভায় প্রিভিলেজ কমিটির ছাব্বিশতম রিপোর্ট পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার—আমি এখন মাননীয় সদস্যগণকে রিপোর্টের প্রতিলিপি বিধান সভার নোটিশ আফিস থেকে সংগ্রহ করতে অনুরোধ করছি।

প্রাইভেট মেম্বারস রিজল্যশান।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন হচ্ছে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশান এখানে ৩টি প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিলিউশান আছে। প্রথমটা হচ্ছে দ্রাউ কুমার রিয়াং মহোদয়ের, দ্বিতীয়টি হচ্ছে অমরেন্দ্র শর্মা মহোদয়ের এবং তৃতীয়টি হচ্ছে নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের।

মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াংকে তাঁর রিজোলিউশান উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার প্রস্তাবটি পাঠ করছি। আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে "এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে রাজ্যের নির্বাচিত গাঁও প্রধানগণ তাদের কার্যকলাপ শেষ হওয়ার পর যাহাতে পেনসন পাইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এই বিধান সভায় একটি বিল আনা হউক।" মাননীয় স্পীকার মহোদয় এখন আমি আমার প্রস্তাবের পক্ষে যে বক্তব্য রাখছি সেটা হচ্ছে, বামফ্রন্ট সরকার হচ্ছে রাজ্যের গরীব অংশের সরকার, রাজ্যের শ্রমিকদের সরকার সেটাই আমরা লক্ষ্য করেছিলাম এবং তাদের জন্য ক'টি প্রসংসনীয় কাজও তাঁরা করেছেন, প্রধানদের ভাতা দিয়ে তাদের কাজ করতে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। আমরা জানি যে এই প্রধানরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সদস্য এবং আমরা এটাও জানি যে এম, এন, এ, রাও নির্বাচিত সদস্য। বলতে গেলে সরকারী কর্মচারীর মতই তাঁরা কাজ করছেন— তাঁদেরও পেনসনের ব্যবস্থা আছে। এবং গাঁও প্রধানগণও নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং

তাঁরাও আমাদের মতই কাজ করছেন কাজেই এম, এল, এ, রা যে সব সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন সেইসব সুযোগ সুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত থাকার কোন কারণ আমরা দেখছি না। ত্রিপুরার গাঁও প্রধানরা অত্যন্ত গরীব এবং ৫ বছর তাদের জনগণে কাজের জন্য তাদের ঘুরাফেরা করতে হবে---অবশ্য সরকার তাঁদের জন্য ২০০ টাকা ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু সেই টাকায় তাঁদের কিছুই হয় না। সেই দিক থেকে চিন্তা করলে তাদের কার্যকলাপ শেষ হওয়ার পর তাঁরা যাতে এম, এল, এ,দের মত সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন---অন্ততঃ শ'দুই টাকা তাঁরা যাতে পেতে পারেন সেই ব্যবস্থা হাউস নেবেন। কাজেই হাউয়ের কাছে সেই অনুরোধ রেখে, আমার প্রস্তাবের সঙ্গে তাঁরা একমত হবেন এই আশা রেখে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

নিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনারা যে কেউ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের বিরোধী পক্ষের নেতা মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছেন সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক। কারণ কিছুদিন আগে এ' চেয়ার থেকে বলা হয়েছিল যে মেম্বারদের জন্য ভাতা দেওয়া হউক। অবশ্য তেমন জমাতে পারেন নি। এখন আবার প্রধানদের জন্য পেনসনের প্রস্তাব এনে গ্রামের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করাব চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রধানরা কাজ করেন এটা সত্যি কথা। প্রধানদের উপর বিরাট দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনের জন্য, গাঁওসভার ভিতর কৃষির উন্নতির জন্য, শিক্ষার উন্নতির জন্য এবং বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পগুলিকে রূপ দেওয়ার জন্য তাঁরা চেষ্টা করেন এবং সরকারকেও বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেন। সেই দিক থেকে প্রধানদের ভুমিকা, খুবই প্রসংশনীয় এবং গত এক বছরে গাঁও প্রধানদের সমবেত ভুমিকা, এই নুতন ত্রিপুরাকে গড়ে তোলার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের যে কর্মসূচী এবং ত্রিপুরাকে ঢেলে সাজাতেও তাঁরা যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। গরীব অংশের মানুষের সংগে তাঁদেরই মুলতঃ যোগাযোগ সবচেয়ে নিবীর। কিন্তু এখন আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে ভুনিহীন সমস্যা কি ভাবে গ্রামের গরীব কৃষকদের হাতে আমরা বীজ তুলে নিতে পারি তার ব্যবস্থা করা, কিভাবে তাদের জন্য জল সেচের ব্যবস্থা করা যায় তার তার ব্যবস্থা করা. রিং ওয়েলের মাধ্যমে, টিউব ওয়েলের মাধ্যমে. সেই সমস্ত সমস্যা থেকে মানুষের চোখ ঘুরিয়ে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে আমাদের বিরোধী পক্ষের মেতা প্রস্তাব এনেছেন যে প্রধানদের পেনসন দেওয়া হউক। এটা কোন উন্নয়নের সাহায্যের কথা নয়। আজকে এই ত্রিপুরাতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনা যাচ্ছে না, রেলের ওয়াগণ পাওয়া যাচ্ছে না। ঘাটতি দিয়ে আমাদের লবণ বিক্রী করতে হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রখেতে প্রতি বছর টি, আর, টি, সি,তে দুই লাখ, আড়াই লাখ টাকা ঘাটতি বহন করতে হচ্ছে। যেখানে ত্রিপুরার স্কুল ঘরগুলি মেরামত করার জন্য গত ১৫ দিন যাবত ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ বন্ধ হওয়ার পথে চলছে---সেই সব সমস্যার সমাধানের কথার কথা তাঁরা চিন্তা করছেন না। খুব চিন্তা করে করে কোথায় কি ভাবে মানুষের সেন্টিমেন্টকে নাড়া দিয়ে, সাম্প্রদায়িকতাকে নাড়া দিয়ে কিভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় তার চেষ্টা করছেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে এটা একেবারে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কাজেই বিধানসভা এটা গ্রহণ করতে পারে না। বিধানসভা চিন্তা করবে এই মুহূর্তে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রধান সমস্যা কোনটা। কংগ্রেসও ঠিক এই রকম করেছিল। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে সেই কংগ্রেস মেম্বার তাঁদের নিজেদের স্বার্থ, গাঁও প্রধানদের স্বার্থ, এদের সমস্যা সমাধানেরই ব্যবস্থা করত। উনারাও সেই একই ট্রেনিং পেয়ে চলেছেন কোথায় কিভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় তারই চেষ্টা করছেন। অনেক দিন আগের কথা, উনারা এখানে আমরা বাঙ্গালী, আমরা উপজাতি এই শ্লোগান দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। এখন প্রধানদের নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। কোথায় জল নেই, কোথায় মানুষ না খেয়ে মরছে, সেদিকে তাদের লক্ষ্য নেই। আমাদের সরকার যেখানে জল নেই সেখানে পাম্প মেসিন দিচ্ছেন। সরকার থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রতিটি পঞ্চায়েতে পাম্প মেসিন দিয়ে সমস্ত গ্রামের মধ্যে জলসেচের সুবিধা দেওয়া হবে। তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওদের চিন্তাধারা সেদিকে নয়। ওদের কথা হল গাঁও প্রধানদেরকে পেনশন দাও। জলসেচের ব্যবস্থা ভাল হোক, ফুড ফর ওয়ার্ক স্কীম ভালভাবে চলুক, বন্টন ব্যবস্থার উন্নতি হোক, সেদিকে ওদের নজর নেই। মাননীয় সদস্য দ্রাউকুমার রিয়াং তারা যে গরীব গরীব বলে চীৎকার দিচ্ছেন, সেই গরীবদের প্রতি তাদের কোন দরদ নেই। জলসেচের কথা তাঁরা ভাবছেন না। ত্রিপুরার মানুষ যদি একবার জলসেচের সুবিধা পায়, একবার ঘরে ফসল তুলতে পারে, তাহলে তাদের আর পেনশনের প্রয়োজন হবে না এবং নুতন অর্থনীতিতে কৃষক বেঁচে যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং-এর প্রস্তাবটা দেখে মনে হচ্ছে ওদের যে কাজকর্মের একটা এজেনডা ছিল ওটাতে ভাটা পরে গেছে। এখানে এমন একটা প্রস্তাব আনা হয়েছে কাজ নেইতো 'চিড়া ভাজ' এর মত। মাননীয় স্পীকার স্যার, ভারতবর্ষে এতগুলি রাজ্য আছে, কোথাও প্রধানদেরকে মাসিক ভাত' দেওয়া হয়নি। আমরাই একমাত্র এটা চালু করেছি। আমাদের নানা সমস্যা আছে, আমাদের অর্থনৈতিক সংকট আছে, আমাদেরকে সব সময় কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতে হয়। তবু আমরা ভাতা দিয়েছি। কারণ গাঁও প্রধানদেরকে নানা রকম কাজ করতে হয়। বি,ডি,ও, এস,ডি,ও অফিসে যেতে হয় এবং আরও অনেক কাজ করতে হয়। যার জন্য তারা নিজেদের কাজ করতে সময় বা ফুসরত পান না। আমরা মনে করি ভিলেজ ডেভেলাপমেন্ট এবং গ্রামের জনগণের বিভিন্ন কাজ তাদেরকে দেখতে হয়। সেই জন্য ২০০ টাকা ভাতা হিসাবে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। এটা ভারতবর্ষের কোথাও চালু হয়নি। মোরারজী দেশাই প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং তাঁরা এটা জেনে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। কাজেই দ্রাউকুমার বাবুর প্রস্তাবটা দেখে মনে হয় মার চেয়ে মাসীর দরদ বেশী। উনি প্রস্তাবে বলেছেন যে এটা করলে বামফ্রন্টের মঙ্গল হবে। বামফ্রন্ট টীকে থাকবে। এই দরদ দেখে আমরা একটু বিস্মিত হচ্ছি। সর্বত্র ১২টা বাজানোর জন্য যারা উদগ্রীব তারা হঠাৎ কেন বামফ্রন্টের মঙ্গল হবে এমন প্রচেষ্টা নিলেন? কাজেই উদ্দেশ্যটা হল যে ত্রিপুরা রাজ্যের ৭০০ গাঁও প্রধানদেরকে পেনসনের

ব্যবস্থা করে দিতে পারলে ওরা হয়তো তাদের সমর্থনে আসতে পারে কিন্তু বামফ্রন্ট এটা মেনে নিতে পারে না। তাদেরকে ভাতা দেওয়া হবে কিনা সেটা গ্রামের মানুষ ঠিক করবে। গ্রামের মানুষ ঠিক করবে যে তারা আবার প্রধান হওয়া উচিত কিনা। যদি গরু চুরি করে, টাকা লুঠ করে, তাহলে জনগণ তাদেরকে বাতিল করে দেবে বা যদি তারা মনে করেন যে আবার তাকে পাঁচ বছরের জন্য নিবাচন করা উচিত, তাহলে সেটা তারা করবে। কাজেই এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীসরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং।

শ্রীসরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য দ্রাউকুমার রিয়াং এখানে একটা প্রস্তাব এনেছেন যে গাঁও প্রধানদেরকে পেনসন দিতে হবে। আমি লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোক যখন এটা তুলার জন্য উঠলেন তখন বললেন যে আপনারা হাসবেন না। কাজেই এইটা তুলার জন্য তুলা। এর মধ্যে মানসিকতা নেই, শুধু পেনসনের নামে প্রধানদেরকে উস্কানী দেওয়ার জন্য এটা এনেছেন। বর্ত্তমানে আমাদের অনেক কাজ আছে যেমন জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট, কম্যুনিকেশন ইত্যাদি কাজগুলো কি করে তাড়াতাড়ি করা যায়। আমরা কাউকে পেনসন দিয়ে খুশী করতে পারব না। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে বলতে চাই আমাদের কর্মসূচীর মধ্যে এই-গুলি আসছে এবং এই কর্মসূচী রূপায়নের জন্য বামফ্রন্ট সরকার কাজ করে যাচ্ছেন। কাজে কাজেই এখানে বিরোধী গ্রুপের সদস্য পেনসন দেওয়ার যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এর বিরোধীতা করেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের বিরোধী দলনেতা শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং যে প্রস্তাব এই সভায় পেশ করেছেন আমি তা সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। এই প্রস্তাবটি গাঁও প্রধানদের কাজের যে বিরাট দায়িত্ব তার দিকে চিন্তা করেই আনা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, তাদের আর্থিক অবস্থা, তাদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই মাননীয় বিরোধী দলনেতা এই প্রস্তাব এখানে উপস্থাপিত করেছেন (ভয়েসেস ফ্রম রুলিং বেঞ্চ ঃ-- বিরোধী দল নয়, বিরোধী গ্রুপ)। আমি আশা রাখছি, শাসক পক্ষের, বাম পক্ষের সদস্য সমর চৌধুরী মহাশয়, এবং অনিল সরকার মহাশয়, কামিনী ঠাকুর মহাশয় বিরোধীতা করেছেন তাঁদের আমি বলব, আপনারা এটা পুনঃবিবেচনা করে দেখুন। আমরা দেখেছি, উনারা কথায় কথায় বলছেন, গ্রামাঞ্চলের উন্নতি চান, গ্রামের মানুষরা খেতে পায় না তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে চান, গ্রামের মানুষ জল পায় না, তার ব্যবস্থা করতে চান, রাস্তাঘাট নাই সেটার ব্যবস্থা করতে চান এবং এইসব সার্বিক উন্নয়নের জন্য টাকার প্রয়োজন। কিন্তু মাননীয় সদস্যের মুখে একটা কথা উচ্চারণ হলো না এই সরকার এই পরিস্থিতির মুখোমুখি এসে কেন নূতন করে পুলিশ ব্যাটেলিয়ন নিয়োগ করছেন। হয়ত মাননীয় সদস্যদের মাথায় ঢুকবে না, এই টাকা পুলিশের জন্য খরচ না করে ঐ সার্বিক উন্নয়নে খরচ করলে ভাল হবে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে কি বাজেট সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে ? এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে, তার উপর বক্তব্য রাখার জন্য আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সার্বিক উন্নয়নের পক্ষে আমি বলছি। নিজেদের দোষে ত্রুটি যখন একটু উল্লেখ করা হয়, তখন তাঁরা লাফিয়ে উঠেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এখানে বসে বসে সরকারের কুম্ভীরাশ্রু দেখছি। আমরা আরো দেখছি, সার্বিক উন্নয়ন বলতে আমরা যে অর্থে বুঝি তাঁরা সেই অর্থে সেটাকে গ্রহণ করছেন না এবং প্রকৃত যা সার্বিক উন্নয়ন, সেটা গ্রামাঞ্চলের প্রধান এবং সদস্যদের মাধ্যমেই করতে হবে। কাজেই পুলিশ বাজেটে টাকা না বাড়িয়ে সার্বিক উন্নয়নে সে টাকা খরচ করা হোক।

(গণ্ডগোল)

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে বলতে দেওয়া হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেম্বারগণ নগেন্দ্র বাবুকে বলতে দিন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, পুলিশ বাজেট না বাড়িয়ে যে সমস্ত পরিকল্পনা এবং বরাদ্দকৃত অর্থ রয়েছে সেগুলিকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে, তাহলেই হবে সার্বিক উন্নয়ন। সেই দিক থেকে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা হিসাবে একটা ঐতিহাসিক প্রস্তাব এনেছেন, সেটাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার---শ্রী নকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং যে প্রস্তাব এনেছেন এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করতে পারি না। কারণ আমরা জানি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর প্রধান রয়েছেন, এবং তারা প্রধান হিসাবে তাদের নিজেদের কাজ কর্ম করে যাচ্ছেন। এই প্রধানরা গরীব মানুষের স্বার্থে কাজ করছেন এবং সমাজে তাদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তারা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের স্বার্থে কাজ করতে চান না, চান সারা ভারতবর্ষের গরীব মানুষের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করতে। সুতরাং তাঁদের সামনে রিটায়ার্ড করার পর পেনশনের কথাটাই বড় নয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা এর আগেও এখানে দেখেছি, তাঁরা গাও সভার সদস্যদের বেতন ভাতা চেয়েছেন। প্রতিবারই তারা এই ধরণের একটা না একটা প্রস্তাব আনছেন আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখেছি, উপজাতি যুব সমিতির প্রধানরা যে সব অঞ্চলে রয়েছেন, সেখানে সরকার থেকে বিনা পয়সার রেশন কার্ড সরবরাহের ব্যবস্থা করলেও তারা পয়সা দিয়ে রেশনকার্ড দিচ্ছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার এলাকা থেকে আমি কালকে ঘুরে এসেছি। সেখানে দেখেছি, কয়েকটি বাঙ্গালী পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে। উচ্ছেদ প্রাপ্ত বাঙ্গালী পরিবারদের সরকার থেকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা আজকে দেখছি, উপজাতি যুব সমিতি এবং আমরা বাঙ্গালী দল এই উচ্ছেদ করবার কাজে লেগেছেন প্রচেষ্টা নিয়েছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি আমার নাম করে অভিযোগ এনেছেন এটা আনতে পারেন কিনা সেটা আমি জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার---যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ করা হয়, তিনি হাউসে উপস্থিত থাকলে করা যেতে পা.র।

শ্রীনকুল দাস---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার সঙ্গে মাননীয় সদস্য রশিরাম দেববর্মা ছিলেন। এবং সেখানকার জনসাধারণ মুখে আমাদের কাছে সবই বলেছেন, এমনকি আমাদের কাছে সেই এলাকার লোকেরা প্রাথমিক দরখাস্তও দিয়েছেন এখন ঐ সমস্ত কার্য্যের তদন্ত করা হচ্ছে। আজকে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা এই ধরনের কাজ করছেন। আজকে এখানে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে উদ্দেশ্যে মূলক-ভাবে। আমরা দেখেছি, ঐ উপজাতি যুব সমিতি ১০০-২০০-৩০০ টাকা দেওয়া হবে। এই প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ত্রিপুরী সেনায় লোক নিচ্ছেন। আজকে যদি এখানেও সেটা দেওয়া হয়, তাহলে তারা সরকারী টাকা পেয়ে যায়, তাহলে সুবিধা হবে এই কথা চিন্তা করেই এখানে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। কাজে কাজেই এই প্রস্তাবকে কোন সমর্থনের প্রশ্নই আসে না। আমি এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ২।১টি লাইন বক্তব্য রাখব। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যে প্রস্তাব আজ:ক হাউসে রেখেছেন- - "গাঁও প্রধানগণ এবং তাদের কার্য্যকাল শেষ হওয়ার পর যাতে পেনসন পেতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এই বিধান সভায় একটি বিল আনা হউক।" এই প্রস্তাবের বিপক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমাদের মাননীয় চীফ হুইপ মহোদয় বলেছেন যে এটা উদ্দেশ্য প্রনোদিত। এ সম্পর্কে আমারও কোন দ্বিমত নেই। কারণ এই বৎসরের গোড়ার দিকে, এই সভাতে ত্রিপুরার বেকারদের বেকার ভাতা দেওয়ার প্রশ্নে একটা প্রস্তাব সরকারীভাবে আমরা নিয়েছিলাম যে, "ত্রিপুরা রা:জ্যর দৈন্য দশার কারণে বেকার ভাতা ত্রিপুরার সরকারের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয় বলে, কেন্দ্রীয় সরকার সেই দায়িত্ব গ্রহণ করুন।" তখন আমাদের মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা আমাদের এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে-ছিলেন। হাজার হাজার বেকারদের কাজ না দিতে পারে, তাদেব ন্যূনতম ভাতা দেওয়ার জন্য আমরা একটা প্রস্তাব করেছিলাম কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট। তখন আমাদের এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেছিলেন। আর আজকে উনারা এখানে একটা প্রস্তাব এনেছেন গ্রাম প্রধানদের কার্য্যকাল শেষ হওয়ার পর তাদেরকে পেনসন দেওয়ার জন্য। গ্রাম প্রধানদের কার্য্যকাল কবে শেষ হবে না হবে, তারপর তাদের পেনসন দিতে হবে, এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত বলে আমি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত--- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যে প্রস্তাবটি আজকে হাউসের সামনে উত্থাপন করেছেন সেটা সত্যি সত্যি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উত্থাপিত হয়েছে কিনা সেটা বিবেচ্য বিষয়। কেননা গণতন্ত্রের একটা নিজস্ব চেতনা আছে। আজকে পঞ্চায়েত নির্বাচিত প্রতিটি ব্লকে, ব্লক পঞ্চায়েত কমিটি হয়েছে। সেই সব পঞ্চায়েতের মধ্যে শুধু কেবল বামফ্রন্টের লোকই আছে তা নয়, কংগ্রেস (আই), উপজাতি যুব সমিতির লোকও আছে। ঘনিষ্টভাবে জনসাধারণের

সংগে জড়িত বলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছেন। ফলশ্রুতিতে কোন পঞ্চায়েত মেম্বারই এই কথাটা তোলেন নি যে'--- 'আমাদের পেনসন দিতে হবে। 'কেননা তাদের মধ্যে অন্তত এইটুকু গণতান্ত্রিক চেতনা আছে, অর্থনীতিতে আমরা আজকে কোন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি আমাদের গ্রামের গরীব লোকদের বাস্তব চিত্রটা কি ? আমাদের বেকারদের অবস্থাটা কি ? সেটা যখন তারা ভাবেন, তখন স্বভাবতই এই প্রশ্নটা তুলতে পারেন না যে'' আমাদের পেশসন দিতে হবে।' এই পঞ্চায়েত প্রধানদের বহু মিটিং হয়েছে, বহু প্রস্তাব উনারা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কখনও এই প্রস্তাবটি তুলেন নি যে---আমাদেরকে পেনসন দিতে হবে। তারা যে সমস্ত প্রস্তাব সরকার এর কাছে করেছেন সেগুলির প্রায় সবগুলিই জনকল্যাণমূলক। যে জায়গায় জল নেই, সেই জায়গায় জলের ব্যবস্থা করতে হবে, লিফট্ ইরিগেশন করতে হবে ইত্যাদি। এটা লক্ষনীয় যে আজকে পঞ্চায়েত প্রধানরা যে দায়িত্বে এসেছেন, সেটা নুতন ভাবে এবং নুতন দৃষ্টি ভংগী নিয়েই এসেছেন। উনারা জনকল্যাণ মূলক দৃষ্টি ভংগী নিয়েই দায়িত্বে এসেছেন যে সমাজে অসাম্য থাকবে না, শোষক শোষিত থাকবে না। সেই অসামাজিক দৃষ্টি ভংগী নিয়েই আজকে উনারা গ্রামে গ্রামে আত্ম প্রত্যয়ের সংগে কাজ করে চলেছেন। আমার মনে হয়, বিরোধী দলের নেতা যে প্রস্তাব টি আজকে এখানে উত্থাপন করেছেন, সেটা দলগত দৃষ্টিকোন থেকে উত্থাপন করেছেন। কারন গ্রাম প্রধানরা এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন নি যে আমাকে ভাতা ভাতা দিতে হবে, না হলে আমি নির্বাচনে কন্টেষ্ট করব না। কাজেই আমি যৌবনে যারা যুব সমিতিতে দাঁড়িয়েছেন, তাদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা একটু প্রগতিশীল দৃষ্টি ভংগী নিয়ে বিষয়টি একটু চিন্তা ভাবনা করবেন। আমার মনে হয় হঠাৎ করে আপনারা এই প্রস্তাবটি এই হাউসে এনেছেন। কারণ কোন গ্রাম প্রধানের কাছ থেকে, কি বামফ্রন্ট, কি উপজাতি যুব সমিতি, কি কংগ্রেস (আই) কোন পক্ষ থেকেই এই ধরণের কোন প্রস্তাব আসে নি। কেননা সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরার উন্নতির জন্য উনারা অত্যন্ত সংবেদন শীল কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে পঞ্চায়েত প্রধানদের পেন্সন সম্পর্কিত যে প্রস্তাবটি হাউসে এসেছে, সেটার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীনিরঞ্জন দেব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা প্রধানদের পেন্সন সম্পর্কিত যে প্রস্তাবটি হাউসে এনেছেন, তার আমি বিরোধিতা করছি। আমার মনে হয় উনি সস্তায় নাম কিনবার জন্যই এই প্রস্তাবটি এনেছেন। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের অস্তিত্ব এখন হতাশা জনক। অবশ্য এটা আজকে নুতন কোন কথা নয়। আমরা দেখেছি এই উপজাতি যুব সমিতির সদস্যর গ্রামে দেশে গিয়ে বলেছেন যে ট্রাইবেল অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল আমরা আন্দোলন করে পেয়েছি। এবং সেখানে যারা কুচকাওয়াজ করছে, তাদেরকে উনারা বলছেন যে অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল চালু হলে তাদেরকে বেতন দেওয়া হবে। সুতরাং এ থেকে আমর বুঝতে পারছি যে উনারা উনাদের আসল স্থান থেকে সরে যাচ্ছেন। আজকে পঞ্চায়েত প্রধান

পদে উনাদের লোক যেমন আছে, তেমনি আমাদের পার্টির লোকও আছে। শুধু তাই নয়, সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়েই আছে। আজকে এই সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রধানদের মুখ থকে এই কথা কোন দিন বেরোই নি যে তাদেরকে পেন্সন দিতে হবে। কিছুদিন আগে আমাদের বিরোধী দলের মাননীয় নেতা শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয় বলেছেন যে, উনারা সার্বিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করেই এই প্রস্তাবটি এনেছেন। কিন্তু সার্বিক উন্নয়ন বলতে উনারা কি ধরণের চিন্তা করছেন সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। উনারা কি প্রধানদের পেন্সন দিয়ে সার্বিক উন্নয়নের কথা বলতে চাচ্ছেন? তাহলে আমিবলব ভারতবর্ষের কোন অর্থ-নীতিতে এই কথা লেখা আছে? মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই ওয়াকিবহাল আছেন, কি রকম সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে থেকে আমাদেরকে রাজ্য পরিচালনা করতে হচ্ছে। সুতরাং মাননীয় বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন, তা বামফ্রন্ট সরকারকে বাজীমাৎ করা ছাড়া আর কিছু না। কিছুক্ষণ আগে আমাদের মাননীয় শিল্প মন্ত্রী এ কথা উল্লেখ করেছেন যে ভারতবর্ষের কোথাও নেই যেখানে পঞ্চা-য়েত প্রধানদেরকে সম্মানিত ভাতা দেওয়া হয়। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে এটা দেওয়া হচ্ছে। কারণ বিগত ৩০ বছরে কংগ্রেসীরা শুধু লুট পাটই করে যে নৈরাজ্যিক অবস্থার সৃষ্টি করেছেন, সেই অবস্থা থেকে গ্রামোন্নয়ন করার জন্য আমাদের বামফ্রন্টের প্রধানরা যে ভাবে খাটছেন, আপনারা একটু দয়া করে গ্রাম দেশে গিয়ে দেখুন। কিন্তু আমি দুঃখিত কিছুদিন আগে রামনগর গাঁও সভাতে গিয়ে দেখলাম যে, সেখানে রেশন কার্ড নূতন করার জন্য উপজাতি যুবসমিতির প্রধানকে পয়সা দিতে হচ্ছে। সেখানে নূতন রেশন কার্ড করার জন্য ২।৩ টাকা করে সেখানকার উপজাতি যুব সমিতির প্রধানকে অসহায় গরীব লোক-দের দিতে হচ্ছে। আর আজকে আপনারা এখানে বলেছেন-সার্বিক উন্নয়ন। উপজাতি যুব সমিতি গ্রামে দেশে গিয়ে বলেছেন যে ৩১শে ডিসেম্বরের পর ত্রিপুরা রাজ্যে আমরাই শাসন ক্ষমতায় বসব। কিন্তু ৩১শে ডিসেম্বর যখন শেষ হয়ে গেল, তখন আবার বললেন ২৬শে জানুয়ারী থেকে পৃথক প্রশাসন চালাবেন।

শ্রীনিরঞ্জন দেব—বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এই রকম চমকপ্রদ অনেক কথা বলে সরল উপজাতিদের বিভ্রান্তির চেষ্টা করছেন। বিরোধীরা কেন এই সমস্ত কথা বলছেন তা সরল প্রাণ উপজাতিরা সহজেই বুঝতে পারছেন। কিন্তু বিরোধীরা জেনে রাখুন মানুষ আজকে জাগ্রত হয়েছে সুতরাং ভাওতাবাজী রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে কোন কাজ হবে না। প্রতিক্রিয়াশীলরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন এবং বামফ্রন্ট সরকারকে হেয়-প্রতিপন্ন করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। অবশ্য এই উদ্দেশ্য সফল হবেনা। বিরোধীরা উদ্দেশ্যমুলকভাবে এই প্রস্তাব হাউসে পেশ করে জনতাকে বিভ্রান্ত করার একটা কৌশল ছাড়া আর কিছুই না। সুতরাং আমার বক্তব্যের শেষান্তে আমি মাননীয় বিরোধী সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াংকে অনুরোধ জানিয়ে একটি সংস্কৃত শ্লোক বলছি ঃ দুর্জনঃ প্রিয়বাদী চ ন চ বিশ্বাসঃ কারন ম। মধু তিষ্ঠতি জিহবাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম। অর্থাৎ সরল জন সাধারণ খারাপ লোককে চিনতে পেরেছে। তাদের জিহবাগ্রে মধু আছে এবং অন্তরে যে বিষ আছে উপজাতি জনসাধারণের কাছে দিনের আলোর মত পরিস্কার হয়ে গেছে। তাই হতাশার রাজনৈতিক ছেড়ে দেশের

সার্বিক উন্নয়নে সহযোগিতা করতে অনুরোধ করব। বিরোধীদের মিষ্টি কথায় চিড়ে ভিজবে না বা কোন কাজ হবে না। মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং-এর প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং যে প্রস্তাব এই হাউসে পেশ করেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে এখানে অনেক কিছু আলোচনা হয়েছে। আমি শুনে অবাক হলাম যে, যেখানে বিধান সভার মেম্বারদের পেনসন আছে, সেখানে গাঁও প্রধানরা কেন পেনসন পাবেন না। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কারণ এই ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ। এই দরিদ্র দেশ থেকেই মাননীয় সদস্যগণ এবং প্রধানগণ নির্বাচিত হয়েছেন। দরিদ্র বলে তারা কর্ম সংস্থানের সুযোগ পান না, উপরের স্তরে তাদের কোন স্থান নেই। এই নির্বাচিত গাঁও প্রধানদের মধ্যে অনেকে লেখাপড়া জানেন না। কাজেই তাদের কার্যকাল শেষ হওয়ার পর যাতে তাঁরা পেনসন পেতে পারেন, সেটা দেখা উচিত। কারণ তাঁরা জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। এই বিধানসভার সদস্যরা এবং লোকসভার সদস্যরা যেমনভাবে নির্বাচিত হন, তাঁরাও ঠিক ভাবেই নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। আমি বলছি না যে তাদের ভাতা ২০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা করা হোক। আমরা এই কথাই বলছি যে তাদের নিম্নতম ভাতা দেওয়া হোক। অনেক সদস্য হয়তো বুঝেছেন যে, আমরা বলছি তাদের ভাতা ২০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা করা হোক। কিন্তু আমরা সে কথা বলছি না। আমরা দেখেছি এই বার বামফ্রন্ট সরকার আর একটা প্রস্তাব রেখেছেন, সেটা হলো "বার্ধক্য ভাতা" যাদের বয়স ৮০ বছর হয়েছে, তাদেরকে এই ভাতা দেওয়া হবে। কিন্তু তাদের যদি ভাতা দেওয়া হয়, তাহলে যে সমস্ত প্রধানগণ যারা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, তারা কেন পেনসন পাবেন না? এটা তো যুক্তিসঙ্গত দাবী। অনেক সদস্য বলেছেন আমরা অবাস্তব কথা বলছি, কিন্তু আপনারা দেখবেন এই হাউসে "উপজাতি যুব সমিতি" যে প্রস্তাব রেখেছে সে প্রস্তাব আজ হোক, কাল হোক, সেটা কার্যকরী হবে। ৮০ বছরের উর্ধে যে পেনসন ধার্য্য করা হয়েছে, সেটা কমিয়ে ৬০ বছর পর্যন্ত যাদের বয়স হয়েছে, তাদেরও দিতে হবে। কাজেই মাননীয় সদস্যরা, যারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন এবং করছেন যে, উপজাতি যুব সমিতি আজকে রাজনৈনিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য এই প্রস্তাবকে উপস্থিত করেছেন, সে ধারণা ঠিক নয়। মাননীয় শ্রমমন্ত্রী বলেছেন যে, গাঁও প্রধানদের কাছ থেকে এই ভাতা সম্পর্কে কোন প্রস্তাব আসেনি, যদি আসে তাহলে সেই প্রস্তাবকে বিচার বিবেচনা করে দেখা হবে। কিন্তু একজন বিধায়ক হিসাবে আমরা কি এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারিনা?

(ভয়েসস্ পারেন)

যাই হোক মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং যে প্রস্তাব এই হাউসে এনেছেন, সেটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। কেননা আমি একটু আগেই বলেছি যে গাঁও প্রধানরা সবাই শিক্ষিত নন, তাঁদের কার্য্যকাল মাত্র ৫ বছর। যদি বিধানসভার বিধায়করা পেনসান

পেতে পারেন, তাহলে কেন গাঁও প্রধানরা পাবেন না তার যুক্তিসঙ্গত কারণ আমরা দেখতে পারছি না। কাজেই সর্ব শেষে আমি এই প্রস্তাবকে সর্বান্তকরনে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনরেশ ঘোষ ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা সমস্ত গাঁও প্রধানদের অশিক্ষিত বলেছেন এটা একস্‌পান্স্‌ করতে হবে কারণ এটা অত্যন্ত অপমানজনক কথা তাছাড়া গাঁও প্রধানদের মধ্যে অনেক বি, এ, পাশও আছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---না, মাননীয় সদস্য সমস্ত গাঁও প্রধানদের অশিক্ষিত বলেননি। তিনি কিছু সংখ্যক গাঁও প্রধানকে অশিক্ষিত বলেছেন।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ--মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং যে প্রস্তাব এই হাউসে এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করতে গিয়ে বলতে চাই যে---

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আপনি রিসেসের পর বক্তব্য রাখবেন।

সভার কার্য্যসূচী বেলা দু ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতবী রইল।

(After recess the meeting started with Mr. Deputy Speaker in the Chair)

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :---এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার মহোদয়কে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---স্যার, আমি বলছিলাম যে ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন পর্য্যন্ত যে সব কাজ করেছে, তার মধ্যে অনেকগুলি আমাদের বিরোধীদের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। যেমন ধরুন জমির খাজনা তুলে দিলেন। যেখানে সাড়ে সাত কাণি পর্য্যন্ত জমির খাজনা মুকুবের কথা, সেখানে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে খাজনা প্রথাটাই তুলে দিলেন। এটা অবশ্য তাঁরা আগে থেকে ধারণা করতে পারেন নি। তারপর আছে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। আগে ছাত্র সমাজের দাবী ছিল যে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত অবৈতনিক করতে হবে। কিন্তু এই সরকার ক্ষমতায় এসে দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত অবৈতনিক করে দিয়েছেন। কাজেই তাঁরা এই সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে যা কিছু অনুমান করতে ছিলেন, সেগুলির কোনটাই কাজে লাগছে না। তাই তাদের এখন থেকেই আর কিছু বাড়িয়ে বলার দরকার। তারপর উপজাতিদের জন্য স্বশাসিত জেলা পরিষদ। অর্থাৎ এক একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে এই জিনিসটাই প্রমাণ পাচ্ছে যে বামফ্রন্ট সরকার গরীব এবং মধ্যবিত্ত মানুষদের কাছে আরো বেশী করে এগিয়ে যাচ্ছে এবং বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করে দিচ্ছে। তাই তারা এখন পঞ্চায়েত সদস্য এবং প্রধানদের পেনশান ভাতা দেওয়ার জন্য এই প্রস্তাবটা এই হাউসের সামনে এনেছেন। অর্থাৎ তাঁদের তো কিছু একটা করতে

হবে, যাতে করে দুই চারটা লোককে তাঁরা নিজেদের কাছে পেতে পারেন। তাই ওদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, কোন দিন আবার বলে বসবে পঞ্চায়েত সদস্যদের ছেলেমেয়ে যারা আছে, তাদের ছেলেমেয়েকে চাকুরী পাইয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ এক একটা নূতন ইস্যু নিয়ে কিভাবে মানুষকে চমক দেওয়া যায়, তারই ব্যবস্থা তাঁরা করছেন। আর এই প্রস্তাবের পেছনেও তাঁদের ঐ একই উদ্দেশ্য আছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের কাজের ফলে গ্রামের মানুষ, মধ্যবিত্ত; তাদের সবার মধ্যে একটা নূতন জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে এবং গ্রামের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা নূতন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করছে। কাজেই বাইরের মানুষগুলিকে তাঁরা আর ধরে রাখতে পারছেন না; কারণ তারা আজকে তাঁদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, এবং মানুষ তাদের ভবিষ্যত সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়ে, সেই সংগ্রামের বুনিয়াদকে গড়ে তুলছে। তাই তাঁরা আজকে সংকুচিত এবং কম্পমান। তাই তাঁরা মানুষের এগুবার পথকে রোধ করা যায় কিনা, তার চিন্তা ভাবনা করেই এই ধরণের টোপ তাদের কাছে ফেলা হচ্ছে। যে পঞ্চায়েত সদস্যগণ বা পঞ্চায়েত প্রধানগণ আমরা আপনাদের জন্য ভাতা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এইসব কথাগুলি বলে আজকে তাঁরা তাদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন এবং তাদেরকে দুই চারটা লোভ দেখানোরও চেষ্টা করা হচ্ছে। আর এই জন্যই তাঁরা আজকে এই প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন। কিন্তু আমি বলব এই সব করে তাঁরা ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষদের এগিয়ে যাবার যে পথ, সেটা রোধ করতে পারবেন না। শুধু ত্রিপুরাতে কেন ? ভারতবর্ষের কোথাও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে কাজ হচ্ছে সেটাকে রোধ করতে পারবে না। এটা বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে করা সম্ভব ছিল, কারণ তখন সমাজের জন্য কাজ করতে গিয়ে, অনেকে অনেক কিছু গুছিয়ে নিয়েছেন। সেই আমল এখন অনেক দূরে সরে গিয়েছে। কাজেই সেই ধারণা নিয়ে এখন বসে থাকলে চলবে না। মানুষ এখন নূতন ভাবে এগিয়ে যেতে চায় এবং নূতনভাবে কিছু গড়ে তুলতে চায়। কাজেই আমি বিশ্বাস করি এই ধরণের যে উস্কানিমূলক প্রচেষ্টা, এর দ্বারা এখন কেউ বিভ্রান্ত হবেন না, তারা তাদের নিজেদের উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য ঐক্যবদ্ধ ভাবে এগিয়ে আসবেন। এই কথা কয়টি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসের মধ্যে গাঁও প্রধানদের পেনশান দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাবটা বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং এনেছেন, সে সম্পর্কে আমাদের মধ্য থেকে অনেকে অনেক কথা বলেছেন যে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য তাঁরা এই প্রস্তাবটাকে এখানে এনেছেন। ভাই আমিও এই কথা বলব যে আজকে তাঁরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি আনতে চায়। কারণ আমরা দেখছি যে কিছু যুবক এরই মধ্যে তাদের সৃষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে পা দিয়েছে। তাঁরা বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভিন্ন ভাবে এই জিনিসটাকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং উদ্দেশ্য আরও আছে এর মধ্যে যে কিছু বয়স্ককে ঢুকাতে হবে। কিন্তু যুবকেরা অল্পেতে যে ভাবে বিভ্রান্ত

হয়, বয়স্করা ঠিক সেই ভাবে বিভ্রান্ত হয় না। অথচ পঞ্চায়েত প্রধানদের জন্য এই পেন্সান ভাতার প্রস্তাব এনে তারা বয়স্কদেরও বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। কিন্তু তাঁরা এটা জানেননা, যে বয়স্করা যারা পঞ্চায়েতে আছে তারা বহুদিন ধরে রাজনীতি করেছে, আন্দালন করেছে এবং সত্যাগ্রহ করেছে এবং এর জন্য তাদের অনেককে জেল খাটতে হয়েছে। তাছাড়া আমাদের যে সব পঞ্চায়েত প্রধান আছে, তারা অধিকাংশই বয়স্ক এবং তারা এই ধরনের নানা রকমের সংগ্রাম অনেক দিন আগে থেকেই করে আসছে, তারা বিরোধী পক্ষের এই টোপে বিভ্রান্তি হবে বলে আমি মনে করি না। অবশ্য বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের এই কথাটাও মনে রাখা দরকার যে আজকালকার দিনে কাউকে উস্কানি দিয়ে বিভ্রান্ত করা যায় না। তবে আমাদের কাছে খবর আছে, যে তারা বিভিন্ন জায়গাতে, বিভিন্ন জন-সভাতে এই সব কথা বলে মানুষকে উস্কাইয়া দেবার চেণ্টা করেছে। কিন্তু আমি মনে করি যে যারা বয়স্ক আছেন, তারা বিরোধীদলের এই উস্কানিমূলক বা বিভ্রান্তিমূলক রাজনীতিতে যাবেন না। কারণ তারা বর্ত্তমান রাজনীতি সম্পর্কে খুবই সচেতন। অবশ্য তারা খৃণ্ট ধর্মের নাম করে বুদ্ধ ধর্মের নাম করে ধর্মীয় ভাবে উস্কানি দিয়ে কিছু লোককে বিভ্রান্তি করার চেণ্টা করছেন এবং তারা অনেককে খৃণ্ট ধর্মে দীক্ষিত করতে চাইছেন। কিছু যুবককে তারা খৃণ্ট ধর্মে দীক্ষিত করেছেন, এখন কিছু বয়স্ককে তারা এই পথে নিয়ে যেতে চাইছেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---আপনারাতো ধর্মই মানেন না---

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা ঃ---আপনারা নিজেরা যদি সঠিক পথে না চলেন, তাহলে এই বিভ্রান্তিকর পথ সৃণ্টি করে মানুষকে কোনদিন সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবেন না। আমরা সঠিক পথে চালিত করতে পেরেছি বলেই বিগত দিনে কংগ্রেস সরকারকে হটিয়ে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় ত্রিপুরার জনসাধারণ বসিয়েছে। সেজন্যই আমি বলব যে উনারা এই সমস্ত প্রধানদের পেনশানের কথা বলে যদি উসকিয়ে দিতে চান তাহলে সেটা সঠিক প্রশিক্ষণ হবে না এবং উনারা যে শ্মশান বাড়ী বলেছেন সেই কথাটা যাতে উইড্র করেন এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার এখানে যে বেসরকারী প্রস্তাব এসেছে, এটার প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করছি না। এটা বাস্তব যে, গাঁওসভার প্রধানরা জনগণের প্রতিনিধি। জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁরা একটা গুরুত্ব পূর্ণ ভুমিকা পালন করছেন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, প্রধানদের উপর সরকারী কর্মসূচী রূপায়ণের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেই গাঁও সভাগুলি সেইসব দায়িত্ব যতটুকু সম্ভব পালন করছে। বিশেষ করে খাদ্যের বদলে কাজ প্রকল্পের কাজ তাঁরা খুব ভাল করছেন। তাঁরা সমাজের জন্য বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচী রূপায়ণের যে কাজ করছেন সেটা টাকা দিয়ে পরিশোধ করা যাবে না এবং টাকা দিয়ে সেটা পরিশোধ হয় না। দেশের জন্য যে কাজ তারা করেছেন---অবশ্য গাঁওসভার প্রধানদের আমরা ভাতা দিচ্ছি সেটা বেতনও নয় এবং পেনশানও নয় এবং যে কাজ তাঁরা করছেন সেই কাজের মুল্যে নির্ধারণ করা যায় না। শুধু আমরা সেটা দিয়েছি

গাঁও সভার প্রধানদের অনেক কাজকর্ম আছে এবং সেজন্য তাঁদের সরকারী অফিসে যাতায়াত করতে হয় এবং তাদের সেজন্য কিছু খরচাও করতে হয় তাই বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের একটা ভাতা দিয়েছেন। কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। এখানে বলা হয়েছে যে গাঁও সভার মধ্যে যেখানে বার্ধক্য ভাতা আছে তাহলে কেন প্রধানদের ভাতা দেওয়া হবে না। এটা কোন যুক্তি হতে পারে না। বার্ধক্য ভাতা সেটা একটা আলাদা জিনিষ। আমরা বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে যাদের বয়স ৮০ বছর বা তারও বেশী এবং তাদের ভরণ পোষণের কেউ নেই তাদের কিছুটা সাহায্য করার জন্য এই ভাতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। অবশ্য ৩০ টাকা আজকের দিনে কিছুই নয়। কিন্তু যেহেতু আমাদের এই ক্ষুদ্র রাজ্যের আয় অত্যন্ত কম কাজেই এর বেশী রিলিফ দেওয়া এখনই সম্ভব হচ্ছে না বলে এই নাম মাত্র পেনশান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং সেই পেনশান গাঁওসভার প্রধানরাও পেতে পারেন বৃদ্ধ বয়সে। অবশ্য তাঁর যদি ভরণ পোষণ করার কেউ না থাকে। আমার বাবার বয়স ৯৬ বছর বলেই আমার বাবা পেনশান পাবেন না---আমিই সেখানে বাধা দেব। কাজেই ৮ বছর বয়স হলেই যে পেনশান এটা কোন কথা নয়। আমরা একটা জিনিষ স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই যে আমাদের লক্ষ্য হল---আমাদের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লক্ষ্য হল যে সমাজের একটা লোকও যাতে অসহায় অবস্থায় পরে না থাকে---এই নীতি নিয়েই আমরা আছি। সেই আদর্শের উপর বিশ্বাস করে—বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় তা কার্যকরী সম্ভব নয়। সেজন্য আজকে গাঁও প্রধানদের পেনসনের জন্য যারা প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তাদেরকে অনুরোধ করব যে তাদের সোসিয়েল ষ্ট্রাকচারটাকে পরিবর্তন করার জন্য সাহায্য করুন। তাহলে নূতন ব্যবস্থায় নূতন অর্থনৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থায় কোন মানুষ না খেয়ে মরবে না, বেকারদের কাজের গ্যারেন্টি থাকবে, রোজি রোজগারের ব্যবস্থা থাকবে এবং সেটা সরকার থেকেই করা হবে, সাধারণ মানুষ সকলেরই বাঁচার মত ব্যবস্থা থাকবে, সেটাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল কথা কাজেই বর্তমান প্রস্তাবটা আমরা সমর্থন করতে পারি না। ত্রিপুরাতে ৬৮৯ জন গাঁও প্রধান আছেন। কাজেই এত বড় আর্থিক ঝোঁকি বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের যে আর্থিক অবস্থা তাতে এই ঝোঁকি নেওয়ার মত সরকারের সমর্থ নেই। তাছাড়া এখনও হাজার হাজার কর্মঠ যুবক বেকার, তাদেরকে কাজ দিতে পারছি না। কাজেই তাদেরকে অনুরোধ করব আমাদের সংগ্রামে আপনারা সহযোগিতা করুন এবং এই সাম্রাজ্য ব্যবস্থাকে যদি পালটাতে পারি তাহাল সবাইকে কাজ দেওয়া সম্ভব হবে। গাঁও প্রধানদের প্রতি আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে কিন্তু তা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই যে ৬৮৯ জন গাঁও প্রধান আছেন তারা সরকারের কর্মসূচী রূপায়ণে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন এই আশা রেখে আমি আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীদীনেশ দেববর্মা।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং যে প্রস্তাব হাউসের সামনে এনেছেন যে, "এই বিধানসভা

প্রস্তাব করিতেছে যে রাজ্যের নির্বাচিত গাঁও প্রধানগণ তাদের কার্যকাল শেষ হওয়ার পর যাহাতে পেনসন পাইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এই বিধানসভায় একটি বিল আনা হউক, এই প্রসঙ্গে অনেক বক্তাই বলেছেন। বিশেষ করে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী এই হাউসের সামনে যে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন, তারপর আর বেশী বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তবে বিরোধী পক্ষের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, এই প্রধানদের পেনসন দেওয়ার ব্যাপারে, উনারা ভাবছেন যে, এই কথা বললে সম্ভবতঃ কিছু মানুষের কাছে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানী দেওয়ার সুবিধা হবে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তারা এই প্রস্তাব এখানে এনেছেন। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, আমাদের উপজাতি সমাজের মধ্যে তাঁরা শিক্ষিত অংশের মধ্যে আছেন এবং জনসাধারণের মধ্যে তাঁরা নিশ্চয়ই সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু জন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে তাঁদের যে দায়িত্ব, সে দায়িত্ব সম্পর্কে তারা কতটুকু ওয়াকিবহাল আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কারণ এই পেনসন, বেতন তার একটা নীতি আছে। সরকারী কর্মচারীরা বেতন পান, পেনসন পান তাদেরও কতগুলি কণ্ডিশন থাকে, সার্ভিস লিমিট আছে এবং পে স্কেল আছে। একটা সেলারী অ্যাকট আছে, তাদের সার্ভিসের একটা নিয়মবিধি আছে। কিন্তু গাঁও প্রধানদের বেলায় তা নেই। তারা নির্বাচিত প্রতিনিধি। ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচী আজকে রূপায়িত হচ্ছে গাঁওসভাগুলির মাধ্যমে। কাজেই গাঁও প্রধানদের বুঝা উচিত যে এই বর্ত্তমান শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে, ত্রিপুরার মৌলিক পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। কাজেই ঐদিন বুর্জোয়া ফ্রেম ওয়ার্ক---তার মধ্যে থেকে জনসাধারণ যাতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়, সেইদিকে বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টি আছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের যে সমস্ত জনহিতকর কর্মসূচী আছে, সেগুলি রূপায়িত হলে যে ত্রিপুরার আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে এটা ঠিক নয়। গত বিধানসভায় উনারা যে একটা প্রস্তাব এনেছিলেন যে গাঁওসভার সদস্যদেরকে বেতন বা ভাতা দিতে হবে। এটা একটা সাংঘাতিক প্রস্তাব। তারা যেমন নির্বাচিত প্রতিনিধি, এই রকম আরও অনেক নির্বাচিত সংস্থা রয়েছে। তারাও তো ভাতা পান না। আমরা জানি যে, বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে, যাঁরা গাঁও প্রধান ছিলেন, তাঁদের এই ধরণের কোন বেতন বা যাতায়াত খরচ দেওয়া হতো না। যার ফলে গ্রামে খয়রাতি, স্টেট রিলিফ, দাদন, কৃষি ঋন যেগুলি সরকার থেকে বিলি বন্টন করা হতো সেসব তারা আত্বসাৎ করতেন। এটা একটা সাংঘাতিক দুর্নীতি। জনসাধারণ যাতে প্রতারিত না হয়, বঞ্চিত না হয়, বামফ্রন্টের কর্মসূচীকে যাতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সেজন্য আমরা বামফ্রন্ট সরকার চাচ্ছি, সরকার থেকে গ্রাম পঞ্চায়েৎ পর্য্যন্ত স্বচ্ছ সরকার, দুর্নীতিমুক্ত সরকার সৃষ্টি করতে। সেই হিসাবেই আমরা গাঁও প্রধানদের এই সামান্য টাকা মঞ্জুর করি। কাজেই একটা দাবী করার আগে, আমরা আইনের খেলাপ করছি কিনা, সংবিধানগত আইন খেলাপ করছি কিনা, সেটা আমাদের দেখতে হবে। তাঁরা জানেন, তাঁদের এই প্রস্তাব মানা সম্ভব হবে না। এটা জেনে শুনেই তাঁরা এই প্রস্তাব এনেছেন। এনেছেন এই কারণে যে, এর ফলে তাঁরা বলতে পারবেন, আমরা তোমাদের জন্য পেনসনের দাবী

করেছিলাম, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সেটা স্বীকার করল না। তাই তোমরা চলো আমাদের সাথে আমরা আন্দোলন করব। মাননীয় সদস্য হরিনাথবাবু বলেছেন, আজ হোক, কাল হোক বামফ্রন্ট সরকারকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের চলার একটা গতি আছে, তার সামনে অ্যাইম আছে, টারগেট আছে। কিন্তু যারা এইভাবে বিপথগামী রাজনীতি করে তাদের পক্ষেই এইরকম কথা বলা সম্ভব। কারণ বামফ্রন্ট সরকার যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেবে, সেগুলি তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে নিতে আপত্তি নেই। বামফ্রন্ট সরকারের মধ্যে কোন গোপনীয়তা নেই। বামফ্রন্ট সরকার হাউসের মতামত এবং রাজ্যবাসীর মতামত নিয়েই আইন করে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারকে বাধ্য করবেন, বামফ্রন্ট সরকারকে আজ হউক কাল হউক সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এইরকম কথা একজন দায়িত্বশীল মেম্বারের কাছে আশা করা যায় না। কাজে কাজেই এই যে প্রস্তাব শ্রীদ্রাউকুমার এনেছেন এটার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই কিংবা আইনের সঙ্গে কোন মিল নেই। অতএব আমি অনুরোধ করি যে এই প্রস্তাব মাননীয় সদস্য প্রত্যাহার করে নেবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-- মিঃ দ্রাউকুমার রিয়াং, এই প্রস্তাবের উপর আপনার আর কিছু বলবার থাকলে বলিতে পারেন।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ-- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার প্রস্তাবের বিপক্ষে বামফ্রন্ট সরকারের সদস্যরা যেভাবে আক্রমণ করছেন, এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। উনারা আমার প্রস্তাবের মধ্যে একটা জিনিস পরিষ্কার দেখতে পেয়েছেন, এটা আমরা এনেছি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য এবং উপজাতি যুব সমিতির এটা একটা চক্রান্ত। কিন্তু উনারা এই প্রস্তাবের সারবার্তা কিংবা আলাপ আলোচনা করার কোন বিষয় আছে বলে মনে করেননি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, তাঁরা এর গুরুত্ব স্বীকার না করে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে আমাদের প্রধানদের বিরুদ্ধে যে কথা বলেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই, আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট প্রধানদের বাড়ী-ঘর, রান্না ঘর পাক্কা হয়ে গেছে এমন কি ল্যাট্রিন পর্য্যন্ত পাক্কা হয়ে গেছে। এখানে আর একটি কথা বলতে শুনা গেছে, আমরা নাকি আমাদের ত্রিপুরী সেনায় লোক ঢুকানোর জন্য ১০০।৩০০ টাকা করে দিচ্ছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এর উত্তরে আমি বলতে চাই, তাঁদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শান্তি সেনাতে নাম লিখালে তোমাদের চাকুরী হবে এবং বিনা ইন্টারভিউতে চাকুরী হচ্ছেও। (গণ্ডগোল) আর আজকে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে প্রধানদের পেনশনের কথা বলাতে তাঁরা যেভাবে এর বিরোধিতা করলেন, তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। (গণ্ডগোল) মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে বিরোধী দল থেকে যে কথা বলা হয়, তার সবই খারাপ, উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং চক্রান্ত। আর তাঁরা যেসব কাজ করেন সবই গরীবের স্বার্থে। কাজেই আমি এখানে আবার তাঁদের অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন আমার এই প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখেন। এই প্রস্তাবটি ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করুন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, তাঁদের মুখে প্রায়ই বলতে শুনা যায়, তাঁরা গরীব শ্রেণীর সদস্য। কাজে কাজেই এই গরীব শ্রেণীর সদস্যদের কাছে আমার আবেদন আপনারা মাথা গরম না করে প্রস্তাবটি দেখুন, এটা

গরীব শ্রেণীর সাহায্যার্থেই আনা হয়েছে। কাজেই এই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করিয়ে গরীব প্রধানদের সাহায্য করবেন। এই কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ-- মাননীয় সদস্যগণ, শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং উত্থাপিত প্রস্তাবটির উপরে আলোচনা শেষ হয়েছে। এখন আমি প্রস্তাতটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হচ্ছে ঃ--

"এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে রাজ্যের নির্বাচিত গাঁও প্রধানগণ তাদের কার্য্যকাল শেষ হওয়ার পর যাহাতে পেনশন পাইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এই বিধানসভায় একটি "বিল" আনা হউক।

(প্রস্তাবটি সংখ্যাধিক্যের ধ্বনি ভোটে বাতিল হইল)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-- এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা মহাশয়কে তাঁর প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ-- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে রিজিউলিশনটা এনেছি সেটা আমি এখন মুভ করছি।

"এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছে যে দেশলাই, কেরোসিন, পেট্রল, হাইস্পীড, ডিজেল, সাবান, টুথপেণ্ট ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের উপর কর বৃদ্ধি প্রত্যাহার করা হউক।"

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা জনতা সরকার-এর বাজেট পেয়েছি। কিন্তু এটাই তাঁদের প্রথম বাজেট নয়। এর আগেও তাঁদের বাজেটে আমরা পেয়েছি। কংগ্রেসী আমলের বাজেটগুলিও আমরা দেখেছি, সে বাজেটে কর নীতি যেভাবে নির্দ্ধারিত হয়েছিল তবে আমরা দেখলাম যে পরোক্ষ করের মাত্রা এত বেশী যে সেই করগুলি নিত্য দিন-দরিদ্র জনসাধারণকে চাপ দিত। সেই জিনিষটাই আমরা কংগ্রেসী আমলে দেখেছি। জনতা সরকারের আমলেও সেই একই অবস্থা এসে দেখলাম। একই ধরনের কর নীতি সারা ভারতবর্ষে তারা চালাচ্ছে। সমাজ ব্যবস্থার এই রথের রসি যারা ধরেন, তারা উপরে থাকেন এবং সেখান থেকে সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ তারা করেন। যারা বড় বড় ব্যবসাদার, শিল্পপতি, জোতদার তাদের স্বার্থেই জনতা সরকার বাজেট প্রণয়ন করছেন এবং কংগ্রেস সরকারও তাই করেছিলেন। বাজেটের সমস্ত কর ভার সাধারণ মানুষের ঘাড়ে এসে পড়ে। এই কর নীতি নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে, এমন কথা আমি বলছি না যে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে পারবেন, যাতে সাধারণ মানুষের উপর কর ভারটা বেশী না পড়ে, প্রত্যক্ষ করের মাত্রা যাতে একটু বেশী হারে আদায় করা যায় বড় বড় লোকদের কাছ থেকে, সেই ধরণের প্রগতি শীল ব্যবস্থা করতে পারবেন। চৌধুরী চরণ সিং নূতন যে বাজেট লোকসভায় পেশ করলেন সেখানে আমরা দেখলাম যে পরোক্ষ করের মাত্রাটা সাধারণ মানুষের উপর একটু বেশী পড়বে। দেশলাই, কেরোসিন. পেট্রোল, হাইস্পীড ডিজেল, সাবান, টুথপেণ্ট ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ। মাননীয় অর্থমন্ত্রী লোকসভায় বাজেট পেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, যে সমস্ত লাগজারী ওডস্ যেগুলি সাধারণ মানুষ ব্যবহার করে না, সেগুলির দাম বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু কোন লাগজারী দ্রব্য আমি বুঝতে

পারছি না। কারণ এখানে যেগুলি আছে, তার প্রায় সবগুলিই তো সাধারণ মানুষ ব্যবহার করে। দেশলাই এটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ। গ্রামের গরীব মানুষ একটা দেশলাই কিনে নিয়ে যান। এই দেশলাইয়ের উপর যদি দুই পয়সা, তিন পয়সা কর বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে তার চাপ তো সাধারণ মানুষের ঘরেই পড়ছে। আমাদের গ্রাম ত্রিপুরার প্রায় শতকরা ৮০ জন মানুষের আয় মাসিক ২০ টাকা। কাজেই এইসব মানুষের উপর যদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাটা কোন পর্যায়ে গিয়ে পড়বে সেটা সহজেই অনুমেয়। বাজেট পেশের সময় আমরা শুনেছিলাম যে দাম যা বাড়বে ১% হারে বাড়বে। কিন্তু আমরা দেখে আসছি কংগ্রেসী আমল থেকে যে, বাজেটে যদি কর ১ পার্সেন্ট হারে বাড়ে, জিনিষপত্রের উপর সেখানে বাড়ে কয়েক পার্সেন্ট। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে যেখানে এক পার্সেন্ট বাড়ার কথা বলা হয়েছে সেখানে কয়েক পার্সেন্ট দাম বেড়ে যাবে। এই ক্রমবর্দ্ধমান জিনিষপত্রের ঊর্ধ্বগতি কোথায় নিয়ন্ত্রিত হবে, তা না হয়ে সেখানে আরও দাম বাড়ছে। সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থাটা চিন্তা করি—ত্রিপুরা রাজ্য একটি প্রত্যন্ত রাজ্য। এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন উন্নতি নেই। সে অবস্থায় বাজেটের এই কর ভার ত্রিপুরার জনসাধারণ-এর মধ্যে সাংঘাতিকভাবে এসে পড়বে। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানানো ব্যতীত আমাদের আর কোন বিকল্প পথ নেই। আমরা জানি পরিবহন ব্যবস্থা বলতে এখানে একমাত্র টি, আর, টি, সি ভরসা এই আসাম আগরতলা রোডে। রেল ধর্মনগর পর্যন্ত এসে স্তব্ধ। আর কুমারঘাট পর্যন্ত যেটা এক্সটেণ্ড করার কথা বলা হয়েছে, সেটা হতে এখনও অনেক দেরী। রেল সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি রেল বাজেটে যাচ্ছি না। কাজেই যোগাযোগ ব্যবস্থার যেখানে এহেন অবস্থা, সেখানে যদি পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদির দাম বাড়ে, তার ফল তো জিনিষপত্রগুলিতে এসে এপেক্ট করবে। ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষের উপর এসে তার চাপ বর্তাবে। আমাদের ত্রিপুরার রাস্তা ঘাটে যে সমস্ত জীপ ও ট্যাক্সি চলে সেগুলি সাধারণতঃ পেট্রোলেই চলে। ডিজেল চালিত যেগুলি আছে, সেগুলিও কিছুদিন আগে দেখেছি ডিজেলের অভাবে কোন গাড়ীই চলাচল করতে পারে নি, যারফলে একটা সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সৃষ্ঠি হয়েছে। পেট্রোল এব ডিজেলের দাম বৃদ্ধিতে গাড়ীর মালিকদিগকেও তো বেশী দামে তা ক্রয় করতে হবে, বেশী দামে ক্রয় করার দরুণ ভাড়াও বৃদ্ধি পাবে, সুতরাং ভাড়া যখন বৃদ্ধি পাবে স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার উপর একটা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করবে।

আমরা দেখেছিলাম যে কেন্দ্রীয় জনতা সরকার প্রথম ক্ষমতায় এসে বলেছিলেন দেশের বেকার সমস্যা ১০ বছরের মধ্যে দূর করা হবে। কিন্তু কিভাবে দূর করবেন সেই উপায়টা আমার জানা নাই। আমরা বুঝতে পারছি না কি উপায়ে তিনি এই বেকার সমস্যা দুর করবেন। আমি দেখতে পাচ্ছি বেকার সমস্যা দূর হওয়া তো দুরের কথা, কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন, তার দ্বারা আরও বেকারত্বের সৃষ্টি উনারা করতে যচ্ছেন। একজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ সেটা বলতে গিয়ে তিনি সেভিংস,

ইন্‌ভেষ্টমেন্ট ইত্যাদির কথা বলেছেন। ষ্ট্রাইকার বলেছেন মানুষের নাকি টাকার থেকে সরে যাওয়ার একটা চিরায়ত আকাঙ্কা আছে। সেটা বলতে গিয়ে তিনি সেভিংস, ইনভেষ্টমেন্ট ইত্যাদির কথা বলেছেন। কিন্তু ত্রিপুরার শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ যেখানে দরিদ্র যেখানে একবেলা ছেলেমেয়েদের মখে খাবার তুলে দিতে পারে না, সেখানে কি সে সারা ভারতবর্ষের কথা ভাববে, না কি নিজেদের কথা ভাববে ? কাজেই আমরা দেখেছি সামান্য কয়েকজনের জন্য জনতা সরকার এই বাজেট প্রণয়ন করেছেন। আমরা দেখেছি সামান্য কয়েক জনের জন্য এই বাজেটটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, এটা শুধুমাত্র জনতা সরকারের আসার পর থেকেই নয়, এটা কংগ্রেস সরকারের আমল থেকেই আমরা দেখছি এবং জনতা সরকার উত্তরাধিকার সূত্রেই সেটা বয়ে নিয়ে চলেছেন। যার ফলে আমরা দেখছি যে কেন্দ্রীয় সরকার যে কর নীতি নির্দ্ধারণ করছেন, তার দ্বারা মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র অংশের জনসাধারণই ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবচাইতে বেশী। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি শুধুমাত্র যানবাহনের কথাই উল্লেখ করছি না, দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর উপরও এই করভার ভীষণভাবে আঘাত হানবে। আমরা দেখেছি সামনে খরা আসছে। সে খরা মোকাবিলার জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার চাইছেন পাম্পসেট প্রতি গাঁওসভাতে দেওয়া হোক যাতে দরিদ্র কৃষক জলসেচ করতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি ধর্মনগর এই ডিজেল সংকটে পাম্পসেটগুলি একেবারেই চলে নি। ডিজেলের অভাবের দরুণ জল সেচ করা যেতে পারছে না। কিন্তু এই ডিজেলের দাম যখন একটু বাড়বে তখনকার অবস্থাটা একটু চিন্তা করে দেখুন। গাঁওসভার মাধ্যমে ছোট ছোট কৃষকের জমিতে জলসেচ করার জন্য পাম্পসেট নিয়ে যান। এই ডিজেলের দাম যখন বাড়বে তখন সেই ডিজেলের বাড়তি পয়সা কোথা থেকে আসবে ? এমন ক্ষমতা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক সাধারণের নেই এই কর সাধারণ ভাবে আমার কৃষক, শ্রমজীবী এবং সাধারণ মানুষের উপর পড়বে। সাবান এবং টুথপেষ্ট আজকে নিম্ন মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন গ্রামাঞ্চলে কেউ কলা গাছ কেটে সিদ্ধ করে সাবান তৈরী করে না, তারা সবাই সাবান কিনে ব্যবহার করেন। সুতরাং যখন সাবানের উপর কর বসানো হয়েছে সেই কর স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ মধ্যবিত্ত, কৃষক এবং শ্রমজীবী মানুষের উপর গিয়ে এর প্রভাব পড়বে। সে ক্ষেত্রে আমরা স্বাভাবিক ভাবে এটা দেখেছি যে, কেন্দ্রীয় সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর যে কর নির্ধারণ করেছেন, তার ফলে গরীব অংশের মানুষ কৃষক এবং শ্রমজীবী মানুষ কর ভারে আরো বেশী জর্জ্জরিত হবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই সঙ্গে আমি আরো বলতে চাই যে, পরিবহন খরচ বাড়ছে। সেই পরিবহন খরচা বাড়ার জন্যও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বাড়ছে। সরকার যখন কোন জিনিষের উপর ট্যাক্স বসান, তখন সেটা ইন্‌ডাইরেক্ ট্যাক্সই হোক, আর ডাইরেক্‌ট ট্যাক্সই হোক, অবশ্য ডাইরেক্ ট্যাক্সের কোন কথা আমি বলছি না এখানে যে উৎপাদক তার কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করা হয়না কারণ সেটা আদায় করা হয় ভোক্তাদের কাছ থেকে। সুতরাং ক্ষতি যাদের হবে তারা কিন্তু সাধারণ মানুষ। প্রডিউসারদের কোন ক্ষতি হবে না, তাঁরা আগে যেমন টাকা পকেটে ভর্ত্তি করে রেখেছিলেন, এখন আরো বেশী করে ভর্ত্তি করে রাখছেন। স্যার আমরা দেখছি জিনিষ পত্রের মূল্য নির্ধারণ করার ব্যাপারে অর্থনীতি-বিদরা তথ্য দিয়ে থাকেন। কিন্তু এখন আমরা দেখছি যে, ডিমাণ্ড এবং সাপ্লাইয়ের উপর

সমস্ত ইকনমিক নির্ভর করে না নির্ভর করে প্রডিউসারের মর্জির উপর। তাঁরা কতটুকু বাইরে রাখবেন, কতটুকু ভিতরে রাখবেন, কতটুকু উৎপাদন করবেন এবং বিক্রি করবেন সেটার উপর নির্ভর করে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয়। মানুষের যে প্রয়োজন, সে প্রয়োজন মেটাবার জন্য কংগ্রেস আমলে যেমন নজর দেওয়া হতো না ঠিক তেমনি জনতা সরকারের আমলেও এই প্রয়োজন মেটাবারর দিকে কোন প্রয়াস নেই সুতরাং এই করভারে জর্জ্জরিত হচ্ছে গ্রামের সাধারণ দরিদ্র মানুষ, পিছিয়ে পড়া মানুষ এবং কৃষিজীবী। পূর্ব্বে কংগ্রেস আমলে মুষ্টিমেয় কয়েক জনকে নিয়ে যেমন বাজেট রচনা আজকে জনতা সরকারের আমলেও সেই বাজেটই রচনা করা হয়েছে। সেই দিকে আমি নাইবা গেলাম। কিন্তু কার প্রতিনিধিত্বে এটা করা হচ্ছে সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা ত্রিপুরার গরীব মানুষের উপর যে প্রচণ্ড একটা প্রতিক্রিয়া এই বাজেটের একটা ফলশ্রুতি হিসাবে নেমে এসেছে, তারই জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যে দিয়াশলাই, কেরোসিন, পেট্রল হাইস্পীড ডিজেল, সাবান এবং টুথপেষ্ট ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের উপর কর বৃদ্ধি প্রত্যাহার করা হোক। এই প্রস্তাব যাতে এই বিধানসভা এবং মাননীয় সদস্যরা গ্রহণ করেন তার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি। কারণ এই প্রস্তাব গ্রামের দরিদ্র মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ এবং শ্রমজীবী মনুষের জন্য করা হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামের সাধারণ মানুষ যারা এখন পর্য্যন্ত গ্রামাঞ্চলে আছেন তারা যাতে জীবনে আলোর স্পন্দন পেতে পারেন, তারই জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কর বৃদ্ধি প্রত্যাহারের প্রস্তাব রেখেছি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা এই বিধানসভার কাছে বিশেষ কয়েকটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর থেকে কর প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব এই হাউসে এনেছেন, আমি সেই প্রস্তাবকে পুরোপুরি সমর্থন করছি। এবং সেই সঙ্গে আমি এটাও বলছি যে এই প্রস্তাব অত্যন্ত সঠিক সময়ে করা হয়েছে। সঠিক সময় বলছি এই কারণে যে, এখন বাজেট নিয়ে আলোচনা চলেছে এবং সংসদে আলোচনা করে এটা পরিবর্তন করা যেতে পারে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমাদের ত্রিপুরা একটা ছোট রাজ্য এবং কৃষি প্রধান দেশ। কেন্দ্রের সাহায্য নিয়ে এই ছোট রাজ্যকে চলতে হয়, সে জন্যই আমি বলছি ত্রিপুরার মানুষের উপর এই বাজেটের প্রতিক্রিয়া বেশী পড়বে। শুধু ত্রিপুরা রাজ্য নয়, আরো অনেক রাজ্য থেকে এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর কর প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়েছে। এই প্রস্তাবের যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই প্রস্তাব যেভাবে এসেছে সেই প্রস্তাবের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ভাবে এসে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের এবারের যে বাজেট পার্লামেন্টে উপস্থিত করা হয়েছে, সেই বাজেটকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো যে, সব মিলিয়ে ২,০০০ কোটি টাকার ঘাটতি দেখানো হয়েছে এবং ঘাটতি বাজেটের মধ্যে ৬৬৫ কোটি টাকার নূতন কর চাপানোর

প্রস্তাব করা হয়েছে। যে সব নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কথা বলা হয়েছে, সেই সব নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর ট্যাকস কমিয়ে দিলেই যে জিনিষের দাম কমবে সেটা আমি বিশ্বাস করি না। বিশেষ করে একটা দেশে শুধু জিনিষের উপর ট্যাক্স চাপালেই যে জিনিষ-পত্রের দাম বাড়বে, সে কথা ঠিক নয়। অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে ট্যাকস্ বাড়ানো হয়েছে, সেই সব ট্যাকসের প্রতিক্রিয়ার ফলে যে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যায়। আমরা যদি একটু তলিয়ে দেখি তাহলে দেখব যে, লবনের উপর যে ট্যাকস্ বাড়বে, সেটা কিলো প্রতি ১০ পয়সা থেকে ১৫ পয়সা পর্য্যন্ত বাড়বে। কিন্তু মূলতঃ সেটা ২০।৩০।৪০ পয়সা পর্যান্ত বেড়ে যেতে পারে। এর কারণ পরিবহনের উপর যে মাশুল বাড়বে তারও প্রভাব পড়বে। শুধু পরিবহন খরচা বাড়লেই জিনিষপত্রের দাম বাড়বে, সে কথা ঠিক নয়। এখানে আর একটা জিনিষ দেখা যাচ্ছে যে, যারা উৎপাদক, তাদের মর্জির উপর নির্ভর করে জিনিষপত্রের দাম উঠা নামা করে। সুতরাং সেই মর্জির পার্সেন্টেজ কি হবে, সেটা বাজেটে আসেনি। এটা উৎপাদকদের বা ভারতবর্ষের বুর্জুয়া শ্রেণী, তারা কত পার্সেন্টেজ দাম বাড়াবে, তা চরণ সিং বলে দিতে পারেন না, এমন কি এটা কেন্দ্রীয় বাজেটেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, এটা ওরাই নিয়ন্ত্রণ করবে। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে, এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি ত্রিপুরাতে কি অবস্থায় এসে দাঁড়াবে, সেটা আজকে প্রত্যেকেরই চিন্তা করার ব্যাপার এবং এর সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারনা নেওয়ারও দরকার। এর কারণ, আমরা আগে দেখেছি, মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা মহোদয় বলেছেন যে জনতা গভর্ণমেন্টের এটা নূতন বাজেট নয়; এটা তাদের তৃতীয় বাজেট। এর আগেও দুই দুইটি বাজেট এই ধরণের ঘাটতি ছিল। কিন্তু যে ঘাটতি আগের বাজেটে ছিল, তার সমস্ত রেকর্ড চাপিয়ে গিয়েছে এবারকার বাজেটে, কি রাজস্ব খাতে, কি মূলধনী খাতে, দুই খাতেই এখানে ঘাটতি রয়েছে। ঘাটতি পূরণের জন্য যে ব্যবস্থাকে সাধারণতঃ বাজেটের যে বৈশিষ্ঠ থাকে যে একটা ঘাটতি ছিল, সেটা কি ভাবে পূরণ করা সম্ভব, সেই জিনিষটা এই বাজেটে নেই। এছাড়াও এর প্রতিক্রিয়া পড়বে দেশের খাদ্য উৎপাদনের উপর, এর কারণ যে খাদ্য উৎপাদন হয়েছে, তার জন্য যে সমীক্ষা চলেছে, তাতে দেখা গিয়েছে যে অন্যান্য বছরের তুলনায় এই বছরের ভারতবর্ষের খাদ্য উৎপাদন এর পরিমাণ খুব বেশী বাড়েনি, বাড়লেও সামান্য পরিমাণ বেড়েছে। সুতরাং তা দিয়ে একটা ঘাটতি বাজেটের কতটুকু পূরণ করা সম্ভব, এই অংশ থেকে তা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। এছাড়া থাকে বৈদেশিক তহবিল। বৈদেশিক তহবিল যদি বাড়ে, তাহলে পর ঘাটতি বাজেট পূরণের কিছু সম্ভাবনা থাকে। যদি আমার বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়াবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে ঘাটতি বাজেট পূরণেরও একট সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এই বাজেটের কোথাও এই কথা বলা নেই বা কোথাও এই প্রতিশ্রুতি দেশের মানুষের কাছে নেই। ট্যাকস্ বাড়লেই বোঝা চাপে। যে ৩টা খাতের কথা বললাম, তার কোথাও সেই রকম কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বরঞ্চ বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দা চলছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি ঘাটতির দিকে। সুতরাং এই বাজেটে ঘাটতি পূরণের কোন ব্যবস্থা এর মধ্যে নেই। আর একট জিনিষ আছে; যেখানে খরচের অবস্থা দেখানো হয়েছে বাজেট, সেই বাজেটের অবস্থাটা দেখে যদি বাজেট করে, তা হলে পর যাটতি পুরণ হতে পারে। আর একটা আছে, সেটা হচ্ছে

মূলধনীলগ্নি খাতে উৎপাদনকে বাড়ানো যায়, তাহলে পর এই ঘাটতি বাজেট পূরণের একটা সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এই বাজেটের মধ্যে সেই রকম কোন লক্ষণ নেই। অর্থাৎ উৎপাদনশীল যে লগ্নি সেই রকম লগ্নির কোন ব্যবস্থা এই বাজেটের কোথাও নেই। সুতরাং এই অভিজ্ঞতা নিয়ে এই কথা বলা যায় যে গত বছরে এই ঘাটতির পরিমাণ যা দেখানো হয়েছিল, সেই ঘাটতি মূলতঃ ধরা হয়েছিল বাজেট বরাদ্দের সময়তে ১,০৫০ কোটি টাকা ১৯৭৮-৭৯ সালে. কিন্তু ঐ ঘাটতি গিয়ে দাঁড়ালো ১,৫৯০ কোটি টাকায়। সুতরাং আজকে যে বাজেটে ঘাটতি দেখানো হয়েছে, এই ঘাটতি কোথায় গিয়ে দাড়াবে, সেটা চিন্তা করলে আতকে উঠতে হয় অর্থাৎ ২ হাজার কোটি টাকার ঘাটতির ২৫০০ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩০০০ হাজার কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়াবে। কাজেই যদি এই পরিস্থিতি হয় এবং ঘাটতির বহর যদি এই থাকে এবং সেই ঘাটতির পূরণের কোন ব্যবস্থাই যদি বাজেটের মধ্যে না থাকে, যদি উৎপাদন শীল কোন লগ্নির কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সরকারকে বাধ্য হয়ে নোট ছাপানোর দিকে যেতে হবে, অর্থাৎ সম্ভাভাবে তাকে সেই ঘাটতি পূরণের দিকে যেতে হবে। আর তাই যদি হয়, তাহলে ভারতবর্ষে এখন জিনিসপত্রের যে দাম, এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষে মুদ্রাস্ফীতি যে জায়গায় রয়েছে, তার গতি অনেক দ্রুত বেড়ে যাবে এবং সার্বিক ভাবে ভারতবর্ষের মানুষের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে এর সঙ্গে সঙ্গে আমার ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আরও বেশী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেজন্য আমি বলছি এই যেখানে পরিস্থিতি, আমি যদি সেটাকে একটু খতিয়ে দেখি, তাহলে পর যে সব জিনিসগুলি, মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা যে সব জিনিসগুলির প্রতি লক্ষ্য দিয়েছেন, শুধু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যদি আমরা কমিয়েও দেই বা সরকার যদি কমান, ট্যাক্স বসানো যদি বন্ধও করে, তাহলে তার দাম কমবে এই কথা আমি অন্ততঃ বিশ্বাস করতে পারি না। এখানে এখন পর্যন্ত যতটুকু আলোচনা হয়েছে, এখন পর্যন্ত এই বাজেটে নিয়ে যারা চিন্তা ভাবনা করেছেন, তার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তামাক, এই যে সামান্য একটা জিনিস, এর মধ্যে সিগারেট, বিড়ি ইত্যাদির খুচরা করলে পর, ১ হাজার বিড়ির দাম আগে যদি ৩ টাকা থাকে, এখন কর বসানোর ফলে তার দাম বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ৩ টাকা ৬০ পয়সা। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া হবে আসার উপর, কারণ ত্রিপুরাতে পরিবহনের যে অবস্থা, তার দায় বেড়ে যাবে। এজন্য বলছি যে কিছুদিন আগে রেল বাজেট পেশ করা হয়েছিল এবং সেই বাজেটে ১৭৮ কোটি টাকা ভাড়া এবং মাশুল বাবদে বাড়ানো হয়েছে। কাজেই ৯৭৮ কোটি টাকার প্রতিক্রিয়া সাধারণ জিনিসগুলির মধ্যে পড়তে বাধ্য। এবং এই সব জিনিসগুলির উপরও পড়বে। সাবান এটা প্রতিদিন প্রতিটি লোক ব্যবহার করে এবং সকল অংশের মানুষ এটা ব্যবহার করে, তার উপর দাম বেড়েছে ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ—বিভিন্ন সাবানের ক্ষেত্রে। এই সাবান আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সকল অংশের মানুষ ব্যবহার করে, কাজেই এর প্রতিক্রিয়াও সাংঘাতিকভাবে মানুষের মধ্যে দেখা দেবে। সামান্য যে কাপড় চোপড় কিছু বাংলা সাবান কিনে পরিষ্কার করবে, সেই ব্যবস্থাও আর ত্রিপুরাতে থাকবে না। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছে যে অন্যান্য জিনিসগুলির উপরও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে---কারণ সাবান তৈরী করতে যে সব যন্ত্রপাতি বা কাঁচামাল

যে গুলি লাগে, তার প্রত্যেকটির উপরই ট্যাক্স বসেছে। সুতরাং সেই ট্যাক্সের প্রভাবে এমনিতেই সাবানের দাম বাড়বে, এখন আবার ট্যাক্স বাড়লে তার উপর মালিকদের মর্জি তো আছেই, সমস্ত খরচ জোগিয়ে যাওয়ার ফলে গরীব মানুষের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করবে। বলছি, এই কারণে যে কেরোসিনের দাম লিটার প্রতি ১০ থেকে ১৫ পয়সা বেড়েছে, পেট্রোল এবং ডিজেলের ক্ষেত্রেও বেড়েছে, প্রতি লিটার ৬০ পয়সা করে। কাজেই পেট্রোলের দাম বাড়ছে, ডিজেলের দাম বাড়ছে এবং কেরোসিনের দাম বাড়ছে, এ ভাবে সব কিছুই সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ৫ পয়সা ট্যাক্স বসে তো তার দাম বেড়ে দাঁড়ায় ২০ থেকে ২৫ পয়সা। এই যে একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যেটা মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র বাবু এখানে উল্লেখ করেছেন, শুধু তাই নয়, খুচরা অন্যান্য যে সব জিনিসগুলি আছে, সেইসব জিনিসের দাম অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে চলেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে ২২টা আইটেমের দাম বাড়েনি যেমন বনস্পতি ক্লোরসেন্ট লাইট, টিউব, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্ট ইত্যাদি---

ট্রাক্টার---এইগুলি সাধারণ কৃষক ব্যবহার করে না। যেখানে যেখানে ছাড় দেওয়া হয়েছে চরণ সিং বলেছেন---তামাক পাতা থেকে ছাড় দিয়েছে। তামাক পাতা গরীব কৃষকে উৎপাদন করে না। সেখানে তিনি ট্যাক্স তুলে দিলেন। রাসায়নিক সারের দাম ৫০ পার্সেন্ট কমিয়ে দিলেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ৫০ পার্সেন্ট কমিয়ে দিলেও রাসায়নিক সারের দাম কম থাকবে সেটা আমার মনে হয় না। কারণ ট্যাক্স তুলে দিলেই হল না। রাসায়নিক সার উৎপাদন করতে যেসব জিনিস লাগছে সেইসব জিনিসকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে না কাজেই সেইসব জিনিসের প্রভাব এসে এই রাসায়নিক সারের উপর পড়তে বাধ্য। সুতরাং এই বাজেট কৃষক-এর স্বার্থে নেওয়া হয়েছে বলে যা বলা হচ্ছে সেটা আসলে ঠিক নয়। যদি কৃষকের স্বার্থেই হত---যেখানে ভারতবর্ষের শতকরা ৯০ জন মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে---যদিও আমাদের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যে হিসাব দিয়েছেন আমার মনে হয় তাঁর হিসাবে ভুল আছে---তিনি বলেছেন যে শতকরা ৫০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে। তাহলেও এই ৬৫৬ কোটি টাকা ঘাটতি বাজেটে ৬০৬ কোটি টাকার ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স বসানো ঠিক হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। এই বাজেট পড়ে প্রাথমিকভাবে মানুষ যাতে জনতা সরকারকে এবং জনতা দলকে খারাপ না বলে সেজন্য মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য অপকৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। সেজন্য আমি বলছি যে বাজেট আনা হয়েছে তার প্রতিক্রিয়া আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে খুব খারাপ হবে। কারণ ত্রিপুরার মানুষ খুব খারাপ অবস্থায় বাস করেন। ত্রিপুরায় কোন শিল্প নেই কাজেই ত্রিপুরার মানুষকে কৃষির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকতে হয়। পরিবহণের ক্ষেত্রে সামান্যতম ব্যবস্থাও---রেলের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। আসবে শুনছি জানিনা সেটা কখন হবে। তবু যেখানে কোন আয় নেই এখানকার মানুষ ভারতের অন্যান্য অংশের মানুষের তুলনায় অনেক নিচে পড়ে আছে কাজেই এর প্রতিক্রিয়া আমাদের ত্রিপুরায় অত্যন্ত খারাপভাবে দেখা দেবে। সেজন্য আমি এই বিধানসভার কাছে আবেদন রাখছি যে, এই বাজেট বিচার বিবেচনা করে আমরা যাতে সম্পূর্ণ একমত হয়ে যেসব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর করের প্রস্তাব আনা হয়েছে তার কিছুটাও যেন ছাড় দেওয়া হয়। নইলে বাজেট যে অবস্থা হচ্ছে---আগামী দিনে যদি নোট ছাপতে হয় এবং আমার মনে হচ্ছে যে

কেন্দ্রীয় সরকার নোট ছাপতে বাধ্য হবেন সেজন্য কিছু হলেও যাতে ছাড় পাওয়া যায় তার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন রাখতে পারি। এবং সংগে সংগে এই আবেদনও আমি রাখব যে শুধু এই বিধানসভায়ই নয় এই বিধানসভার বাইরে যারা আছেন তারাও এই বাজেটের বিরুদ্ধে যাতে সোচ্চার হতে পারেন তাদের কাছেও আবেদন রাখব। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি মানুষের উচিত এই বাজেটের প্রতিবাদ করা। কাজেই সেটাকে বাতিল করার জন্য আমাদের সোচ্চার হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কাজেই এই প্রস্তাবকে আমি আমার সমর্থন জানাচ্ছি এবং মাননীয় সদস্যদেরও অনুরোধ করছি তাঁরা যেন এই প্রস্তাবকে সমর্তন জানান। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-- মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের উপর মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়ার সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা যে প্রস্তাব এনেছেন তার উপর আমি আমার সংশোধনী প্রস্তাবটি মুভ করছি। আমার প্রস্তাবটি হল এবং ঐসব জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক। আমি মাননীয় সদস্য-এর প্রস্তাবের সংগে আমার সংশোধনী প্রস্তাব সহ আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি। আমার যে সংশোধনী প্রস্তাব সেটা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য আমি এই হাউসে রাখছি। এই প্রস্তাবের সমর্থনে এই কথাই বলতে চাই যে এই সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যাতে মূল্যবৃদ্ধি না ঘটতে পারে এবং জনসাধারণ যাতে কম মূল্যে জিনিস পেতে পারে। মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার বলেছেন যে শুধুমাত্র কর প্রত্যাহার করলেই মূল্যবৃদ্ধি হ্রাস পাবে না, এজন্য আরও কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। আমরা দেখেছি যে এর আগেও মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে এবং তার জন্য কর ব্যবস্থাই দায়ী ছিল না।
ব্যবসায়ীরা, মজুতদাররা নানাভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এটা আমরা দেখেছি। কাজেই মূল্যহ্রাসের উদ্দেশ্যেই যদি এই প্রস্তাব এখানে আনা হয়ে থাকে, তাহলে বলব এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ নয়। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি এই সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি এবং আমি আশা করি মাননীয় সদস্যগণ দেশের জনগণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে আমার এই সংশোধনী প্রস্তাবকে মেনে নেবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে হাউসে যে সরকারী প্রস্তাব আনা হয়েছে আমি তার পক্ষ সমর্থন করে দুই একটা কথা বলব। আমি দেখলাম ১লা মার্চ পার্লামেন্টে ১৯৭৯-৮০ সনের যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাতে কর আদায়ের ব্যাপারে ৬৬৫ কোটি টাকা এই রকম একটা হিসাব দেখানো হয়েছে। কিছু আগে এই পার্লিয়ামেন্টে রেল বাজেট পেশ করে মাননীয় রেলমন্ত্রী মধুদণ্ডবতে প্রথম বারের মত ভারতবর্ষের মানুষকে আঘাত করেছিলেন এবং দ্বিতীয় বার চৌধুরী চরণ সিং আঘাত করেছেন। এই আঘাত এমনই গুরুতর যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যিনি

২৫।৩০ বৎসর রাজত্ব করে ভারতবর্ষের গোটা অর্থনীতিকে ভেঙ্গেছেন, তিনি পর্যন্ত এই বাজেটের সমালোচনা করেছেন। উদ্দেশ্য অন্যরকম থাকতে পারে, কিন্তু একের পর এক করের বোঝা আজকে ভারতবর্ষের মানুষকে জর্জড়িত করে তুলেছে। প্রত্যেক বৎসর বাজেটের সময় মানুষের হৃৎকম্প হয়, এই বুঝি করের বোঝা পড়ল। এই বাজেট পেশ করে চৌধুরী চরণ সিং যে বাণী দিয়েছেন, সেটা হল এই বাজেট গরীব কৃষকদের বাজেট এই ধরণের কথা ভারতবর্ষের আরও বড় বড় স্ট্যাটসম্যানদের কাছ থেকে শুনেছি। যেমন মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন ভারতবর্ষে গরীব এবং ধনী, এই দুই শ্রেণী পাশাপাশি থাকবে এবং ধনীদের কৃপায় গরীবরা বেঁচে থাকবে। চৌধুরী চরণ সিং বলেছেন হ্যাঁ, ভারতবর্ষের মানুষদেরকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। আমরা জানি কোন শ্রেণীর জনগণের স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। ত্যাগ স্বীকার করতে হবে তাদের জন্য যারা বছরের পর বছর নিষ্পেষিত হয়েছেন, পেছনে পরে আছেন তাদের জন্য। আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি চৌধুরী চরণ সিংহের আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে এই বাজেটের মধ্যে। একশো বছরের পুরানো চিন্তাধারায় আজকে ভারতবর্ষকে মূল্যায়ন করলে চলবে না। সেদিক থেকে দেখা যাবে প্রত্যেকটা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের উপর কর বসানো হয়েছে। এর থেকে প্রথমে যে ধাক্কা পেলাম সেটা হল দেশলাই। দেশলাইয়ের দাম দুই পয়সা বেড়ে গেছে। সেই বিজনেসম্যান সঠিকভাবে খবর না পেয়েই দাম বাড়িয়েছে। সেই রকম সাবান, টুথপেষ্ট, কেরোসিন পেট্রোল, ডিজেল প্রত্যেকটার ২০ পার্সেন্ট করে বেড়ে যাবে। তারপর খাবার জিনিস যেমন বিস্কুট, ৫ পার্সেন্ট টেকস্ বেড়ে গেছে। ত্রিপুরাতে যোগানের এমনিতেই একটা ক্রাই-সিস রয়েছে। ইনল্যাণ্ড লেটার, এনভেলাপ, প্রত্যেকটার দাম ৫ পার্সেন্ট করে বেড়েছে। এমন কি নৈশ্য, এটারও দাম বেড়েছে। কাজেই এই বাজেটের ফলে ধনী, বড় বড় শিল্পপতি তারাই লাভবান হবে। সে দিকে লক্ষ্য রেখেই এই ঘাটতি বাজেট পেশ করা হয়েছে। কাজেই কর প্রত্যাহার করার জন্য যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ---নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর থেকে কর প্রত্যাহার করার জন্য মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন এটাকে আমি সমর্থন করি। আমি এই করের মধ্যে যে জিনিসটা দেখতে পাই তা হচ্ছে, জনতা পার্টি ঠিক সেই কংগ্রেসের অর্থনীতি, কংগ্রেস যে ধনতন্ত্রকে গড়ে তোলার অর্থনীতি অনুসরণ করেছিল, সেটাই অনুসরণ করছে। যদিও গণতন্ত্র রক্ষা এবং সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জনতা পার্টি একটি ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিল দেখেছিলাম, কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে সেই কংগ্রেসের সংগে জনতা পার্টির মৌলিক কোন পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি আগেই এটা অনুভব করতে পেরেছিল যে অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সঙ্গে জনতা পার্টির কোন পার্থক্য থাকবে না। এবং এটাই আজকে জনতা পার্টির বাজেটের মধ্যে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। সাধারণ মানুষের প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর কর বসানো হচ্ছে। এর একটা বিরাট প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এটা তাঁরা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন এবং পারছেন বলেই সাধারণ মানুষ যাতে

বিক্ষুব্দ হয়ে না যায় তার জন্য জনতার নেতারা বলেছেন এবারকার বাজেট সাধারণ কৃষকের স্বার্থে করেছেন এবং তাদের স্বার্থে কৃষিজ জিনিষের উপর কর ছাড় দিয়েছেন। কোন কৃষকের স্বার্থে তাঁরা জিনিসের ছাড় দিয়েছেন ? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, সেই সব কৃষকের স্বার্থে কিছু কর ছাড় দেওয়া হয়েছে, যারা চরণ সিং মহাশয়ের কৃষক সমাবেশে জমায়েৎ হয়েছিলেন এবং কোটি কোটি টাকা দিয়েছিলেন সেই ধনী কৃষকের স্বার্থে কর ছাড় দেওয়া হয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষের যে কৃষি ব্যবস্থা দেখতে পাই, তাতে শতকরা আবাদী জমির ২০ ভাগ সেচের আওতায় আছে। আমরা কেন্দ্রীয় বাজেটে দেখতে পেয়েছি, বিশেষ করে সারের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে কেজি প্রতি ১০ পয়সা। কিন্তু আমরা জানি, সেই সব জমিতে সার প্রয়োগ করা হয়, যে সব জমি জল সেচের আওতায় আছে। আমরা এও জানি, ভারতবর্ষে ২০ ভাগ জমি জলসেচের আওতায় আছে, এবং ভারতবর্ষের মোট আবাদী জমির শতকরা ৩০ ভাগ জমির মধ্যে মাত্র শতকরা ৪ ভাগ কৃষক জলসেচ পাচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, কারা এই ৪ ভাগ কৃষক ? তারা হচ্ছে, চরণ সিংয়ের কৃষক। , অথচ শতকরা ৯০ ভাগ কৃষক এই করের বোঝায় এলং করের চাপে নিষ্পেশিত হবেন এবং এর জন্যই কথাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার জন্য, মোহ সৃষ্টি করার জন্য করেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার মহাশয় তথ্য দিয়ে বলেছেন। আমি সেইদিকে যাচ্ছিনা। কারণ চৌধুরী চরণ সিং সাহেব প্রত্যক্ষ করের উপর চাপ না দিয়ে পরোক্ষ করের উপর বেশী চাপ দিয়েছেন। মাত্র ৫৯ কোটি টাকা প্রত্যক্ষ কর এবং ৬০৫ কোটি টাকা পরোক্ষ কর---কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর চাপ পড়বে। তাঁরাও এই কথা বলেছেন, শহরাঞ্চলের ধনিক শ্রেণীর উপর আঘাত পড়বে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমাদের যে অবস্থা সেই অবস্থায় শহরাঞ্চলের উপর এর কোন আঘাত পড়বে না। চৌধুরী বাবুর শ্রেণীর লোকেরা কেরোসিন ব্যবহার করেন না। যারা গরীব কৃষক, তারাই কেরোসিন ব্যবহার করে। মধ্যবিত্ত শ্রমিক কর্মচারী যারা তারাই কেরোসিন ব্যবহার করে, পাহাড়ে জঙ্গলে যারা আছে তারাই কেরোসিন ব্যবহার করে, বিশেষ করে আমাদের উপজাতি ভাইয়েরা অন্ধকার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কেরোসিন ব্যবহার করে। কাজেই সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য উল্টো পাল্টা কথা বলছেন।আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘ করতে চাই না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার দীর্ঘ ৩০ বছর কংগ্রেস যে নীতি অনুসরণ করেছেন আজকে জনতা পার্টিও একই নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। অথচ আমরা পাশাপাশি পশ্চিম বাংলায় বামফ্রন্ট সরকারের বাজেট যদি দেখি, তাহলে দেখতে পাই, সীমিত ক্ষমতার মধ্যে, সংবিধানের আইনের মধ্য থেকে পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকার সেখানে সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা চাপাচ্ছেন না। কিন্তু অপর দিকে কেন্দ্র প্রচুর ক্ষমতাও অধিকারী হয়েও সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা চাপিয়ে পুরাতন কংগ্রেস নীতি অনুসরণ করতে যাচ্ছেন এবং মুষ্টিমেয় কিছু মানুষকে ধনী করতে চাইছেন। যেমন কংগ্রেস করেছিলেন তাদের ৫ বার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে। তাই আমি এই বিধানসভার কাছে আবেদন রাখছি, মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন, এই প্রস্তাব আমরা সবাই যেন সমর্থন করি এবং

বিধানসভার বাইরে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষও এই প্রস্তাবের পক্ষে সোচ্চার হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর থেকে কর প্রত্যাহার করাতে।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল চৌধুরী---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সরকার পক্ষ থেকে অমরেন্দ্র শর্মা মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করে আমার আলাপ শুরু করছি। আমরা বিগত দিনে কংগ্রেস বাজেট দেখেছি; এইবার দেখলাম জনতা সরকারের বাজেট। এর মধ্যে মূলগত দিক থেকে দেখতে গেলে দুটার মধ্যে পার্থক্য নেই। ভারতবর্ষের মানুষ কংগ্রেস আমলে নিপীড়িত, লাঞ্চিত হয়েছিল। সাধারণ মানুষ আজকে আবার জনতা সরকারের বাজেটের দ্বারা নিপীড়িত ও লাঞ্চিত হবে এটা দেখা যাচ্ছে এবং তা জনতা সরকারের বাজেটের মধ্যে পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের কথা না বললেও আমি যদি ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখা যায়, ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৮০ জন লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। কাজেই এই যে শতকরা ৮০ ভাগ লোক যারা দারিদ্র সীমার নীচে বাস করেন তাদের প্রত্যেকেরই নিত্য প্রয়োজনে দেশলাই, কেরোসিন, সাবান ছাড়া আজকের জগতে কেউ চলতে পারে না। আজকে যদি এইসব জিনিষের উপর ট্যাক্স বসে, তাহলে স্বাভাবিকভাবে ত্রিপুরার মানুষ লাঞ্চিত এবং নিপীড়িত হবে। লাঞ্চনা এবং নিপীড়নের যে মাত্রা সেটা বাড়বে বই কমবে না। ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার, বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে আজকে জলসেচের জন্য পাম্পসেট দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করেছেন, যাতে সেই পাম্পসেটের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু সেই পাম্পসেটের মাধ্যমে জলসেচ করতে হলে তো ডিজেলের দরকার। সুতরাং আজকে যদি পেট্রোল, ডিজেলের উপর ট্যাক্স বসে, তা হলেতো সাধারণ গরীব কৃষকদের উপর এসে তার প্রভাব পড়বে। ফলশ্রুতিতে তাদের লাঞ্ছনা এবং নিপীড়নের মাত্রা ক্রমশই উর্দ্ধমুখী হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সমস্ত জিনিষটাই এই হাউসে আলোচিত হয়েছে, সুতরাং আমি তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। ডাইরেকট ট্যাক্স এবং ইন ডাইরেকট ট্যাক্সের ফলে কিভাবে জিনিষ পত্রের দাম বাড়বে সেটা অনেক অনেক মাননীয় সদস্যই আলোচনা করেছেন। আমি পরিবহণ সম্পর্কে দু'একটি কথা বলব। ত্রিপুরা রাজ্যে পরিবহণের কোন ব্যবস্থা নাই। এই পরিবহণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য এক জায়গার জিনিষ আর এক জায়গায় পৌঁছানো এই প্রত্যন্ত রাজ্যে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এখানে কোন রেল লাইন নাই। সম্পূর্ণভাবে মোটর গাড়ী বা ট্যাক্সির বা ট্রাকের উপর নির্ভর করতে হয়। এবং তাদেরও নির্ভর করতে হয় পেট্রোল, ডিজেল এবং মবিলের উপর। কাজেই এই যে পরিবহণ খরচ, সেটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের উপরই সীমাবদ্ধ থাকবে না, এর প্রভাব পড়বে সমস্ত জিনিষের উপর। এবং যেটার এফেকট প্রত্যক্ষভাবে এসে পড়বে দরিদ্র জনসাধারণের উপর। এই বাজেট পেশ করে কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন যে, তার দ্বারা কৃষককুল উপকৃত হবেন। কিন্তু

আমার মনে হয়, বিশেষ করে ত্রিপুরায় যেখানে শতকরা ৯০ জন কৃষক, এই বাজেটে দ্বারা আক্রান্ত হবে। কাজেই এই বাজেট কৃষকদের স্বার্থে করা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব। ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষ এই বাজেটে যে কর বৃদ্ধি হয়েছে, তাতে লাঞ্চিত এবং নিপীড়িত হবেন। সুতরাং আমরা কি করে আশা করতে পারি যে এই বাজেট কৃষকের মঙ্গলের জনা করা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে কয়টি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির উপর থেকে যদি নূতনভাবে আরোপিত কর তুলে নেওয়া হয়, তাহলে কৃষকের যে দুঃখ কষ্ট সেটা কিছুটা লাঘব হবে। কাজেই আমি বলছি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষদের মিছিল, মিটিং, আন্দোলন ইত্যাদি করে কেন্দ্রীয় সরকার এই যে করভার চাপিয়েছেন, সেটা পুনর্বিবেচনা যাতে করেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

।। ইনক্লাব জিন্দাবাদ ।।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই বিধান সভায় সরকারী দলের সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা হাউসের সামনে যে প্রস্তাব করেছেন আমি বাম-ফ্রন্ট তথা আর, এস, পির পক্ষ থেকে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি এই কারণে, আমরা দেখেছি ১লা মার্চ চৌধুরী চরণ সিং লোক সভায় যে বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেটে প্রচুর পরিমাণ কর বসানোর প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু এই কর যে সাধারণ দরিদ্র মানুষের ঘারে চাপবে, এ সম্পর্কে আর কোন দ্বিমত নাই। এখানে প্রস্তাব করা হয়েছে যে---দেশলাই, কেরোসিন, পেট্রোল, হাইস্পীড ডিজেল, সাবান, টুথপেস্ট ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের উপর করবৃদ্ধি প্রত্যাহার করা হোক।" এখানে মাত্র অল্প কয়েকটি দ্রব্যের উপর কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়েছে, কিন্তু তার বাইরে আরও অনেক দ্রব্য আছে যাদের উপরও কর বৃদ্ধি করা হয়েছে, জনতা সরকারের বাজেটে। ধনবাদীদের স্বার্থ রক্ষার প্রতিফলনই ঘটেছে চৌধুরী চরণ সিং এর এই বাজেটে। কাজেই এই বাজেট সাধারণ মানুষের কল্যাণে যেতে পারে না এ কথা আমরা জানি এবং জানি বলেই আজকে এখানে যে প্রস্তাব এসেছে সেটা অত্যন্ত সমুচিত। যখন লোকসভায় এই বাজেটের উপর বিতর্ক চলছে, ঠিক সেই সময়ই আমাদের ত্রিপুরা বিধান সভাতে, নূতন করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর যে কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে, তার উপর থেকে কর প্রত্যাহার করা হোক' এই দাবী জানিয়ে আমরা একটা প্রস্তাব গ্রহণ করতে যাচ্ছি। এ জন্য এই প্রস্তাবকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি চৌধুরী চরণ সিং যে বাজেট লোক সভায় পেশ করেছেন, তাতে ৬৬৫ কোটি টাকার কর বসানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। এই কর সাধারণ মানুষের ঘারে পড়বে এটা অত্যন্ত অবিসংবাদিত। এই বাজেটে প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ হল ৫৮·২৬ কোটি টাকা। এর পাশাপাশি পরোক্ষ করের যে প্রস্তাব বাজেটে রাখা হয়েছে তার পরিমাণ হল ৬০৬·১৪ কোটি টাকা। এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারছি যে জনতা সরকার কোন অর্থনীতিতে চলছেন। চরণ সিং খুব সুন্দর করে বলেছেন যে গ্রামের মানুষ এবং কৃষকের দিকে

লক্ষ্যরেখেই এই বাজেট রচনা করা হয়েছে। কিন্তু এ কোন ধরণের গ্রামের মানুষ, যাদের স্বার্থের প্রতি নজর রেখে তিনি দেশলাই, কেরোসিন, ডিজেল, সাবান ইত্যাদির উপর কর বসিয়েছেন ? আরো মজার কথা হচ্ছে যে, এই বছরটি আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং ঠিক সেই সময়ে শিশুদের প্রিয় যে খাদ্য চকোলেট এবং বিস্কুটের উপর কর বসানো হয়েছে, তার ফলে গরীব অংশের মানুষ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। অনেক সময় শিশু কান্না-কাটি করলে সেই কান্না বন্ধ করার জন্য, শিশুদের ভোলাবার জন্য চকোলেট ও বিস্কুট কিনে দেন। কিন্তু কর বসানোর ফলে সাধারণ মানুষের সামনে সেই সুযোগও বন্ধ। জনতা সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই পর্যন্ত যে কয়টা বাজেট পেশ করেছেন, এটা হলো তৃতীয় নাম্বার বাজেট। ঐ বাজেট-গুলি যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে ১৯৭৭-৭৮ সালে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাতে ঘাটতি দেখানো হয়েছে ১,০৭১ কোটি টাকা, ১৯৭৮-৭৯ইং সালে ঘাটতির পরিমাণ সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী ১,৫৯০ কোটি টাকা এবং ১৯৭৯-৮০ সালের ঘাটতির পরিমাণ ১,৩৫৫ কোটি টাকা। তাহলে আমরা দেখলাম যে শুধু কর চাপিয়ে এই বাজেটের যে ঘাটতি তা দূর করা সম্ভব নয়। বর্ত্তমানে ৫ কোটি টাকার উপর ঘাটতি রয়ে গেছে এবং এই ঘাটতি পূরণ করা হবে টাকা ছাপিয়ে। আমরা জানি বর্তমানে ১ টাকার মূল্য দাঁড়িয়েছে গিয়ে ২০ পয়সায় গিয়ে এবং এই কর ব্যবস্থার ফলে টাকার মূল্য গিয়ে দাড়াবে ১০ পয়সা অথবা ১৫ পয়সায়। কাজেই আজকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার মান কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে, সেটা যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পারবো যে সাধারন মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিষ দেশলাই, কেরোসিন, সাবান এবং টুথপেষ্ট ইত্যাদির উপর কেন্দ্রীয় সরকার যে ট্যাকস্ চাপালেন তার ফলে সাধারণ মানুষ কর ভারে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। চরণ সিং গ্রামের চাষীদের স্বার্থে কি কি করেছেন ? কৃষি কার্যের জন্য রাসায়নিক সারের উপর থেকে কর ছাড় দেওয়া হয়েছে। গ্রামের শতকরা ৮০ থেকে ৯০ জন ছোট কৃষক যারা রয়েছে তারা কোন দিন এই সার ব্যবহার করতে পারবেন না কারণ তাদের সেই অর্থনৈতিক ক্ষমতা নেই। আজকে এই রাসায়নিক সারের দাম কমানো হয়েছে গ্রামের কোন শ্রেণীর কৃষক, কৃসকের কথা চিন্তা করে ? চরণ সিং যে কৃষকদের কথা বলেছেন তারা হলেন বড় বড় বড় বড় জোতদার কুলাক চাষী। কাজেই এই বাজেট তাদেরই স্বার্থে তিনি রচনা করেছেন। আমরা দেখছি এইভাবে করের পর কর চাপিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার যে ষড়যন্ত্র সুরু করেছেন তার ফল ভোগছেন সাধারণ মানুষ তাই তার বিরুদ্ধে আজকে বিধান সভায় মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। এই ট্যাকসের বিরুদ্ধে আজকে গ্রামে-গঞ্জের প্রত্যেককে সচেতন করে তুলতে হবে কারণ এই ট্যাকসের ফলে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। রেলগাড়ীর ভাড়াও বৃদ্ধি করা হয়েছে কাজেই জনতা সরকারের এই যে বিরোধী কাজ জনবিরোধী বাজেট সেই বাজেটকে আমরা তো সমর্থন করতে পারি না উপরন্তু এই বাজেটে যে সমস্ত কর প্রস্তাব করা হয়েছে সেটা প্রত্যাহার করা উচিত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু দিয়াশলাই, কেরোসিন, পেট্রল, হাই-স্পীড ডিজেল, সাবান এবং টুথপেস্ট ইত্যাদির উপর নয়, আমরা আরো দেখছি যে,

এনভেলাপ এবং ইন্‌ল্যাণ্ড লেটারের উপরও কর বসানো হয়েছে। যে চিঠি দ্বারা আমরা বিদেশে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি সে চিঠির উপরও কর বসানো হয়েছে তাছাড়া আজকাল পরিবহনেরও যে খরচ বেড়েছে তার জন্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রাখাও সম্ভব নয় তাই চিঠির মাধ্যমেই আমাদের যোগাযোগ রক্ষা করতে হয় কিন্তু সেই চিঠির উপরও ৫ পয়সা কর বসানো হয়েছে যার ফলে সাধারণ দরিদ্র মানুষের অনেক অসুবিধা হবে। আজকে অনেকেরই সে অবস্থা নেই যে ত্রিপুরা থেকে বিদেশে গিয়ে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন তাই চিঠির উপরই প্রত্যেকের নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া অনেক সময় জরুরী প্রয়োজনে টেলি-গ্রামও করা হয় কিন্তু সেই টেলিগ্রামের উপরও কর বসানো হয়েছে তার ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে টেলিগ্রাম করা সম্ভব নয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এখানে আমি আরো ২।১টি কথা বলতে চাই যে চরণ সিং বলেছেন কৃষক এবং গ্রামের মানুষের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেট রচনা করছেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে রকমভাবে বাজেট রচনা হয়নি। দিয়াশলাই, কেরোসিন এবং সাবান এই যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ এগুলি ধনী থেকে আরম্ভ করে সমাজের সকল স্তরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। চরণ সিং আরো বলেছেন যে, এই বাজেটের উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদন বাড়ানো এবং অপব্যয় কমানো। যেখানে দ্রব্যের উপর কর প্রস্তাব করা হয়েছে, সেখানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবেই। আর তাহলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাবে, সেখানে কি করে উৎপাদন বাড়ানো হবে, সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। কাজেই জনতা সরকার যে কথাগুলি বলছে, সেগুলি মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এবং ভারতবর্ষের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য, এটা আমাদের বুঝতে কিছুই অসুবিধা হয় না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটে কর বৃদ্ধি করে ঘাটতি বাজেট পেশ করা হল কেন, তার একটা পয়েন্টের উপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের দেশ রক্ষার ব্যয় বা প্রতিরক্ষার ব্যয় প্রতি বছরই বাড়ছে। এমন কি এই জনতা সরকারের আগে যে কংগ্রেস আমল ছিল, তখনও আমরা দেখেছি যে প্রতিরক্ষার জন্য, সৈন্য বাহিনীর জন্য বিরাট একটা এ্যামাউন্ট রাখা হত এবং প্রতি বছরই এর পরিমাণটা বেড়ে চলেছে। আমরা দেখেছি যে ১৯৭৮-৭৯ সালে প্রতিরক্ষা খাতে ২,৮৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছিল, আর এবারের বাজেটে সেটাকে করা হয়েছে ৩,০৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ এই বছরেই বেড়েছে ২০৫ কোটি টাকার মতো। অথচ ভারত সরকার বলছেন যে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি হচ্ছে শান্তিপূর্ণ। যেখানে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি শান্তিপূর্ণ বলে বলা হচ্ছে সেখানে কিসের জন্য প্রতিরক্ষা খাতে এই বিপুল পরিমাণ ব্যয় বেড়ে চলেছে, তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সামগ্রিক অবস্থাটা পর্য্যালোচনা করলে, আমরা এটাই ধরে নিতে পারি যে জনতা সরকারের চরিত্রটা কি? এই বাজেটের মধ্য দিয়ে সেটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে এবং এই বাজেটের ফলে ধনিক শ্রেণীরই সুবিধা হবে এবং অন্য দিক দিয়ে গরীব শ্রেণী আরও গরীব হবে। কাজেই এটাই আমাদের কাছে বোধগম্য হচ্ছে যে এই বাজেটের দ্বারা সাধারণ মানুষের কোন উপকারই হবে না। কাজেই

এরপরও জনতা সরকারের চরিত্র সম্পর্কে কারো কোন সন্দেহ থাকে এবং যদি কারো মোহ থেকেও থাকে, সেটা এই বাজেট এর মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কেননা এই বাজেটই প্রমাণ করে দিয়েছে যে জনতা সরকারের সত্যিকারের চরিত্রটা কি তাছাড়া আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে জনতা সরকারের এই বাজেটের মধ্যে কর্ম সংস্থানের কোন ব্যবস্থা নাই। যেখানে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রায় অর্ধেকের মত লোক শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মিলিয়ে প্রায় ৮ কোটি বেকার, তাদের কর্ম সংস্থানের কোন ব্যবস্থা এর মধ্যে নেই। কাজেই বাজেটে এই কর্ম সংস্থানের কোন ব্যবস্থা না থাকাতে দেশে বেকার সমস্যা আরও তীব্র আকারে দেখা দেবে। তাছাড়া এখানে আরও একটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে কালো টাকাকে সাদা করার বিষয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই জনতা সরকার কালো টাকাকে সাদা করার জন্য সোনার নীলাম দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। অর্থাৎ এই সোনার নীলামের মাধ্যমে যাদের কালো টাকা আছে তারা অতি সহজেই তাকে সাদা করে নিতে পারবে, ধনিক শ্রেণীর জন্য জনতা সরকার একটা সুন্দর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কালো টাকাকে সাদা করতে ধনিক শ্রেণীর আর কোন অসুবিধাই রইল না। কাজেই জনতা সরকারের এই বাজেট হচ্ছে গরীব মানুষকে আরও গরীব করে দেওয়ার, আর ধনী মানুষকে আরও ধনী করে দেওয়ার বাজেট, এই বাজেট সাধারণ মানুষের মাথায় বাড়ি দেওয়ার বাজেট এবং গরীব সাধারণের সর্বনাশের বাজেট, এই সম্পর্কে আমাদের আর কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কাজেই এই বাজেটের দ্বারা গরীব মানুষকে আরও দারিদ্র্য সীমার নীচে নিয়ে যাবে। সুতরাং আজকে এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আমরা যখন কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি, তারই সংগে সংগে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছি তারা যেসব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের যেমন দেশলাই, কেরোসিন পেট্রোল, হাইস্পীড, ডিজেল, সাবান, টুথপেষ্ট ইত্যাদির উপর বর্ধিত কর বসিয়েছেন, সেটা যেন প্রত্যাহার করে নেন। আর তারই পাশাপাশি গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে, শ্রমিক শ্রেণীর কাছে আবেদন করছি আমরা এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে যেমন লড়াই করছি, আন্দোলন করছি, তেমনি তারাও যেন গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, এর বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং জনমত সৃষ্টি করেন যাতে কেন্দ্রীয় সরকার যে কর বৃদ্ধি করেছেন, সেটা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। এই বলে আমি এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্যগণ, আমাদের বে-সরকারী আলোচনার যে সময়, তা অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে।

শ্রীদশরথ দেব ঃ--- মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমাদের এর পরেও আর একটা বে-সরকারী প্রস্তাব রয়েছে। কাজেই ৫টা পর্য্যন্ত যদি সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে আমরা দুইটি বে-সরকারী প্রস্তাবের উপর আলোচনা শেষ করতে পারি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ— আচ্ছা তাই হবে, শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ--- মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা যে বে-সরকারী প্রস্তাবটা রেখেছেন, সেটা হল "এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছে যে দেশলাই, কেরোসিন, পেট্রোল, হাইস্পীড, ডিজেল, সাবান, টুথপেষ্ট ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের উপর কর বৃদ্ধি প্রত্যাহার করা

হউক''। এই যে জিনিষগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকার কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে, তাতে সত্যি সাধারণ মানুষের উপর অনেক চাপ আসবে, বিশেষ করে গরীব মানুষ এগুলি আর ব্যবহার করতে পারবে না। এবং এটা আমাদের সবার কাছেই একটা উদ্বেগজনক অবস্থা। তাই আমরা মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা কর্তৃক আনীত প্রস্তাব সমর্থন করছি। তবে এর সাথে সাথে আমাদের তরফ থেকে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া এর উপর যে একটা সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন, সেটাকেও সমর্থন করছি। কেননা কর প্রত্যাহার হলেও, মূল্যবৃদ্ধি রোধ হয় না। সেটা আলাদা জিনিষ। কারণ দেখা গিয়েছে এই কর বসানো ছাড়াও এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জিনিষপত্রের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, এবং সাধারণ মানুষের উপর আঘাতের সৃষ্টি করেছে। এই এক বছর আগেও, গত জানুয়ারী থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সংকট সৃষ্টি করে ব্যবসায়ীরা এইভাবে মূল্য বৃদ্ধি করে মুনাফা লুঠেছে এবং সাধারণ মানুষের উপর আঘাতের সৃষ্টি করেছে। কাজেই আমরা সরকারকে সজাগ করে দিচ্ছি, এই সুযোগে ব্যবসায়ী মহল জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে মুনাফা লুঠবে এবং সাধারণ মানুষের উপর আঘাত হানবে। কাজেই আমাদের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গত জানুয়ারীতে যখন লবণের সংকট দেখা দিয়েছিল, তখন দাম বেশী ছিল। কিন্তু যখন লবণ এসেছে, তারপরও দেখা গিয়েছে যে ত্রিপুরার মানুষ সঠিক মূল্যে লবণ কিনতে পারে নাই। এইভাবে মে, জুন মাসে যখন কেরোসিনের সংকট দেখা গেল, ব্যবসায়ীরা কেরোসিনের দাম বাড়িয়ে দিয়ে গ্রামের কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। কাজেই এবারও তাই হবে। জিনিষ কম থাকতে পারে. জিনিষের সরবরাহ কম হতে পারে, কিন্তু তাই বলে মূল্য বৃদ্ধি হবে কেন? যে জিনিষের যে মূল্য ছিল, সেই মূল্যেই যাতে জিনিষপত্র বাজারে বিক্রী হয়, সেই ব্যবস্থা কঠোরভাবে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ সরকারের হাতে পুলিশ বাহিনী রয়েছে, ভিজিলেন্স পার্টি রয়েছে। সরকার প্রশাসন যন্ত্র যদি গ্রামাঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত করা হয় তাহলে ব্যবসায়ীরা এই সুযোগ নিতে পারবে না। তা নাহলে এই সুযোগে ব্যবসায়ীরা মুনাফা লুঠে নেবে এবং সংগে সংগে সাধারণ মানুষ মার খাবে। এখনও ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় দুই টাকা, আড়াই টাকা দরে, লবণ বিক্রী হচ্ছে এবং কেরোসিন চার টাকা, পাঁচ টাকা, দরে বিক্রী হচ্ছে। কাজেই আমরা বামফ্রন্ট সরকারকে আবার সতর্ক করে দিচ্ছি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার কর প্রত্যাহার করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। তার জন্য আমরা প্রতিবাদ জানাতে পারি, আমরা আন্দোলন করতে পারি। কিন্তু তার ফলে যে মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে, তাকে প্রতিরোধ করার দায়িত্ব তো রাজ্য সরকারের। কাজেই সেই দায়িত্ব যাতে ঠিকভাবে পালন করা হয় এবং ব্যবসায়ীরা যাতে বিভিন্ন ভাবে মুনাফা লুঠতে না পারে, সেজন্য ব্যবস্থা নেওয়া হউক---এই বলে মাননীয় সদস্য যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা এই বিধানসভায় যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি এবং মাননীয় সদস্য

নগেন্দ্র জমাতিয়া যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেটা সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে সেটার কোন প্রয়োজন নেই। মাননীয় সদস্য শর্মা যে বাজেটের উপর প্রস্তাব এনেছেন সেই বাজেটের উপর পার্লামেন্টে আলোচনা চলছে। সেই বাজেটে কর ধার্য করা হয়েছে--- বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের উপর। যার ফলে সমস্ত মানুষের উপর একটা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। সেই বিপর্যয়-এর হাত থেকে সমগ্র ভারতের জনগণকে রক্ষা করার প্রশ্নেই এ প্রস্তাব এসেছে। অনেক মাননীয় সদস্য এই ব্যাপারে এখানে আলোচনা করেছেন, আমি সেগুলি বিস্তৃত আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। মোট ২,১৩৯ কোটি টাকার বোঝা এই বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের কাঁধের উপর চাপিয়েছে। শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ কর এবং পরোক্ষ করই নয়, ঘাটতি বাজেট করার ফল আমরা জানি যে তাতে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে এবং তার ফলে জিনিষের দামই শুধু বাড়বে না মানুষের উপর করের বোঝাও আরও বাড়বে। আমরা হিসাব করে দেখেছি যে পরোক্ষ কর ৬০৬ কোটি তাছাড়া দ্রব্যের উপর, পরিবহনের মাশুল বৃদ্ধির মাধ্যমে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর মানথলী টিকিটের হার বৃদ্ধি, এই ভাবে সব মিলিয়ে ২,১৩৯ কোটি টাকার যে ঘাটতি পূরণ করা হবে, সেটাও জনগণের উপরই চাপিয়ে দেওয়া হবে। আমাদের ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা হচ্ছে ৬৫ কোটি। সেই হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটা মানুষের উপর ৩২ থেকে ৩৩ টাকা মাথা পিছু করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থ মন্ত্রকের কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে জিনিষপত্রের মাত্র এক শতাংশ মূল্য বৃদ্ধি হতে পারে। কিন্তু আমি বলছি যে এক শতাংশ নয়। এই করের বোঝা দেশের সমস্যাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ? এই ত্রিপুরা রাজ্যে ৮৩ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। এবং সমগ্র ভারতে ৭০ শতাংশেরও বেশী। কাজেই এই বোঝা সমস্ত মানুষের উপর যাবে। গ্রামাঞ্চলের কথাই ধরা যাক। গ্রামাঞ্চলে কেরোসিন এর আলো ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা নেই। আমাদের শিক্ষার উন্নয়নের যে চেষ্টা চলছে তাকে রূপ দিতে গেলে ছাত্রদের পড়াশুনা করতে হবে। কিন্তু রাতে কেরোসিন ছাড়া সে পড়াশুনা করবে কি করে আর কৃষক ? কৃষক সে গরীব হউক, আর ধনীই হউক তাকে তার ধান রাতের বেলায় মাড়াই করতে হবে। তখন কেরোসিনের বাতি- -কুপি ছাড়া আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। প্রতিটা ঘরে ঘরে শুধুমাত্র কেরোসিন দিয়েই সেটা করা হয়। সেই কেরোসিনের উপর ১০ থেকে ২০ পয়সা কর বাড়ছে। এবং যখন সেই কেরোসিন গ্রামে আসবে তখন তার সঙ্গে ব্যবসায়ীদের মুনাফাও যোগ হবে এবং ফলে দাম আরও বাড়বে। এই ভাবে ডিজেল, পেট্রোল, এইগুলিরও দাম বেড়েছে। এই দাম বাড়ার অর্থ কি ? এই ত্রিপুরা রাজ্যের কথা যদি বলি —সমস্ত জিনিষ বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়। অধিকাংশ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ বাহির থেকে আমদানী করতে হয়। এবং তার পরিবহন খরচ এই সরকারকেই দিতে হচ্ছে। এখানে কলিকাতা, ইউ, পি থেকে মাল কিনে আনতে হয়। যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা এনেছেন সেটা খুবই পরিষ্কার। চৌধুরী চরণ সিং. যিনি অর্থমন্ত্রী হিসাবে এই বাজেট উপস্থিত করেছেন। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর কর আরোপ করে, সেই কর প্রত্যাহারের যে নির্দিষ্ট প্রস্তাব মাননীয় সদস্য এনেছেন, তাতে লেজ টেনে উলটোপালটো করে লাভ নেই। এর দ্বারা সাধারণ মানুষ কর থেকে রেহাই পাবে না। আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্ট

সরকার প্রস্তুতি নিয়েছেন কি করে মানুষকে সত্যি সত্যি রিলিফ দেওয়া যায়। লবণ ঘাটতিতে বিক্রি করা হচ্ছে। ওয়াগনের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না, ট্রাকে করে খোলা বাজার থেকে জিনিষ কিনে আনতে হচ্ছে। তাই ঘাটতি দিয়ে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে রাজ্য সরকার যতটুকু পারেন তার ব্যবস্থা করছেন। তার সমস্ত উদ্যোগ, ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি এই কর ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ না করা যায়। আমাদের বিধানসভাকে সম্পূর্ণ একমত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে ত্রিপুরার বিধানসভার সদস্যরা জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের এই কর প্রস্তাবকে গ্রহণ করছেন না আমরা বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব নিতে চাই। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা কর্তৃক আনীত প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন। শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াও তার সংগে একমত প্রকাশ করেছেন এবং নতুন প্রস্তাব সংযোগ করেছেন। এটা বাহুল্য মাত্র। কাজেই এই বিধানসভার বক্তব্য হিসাবে এই প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বলা হোক যে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারের কর প্রস্তাবের বিরোধীতা করে এবং এটা প্রত্যাহার করা হোক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সরকারী পক্ষের মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন এবং মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন, সেই সংশোধনীসহ প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। কেন্দ্রীয় সরকারের যে কর প্রস্তাব বাজেটে করা হয়েছে, সেটা যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখতে পাব যে এটা গরীব কৃষকদের উপকারে আসবে না। কারণ দেশলাই, কেরোসিন গরীব কৃষকরাও ব্যবহার করে। কাজেই এই বাজেটকে আমরা কৃষকদের বাজেট বলতে পারছি না। এটা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনী কৃষকের উপকারেই আসবে সেটা আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্র প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের কিছু ধনী কৃষক তার থেকে সুযোগ সুবিধা পাবে। গরীব কৃষকেরা সুযোগ সুবিধা পাবে না। ত্রিপুরার প্রায় সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষই বাহির থেকে আনতে হয় এবং সে জন্য ত্রিপুরার পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও জোর-দার করতে হবে। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে প্রস্তাব এনেছেন এই সব জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। সেটাকে আমি সমর্থন করি এবং আশা করি অন্যান্য সদস্যরাও আমাদের এই সংশোধনী প্রস্তাবকে দলীয় স্বার্থের দিক থেকে চিন্তা না করে, জনগণের সুবিধার কথা চিন্তা করে, এই সংশোধনী সহ প্রস্তাবটা সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় মিনিস্টার দশরথ দেব।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় বাজেটে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের উপর যে কর বরাদ্দ করার যে প্রস্তাব এবং সেই প্রস্তাব যখন চূড়ান্তভাবে লোকসভায় গৃহিত হবে তখন সাধারণ মানুষের উপরে একটা বিরাট করে বোঝা পরবে এটা পরোক্ষ কর। সাধারণ মানুষের জীবনে তার একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে ভবিষ্যতে। কাজেই তার উপর যে বেসরকারী প্রস্তাব মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা উপস্থিত করেছেন তার সংগে সরকার পক্ষ একমত এবং মাননীয় সদস্যরা আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সন্তোস প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষের

জীবনের কথা চিন্তা করে, তাদের দুঃখ কষ্ট চিন্তা করে। এটা খুবই সময়োচিত হয়েছে। কারণ এই টেক্স বর্ত্তমানে ভারতের সর্বত্র এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে এবং ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ত্রিপুরার ট্রেন্সপোর্ট বোটলনেক তো আছেই এবং অধিকাংশ জিনিষই বাহির থেকে আনতে হয়। আমি কয়েকটা আইটেমের উল্লেখ করছি। যেমন কেরোসিন পার লিটারের দাম পড়ছে ৯০.৫৭ পঃ এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকেল সেল টেক্স আছে এবং তার দাম পড়বে ৯৫.১০ পঃ। ডিজাইল প্রতি এক হাজার গ্রামের দাম ৯৪.৮০ পঃ সঙ্গে সঙ্গে লোকেল টেক্স ৪.৭৪ শঃ। তাহলে দাম পড়ছে ৯৯.৫৪ পঃ। প্রতি এক হাজার কিঃ লিটারে ডিজাইলের দাম বেড়ে গেল ১০ পঃ। এই নূতন করের বুঝা আমাদের ঘারে এসে পড়েছে। ফলে দেখা যায়, প্রতি লিটারে ১০ পয়সা করে নূতন বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাঁপছে। পেট্রোল প্রতি ১০০ লিটারে ৪৮৭'৬৯ পয়সা বেড়ে গেল কেন্দ্রীয় ট্যাক্স এবং তার উপরে যে হারে সেলস্ ট্যাক্স যুক্ত হয়ে বাড়বে ২৪.৩৮ পয়সা প্রতি হাজার লিটারে। অর্থাৎ প্রতি হাজার লিটারে সেলস্ ট্যাক্স বেড়ে গিয়ে পড়বে ৫১২'৭ পয়সা। এমনকি, সাবান যেগুলি আমরা ব্যবহার করি সেগুলি ত্রিপুরার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ১০ থেকে ১২ পয়সা বেড়ে যাবে শতকরা। ঠিক তেমনি ভাবে দেশলাই বক্স ছিল ৪'৩০ পয়সা। এখন নূতন ট্যাক্স বসানোর ফলে পার বক্স ৯'০২ পয়সা বেড়ে যাবে। একমাত্র কিছু কমবে যেগুলি কটেজ ইন্ডাস্ট্রিতে হচ্ছে সেগুলি। এমন কি টুথ পেষ্টও শতকরা ২৫ পয়সা বেড়ে গেছে তার সঙ্গে লোকাল ট্যাক্স যুক্ত হয়ে আরো বেড়ে যাবে। এটা সত্যি সাধারণ মানুষের কাছে কর একটা বোঝা। কাজেই এটার বিরুদ্ধে আমাদের সদস্যরা, জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে, জনগণের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁদের এ্যাঙজাইটি প্রকাশ করেছেন এটা ঠিকই করেছেন। তবে এই মাত্র খবর পেলাম, যখন এখানে মাননীয় সদস্যরা তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করছেন, তখন ডিজেল, কেরোসিন, পেট্রল, টুথ পেষ্টের উপর থেকে সেন্ট্রাল কর প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কাজেই জনমতের জয় সূচীত হল একথা বলা যেতে পারে। কাজেই এখানে আর এই প্রস্তাব পাশ হবার দরকার নেই। তবে এখানকার আলোচনার বিষয়-বস্তু, অ্যাসেম্বলীর প্রসিডিংস আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেব। মাননীয় সদস্য তাঁর এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিন, এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মাকে এই ব্যাপারে কিছু বলতে বলছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই মাত্র যে খবরটা এসেছে এটা নিশ্চিত ভাবে আমরা ধরে নিতে পারি যে, কেন্দ্রীয় সরকার যে মুহূর্ত্তে বাজেট পেশ করে-ছেন, এবং বাজেটের মধ্যে যে নূতন কর বসিয়েছেন তার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের মানুষ প্রতিবাদ জানিয়েছে। এবং সেই জনমতের কাছে কেন্দ্রীয় সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যে প্রস্তাব রেখেছেন, আমি তা মেনে নিচ্ছি। মেনে নিচ্ছি এই কারণে, যেখানে জনমতের কাছে নতি স্বীকার করে কেন্দ্রীয় সরকার ট্যাক্স প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন, সে ক্ষেত্রে এও আশা করব, কেন্দ্রীয় সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় যেসব জিনিষের উপর কর রেখেছেন, যে করে গরীব মানুষ লাঞ্ছিত, নিপীড়িত হবে

সে ধরণের কোন কর গ্রহণ করার আগে ঐ সাধারণ মানুষগুলির কথা একবার চিন্তা করুন, এই আবেদন জানিয়ে সে সব আলোচনা এখানে হয়েছে সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোর যে প্রস্তাব মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী করেছেন, এটা আমি সমর্থন করি। এখানে যে সব আলোচনা হয়েছে, তা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠালে, তাঁরা বুঝে নিতে পার-বেন, ত্রিপুরার মানুষ কত উদ্বেগের মধ্যে ছিল। এই বলে আমি আমার প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা মহাশয় প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এখন আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নেওয়ার অনুমতির জন্যে হাউসের কাছে রাখছি। প্রস্তাবটি হচ্ছে,---

"এই বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছে যে দেশলাই, কেরোসিন, পেট্রল, হাইস্পীড ডিজেল, সাবান, টুথপেষ্ট ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের উপর কর বৃদ্ধি প্রত্যাহার করা হোক।"

(হাউসের অনুমোদনক্রমে প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করা হলো।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---এখন আমি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া মহাশয়কে তার প্রস্তাবটি সভার সামনে উৎথাপন করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করছি। প্রস্তাবটি হচ্ছে, "এই বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, আগামী আথিক বছরে ত্রিপুরায় আইন কলেজ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।" মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি এই প্রস্তাব এখানে আনছি এই কারণে যে, ত্রিপুরায় আইন কলেজের একান্ত দরকার। এখানে উচ্চ শিক্ষার যে সমস্যা রয়েছে এবং নাগরিক জীবনের উন্নতি সাধনের যে প্রয়োজন সেই দিক থেকে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করার দর-কার আছে, তাই আমি সরকারের সমর্থন আশা করছি। আমাদের সব থেকে কাছের আইন কলেজ হচ্ছে শিলচরে। এখানকার ছেলেদের সেই শিলচরে কিংবা কলিকাতায় গিয়ে পড়াশুনা করতে হয়। এতে ত্রিপুরার গরীব ছেলেদের পক্ষে লেখাপড়া সম্ভব হয় না। কাজেই বি, এ পাশ করার পর আর উচ্চ শিক্ষা নেওয়া সম্ভব নয়। যারা বড় পরিবারের ছেলে তারাই শুধু অন্য দেশে গিয়ে পড়তে পারে। মেডিক্যাল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা প্রচুর টাকার প্রয়োজন। তবে এগুলিরও দরকার আছে। এটা আমি অস্বীকার করছি না। তবে এখানে ল' কলেজ স্থাপন করা হউক এই আমার আবেদন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ল' কলেজ যদি ত্রিপুরায় স্থাপন করা হয়, তাহলে যারা চাকুরী করছেন তারা যেমন পড়াশুনা করতে পারবেন, তেমনি যারা বেকার আছে, তারা ল' পাশ করে বে-সরকারী ভাবে পেশা গ্রহণের সুযোগ পাবে। এ ছাড়াও আমাদের সু-নাগরিক হয়ে উঠার জন্য আমাদের ল' কলেজের দরকার। আইন সংক্রান্ত জ্ঞান জানা না থাকলে আমাদের অসুবিধা দেখা যায়। কাজেই আইন সংক্রান্ত সব কিছু প্রত্যেকেরই জানা দরকার। নাগরিকের কি দায়িত্ব রয়েছে, কি সুবিধা, কি অসুবিধা রয়েছে সেগুলি জানতে হলে এখানে একটি ল' কলেজের প্রয়োজন।

শিলচরের মতন জায়গায়, যেখানে আইন কলেজ স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে ত্রিপুরায় আগরতলার মতন জায়গায় একটা আইন কলেজ স্থাপন করার অন্তরায় কোথায়? সেই দিকে থেকে আমি বিশ্বাস কবি যে, আমার এই প্রস্তাব সমস্ত সদস্য-রাই সমর্থন করবেন। এখানে একটি আইন কলেজ স্থাপিত হলে ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর অনেক দিনের একটি আকাংখা পূরণ হবে। দীর্ঘদিন ধরে এখানকার বেকার যুবকরা যে উচ্চ শিক্ষার আকাংখা মনে পোষণ করে আসছেন, তারদ্বারা তাদের এই আকাংখাকে পূরণ করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি। সেই দিক থেকে আমি এই হাউসের সামনে এই প্রস্তাব রাখছি এবং আশা করব আমার এই প্রস্তাবটি হাউস সর্বসম্মতি-ক্রমে গ্রহণ করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—আর কোন মাননীয় সদস্য এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা করবেন?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, 'ল কলেজ ত্রিপুরায় স্থাপন' এটা বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীর মধ্যেই আছে। আমরা নির্বাচনের আগে যে নিম্নতম কার্যসূচী দাখিল করেছিলাম, তার সিরিয়াল নং ১০ এ আছে এফোর্ট শুড বি মেড ফর সেটিং আপ এন ইউনিভার্সিটি এ মেডিকেল কলেজ, এ নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার এণ্ড এ ল' কলেজ। তারমধ্যে ইউনিভার্সিটি করার উদ্যোগ ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। এবং আরও ইম্প্রুভ করার জন্য আমরা সর্বরকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। মেডিকেল কলেজ এখানে হয় নি। তবে নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার হয়ে গেছে। আমরা সিক্সথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে যে প্রোগ্রাম কেন্দ্রের কাছে দাখিল করেছিলাম সেখানে আমরা এই দাবীটা রেখেছি যে---ত্রিপুরা যখন পূর্ণাংগ রাজ্য, যদিও গৌহাটিতে আমাদের হাই কোর্ট আছে, তবুও এখানে ফুল বেঞ্চ করা হোক। এখানে একটি ল কলেজ স্থাপন করার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছি এবং বাজেটে কিছু টাকার অংকও ধরে দিয়েছি এবং এখানে একটি ল কলেজ খুবই জাস্টিফায়েড। কারণ ত্রিপুরার ছেলেদের পক্ষে বাইরে আইন পড়তে গেলে তাদের নানা অসুবিধার সম্মুখখীন হতে হয়। প্রথমত সীট যোগার করা তাদের পক্ষে খুবই কঠিন ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ যদিও বা সীট যোগার করা যায়, কিন্তু বাইরে গিয়ে পড়াশুনা করতে প্রচুর টাকা খরচ হয়। যেটা ত্রিপুরার বেশীর ভাগ ছাত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং ত্রিপুরায় একটি ল কলেজ হোক এটা আমরাও চাই। আমরা বিশ্ব বিদ্যালয় অনুদান কমিশনের কাছ থেকে শিক্ষা এবং ল কলেজ ইত্যাদি বাবদ টাকা চেয়েছিলাম ৫৪ লক্ষ টাকা। কিন্তু সেন্ট্রাল বাজেটে এই বৎসরে এই খাতে স্যাংশান করা হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা। তবে এই টাকায় এখনই এখানে একটি পূর্ণাংগ ল কলেজ স্থাপন শুরু করার অসুবিধা আছে, তাই নাইট ল কলেজ করার স্কীম আমাদের আছে। এবং আমরা আশা করছি এই বৎসরের শেষের দিকে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই আমরা ল কলেজ শুরু করতে পারব। কিছুদিন আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পক্ষ থেকে যে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন আমরা এই সম্পর্কে তাদের সংগে আলাপ আলোচনা করেছি। আমরা কলেজ শুরু করলে কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাব এই প্রতিশ্রুতি আমরা তাদের কাছ থেকে পেয়েছি। কাজেই ল কলেজ ত্রিপুরায় আজকে স্বপ্নের বস্তু নয়। এটা

আজকে বাস্তবে পরিণত হতে চলছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে এখানে বেসরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করছেন, আমি তার কোন যৌক্তিকতা দেখছি না। আমি মাননীয় বিরোধীদলের তথা ত্রিপুরার জনসাধারণের অবগতির জন্য, বামফ্রন্ট সরকার তাঁর প্রতিশ্রুতি কতদূর বাস্তবে রূপায়িত করেছেন, তার একটা চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আনার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল ত্রিপুরা বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশনকে পুনর্গঠিত করা। আমরা সরকারে আসার মাস তিনেকের মধ্যে আমরা এই প্রতিশ্রুতি পালন করছি। দশম ক্লাশ পর্য্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করার জন্য আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতিতে রেখেছিলাম। কিন্তু এ থেকে আর একটু এগিয়ে গিয়ে ১২ ক্লাশ পর্য্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছি। কাজেই এ থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন জনগণের কাছে বামফ্রন্ট সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা খেলাপ করেন নি। কারণ আমরা হচ্ছি জনগণের সন্তান।

এফোর্ট শুড বি মেড ফর আনএমপ্লয়েড ডোল সেটা আমরা করতে পারিনি। কারণ এই খাতে আমরা টাকা সংগ্রহ করতে পারি নি।

সাপ্লাই অব বুকস। এই সম্পর্কে গভর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত হচ্ছে---কম রোজগারের যারা আছেন, শুধু সিডুয়েল্ড কাস্ট এবং সিড্যুয়েল্ড ট্রাইবসের ক্ষেত্রেই নয়, যারা গরীব অংশের মানুষ তাদেরকে পুস্তক দেবার জন্য আমরা চিন্তা করছি। এবং ফাইনান্সকে বলেছি কিভাবে টাকা সংগ্রহ করা যায় তার ব্যবস্থা করতে। আর খাতা এবং কাগজ কেন্দ্রের কাছ থেকে কিনে এনে এখানে যে খাতা ম্যানুফেকচারিং আছে, তাদের মাধ্যমে আমরা দিচ্ছি। কেরোসিন অয়েল দেবার ব্যবস্থা আমরা করছি।

তারপর যে সমস্ত প্রাইভেট স্কুল আছে এবং শিক্ষকদের যে গ্র্যান্ট-ইন-এইড এ যে সাহায্য দেওয়া হত, সেটা সম্পূর্ণ মোটিফাই করেছি। এতে প্রাইভেট স্কুলে একশত টাকা খরচ হলে, সরকার সেই একশত টাকা দেবেন। তাছাড়া সরকারী কর্মচারীদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে, সেগুলি সম্পূর্ণই তারা ভোগ করবেন। কাজেই ৬ নম্বর এ যে প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছিলাম, তা আমরা পালন করেছি।

ষ্টুডেন্টস ডেমোক্রেটিক রাইটস এডুকেশন্যাল ইনষ্টিটিউশান উইল বি সেফগারডেড। ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সম্প্রসারিত করা হবে। ছাত্রদের অসুবিধার কথাগুলি চিন্তা করেই আমরা বোর্ডে ছাত্রদের তরফ থেকে একজন ছাত্র প্রতিনিধি দিয়েছি। তাছাড়া খোয়াই, ধর্মনগর ও উদয়পুরে আমরা কলেজ স্থাপন করব। এই বৎসর থেকেই বিল্ডিং না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা অন্য স্কুলের মাধ্যমে যাতে ক্লাশ শুরু করা যায়, তার ব্যবস্থা করছি। এবং কলকাতা ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করছি। উনারা বলেছেন বিল্ডিং ইত্যাদি তৈরী না হলেও, ত্রিপুরার কথা বিশেষ ভাবে চিন্তা করে এফিলিয়েশন দেবেন।

তারপর ল কলেজ সম্পর্কে তো আগেই বলেছি। কাজেই এখন তার কিছু বলছি না।

ত্রিপুরাতে এখন পর্যন্ত আমরা ১৫০টি কক্ বরক স্কুল করেছি এবং আরো ৫০টি কক্‌বরক স্কুল করার চেষ্টা আমরা করছি ত্রিপুরী ভাষা যাতে ত্রিপুরাতে প্রচলন করা

যায় তার জন্যও আমরা চেষ্টা করছি। ত্রিপুরাতে ৪০টি হাউস বডিং আছে, আরো কিছু বডিং করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং সেটা তৈরী করা হবে। সিডিউল ট্রাইবসদের ষ্টাইপেণ্ড বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যও দাবী ছিল সেটা আমরা দুটাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ টাকা করেছি অর্থাৎ মাসে ৬০ টাকা থেকে বেড়ে গিয়ে ৯০ টাকায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বে বডিং-এ থালা–বাসন, গ্লাস কিছুই ছিল না অনেক বর্ডিং-এ ৫-৭ খানা ভাঙ্গা থালা-গ্লাস ছিল তার ফলে ছাত্রদের ৩-৪ বারে খেতে দেওয়া হতো কিন্তু সেই পরিস্থিতি আমরা রাখিনি কারণ সেই সমস্ত বর্ডিংগুলিতে থালা-বাসন কেনার জন্য আমরা টাকা দিয়েছি। বেশীর ভাগ সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস ছেলেরা ইংরেজীতে এবং অংকে কাচা থাকে তাই তাদের জন্য প্রত্যেক হোষ্টেলে একজন করে ইংরেজী শিক্ষক এবং একজন করে অংক শিক্ষক নিযুক্ত করা হবে। এই সমস্ত শিক্ষক নিযুক্তের কাজ আমরা ইতিমধ্যে শুরু করেছি। আর একটা কথা শুনে আপনারা আনন্দিত হবেন যে, আগে ত্রিপুরা থেকে যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা ডাক্তারী পড়তে যেত তাদের ষ্টাইপেণ্ড অনেক কম ছিল, আমরা প্রথমে সেই ষ্টাইপেণ্ডকে বাড়িয়ে ১২৫ টাকা করেছি এবং দ্বিতীয় দফায় সেটাকে বাড়িয়ে ১৭৫ টাকা করেছি। প্রথম বছর এই সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের ট্যাকষ্ট বই কেনার জন্য ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা, দ্বিতীয় বছর ২০০ টাকা এবং তৃতীয় বছর ৫০০ টাকা করে পাবেন কিন্তু আমাদের এই সাহায্যের তুলনায় তাদের বই-এর দাম অনেক বেশী। আমাদের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাহায্যের পরিমান ধার্য্য করেছি কিন্তু এই সাহায্যের পরিমাণ যাতে আরো বাড়ানো যায় তার জন্য আমাদের সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ত্রিপুরায় আগামী আর্থিক বছরে আইন কলেজ স্থাপনের জন্য প্রস্তাব রেখেছেন, এই আইন কলেজ স্থাপন আমাদের স্কীমে আছে এবং সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই আইন কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা আমাদের আছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্যও আমরা একটা স্কীম নিয়েছি, এই স্কীমে ১৭ শত শিক্ষক নিযুক্ত করা হবে, এর মধ্যে ১৫০০ উপরে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে এবং নূতন যারা শিক্ষক নিযুক্ত হচ্ছেন কিছু দিনের মধ্যেই তাদের কাজ শুরু হয়ে যাবে কাজেই আমরা ১৪ দফা কর্মসূচীর যে প্রতিশ্রুতি আমরা গ্রহণ করেছি। প্রতিটি কর্ম ক্ষেত্রেই কোনটা সম্পূর্ণ হয়েছে, কোনটা অংশত হয়েছে এবং যেগুলি আমরা সম্পূর্ণ করতে পারি নি তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই সেদিক থেকে আমি আশা রাখব মাননীয় সদস্যরা এই সমস্ত পরিকল্পনাকে সমর্থন জানাবেন এবং আশা রাখবো এই বছর বামফ্রন্ট সরকার যা করেছেন তা যদি খতিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন যে গত ৩০ বছর কংগ্রেস রাজত্বে যা হয়নি এক বছরে তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ হয়েছে। এখন পর্যন্ত আমরা ১১,০০টি স্কুল ঘর মেরামত করেছি এবং আরো করব তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমরা ১২ কোটি টাকা সাহায্য নেব। কাজেই এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে প্রস্তাব রেখেছেন এই প্রস্তাবকে ভোটে দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না তাই আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করবো তিনি যেন এই প্রস্তাব উয়িদড্র করে নেন কারণ সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে যাতে এই আইন কলেজ স্থাপন করা যায় তার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাব যদি সরকার পক্ষ মেনে নেন তাহলে ভাল কথা। কিন্তু এই প্রস্তাবকে উয়িথড্র করার কোন প্রশ্ন উঠে না, বরঞ্চ আমি আশা করবো তাঁদের প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি ঃ

প্রস্তাবটি হলো ঃ

"এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, 'আগামী আর্থিক বছরে ত্রিপুরায় আইন কলেজ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক"।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে বাতিল হয়ে গেল)

বিধানসভা আগামী ১৯শে মার্চ সোমবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—A

Admitted Un-started Quesjion No. 10

Sub :— Extensoin of electricity to village-area-wise accounts thereof.

By :— Sri Bidya Ch. Deb Barma, M.L.A

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W D be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। (ক) ত্রিপুরায় কয়টি গ্রামে বৈদ্যুতিক আলো পেঁাছিয়েছে ?

(বিভাগীয় ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

The Minister-in-charge of the PWD :—Sri Baidyanath Majumder.

১। (ক) ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ইং পর্যন্ত মোট ৫৩২টি গ্রামে বিদ্যুৎ পেঁৗছানোর কাজ শেষ হইয়াছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা

১) সদর মহকুমা	১৮৮টি গ্রাম।
২) খোয়াই	৬৭টি গ্রাম।
৩) সোনামুড়া	১৯টি গ্রাম।
মোট—	২৭৪টি গ্রাম।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা

১) উদয়পুর	৪৫টি গ্রাম।
২) অমরপুর	১০টি গ্রাম।
৩) বিলোনীয়া	৪০টি গ্রাম।
৪) সাব্রুম	১০টি গ্রাম।
মোট—	১০৫টি গ্রাম।

উত্তর ত্রিপুরা জিলা

১) ধর্মনগর	৫৫টি গ্রাম।
২) কৈলাসহর	৪১টি গ্রাম।
৩) কমলপুর	৫৭টি গ্রাম।
মোট—	১৫৩টি গ্রাম।
সর্বমোট—	৫৩২টি গ্রাম।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Legislative Building, Agartala on Monday, the 19th March, 1979, at 11 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker, Shri Sudhanwa Deb Barma in the Chair, 8 Hon'ble Ministers (including Chief Minister), Deputy Speaker and 42 Members.

STARRED QUESTIONS
(to which oral answers were given)

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যাগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস। অনুপস্থিত।

শ্রীগৌতম দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি শ্রীঅজয় বিশ্বাসের প্রশ্নটি উত্থাপন করতে চাই। প্রশ্ন নাম্বার ৩।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন সংখ্যা—৩

প্রশ্ন

১) বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর মোট কয়টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে,

২) এর মধ্যে কয়টি পদ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ; এবং

৩) এই সমস্ত পদ সৃষ্টির ফলে মোট কত টাকা বছরে খরচ হবে ?

উত্তর

১) ১২, ৪০২টি, পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে।

২) ১ম শ্রেণী—৫৯, ২য় শ্রেণী—২১৯টি, ৩য় শ্রেণী—৮,২৫২টি এবং ৪র্থ শ্রেণী—৩,৮৭২টি।

৩) আনুমানিক মোট ৩,৩৮, ৮১, ৬১১টা ২৮ পয়সা বছরে খরচ হবে।

শ্রীকেশব মজুমদার :—যে পদ সৃষ্টি করা হয়েছে, এর মধ্যে এই এই পর্য্যন্ত কোন্ পদে কতজন নিযুক্ত করা হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—এই তথ্য আমরা সংগ্রহ করছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—এর মধ্যে এস, টি, এবং এস, সি, পদ কয়টা আছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—এটা আমার কাছে এখন নেই।

মি: স্পীকার :—শ্রীসুমন্ত কুমার দাস। অনুপস্থিত। শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯।

প্রশ্ন

১) উপজাতি কর্মচারীদের প্রমোশনের ক্ষেত্রে পৃথক সিনিয়রিটি লিষ্ট মেইনটেন করার বর্তমান সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা, এবং

২) যদি থাকে তবে ঐ ব্যবস্থার দ্বারা কতজন উপজাতি কর্মচারী উপকৃত হইবে?

উত্তর

১) এই রকম পৃথক সিনিয়রিটি লিষ্ট রাখার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :—রতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২১।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোশ্চেন নাম্বার ২১।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকারের বদলী নীতি আছে কি?

২) যদি থাকে, তাহলে সরকারী চাকুরী জীবীদের বদলীর ক্ষেত্রে ঐ নীতি প্রযোজ্য করা হয়েছে কি? এবং

৩) যদি প্রয়োগ না হয়ে থাকে তবে তার কারণ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে বাকী অন্য জায়গাতে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—দশদার দূর্গারাম চৌধুরী হাইস্কুলের জয়ন্ত রিয়াং, তাকে কোন্ বদলী নীতি অনুসারে আমবাসা বদলী করা হয়েছে জানতে পারি কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—এটা আলাদা করে যদি মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করেন তাহলে জবাব দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅজয় বিশ্বাস। অনুপস্থিত।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, আমি শ্রীঅজয় বিশ্বাসের প্রশ্ন নাম্বার ৮ এর উত্তর জানতে চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চান নাম্বার ৮।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকারের অধীন বিভিন্ন দপ্তরে কতজন কর্মচারী ১৫ বছর, ১০ বছর ও ৫ বছরের বেশী কাজ করার পরও এখনও অবধি স্থায়ী হতে পারেন নি;

২) বামফ্রন্ট সরকারের সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও স্থায়ী হতে না পারার কারণ কি?

উত্তর

১) ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ১৫, ১০ এবং ৫ বছরের বেশী চাকরী করার পরে কর্মচারীর সংখ্যা কত তা এখানে দেওয়া হয়েছে। ১৫ বছর যারা কাজ করছেন এবং যারা

স্থায়ী হন নি এইরকম সংখ্যা হচ্ছে—৪৯৩, ১০ বছরের বেশী বা ১০ বছর যাদের চাকরী হয়েছে অথচ স্থায়ী হোন নি তাদের সংখ্যা ১,৩৯১,৫ বছর বা তার বেশী যাদের চাকরী হয়েছে অথচ স্থায়ী হোন নি তাদের সংখ্যা ৩,৫৫৫ এবং মোট সংখ্যা হচ্ছে ৫,৩৪৫ জন।

শ্রীসুবোধ দাস :—ধর্ম্মনগরের নবীনছড়া কৃষি ফার্মে ১০।১৫ বছর ধরে বেশ কয়েকজন কর্মচারী আছে যারা বহু চেষ্টার পরেও এখনও স্থায়ী হন নি। তাদের স্থায়ী করার ব্যাপারে সরকার কি ভাবছেন জানতে পার কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—সরকারী কর্ম্মচারীদের পারমানেন্ট এবং কোয়াসী পারমানেন্ট করার ব্যাপারে এই সরকার খুবই সক্রীয়। কিন্তু কতগুলি বাধা আছে, যেগুলির জন্য তাড়াতাড়ি করা যাচ্ছে না। যেমন তার জন্য পারমানেন্ট পোস্ট থাকতে হবে। রিক্রুটমেন্ট রুলসে যে সমস্ত নিয়ম কানুন আছে সেগুলি পালন করতে হবে এবং কম পক্ষে ৩ বছর তাকে কাজ করতে হবে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে অন্ততঃ পক্ষে যারা ৩ বছর কাজ করেছেন তাদের আমরা এইসব নিয়ম কানুন যদি নাও পালন করা যায় তাহলে তাদের আমরা কোয়াসী পারমানেন্ট ডিক্লেয়ার করে দেব। এর মধ্যে অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক কর্ম্মচারী পারমানেন্ট বা কোয়াসী পারমানেন্ট হতে পারছে না।

মি: স্পীকার :—শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—প্রশ্ন নং ২৬।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, প্রশ্ন নং ২৬।

প্রশ্ন

১) সি, আর, পি বাবত ত্রিপুরা সরকারকে প্রতি মাসে কত টাকা বহন করতে হইতেছে?

উত্তর

২) বর্ত্তমানে মাসিক গড়ে ৬,৫০০ টাকা সি, আর, পি বাহিনীর বাসস্থান, বৈদ্যুতিক খরচ ইত্যাদি বাবত আমাদের রাজ্য সরকারকে বহন করিতে হইতেছে। আর এছাড়া অন্যান্য খরচ যেমন তাদের বেতন, রসদ, যানবাহন ইত্যাদি বাবত কেন্দ্রীয় সরকারকে মাসে ৫,১৭,৫০০ টাকা খরচ করতে হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে তাদের জন্য মাসে ৮০ হাজার টাকা খরচ করা হয়। কিন্তু আমি জানতে চাই যে এই সি, আর পি কি আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষে একান্ত দরকার, এটা ছাড়া কি আমাদের রাজ্য সরকার চলতে পারেনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—আমাদের ত্রিপুরা সরকার যতক্ষণ না তাদের নিজস্ব একটা বাহিনী গড়ে তুলতে পারছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সি. আর, পি হউক, বা অন্য যে কোন বাহিনী হউক, তার প্রয়োজন আমাদের আছে। তাই আমরা সপ্তম অর্থ কমিশনকে বলেছিলাম যে আমাদের নিজস্ব একটা আর্মড পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে দেওয়া হউক। তারপর আমাদের এখানে প্রধান মন্ত্রী অথবা স্বরাষ্টমন্ত্রী যখন এলেন তখনও আমরা তাদের কাছে বলেছিলাম যে আমাদের আর একটা নিজস্ব বাহিনী গড়ে তুলতে দেওয়া হউক। কাজেই আমরা আমাদের নিজস্ব বাহিনী যত তাড়াতাড়ি গড়ে তুলতে পারি, তারপর আর আমাদের সি, আর, পি লাগবে না। এটা অবশ্য মাননীয় সদস্যরাও জানেন যে সি, আর, পির সমস্ত খরচ রাজ্য

সরকারের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য একটা চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু আমরা ভারত সরকারকে বলেছি যে এই খরচ বহন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এখন ত্রিপুরাতে কয় ব্যাটেলিয়ান সি, আর, পি আছে এবং দুই এক মাস আগে আর কয় ব্যাটেলিয়ান সি, আর, পি আনা হয়েছিল জানতে পারি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—আমাদের এখানে এখন এক ব্যাটেলিয়ান আছে, আর টি, এ, পি আছে দুই ব্যাটেলিয়ান এবং আর, এস, পি আছে এক ব্যাটেলিয়ান।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই আমাদের রাজ্য পুলিশ বাহিনী থাকা সত্বেও বাইর থেকে কেন সি, আর, পি আনা হচ্ছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—আমাদের রাজ্যে যা আছে, তার সংখ্যা খুবই কম এবং মাননীয় সদস্যরাও জানেন যে বাংলা দেশের সঙ্গে আমাদের প্রায় ৯০০ কি: মিঃ মতো বর্ডার আছে এবং সেই বর্ডারে যদিও বি, এস, এফ কাজ করছে, তবু তাদের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম তাই তাদের সঙ্গে আমাদের ২৭টি নিজস্ব ইউনিটকে রাখতে হচ্ছে। আর যেহেতু আমাদের সরকার এবং মাননীয় সদস্যরাও জানেন যে বাইর থেকে আমাদের রাজ্যে কেউ অনুপ্রবেশ করুক। আর সেজন্য আমাদেরও বিরাট একটা অংশকে ঐ বি, এস, এফের সঙ্গে রাখতে হচ্ছে। তাছাড়া আমাদের আভ্যন্তরীণ যে সমস্ত থানা আছে, পুলিশ আউট পোষ্ট আছে সেগুলিকে বর্ত্তমানে হোমগার্ড দিয়ে চালানো হচ্ছে যেহেতু আমাদের নিজস্ব পুলিশের সংখ্যা খুব কম।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই সি, আর, পিকে বর্ডার অঞ্চলে না রেখে পাহাড় অঞ্চলে রাখা হয়, এর উদ্দেশ্যটা কি জানতে পারি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এটা ঠিক নয় যে সি, আর, পিকে পাহাড় অঞ্চলে রাখা হয়। এদের বর্ডার অঞ্চলেও রাখা হয়। তাছাড়া বিশেষ করে অন্যান্য অঞ্চলে যখন যেখানে প্রয়োজন হয়, এমন কি এই আগরতলা শহরেও যখন ল এ্যাণ্ড অর্ডার প্রবলেম দেখা দেয়, তখন সি, আর, পি আনা হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ;—সি, আর, পি দিয়ে যে সব কাজ করানো হয়, তা কি আমাদের রাজ্য সরকারের পুলিশ দিয়ে করানো সম্ভব নয় ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এটা কি সত্য যে সি, আর, পি আনা হয়েছে উপজাতি যুব সমিতির সদস্যগণকে দমন করবার জন্য ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—যে দল আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাবে, তার বিরুদ্ধে সি, আর, পি কাজ করবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বামফ্রন্টের যে সমস্ত চক্তিকারী সাধারণ মানুষের উপর নীপিড়ন করে, তাদের বিরুদ্ধে এই সি, আর, পিরা কোন এক্শান নেয় না, এটা কি সত্যি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি এই প্রশ্নের জবাব আগেই দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅজয় বিশ্বাস অনুপস্থিত।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা (শ্রীঅজয় বিশ্বাস) ঃ—প্রশ্ন নং ৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—প্রশ্ন নং ৫, স্যার।

প্রশ্ন

১) বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী অবধি মোট কতটি চাকুরী দিয়েছে, তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

স্যার, এই প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করা একটু কষ্টসাধ্য। কাজেই জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে আমরা পরে হাউসে পরিবেশন করব।

শ্রীসমর চৌধুরী (শ্রীসুমন্ত দাস) :—প্রশ্ন নং ১০।

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :— প্রশ্ন নং ১০, স্যার।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকার এপর্য্যন্ত রাজ্যের কয়টি গ্রামকে জয়ন্তী গ্রাম হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন (গ্রামগুলির নাম) ?

২) ঐ গ্রামগুলির উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের আলাদা ব্যয় বরাদ্দ ধরা আছে কিনা ?

উত্তর

১) প্রতি ব্লকের একটি গ্রামকে জয়ন্তী গ্রাম হিসাবে নেওয়া হয়। নিম্নে গ্রামগুলির নাম দেওয়া হল :—

ব্লকের নাম	গ্রামের নাম
খোয়াই	পশ্চিম সিঙ্গীছড়া
তেলিয়ামুড়া	দেবতাল বাড়ী
জিরানিয়া	বড়জলা
মোহনপুর	ভাটি ফটিকছড়া
বিশালগড়	প্রমোদনগর
মেলাগড়	দূর্লভ নারায়ণ
ডম্বুরনগর	জগবন্ধুপাড়া
অমরপুর	পশ্চিম বালবাসা
উদয়পুর	মুড়াপাড়া
বগাফা	কাঞ্চননগর
রাজনগর	বল্‌দাখাল
সাতচাঁন্দ	গারদাং

ব্লকের নাম	গ্রামের নাম
পাণিসাগর	উপ্তাখালি
কাঞ্চনপুর	ধনীছড়া
কুমারঘাট	বেতছড়া
ছামনু	দুমাছড়া
সামেলা	দুলুছড়া

২) না, আলাদা কোন ব্যয় বরাদ্দ ছিল না।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, কিসের ভিত্তিতে এই গ্রামগুলিকে জয়ন্তী গ্রাম হিসাবে বেছে নেওয়া হল জানতে পারি কি?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—১৯৭২ ইং সনের স্বাধীনতার ২৫শ তম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধ অনুসারে ত্রিপুরার প্রতিটি ব্লকের ১টি গ্রামকে জয়ন্তী গ্রাম হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এই গ্রামগুলিতে কতিপয় আবশ্যিক কর্ম্মসূচী গ্রহণ করার প্রস্তাব নেওয়া হয়, যাহাতে নির্ধারিত জয়ন্তী গ্রামগুলির অধিবাসীগণ, বিশেষত: অনুন্নত এবং দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা কতগুলি প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পান। অবশ্য এই কাজের জন্য আলাদাভাবে কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয় নাই। ইহা স্থির হয় যে রাজ্য এবং কেন্দ্রের চলতি পরিকল্পনাগুলি হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ ও কর্মসূচী জয়ন্তী গ্রামগুলির জন্য নেওয়া হবে। সেই অনুযায়ী ত্রিপুরার জয়ন্তী গ্রামগুলিতেও বিবিধ উন্নয়নমূলক কার্য্যক্রম নেওয়া হয়। এই গ্রামগুলিতে বসবাসকারী অধিবাসীদের সুবিধার্থে যে সব কাজ করানো হয় তাহা সাধারণত: নিম্নরূপ :

টিউব-ওয়েল বা রিং ওয়েল তৈরী ক্রমে পানীয় জলের উৎস সৃষ্টি করা, সংযোগকারী নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ এবং গ্রামীন রাস্তার সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন, পুকুর খনন, খেলার মাঠ উন্নয়ন এবং মহিলা সমিতির জন্য গৃহ নির্ম্মাণ এবং ঐ সমিতিগুলিতে সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ জলসেচ, বাঁধ নির্ম্মাণ নালা ইত্যাদি করা, প্রাথমিক ও বালোয়াদী বিদ্যালয় নির্ম্মাণ, গ্রামীন গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ঋণ ও অনুদান দেওয়া, উন্নত ধরনের পায়খানা নির্মাণের জন্য স্কোয়াটিং প্লেট সরবরাহ করা, ফলের চারা বিতরণ ইত্যাদি।

প্রতিটি জয়ন্তীগ্রামেই কোন না কোন প্রকার উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়। তবে অব্যাহত পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু নীতির অভাবে ঐ গ্রামগুলিতে এই কর্মসূচীর ধারাবাহিকতা বজায় থাকে নাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি খোয়াইতে তুইসিংরাই জয়ন্তীয়া গ্রামে কতজন আদিবাসীকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল এবং এখন সেখানে ক'জন আদিবাসী আছেন?

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে, জিরানীয়া এলাকায় একটি জয়ন্তী ভিলেজে কিছু কংগ্রেসী মস্তান এবং কিছু কর্মচারী—ব্লক অফিসের ক্লার্ক—সরকার থেকে অনুদান নিয়ে সেখানে বসবাস করছে এবং যাদের থাকার কথা, তারা সেখানে থাকছে না।

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ত্রিপুরাতে কোন কোন জয়ন্তীয়া গ্রামে ওয়ান পার্সেন্ট বা টু পার্সেন্ট কাজ করা হয়েছে। এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে যে সব গ্রামে হরিজন এবং আদিবাসীদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল সেইসব গ্রামে তারা আজকে কি অবস্থায় আছে, সেই সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাইছি যে, এই সব জয়ন্তীয়া ভিলেজ কি ভাবে বাছাই করা হয়েছে এবং এর টাকা কিভাবে খরচ করা হয়েছে এই হাউস সেই সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক, কাজেই আমার সরকার এই সম্পর্কে পূর্ণ তদন্ত করে তার রিপোর্ট হাউসের সামনে রাখবে।

মি: স্পীকার :—শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—কোয়েশ্চান নং ২২।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ—কোয়েশ্চান নং ২২।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর কতজন আই. এ. এস. এবং অন্যান্য কেডারের অফিসার বাহির হইতে ডেপুটেশানে আনা হইয়াছে?	৩ জন আই. এ. এস, ৩ জন আই. পি. এস. এবং ৩ জন অন্যান্য কেডার অফিসার বাহির হইতে আনা হইয়াছে।
২। ইহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ হইতে কতজন?	এর মধ্যে ৩ জন আই. পি. এস. এবং ২ জন অন্যান্য কেডার অফিসার পশ্চিম বঙ্গ হইতে আনা হইয়াছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ইহা কি সত্যি পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোক এনে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ প্রশাসনকে শক্তিশালী করার পরিকল্পনা আছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি—মাননীয় সদস্য রিয়াং যা বলেছেন এর জবাবে আছে যে আমরা আই. এ. এস. ই নয় আই. পি. এস. অফিসারও আমরা এনেছি এবং অন্যান্য কেডার অফিসারও আমরা এনেছি। এর মধ্যে আছে এনিমেল হাজবেণ্ডারীর ডাইরেক্টার এক জন, একজন জলসেচ-এর জন্য একটা বিরাট পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার জন্য নেওয়া হয়েছে এক জন। একজন একজিকিউ-টিভ ইঞ্জীনিয়ার আনা হয়েছিল অবশ্য তাঁকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি। মাননীয় সদস্য কি

বলতে চান আমার কাছে সেটা পরিষ্কার নয়। তবু আমাদের এখানে প্রয়োজন যেন তুলনায় আই. এ. এস. অফিসার কম আছে—এবং আমরা পশ্চিম বাংলাকে বলেছিলাম তাঁরা কোন আই. এ. এস. অফিসার দিতে পারছে না। এই কথা ঠিক নয় যে আমরা শুধু পশ্চিম বাংলা থেকেই কেডার আনছি। কেডার আনতে চাইলেই কেডার পাওয়া যায় না—কেডার আমরা অন্যান্য রাজ্য থেকেও চেয়েছি বিহার থেকে চেয়েছি পাই নাই, উত্তর প্রদেশ থেকে চেয়েছি আমরা পাই নাই। অন্ধ্র থেকে চেয়েছি আপনারা জানেন যে সেখান থেকে মিঃ শংকরন নামে একজন খুব সিনিয়ার কেডার আমরা এনেছি। এছাড়া আরও আছে কেরালা থেকে চেয়েছি তারা দিতে চাইছে না কর্ণাটক-এ চেয়েছি সেখান থেকে দুইজন দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু এর মধ্যে একজন পাই নাই। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে আমরা অন্যান্য রাজ্য থেকেও কেডার আমরা আনতে চাইছি। কেডার আমাদের আরও দরকার আছে। আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় আই.এ.এস.এবং অ ই. পি. এস. অফিসার কম আছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাইয়ের কথা থেকে জানা গেল যে ভারতবর্ষে আর কোন বন্ধু রাজ্য নেই। বন্ধু হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ (হাস্যধ্বনি)।

মি: স্পীকার :—তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর-পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব)

মি: স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল, রাজ্যে লবণ ও কেরোসিনের তীব্র সংকট সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, সংশ্লিষ্ট মিনিস্টার এখন হাউসে নেই। তবে আমি এই সম্পর্কে কালকে একটা ষ্ট্যাটমেন্ট দিতে পারব।

মি: স্পীকার ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকল্য এই ব্যাপারে ষ্ট্যাটমেন্ট দিবেন।

মি: স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগৌতম দত্তের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল, গত ১৬/৩/৭৯ ইং রাত্রি আনুমানিক প্রায় ১২টার সময় রতনপুর গাঁও সভার হরে কৃষ্ণ পাড়ায় শ্রীকৃত্তি চন্দ্র দেববর্ম্মা, পিতামৃত ভারত চন্দ্র দেববর্মার বাড়ীতে আগুন লাগা সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগৌতম দত্ত কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন, যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি ২২ তারিখে এই বিষয়ে একটা ষ্টাটমেন্ট দিব।

মি: স্পীকার :—মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ২২ তারিখে ষ্টাট্‌মেন্ট দেবেন।

মি: স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরীর নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল, গত ১৭/৩/৭৯ ইং তারিখে খোয়াই থানায় মারপি টের ঘটনা সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননয়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ২৩ তারিখে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী ২৩ তারিখে উত্তর দেবেন।

রেফারেন্স পিরিয়ড

মি: স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরীর নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল, গত ১৮/৩/৭৯ইং গভীর রাত্রে প্রচণ্ড ঘূর্ণি ঝড়ের ফলে বাঁধাঘাট ৫ জন লোকের মর্মান্তিক মৃত্যু ও বহু ঘরবাড়ী ধ্বংস হওয়ায় উদ্ভূদ, ক্ষয়ক্ষতি ও পরিস্থিতি সম্পর্কে। আমি ভার প্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দুঃখ এবং বেদনার সংগে উল্লেখ করছি যে গত কাল রাত্রের শেষ দিকে একটা ঘুর্ণিঝড় শহরের সংলগ্ন একটা ছোট এলাকা বাধাঁরঘাট এমি টীলার উপর দিয়ে বয়ে যায়। এবং এই ঘুর্ণিঝড়ের ফলে প্রায় চারশোর মত ঘরবাড়ী বিপর্য্যস্ত হয় এবং কতগুলি গাছপালা উড়িয়ে নিয়ে যায়, মাটির দেওয়ালগুলি ধ্বসে পড়ে টিনগুলি মছড়িয়ে দেয়, এবং ইলেকট্রিক পোষ্টগুলি মচুড়িয়ে ফেলে দেয়। এবং অনেক জায়গায় ইটের দালান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। গাছপালা সমস্ত ভেংগে পড়ে। এর ফলে পাঁচটি জীবন সেখানে নষ্ট হয় এবং প্রায় ৩৪ জনের মত হাসপাতালে নিতে হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন গুরুতর আহতাবস্থায় রয়েছে। আমরা সকালে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দেখলাম সেই দুঃসহ চিত্র। সেখানে বাসিন্দাদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছেন মধ্যেবিত্ত ও নিম্ন মধ্য বিত্ত তারা সেখানে আশ্রয়হীন। আমাদের সরকার পক্ষ থেকে আমরা চেষ্টা করছি তাদেরকে এক্ষণই আশ্রয়ের জন্য ক্যাম্প তৈরী করে দেওয়া অথবা নিকট বর্ত্তী কোন স্কুল যদি থাকে সেখানে ব্যবস্থা করে দিতে হবে। যাদের জন্য খাদ্যের দরকার তাদেরকে খাদ্য দেওয়া। যে সমস্ত রাস্তাগুলি ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়েছে সেগুলি মেরামত করার জন্য পি, ডবলিউকে নিয়োগ করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা এবং এম. এল, এ এবং অন্যান্য যারা আছেন তাদের সেইসব কাজ সাহায্য করার দরকার আছে। তারপর যাতে তারা ঘরগুলি তৈরী করতে পারে, মাটির ঘর তৈরী করতে পারে তার ব্যবস্থা করা এবং ছন-বাঁশ দিয়ে তাদের প্রয়োজনে সাহায্য দেওয়ার

জন্য ফরেষ্ট দপ্তর থেকে যাতে ফরেষ্ট প্রোডাকটিভ তারা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা। আমরা যারা প্রাণ দিয়েছেন এই দৈবদুর্ঘটনায় তাদেরকে ৫০০ টাকা করে দেব এবং অন্যান্য কি কি সাহায্য দেওয়া যেতে পারে সেগুলি আমাদেরকে প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে যারা নিজেদের ক্ষমতায় পারে তারা তো করবেই এবং যারা নিজের ক্ষমতায় না পারবে তারা কোন জায়গা থেকে ঋণ নিয়ে, অথবা সরকার থেকে আর কিছু সাহায্য দেওয়া যায় কি না সেগুলি দেখার জন্য জেলা দপ্তরকে পরামর্শ দিয়েছি। আমাদের স্থানীয় যুবকরা তারা প্রসংশনীয়কাজ করেছে এবং পুলিশ তারাও কাজ করেছে এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মচারীরা খবর পাওয়ার সংগে সংগে সেখানে গিয়েছেন এবং সেজন্য আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা খুব তাড়াতাড়ি উদ্ধার কার্য সেরেছেন এবং যারা আহত হয়েছিলেন, তাদের তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠিয়ে নিরাময়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা হাউসের পক্ষ থেকে মৃতদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাদের পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যারা মারা গিয়েছেন, তারা কি স্পষ্ট ডেড না বাড়ীতে মারা গিয়েছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এটা ঠিক এক্ষণই আমি বলতে পারছি না। তবে আমি যতটুকু খবর পেয়েছি, ওরা স্পট ডেথ। হাসপাতালে আনার পর মারা গিয়েছেন কিনা সে খবর আমার জানা নেই। এবং আমার কাছে নামগুলি সব নেই। তবে একজনের বয়েস হচ্ছে, ৫৫ বৎসর, একজনের ৬০ বৎসর, একজনের ৫০ বৎসর, একজনের ৪৫ বৎসর এবং এটা খুবই দুঃখ জনক, চন্দন ভূষণ বলে একটি ৩ বছরের বাচ্চ ছেলেকেও প্রাণ দিতে হয়েছে।

লেয়িং অব পেপারস্

মি: স্পীকার :— এখন লেয়িং অব পেপারস্। গত ২৯.৬.৭৮ইং তারিখে বেকার ভাতা প্রদান সম্পর্কে এই হাউস কর্ত্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের উপর ভারত সরকারের জবাবের প্রতিলিপি এই হাউসের টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় শ্রম মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি।

Shri Biren Datta :- Mr Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of the "Reply received from the Directo of Employment Exchange Govt. of India, Ministry of Iabour, New Delhi, vide No. DGE & T—8(1)/78—MP (Gnl), dated 16.2.79 to the Resolution adopted by the House on 29.6.78 regarding payment of un-employment allowance.

Mr. Speaker :— মাননীয় শ্রম মন্ত্রী যে পেপার লে করলেন তার কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করছি।

গভর্ণমেন্ট বিজনেস (ফিনানশিয়্যাল)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী বিষয় সূচী হল, ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বৎসরে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে (অর্থমন্ত্রী) ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বৎসরের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

Mr. Nripen Chakraborty—Mr. Speaker, Sir, in original budget estimates for 1978-79, there was a gap of Rs. 11,66,75,000. This came down to Rs. 5,41,43,000 at the time of revised budget estimates and supplementary grants for 1978-79 which was made earlier in January, 1979 due to additional Plan Assitance from the Government of India.

The final revised estimates have been worked out now after taking into account new Central sponsord Schemes surrendered from non-plan sector and transfer of fund from one plan sector without any change in total plan out-lay for the year. The gap now worked out is Rs. 3,06.18,000. আমি এখন এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সভার সামনে উত্থাপন করছি।

মিঃ স্পীকার—১৯৭৮-৭৯ সালের আর্থিক বৎসরের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের কাপ নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করছি।

গভর্ণমেণ্ট বিজনেস (ফিনানশিয়্যাল)

মি: স্পীকার—পরবর্তী বিষয় সূচী হচ্ছে, ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বৎসরের ভোট অন অ্যাকাউস্টের বিচার বিবেচনা এবং অনুমোদন। ভোট অন অ্যাকাউণ্ট মোশানটি গত ১৬,৩,৭৯ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) এই হাউসে উত্থাপন করেছিলেন। যে যে সদস্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাঁদের নিকট নাম দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ভোট অন অ্যাকাউণ্টস কেন উপস্থিত করা হয়েছে, অর্থাৎ কেন পূর্ণ বাজেট আমরা রাখতে পারি নি, সে সম্পর্কে আমি ২।১ টি কথা বলতে চাই। আমাদের ইচ্ছে ছিল, পূর্ণ বাজেট প্ল্যাস করার। ৩০শে মার্চের মধ্যে এই বাজেট গ্রহণ করার কথা। কিন্তু আমাদের সঙ্গে প্ল্যানিং দপ্তরের যে আলোচনা সেটা শেষ হতে অনেক দেরী হয়ে যায়। মাননীয় সদস্যরা যে, এই প্ল্যানের আলোচনা বিভিন্ন স্তরে হয়ে থাকে। একটা ফাইভ ইয়ারস্ প্ল্যান, যেটা সিকস্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান হবে সেটা ফাইনালাইজ করতে আমরা পারি না। শুধু মাসিক প্ল্যান ফাইনালাইজ করতে পারি। সেই জন্য ভোট অন আকাউণ্টস্ করতে আমরা বাধ্য হয়েছে। এই জন্য আমরা দুঃখীত এবং আমরা আশা করছি মত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিধান সভার মিটিং ডেকে পূর্ণ বাজেট উপস্থিত করতে পারব।

মি: স্পীকার—১৯৭৯-৮০ সালের ভোট অন অ্যাকাউণ্টস্ এর উপর আলোচনা শেষ। আমি এখন মোশানটি ভোটে দিচ্ছি।

MOTION FOR VOTE ON ACCOUNT

Mr. Speaker :—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 27,83,56,000/- excluding the Charged Expenditure of Rs. 83,22,000/- be granted on account for or towards defraying charges for the following Services and purposes for

the part of the financial year ending 31st March, 1980, namely :—

DEMAND	SERVICES AND PURPOSES	SUMS NOT EXCEEDING
		Rs.
1.	211—Parliament, State/Union Territory Legislature.	5,60,000
	288—Social Security & Welfare.	1,00,000
	TOTAL :—DEMAND NO. 1	6,60,000
2.	213—Council of Ministers.	1,54,000
3.	214—Administration of Justice.	14,77,000
	215—Election.	2,50,000
	265—Other Administrative Services (Inquiry Commission)	1,00,000
	TOTAL :—DEMAND NO. 3	18,27,000
4.	220—Collection of Taxes on Income and Expenditure.	19,000
	229—Land Revenue.	24,54,000
	230—Stamps & Registration.	1,59,000
	240—Sales Tax.	1,67,000
	TOTAL :—DEMAND NO. 4	28,09,000
5.	239—State Excise.	72,000
	245—Other Taxes and Duties on Commodities and Services.	1,000
	TOTAL :—DEMAND NO. 5	73,000
6.	241—Taxes on vehicles.	54,000
	344—Other Transport and Communication Services.	31,000
	TOTAL :—DEMAND NO. 6	85,000
7.	254—Treasury & Accounts Administraticn.	3,94,000
9.	252—Secretariat Genaral Services	20,00,000
	265—Other Administrative Servioes (Vigilanoe and Inquiry Authority).	1,50,000
	265—Other Administrative Services. (Guest House, Govt. Hostel etc.)	1,50,000
	295—Other Social and Community Services. (Celcbration of Republic Day).	25,000
	TOTAL :—DEMAND NO. 9	22,81,000
10.	253—District Administration.	21,38,000

DEMAND NO.	SERVICES AND PURPOSES.	SUMS NOT EXCEEDING
11.	255—Police.	1,29,00,000
	260—Fire protection and Control.	10,66,000
	265—Other A-dministrative Services (Civil Defence).	1,00,000
	265—Other Administrative Services. (Home Guards).	25,00,000
	344—Other Transport and Communication Services. (Wireless Planning and Co-ordination),	9,00,000
	TOTAL :—DEMAND NO. 11	1,74,66,000
12.	256—Jails.	7,99,000
	296—Secretariat Economic Services. (Evaluation Organisation)	84,000
	304—Other General Economic Services. (Advice and Statistics)	6,33,000
	TOTAL :—DEMAND NO.—12	15,16,000
13.	247—Other Fiscal Services. (Promotion of Small Savings).	29,000
	258—Stationery and Printing	10,83,000
	265—Other Administrative Services (Addl. D. A. etc.).	50,00,000
	265—Other Administratire Services. (State Lottery-Establishment charges).	33,000
	265—Other Administrative Services. (Payment of subvention to A. F. C.).	10,000
	265—Other Administrative Services (Tripura Financial Corpn.)	1,00,000
	266—Pension and other Retirement benefits.	17,90,000
	268—Miscellaneos General Services. (State Lottery—Payment to Agent etc.)	8,00,000
	288—Social Security & Welfare (persion to old and invalid persons).	8,00,000
	288—Social Secarity & Welfare (Insurance Scheme).	3,00,000
	TOTAL :—DEMAND NO.—13	99,45,000
14	259—Public Works.	2,16,53,000
	277—Education.	2,14,000
	278—Art and Culture.	1,000

DEMAND NO.	SERVICES AND PURPOSES	SUMS NOT EXCEEDING
		Rs.
	280—Medical.	1,40,000
	282—Public Health, Sanitation and Water Supply.	16,000
	287—Labour and Employment.	16,000
	310—Animal Husbandry.	7,000
	321—Village and Small Industries.	23,000
	TOTAL :—DEMAND NO.—14.	2,20,70,000
15.	259—Public Works (Collection of Housing and Building Statistics.	10,000
	283—Housing (Subsidised Housing Scheme for plantaion Workers.	1,00,000
	284—Urban Development (Assistance to Municipalities, Corpn. etc.	10,66,000
	284—Urban Development (Notified Areas).	1,33,000
	287—Labour and Employment.	4,94,000
	TOTAL :—DEMAND VO.—15.	18,03,000
16.	265—Other Administrative Services Gazetter and Statistical Memoirs.	44,000
	277—Education.	3,59,16,000
	278—Art and Culture.	2,88,000
	299—Special and Backward Areas. (NEC Schemes for Education).	2,33,000
	314—Community Development (Education)	33,000
	TOTAL —DEMAND NO 16	3,65,14,000
17.	277—Education	29,00,000
	278—Art and Culture,	3,22,000
	288—Social Security and welfare (Social Welfare).	9,32,000
	TOTAL :—DEMAND NO. 17	41,54,000
18.	265—Other Administrative Services (Vital Statistics)	41,000
	280—Medical.	76,23,000
	282—Public Health, Sanitation and Water Supply.	13,13,000
	TOTAL :—DEMAND NO. 18	89,77,000

DEMAND NO.	SERVICES AND PURPOSES	SUMS NOT EXCEEDING
		Rs
19.	281—Family Welfare.	4,40,000
20.	283—Housing (Govt. Residential Buildings)	11,90.000
	284—Urban Development (Town and Regional Planing).	80,000
	337—Roads and Bridges.	55,43,000
	TOTAL DEMAND NO. 20	68,13,000
21.	285—Information and Publicity.	12,63,000
	339—Tourism.	1,86,00
	TOTAL :—DEMAND NO. 21	14,49,000
22.	283—Housing (House sites-Minimum needs programme)	2,00,000
	288—Social Security and Welfare (Rajya Sainik Board)	36,000
	288—Social Security and Welfare (Settlement of landless Agri. Labourers.)	3,76,000
	304—Other General Economic Services. (Improvement of Important Markets).	2,93,000
	TOTAL :—DEMAND NO. 22	9,05,000
23.	276—Secretariat—Social and Community Services. (Directorate of Tribal Research),	1.16,000
	288—Social Security and Welfare (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes)	90,18,000
	288—Social Security and Welfare (Autonomous District Council)	3,00,000
	309—Food and Nutrition (Special Nutrition programme)	10,63,000
	TOTAL ;—DEMAND NO. 23	1,04,97,000
24.	288—Social Security and Welfare (Civil Supply).	1.4 ,000
	509—Food and Nutrition (Food Section)	12,16,000
	TOTAL :—DEMAND NO. 24.	13,60,000
25.	268—Miscellaneous General Services. (Payment of allowances to the families and dependent of Ex-Rulers).	70,000
	288—Social Security and Welfare (Relief and renabilitation of displaced persons.)	3,30,000
	TOTAL ;—DEMANG NO. 25.	4,00,000

26.	289—Ralief on account of natural calamities.	7,00,000
	295—Other Social and Community Services. (Upkeep of shrines, Temples etc)	1,06,000
	304—Other General Economic Services (Land ceiling and land Reforms)	20,12,000
	TOTAL :—DEMAND NO. 26	28,18,000
27.	298—Co-operation.	23,56,000
	314—Community Development (Panchyat).	30,00,000
	TOTAL :—DEMAND NO. 27.	53,56,0C0
28.	287—Labour and Employment (Trainidg of Craftsman)	3,55,000
	304—Other General Economic Services. (Regulation of Weights and Maasures.)	1,77,000
	314—Commmunity Development (State Planning Machinery).	1,00,000
	TOTAL :—DEMAND No. 28.	6,32,000
29.	299—Special and Backward, Arers (N. E. C. Schemes for Agri., Soil Conservation and Fisheries.)	7,00,000
	305—Agriculture.	90,10,000
	306—Minor Irrigation. (Agri.)	10,04,000
	307—Soil and Water conservation (Agri)	22,06,000
	312—Fisheries.	20,41,000
	314—Community Development (Agri.)	33,000
	TOTAL :—DEMAND NO. 29.	1,49,94,000
30.	229—Special and Backward Areas (N. E. C. Schemes for Animal Husbandry and Dairy Development).	3,77,000
	310—Animal Husbandry.	32,02,000
	311—Dairy Development.	10,25,000
	TOTAL —DEMAND NO. 30	46,04,000
31	299—Special and Backward Areas. (N. E. C. Schemes for control of shifting cultivation).	3,98,000
	307—Soil and Water Conservation (Forest).	14,25,000
	313—Forest.	55,48,000
	TOTAL :—DEMAND NO. 31.	73,71,000

DEMAAND NO.	SERVICES AND PURPOSES	SUMS NOT EXCEEDING Rs.
32.	314—Community Development	16,95,000
33.	314—Community Development (Water Supply and Sanitation)	19,98,000
34.	299—Special and Backward Areas (N.E.C. Schemes for village and Small Industries).	1,27,000
	320—Industries.	1,37,000
	321—Village and Small Industries).	39,97,000
	TOTAL—DEMAND NO.—34	42,61,000
35.	305—Minor Irrigation.	4,34,000
	331—Water and power Development Schemes.	12,05,000
	333—Irrigation, Navigation, Drainage and Flood control projects.	9,63,000
	334—Power Projects.	40,00,000
	TOTAL—DEMAND NO.—35	66,02,000
36.	459—Capital outlay on Public Works.	23,37,000
	477—Capital outlay on Education, Art and Culture.	9,33,000
	480—Capital outlay on Medical.	14,33,000
	482—Capital outlay on public Health, Sanitation and Water Supply.	58,67,000
	510—Capital outlay on Animal Husbandry.	5 52,000
	511—Capital outlay on Dairy Development.	2,53,000
	521—Capital outlay on Village and Small Industries.	7,17,000
	TOTAL—DEMAND NO.—36	1,20,92,000
37.	482—Capital outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply.	8,36,000
	499—Capital outlay on Special and Backward Areas. (N.E.C. Schemes for Medical)	3,33,000
	500—Investment in General Financial and Trading Institution (Forest).	3,33,000

DEMAND NO.	SERVICES AND PURPOSES.	SUMS NOT EXCEEDING
	511—Capital outlay on Dairy Development.	1,66,000
	TOTAL—DEMAND NO.—37.	16,68,000
38.	483—Capital outlay on Housing (Subsidised Industrial Housing Schemes).	2,33,000
	500—Investment in General Financial and Trading Institution (Industries).	1,33,000
	TOTAL—DEMAND NO.—38.	3,66,000
39.	483—Capital outlay on Housing	4,57,000
	499—Capital outlay on Special and Backward Areas. (N.E.C. Schemes for Roads and Bridges).	51,33,000
	537—Capital outlay on Roads and Bridges.	1,51,66,000
	TOTAL :— DAMAND NO. 39.	2,07,56,000
40.	498—Capital outlay on Co-operation.	8,22,000
	677—Loans for Education, Art and Culture.	10,000
	698 —Loans for Co-operative Societies.	13,74,000
	TOTAL :— DEMAND NO. 40	22,06,000
41.	505—Capital outlay on Agriculture	40,20,000
	705 Loans for Agriculture.	66,000
	TOLAL :— DEMAND NO. 41	40,86,000
42.	509—Capital outlay on Food and Nutrition.	2,20,00,000
	535—Capital outlay on Roads and Water Transport Services.	14.33,000
	738—Loans for Roads and Water Tranpsort Services (T.R.T.C)	5,00,000
	TOTAL :— DEMAND NO. 42	2,39,33,000
43.	506—Capital outlay on Minor Irrigation, Soil conservation and Area Devèlopment.	34,99,000
	533—Capital outlay on Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control projects.	35,66,000
	534—Capital outlay on power projects.	1,55,66,000
	TOTAL :— DEMAND NO. 43.	2,26,31,000

44.	526—Capital outlay on Consumer Industries (Jute Mill & Paper Mill).	15,00,000
	530—Investment in Industrial Financial Institution. (Tea Industries)	50,000
	TOTAL :— DEMAND NO. 44.	15,50 000
45.	714—Loas for Community Development (Community Development Schemes)	4,75,000
46.	695—Loans for other Social and Community Services.	1,25,000
47.	698—Loans for Co-operative societies.	97,000
	721—Loans for village and Small Industries.	3,10,000
	TOTAL :— DEMAND NO. 47	4,07,000
48.	766—Loans to Government Servants.	30,00,000
	GRAND TOTAL :	27,83,56 000

(১৯৭৯-৮০ আর্থিক সালের ভোট অন অ্যাকাউন্ট হাউস কর্তৃক সর্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হল)

ব্যয় বরাদ্দের উপর সাধারণ আলোচনা

মিঃ স্পীকার—এখন ১৯৭৪-৭৫ সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর সাধারণ আলোচনা অর্থমন্ত্রী গত ১৬, ৩, ৭৯ তারিখে এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ হাউসে পেশ করেছিলেন। যে যে সদস্যগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাঁদের আমার নিকট নাম দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, পাবলিক একাউন্টস কমিটির রিকমাণ্ডেশানের ভিত্তিতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের একটি প্রস্তাব এসেছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে কিছু অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ তখনকার সরকার করেছিলেন যেগুলি বৃটিশ আমলেও ছিল না এবং সেগুলি অডিটে ধরা পড়ে। পাবলিক একাউন্ট কমিটিতে ১৯৭৪-৭৫ সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে সমালোচনা করা হয় এবং সেখানে বলা হয় যে সেগুলি বিধি সঙ্গত ছিল না. কিন্তু সেগুলি বিধি সঙ্গত করা উচিত। সে জন্যই আমি হাউসে এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবটি এনেছি এবং আমার মনে হয় এর উপর আলোচনা করার আর কোন যুক্তি নেই। আমি আশা করি মাননীয় সদস্যরা এই প্রস্তাবটি মেনে নেবেন।

মিঃ স্পীকার—১৯৭৪-৭৫ সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর মাননীয় অর্থমন্ত্রী বক্তব্য রেখেছেন। মাননীয় সদস্যরা আর কেহ কি এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার, স্যার ১৯৭৪ ৭৫ সালে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ যুক্তিসঙ্গত হয় নি। সংবিধানের যে নিয়ম, সেই নিয়ম অনুসারেই খরচ করতে হয়। কিন্তু তখনকার রাজত্বে সংবিধানের নিয়মকে মানা হয় নি। আমরা জানি ১৯৭৪-৭৫ সালে শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ত্রিপুরা রাজ্যে কি ধরনের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের পিঠের চামড়া তুলে নিয়ে খাজনা আদায় করা হয়েছিল এবং সমস্ত জমি নীলাম করে ক্রোক করা হয়েছিল। আমরা আরও জানি যে গ্রামে গ্রামে জল সেচের নাম করে টাকা মেরে, কি ভাবে নিজেদের লোক, অর্থাৎ দলের লোক যারা, তাদের খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করেছিলেন। রাস্তায় রাস্তায় মদের বোতল পরে থাকত, মানুষ চলাফেরা করতে পারতো না, এই সমস্ত অবস্থায়ই সৃষ্টি করা হয়েছিল তখনকার রাজত্বে এবং ত্রিপুরা রাজ্যকে জেল খানায় পরিণত করা হয়েছিল। কারণ তখন বিধান সভার চত্বরের ভিতর থেকেও এরেষ্ট করা হয়েছিল। কাজেই মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৪-৭৫ সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে রেগুলারাইজড করার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি।

মি: স্পীকার—মাননীয় বিরোধী সদস্যরা কি কেউ এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা করবেন। ১৯৭৪-৭৫ সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর যখন কেউ আর আলোচনা করছেন না, তাহলে হাউস আজ এখানেই শেষ করছি। বিধান সভা ২০শে মার্চ মঙ্গলবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

Annexuve—A.

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 2

By—M.L.A. Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Appointment & Services Department be pleased to state—

১) বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে এখনও অবধি কতটি পদখালি পরে আছে তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব এবং এই সমস্ত খালি পদের মধ্যে কতটি ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীভুক্ত ?

উত্তর

১) তথ্যাদি সংগ্রহাধীনে আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 4

By—Shri. Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ২১শে ফেব্রুয়ারী অবধি সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে প্ল্যান ও নন্-প্ল্যানের বরাদ্দের (১৯৭৮-৭৯) কত টাকা খরচ হয়েছে এবং কত টাকা খরচ হয়নি তার দপ্তর-ভিত্তিক হিসাব ?

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী মাসের আংশিক হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়না। অতএব ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। সম্ভাব্য হিসাব জানুয়ারী পর্য্যন্ত নিয়ে দেওয়া হইল।

	বাজেট বরাদ্দ	জানুয়ারী পর্য্যন্ত ব্যয়
প্ল্যান্		
রাজ্য, কেন্দ্র ও		
এন্, ই, সি সমেত	৩১৬৬.৩১	১২৯৫.২৬
নন্-প্ল্যান্	৬৪১১.২৬	৩৮৯২.৬৪
	৯৫৭৭.৫৭	৫১৮৭.৯০

UNSTARRED QUESTION NO. 8
By—Shri Drao Kr. Reang.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Appointment & Services Department be pleased to state :—

১) বর্ত্তমান সরকার ঘোষিত বদলীনীতি অনুসারে কতজন কর্ম্মচারীকে বদলী করা হইয়াছে (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব) এবং

২) এই বদলীর টিএ বাবত কত টাকা খরচ হইয়াছে (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

১) বর্ত্তমান সরকার ঘোষিত বদলী নীতি অনুসারে মোট ৪৪৮৭ জন কর্ম্মচারীকে বদলী করা হইয়াছে। (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া গেল)।

২) এই বদলীর টিএ ও ডিএ ইত্যাদি বাবত ৯,৮৩,৩৯৯ টাকা খরচ হইয়াছে (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া গেল)।

Sl. No.	Name of Department/ Head of Department.	Number of employees transferred from 4. 3. 78		Expenditure incurred.
1	2	3		4
1.	Director of Fire Services.	127	Rs.	22,100.00
2.	Commissioner of Taxes.	4	Rs.	1,008.00
3.	Statistical & Evaluation Organisation.	41	Rs.	29,475.80
4.	Directorate of Small Savings.	2	Rs.	775.00
5.	B.B. Evening College.	7	Rs.	225.00
6.	M. B. B. College.	10	Rs.	750,00
7.	District & Sessions Judge.	116	Rs.	18,995.60

	2	3		4
8.	Directorate of Employment Services & Manpower planning.	7	Rs.	2,300.00
9.	Directorate of Land Records and Settlement.	254	Rs.	1,01,600.00
10.	Election Department.	5	Rs.	2,713,00
11.	District Registrar, West Tripura.	2	Rs.	—
12.	Inspector General of Police.	1021	Rs.	2,19,349.00
13.	Inquiring Authority.	4	Rs.	—
14.	Agriculture Department.	263	Rs.	Under Collection.
15.	Irrigation & Flood Control.	99	Rs.	63,293.85
16.	District Magistrate & Collector (North).	37	Rs.	13,000.00
17.	Directorate of Animal Husbandry.	80	Rs.	21,019.00
18.	District Magistrate & Collector (West).	68	Rs.	35,688.60
19.	Public Works Department.	476	Rs.	1,94,457.30
20.	Forest Department.	348	Rs.	70,384.00
21.	Directorate of Health & Family Planning.	134	Rs.	56,500.00
22.	Registrar, Cooperative Societies.	62	Rs.	20,934.75
23.	Directorate of Industries.	55	Rs.	17,650.00
24.	Directorate of Food & Civil Supplies.	147	Rs.	52,796.75
25.	Directorate of Public Reltaions & Tourism.	31	Rs.	16,948.00
26.	Directorate of Welfare for Sch. Castes & Sch. Tribes.	103	Rs.	21,435.50
27.	Directorate of Education.	1048	Rs.	—
28.	District Magistrate & Collector (South).	16	Rs.	—
	Total :—	4,487	Rs.	9,83,399.15

N. B. Information in respect of Education Department and District Magistrate & Collector (South) is being collected.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Tuesday, the 20th March, 1979.

The House met in the Assembly House (Ujjayanta Palace) Agartala, at 11 A. M. on Tuesday, the 20th March, 1979.

Present

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker on the Chair, Chief Minister, 10 Ministers, Deputy Speaker and 38 Members.

Questions & Answers.

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণের প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করবেন। শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ---কোয়েশ্চান নং ১ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---কোয়েশ্চান নং ১ স্যার।

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বছরের কোন মাস হইতে খোয়াই আশারামবাড়ী ভায়া বেহালাবাড়ী রাস্তায় টি, আর, টি, সি, বাস বা প্রাইভেট বাস চালু হইবে বলিয়া আশা করা যায় ;

খ) উক্ত রাস্তায় বাস চালুর জন্য কোন বাস পারমিট ইস্যু করা হইয়াছে কিনা ;

গ) যদি হ্যাঁ হয় তাহা হইলে যাদের নামে পারমিট ইস্যু হইয়াছে তাহাদের নাম ?

উত্তর

১। খোয়াই আশারামবাড়ী ভায়া বেহালাবাড়ী রাস্তায় টি, আর, টি, সি, বাস বা প্রাইভেট বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে সরকারের নেই।

খ) না।

গ) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বাসের পারমিট দেওয়া হয়েছে বা দেওয়া হবে, এরকম কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ইতিমধ্যেই আগরতলা কালাছড়া খোয়াই হয়ে আপটু উৎনা (আশারামের উপর দিয়ে) এই রুটে বাস পারমিট দেওয়া হবে। তজ্জন্য ৪টি বাস পারমিট ইস্যু করা হয়েছে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই বাকীগুলির পারমিট ইস্যু করতে পারব বলে আশা করি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যাদেরকে এই বাসের পারমিট দেওয়া হয়েছে, তাদের নাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা এস. টি, এ, ঠিক করেন। অ্যাপ্লিক্যান্ট অনেকেই আছে, তার মধ্যে যোগ্য ব্যাক্তি অনুযায়ী এস, টি, এ, সিল্যাক্ট করেন এবং পারমিট ইস্যু করেন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খোয়াই আশারাম-বেহালাবাড়ীতে অনেক হাই স্কুল আছে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আছে। কাজেই ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য কর্মচারীদের আসা যাওয়া করার জন্য, অতীতেও এই রাস্তা সম্পর্কে আমি অনেক প্রশ্ন করেছিলাম, অবিলম্বে এই রাস্তাটা করার প্রয়োজনীয়তা সরকার মনে করেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, খোয়াই থেকে যে রাস্তাটা ডাইরেক্ট আশারামবাড়ী গেছে, তার লেংথ হল ১৪ কি, মি, আর ডান দিক ঘুরে বেহালাবাড়ী দিকে যে রাস্তাটা গেছে তার লেংথ হল ১৭ কি, মি,। খোয়াই আশারাম-বাড়ী ভায়া বেহালাবাড়ী হয়ে যে রাস্তাটা সেটা খুব ন্যারো। সেই রাস্তা দিয়ে এখন কোন বাস প্লাই করতে পারছে না। ভবিষ্যতে এই রাস্তাটা প্রশস্ত করা সম্পর্কে নিশ্চয়ই আমরা বিবেচনা করব।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

(শ্রীঅজয় বিশ্বাস অনুপস্থিত থাকাতে, উনার প্রশ্নটি মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার করেন)।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---কোয়েশ্চান নং ৪ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---কোয়েশ্চান নং ৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর মোট কতটি স্কুল আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, এবং

২। মোট ক্ষতির পরিমাণ কত,

৩। তাহার কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে কিনা,

৪। করা হয়ে থাকলে তাহার প্রতিকার কল্পে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ৩৩টি স্কুল।

২। আনুমানিক আট লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা।

৩। অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানের জন্য ঘটনাগুলি পুলিশের গোচরে আনা হয়েছে।

৪। পুলিশ রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই। তবে সরকারী সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে স্কুলগুলিতে পর্য্যায়ক্রমে নাইট গার্ড দেওয়ার জন্য শিক্ষা বিভাগে লোক নেওয়া হয়েছে।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ঃ--সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এমন কতগুলি স্কুলকে মেরামত করা হয়েছে ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার. আগুনে পোড়া গেছে, এমন বেশ কয়েকটি স্কুলকে মেরামত করা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, যে এই স্কুলঘরগুলি পুড়িয়ে, নির্দিষ্ট কোন মহল বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে আইন-শৃংখলা অবনতি হয়েছে এটা প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করেছেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, এটা কিছুটা সত্য হতে পারে। তবে প্রথমে স্কুল ঘর পোড়ানোর পেছনে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য পুলিশকে ভার দেওয়া হয়েছে। অতএব ফাইণ্ডিংস না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এ যাবৎ কতটি স্কুল ঘর পোড়ানো হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই।

শ্রীনিরঞ্জন দেব ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এত দিন গত হওয়ার পরও পুলিশ রিপোর্ট না আসার কারণ কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---৩৩টি স্কুল ঘরের মধ্যে ৪টি স্কুলঘর জুমের আগুনে পুড়ে গিয়েছে বলে পুলিশের রিপোর্টের ভিত্তিতে এ তথ্য জানা যায়। আর বাকীগুলি সম্পর্কে এখনও তদন্ত চলছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩।

শ্রীদশরথ দেব (শিক্ষামন্ত্রী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নং ২৩।

প্রশ্ন

১) ১লা জানুয়ারী, ১৯৭৮ ইং হইতে ৩১শে ডিসেম্বর. ১৯৭৮ ইং পর্যন্ত কতজন জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল ? এবং

২) কত জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

(১) এবং (২) ১লা জানুয়ারী, ১৯৭৮ইং হইতে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮ ইং পর্যন্ত ৫,৩২০ জন জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য দরখাস্ত করেছিল। তন্মধ্যে ২,৩৭৬ জন জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসনের সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ঃ খোয়াইতে কতজন জুমিয়া পুনর্বাসন এর সাহায্য পেয়েছে ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মহকুমা ভিত্তিক দরখাস্তের বিবরণ আমি হাউসের কাছে উপস্থিত করছি।

উত্তর ত্রিপুরা

১) কৈলাসহর---পুনর্বাসনের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন ৪০৫ জন। পুনর্বাসনের সাহায্য দেওয়া হয়েছে ৩৩৭ জন।

২) ধর্মনগর---৫৯৩ জন দরখাস্ত করেছেন---সাহায্য পেয়েছেন ৪৬৪ জন।

৩) কমলপুর—১১৫ জন দরখাস্ত করেছিলেন---সাহায্য পেয়েছেন ৯৭ জন।

পশ্চিম ত্রিপুরা

সদর---৬৭২ জন দরখাস্ত করেছিল---পেয়েছে ২৫৭ জন।

সোনামুড়া---১৫০ জন দরখাস্ত করেছিল—পেয়েছে ১১৬ জন।

খোয়াই---১,০৩৪ জন দরখাস্ত করেছিল-- পেয়েছে ২৭৫ জন।

দক্ষিণ ত্রিপুরা

সাব্রুম---২৯৭ জন দরখাস্ত করেছিল---পেয়েছে ২০৫ জন।

অমরপুর---৬৪১ জন দরখাস্ত করেছিল—পেয়েছে ১০৫ জন।

বিলোনীয়া---৭১৫ জন দরখাস্ত করেছে---পেয়েছে ৪৪৩ জন।

দক্ষিণ ত্রিপুরা

সাব্রুম---২৯৭ জন দরখাস্ত করেছিল---পেয়েছে ২০৫ জন।

অমরপুর---৬৪১ জন দরখাস্ত করেছিল---পেয়েছে ১০৫ জন।

বিলোনীয়া---৭১৫ জন দরখাস্ত করেছে---পেয়েছে ৪৪৩ জন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ---যাদের সাহায্য দেওয়া হয়েছে, সেটা কোন্ কোন্ স্কীমে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---পুরনো যে সকল স্কীমে আগে পেত সেই সব স্কীম অনুসারেই মঞ্জুর করা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---আবেদন মঞ্জুর করার ভিত্তি কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---প্রথমতঃ জুমিয়া কিনা সেটা পরীক্ষা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, আগে ঋণ পেয়েছে কিনা, পরীক্ষা করা হয়। আগের ঋণ থাকলেও তাকে নীড বেসিসে দেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা, সেটা পরীক্ষা করে দেখা হয়। প্রত্যেক গাঁও সভাতে ট্রাইবেল মেম্বার যারা আছে তাদের নিয়ে, তিন জন জুমিয়া প্রতিনিধি সহ কমিটি গঠন করা হয়। ব্লক পঞ্চায়েত লেভেলে তাদের সুপারিশ ক্রমে এবং এস, ডি, ও এর সুপারিশের ভিত্তিতে ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ---উদয়পুরে ৪০০ জন দরখাস্ত করেছিল। এর মধ্যে মাত্র ৭ জন পেয়েছে। অথচ অন্যান্য ডিভিশনে অনেক বেশি পুনর্বাসন সাহায্য পেয়েছে। এর কারণ কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—উদয়পুর বিভাগে জুমিয়ার সংখ্যা খুবই কম।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—এটা কি সত্যি যে, যারা সি, পি,এম, সমর্থক বামফ্রন্টের, সমর্থক, তাদেরকে জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---এটা সত্যি নয়। এটা হল উপজাতি যুব সমিতির মানসিক দুর্বলতা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—আমার কাছে ৯ জনের নাম আছে যাদের উপজাতি সমর্থক বলে টাকা দেওয়া হয় নি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---এই নামগুলি আমার কাছে দিয়ে দিন। আমি এইগুলি তদন্ত করব। বিশেষ কোন রাজনৈতিক দল বা মত অবলম্বনকারী বলে আমরা কাউকে বঞ্চিত করি না।

মিঃ স্পীকার ঃ---হরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—-কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১) রাজ্যের প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলিতে সময়মত পাঠ্যবই সরবরাহ করার ব্যাপারে বিলম্বের কারণ কি ?	১) অক্টোবর মাসে পশ্চিমবংগে বন্যা এবং ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় প্রেস কর্মীদের ধর্মঘটের ফলে ছাপাখানা সময়মত পাঠ্যপুস্তক ছাপাতে না পারায় বিদ্যালয়গুলিতে পুস্তক দিতে বিলম্ব হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---সোনামুড়ায় আই, এস অফিসে ৬-২-৭৯ ইং তারিখ থেকে ৭-৩-৭৯ ইং পর্যন্ত প্রায় ৭ হাজার বই বিলি করার জন্য দেওয়া হয়। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র দেড় হাজার বিলি করা হয়েছে। এইভাবে বইগুলি যে ছাত্রছাত্রীরা পাচ্ছে না, সরকার তার তদন্ত করবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---এটা সত্যি হলে খুবই বেদনাদায়ক। তবে আমি আমার দপ্তরকে নির্দেশ দেব বিষয়টি তদন্ত করতে এবং তদন্তক্রমে যাতে রিপোর্ট পেশ করা হয়। বিলম্ব কিছু হয়েছিল ঠিকই। তবে ২-৩-৭৯ তারিখে এটা প্রকাশ করা হয় এবং চোরা বাজারে যে সব বই চলে গেছে, তাদের কাছ থেকেও বই পাওয়ার কোন অসুবিধা থাকার কথা নয়।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ---স্কুল পাঠ্য বই সরবরাহ করবার ব্যাপারে গত বছর সরকারের কত বরাদ্দ ছিল এবং এই বছর কত বরাদ্দ করা হয়েছে এবং প্রতি বছর মোট কত বরাদ্দ করা হয় ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---প্রশ্নটা ঠিক পরিষ্কার হল না। পাঠ্য পুস্তক বিনা পয়সায় দেওয়া হয় না। মাননীয় সদস্য যদি বুকগ্র্যান্ট, সিডিউলড কাষ্ট, সিডিউলড ট্রাইবের জন্য বলে থাকেন, তাহলে সে তথ্য আমার কাছে এখন নাই।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---যেভাবে বই বিলি করা হয়েছে, এইভাবে বিলি না করে এর পরিবর্তে ক্যাশ পেমেন্ট করার কোন বিচার বিবেচনা করছেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---বই বিলি হচ্ছে না। বই সরকার অনুমোদন করেন। পাবলিশার বই পাবলিশ করে, তাদের এজেন্সীর মাধ্যমে বিক্রি করে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---সিডিউলড কাষ্ট, সিডিউলড ট্রাইবদের যে বই বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে, সেই বই বিতরণের জন্য ৩।৪ মাস পার হয়ে যায়। এতে তাদের অসুবিধা হয়। তাদের আগে যেমন ক্যাশ টাকা দেওয়া হত এখন সেই রকম দেওয়া হয় না। কাজেই তাদের নগদ টাকা দেওয়া সম্পর্কে সরকার বিবেচনা করবেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---এখন পর্যন্ত সরকারের এইরকম কোন কিছু নেই, পুস্তকের বিনিময়ে টাকা দেওয়ার।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—কোয়েশ্চান নং ১৪৮

শ্রীদশরথ দেব ঃ—কোয়েশ্চান নং ১৪৮

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে, বিলোনীয়া মহকুমার কুয়াইকাং কৃষ্ণচন্দ্র পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে গত জুন মাস থেকে কোন শিক্ষক নাই।	উক্ত নামে বিলোনীয়া মহকুমায় কোন বিদ্যালয় নেই।
২। যদি সত্য হয় তাহলে তার কারণ ?	

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—কোয়েশ্চান নং ৬০।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—কোয়েশ্চান নং ৬০।

প্রশ্ন	উত্তর
১। চাকুরীতে নিযুক্তির পর কম পক্ষে ১০ (দশ) বছর যাবত একই এলাকায় কাজ করেছেন, ত্রিপুরায় এরূপ সরকারী শিক্ষকের সংখ্যা কত ?	তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে—যে সব জায়গায় ১০ বছর যাবত কাজ করছেন—তারা কোন্ কোন্ এলাকায় কাজ করছেন তার তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।
২। এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য সরকার কোন চিন্তা কর-ছেন কি ?	হ্যাঁ, এই সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
৩। পরিবর্তিত ব্যবস্থা কখন থেকে কার্য্যকরী হবে ?	এ বছরের ১লা এপ্রিল থেকে পরিবর্তিত ব্যবস্থা চালু হবে। আমাদের ক্যাবিনেট মিটিংয়ে বদলীর ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং সেটা প্রতিটা ডিপার্টমেন্টেই সেই বদলী নীতি এডপ্ট করার কথা এবং আমার শিক্ষা দপ্তরেও সেই পলিসি অনুসারে বদলী করা হবে। তার প্রস্তুতি চলছে এবং আগামী ১লা এপ্রিল থেকে তা চালু করা হবে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে দীর্ঘ দিন একই এলাকায় থাকার ফলে যখন কোন শিক্ষককে নিয়ম অনুসারে বদলী করা হচ্ছে—তারা যাতে বদলীর আদেশ না মানে সেজন্য নানা রকম উস্কানী দেওয়া হচ্ছে এবং তারা ছুটি ইত্যাদি বিভিন্ন অজুহাতে বদলীর আদেশ কার্য্যকরী হতে দিচ্ছেন না---এই কথা সত্যি কি না ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন রকম প্ররোচিত করে বদলীর আদেশ কার্য্যকরী করতে দেওয়া হচ্ছে না এই রকম কোন তথ্য আমার জানা নেই। তবে শিক্ষা দপ্তর হাতে নিয়ে গত এক বছরে দেখা গেছে যে বদলীর আদেশ হেল্ড আপ করার জন্য ৪ মাস ৫ মাস ৬ মাস মেডিকেল ইত্যাদি লিভ নিতে দেখা গিয়েছে যাতে ট্র্যান্সফার আদেশ কার্য্যকরী না হয়। তবে কিছু দিন আগে চীফ্ মিনিস্টার এক নির্দেশ দিয়েছেন যে যাদের বদলী করা হবে তাদের নূতন জায়গায় কাজে যোগদান না করা পর্য্যন্ত বেতন ইত্যাদি যেন না দেওয়া হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, আগরতলা সহরে কিছু শিক্ষক তাদের জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কায়েমী হয়ে আছেন তারা ট্র্যান্সফার হন না---তাদের আগরতলা সহরের বাইরে পাঠিয়ে, যারা দিনের পর দিন বাইরে কাটাচ্ছে, তাদের বদলী

করে আগরতলায় আনার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, আগামী ১লা এপ্রিল থেকে আমাদের বদলী নীতি অনুযায়ী কাজ সুরু করা হবে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ত্রিপুরায় বহু সংখ্যক প্রাইমারী এবং সিনিয়ার বেসিক স্কুলে শিক্ষকের অভাব আছে অথচ আগরতলা সহরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক বেশী শিক্ষক আছেন। তাদের সেই সব স্কুলগুলিতে আগরতলা শহরের অতিরিক্ত শিক্ষকদের বদলী করার কথা সরকার চিন্তা করছেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, শিক্ষা দপ্তর এই বিষয়ে অবগত আছেন যে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা কম আছে এবং শহরের কাছাকাছি কোন কোন স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা কম নয়। তবে যেখানে যেখানে কম আছে প্রয়োজনের তুলনায় সেই সব স্কুলে যাতে শিক্ষক দিতে পারি সেজন্য আমরা নূতন শিক্ষক নিয়োগ করেছি। তাদের সেই সব স্কুলে পোষ্টিং করা হবে এবং যেখানে যেখানে সারপ্লাস আছে, সেই সব স্কুল থেকেও শিক্ষক বদলী করা হবে। সেজন্য সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, আগরতলা শহরে যারা কায়েম হয়ে বসে আছেন তারা ভি. আই. পি দের স্ত্রী অথবা কন্যা, সেজন্যই তারা আগরতলা শহরে কায়েমী হয়ে আছেন এবং বামফ্রন্ট সরকারের বদলী নীতিকে আগরতলা শহরে সুষ্ঠু ভাবে রূপায়িত হতে দিচ্ছেন না ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, সবাই এই রকম, এই কথা ঠিক নয়। কিছু এই রকম আছে, তবে সবাই নয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী সরকারের বদলী নীতির যে কথা বলা হয়, সেই বদলী নীতিটা কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এরিয়াগুলিকে ৪টা ভাগে ভাগ করা হয়েছে---এ, বি, সি এবং ডি। 'এ' হচ্ছে ত্রিপুরার প্রতিটা সাবডিভিশন্যাল শহর এবং তার চারপাশে ৫ কিলোমিটার পর্য্যন্ত আমার যদি ঠিক মনে থেকে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে 'এ'। 'বি' হচ্ছে বড় রাস্তার ৫ কিলোমিটার দূরে কিন্তু রাস্তার সুবিধা আছে। 'সি' হচ্ছে আরও ইন্টি-রিয়রের জায়গাগুলি যেমন কাঞ্চনপুর, করবুক, শিলাছড়ি সেই সব এলাকাগুলি। আমাদের নীতি হচ্ছে কোন দুর্গম এলাকায় কোন কর্মচারীকে ২ বছরের বেশী থাকতে হবেনা। দুই বছর কমপ্লিট করলেও তাকে ট্রান্সফার করা হবে এবং আমরা চেষ্টা করব প্রতিটা কর্মচারীকে জীবনে একবার মাত্র দুই বছরের জন্য সেই সব জায়গায় কাজ করতে হয়। তার পরবর্তী পোষ্টিংগুলি ক্রমশঃ ভাল জায়গাতে যাবে এবং মহিলা শিক্ষক তাদের যাতে সেই 'ডি' এলাকায় যেতে না হয় সেজন্য আমরা চেষ্টা করব। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে---যেখানে যেখানে আই. সি. ডি. এস আছে সেখানে মহিলাদের যেতেই হবে। কিন্তু সাধারণতঃ 'ডি' এরিয়াতে মহিলাদের ট্রান্সফার করাটা করাটা এভয়েড করার চেষ্টা করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১১৭, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১১৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে স্কুল পর্য্যায়ে একজন শিক্ষা অধিকর্ত্তা এবং সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণের জন্য একজন শিক্ষা অধিকর্ত্তা নিয়োগ করা হবে বলে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ;	১) হ্যাঁ।
২) সত্য হইলে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়েছে কি ?	২) স্কুল পর্য্যায়ে একজন শিক্ষা অধিকর্ত্তা এবং সমাজ কল্যাণের এবং সমাজ শিক্ষার জন্য একজন শিক্ষা অধিকর্ত্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীতরণীমোহন সিংহ।

শ্রীতরণীমোহন সিংহ ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৮৬, ট্রেন্‌সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৮৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১) খোয়াই ও কৈলাসহরে বিমান-ঘাটিদ্বয় বর্ত্তমানে বন্ধ থাকার কারণ সরকারের জানা আছে কি ?	১) হ্যাঁ।
২) এ ব্যাপারে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা হইয়াছে কি ?	২) হ্যাঁ।
৩) না হইয়া থাকিলে বিমানঘাটিদ্বয় খোলার ব্যাপারে সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে আলোচনা করিবেন কি ?	৩) আমরা আলোচনা করেছি।

শ্রীতরণীমোহন সিংহ ঃ—সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু আলোচনার পর আজ পর্য্যন্ত এই বিমানঘাটিদ্বয়ে বিমান চলাচল করছে না। তার কারণ কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে জনতা বিমান ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সে ছিল তা ১৯৭৩ ইং সনে বন্ধ করে দিয়েছেন। ডাকোটা বিমান যেটা

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সে আছে সেটা এখানে যে রানওয়ে আছে তাতে নামা সম্ভব নয়। তাছাড়া আর্থিক ক্ষতির দাবীও রয়েছে। তারপর আমরা বার বার চেষ্টা করে আসছি বিভিন্ন পর্য্যায়ে। প্রথমে গত বৎসর ১৯৭৮ ইং সনে সেন্ট্রাল থেকে স্টাডিগ্রুপ এসেছিল, পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটি এবং তার চেয়ারম্যান শ্রীজ্যোতির্ময় বসু, উনার কাছেও বলেছি। গত বৎসর যখন ন্যাশনেল ট্রেন্সপোর্ট পলিসী কমিটি এসেছিল সেখানেও বলেছি। এবং এন. ই. সির মিটিংও আমরা এটা তুলেছি ৭-৬-৭৮ ইং তারিখে। খোয়াইয়ে যে এয়ার ফিল্ড আছে সেটা ত্রিপুরা সরকার নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন। এখানে একটা মহাবিদ্যালয় হবে এবং ভারত সরকার সেটা অনুমোদন করেছে। কৈলাসহর, কমলপুরের এয়ার পোর্ট এখনও আছে। আশা কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নেবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৮৮, ট্রেন্স-পোর্ট ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৮৮।

প্রশ্ন

(ক) ১) ১৯৭৮--৭৯ ইং সালে টি. আর. টি. সিতে ওভারলোড ও পয়সা নিয়ে টিকিট না দেয়ার অপরাধে কতজন কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ? (খ) এবং এ ধরনের কয়টি কেস জমা আছে ?

উত্তর

১) ১৯৭৮-৭৯ ইং সালে ভাড়া নিয়া টিকিট না দেওয়ার ব্যাপারে ৪১ জন কর্মীর বিরুদ্ধে মোট ৬৭ টি রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ৩৫ টি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মীর বিরুদ্ধে শো কজ নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। ৭টি ঘটনার আইনানুগত তদন্ত চলিতেছে, ১০টির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মীকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বাকী ১৫টির ব্যাপারে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। ২ জন কর্মীকে আইনানুগ তদন্ত শেষ হওয়ার সাপক্ষে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

প্রশ্ন

২) কণ্ডাক্টার বিহীন গাড়ী চালানোর কতকগুলি ঘটনা সরকারের জানা আছে ? জানা থাকিলে প্রতিকারের কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

২) ১৯৭৮--৭৯ সালে মোট ২৪১ টি সার্ভিসে কোন কণ্ডাক্টার ছিল না। একটা কারণ হচ্ছে বর্ত্তমানে যথেষ্ট কণ্ডাক্টার না থাকার জন্য এইটা করা সম্ভব হয় নি। সেইজন্য যোগাযোগের জন্য আপার সার্ভিস এবং ডাউন সার্ভিসের জন্য মাঝে মাঝে কণ্ডাক্টার দেওয়া হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ভাড়া সংগ্রহ করে টাকা আত্মসাত করে এবং নানা ভাবে সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি করে বর্ত্তমান সরকারকে হেয় করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মূল প্রশ্নের সংগে এটা আসছে না। তবে মাননীয় সদস্য নির্দ্দিষ্ট অভিযোগ দিতে পারলে আমরা দেখব।

শ্রীনকুল দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ভাড়ার টাকা আত্মসাত করার ব্যাপার-টাকে চেক দেওয়ার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, সম্প্রতি টি. আর. টি. সিকে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং যাতে লাইনে অফিসাররা গিয়ে সারপ্রাইজ ভিজিট দিতে পারেন। এইভাবে এটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী ঃ---১০।২।৭৯ ইং তারিখে ৪২৬ নং টি, আর, টি, সি বাসটি মেইল নিয়ে যাচ্ছিল এবং সেটা তেলিয়ামুড়া থেকে খোয়াই যাওয়ার পথে ঐ গাড়ীতে কোন কন্‌ডাক্‌টার ছিল না এবং যিনি ছিলেন, তিনি নিজেকে ড্রাইভার বলে পরিচয় দিয়েছিলেন এবং যাত্রীরা যখন তার কাছে টিকিট চেয়েছিল, তখন তাদেরকে কোন টিকিট দেওয়া হয় নাই, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী অবগত আছেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় সদস্য, এটা আমার গোচরে এসেছিল এবং আমি এটাকে ইন্‌কোয়ারী করার জন্য দিয়েছি।

শ্রীনকুল দাস ঃ---আমরা জানি যে টি, আর, টি সি'র প্রত্যেকটি বাস ওভার ষ্টাফ্‌ড, অথচ এখন জানা যাচ্ছে যে গাড়ীর মধ্যে কোন কন্‌ডাক্‌টারই থাকে না। এর কারণটা কি, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---স্যার, ইদানীং কালে আমাদের ফিট স্ট্রেংগথ্ অনেক বেড়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গাড়ীও অনেক বেড়েছে। আর বর্ত্তমানে গাড়ীর তুলনায় আমাদের কন্‌ডাক্‌টার অনেক কম। কাজেই আমরা আশা করছি যে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে কন্‌ডাক্‌টার এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারবো।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ঃ—প্রশ্ন নং ৯২।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—স্যার, প্রশ্ন নং ৯২।

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরার অপেক্ষাকৃত দুর্বল অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত কয়টি সম্প্রদায় আছে ?

খ) সম্প্রদায়গুলির নাম কি কি ?

গ) সম্প্রদায় ভিত্তিক এদের জনসংখ্যা কত ?

উত্তর

ক) ত্রিপুরাতে কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্নিত করা হয় নি।

খ) প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

গ) এই ধরনের কোন হিসাব ত্রিপুরাতে রাখা হয় না।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ঃ—এমন কিছু সংখ্যক সম্প্রদায় আছে, যারা আর্থিক, এবং শিক্ষা-দীক্ষায় সমাজের অন্য শ্রেণীর চাইতে অনেক পিছে পড়ে আছে।

কেন্দ্রীয় সরকার তাদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করার জন্য ১৯৭৬ সালে একটা কমিশন গঠন করেছিলেন। সেই কমিশন একটা রিপোর্ট কেন্দ্রীয় করকারের কাছে দিয়েছিল এবং ঐ রিপোর্টে কমিশন কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে কতগুলি দায়-দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছিলেন। রাজ্যের মধ্যে যে সব সম্প্রদায় কি অর্থনৈতিক, কি শিক্ষা, কি সামাজিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ে আছে, তাদের যাতে উন্নতি হয় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। আর সেই অনুযায়ী অপরাপর রাজ্যগুলি, এই সব অ-উন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছেন। তাই আমি জানতে চাইছি যে ত্রিপুরাতেও সেই ধরনের কোন ব্যবস্থা নেওয়ার সম্ভাবনা আছে কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—ত্রিপুরাতে সিডিউল্ড কাস্ট এ্যাণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস্ এবং আদার ব্যাক-ওয়ার্ড ক্লাশ যারা আছে, তাদেরও ঐ রকম কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ঃ—সংবিধানের ৩৪০ ধারায় সিডিউল্ড কাস্ট, সিডিউল্ড ট্রাইব এবং ব্যাক-ওয়ার্ডদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করার জন্য একটা কমিশন নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। আমি এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মশাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—প্রথমে ব্যাক-ওয়ার্ড ক্লাশ কারা তা তো ডিফাইন্ড করতে হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ব্যাক-ওয়ার্ড ক্লাশের মধ্যে অনেক সম্প্রদায়ই পড়ে। কিন্তু এটা প্রপারলি ডিফাইন্ করা নাই। তবে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার একটা ব্যাক-ওয়ার্ড ক্লাশ কমিশন নিয়োগ করছেন এবং আশা করা যাচ্ছে যে তাদের কাছ থেকে একটা সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে এবং ত্রিপুরাতেও ব্যাক-ওয়ার্ড ক্লাশ কারা, আমরা তাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীসুমন্ত দাস।

শ্রীসুমন্ত দাস ঃ—প্রশ্ন নং ৯৬।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—প্রশ্ন নং ৯৬, স্যার।

প্রশ্ন

১) সম্প্রতি ত্রিপুরায় এত বেশী বাস দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করা হয়েছে কি ?

২) এবং, হয়ে থাকলে তার ফলাফল ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) তদন্ত কার্য্য সম্পূর্ণ হবার পর তার পূর্ণ ফলাফল জানা যাবে।

শ্রীসুমন্ত দাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ইহা কি সত্য যে, ড্রাইভারেরা মদ খাওয়ার দরুণ, মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারানোর দরুণ, এই সব দুর্ঘটনাগুলি ঘটেছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---স্যার, এখানে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারী থেকে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত একটা হিসাব আমি দিয়েছি এবং এই সময়ের মধ্যে ১১টি বাস দুর্ঘটনা ঘটে, তাতে ৩ জন লোক মারা যায় এবং ৬১ জন লোক আহত হয়। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। প্রাথমিক তদন্তে প্রকাশ যে দ্রুত গাড়ী চালানোর জন্য এই সব দুর্ঘটনাগুলি ঘটে এবং একটি ক্ষেত্রে ড্রাইভার পানাসক্ত হওয়ায় এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে।

শ্রীসুমন্ত দাস ঃ---ড্রাইভারদের এসব অবিমৃশ্যকারীতার জন্য- যাতে জন-জীবনে বিপর্যয় না ঘটে, তার জন্য কি সরকারী. কি বে-সরকারী, সব ক্ষেত্রের ড্রাইভারদের মেডিক্যাল এ্যাক্জামিনেশান করার প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন কিনা এবং করলে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা, জানতে পারি কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---স্যার, এই প্রস্তাবটা কার্য্যকরী করা অত্যন্ত কষ্টকর। তবে আমরা প্রাথমিক ভাবে কিছু কিছু এরিয়াতে ড্রাই এরিয়া ঘোষণা করে ভবিষ্যতে তার ফলাফল কি হয়, তা লক্ষ্য করতে চেষ্টা করছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই যে ১১টি বাস দুর্ঘনার কথা বল্লেন, তার মধ্যে কয়টি টি, আর, টি, সি'র বাস জড়িত, বলতে পারেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---স্যার. এই প্রশ্নের উত্তর আমি একটু আগেই দিয়েছি। তবে টি, আর, টি, সি'র বাসের সংখ্যা জানতে হলে, নূতন ভাবে প্রশ্ন করলে আমি পরে উত্তর দেব।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই, কি কি কারণে সাধারণতঃ এই সব দুর্ঘটনাগুলি ঘটে এবং সেই কারণগুলি দূরীকরণের কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, মূল প্রশ্নটার জবাব আমি আগেই দিয়ে দিয়েছি এবং কি কারণে দুর্ঘটনাগুলি ঘটেছে, তাও আমি বলেছি। কাজেই মাননীয় সদস্য যদি নূতন প্রসঙ্গে কিছু জানতে চান, তাহলে প্রশ্ন করলে আমি পরে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীনিরঞ্জন দেব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব ঃ---কোয়েশ্চান নং ১০৪।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য গত ১৯৭৭ সনের নির্বাচনের প্রাক্ মুহুর্ত্তে সদর বি-র অন্তর্ভুক্ত মধ্য ঘণিয়ামারা গাঁও সভার উজান ঘণিয়ামারা জে. বি, স্কুলের মেরামতের জন্য শিক্ষা বিভাগ কর্ত্তৃক মং ৪৫৮০ টাকা (চার হাজার পাঁচশ আশি) মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছিল ?	না।
২। সত্য হইলে ঐ মঞ্জুরী টাকা উল্লেখিত স্কুলের মেরামতের কাজে খরচ করা হয়েছিল কিনা ?	প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীমণীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীমণীন্দ্র দেববর্মা ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১১।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১১।

প্রশ্ন	উত্তর
১। কৃষ্ণপুর নির্বাচন কেন্দ্রে আঠারমূড়া এলাকায় ৮টা গাঁও সভার জুমিয়াদের স্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা ?	না। এখনও পর্য্যন্ত পরিকল্পনা হয় নি।
২। পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া থাকিলে, তাহার বিবরণ ?	প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া। অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৭।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১। চল্‌তি আর্থিক বৎসরে খোয়াই রামকৃষ্ণপুর মৌজা ও পূর্ব লক্ষীছড়া মৌজার ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না।	এই বছরের নাই। তবে আগামী বছরের জন্য একটা পরিকল্পনা করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।
২। থাকিলে উক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রাবার বাগানের মাধ্যমে হইবে কি।	

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৩।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কেরোসিন ও ডিজেল সাম্প্রতিককালে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠার কারণ কি ? এবং	আসাম অয়েল কোম্পানী লিমিটেড্ ডিগবয় এবং আই, ও, সি, গৌহাটি কর্তৃক বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ ইং হইতে ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯ ইং পর্য্যন্ত কেরোসিন ও ডিজেলের বুকিং বন্ধ থাকার দরুণ।

প্রশ্ন	উত্তর
২। কেরোসিন ও ডিজেল সংকট নিবারণে কি কি ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে ?	সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত রূপ ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে ঃ--- (ক) এ, ও, সি, ডিগবয় এবং আই, ও, সি, গৌহাটি, কলিকাতাকে প্রচুর পরিমাণে কেরোসিন ও ডিজেল ত্রিপুরাতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। (খ) এন, এফ, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে টেলিগ্রামে, টেলিফোনে এবং ব্যক্তিগত যোগে সত্বর ইনট্রেনজিট ওয়াগন ধর্মনগরে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। (গ) এ, ও, সি. এবং আই, ও, সি, কর্তৃক কেরোসিন ও ডিজেল সরবরাহ ত্বরান্বিত করিবার জন্য ভারত সরকারের পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন মন্ত্রণালয়কেও অনুরোধ করা হইয়াছে। (ঘ) চালানে (ইনট্রেনজিট) ডিজেল ও কেরোসিন এর ওয়াগন সত্বর পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য খাদ্য ও জনসংভরণ অফিস হইতে অফিসার মোতায়েন করা হইয়াছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে, তার ফলে কি পরিমাণ কেরোসিন এবং ডিজেল ত্রিপুরায় আসতে পারে অথবা ইতিমধ্যে কি পরিমাণ এসেছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে অবস্থার কিছুটা ইমপ্রুভ হয়েছে এবং ঠিক টোটাল ফিগার আমার হাতে নাই।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের কাছে যে লিস্ট অব বিজনেস আছে সেটা আপনার কাছে নাই। এখানে প্রশ্ন পত্রেও গণ্ডগোল রয়েছে। শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহাশয়ের ১ নাম্বার কোয়েশ্চান এবং ১২৮ নাম্বার কোয়েশ্চান সাবজেক্ট অ্যাণ্ড মেটার একই আপনি এটা একটু লক্ষ্য করে দেখুন।

শ্রীগোপাল দাস ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে হাউসের প্রশ্নপত্রে গণ্ডগোল রয়েছে। আজকে টেবিলে যে সব দেওয়া হয়েছে তাতে গণ্ডগোল রয়েছে। আমরা এই অবস্থার দ্রুত অবসান চাই, এবং এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা খুবই দুঃখজনক যে মাননীয় সদস্যরা তাদের যে সমস্ত অত্যাবশ্যক কাগজপত্র সময় মত পাচ্ছেন না। আজকে দেখা যাচ্ছে, সেই কাগজ পত্র আপনার কাছেও ঠিক মত দেওয়া হয়নি। এটা সত্যি দুঃখ-জনক। আমাদের এখানকার যাঁরা দায়িত্ববান লোক রয়েছেন, যাতে ভবিষ্যতে এই রকম ঘটনা আর না ঘটে, সে জন্য দৃষ্টি দিতে বলব।

শ্রীনকুল দাস ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার এখানে একটি কথা বলার ছিল,....

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব, যেখানে এটা স্বীকৃত বিষয় যে, আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে, তখন এটাকে নিয়ে আর কিছু বলা ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যগণ, আমি দেখব, যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে। এটা খুবই দুঃখজনক যে, আপনারা ঠিকমত কাগজপত্র পাচ্ছেন না। আমি এটা অনুসন্ধান করে দেখব এই ধরণের ঘটনা কি করে হল।

মিঃ স্পীকার ঃ—কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্ন (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেই গুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মানীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনু-রোধ করছি।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি ঃ-

১। শ্রীসুবল রুদ্র ও শ্রীতপন চক্রবর্তী
২। শ্রীঅভিরাম দেববর্মা
৩। শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ও
বিদ্যা দেববর্মা।

মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র ও শ্রীতপন চক্রবর্তী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটীর বিষয়বস্তু হলো ঃ-

"গত ১৮ই মার্চ ১৯৭৯ আগরতলা এয়ারপোর্টে সমাজবিরোধীদের পুলিশের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও হামলাবাজী সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতির দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ২২-৩-৭৯ ইং তারিখে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বক্তব্য রাখবো।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মার নিকট থেকে যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি পেয়েছি, সে নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ---

"গত ১৭ই মার্চ বেলা আনুমানিক ১-৩০ মি সদর বিভাগের বেলবাড়ীর সরকারী ফলের বাগানে অগ্নি কাণ্ডের ফলে ক্ষয় ক্ষতি সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন, যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ২৩.৩.৭৯ ইং তারিখে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্যগণ, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২৩.৩.৭৯ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেবেন ।

মাননীয় সদস্য শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ও বিদ্যা দেববর্মার নিকট থেকে যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি সে নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ-

"গত ১৬ই মার্চ রাতে অনুমান নয় ঘটিকায় খোয়াই গভর্ণমেন্ট বয়েজ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে অফিস টিল্লা রাস্তার উপর গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মী বারবিল নিবাসী শ্রীবাদল ভট্টাচার্য কতিপয় দুষ্কৃতকারী কর্ত্তৃক অতর্কিতে ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়। খোয়াই থানায় এই সম্পর্কে এজাহার দিলে পুলিশ পাঠালে দুষ্কৃতকারী একজনকে গ্রেপ্তার করে। পরে দুষ্কৃতকারীরা দলবদ্ধভাবে পুলিশের হাত হতে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পশ্চিম সিঙ্গাছড়ার গাঁও প্রধান শ্রীসমীর দেব সরকার ঘটনা শুনে থানায় প্রকৃত ঘটনা জানতে গেলে থানার দরজার সামনে পুলিশ তাকে ভীষণ ভাবে প্রহার করা সম্পর্কে।"

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন, যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ২৩.৩.৭৯ইং তারিখে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেব ।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যগণ, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২৩.৩.৭৯ইং তারিখে এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ—

"খোয়াই সুভাষ পার্ক বাজারে গত ১৩.৩.৭৯ইং রাত ১২-৪০ মিনিটে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভষ্মীভূত হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, খোয়াই সুভাষ পার্ক বাজারে গত ১৩.৩.৭৯ইং তারিখ রাত ১২.৪০ মিনিটে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভষ্মীভূত হওয়া সম্পর্কে ফায়ার স্টেশন থেকে যে তথ্য পেয়েছি তার বিবৃতি দিচ্ছি ঃ—

১৪.৩.৭৯ ইং তারিখে রাত্রি ১২.৪৫ মিনিটের সময় সুভাষ পার্কের অগ্নিকাণ্ডের বিবরণ দিয়ে মহেন্দ্র পাল নামে এক ব্যক্তি অগ্নি নির্ব্বাপক সংস্থায় টেলিফোন করেন, তাঁর টেলিফোন নাম্বার ছিল ৪৭।

অগ্নি নির্ব্বাপক বাহিনী রাত্রি ১২টা ৪৬ মিনিটের সময় খবর পান এবং তারা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় ১২টা ৪৯ মিনিটে, টি.আর.এ ১৫৯৯ (জীপ আগুন নির্ব্বাপক গাড়ী) পাম্প সহ। অগ্নি নির্ব্বাপক বাহিনী এসে পৌঁছে দেখে যে আগুন বিভিন্ন দোকানে ছড়িয়ে গেছে এবং অনেকগুলি দোকান ইতিমধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে।

৪০০ ফুট দূরে একটি পুকুর ছিল কিন্তু পুকুরের মালিক জল দিতে রাজি হলেন না, পরে তাকে অনেক বুঝানোর পর তিনি জল দিতে রাজী হলেন এর ফলে আগুন নেভাতে কিছু সময় দেরী হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বারে টি.আর.এ ১৩৮৯নং গাড়ীটি যন্ত্রপাতি ও পাম্প সহ রাত্রি একটার সময় ঘটনাস্থলে পৌছায় এবং অগ্নি নির্ব্বাপক বাহিনী অনেক চেষ্টা করে রাত্রি ৪টা ১৫ মিনিটে আগুন সম্পূর্ণ আয়ত্বে আনেন এবং ৫টা ৩০ মিনিটে তারা ঘটনা স্থল ত্যাগ করেন।

খোয়াই বাজারের শ্রীজোতীষ গোপের একটি খালি খড়ের ঘর থেকে আগুন লাগে, আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায় নি তবে সেটা অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

আগুন লাগার ফলে ৯০ জন ব্যক্তির প্রায় ৩,১৩,৪৯৫ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে।

আর একটু আগে যদি অগ্নি নির্ব্বাপক সংস্থায় খবর দিতেন তাহলে ক্ষতির পরিমান আরও কম হত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে সে সমস্ত ঘরগুলি ছিল খড়ের।

মিঃ স্পীকার ঃ—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ---

"রাজ্যে লবন ও কেরোসিনের তীব্র সংকট সম্পর্কে"।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি রাজ্যে "লবন ও কেরোসিনের তীব্র সংকট সম্পর্ক বক্তব্য রাখছি"।

সল্ট কমিশনার, বোম্বে, ত্রিপুরার জন্য ১৯৭৮ইং সনে ১১,৭০০ মেট্রিক টন লবন বরাদ্দ করিয়াছিলেন। ১৯৭৯ইং সনে উহা ১২,৭০০ মেট্রিক টন বর্ধিত করা হইয়াছে। ত্রিপুরার জন্য বৎসরে প্রায় ১৫,০০০ মেট্রিক টন লবনের প্রয়োজন। ১৯৭৯ সালে বরাদ্দকৃত লবনের বিগত দুই মাসে বিভাগ ভিত্তিক প্রেরিত লবনের পরিমান যাহা প্রধানতঃ নায্য মূল্যের দোকান মারফৎ এবং লার্জ সাইজ এগ্রিকালচার মালটিপারপাস সোসাইটির মাধ্যমে যে বন্টন করা হয়, তাহার পরিমান নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ----

	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯
১। ধমনগর	১,৪৫০ ব্যাগ	১,৪৫০ ব্যাগ
২। কৈলাসহর	১,২০০ ব্যাগ	১,২০০ ব্যাগ
৩। কমলপুর	৮০০ ব্যাগ	৮০০ ব্যাগ
৪। খোয়াই	১,৪৬০ ব্যাগ	১,৫২০ ব্যাগ
৫। সোনামুড়া	৮৩৭ ব্যাগ	৮৫১ ব্যাগ
৬। সদর	৪,৯০০ ব্যাগ	৪,২২২ ব্যাগ
৭। উদয়পুর	১,০১৭ ব্যাগ	১,০৫০ ব্যাগ
৮। অমরপুর	৭৬৫ ব্যাগ	৭২০ ব্যাগ
৯। সাব্রুম	৪১০ ব্যাগ	৫২০ ব্যাগ
১০। বিলোনীয়া	১,১৯৫ ব্যাগ	১,১৯০ ব্যাগ

ন্যায্য মূল্যের ডিলারগণকে, আমদানী কারকগণ হইতে নিম্নমানের লবণ গ্রহণ না করিতে এবং উহা বিক্রয় না করিতে নিষেধ দেওয়া হইয়াছে। কারণ উক্তমানে লবণ বিক্রয় হইতেছে বলিয়া সরকারের গোচরে আসিয়াছে। এরপরও যদি উক্ত মানের লবণ বিক্রয় হয় তাহলে সরকার আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন। বর্তমানে লবণ মজুতের পরিমাণ নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ---

১। বিভিন্ন গুদামে বাফার ষ্টকে মজুতের পরিমাণ--- ৯,৮২৬ ব্যাগ

২। ব্যবসায়ী খাতে মজুতের পরিমাণ--- ৬৫২ ব্যাগ

৩। চালানে লবণের পরিমাণ--- ৯৩ ওয়াগণ

বর্তমানে লবণের সংকট নাই। শ্রাদ্ধাদি, বিবাহাদি উপলক্ষে বিশেষ পারমিটে লবন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন কো-অপারেটিভ বাজার সমিতির মাধ্যমেও লবণ বিলির ব্যবস্থা আছে।

কেরোসিন---এ,ও,সি. এবং আই,ও,সি, কর্তৃক প্রেরিত কেরোসিনের ট্যাংক ওয়াগণ আনিতে বিলম্ব হওয়ায় বিগত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগ হইতে কেরোসিনের অভাব ছিল। উক্ত অভাব নিরসনের জন্য ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত সাপ্তাহিক অর্ধ লিটার কেরোসিন প্রতি কার্ড পিছু বিলি করা হইয়াছে। বর্তমানে কেরোসিনের ওয়াগণ আসিতেছে এবং উহার বিলির ব্যবস্থারও উন্নতি হইয়াছে। সপ্তাহে প্রতি কার্ড পিছু চলিত সপ্তাহ হইতে ১ লিটার কেরোসিন ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত বিলির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন ছাত্রগণকেও যাহারা সেকেণ্ডারী বোর্ড অথবা ইউনিভার্সিটি ফাইন্যাল এ্যাগজামিনেশান দিবে, তাহাদিগকে দরখাস্তের ভিত্তিতে কেরোসিন দেওয়া হইতেছে। বিবাহ, শ্রাদ্ধাদিতেও দরখাস্তের ভিত্তিতে কেরোসিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রীতিমত কেরোসিনের ট্যাংক ওয়াগন আসিতে থাকিলে কেরোসিনের সংকট সম্পূর্ণভাবে নিরসন হইবে। নিয়মিতভাবে ওয়াগণের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত সরকারকেও অনুরোধ করা হইয়াছে। এবং এই সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের সঙ্গে পরবর্তী যোগাযোগ রাখছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে লবণ সংকট নেই। তাহলে গ্রামাঞ্চলগুলিতে লবণের দাম ক্রম উৰ্দ্ধমুখী হওয়ার কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, মাঝে লবণের দাম বেড়েছিল লবণ অপ্রতুলতার জন্য। কিন্তু মাননীয় সদস্য যে পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান তুলেছেন, সেটা এক মাস আগে দেখার উপর ভিত্তি করে। মাননীয় সদস্য যদি এখন গ্রামাঞ্চলে গিয়ে দেখেন, তাহলে দেখবেন লবণের দাম ঠিকই আছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কংগ্রেস আমলে লবনের দাম এত বেশী বাড়ে নাই। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সংগে সংগেই দেখা গেল লবণের দাম ক্রমবর্দ্ধমান। কাজেই এই লবণের ক্রম উৰ্দ্ধমুখী দামটা কি তাদের ইচ্ছাকৃত, না তাঁদের প্রশাসনিক ব্যর্থতা। এটা কি আমরা জানতে পারি ?

(এ ভয়েস---কংগ্রেস দল কই আবার ক্ষমতাতে বসান)

মিঃ স্পীকার ঃ--মাননীয় সদস্য আপনার এই প্রশ্নের কোন যৌক্তিকতা নেই। I have received a notice from Shri Tapan Chakraborty intending to raise short discussion on matters of urgent public importance on the subject— "এফ,সি,আই, কর্তৃক বরাদ্দ মত আটা এবং চাল সরবরাহ না করায় কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের কাজ ব্যাহত হওয়া সম্পর্কে।"

I have admitted the notice and the discussion will be held in the afternoon.

Mr. Speaker ঃ---Next question before the House is voting on Demands for excess grants for the Year 1974-75.

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে আমি একটা রেফারেন্স দিতে চাই।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, এ সম্পর্কে আমি আপনাকে পরে জানাব।

Mr. Speaker ঃ---The next business before the House is voting on Demands for excess grants for the year 1974-75. I would now request the Hon'ble Finance Minister to move his motion for voting on Demands for Excess Grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the Financial year ended on the 31st March, 1975.

Shri Nripen Chakraborty :---Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,28,34,950/- excluding the charged expenditure of Rs. 42,702/- be granted on account for or towards defraying charges for the following services and purposes, in respect of Demand for Excess grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the financial year ending on the 31st March, 1975 namely ঃ--

Demand No.	Services and purposes	Sums Not Exceeding.
		Rs.
2.	Council of Ministers.	22,756
3.	Election.	64,895
4.	Collection of Taxes on Income and Expenditure.	2,783
4.	Stamps & Registration.	98,076
6.	Taxes on vehicles.	3,319
7.	Treasury and Accounts Administration.	68,776
9.	Secretariat General Services.	6,589
9.	Other Administrative Services (Vigilance)	2,225

Demand No.	Service and purposes	Sums Not Exceeding.
		Rs.
10.	District Administration.	1,39,652
11.	Fire protection & Control.	1,85,824
11.	Other Administrative Services. (Gallantary Awards to Civilians).	1,974
12.	Jails.	68,938
13.	Pension & other retirement benefits.	1,56,549
13.	Other Fiscal Services. (Promotion of Small Savings).	26,425
14.	Public Works.	65,97,472
14.	Medical (Buildings).	6,476
14.	Village & Small Industries. (Buildings).	74,029
15.	Urban Development (Urban Community Development—Pilot Project).	909
16.	Other Administrative Services. (Gazeteer and Statistical Memoirs).	23,570
18.	Other Administrative Services. (Vital Statistics).	5,880
18.	Other Social & Community Services. (Exhibition for Public Health).	11,176
21.	Information and Publicity.	40,527
21.	Tourism.	4,590
22.	Housing (House Sites—Minimum Needs Programme).	145
22.	Social Security & Welfare (District Soldier's, Sailors' and Airmen's Board)	910
22.	Social Security & Welfare (Settlement of ex-servicemen in border areas).	13,765
22.	Other General Economic Services. (Improvement of Important Markets)	1,20,474
24.	Social Security & Welfare (Civil Supplies).	4,397
24.	Food & Nutrition.	2,62,609
25.	Social Security & Welfare (Relief and rehabilitation of displaced persons).	53,678
26.	Other Social & Community Services. (Maintenance of Public Places of worship).	14,138
28.	Community Development (State Planning Machinery).	8,510
29.	Agriculture.	1,34,526
35.	Minor Irrigation .	1,90,163

Demand No.	Service and purposes	Sums Not Exceeding.
		Rs.
35.	Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control Projects.	62,419
36.	Capital outlay on Public Works.	22,08,458
36.	Capital outlay on Public Health, Sanitation, and water supply (Accelerated Rural Water Supply and other sub-divisional Water Supply Schemes).	17,36,450
39.	Capital outlay on Housing.	3,58,001
41.	Capital outlay on Fisheries.	51,264
41.	Loans for Agriculture.	1,333
44.	Capital outlay on Consumer Industries.	300
	GRAND TOTAL :	1,28,34,950

Mr. Speaker :—Now the next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 1,28,34,950/- excluding the charged expenditure of Rs. 42,702/- be granted on account for or towards defraying charges for the following services and purposes, in respect of Demand for Excess grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the financial year ending on the 31st March, 1975.

The Demands for Excess grants is put to voice vote and passed.

General Discussion on the Demands for Supplementary Grants for the Year 1978-79.

Mr. Speaker :—The next business before the House is General Discussion on the Demands for Supplementary Grants For The Year, 1978-79. I would request the Govt. Chief Whip and Chief Whip of the opposition group to give me the names of their Members who will participate in the discussion.

I would now request Shri Drao Kr. Reang Leader of the Opposition Group to start discussion.

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—আমি এখন বলব না।

শ্রী গৌতম দত্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডকে আমি সমর্থন করছি। এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড এই হাউসের সামনে যখন পেশ করা হয়, তখন কেন এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড পেশ করা হয়েছে, সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, প্ল্যানিং কমিশনের সংগে, রাজ্যের বাজেট সম্পর্কে আলোচনা শেষ না হওয়ায়, পূর্ণাঙ্গ বাজেট এখনও দেওয়া যাচ্ছে না। এই জন্য এই সাপ্লিমেন্টারী

বাজেট পেশ করা হয়েছে। এই সম্পর্কে আমি বলতে চাই, এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে, ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতির জন্য টাকা ধরা হয়েছে। এইখানে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে খেলাধুলার সামগ্রী, বই ইত্যাদি কেনার জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এবং এটা ঠিক যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত ৩০ বছরে খেলাধুলা এবং গরীব ছাত্র ছাত্রীদের বই ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে যে সমস্ত দুর্বলতা ছিল, সেগুলিকে যাতে কাটানো যায়, এই জন্য স্পোর্টস গুডস্ এবং বইয়ের জন্য টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। আমি এই সভায় এটা উত্থাপন করতে চাই যে, এখানে সরকার থেকে সাহায্য দেওয়া সত্ত্বেও, বিলি বন্টনের ক্ষেত্রে ত্রুটি বিচ্যুতি আমরা লক্ষ্য করছি। যেমন ছাত্ররা এখানে বই পাচ্ছে না। কিন্তু বিভিন্ন স্কুলে বই এর বাণ্ডিল জমে আছে, যেগুলি কাজে লাগছে না ছাত্রদের। এক স্কুলের বই অন্য স্কুলে চলে যাচ্ছে। এইগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন এবং সিডিউল্ড কাষ্ট, সিডিউল্ড ট্রাইব ছাত্রছাত্রীদের জন্য যাতে বুকগ্র্যান্ট চালু করা যায় এবং যথা সময়ে যাতে তারা টাকা পয়সা পেতে পারেন, এর জন্য সরকারের তরফ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগ যাতে বাস্তবায়িত হয়, তার জন্য যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সত্বেও, আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের জন্য এখনও ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বই পৌঁছেদেওয়ার ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে। সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

তারপর আছে সেন্ট্রালী স্পনসর্ড স্কীম ফর মহিলা মণ্ডল। যদিও এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার, কিন্তু বিগত দিনে আমরা লক্ষ্য করেছি এই মহিলা মণ্ডল বিগত কংগ্রেস সরকারের রাজত্বে শুধু কাগজেই ছিল। এইগুলির কোন বাস্তব সম্মত ভিত্তি নেই। এইগুলির আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন এবং ত্রিপুরা রাজ্যে যেসমস্ত মহিলা মণ্ডল রয়েছে, এইগুলি দুর্নীতির আখড়া এবং রাজ্যের হাতে যাতে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে এবং এই মহিলা মণ্ডলগুলি পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকার যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত হবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যেসমস্ত স্কীম রয়েছে, সেগুলি যাতে রাজ্য সরকারকে দিয়ে দেওয়া হয়। তারপর এই বাজেটে রয়েছে ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য বরাদ্দ। এটা আমরা লক্ষ্য করছি ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রামের গরীব মানুষের জন্য সরকার কাজ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। এই কাজের ফলে গ্রামের যারা গরীব মানুষ, যারা বছরের ৮-৯ মাস কাজ পেতেন না, তাদের জন্য কাজের একটা গ্যারান্টী সৃষ্টি হয়েছে এবং গ্রামের রাস্তাঘাটের জন্য পঞ্চায়েতগুলি ব্যবস্থা নিচ্ছেন। এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের মধ্যেও ফুড ফর ওয়ার্ক-এর জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই সম্পর্কে অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে সরকারের দিক থেকে ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য উদ্যোগ নেওয়া সত্বেও কিছু কিছু পঞ্চায়েত নির্দল নামে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছেন এবং তারা কাজ না করেই গোপনে শিক্ষা দিচ্ছেন এবং সরকারের কাছেও কিছু কিছু অভিযোগ এসেছে। এই সমস্ত দুর্নীতিগুলি দূর করতে যাতে সরকার উদ্যোগী হোন এবং গ্রামের মানুষের জন্য যাতে নুতন একটা মনোভাব সৃষ্টি করা যায় তার ভিত্তিতে এই ফুড ফর ওয়ার্ক ত্বরান্বিত করা দরকার। এইগুলির জন্য আরও উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের মধ্যে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কর্মচারীদের এক্স-গ্রেসিয়া দেওয়া, তার জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে এবং এইদিক থেকে যাতে এই এক্সগ্রেসিয়ার পরিবর্তে বোনাস দেওয়া যায় সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাতে দাবী জানাতে পারি তার জন্য উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন এবং এক্সগ্রেসিয়ার জন্য এখানে যে বরাদ্দ রয়েছে সেটা সরকারী সিদ্ধান্তের ফলেই রাখা হয়েছে।

এছাড়া এখানে আছে হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সেটার ইত্যাদিকে শক্তিশালী করার জন্য এখানে বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ আমরা দেখেছি বিগত দিনে এই কো-অপারেটিভগুলি বিভিন্ন দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে। এই দিক থেকে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দেওয়া হবে এবং এই দিক থেকে এটাকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই কথা মনে রেখেই এখানে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই সমস্ত কারণে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। এই বলেই আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়ে যে বাজেট পেশ করেছেন আমি এটাকে সমর্থন করি এবং এটাকে সমর্থন করে কয়েকটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৬ এইখানে একটা কথা উল্লেখ করা আছে — 'এক্সেস অ্যামাউন্ট ইজ নেসেসারী ফর পারচেজ অব মোর স্পোর্টস গুডস অ্যাণ্ড বুক্স ফর ভ্যারিয়াস স্কুলস্। এই ক্ষেত্রে ৫,২০,০০০ টাকা অতিরিক্ত চাওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে খেলার সামগ্রী এবং বই পত্র প্রভৃতি কেনার ক্ষেত্রে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, এই ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে এই যে আজকে মার্চ মাস প্রায় অর্ধেকের বেশী হয়ে গেল, কিন্তু স্কুলগুলিতে এখনও রীতিমত ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তক প্রভৃতি গিয়ে পৌঁছে নাই যার ফলে তাদের লেখাপড়ার অনেক ক্ষতি হচ্ছে। সময়মত তাদের বই পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগের যে ত্রুটি এইগুলি দূর হওয়া দরকার। তা না হলে তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা যাবে না। এইখানে আমবা বলতে চাই, প্রশ্নের সময় আমরা দেখেছি আই/এস অফিসগুলিতেও বই গিয়ে দেড় থেকে দুই মাস পড়ে থাকে। স্কুলগুলিতে রীতিমত পাঠানো হয় না অথচ অনেক সময় দেখা গেছে অনেক বই আই/এস অফিসগুলিতে পড়ে থাকে, পাঠানো হয় না। এই ত্রুটিগুলি দূর হওয়া দরকার।

আর অনেক স্কুল থেকে অভিযোগ শুনা যায় যে সেই সব স্কুলে প্রতি বছর খেলার সামগ্রী দেওয়া হয়না। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাজেটে প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা ছাত্রদের খেলার সামগ্রীর জন্য খরচা করা হচ্ছে এবং অতিরিক্ত টাকাও খরচা করা হচ্ছে। কিন্তু এ টাকা খরচা করার পর তাদের বই পুস্তক খেলাধূলার সামগ্রী ইত্যাদি দেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তর গাফিলতি করে এবং বিভিন্নভাবে অবহেলা করে থাকে। কাজেই সেগুলি দর হওয়া অচিরে দরকার। শিক্ষা জগতে যে একটা

হতাশার ভাব এটাকে দূর করা একান্ত দরকার। নইলে শুধু অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে টাকা খরচা করার কোন অর্থ থাকবেনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি যে বই কেনার ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি চলছে। কাজেই সেগুলি দূর হওয়া একান্ত দরকার। আমরা জানি যে বইগুলি পাবলিশার্সদের কাছ থেকে সময় মত কিনা হয় না এবং বই ছাত্রদের কাছে সময়মত বিলি করা হয় না। এখানকার ডিপার্টমেন্টাল লোকদের সঙ্গে বই কেনার ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সেখানে একটা দুর্নীতি চলছে এবং টাকা মারিংয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। যেখানে দুই লাখ টাকা হলে চলে যায়, সেখানে আরও ৫০ হাজার টাকা বাড়িয়ে দেখান হচ্ছে। এইভাবে ষড়যন্ত্র করে, সরকারী টাকা অপব্যয় হচ্ছে। কাজেই সেগুলি দূর হওয়া দরকার। এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে আর একটা জিনিষ হচ্ছে—এখানে কিছু কিছু সেন্ট্রালী স্পনসর্ড স্কীম চালু আছে। সেগুলি যাতে আরও সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে এবং ত্রিপুরার মানুষ যাতে আরও উপকৃত হতে পারেন, সেজন্য সেই স্কীমগুলি ত্রিপুরা সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু আমরা বাস্তবে কি দেখছি ? আমরা দেখছি যে, লাখ লাখ টাকা এই স্কীমগুলির জন্য ব্যয় হচ্ছে এবং এই স্কীমগুলি কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লীতে বসে বসে করেন বলে, এর সঙ্গে ত্রিপুরার বাস্তব সমস্যার সংগে খুব একটা সামঞ্জস্য থাকছে না। সেজন্য দিল্লীতে তৈরী স্কীমগুলি ত্রিপুরাতে এনে প্রয়োগ করতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, এই জাতীয় স্কীমগুলি ত্রিপুরার সমস্যার উপর নির্ভর করেই হওয়া উচিত। এগুলির দায়িত্ব ত্রিপুরা সরকারের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হউক। যাতে এই জাতীয় স্কীমগুলি পরিচালনা করার দায়িত্ব ত্রিপুরা সরকার নিতে পারেন। কারণ আমরা দেখছি যে ঐ আই, সি, ডি, এস একটা স্কীম, যা ছামনু ব্লক এবং ১৮ মুড়ার দিকে নেওয়া হয়েছে। সেখানে মহিলাদের জন্য ৮০ টাকা খরচ করে ছাতা কিনা হয়েছে, সেই আঠার মুড়ায় সাইকেল কিনা হয়েছে, ঘড়ি কিনা হয়েছে। যেখানে মানুষ চলতে পারে না, সেখানে তাদের জন্য সাইকেল দেওয়া হয়েছে। যেখানে ১০ টাকা দিয়া ছাতা কিনতে পারে না, সেখানে তাদের জন্য ৮০ টাকায় ছাতা কিনে বিলি বন্টন করা হচ্ছে। কাজেই ত্রিপুরার মানুষ যাতে উপকৃত হতে পারেন, সে জন্য আমি মনে করি যে, এই জাতীয় স্কীমগুলির দায়িত্ব ত্রিপুরা সরকারের হাতে দেওয়া উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছু টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আগে কংগ্রেসের আমলের অনেক টাকা যেগুলি বেআইনীভাবে খরচ করা হয়েছে, সেই টাকাগুলিকে আমাদের নিয়মের মধ্যে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং আমরা সেটা করতে বাধ্য হচ্ছি। কাজেই সেগুলি আমাদের দেখা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড নং ২৭ সম্পর্কে কয়টি কথা আমাকে বলতে হচ্ছে। সেখানে ফুড ফর ওয়ার্কের ক্ষেত্রে ৩৯.২০ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ঠিক যে, পঞ্চায়েত ফুড ফর ওয়ার্ক চালু করার ফলে ত্রিপুরায় আজকে অনাহার মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে এই অবস্থা গত ৩০ বছরে ত্রিপুরায় দেখা যায় নাই। আগে ফালগুন চৈত্র মাস আসলেই ত্রিপুরায় গ্রামাঞ্চল থেকে ত্রিপুরা পাহাড় থেকে, ক্ষুধার জ্বালায় মিছিল করে খাদ্যের সন্ধানে লোক বেরিয়ে পড়তো। কিন্তু এই ফুড ফর ওয়ার্ক চালু হওয়ার ফলে, আজকে ত্রিপুরায় সেটা দেখা যাচ্ছেনা এবং মানুষের

অনাহার মৃত্যুর সংখ্যাটিও কমেছে। কাজেই এটাকে ঠিকভাবে যাতে পরিচালনা করা হয়, সেটা দেখা দরকার। তবে আমরা দেখেছি যেখানে বিরোধী পক্ষের পঞ্চায়েত প্রধান আছেন, সেখানে দুর্নীতি হচ্ছে (ইন্টারাপশান---ভয়েস করবুকে হয় না?) এই কথায় বিরোধী নেতার গায়ে আঘাত লাগছে বলে মনে হচ্ছে---কাজেই এইগুলি বন্ধ হওয়া দরকার এবং মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতার এই বিষয়ে চিন্তা করা দরকার। (ইন্টারাপশান) যে টাকা চাওয়া হয়েছে সেটা ঠিকভাবেই চাওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কিছু টাকা চাওয়া হয়েছে যাতে গ্রামের গরীব মানুষগুলি কম মূল্যে ধুতি, শাড়ী কিনতে পারে সে জন্য।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,এই ক্ষেত্রে একমাত্র ত্রিপুরাতে এই জনতা শাড়ী বিলি ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এই জনতা শাড়ী নিয়ে কিছু কেলেঙ্কারী হয়েছে। আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদেরকে অনুরোধ করব তারা যেন তাদের প্রধানদেরকে একটু বুঝিয়ে দেন, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরণের ঘটনা না ঘটে। যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে পেশ করেছেন, সেটা দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে, গত ত্রিশ বৎসর যাবত ত্রিপুরাকে গড়ার কোন চেষ্টা করা হয়নি। কাজেই আমরা নুতন দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার কাজ করার চেষ্টা করছি। এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ সেটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৮-৭৯ইং সালে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে বাজেট এই হাউসে উপস্থিত করেছেন এই বাজেটকে আমি সমর্থন করি। এবং এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে ডিমাণ্ড নং ১৭ ইনটিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস স্কীম আছে তার জন্য ১,৬৯,০০০ টাকা ধরা হয়েছে এই সম্পর্কে আমি বক্তব্য রাখব। কারণ স্কীমটা সেন্ট্রালীস্পনসর্ড স্কীম এবং সেন্ট্রাল বা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত। আজকে আমরা দেখছি ত্রিপুরাতে ইহা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অনেক ভুল ত্রুটি আছে। ত্রিপুরার যে সব এলাকাতে এই স্কীম চালু হয়েছে সেই এলাকাগুলির মধ্যে আমরা দেখছি যে টাকা সেখানে ঠিক ঠিক ভাবে খরচ করা হচ্ছেনা এবং সেখানে টাকার অপব্যয় করা হয়েছে। ছামনু ব্লক এর মানিকপুর গ্রামে আমরা দেখছি যে এই স্কীমে ৮০·০০ টাকা দিয়ে ছাতা, সাইকেল, ঘড়ি ইত্যাদি কিনা হয়েছে। ঐ টীলাতে সাইকেল চালাবেন কোথায়? গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৭৮ সালের সেপটেম্বর মাসে আমরা দেখেছি যে ইহা যিনি পরিচালনা করেন, তিনি কাকড়াবন ট্রেনিং এর জন্য দিন তারিখ ঠিক করেন। অথচ সেখানে কর্মীরা ট্রেনিং এ গিয়ে দেখেন ট্রেনিং হচ্ছে না। ট্রেনিং বাতিল করা হয়েছে। আমি এই ব্যাপারে কাকড়াবনের প্রিন্সিপাল মিস বোসকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন যে ট্রেনিং এখন হচ্ছেনা, পরবর্তী সময়ে হবে। অথচ এই ট্রেনিং এর জন্য তিন তিনটা গাড়ী কাকড়াবন থেকে দৌড়াদৌড়ি করেছে। যার ফলে গাড়ীর মেন্টেনেন্স, তেল খরচ হয়েছে অথচ সেখানে ট্রেনিং হয় নি। কাজেই এই আই, সি, ডি, এস, স্কীমের ভুল ত্রুটির জন্য টাকাগুলি কাজে লাগছে না। কাজেই রাজ্য সরকারের হাতে যদি এই স্কীমটা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন

তাহলে ঠিক ঠিকভাবে রাজ্য সরকার এই টাকাগুলি খরচ করতে পারবেন। এবং এই স্কীমটা এখানে সঠিকভাবে কার্যকরী হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং ৪০ হোলসেল কনজিউমার্স কোঅপারেটিভ সোসাইটিস সম্পর্কে আমি বক্তব্য রাখছি। এখানে ২,৮৫,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। কংগ্রেস রাজত্বে এই কোঅপারেটিভ সোসাইটির অবস্থা আমরা দেখেছি। কত ফলস নাম দিয়ে কোঅপারেটিভ এর টাকা আত্মসাৎ করেছে। এটা আমরা দেখেছি। আমরা দেখেছি এই কোঅপারেটিভের ম্যানেজার, চেয়ারম্যান ছিল বিভাবে তারা টাকা আত্মসাৎ করেছে। যার ফলে সেই পুরানো কোঅপারেটিভগুলি পাওয়া যাচ্ছেনা অর্থাৎ নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা দেখেছি হিসাবের গড়মিল। হয় তো একজন ঋণ ফেরৎ দিয়েছেন, কিন্তু খাতাতে জমা হয়নি। পরে এক বা দুই বৎসর পরে তাকে আবার ঋণ পরিশোধ করতে নোটিশ জারী করা হয়েছে। কিন্তু আজকে এই ল্যাম্পস দ্বারা গ্রামের সাংঘাতিক উপকার হচ্ছে। আমরা দেখেছি গত বৎসর যে সব এলাকাতে হয়েছে সেই সব এলাকাতে কালোবাজারীরা লবণ এবং কেরোসিনের সংকট সৃষ্টি করতে পারেনি। যেখানে লবনের সংকট ছিল, তেলের সংকট ছিল, তাদের সেই সংকটের দিনে আমরা তা দেবার চেষ্টা করেছি। শুধু তাই নয়, ঐ ল্যাম্পসের আওতার বাইরে যে সব গাঁও সভা ছিল, তাদেরকেও লবন এবং কেরোসিন দেওয়া হয়েছে। এখন ল্যাম্পস উচ্ছেদ করার জন্য দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরাতে কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীল চক্র কাজে লেগে গেছে। আমরা দেখেছি বড় কাঠালের ল্যাম্পসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে কি ভাবে ডেগার মেরেছে, তার সমস্ত টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, লুঠ করে নেওয়া হয়েছে। যারা এসব করেছে, তাদের সংগে বিরোধী লোকদের যোগ সাজস আছে। সুতরাং আজকে দেখা যাচ্ছে, যারা সুদখোর মহাজন, যারা গ্রামের মানুষের রক্ত শোষে খায়, তাদেরকে সাহায্য করছে ঐ প্রতিক্রিয়াশীল চক্র। এই সুদখোর মহাজনদের জন্য সমাজের গরীব শ্রেণীর মানুষগুলি ক্রমেই আরও গরীব হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যেই মাত্র বামফ্রন্ট সরকার তাদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের চাহিদা পূরণ করার জন্য বা তাদের চাহিদা মিটাবার জন্য, তখন ঐ প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ল্যাম্পসকে ঠেকাবার কাজে লিপ্ত হচ্ছে। সুতরাং আজকে কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ ল্যাম্পসগুলিকে যেভাবে সাহায্য করছে, গ্রামের মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের চাহিদা মিটাবার জন্য, তাকেও তারা বিরোধীতা করছে। কিন্তু আমরা মনে করি তাদের এই বিরোধীতা মিছামিছি জনসাধারণকে হয়রাণি করা ছাড়া আর কিছু নয় আজকে দেশের সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ দূর করার জন্য সরকার যে চেষ্টা চালাচ্ছে, তা শুধু সরকারের একার চেষ্টার দ্বারাই সম্ভব নয়, এর জন্য সবারই সহযোগিতা চাই। সুতরাং আমরা আশা করব যে আগামী দিনে বিরোধীরাও সরকারের সংগে সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের চাহিদা মিটাবার জন্য সহযোগীতা করবেন, যাতে সাধারণ মানুষ ঐ মহাজন আর সুদখোরদের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। আর এই সংগে সংগে আমি আরও আবেদন রাখছি, বিরোধী পক্ষে যারা আছেন, উনারা নাশকতামূলক কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সত্যিকারের গরীব মানুষ যাতে উপকার পেতে পারে, তার জন্য সরকারের সংগে সবে ািতভাবে সাহায্য করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীশ্যামল সাহা--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে যে সাপ্লিমেন্টারী গ্রেন্ট উপস্থিত করেছেন, আমি তাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি। এই সাপ্রিমেন্টারী গ্রেন্টের উপর আলোচনা করতে গিয়ে অনেক সদস্যই অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু আমি যে কথাটা প্রথমে এখানে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে এখানে যে কতগুলি সেন্ট্রালী স্পন্সর্ড স্কীম আছে, সেই স্কীমগুলি এখানে চালু থাকুক, তা আমরা চাই। কিন্তু এই স্কীমগুলি করার ক্ষেত্রে, যে সমস্ত সুষ্ঠু পরিকল্পনা করার দরকার ছিল, সেভাবে পরিকল্পনা না করার দরুন, সাধারণ মানুষ এর দ্বারা যে উপকৃত হওয়ার কথা ছিল, তা ঠিকমত হচ্ছে না। তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে এই পরিকল্পনা-গুলি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হউক এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করে সেগুলিকে সুষ্ঠুভাবে কার্য্যকর করা হউক। আর তা করলে পরে আমরা মনে করব যে ইহার কার্য্যকারীতা সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছবে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমি বলছি যে এই স্কীমে বয়স্ক শিক্ষার একটা স্কীম আছে। আমাদের ভারতবর্ষে যেখানে শতকরা ৯০ ভাগ লোক অশিক্ষার অভিশাপে ভুগছে, তাদেরকে তা থেকে মুক্ত করবার জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তা খুবই প্রশংসনীয়। এই বয়স্ক শিক্ষার জন্য প্রতিটি ব্লকে একটা করে শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষকও নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে বয়স্করা সারাদিন পরিশ্রমের উপর যখন রাত্রির বেলায় পড়াশুনা করার জন্য শিক্ষাকেন্দ্রে আসে, তখন তাদের বসার জন্য প্রয়োজনীয় যে স্কুল ঘর, তার জন্য কোন পরিকল্পনা রাখা হয়নি। তারা অ, আ, ক, খ শিখবে, সারাদিন পরিশ্রমের পর তারা যে একটু শিক্ষার আলো গ্রহণ করতে আসবে, তাদের জন্য সেই আলোর কোন ব্যবস্থা নাই। যেহেতু এটা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা, সেহেতু রাজ্য সরকারের এর মধ্যে হাত দেওয়ার মতো কিছু নেই, রাজ্য সরকার তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এই ব্যাপারে পরিকল্পনা রচনা করতে পারছেন না, যার ফলে দেখা যাচ্ছে, আজকে এই ব্যাপারে যা ব্যয় করা হচ্ছে, তা অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নয়। এই ব্যাপারে আমরা আরও দেখছি যে ঐ যে মহিলামণ্ডল, ঐ মহিলামণ্ডল একটা কাগজের সংগঠন ছাড়া আর কিছু নয়। এই কথাটা আমি বলছি এই কারণে যে, গত ৩০ বছর যাবত এই বাবতে যে টাকা পয়সা খরচ করা হয়েছে, সেই অনুযায়ী বাস্তবে একটি সংগঠনও গড়ে তোলা যায়নি। এর কারণ, মহিলা মণ্ডলের নাম করে বছরের পর বছর বরাদ্দকৃত টাকা পয়সা আত্মসাতই করা হয়েছে। অন্যদিকে যে মহিলা মণ্ডল গড়ে তোলার কথা, সেটা আদৌ বাস্তবে রূপ নেয়নি। আজকে আমরা যদি মহিলা মণ্ডলের খুঁজ করি, তাহলে দেখব যে কোথাও মহিলা মণ্ডলের চিহ্ন মাত্র নাই। তারপর আছে আই, সি, ডি, এস স্কীম। ১৯৭৫ইং সনে আমাদের উত্তর ত্রিপুরা জেলার ছা-মনু ব্লকে এর জন্য ১০০টি সেন্টার খোলা হয়েছে, সেই সেন্টারগুলি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগলিক যে অবস্থান, সেই অবস্থানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে করা হয়নি, কারণ সেগুলির পরিকল্পনা বা পরি-চালনের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোন ক্ষমতা নাই। আজকে সেগুলি পরিচালনা করার ব্যাপারে আমাদের রাজ্য সরকারের হাতে ক্ষমতা থাকা উচিত ছিল।

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য, এখন আমাদের রিসেসের সময় হয়ে গিয়েছে।

আপনি রিসেসের পরে আপনার বক্তব্য রাখবার সুযোগ পাবেন। হাউস ২টা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

(আফটার রিসেস অ্যাট টু পি, এম)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—এখন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামল সাহাকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীশ্যামল সাহা ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে কথাটা বলছিলাম যে, কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন সেগুলি অবাস্তব। এখানে আই, সি, ডি, এস, যে ৮০ টাকা করে শিক্ষাত্রীদের ছাতা কিনে দেওয়ার কথা বলছেন, সেটা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কতটুকু সম্ভব ? কেন না এখানকার যে অবস্থা সেটা সকলেরই জানা আছে। এখানে ত্রিপুরার মানুষকে না খেয়ে মরতে হয়। যেখানে মানুষকে না খেয়ে মরতে হয়, সেখানে ৮০ টাকা করে ছাতা এবং সাইকেল কিনে দেওয়া কতখানি বাস্তব সম্মত সেটা আমি জানি না। আমাদের ত্রিপুরার ভৌগলিক যে অবস্থা, এখানে পাহাড় সবচেয়ে বেশী। এখানকার পথ ঘাট বেশীর ভাগই পায়ে চলার। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের ঐ সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তব সম্মত হয়েছে বলে আমি মনে করি না। অন্যদিকে দেখছি ত্রিপুরার ডুম্বুর নগরে, এই আই, সি, ডি, এস, সেখানে ৫০টি সেন্টার তৈরী করছে। সেখানে সেগুলি কতটুকু কার্য্যকরী হবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কাজেই আমি বলব, এই পরিকল্পনা করার আগে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থ এবং ক্ষমতা দেওয়া উচিত ছিল। তাহলে রাজ্য সরকার পরিকল্পনা তৈরী করে সাধারণ মানুষের স্বার্থে সে টাকা কাজে লাগাতে পারতেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ১৩ সম্পর্কে বলতে চাই। আমরা জানি যে, ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রত্যেকটি সাব-ডিভিশনে একটি করে টাউন হল খোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন। সেই টাউন হল হবে লটারীর টাকায়। আমরা জানি, অনেক সাব-ডিভিশনে এই টাউন হলের কাজের অগ্রগতি অনেক দূর পর্য্যন্ত হয়েছে। এই সব কার্য্যকরী করতে হলে টাকার প্রয়োজন আছে। এছাড়াও আছে সেলারস্ কমিশন। এজেন্ট কমিশন। এই সবের জন্য বাড়তি টাকার প্রয়োজন আছে। কাজে কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস ফর গ্র্যান্টস হাউসে উপস্থিত করেছেন সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ---শ্রীমোহনলাল চাকমা।

শ্রীমোহনলাল চাকমা ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস ফর গ্র্যান্টস এখানে আনা হয়েছে, আমি তা সমর্থন করি এবং সেই সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত এম, এন, পি, স্কীমে রোড হচ্ছে, যেমন দামছড়া, সেই রাস্তার কি অবস্থা আমরা দেখতে পাই। সেখানে এই বৎসর রাস্তার কাজ শুরু করার কথা ছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মাত্র অর্ধেক সার্ভে হয়েছে। এটা যদি এম, এন, পি, স্কীমের অন্তর্ভুক্ত না থাকত, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভাবে কাজ কর্ম্ম হচ্ছে, এতদিনে এই রাস্তার

কাজ শেষ হয়ে যেত। দামছড়া এমন একটা এলাকা, যেখানে পায়ে চলা রাস্তা ভিন্ন অন্য কোন রাস্তা নেই। এই দামছড়াকে দেখলে মনে হয় না, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের কোন জায়গা। বর্ষাকালে এই রাস্তার অবস্থা আরো খারাপ আকার ধারণ করে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি ডি মাণ্ড নাম্বার ১৮ সম্পর্কে বলছি। রাস্তা ঘাটে খোঁড়া, হাতকাটা, নানা ধরণের কুষ্ট রোগীদের ঘুরতে আমরা দেখি। এই কুষ্ট রোগীরা অসুস্থ জীবন যাপন করছে। আজকে ৩০ বছরের কংগ্রেস শাসনে আমরা দেখছি কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে এই কুষ্ট রোগ নিবারণের জন্য, কিন্তু এতে কতটুকু উপকার হয়েছে বুঝতে পারছি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা টাকার অপচয়ছাড়া আর কিছু নয়। যদি এটা সেন্ট্রাল স্কীম না হয়ে রাজ্য সরকারের হত, তাহলে আমরা তিনি ডিষ্ট্রিক্টে সুন্দর করে তাদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারতাম। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যতদিন পর্যন্ত ইহা সেন্ট্রালের হাতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত কিছু করবার নেই। তবু এখানে যে টাকা রাখা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটি ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই। সেটা হচ্ছে, ন্যাশনেল ম্যালেরিয়া ইর‍্যাডিকেশন প্রোগ্রাম আমারা জানি, গত ৩০ বছর যাবৎ আমাদেয় ত্রিপুরা রাজ্যে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছু লোক মারা গিয়েছে। এরজন্য যতটুকু স্বচেষ্ট থাকা উচিত ছিল, কিংবা যতটুকু কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল, তা করা হয়নি। কারণ তাদের ষ্টাফ আছে, তারা সম্পূর্ণ সেন্ট্রালের দ্বারা পরিচালিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি, এ বৎসর তারা প্রত্যেকটি ভিলেজ এবং গাঁওসভায় ডি, ডি. টি. স্প্রে করবে এই তাদের প্রোগ্রাম। কিন্তু তাদের এই প্রোগ্রাম তিন দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। এর বেশী করার অধিকার তাদের নেই। এর ফলে একটা ভিলেজের মধ্যে যদি ৫টা গাওসভা থাকে, তাহলেও তাদেরকে ঐ তিন দিনের মধ্যে তাদের কাজ শেষ করতে হবে। তার জন্য দেখা যায়, শুধু-মাত্র বাজার এবং ড্রেন গুলিতে ডি. ডি. টি. স্প্রে করে দিয়ে তারা তাদের দায়িত্ব শেষ করছে।

আমরা আরো দেখতে পাই যে দশটা গাঁওসভা আছে সেখানে তাদের যে সমস্ত কাজ করতে হবে, সে কাজগুলি তারা ঠিক মত করতে পারছে না। তাই আমি মনে করছি আজকে যদি আমাদের ষ্টেটের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকতো তাহলে আমরা সেই সমস্ত কাজগুলি ঠিকভাবে করতে পারতাম। সেই সমস্ত কাজের জন্য ৯ লক্ষ, ৫২ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭ সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, আমার পূর্ববর্তী বক্তা ফুড ফর ওয়ার্কের কথা বলেছেন। বাস্তবিকই এটা মঙ্গল জনক কাজ ; এই এক বছরে ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে অনেক কাজ হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

পূর্বতন সরকারের আমলে গাঁও প্রধানরা কোন মিটিং ডাকতেন না। নিজেদের খেয়াল-খুশী মত কাজ করতেন। কোথাও দেখা গেল যে ১০০ কিলোমিটার রাস্তা করা হবে ঠিক হয়েছে, কিন্তু সে জায়গায় দেখা গেল যে ২।৩ হাত রাস্তা হয়েছে বা খুব বেশী হলে ১ কিলোমিটার রাস্তা করা হয়েছে। আসলে তাঁরা নিজেদের ভিটাই ঠিক করতেন।

(গণ্ডগোল)

পূর্বে জি, আর এর সাহায্যের জন্য ৯০০ টাকা করে দেওয়া হতো। কিন্তু সে টাকাও পুর্বতন সরকারের আমলে আত্মসাৎ করা হতো। রেশন কার্ডের জন্য কার্ড হোলডারদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার কোন নিয়ম নেই। কিন্তু পূর্বতন সরকারের আমলে রেশন কার্ড হোল্ডারদের কাছ থেকেও টাকা আদায় করা হতো কিন্তু সে টাকার কোন হিসাব নেই।

(গণ্ডগোল)

তাই আমি বামফ্রন্ট সরকারের কাছে, ঐ সমস্ত কার্যকলাপের জন্য তদন্ত করে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ রাখছি। এই বলে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট পেশ করা হয়েছে সেই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টকে আমি কতগুলি কারণে সমর্থন করতে পারছি না। কারণ এই সরকার আসার পর জনগণের মনে অনেক আসার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু আমরা জানি যে, প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তার সিকি ভাগও খরচ হয়নি কিন্তু এখানে অতি কৌশলে বলা হচ্ছে যে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের টাকা ঠিক ঠিক ভাবে খরচ করা হচ্ছে। কাজেই আমি এটা সমর্থন করতে পারছি না। আমি মনে করি এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে, সি. পি, এম কর্মীদের হাতে আরও কিছু টাকা তুলে দেওয়া কারণ তার প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। যারা ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করে, তাদের প্রত্যেককে ১ টাকা ২৫ পয়সা করে দেওয়ার কথা। কিন্তু বেলার শেষে ফুড ফর ওয়ার্কের কর্মীরা যখন টাকা আনতে যায়, তখন তাদেরকে এক টাকা করে দেওয়া হয়, বাকী যে ২৫ পয়সা থাকে, সেটা সি. পি এমের কর্মীরা নিজেদের পকেট রেখে দেন, তার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে ঐ সমস্ত ফুড ফর ওয়ার্কের কর্মীরা আমাদের কাছে এসে বলেছে যে আমাদের সবাইকে এক টাকা ২৫ পয়সার বদলে ১ টাকা দিচ্ছে এবং কিছু রসিদও তারা আমাদের দিয়েছে। মাননীয় কয়েকজন সদস্যের নামও সেখানে আছে তাই বলছি ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে কি ভাবে কাজ হয়েছে সেটা আমরা জানি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তারপর আমি ফুড ফর ওয়ার্ক সম্পর্কে বলছি। এই ফুড ফর ওয়ার্কে যুব সমিতির লোকেরা কাজ পায় না। পায় কারা ঐ শাসক দলের লোকেরা যারা কাজের নাম করে পয়সা লুটছে যাতে আগামী ইলেকশানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আবার গদীতে সমাসীন হতে পারেন। অবশ্য কেন্দ্র দয়া করে রাজ্য সরকারকে সমস্ত কিছু দিচ্ছেন, আর রাজ্য সরকারের মাত্র পাঁচসিকে পয়সা খরচ করতে হয়। তার মধ্যেও আবার চার আনা পয়সা তাদেরকে দিতে হয়, নাহলে তাদেরকে কাজে নেওয়া হয় না। ঐ ফুড ফর ওয়ার্কে যুব সমিতিরদের কাজ দেওয়া হয় না, কংগ্রেসতো এই প্রশ্নই তুলতে পারে না। কাজেই আমরা এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে এ্যাকসেপ্ট করতে পারি না। তারপর মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, পুলিশ খাতে উনারা বরাদ্দ করতে চেয়েছেন। যে পুলিশ এই ত্রিপুরা রাজ্যে এতগুলি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়ে গেল, অথচ একটি কালপ্রিটকেও ধরতে পারেনি যে পুলিশ শুধু নীরব দর্শক হয়ে ঘুমিয়ে থাকে, সেই পুলিশ খাতে উনারা টাকা বরাদ্দ চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, বাইরে থেকে ও হাজার

হাজার সি.আর.পি আনা হচ্ছে, বি.এস এফ. আনা হচ্ছে, যার ফলে আমাদেরকে হাজার হাজার টাকা গচ্চা দিতে হচ্ছে। কাজেই আমি বলব এই বামফ্রন্ট সরকার জনগনের সরকার নন। তাঁরা হলেন পুলিশের সরকার। পাহাড়ে পাহাড়ে সি.আর.পির ক্যাম্প করা হয়েছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা তাদেরকে দিয়ে কি বামফ্রন্ট সরকার চোর, ধরবেন, নাকি উপজাতি যুব সমিতি লোকদের ঠেঙ্গাবেন? তারপর মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, জন স্বাস্থ্য সম্পর্ক আমি কয়েকটি কথা বলছি। এই বামফ্রন্ট সরকারই বলেছেন, যে ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা যদি রোধ করা না যায়, তাহলে দেশের কোন অগ্রগতিই সাধিত হবে না আমরা ভেবেছিলাম এই বামফ্রন্ট সরকার জন স্বাস্থ্যের খাতিরে কিছু কাজ করবেন। কিন্তু সবই প্রহসন। ফেমিলি প্ল্যানিং সম্পর্কে উনাদের সঠিক কোন পদ্ধতি নাই। হাসপাতাল গুলিতে কোন ঔষধ নাই। রোগীরা ঠিক মত কোন ঔষধ পত্রাদি পাচ্ছে না। অথচ আমরা দেখেছি জনস্বাস্থ্যের নামকরে এই বামফ্রন্ট সরকার এর কিছু কিছু লোক টাকা লুট করতে আরম্ভ করেছে, যাতে আগামী ইলেকশানএ আবার এই মেজরিটি নিয়ে আসা যায়। আমার কাছে একটি অভিযোগ আছে যে ১০ নং রাইমা ভ্যালীতে C P.I.(M) গাঁও প্রধান, পুষ্পধন রোয়াজা, বৃদ্ধদের পেনসন পাইয়ে দেবার নাম করে, তাদের কাছ থেকে ১০ টাকা করে নিয়ে গেছে। এই রকম ৪।৫ জনের কাছ থেকে ১০ টাকা করে নিয়ে গেছে সি. পি. এম এর লোকেরা। তারপর লেপ্রোসী সম্পর্ক বলছি। এই বামফ্রন্ট সরকার-এরদলভুক্ত কিছু কিছু লোক লেপ্রোসী রোগে আক্রান্ত গ্রামের গরীব লোকদের নিকট গিয়ে বলেন যে—"আমি তোমাকে লেপ্রোসী হাসপাতালে ভর্তি করে দেব আমাকে ১০ টাকা দাও"। এই ভাবে উনারা চিকিৎসার নাম করে প্রহসন করে, গ্রামের অশিক্ষিত, দরিদ্র লোকদের ঠকিয়ে টাকা আদায় করছেন। কাজেই এই যে বাড়তি টাকা এই খাতে এখানে ধরা হয়েছে, এই টাকা আমি সমর্থন করতে পারছি না। কেননা বামফ্রন্ট সরকারের অফিসাররাও কংগ্রেসীদের মত এই ভাবে দুর্নীতি করে যাচ্ছেন। অথচ বামফ্রন্ট সরকার চুপ করে আছেন, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করছেন না। উনারা ভাবছেন ৩০ বছর ধরে তারা কিছুই পায়নি, কাজেই এবার যখন আমরা ক্ষমতায় এসেছে, কাজেই তার কিছু লুটপাট করুক। যাতে আগামী ইলেকশানটা ভাল হয়, আবার এবসলিউট মেজরিটি নিয়ে ক্ষমতায় আসা যায়। আমরা শুনেছি বামফ্রন্ট সরকার এই এক্সেস টাকা দিয়ে নূতন কিছু গাড়ী ক্রয় করেছেন এবং আরও কিছু গাড়ী ক্রয় করার জন্য অর্ডারও দিয়েছেন। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস ফর গ্রান্টসকে আমি সমর্থন করতে পারি না। তবে বামফ্রন্ট সরকারের নিকট অনুরোধ রাখছি, আগামী বাজেটটা উনারা যাতে একটু সংশোধন করে আনেন। আর যদি তা না করেন, তাহলে জনসাধারণ আপনাদেরকে পরিত্যাগ করবেন।

ইণক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে সপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস ফর গ্র্যান্টস ১৯৭৮-৭৯ পেশ করেছেন, সেটাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া

হয়েছে, বামফ্রন্ট সরকার যে কর্মসূচী নিয়েছেন, সেটাকে শুধু বাজেটেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাম না। তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চান। তবে এই কাজ গুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য, একদিকে প্রশাসনিক গলদ, এবং অপর দিকে কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীল চক্র-কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। যার জন্য সরকারী কাজকর্ম তরান্বিত হচ্ছে না। কাজেই সেই দিকে বামফ্রন্ট সরকার তীক্ষ্ন নজর রাখবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। এখানে ডিমাণ্ড নং ১৬ এ সেন্ট্রালী স্পেনসোর্ড স্কীম এ যে স্যাংশান রয়েছে, তারমধ্যে বামফ্রন্ট সরকার এক ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্যকে উন্নত করার জন্য। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং ১৮ মেডিক্যাল বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আমরা জানি, ত্রিপুরাতে ম্যালেরিয়া রোগে ভুগে কিছুদিন আগেও বেশ কিছু লোক মারা গিয়াছে। এই ম্যালেরিয়া জীবানু নিবারন কল্পে বামফ্রন্ট সরকার এক বিশেষ কর্মসূচী নিয়েছেন। আমরা জানি গত ১৫ই মার্চ থেকে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামে গ্রামে ডি.টি.টি স্পে করার এক ব্যাপক কর্মদ্যোগ বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছেন তার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্র সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখতে ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন।

তা ছাড়া আমরা দেখতে পাই যে স্বাস্থ্য বিভাগ গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন যে সমস্ত জায়গা আছে, সেখানে যাতে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ডিসপেন্সারী এবং হাসপাতাল সরকার দিয়েছেন। কংগ্রেস সরকার গত ৩০ বছর রাজত্বে যে কাজ করে গেছেন, সেগুলি তারা সাধারণ মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে করেন নি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে যাতে গ্রামের সাধারণ মানুষ ঔষধপত্র এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন, তার জন্য কর্মসূচী স্থির করেছেন। তার জন্য আমি এটা সমর্থন করি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ফুড ফর ওয়ার্কের যে ব্যয় বরাদ্দ আছে, সেটাকে আমি সমর্থন করি। বামফ্রন্ট সরকার এসেই ফুড ফর ওয়ার্ক চালু করেছেন। ত্রিপুরার শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থে এই ফুড ফর ওয়ার্ক চালু করেছেন। ত্রিপুরার শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থে এই ফুড ফর ওয়ার্ক চালু করা হয়েছে। দেখা গেছে কংগ্রেস আমলে অনেক লোক না খেয়ে মরে গেছে। তারা কাজ পায় নাই। তাদের এখন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য ফুড ফর ওয়ার্ক সামান্য একটা আশার কথা। ত্রিপুরাতে ফুড ফর ওয়ার্ক নিয়ে যারা আজকে রাজনীতি করতে চাইছেন, বামফ্রন্ট সরকার তাদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করুন যাতে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনি মিনি খেলা না করা হয়। আরও যাতে ব্যপক কর্মসূচী নেওয়া যায়, তার জন্য এখানে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সেজন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার কথা হচ্ছে গ্রামে যারা কৃষক তাদের জন্য ডিমাণ্ড ২৯ এ বিভিন্ন কর্মসূচী এখানে নেওয়া হয়েছে। আমরা জানি যে সারা ভারতবর্ষ তথা ত্রিপুরার মেরুদণ্ড, কৃষি ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে আছে সেই কৃষির উন্নতি না হলে কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না। শতকরা ৮০।৯০ ভাগ, কৃষির উপর নির্ভরশীল। সেই কৃষকদের উন্নতির দরকার। আজকে বামফ্রন্ট সরকার এসে কৃষকদের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে তার কর্মসূচী রূপায়ন করেছেন। সেজন্য আমি এটাকে সমর্থন করি।

মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য ফ্যামিলী প্ল্যানিংএর কথা তুলেছেন। কিন্তু আমরা জানি ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার যে সমস্যা, সেই ব্যবস্থায় এটা সমাধান হবে না। আজকে চীনে ৭০।৮০ কোটি লোক আছে। অথচ সেখানে কেউ না খেয়ে মারা যাচ্ছে না। আমরা জানি মানুষের দুটি হাত আছে, তাকে যদি সত্যিকারের কাজে লাগানো যায়, তাহলে দেশের অনেক কল্যান হতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে জনসংখ্যা রোধ করে সমাস্যার সমাধান হয় না। সেজন্য বৈজ্ঞানিক কর্মসূচী নেওয়া দরকার।

মাইনর ইরিগেশনের জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে ইরিগেশান একটা বিরাট প্রোব্লেম। ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় অনেক পাহাড় বা এমন জায়গা আছে, যেখানে জল সরবরাহের সুবিধা নাই। ছড়া আছে, নদী আছে। কংগ্রেস আমলে সেই রিসোর্সকে উপযুক্ত ভাবে কাজে লাগানো হয় নাই। বামফ্রন্ট সরকার ইরিগেশনের জন্য একটা ডিভিশন খুলেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি ।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, সামগ্রিকভাবে আমি এখানে আলোচনা করলাম এবং অন্যান্য মেম্বাররাও আলোচনা করেছেন এবং আরও আলোচনা করবেন। কাজেই আমি বলব এই যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে, এটা বাস্তব সম্মত হয়েছে এবং এই ব্যয় বরাদ্দ যাতে সঠিকভাবে রূপায়িত হয় এবং এটা যাতে ঠিকভাবে কাজে লাগে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য আমি অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

ইনক্লাব, জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার —মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৮-৭৯ সালের যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন এটা আমি সমর্থন করতে পারছি না। এইখানে যে সমস্ত নীতি অনুসরণ করে এই টাকা খরচ করা হচ্ছে, সেটা মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়। বামফ্রন্ট সরকার মানুষকে বলেছেন যে, কংগ্রেসের মত তাঁরা দূর্নীতি করবেন না এবং জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করবেন না। কিন্তু মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা দেখছি বামফ্রন্ট সরকার ধীরে ধীরে জনসাধারণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি এবং নীতি থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন এবং এই বিচ্যুতির জন্য আজকে বামফ্রন্টের সাফল্য দেখা যাচ্ছে না।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা দেখছি যে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পুলিশ খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, সেই পুলিশের ভূমিকা খুবই হতাশা ব্যঞ্জক। কারণ পর পর বেশ কয়েকটা খুন হয়েছে এবং অনেকগুলি ঘটনা ঘটে গেছে, স্কুল ঘর পুড়নো হয়েছে, গরু পাচার চলেছে, কিন্তু পুলিশ নিষ্ক্রিয় রয়েছে। রাজ্যে বহুবার মজুতদার কালো বাজারী নানাভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংকট সৃষ্টি করে মূল্যবৃদ্ধি অস্বাভাবিক করে তুলেছে, সাধারণ মানুষের কাছে ভয়ঙ্কর অবস্থা করে তুলেছে, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ কিংবা তার স্বরাষ্ট্র দপ্তর এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হন নি। বর্ত্তমানেও আমরা দেখছি গ্রামাঞ্চলে লবন ৫।৬ টাকা দরে বিক্রি হয়। এবং কোন জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে না---যেমন ছামনু (ইন্টারাপশান) অঞ্চলে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে লবন পাওয়া যাচ্ছে না। রেশনের মাধ্যমে যা দেওয়া হচ্ছে, সেটা

যথেষ্ট নয়। এই সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে কোন বিবৃতি আমরা শুনতে পাচ্ছি না এবং কোন ভূমিকাও আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বামফ্রন্ট সরকার এই ব্যাপারে একেবারে নীরব। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি, যে সব নিয়োগ নীতির কথা বলা হয়, বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেগুলি ঠিক ঠিক ভাবে রূপায়িত হচ্ছে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি শহরের বেকার ছেলেরাই চাকুরীর সুযোগ নিতে পারছে, কারণ তারা শহরে থাকে এবং তারা মন্ত্রী মশাইয়ের বাড়ীতে এসে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারে এবং চাকুরীর জন্য দরবার করতে পারে। সেজন্য তারা আজকে রাতারাতি বামফ্রন্টের সমর্থক হয়ে চাকুরী পাচ্ছে। আর গ্রামের ছেলেরা তো আর মন্ত্রীদের সংগে যখন খুসী তখন দেখা করতে পারেন না, তাই গ্রামের ছেলেরা ডিপ্রাইভড হচ্ছে। তাছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই নিয়োগ নীতি দলীয় স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। যে কোন কমিউনিষ্ট গাঁও প্রধান যদি সুপারিশ করেন যে ঐ লোকটাকে চাকুরী দিতে হবে তাহলে---

শ্রী অভিরাম দেববর্মা ঃ---অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার,---মাননীয় সদস্য বলেছেন গাঁও প্রধান বলে দিলে চাকুরী পাওয়া যায়---উনি বলুন কোন গাঁও প্রধান বলে দেওয়ার পর চাকুরী হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— (আমি বলব)---যেমন তৈদুতে গাঁও প্রধান---অবশ্য এটা স্বাভাবিক-- শ্যামাপদ দেববর্মা, তার ছোট ভাই পুলিশে কাজ করেন, গাঁও প্রধানের সুপারিশে চাকুরী হয়েছে। (ইন্টারাপশান) ১৯৭৪ সালে বাসন্তী দেববর্মা (ইন্টারাপশান) আমরা দেখছি যে ক্ষেত্র বিশেষে বিনা ইন্টারভিউতে চাকুরী হয়েছে---দীনমনি ত্রিপুরা, অবনী মোহন ত্রিপুরা, সান অব সাম মিনিষ্টারস, উনাদের চাকুরী হয়েছে। নিয়োগ নীতি না মেনে (ইন্টারাপশান) মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা দেখছি যে, পুলিশ, উপজাতি যুব সমিতি এবং বামফ্রন্ট বিরোধী যে সমস্ত দল রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে যে কোন সময়, নানা অজুহাতে কেস করছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করছে। আমার এলাকায় একটা জায়গায় একটা গণ্ডগোল হয়েছিল এবং সেখানে মীমাংসাও হয়েছিল, কিন্তু তারপরও উপজাতি যুব সমিতির ৮ জনের বিরুদ্ধে কেস হয়েছে। সাবরুমে সেখানে দেখছি যে (ইন্টারাপশান) উপজাতি যুবসমিতির কতিপয় সদস্যদের বিরুদ্ধে (ইন্টারাপশান) কেস করে তাদের পুলিশ কাষ্টডিতে রাখা হয়েছে। (ইন্টারাপশান) মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি যে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন বাজারে মদ্যপায়ীদের উৎশৃংখলতার বিরুদ্ধে এবং গরু পাচারকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে নালিশ করা হয়, তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য এবং সেখানে কিছু হচ্ছেনা দেখে আমরা আজকে পুলিশের উপর নির্ভর না করে, আমরা ত্রিপুর সেনা গঠন করেছি। এবং তাদের দ্বারা এই মদ্যপায়ীদের এবং গরু পাচারকারীদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সমস্ত কারণে আমরা এই সাপলিমেন্টারী গ্র্যান্টকে সমর্থন করতে পারি না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাইনর ইরিগেশানে যে সমস্ত স্কীম নেওয়া হয়েছে, সেগুলি অচল হয়ে আছে এবং বর্তমান চাষীরা কষ্ট করে যে ফসল ফলিয়েছে, তা আজকে সংকটের মুখে। বৃষ্টির অভাবে এবং জলসেচের অভাবে সেগুলি আজকে নষ্ট হতে চলছে। কিন্তু সঠিক ভাবে

কোন স্কীম করে, পাম্প মেসিন বসিয়ে, জল সেচের কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছেনা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ডম্বুর থেকে যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের কথা হয়েছিল যে সাব-প্ল্যান স্কীমে টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু আজ এক বছর পরেও তাদের সেই টাকা দেওয়া হচ্ছে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গ্রামাঞ্চলে আমরা দেখছি যে বহু স্কুল আছে যেখানে কোন মাষ্টার নেই। (ইন্টারাপশান) ট্রাইবেল অঞ্চলের স্কুলগুলিকে রেসিডেনেশীয়েল স্কুল করার জন্য আমরা অনুরোধ রেখেছিলাম, কিন্তু তার কিছুই হচ্ছে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমরা দেখেছি যে সি,আর,পি রেখে তাদের জন্য টাকা খরচ করা হচ্ছে কিন্তু আমরা যখন কেন্দ্রিয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার কথা বলি, তখন বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষ চাপিয়ে অভিযোগ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলার একটা নীতি গ্রহণ করেছেন। কাজেই সেই দিক থেকে আমি বলব যে আমাদের উচিত এমন একটা বাজেট সৃষ্টি করা, যাতে কর্মচারীরা ডিপ্রাইভড না হয়, বেকাররা ডিপ্রাইভড না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের রূপায়ন করতে হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমাদের এখানে যে প্রফেশন্যাল ট্যাক্স আছে, সেটা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী হারে কাটা হচ্ছে। যেখানে অন্যান্য রাজ্য কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দিচ্ছেন, সেখানে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দিতে পারছেন না। এটা দেওয়া হউক বলে আমরা দাবী করছি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এর জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখেন নাই। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, রাস্তাঘাটের ব্যাপারে আমরা দেখছি তেলিয়ামুড়া থেকে অমরপুর যে রাস্তা গেছে, সেটা এখনও মেরামত করা হয় নাই। তার আশে-পাশের রাস্তাগুলিও মেরামত করা হয় নাই। যার ফলে গাড়ী নিয়ে যাওয়া যায় না। তৈদু সিনিয়র বেসিক স্কুলের হেড মাষ্টার সম্পর্কে অনেক অভিযোগ আছে। আমাদের এষ্টিমেট কমিটি যখন টোরে যায়, তখন আমি চেয়ারম্যানকে বলেছি এবং তিনি সব ইনফরমেশন কালেকশনও করেছেন, কিন্তু কোন কাজ হয় নি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকেও বলা হয়েছে, কিন্তু কোন কাজ হয়নি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ট্রেন্সফারের ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার কি নীতি গ্রহণ করেছেন আমি জানি না। এই মাত্র একটা নোটিশ পেয়েছি সেটা হল - Copy to Joint Secretary, Tripura Govt. Class IV Employees Association, Agartala, for information. This has a reference to his letter No. 1259 dt. 28.11.78. এই চিঠিটাকে ভিত্তি করে চারজন উপজাতী কর্মচারীকে ট্রেন্সফার করা হয়েছে। এই যদি ট্রেন্সফারের ভিত্তি হয়, এটা যদি বামফ্রন্ট সরকারের ট্রেন্সফারের নীতি হয়, তাহলে সেটা আমরা গ্রহণ করতে পারি না। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, ব্যাংক থেকে যে ঋণ দেওয়া হচ্ছে, সেই ঋণ গরীব কৃষকরা পাচ্ছে না, যারা ভূমিহীন তারা পাচ্ছে না, এটা ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিলি করা হচ্ছে। অম্পিনগরে ১১৪ জন কৃষককে ঋণ দেওয়া হয়েছে অথচ সেখানে ২৯৯ জন ব্যবসায়ীকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। যেখানে শতকরা ৯৯ জন কৃষক, সেখানে কৃষকদেরকে ঋণ না দিয়ে, যেখানে শতকরা এক জন ব্যবসায়ী আছে, তাদেরকে লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। কাজেই সে দিক থেকে

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বর্ত্তমানে যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে, সেটাকে সমর্থন করতে পারি না এবং এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট জনগণের সার্বিক উন্নয়নের বিরোধী বলে, আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এখন জবাবী ভাষণ রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের উপর যে আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন দিক থেকে, এই আলোচনাকে আমি ওয়েল কাম করছি। ওয়েল কাম করি এই জন্য যে, একটা সরকার, সে একটা বাজেট করতে পারে, সাপ্লিমেন্টারী বাজেট করতে পারে, সেই বাজেটের অর্থ জনসাধারণের কাছে বিশেষ করে গরীব অংশের জনসাধারণের কাছে পেঁাছে দেওয়ার কাজ হল মাননীয় সদস্যদের দায়িত্ব এবং সরকারের কাজ তুলে ধরাও তাদেরই দায়িত্ব। সে দিক থেকে মাননীয় সদস্যরা, যার যার এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় দেখেছেন এই অর্থ কিভাবে খরচ হচ্ছে এবং সেখানে তারা যদি কোন জায়গায়, যে কাজের জন্য এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, সেই কাজে সেই অর্থ ব্যয়িত না হয়ে থাকে, তাহলে তাঁরা সরকারের কাছে নিশ্চয়ই উপস্থিত করবেন এবং সেই বক্তব্য গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের দেশে কোন সময়ই প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র ছিল না। ধনতন্ত্রের মধ্যে, আমলাতন্ত্রই সেখানে প্রাধান্যলাভ করেছে। সেখানে জনসাধারণ তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেনি। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার প্রথমেই আমরা চাচ্ছি যে জনসাধারণ এই সরকারের কাজকর্মে সহযোগিতা করতে পারে। বিশেষ করে শ্রমজীবী জনসাধারণ ইনভলভড্ থাকবে। যে কোন দলের মানুষ সহযোগিতা করতে পারে। এই দিক থেকে আমরা সংকীর্ণতা থেকে অনেক উর্ধ্বে। একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিলে মাননীয় সদস্যরা এটা বুঝতে পারবেন। যেমন কিছু কিছু পঞ্চায়েৎ আছে যেগুলি বামফ্রন্টের প্রভাবাধীন নয়। আমরা যখন অর্থ বন্টন করি, তখন সেগুলিতে সমানভাবে অর্থ দেওয়া হয়। কোন রাজনৈতিক বা দল নির্দল হিসাবে, কোন তারতম্য করা হয়নি। এখানে আমি দুই একটা জিনিষ তুলে ধরছি। এখানে সেন্ট্রাল স্পন্সর্ড স্কীম সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়েছে। আমি তাঁদের সংগে একমত। কিছুদিন আগে দিল্লীতে যে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন হয়ে গেল, সেখানে আমরা বলেছি যে একটা স্কীম, যেমন এডাল্ট এডুকেশনেল স্কীম সেটার বিস্তৃত পরিকল্পনা। আমাদের টাকা বরাদ্দ করে দিলে আমরা সেটা করতে পারি। আরেকটা স্কীম হচ্ছে আই. সি, ডি, এস, এটা সম্বন্ধে এখানে সমালোচনা আপনারা শুনেছেন যে, আমাদের সরকার আসার আগে ছামনু শলকে কিছু জিনিসপত্র কিনা হয়েছে এই স্কীমে। যেমন সাইকেলের কথা শুনেছেন। বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পরে আমাদের কাছে রিপোর্ট এসেছে যে টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু কোন প্রয়োজনীয় ব্যাপারে খরচ হয়নি। এগুলি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে এনেছি এবং বলেছি যে, সমাজ সেবামূলক যে সমস্ত কাজ, সেগুলির পরিকল্পনা রূপায়নের ব্যাপারে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি। এখানে মাননীয় সদস্যরা একটা বড় টাকা এ্যাডিশন্যাল ডি, এ এবং এক্সগ্রেসিয়ার জন্য

ধরা হয়েছে, সেটা দেখেছেন। এক্সগ্রেসিয়া ১০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। এই সব দেওয়ার পরেও আমাদের দুর্ভাগ্য যে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর কর্মচারীদের যে হারে মহার্ঘ ভাতা দেন, সেই হারে আমাদের কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দিতে পারছি না। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে আমরা কি কারণে আমাদের কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দিতে পারছি না। আমরা অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বাবতে টাকা বরাদ্দ করার জন্য বলেছিলাম, কিন্তু সেই বরাদ্দ আমরা আজ পর্য্যন্তও পাইনি। আমরা চেষ্টা করে যাব যাতে কেন্দ্রীয় সরকার এই টাকা আমাদেরকে দেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কয়েক দিন আগে তার কর্মচারীদের এই দাবী পুরণ করেছেন, এমন কি ইস্টার্ণ জোনে যে সরকারগুলি আছে, যেমন মনিপুর সরকারও তাদের কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেবার যে দাবী, তা পুরণ করেছেন। কাজেই আমরাও আমাদের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের এই দাবী পুরণ করার চেষ্টা করব। তারপর এখানে হোলসেল্‌স কন্‌জিউমার্স কো-অপারেটিভ সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখা হয়েছে। আপনারা জানেন যে, হোলসেল্‌স কন্‌জিউমার্স কো-অপারেটিভ আগে মুষ্টিমেয় কয়েক জনের স্বার্থে কাজ করত, এখন সেটা বহুজনের স্বার্থে যেমন গ্রামাঞ্চলের যে ব্যবসা, সেটাও এই হোলসেল্‌স কন্‌জিউমার্স কো-অপারেটিভ করতে পারছে। আমরা এরই মধ্যে লক্ষ করছি যে, তাদের কাজ অনেক দূর সম্প্রসারিত হয়েছে। অনেক জায়গাতে তাঁতের মাধ্যমে তৈরী জনতা শাড়ী সাধারণ লোকের প্রয়োজনে বন্টন করা হচ্ছে। তাছাড়া সিমেন্ট লিফ্‌টিং করার দায়িত্বও তাদের হাতে দেওয়া হয়েছে। লবণ লিফ্‌টিং করার কিছু দায়িত্বও তাদের হাতে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এভাবে সমবায়কে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার, সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রসারণ করার যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। এছাড়া আপনারা আরও দেখেছেন যে টাউন হলের জন্য আমরা কিছু বরাদ্দ করেছি। মাননীয় সদস্যরা এও জানেন যে এই টাউন হলের জন্য আগে যে বরাদ্দ ছিল তার পরিমাণ আরও বাড়ানো হয়েছে। কারণ আমরা দেখতে চাই যে, আগামী কিছু দিনের মধ্যেই যাতে এই টাউন হলগুলির কাজ সম্পন্ন হয়। তাছাড়া প্রত্যেক টাউনের অধিবাসীদের টাউন হল করতে যে ব্যয় হবে, তাদের দেয় অংশটা সংগ্রহ করার জন্য প্রত্যেকের কাছে আবেদন করা হয়েছে। তারপর আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির জন্যও বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সদস্যরা এও জানেন যে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি ছিল এত দিন যাবত সব চাইতে উপেক্ষিত। কিন্তু এখন তার কাজও অনেক দূর সম্প্রসারিত হয়েছে। আগরতলা শহরের রাস্তা, ঘাট, ড্রেইন ইত্যাদি সংস্কার শুরু হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমরা পাণীয় জলের ক্ষেত্রে কাজকে দ্রুত সম্প্রসারিত করতে পারি নি। অবশ্য তার জন্য এল. আই. সি. থেকে সাহায্য পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া শহর পরিকল্পনা করার জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গের সি. এম. ডি র সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং তারা রাজীও হয়েছেন যে আমাদের শহরের পরিকল্পনার কাজ তাঁরা করতে পারবেন এবং তাঁরা আমাদের এই ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারবেন। কাজেই আমরা আশা করছি যে শীঘ্রই এই কাজেও আমরা হাত দিতে পারব। তারপর মাইনর ইরিগেশান। এই মাইনর ইরিগেশান সম্পর্কে কংগ্রেসের সরকার দীর্ঘদিন যাবত অবহেলা দেখিয়ে এসেছে। আমাদের দৃষ্টি এদিকে পড়েছে এবং আমরা একজন চীফ ইঞ্জিনীয়ার,

অনেকগুলি এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার এবং ওভারসীয়ারকে এই কাজে লাগিয়েছি। এছাড়া মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমাদের গোমতী নদীতে বাঁধ দেওয়ার যে পরিকল্পনা আছে, কিছুদিন আগে পরিকল্পনা কমিশন তা অনুমোদন করেছেন। তাতে আমাদের প্রায় ৫ কোটি টাকা খরচ হবে এবং এই বছর থেকেই আমরা সেই কাজ শুরু করছি। এই কাজ শেষ করতে পারলে প্রায় ২০ হাজার হেক্টার জমিতে আমরা জলসেচ করতে পারব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গোমতীতে যে বন্যা হত এবং তার জন্য যে ক্ষয়-ক্ষতি হত, সেটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে, মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে, এমন বহু কাজ আছে, যেগুলিতে সামান্য টাকা পয়সা খরচ করলে পরে কৃষকদের জমিতে জলসেচ হতে পারে। এই সম্পর্কে অনেক সদস্য আমাদের দৃষ্টিতে এনেছেন যে সাধারণ একটা পাম্পসেট দিলেই এই কাজটা হতে পারত, কিন্তু এতদিন সেই জিনিসগুলিও করা সম্ভব হয় নি। এখন থেকে সে কাজগুলিও করা হবে বলে আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তারপর আমাদের যে সারফেস ওয়াটার রয়েছে, সেগুলি পাম্প করে যাতে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়, তার জন্য আমরা ৫০০ পাম্প সেট পঞ্চায়েতগুলিকে দিচ্ছি এবং প্রত্যেক পঞ্চায়েত একটি করে পাম্প সেট পাবে বলে আমাদের সরকারের সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমরা আশা করি যে এই মাসের মধ্যে ঐ ৫০০ পাম্প সেট ঐ পঞ্চায়েতগুলির হাতে গিয়ে পেঁছিবে। ফুড ফর ওয়ার্ক, সম্পর্কে আমরা এই কথা বলতে চাই যে, গাঁও সভাগুলি প্রচুর টাকা পাচ্ছেন এবং তাঁরা সেই ভাবে কাজও করে যাচ্ছেন। তাছাড়া পি. ডব্লিউ. ডি থেকে আমরা প্রত্যেক ব্লককে ১ লাখ টাকা করে দিচ্ছি। আগে যে টাকা দিয়ে টেস্ট রিলিফের কাজ হত, সেটা এখন তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা সেই টাকা ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য ব্যবহার করতে দিয়েছি। সোসিয়েল এডুকেশানের জন্যও পঞ্চায়েতগুলিকে টাকা দেওয়া হচ্ছে। যাতে বছরের সব সময়ের জন্য ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ চালু থাকে, গ্রামের মানুষ যাতে সব সময়ে কাজ পেতে পারে, তার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, বিরোধী দলের সদস্য যাঁরা আছেন, তাদের এই সমস্ত ব্যাপারে বিশেষ কোন বক্তব্য নেই। পুরানো বস্তা পঁচা যে সব কথা প্রত্যেক সময়তে বলা হয়ে থাকে, সেগুলি এবারও রিপিটেড হয়েছে এবং সেগুলি দিয়েই তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন, যেগুলির কোন রকম মূল্য নেই। আর আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারে যে সমস্ত কথা তুললেন, তার সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, সারা ভারতবর্ষে যতগুলি স্টেট আছে, এত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এখানে ছাড়া আর অন্য কোন রাজ্যে আছে বলে আমাদের জানা নেই। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে, ওঁরা যদি কোন রকম অশান্তির সৃষ্টি না করেন, তাহলে আমরা আশা করছি যে সেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ আমরা বজায় রাখতে পারব। তবে ওঁরা নাকি ত্রিপুর সেনা করেছেন এবং তাঁদের সেই ত্রিপুর সেনা নাকি পুলিশ এর কাজ করবে। এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তাই আমি বিরোধী দলের সদস্য যাঁরা এখানে আছেন, এবং উপজাতি যুব সমিতির সদস্য যাঁরা আছেন, তাঁদের কাছে এই আবেদন রাখব যে আপনারা এই সব কাজ করবেন না, এই সব কাজ থেকে আপনারা বিরত থাকুন। আইনকে আপনারা নিজেদের হাতে তুলে নেবেননা। এটা আমরা বরদাস্ত করতে পারি না। আমাদের পুলিশ রয়েছে। ত্রিপুর সেনা যদি

পুলিশকে সাহায্য করে চুরি, রাহাজানি, চোরাই মাল অটক করতে, তাহলে আমরা খুশী হব। কিন্তু কোন সংগঠন আইন নিয়ে নেবে, এই জিনিষ বামফ্রন্ট সরকার কখনো সমর্থন করতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, এক্সপেণ্ডিচার সম্পর্কে বলা হয়েছে এখানে। আমার মনে হয় কোন সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে কিংবা অন্য রাজ্যে এত কম খরচে চলতে পারে না। আমরা চারগুন কাজ যেমন হাতে নিয়েছি, ঠিক তেমনি চারগুন টাকাও খরচ সেখানে মানুষ বেশী লাগবে, গাড়ী বেশী লাগবে, অফিসার বেশী লাগবে, এটা স্বাভাবিক। যেমন ধরুন মাইনর ইরিগেশনে কাজ হচ্ছেনা। এই মাইনর ইরিগেশনে কাজ করার জন্য আমাদের ৭০ জনইঞ্জিনীয়ার নিতে হচ্ছে। তাঁরা আমাদের রাজ্যের সঙ্গে পরিচিত নন। তাই তাদের সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা দেওয়া দরকার। তবে আমাদের দেখতে হবে, অনাবশ্যক খরচ হচ্ছে কিনা। ওয়েস্টট এক্সপেণ্ডিচার যদি মাননীয় সদস্যরা দেখান, তাহলে খুশী হব। আমরা বলছি না, খরচ কমানোর সুযোগ নেই। যদি মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে পরামর্শ পাই তাহলে খুশী হব। ওরা দুর্নীতির কথা বলেছেন। দুর্নীতি আছে, একথা অস্বীকার করে লাভ নেই আজকে যখন আমি অফিসে আসি, তখন একজন লোক বলল, চিনি সীমান্তে পাচার হচ্ছে। ৯০০ মাইল বর্ডার আছে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে। এই বর্ডার ঠিক রাখতে সরকারকে পুলিশি ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হবে। কিন্তু যখন পুলিশ বাড়ানো হচ্ছে, তখন মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলবেন, পুলিশ বাড়াচ্ছেন কেন? দু'রকম কথা বললে তো চলবে না যদি এই কাজ বন্ধ করতে হয়, শুধু পুলিশ দিয়ে তা বন্ধ করা যাবে না। বর্ডারে যে চোরাকারবার চলেছে তা বন্ধ করতে মাননীয় সদস্যরা যদি সহযোগিতা করেন, তাহলে খুশী হব। তারপরে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন, প্রফেশন্যাল ট্যাক্স তুলে দেওয়া হউক। আমাদের আয় হচ্ছে ৬ কোটি টাকা, খরচ হচ্ছে ৮০ কোটি টাকা। আমরা শুধু প্রফেশন্যাল ট্যাক্স নয়, সেলসস ট্যাক্সও বসিয়েছি। এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে অন্যান্য ট্যাক্স বসানোর জন্য চেষ্টা করছি। সেভেন্থ ফিনান্স কমিশন আমাদের বলেছেন, ট্যাক্স বসানোর পথ খুঁজে বের করতে। প্ল্যানিং কমিশন বলেছেন আমাদের, ট্যাক্স বসানোর পথ খুঁজে বের করতে। তবে আমাদের সব সময় নজরে আছে উইকার সেকশনের উপর যাতে ট্যাক্স বসানো না হয় যারা কিছু উপরে আছেন, তাদের উপর ট্যাক্স বসবে এবং বসানোর প্রয়োজন আছে। কারণ আমাদের খরচ বেড়ে যাচ্ছে। মাননীয় সদস্য বলেছেন, তাঁদের ওখানে একটা রাস্তা হচ্ছে না। এটা ঠিকই, তেলিয়ামুড়া-অমরপুর রাস্তার কাজে অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি এই রাস্তা করার জন্য ডিফেন্স মিনিস্ট্রি এবং ইণ্ডিয়ান ফিনান্স মিনিস্ট্রির কাছে আবেদন রেখেছি এবং আমরা আশা করছি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ জায়গায় রাস্তার কাজ আরম্ভ হবে। আমি মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য আরও জানাচ্ছি, এই রাস্তা করতে লক্ষ টাকা নয় কোটি কোটি টাকা খরচ হবে। যে কয়টা ব্রীজ আছে, সেগুলি করতেই ১ কোটি টাকা লেগে যাবে। তবে সেই টাকা কেন্দ্রীয় ফিনান্স কমিটির এপ্রুভেল ছাড়া হবে না! অ্যাপ্রুভেল পাব বলে আমরা আশা করছি। যেসমস্ত কাঁচা ব্রীজ আছে আছে, সেগুলি যাতে পাকা ব্রীজে পরিণত করা যায় তার জন্য দেড় কোটি টাকার ব্যবস্থা করেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য অ্যামপ্লয়মেন্ট পলিসি সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রেখেছেন। সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই, আমরা

১২,৫০০ এর কিছু বেশী পোষ্ট ক্রিয়েট করেছি। ওরা যদি মনে করেন, সি,পি.এম, কর্ম্মী চাকুরী থেকে বাদ যাবে তবে দুঃখের বিষয়। এটা আগের রাজত্বে ছিল। এখন সবাই পাবে। তবে এখানে আমি মনে করি, বিরোধী দল যে উপজাতি, ওরা সবচেয়ে বেশী চাকুরী পেয়েছেন। যদি এটার হিসাব চান, তাহলে আমি সংগ্রহ করে এনে দিতে পারি। কাজেই সি,পি,এম, এর লোক শুধু চাকুরী পাচ্ছে এ কথা ঠিক নয়। এই দলবাজী ছিল কংগ্রেসের সময়ে। তবে এত লোকের যেখানে চাকুরী হয়েছে সেখানে কিছু ভুল হতে পারে। মাননীয় সদস্যরা যদি সেটা দেখিয়ে দেন, তাহলে আমরা প্রত্যাহার করে নিতে পারি। মাননীয় সদস্যদের এটা বুঝা দরকার যে. কতগুলি কাজ আছে, যেসব কাজে নির্দিষ্ট কিছু কোয়ালিফিকেশানের দরকার আছে। সেই সবের জন্য সবসময় এস. সি,. এস. টি. এর প্রার্থী কম পাওয়া যায়। তাই এক পরিবারের মধ্যে চাকুরী হয়ে থাকে। ক্লাস ফোরকে এ ব্যাপার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কিছু ক্লাস ফোর লোকের চাকুরী হয়েছে। অনেক সময় কোন কর্মচারী বৃদ্ধ হয়ে থাকলে, তার ছেলেকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর ব্ল্যাক মানির কথা যা বলা হয়েছে, এটা খুব দুঃখ জনক কথা। গ্রামের ব্যাঙ্ক সম্পর্কে ওরা যে মন্তব্য করেছেন, তাও খুব দুঃখ জনক। এই প্রথম গ্রামে একটি ব্যাঙ্ক গেল। শুধু গ্রামই নয়, দুর্গম এলাকায় ওরা জুমিয়াদের মধ্যে গিয়ে ঋণ দিচ্ছে। আগে যেখানে মহাজনদের কাছে ৫-১০ টাকায় কার্পাস, তিল বিক্রী করতে জুমিয়ারা বাধ্য হত, আজকে সেই অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছে এই ব্যাঙ্ক। আজকে কোথায় এই রকম হচ্ছে বলতে পারেন ?

(ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ ঃ ছামনু)

ছাওমনু আমার জানা আছে। মাননীয় সদস্য থেকে আমি বেশী ছাওমনুতে যাই। রাজধর, গোবিন্দপুর, তিলথৈ এই সব আমাকে দেখাবেন না। আমার জানা আছে ঐ সব এলাকা। এই প্রথম একটা ব্যাঙ্ক গেছে। আমি বলছি না যে, সবাই পাচ্ছেন। সমস্ত জায়গায় যাতে পেতে পারেন, সেজন্য চেষ্টা করছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যেহেতু সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর বক্তব্য রাখছি তাই সমস্ত দিক আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মাননীয় সদস্যদের এটা বুঝবার জন্য আমি বলছি যে আমরা ত্রিপুরাতে যে কাজ করছি সেটা তো কোন দ্বীপের মধ্যে আমরা কাজ করছিনা। ভারতের অর্থনীতির যে চেহারা, তাতে আপনারা দেখবেন যে ভুমি সংস্কার বলে একটা জিনিষ সেখানে নেই। যে সমস্ত উদ্বৃত্ত জমি আছে, সিলিং-এর উপরে যে জমি আছে. তার পরিমাণ হচ্ছে আড়াই লক্ষ একরের বেশী। তার এক চিলও ভারত সরকার বিলি বন্টন করেন নি বিভিন্ন জায়গায়। সেই সমস্ত জমি জমিদার, জোতদার এবং মহাজনরা ভোগ করছেন বিভিন্ন কায়দায়। যে সমস্ত জিনিষ-পত্র কৃষককে কিনতে হয়, সেগুলি বেশী দাম দিয়ে কিনতে হয়। আর যাঁরা কলকারখানার মালিক আছেন, তাঁরা ক্রমশ বেশী টাকা পাচ্ছেন। অথচ যাঁরা তৈরী করেন, তাঁদের বেশী দিয়ে কিনতে হয়। পাটের দাম কমে যাচ্ছে, কার্পাসের দাম কমে যাচ্ছে, এমন কি কৃষকরা যে টাকা খরচ করে চাষবাস করে, সেটাকাও

তারা ঠিক মত জিনিষপত্র বিক্রি করে তুলতে পারছে না। কারণ সেগুলি বড় বড় জোতদার, মহাজন এবং চোরাকারবারীরা কুক্ষিগত করে রেখেছেন। সেখানে একটা লুটের রাজত্ব সৃষ্টি করেছেন। আজকে আমাদের অর্থনীতি এমন অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েছে যে, এক দিকে ট্যাক্সের বোঝা বাড়ছে, অপরদিকে রেলের ভাড়া বাড়ছে। একটা কথা ভুললে চলবে না যে, এই রাজ্য একটা দ্বীপ নয়। আর একটা জিনিষ লক্ষ করলে আমরা দেখব যে, যে জিনিষ আমাদের রপ্তানি করা উচিৎ নয়, সেই সমস্ত জিনিষও সোভিয়েতে রপ্তানি করা হচ্ছে। যারা এই সমস্ত জিনিষ রপ্তানি করছেন, তাঁদের গ্রেপ্তার করার পরিবর্তে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। সে জন্যই আমাদের দেশের লোক বিদেশে জিনিষপত্র চালান দিচ্ছেন। আজকে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করতে চাইছেন। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, আজকে মানি সাপ্লাই কেমন বেড়েছে, ১৫ পারসেন্টেরও বেশী মানি সাপ্লাই বেড়েছে। তার একমাত্র পরিনতি হচ্ছে ঘাটতি পূরণের জন্য মানি সাপ্লাই করতে হবে, ইনফ্লেশন হবে। তাই জিনিষপত্রের দাম ক্রমাগত বাড়তে বাধ্য। আমরা জানি আমাদের গণতন্ত্র অর্থ রোগে ভুগছে। তাই আজকে সংকট আমরা মুহ্যমান কাজেই এই যে দেখানো হচ্ছে যে আমাদের উৎপাদন বাড়ছে, শিল্প উৎপাদন বাড়ছে কাজেই উই হ্যাভ টার্ণ দি করনার, যে সমস্ত কথা আমরা বিশ্বাস করি না। যার শ্রমজীবি, যারা কলকারখানায় রয়েছে, কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষ এবং গ্রামের সাধারণ মধ্য বিত্ত যারা, তাদের উপর যাতে এই সমস্ত শোষনের জাতাকল না পড়ে, তার জন্যই আমরা আজকে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টের মাধ্যমে এই সমস্ত কাজ-কর্ম্ম করতে অগ্রসর হচ্ছি। বামফ্রন্ট সরকারই এই মৌলিক পরিবর্ত্তন আনতে পারে। বামফ্রন্ট সরকারই গরীব মানুষকে যতটুকু রিলিফ দেওয়া যায় তার জন্য চেষ্টা করছেন। সমস্ত সুযোগ সুবিধা যাতে সমাজের গরীব অংশের মানুষকে দেওয়া যায় তার জন্য চেষ্টা করছেন। আমি আশা করি এই হাউসের সমস্ত মাননীয় সদস্যরা এবং বাইরের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষরা, এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টকে সমর্থন করবেন।

PRESENTATION & ADOPTION OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE REPORT

Mr. Speaker :—Next Business before the House is the presentation of the Second Report of the Bussiness Advisory Committee. I would request the Hon'bel Dy. Speaker to present the Report of the Bussiness Advisory Committee to the House.

Mr. Dy. Speaker :—Mr. Speaker sir, I beg to present to the Hourse the Second Report of the Business Advisory Committee.

The Business Advisory Committee of the Tripura Legislative Assembly met on the 20th March, 1979 to consider allocation of time on the various items of bussiness for the current session of the Tripura Legislative Assembly Commencing for the period from 20th March tc 26th March, 1979 and recommended in pursuance of Rule 233 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly the alloction of time.

Mr. Speaker :—Now, I would request the Hon'ble Dy. Speaker to move the motion "that this House agrees with the allocation of time proposed by the Business Advisory Committee.

Mr. Dy. Speaker :—Sir, I beg to move "that this House agrees with the allocation of time proposed by the Bussiness Advisory Committee.

(The question that this House agrees with the allocation of time proposed by the Bussiness Advisory Committee was then put and agreed to by voice vote).

LAYING OF THE REPORT OF THE SELECT COMMITTEE

Mr. Speaker :—Next Bussiness before the House is the presentation of the Report of the Select Committee on the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Bill, 1979.

I would request the Hon'ble Chief Minister to present before the House the report of the Select Committee on the Tripura Tribal Autonomous District Council Bill, 1979.

Sri Nripen Chakraborty :—I beg to present to the House the Report of the Select Committee on the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Bill, 1979.

LAYING OF THE TRIPURA LAND REVENUE AND LAND REFORMS (ALLOTMENT OF LAND) (THIRD AMENDMENT) RULES, 1979.

Mr. Speaker :—Next item befor the House is laying of the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Allotment of Land (Third Amendment) Rules, 1979.

I would now the Hon'ble Revenue Minister to lay before the House the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Allotment of Land (Third Anendment) Rules, 1979.

Sri Biren Dutta :—Mr. Speaker Sir, I beg to lay befor the House "The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Allotment of Land) (Third Amendment) Rules, 1979.

INTRODUCTION, AND CONSIDERATION AND PASSING OF THE TRIPURA APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1979 (TRIPURA BILL NO. 1 OF 1979).

Mr. Speaker :—Next Business is Introduction of the Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979 (Tripura Bill No. 1 of 1979) I would call on the Minister-in-charge of the Finance Department to move his motion for leave to introduce the Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979 (Tripura Bill No. 1 of 1979).

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that leave be granted to introduce "The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill' 1979 (Tripura Bill No. 1 of 1979"'.)

Mr. Speaker :—Now the Question before the House is the motion moved by the Minister in-charge of the Finance Department.

'That leave be granted to introduce' the Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill. 1979 (Tripura Bill No. 1 of 1979)'

The motion was put to voice vote and the leave was granted. The Bill was introduced.

Mr. Speaker :— I would request the Minister in-charge of the Finance Department to move his mtoion for consideration of the Bill.

Shri Nripen Chakraborty :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move—"That the Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979 (Tripura Bill No. 1 of 1979) be taken into consideration.

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister—'That the Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979 (Tripura Bill No. 1 of 1979), be taken into consideration.

The motion was put to voice vote and carried.

Mr. Speaker :— Now I am putting the clauses of the Bill to vote :—

Cl. 2 & 3 do stand part of the Bill.

Cl. 2 & 3 was put to voice vote and agreed to.

Mr. Speaker :— Schedule do stand part of the Bill.

Schedule was put to voice vote and agreed to.

Mr. Speaker :—Cl. 1 do stand part of the Bill.

Cl. 1 was put to voice vote and agreed to.

Mr. Speaker :— THE TITLE do stand part of the Bill.

The Title was put to voice vote and agreed to.

Mr. Speaker :—Now I would request the Minister for Finance to move his next motion for passing of the Bill.

Shri Nripen Chakraborty :— Mr. Speaker sir, I beg to move 'That the Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979 (Tripura Bill No. 1 of 1979) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister for Finance :—'That the Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1979 (Tripura Bill No. 1 of 1979) as settled in the Assembly be passed.

The Bill was put to voice vote and passed.

CONSIDERATION OF THE TWENTYSIXTH REPORT OF THE COMMITTEE ON PRIVILEGES.

Mr. Speaker :—The next business before the House is consideration of the Twentysixth Report of the Committee on Privileges. I would now request Shri Amarendra Sharma, Chairman of the Committee on Privileges to move his motion for consideration of the Twentysixth Report of the Committee on Privileges.

Shri Amarendra Sharma :—Mr. Speaker Sir, I beg to move "That the Twentysixth Report of the Committee on Privileges be taken into consideration".

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by Shri Amarendra Sharma "That the Twentysixth Report of the Committee on Privileges be taken into consideration".

The motion was put to voice vote and carried.

ADOPTION OF THE 26TH REPORT OF THE COMMITTEE ON PRIVILEGES.

Mr. Speaker :—The next business before the House is the Resolution to be moved by Shri Amarendra Sharma, Chairman of the Committee on Privileges for adoption of the 26th Report of the Committee on Privileges,

I would now request Shri Sharma to move his Resolution.

Shri Amarendra Sharma :—Mr. Speaker Sir, I beg to move "That this House, having considered the 26th Report of the Committee on Privileges presented to this House on the 16th March, 1979, agrees with the findings and the recommendations of the Committee that Shri Mohanlal Roy, Editor of the "Nagarik" be reprimanded by the Speaker in the House for committing a breach of privilege and contepmt of the House and those of the Chief Minister as such Member of the House by wilfully publishing the impugned Editorial in his newspaper on the 17th June, 1978 with sole intention of lowering the dignity of the House and the prestige of the Chief Minister as Member of the House and resolves that Shri Mohanlal Roy be summoned before the 'Bar' of the House and reprimanded.

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the resolution moved by Shri Amarendra Sharma "That this House having considered the 26th Report of the Committee on privileges presented to this House on the 16th March, 1979, agrees with the findings and the recommendations of the Committee that Shri Mohanlal Roy, Editor of the "Nagarik" be reprimanded by Speaker in the House and those of the Chief Minister as a Member of the House by wilfully publishing the impugned Editorial in his newspaper on the 17th June, 1978 with sole intention of lowering the dignity of the House and the

prestige of the Chief Minister as a Member of the House and resolves that Shri Mohanlal Roy be summoned before the 'Bar' of the House and be reprimanded."

The Resolution was put to voice vote and adopted.

EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF THE REPORT OF THE COMMITTEE ON PRIVILEGES.

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Amarendra Sarma, Chairman of the Committee on Privileges to move his motion for extention of time for presentation of the Report of the Committee on Privilleges.

Shri Amarendra Sharma :—Mr. Speaker Sir, I beg to move—

"That the time for presentation of the Reports of Committee on Privileges (1) on the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Bimal Sinha, M. L. A., against Shri Nagendra Jamatia, as M. L. A. as referred to the Committee on 29-6-78 and also (2) on the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Keshab Majumder, M. L. A. against the Editor of the "Chinikok" a local weekly, newspaper as referred to the committee on 25-1-79 for investigation, examination and report, be extended upto the next Session."

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by Shri Amarendra Sarma—

"That the time for presentation of the Reports of the Committee on Privileges (1) on the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bimal Sinha, M. L. A. against Shri Nagendra Jamatia, M. L. A. as referred to the Committee on 29-6-78 and also (2) on the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Keshab Majumder, M. L. A. against the Editor of the "Chinikok" a local weekly newspaper as referred to the Committee on 25-1-79 for investigation, examination and report, be extended upto the next Session."

The motion was put to voice vote and adopted.

DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

Mr. Speaker :—Now I shall take up the notice of Shri Tapan Chakraborty who intended to raise discussion on matters urgent public importance.

I may point out here to the Members that there shall be no formal motion before the House nor voting. The Members giving notice may make short statement and the Minister shall reply briefly. If any other Member likes to participate in the discussion, I shall consider for allowing time. Total time alloted for the business 40 is minutes.

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই সভার সামনে আমি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি । কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আলোচ্য বিষয়টি হল—

"এফ. সি. আ'ই. কর্তৃক বরাদ্দমত আটা এবং চাল সরবরাহ না করায় কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের কাজ ব্যহত হওয়া সম্পর্কে।"

এফ. সি. আই. কর্তৃক বরাদ্দমত আটা এবং চাল সরবরাহ না করায়, কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের যে কাজ, সেটা ব্যহত হতে চলছে সে সম্পর্কে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ কবছি। দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই কারণে যে এর সাথে ত্রিপুরার ১৫ লক্ষ মানুষের স্বার্থ জড়িত। ফুড করর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া আমাদের রাজ্যে, অন্যান্য রাজ্যের মত খাদ্য, বিশেষ করে চাল এবং আটা ইত্যাদি সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছেন। এই দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পিত হয়েছে। কিন্তু আজকে এই বিশেষ পরিস্থিতিতে আমরা লক্ষ্য করছি, যেটা আজকে সবচাইতে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং চরম বিপজ্জনক একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। বিপজ্জনক বলছি এই কারণে যে, বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে ফুড ফর ওয়ার্কের যে কাজ আমরা চালু করেছি, সেই কাজ ব্যাহত হচ্ছে। ফুড এর ওয়ার্ক প্রকল্পে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক সক্ষম গ্রামীন বেকার, অল্প শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থানের যেমন প্রশ্ন আছে, ঠিক তেমনি অন্য দিক দিয়ে মার্চ মাসের পর থেকে, আগামী কয়েক মাস খরাজনিত পরিস্থিতি এবং অভাব অনাহার জনিত যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তার সংগে এই বিষয়টি যুক্ত। বামফ্রন্ট সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে এই বিষয়টি ছিল যে কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষকে কাজ দেওয়া হবে, বিনিময়ে সুন্দর ত্রিপুরা গড়ে তোলা হবে। কারণ আমরা দেখতাম প্রত্যেক বৎসর ত্রিপুরা রাজ্যে মার্চ মাসের পর যে দুর্দিনগুলি আসতো, সেই দুর্দিনে অনাহারে শত শত মানুষ প্রাণ হারাতেন। বাম-ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, বিগত ৩ মাসে একটাও অনাহারের খবর নাই। এই ফুড ফর ওয়ার্কের কাজের মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার সেই জিনিষ বন্ধ করতে পেরেছেন। ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের আশীর্বাদ পেয়েছেন ত্রিপুরা সরকার। আমরা দেখছি ত্রিপুরার এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে ত্রিপুরা রাজ্যে অগণিত রাস্তা গ্রামের মধ্যে গ্রামের সংযোগকারী রাস্তা অসংখ্য সৃষ্টি হয়েছে। যে সমস্ত জমি বালি পড়ে বা অন্যভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেই সমস্ত জমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। আমরা দেখেছি নুতন করে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজকর্ম হচ্ছে। যে সমস্ত স্কুল ঘর ভেঙ্গে-চুরে গিয়েছিল সেই সমস্ত অসংখ্য স্কুল ঘর মেরামত হয়েছে এই ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে। আমরা দেখেছি বারোয়ারী স্কুলগুলি মেরামত হয়েছে এই ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে। কিন্তু এমন একটা পরিস্থিতি আমরা লক্ষ্য করছি যে, ফুড কর্পোরেশন যে পরিমাণ খাদ্য দেওয়ার কথা ছিল, তা তারা দিচ্ছেন না। আমরা দেখেছি সময়মত আটা, সময়মত চাল সরবরাহ করা হয় না। আর যদিও বা চাল আসে সেইগুলি সাব-স্ট্যাণ্ডার্ড। সেগুলি নিম্নমানের এবং বস্তাবন্দী হয়ে পড়ে থাকে। যদি চার্জ করা যায় আটা নেই কেন, চাল নেই কেন তাহলে গোদাম ঘর দেখিয়ে দেন, সেখানে স্ট্যাগড হয়ে আছে সেগুলি মানুষে খাওয়ার উপায় নেই। এতে বামফ্রন্ট সরকারের কাজকে হেয় করার চেষ্টা করছে কিনা আমরা সেটা ভাবতে পারছি না। ত্রিপুরাতে প্রায় ৩,৪০০ মেট্রিক টনের উপর আটা সরবরাহ করা হয়েছে। দুই হাজার টনের উপর চাল সরবরাহ করার কথা জানুয়ারী মাস পর্যন্ত। আমরা

দেখছি গত জানুয়ারী মাস পর্যন্ত প্রায় ১৮ লক্ষ শ্রম দিবস কাজ হয়েছে ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে। তারমধ্যে ত্রিপুরায় দুইশ'রও বেশী প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে এবং আড়াইশ'এরও বেশী প্রকল্পের কাজ এখনও শেষ হয়ে যায়নি। গত ১৫।২।৭৯ইং তারিখে যে হিসাব আমরা নিয়েছি তাতে দেখা যায় এফ, সি, আই, এর যে গোদাম রয়েছে ত্রিপুরাতে, তাতে মাত্র ৬৫৬ টন চাল ছিল এবং এই চালের পরিমাণ থেকে একদিকে যেমন ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য চাল সরবরাহ করতে হবে, অন্যদিকে ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। অথচ ১৬,৬৫৬ টন চালের মধ্যে মাত্র ৪০০ টন চাল মাত্র খাদ্যের উপযুক্ত। এই বিরাট পরিমাণ চাল মানুষ খেতে পারবে না, অথচ ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার মাধ্যমে এই ত্রিপুরাতে গোদামজাত হয়ে আছে। মানুষ বলবে ত্রিপুরা সরকার আমাদের খাদ্য দিচ্ছে না। অন্যদিকে এই চাল যদি মানুষকে দেওয়া হয়, মানুষ খেতে পারবে না, এমনকি মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ করেছেন। সেজন্য ত্রিপুরার এফ, সি, আই,এর কর্তা যিনি আছেন, তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা করার। ফলে আমরা দেখছি ফুড ফর ওয়ার্কের আড়াইশ' প্রকল্প রয়েছে, সেগুলি বন্ধ হয়ে রয়েছে, সেগুলিতে আটা দেওয়া হচ্ছে না। সুতরাং আমাদের এমন ধারণা করা মোটেই অবান্তর হবে না যে বামফ্রন্ট সরকারের যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টাকে তারা আঘাত করে চলেছে। আমরা দেখেছি ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রায় ১৭ লক্ষ মানুষকে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউ-শনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে, পঞ্চায়েতগুলিতে একটা একটা করে রেশন সপ দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে পঞ্চায়েত নাই, নোটিফায়েড এরিয়া বা মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে, প্রত্যেক জায়গাতে রেশন সপ আছে। ৬৯৫টা পঞ্চায়েত রয়েছে। সেখানে প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতে একটি করে রেশন সপ আছে। যদি প্রত্যেক রেশন সপে চাল বা আটা সরবরাহ করতে হয়, তাহলে মানুষের গ্রহণযোগ্য চাল এবং আটা নিয়মিত সরবরাহ করতে হবে।

আমরা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে রেশন দোকান আছে সেগুলির মারফত যদি ত্রিপুরার রেশন ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখতে হয়, তাহলে ৩ হাজার টন চাল এবং ১,১০০ শত টন আটা প্রতি মাসের জন্য দরকার। এই সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখতে গেলে এফ,সি আই'র যে মজুদ তার উন্নতি করতে হবে। কিন্তু আজকে যেখানে ১ হাজার টনের বেশী চাল পাওয়া যাচ্ছেনা, আর মাত্র ৪০০ টন আটা পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে দরকার ১১ শত টন আটা, সেখানে মাত্র পাওয়া যাচ্ছে ৪ শত টন। কাজেই এফ,সি,আই'র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সমালোচনা না করে আমরা পারছি না এবং ত্রিপুরার সরবরাহ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্য অনুরোধ রাখছি। এখানে আর একটা জিনিষ উল্লেখ করতে চাই। সেটা হচ্ছে ত্রিপুরার জন্য চাল বা গম পাঞ্জাব থেকে ট্রেনে করে পাঠান হয়, কিন্তু সে চাল বা গম ধর্মনগরে না এসে অন্য কোথাও চলে যায়। যার ফলে সেগুলি দিনের পর দিন আটকা পড়ে থাকে, সেগুলির কোনে খোঁজ থাকে না। সেই চাল ও গম খোঁজ করে করে গোডাউনে এনে রাখার দায়িত্ব এফ,সি,আই'র রয়েছে, সেটা তারা পালন করছেননা।

সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব কেন্দ্রীয় সরকার যেন এফ, সি, আই'র উপর চাপ সৃষ্টি করেন এবং ত্রিপুরার মানুষের কল্যাণের জন্য ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ যাতে অক্ষুন্ন থাকে, আমাদের বামফ্রন্টের কর্মসূচী যাতে চালু রাখতে পারি এবং তার বিনিময়ে গ্রামীণ বেকারদের জন্য কাজ যাতে চালু রাখতে পারি, ত্রিপুরায় যাতে অনাহার মৃত্যু না হয়, তার জন্য এফ, সি, আই'র সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার জন্য, এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যদের মধ্যে যারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে চান, তারা আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, সর্ট নোটিশ ডিসকাশান এ আমি ক'টি কথা বলেতে চাই। এই নোটিশের বিষয়বস্তু হল এফ, সি, আই, কতৃ'ক বরাদ্দমত আটা এবং চাল সরবরাহ না করায়, কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের কাজ ব্যাহত হওয়া সম্পর্কে। আমরা জানি এই সমস্ত কাজ করার দায়িত্ব সরকারের এবং সরকারের যে সমস্ত আমলা শ্রেণী আছে তাদেরই হাতে এই গুরু দায়িত্ব আছে। রেশনসপের অথবা সরকারের গোদামে চাল, আটা, সরবরাহ করার দায়িত্ব আমলা শ্রেণীর। এবং আমলা শ্রেণী এই ব্যাপারে অবহেলা করছেনা বা ঠিকভাবে কাজ করছেন না, সে জন্য সরকারই দায়ী। এই সব জিনিষ সরকার থেকে বরাদ্দ থাকা সত্বেও সরবরাহের অভাবে গ্রামের মানুষ এইসব জিনিষ পাচ্ছেনা। এই প্রসঙ্গেআর একটি কথা বলতে চাই যে, মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ত্রিপুরায় আর অনাহারে মৃত্যু হয় নাই। কংগ্রেসী রাজত্বে শত শত মানুষ মরেছে উনি এই কথা বলেছেন। কং'গ্রসী শাসনের সময় শুধু মাননীয় সদস্যই নয় আমরাও ত্রিপুরায় ছিলাম যদিও এই বিধান সভায় মেম্বার ছিলাম না এবং সরকারী প্রশাসনের সঙ্গে খুব ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলাম না। এই কথা ঠিক নয় যে কংগ্রেসী শাসনের সময়ে শত শত লোক না খেয়ে মরেছে, দুই একজন অনাহারে মারা গিয়েছে এটা অস্বীকার করছিনা, কিন্তু শত শত এই কথা আমরা মানব না। দুই একটা কেস হয়েছে অনাহারে মারা গিয়েছে সেটা আমরাও জানি। কিন্তু এই বিধান সভাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী যে কথা বলেছেন যে অনাহারে মারা যায় নাই এটা ঠিক নয়। অনাহারে মারা গিয়েছে তার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। আমরা তথ্য নিয়েই কথা বলি, তথ্য ছাড়া কথা বলি না। দুই তিন দিন অনাহার মৃত্যু সম্পর্কে আমি একটা কলিং এটেনশন নোটিশ দিয়েছিলাম, সেটা এডমিট করা হয় নাই কেন ? (ইন্টারাপশান) মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ঘটনা সম্পর্কে আমার কলিং এটেনশান নোটিশ যে ছিল সেই মোশান এডমিট হয় নাই, সে জন্য আমি দুঃখিত।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার কলিং এটেনশান নোটিশ কি কারণে দেওয়া হয় নাই, সেই সম্পর্কে জানতে হলে আমার চেম্বারে যাবেন। আমি কারণ বলতে পারব। আমি চেলেঞ্জ করছি না। গত ১৬-২-৭৯ইং তারিখে এই গাঁও সভার অন্তর্ভুক্ত রজনী রিয়াং এর বাড়ী এবং তার পরিবার মুংলাই হরি অনাহারে রোগে ভোগে মারা যায়।

তারপরে ২৩-২-৭৯ ইং তারিখে জারদি মণি রিয়াং, ওখানকার মেম্বার এবং আরও যারা লীডার আছেন তাদের কাছে অনেক চেণ্টা করেও এক ফুটা সাহায্য সে পায় নি। পরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে মারা গেছে। এই জাবরদি মা, নামিরা রিয়াং, যখন আমি কাঞ্চনপুরে গিয়াছিলাম তখন আমার কাছে রিপোর্ট এসেছে যে ওরাও অনাহারে কিছু-দিনের মধ্যে মারা যাবে। ওখানকার রেভিনিউ, ইন্‌সপেক্‌টার তাদেরকে অনুরোধ করিছি যে ওদেরকে কিছু সাহায্য দিন। সেই দামছড়া, খেদাছড়া ইত্যাদি এলাকার এই অবস্থা চলেছে। ঐ সমস্ত এলাকায় কিভাবে বামফ্রন্ট সরকার ফুড ফর ওয়ার্কস চালু করেছেন এই হল দৃণ্টান্ত। কাজেই এখানে দামছড়া, খেদাছড়া প্রভৃতি এলাকায় যেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, রিং ওয়েলের ব্যবস্থা নেই, টিউবওয়েল নেই সে দিকে সরকারের দৃণ্টি নেই। আমরা বড় বড় পরিকল্পনা করছি, বড় অংকের টাকা বরাদ্দ করছি, কিন্তু গ্রামের মানুষের দিকে লক্ষ্য নেই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকের যে আলোচনা চলেছে চাউল, আটা সম্বন্ধে, সেখানে সরকার বলেছেন যে গাড়ীর অসুবিধা ইত্যাদি। এটা ঠিক নয়। এই কথা বলে সরকার আসল ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাওয়ারই চেণ্টা করেছেন। কাজেই আমি আর বেশী বলতে চাই না। ফুড ফর ওয়ার্কস যেটা চালু হয়েছে, সেটা শহরতলীতেই সীমাবদ্ধ সেটাকে গ্রামাঞ্চলে পেঁৗছে দেওয়া হয় নি। বিশেষ করে উপজাতি এলাকায় তাদের একটা মাত্র ফসল জুম। তাদের আউস আমন ফসল নেই। কাজেই এই সমস্ত এলাকায় মানুষকে রক্ষা করার জন্য এই চাউল, আটা সরবরাহ অব্যাহত রাখা হোক। এই অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীর সদস্য তপন চক্রবর্তী কর্তৃক উত্থাপিত যে আলোচনা সেটা সত্যিই উদ্বেগজনক। এই অবস্থা চলতে থাকলে ত্রিপুরার ফুড ফর ওয়ার্কসের কাজ ব্যাহত হবে, রেশনিং ব্যবস্থা অচল হয়ে যাবে এবং ত্রিপুরাতে খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন যে, শুধু বামফ্রন্ট সরকারই দায়ী। কিন্তু এই অবস্থা যাতে সৃণ্টি না হয় সেদিক থেকে বামফ্রণ্ট সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, সেদিকে তাদের নজর দেওয়া উচিত। আমরা দেখেছি যখন এই ত্রিপুরাতে চাউল আটা সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য সরকার চেণ্টা করছেন, তখন ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া যে চাউল দিত সেটা ছিল সাবণ্ট্যাণ্ডার্ড মানুষের খাওয়ার অযোগ্য। মানুষ গেলে মরার সম্ভাবনা আছে। প্রায় সতের হাজার মেট্রিক টন পঁচা চাউল তাদের গুদামজাত ছিল। ত্রিপুরা সরকার আপত্তি করেছিলেন যে এই ধরনের সাব-ণ্ট্যাণ্ডার্ড চাউল ত্রিপুরায় পাঠাবেন না। ত্রিপুরার জন্য ভাল চাউলের ব্যবস্থা করুন। কিন্তু এফ,সি,আই এর উপর কোন রকম গুরুত্ব দেয় নি এবং খারাপ চাউল গুদামজাত করার ব্যবস্থা তারা অব্যাহত রেখেছে। এমন কি চাউল এফ, সি, আইএর গুদামে পরীক্ষানিরিক্ষা করে বলা হয়েছে যে এটা মানুষের খাওয়ার অযোগ্য। ত্রিপুরাতে খাদ্যাভাব না হয় তার জন্য সরকার যথেণ্ট চেণ্টা করছেন। বার বার কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীকে এই ধরণের চাউল না পাঠা-

নোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে এবং ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বলা হয়েছে। আমাদের এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। ধর্মনগরে আমাদের যে রেল লাইন আছে সেটা সাফিসিয়েনট নয়। অনেক সময় মাল আনতে ওয়াগন পাওয়া যাচ্ছে না লাইন পাওয়া যাচ্ছে না আরও নানা রকম অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মাসাধিককাল আগে থেকে যোগাযোগ করা হয়েছে। খারাপ চাউল সম্পর্কে অনেক অভিযোগ করা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারকে তিনি আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে খারাপ চাউল যাতে রাজ্য সরকার না নেয়। তার পরিবর্তে ভাল চাউল দেওয়া হবে। কিন্তু তা সত্বেও আমরা দেখছি যে এখানে সেই খারাপ চাউলকে গোদাম-জাত করে রাখার চেষ্টা চলছে। কাজেই এফ,সি,আই নিজেই একটা ষড়যন্ত্র করছে বলে আমরা মনে করি। খাদ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে উত্তর প্রদেশ থেকে ত্রিপুরার মানুষের জন্য খাদ্য পাঠানো হবে, কিন্তু সেই খাদ্য আজও এসে পোঁছায়নি। এফ,সি,আই এই ব্যাপারে কোন রকম গুরুত্বই দিচ্ছে না। তারা সমস্ত ব্যাপারটাকে অবহেলা করে চলছে যাতে এখানকার মানুষ খাদ্যাভাবে পরে বামফ্রন্টের যে কর্মসূচী সাধারণ মানুষের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য করা, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে। চাউল এবং আটার যে বর্তমান অবস্থা সর্বনিম্ন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। শীঘ্রই যদি এই চাউল এবং গম আমদানীর ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে রেশন সপের মাধ্যমে যে চাউল এবং আটা দেওয়া হয়, সেই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা যাবে না। কাজেই আজকে এই হাউসের কাছে আমার বক্তব্য হচ্ছে, যাতে এই রকম একটা অবস্থার সৃষ্টি না হয়, সেজন্য এফ,সি,আই যাতে বাধ্য হয়, শীঘ্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে, তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং এফ,সি,আইর উপর চাপ সৃষ্টি করা দরকার। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেশের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হচ্ছে। দেশের মধ্যে খাদ্যের কোন রকম অভাব নাই। উপরন্তু বিদেশে চাউল পাঠানো হচ্ছে। কাজেই এই অবস্থায় আমরা এফ,সি,আইর যে কার্যকলাপ, তাকে মেনে নিতে পারছি না। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলে দিতে চাই যে খাদ্যাভাবের দিকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে ঠেলে দিতে পারি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের এখানে যে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ বন্ধ হয়ে আছে, অদূর ভবিষ্যতেও এটাকে চালু করার মতো কোন সম্ভাবনা নাই। ফলে গ্রামের বেকার এবং গরীব মানুষেরা উপবাস থাকবে। অপর দিকে রেশন সপগুলির মধ্যে যে একটা অব্যবস্থার সৃষ্টি হবে, সেটা আমরা মেনে নিতে পারছি না। আজকে যেখানে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ চালু রাখতে হলে আমাদের ২০ হাজার মেট্রিকটন চাউলের দরকার। এই চাউল যদি না পাওয়া যায়, তাহলে আমাদের ফুড ফর ওয়ার্কের কাজটা চালু রাখা যাবে না। আমাদের রেশন দোকানগুলি চালাবার জন্যও আমাদের আরও ২৫ হাজার মেট্রিকটন চাউলের দরকার। কাজেই এই রকম একটা ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে আমরা নীরব থাকতে পারি না। এফ,সি,আইর এই যে ষড়যন্ত্রমূলক কাজ তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রত্যেককে রুখে দাঁড়ানো দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যেসব বক্তব্য রেখেছেন, তার সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলতে চাইছি। কারণ তারা বলেছেন, যখন রাজ্যের এইরকম খাদ্য পরিস্থিতি, তখন সরকার পক্ষ শুধু কেন্দ্রীয় সরকার আর এফ,সি,আইর উপর দোষ চাপিয়ে নিয়ে নিজেরা

খালাস হতে চায়। কিন্তু আমাদের সরকার এই সম্পর্কে অনেক দিন যাবত ভারত সরকার এবং এফ,সি,আইর কর্মকর্তাদের সজাগ করে দিয়েছে, তা সত্বেও, কি ভারত সরকার, কি এফ,সি,আই, কেউ এর কোনরকম গুরুত্ব দেয়নি। কাজেই এই রকম একটা অবস্থায় রাজ্য সরকারকে দোষ দিয়ে এই ধরনের কথা বলা বিরোধী সদস্যদের পক্ষে ঠিক হয়েছে বলে আমি মনে করি না। তারা আরও বলেছেন যে কংগ্রেস সরকারের আমলে খাদ্যের অভাবে শত শত লোক কোনদিন মারা যায় নাই, অথচ এই সরকারের আমলে অনেক লোক খাদ্যের অভাবে না খেয়ে মারা যাচ্ছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যদি তাদের কথা হয়, তাহলে যখন কেউ খাদ্যাভাবে মারা যাচ্ছে, তখন জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে, তারা কেন রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। অথবা খবরের কাগজগুলি কেন এই ধরনের দুই একটা ঘটনার কথা তাদের কাগজে লেখেন নাই। কিন্তু অন্যদিকে আমরা যদি কংগ্রেস আমলের কথা ধরি, তাহলে দেখব যে সেই সময়ে প্রায় প্রতিটি পত্র-পত্রিকাতে মানুষের না খেয়ে মরার কথা প্রতিদিনই ছাপা হয়েছে। কাজেই আজকে একটা দায়িত্বশীল বিরোধী পক্ষ হিসেবে বর্তমানে এফ,সি,আই চাউল এবং আটার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে তাদের নিজেদেরই সোচ্চার হওয়া উচিত ছিল। এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্যাভাবের কথা চিন্তা করে নয়, বরং ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, তাদের উন্নতির জন্য, তাঁরা এবং আমরা সবাই একত্র হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং এফ,সি,আইর উপর চাপ সৃষ্টি করা দরকার। কিন্তু সেদিকে তাঁরা যেতে চাইছেন না। কারণ তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতিয়ার হিসাবে এখানে তাঁদের বক্তব্য রাখতে চাইছেন। এই কথাগুলি বলে মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী যে প্রস্তাবটি এনেছেব, আমি তাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি এবং এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী, এই হাউসের সামনে যে মোশানটি উত্থাপন করেছেন, তা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং সমর্থনযোগ্য। কেননা, আমরা লক্ষ্য করছি বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর যে ফুড ফর ওয়ার্কের কর্মসূচী চালু করা হয়েছে, তারপর থেকে ত্রিপুরাতে বেকারের সংখ্যা কমে গিয়েছে। কারণ আমরা জানি যে ত্রিপুরা এমন একটা রাজ্য, যে রাজ্য বেকার সমস্যায় জর্জরিত, হাজার হাজার বেকার রয়েছে গ্রামে, গঞ্জে এবং শহরের মধ্যে। তারা কোন-ক্রমে কায়ক্লেশে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করছে। এর কারণ হলো ত্রিপুরাতে এমন কোন কল কারখানা নাই, এমন কোন ফেক্টরি নাই যেখানে কাজ করে তারা তাদের নিজেদের পেট চালাতে পারে। এই অবস্থায় ফুড ফর ওয়ার্কের যে কর্মসূচী, সেটা তাদের অভিশপ্ত জীবনে আংশিক চাহিদা মিটানোর পক্ষে কিছুটা সুরাহা করেছিল। কাজেই এই কর্মসূচীটাকে সারা বৎসর ধরে চালানোর দরকার আছে বলে আমরা মনে করি। কিন্তু এফ,সি,আই আমাদের রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে যে একটা ষড়যন্ত্র করছে, তার একটা যথাবিহিত ব্যবস্থা হওয়া দরকার। আর এটাই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ না খেয়ে মরতে চায় না। তারা মানুষের মর্য্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। যে চাউল মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত নয়, সেই চাউল ত্রিপুরাতে পাঠানো চলবে না। কাজেই ত্রিপুরা থেকে এই কণ্ঠ গর্জে উঠা উচিত। কিন্তু বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা

এই হাউসে তাঁদের বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমালোচনা করেছেন যে, বামফ্রন্ট সরকার ফুড ফর ওয়ার্কের কাজটা ঠিকমত করছেন না। তাঁরা বলেছেন যে, এখানে অনাহারে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে, তাঁরা নিজেরা সেটা দেখতে পাচ্ছেন। এই ধরণের বক্তব্য তাঁরা এই হাউসের সামনে রেখেছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, যখন কোন মানুষ না খেতে পেয়ে মরছে, যেটা নাকি তাঁরা নিজেরা প্রত্যক্ষ করেছেন বলে বলছেন, তখন তাঁদের সচেতনতা কোথায় ছিল? তখন তাঁরা মানুষটাকে মরবার সুযোগ করে দিলেন, অথচ সরকারকে জানালেন না যে একটা মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। আর আজকে এই সভাতে এসে বলছেন যে অমুক লোক অমুক জায়গাতে না খেয়ে মারা গিয়াছে। কিন্তু যে লোকটা না খেয়ে মারা গেল বা তাকে মরবার সুযোগ করে দেওয়া হল, তখন কি তাঁদের কোন দায়িত্ব ছিল না বা তাঁদের কি কোন সচেতনতা ছিল না, না তারা এটাকে তাদের কর্ত্তব্যবোধ বলে মনে করেননি? কাজেই জনপ্রতিনিধি হয়ে উনাদের যে কর্ত্তব্য পালন করার কথা ছিল, সেই কর্ত্তব্য উনারা যথাযথ পালন করেছেন কিনা, তার বিচার করার ভার এই হাউসের সামনে আমি রাখছি। আমার মনে হয়, বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করার যে প্রবণতা সেই প্রবণতার জন্য এই সব কথা বেরিয়ে আসছে। প্রকৃত পক্ষে এই মনুষ্য খাদ্যের উপযোগী চাল সরবরাহ করতে হবে এবং সেটা আমাদের জানিয়ে দিতে হবে কেন্দ্রকে, যাতে কেন্দ্র অতি সত্বর এই মনুষ্য খাদ্যের উপযোগী চাল সরবরাহ করেন, ফুড ফর ওয়ার্ক যাতে আমরা চালিয়ে যেতে পারি, সে জন্য। কাজেই এই ফুড ফর ওয়ার্ককে আমাদের সর্ব প্রথমে, সর্ব প্রকারে চালু রাখতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে প্রস্তাব এখানে এসেছে, সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শীতপন কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক আনীত প্রস্তাব সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এই ফুড ফর ওয়ার্ক, কেন্দ্রের জনতা সরকারের পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা কেন্দ্র নিয়েছেন, যাতে গ্রামের গরীব অংশের মানুষ কিছু সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। এই ফুড ফর ওয়ার্ক শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, সারা ভারতবর্ষেই রয়েছে। ত্রিপুরার গরীব অংশের মানুষ যাতে সুযোগ সুবিধা পেতে পারে সে জন্য ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও এটা গ্রহণ করা হয়েছে। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এটাকে রূপ দিতে স্বচেষ্ট হয়েছেন, এটা আনন্দের কথা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ফুড ফর ওয়ার্কের প্রকল্প বন্ধ করে দিয়েছেন কিংবা এফ. সি. আই. এই প্রকল্প বন্ধ হওয়ার জন্যে দায়ী যতটা, তার চেয়ে বেশী দায়ী বামফ্রন্ট সরকার-এর কতগুলি কার্য্য আমরা বিধানসভার অধিবেশনের প্রথম থেকেই অভিযোগ করে আসছিলাম, বামফ্রন্ট সরকারের এই কাজ-কর্মের। ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ যখন শুরু হয়, তখন আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে, বড় বড় জমিদারের ছেলে কন্ট্রাকট্ পাচ্ছে কাজ করার জন্য, বিশেষে করে সি পি এম ক্যাডারভুক্ত লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলাম। জনতা, উপজাতি যুব সমিতি, কংগ্রেস কেও ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ পায় নি। কারণ ১·২৫ পয়সা থেকে ২৫ পয়সা সি পি

ফাণ্ডে জমা দেবে না বলেছিল তাই। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার এটাকে জনগণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে, তাদের পার্টির লোকদের পাইয়ে দেবার জন্য ব্যবস্থা করছেন। গরীব জনগণ উপকৃত হচ্ছে না, অথচ সি পি এম'এর ফাণ্ড বড় হয়ে যাচ্ছে, আমাদের অভিরামবাবু বলেছেন, এক্ষণই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষ মিলে জেহাদ ঘোষণা করা হউক। আমরা এটা সমর্থন করতে পারি না। খাদ্যের ব্যাপারে এখনই জেহাদ ঘোষণা করার দরকার নেই। তাঁদের কথা হচ্ছে, ছলে, বলে, কৌশলে জনগণকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া। সেই জন্যই আমি বলছি, কেন্দ্র যতটা দায়ী, তার চেয়ে বেশী দায়ী বামফ্রন্ট সরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেন্দ্রীয় সরকার এখনও এই প্রকল্প বন্ধ করেন নাই। তবে বন্ধ করার মনোভাব আছে বলেই আমি মনে করি। কারণ জনতা, উপজাতি যুব সমিতি, কংগ্রেস, সি, এফ, ডি, মিলে কেন্দ্রের কাছে নালিশ করে-ছিলাম, এই ফুড ফর ওয়ার্কে বামফ্রন্ট সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে।

(ভয়েসেস ফ্রম রুলিং বেঞ্চ ঃ---এইবার আসল কথায় আসলেন)

তাঁরা অস্বীকার করেছেন যে, না খেয়ে লোক মারা যাচ্ছে না। লোক মারা গেলে তারা বলেন যে, না খেয়ে মারা যায় নি, অসুখে মারা গিয়েছে। সেই একই পুরানো কংগ্রেসী কায়দা। কংগ্রেস যা বলেছিল, বামফ্রন্ট সরকারও তাই বলেছে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের চিন্তা-ধারা কি বুঝতে পারছি না। বামফ্রন্ট সরকারকে বলছি, দলবাজী ছাড়ুন। সাধারণ মানুষের স্বার্থে যাতে কাজ করতে পারেন, সে দিকে চেষ্টা করুন। আজকে দেখছি না খেয়ে জাদরতিমা রিয়াং মারা গিয়েছেন। তার স্ত্রী নশিলা রিয়াং শয্যাশায়ী। তার শিশু পুত্রকে সরজয় রিয়াং নামে এক সি পি এম ক্যাডারভুক্ত লোকের কাছে বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছে। সেই জন্য অনুরোধ করছি, এই ব্যাপারটি ভেবে দেখবেন এবং আরো অনুরোধ করছি, ফুড ফর ওয়ার্কের কাজটি দলীয় স্বার্থে ব্যবহার না করে, জনগণের স্বার্থে যাতে ব্যবহার করা হয়, সেই চেষ্টা করুন।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল চৌধুরী ঃ---মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী যে প্রস্তাব উৎথাপন করেছেন তার সমর্থনে বলছি। প্রথমতঃ যে কথাটা সেটা হচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারে এসে দেখতে পেলেন, এফ. সি. আই. গুদামে যে চাল আছে, প্রায় ১৭,০০০ মেঃ টন তা সাধারণ মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত নয়। এই চাল বিভিন্ন এ্যানা-লিষ্টের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখা গেল, এটা হচ্ছে নিম্ন মানের চাল। এটা যখন কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে আনা হল, তখন কেন্দ্রীয় সরকার বলে দিলেন, এই চাল আমাদের সরবরাহ করা হবে না। এই কথা বলা সত্বেও, দীর্ঘ ১ বৎসর প্রায় অতিক্রান্ত হয়ে গেল, এখনও ঐ ১৭,০০০ মেট্রিক টন মানুষের অনুপযোগী চাল ফেরৎ দেওয়া হয় নি। ঐ চাল বিভিন্ন রেশন শপের মাধ্যমে ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা চলছে এখনও। কাজেই একটা কথা প্রথমে বিবেচিত হবে, এই যে চাল ১৭,০০০ মেট্রিক টন, এটা ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরে হয়নি। এটা আগের ঘটনা। কাজেই এটা বুঝতে হবে, এটার জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে দায়ী করা চলবে না। কাজেই যে চাউলটা বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে আসার আগেই মজুত ছিল, ত্রিপুরা রাজ্যের এফ, সি, আই, গো-ডাউনে। সেটা মাননীয় সদস্যরা লক্ষ্য

করুন, তাহলে আমার মনে হয় ওরাও বুঝতে পারবেন, এবং বিভ্রান্তি থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পাবেন। ফুড ফর ওয়ার্ক ত্রিপুরা রাজ্যে চালু করে দুর্গম এলাকায় সাধারণ মানুষের চলার উপযোগী রাস্তাঘাট করা হয়েছে। আজকে সেই সব দুর্গম এলাকার লোকেদেরকে চলার উপযোগী রাস্তা করে সভ্য জগতের পর্যায়ে আনার চেষ্টা হয়েছিল, যা এতদিন কংগ্রেস রাজত্বে হয়নি। তবে এখনও ফুড ফর ওয়ার্কের দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যে কিছু কিছু কাজ করার প্রয়োজন আছে এটা আমি অস্বীকার করি না। এখনও ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে সাধারণ গ্রামীন যে যে বেকার দরিদ্র মানুষ তাদের অসময়ে কাজ দিয়ে বাচার যে নিম্নতম চাহিদা সে চাহিদা পূরণের জন্য যে, ব্যবস্থা, সে ব্যবস্থাই বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছেন। ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে কাজের অর্থ হচ্ছে যে সাধারণ গরীব মানুষের অন্নের সংস্থান করা এবং তার যে কাজ মানুষের জীবনে কল্যাণ করা, এবং মানুষকে খাইয়ে বাচিয়ে রাখা। এই ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে অনেক কাজ হয়েছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা দেখবেন যে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামে-গঞ্জে অনেক জায়গায় রাস্তাঘাট ছিল না, কিন্তু আজ সেখানে অনেক রাস্তা-ঘাট তৈরী হয়েছে। যেখানে কৃষির জন্য জলের কোন ব্যবস্থা ছিল না, সেখানে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনারা দেখুন বা না দেখুন, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষ এই কাজগুলিকে খুব সুতীক্ষ্ণ নজরে দেখছেন। পূর্বে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা গ্রামে যে পড়াশুনা করবে, তার জন্য কোন স্কুল ঘর ছিল না; কিন্তু আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাইমারী স্কুল ঘর তৈরী হচ্ছে ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে। এই স্কুল ঘর তৈরীর জন্য কোন অফিসারের কাছে যেতে হবে না। কারণ গ্রামের নির্ব্বাচিত গাঁও প্রধান যিনি, তিনি ২ হাজার টাকা পর্যন্ত স্কীম দিতে পারবেন এবং সেই টাকা দিয়েই সেখানে স্কুল ঘর তৈরী হবে। ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে আমরা কৃষি কার্য্যের সমস্ত ব্যবস্থা, চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট এবং শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে না পারলেও, অনেক দূর এই কাজে অনগ্রসর হয়েছি। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের কল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার এই কাজে অগ্রসর হয়েছে এবং হবে। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যতই বলুন না কেন ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে কোন কাজ হয়নি, আসলে তারা সত্য কথা বলছেন না। কারণ ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ হয়েছে। আর একটা কথা হচ্ছে যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে যেভাবে কাজ বাড়ছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যে জন সংখ্যা, তার জন্য নিম্নতম চাহিদা; সেটা যদি ধরা যায়, তাহলে ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য ২০ হাজার মেট্রিকটন চাউল বা আটার প্রয়োজন এবং রেশনসপের জন্য ২৫হাজার মেট্রিকটন চাউল এবং আটার প্রয়োজন। আমরা যদি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব যে ত্রিপুরা রাজ্যে এফ,সি,আই যে চাউল সরবরাহ করছে, সে চাউলের পরিমাণ যদি দেখি, তাহলে দেখা যাবে যে ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্য ভাণ্ডার প্রায় শূন্য। আর একটা জিনিষ যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে, শুধু মাত্র একটি রেল লাইনের উপর নির্ভর করে পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্য থেকে খাদ্য সম্ভার এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ আমাদের সরবরাহ করতে হয়। কাজেই এই দিকটাও আজকে উপলব্দি করার জিনিষ। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে চাল, তেল, লবন ইত্যাদি সমস্ত জিনিষের সংকট দেখা দিয়েছে তাই বর্ত্তমানের অবস্থা দেখে আমার মনে

হচ্ছে বর্ষার আগে ঐ জিনিষগুলির কোনটাই আনা সম্ভব হবেনা এফ,সি,আই-এর কল্যাণে। কারণ, এত দিন যা করা সম্ভব হয়নি, সেটা বর্ষার সময় করা যাবে না। এদিকে বর্ষার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের এই অবস্থা এফ, সি, আই এর কল্যাণেই হয়েছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে চাউল নেই তাই এফ, সি, আই পচা চাউল এবং আটা সরবরাহ করছে এবং সেই পচা চাউল এবং আটা রেশনসপের মাধ্যমে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষকে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা এও জানি যে কোন কোন জায়গায় রেশনসপের ডিলাররা সেই পচা চাউল এবং আটা রিফিউজ করেছেন, এমন কি যারা ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করেছেন, তারাও সেই চাউল এবং আটা নিতে রাজী হননি। কারণ এফ,সি,আই এর মাধ্যমে যে আটা দেওয়া হয়েছে, সেটা ছিল নিম্ন মানের। এইভাবে সাধারণ মানুষকে পচা চাউল খাওয়াবার জন্য যে একটা চক্রান্ত চলছে, সেই চক্রান্ত সম্পর্কে আমি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে যেখানে পচা চাউল ত্রিপুরা রাজ্যে দেওয়া হচ্ছে সে জায়গাতে আমর দেখছি যে এখান থেকে সোভিয়েত রাশিয়াতে চাউল রপ্তানি করা হচ্ছে। যে জায়গায় ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ খেতে পারছে না, সে জায়গায় এখান থেকে বইরে চাউল রপ্তানি করা হচ্ছে, এর কারণ কি ? কেন্দ্রীয় সরকার এই যে কাজ করছে বন্ধু সরকারের কাজ বলা চলে না। বন্ধু সরকার আমরা কাকে বলবো ? যিনি জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করেন, তাকেই বন্ধু সরকার বলা হয়। সরকার যদি জনগণের মুখের গ্রাস কেড়ে নেন, তাহলে তাকে বন্ধু সরকার বলা যাবে না। কাজেই সেই সরকারের সমালোচনা করতে হবে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে পচা চাউল দেওয়া হচ্ছে অন্য কোন দেশে এই রকম চাউল দেওয়া হয় না। ত্রিপুরা রাজ্যের এখনও এমন অনেক জায়গা আছে; যেখানে আজও ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করা উচিত। কারণ এমন অনেক জায়গা আছে, যে স্থান আজও দুর্গম বলে পরিচিত। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে আজও জল সেচের কোন বন্দোবস্ত করা হয়নি। অনেক জায়গায় নামে মাত্র স্কুল ঘর আছে, সেখানে ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে সেই সমস্ত স্কুলঘর মেরামত করা উচিত। এফ সি আই কর্তৃক বরাদ্দ মত আটা এবং চাউল সরবরাহ না করায়, কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। সে জন্য আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছি। এই বলে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা খুবই দুঃখজনক যে, আমাদের খাদ্য পরিস্থিতির উপর উদ্বেগ প্রকাশ করে একটা আলোচনা এখানে শুরু করতে হয়েছে। আমরা বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারণের কাছে কোন জিনিষ গোপন করতে চাই না। কারণ শেষ পর্যন্ত তাদের ক্ষমতায় আমরা বিশ্বাসী এবং রাজ্যিক স্তরে কোন সমস্যা যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে সে সমস্যা সমাধানে আমরা তাদের সহযোগিতা কামনা করি। এখানে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সেটা হাচ্ছ মনুষ্য সৃষ্ট সমস্যা। খাদ্যের কোন অভাব ঘটেনি। দেশে কোন খাদ্যের অভাব আছে বা এফ সি আই'র হাতে খাদ্যের অভাব আছে, তা নয়। এখানে যে নিম্নমানের চাল সরবরাহ করা হয়,

কংগ্রেস সরকার যদি থাকতেন, তাহলে হয়তো সেই নিম্নমানের চাল রেশন সপে চলে যেত। বিরোধী গ্রুপের বন্ধুরা তাই চাচ্ছিলেন যে ১৭ হাজার মেট্রিক টন খারাপ চাল রেশন সপের মাধ্যমে বিলি করতে। কেননা তারা তাদের প্রভুদের নিকট থেকে এই জিনিষটাই দেখে আসছেন। শ্রীমতী গান্ধী এবং তার শিষ্যরা তাই করতেন। ত্রিপুরা রাজ্যে এই প্রথম, যেখানে নাকি বামফ্রন্ট সরকার এই নিম্নমান চালের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। এফ সি আই গোডাউনে গিয়ে আমরা বলেছি এই নিম্নমানের চাল সরবরাহ না করতে। যদি আমাদের রেশন সপে চাউল নাও থাকে, তাহলেও আমরা এই নিম্নমানের চাল নেব না। সেটা অনেকদিন আগের ঘটনা। আমরা কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রীকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানালাম যে এই নিম্নমানের চাল আমরা নেব না। তার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে লোক পাঠানো হল, প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হল যে, নিম্নমানের চাল আর পাঠানো হবে না। কিন্তু তারপর সেই নিম্নমানের চালই আসতে আরম্ভ করল। শেষ পর্যন্ত তা বেড়ে ১৭ হাজার মেট্রিক টনে গিয়ে পৌছল। তারপর যখন আমরা এই চালের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আরম্ভ করলাম, পাবলিক এ্যানলিষ্টের কাছে পাঠানো হল এবং কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর কাছে লেখা হল, তারপর তিনি বললেন যে, এ ধরণের চাল এভারেজ কোয়ালিটির নয় আপনারা সে চাল নেবেন না। আমরা কিছু ভাল চাল দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার পরিমাণ ৩।৪ হাজার মেট্রিক টনের বেশী নয়। তারপর আমি দিল্লীতে যাই, এই বিষয় নিয়ে এফ সি আই এর সঙ্গে আলোচনা করি এবং বলি যে এই নিম্নমানের চাল আমরা নেব না, আপনারা ভাল চাল সরবরাহ করুন। আমাদের যে খাদ্য সঙ্কট, সেই সঙ্কটের একটি পূর্ণ চিত্র তাদের কাছে তুলে ধরা হয়। তারপর উনারা আমাদেরকে বলেন যে ইউ, পি থেকে চাল পাঠাবেন। ইউ,পি থেকে থেকে ১৫ দিনের মধ্যেই সেই চাল আসতে আরম্ভ করল। তারা আমাদেরকে ৩ হাজার মেট্রিক টন চাল দেবেন। এবং তারই প্রথম কিস্তি হিসেবে ইতিমধ্যেই ৭০০ টন চাল ধর্মনগরে এসে পৌছেছে। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চই জানেন ১৯৭৯-৮০, এই এক বৎসরে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে চাল ৪৫ হাজার মেট্রিক টন এবং গম ২৫ হাজার মেট্রিক টন। গত বছর আমাদের বরাদ্দ ছিম ৪০ হাজার মেট্রিক টন চাল এবং ১৫ হাজার মেট্রিক টন গম। তার মধ্যে আমরা পেয়েছি ২৩,৬৩১ মেটিক টন চাল এবং ২৮১৮ মেট্রিক টন গম। আমাদের জন্য বরাদ্দকৃত চাল ও গমের সামান্য অংশই এ পর্যন্ত আমরা পেয়েছি। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য যে সরবরাহ গতিবেগ সৃষ্টি করার প্রয়োজন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এফ,সি,আই সে গতিবেগ এখনও সৃষ্টি করতে পারেন নি। যার ফলে আমাদের খাদ্য ভাণ্ডার প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে পৌছেছে। শুধু ফুড ফর ওয়ার্কেই যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তা নয়, রেশন সপগুলিকে যে মোডিফায়েড স্কীমে আমরা চালাচ্ছিলাম, সেই সমস্ত দোকানেও নির্দ্ধারিত দামে আমরা চাল সরবরাহ করতে পারছি না। এটা সত্যিই একটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতির ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাজারে চালের দাম ক্রম উর্দ্ধমুখী। আজকের এই প্রস্তাবটির উপর মাননীয় সদস্যরা যে আলোচনা করেছেন, আমরা চেষ্টা করব সেই আলোচনার একটি প্রতিলিপি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠাতে। তারা যাতে আমাদের যে সমস্যা, সেই সমস্যার উপব গুরুত্ব দেন, এবং এফ,সি,আইকে আরও ভাল মানের চাল পাঠাতে সক্রিয় করেন। এই

সম্পর্কে রেলওয়ে দপ্তরেরও একটা বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। আমরা রেলওয়েকে অনুরোধ করব যাতে এই এলাকার জন্য অতিরিক্ত রেলওয়ে ওয়াগন প্লেস করেন, যার মাধ্যমে আমরা তাড়াতাড়ি ভাল চাল আনতে পারি। চাল ব্যাতীত গমের বরাদ্দও আমরা খুব কম পেয়েছি। অথচ ভারত বর্ষের প্রতিটি রাজ্যে গমের উৎপাদন ভালই হচ্ছে। কাজেই এই এলাকার জন্য আরও বেশী করে যাতে গমের বরাদ্দ করা হয়, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব। ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে এই হাউসের যে উদ্বেগ, সেই উদ্বেগ আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাব যাতে দ্রুত চাল ও গম আমরা এখানে পেতে পারি। আমরা আশা করেছিলাম যে আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা, ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান এই খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের সঙ্গে একই সুরে কথা বলবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় উনারা সে পথে না গিয়ে উল্টো পথে পা বাড়িয়েছেন। উনারা কি ভেবেছেন যে শ্রীমতী গান্ধী আবার ক্ষমতাতে আসবেন? শ্রীমতী গান্ধীর আসার রাস্তা তাড়াতাড়ি হবে না, একথা উনারা জেনে রাখুন। শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্বে অনাহারে এখানে ১২৭ জনের মৃত্যু হয়েছিল, এখন আমি এবং দশরথবাবু গিয়েছিলাম এই এলাকাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করার জন্য। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী তা করেন নি। এক পয়সা শ্রীমতী গান্ধী বরাদ্দ করেন নাই। লাঠিপেটা করেছিলেন বিভিন্ন জায়গায়। খোয়াইয়ে মারামারি রক্তারক্তি হয়েছিল। অথচ মাননীয় সদস্যরা শ্রীমতী গান্ধী চলে যাবার পরে চোখের জল ফেলেছেন। হয়ত তাঁরা একটা জোট তৈরী করছেন শ্রীমতী গান্ধীকে আনার জন্য। মাননীয় সদস্যরা তাই বলছেন ফুড ফর ওয়ার্ক দরকার নেই। তাঁরা যদি এই কথা বলেন যে বড় লোকের জন্য এটা করা হয়েছে সি, পি, এম, কর্মচারীদের জন্য করা হয়েছে তাহলে গ্রামে গিয়ে বলুন এবং সেখান গিয়ে দেখুন কি রকম অভ্যর্থনা আপনারা পান।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, ওরা এই কথাও বলেছেন যে এক টাকা দেওয়া হয়। মাননীয় সদস্যরা জানেন না যে, চাল দিলে এক টাকাই দেওয়া হয়। এক টাকাই আমরা ঠিক করেছি। কারণ চাল সব জায়গায় আমরা দিচ্ছি। ফুড ফর ওয়ার্কের কাজে যথেষ্ট গরীব মানুষের উপকার হয়েছে। এই ফুড ফর ওয়ার্ক বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে মাননীয় সদস্যরা, যাঁরা গরীব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন, তারা বুঝতে পারছেন, এই কাজটা বন্ধ হলে কি রকম সর্বনাশ হবে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এটা বুঝতে পারছেন না, কারণ তারা ফুড ফর ওয়ার্ক নিয়ে রাজনীতি করছেন, গরীবের স্বার্থ দেখছেন না। আমি আশা করছিলাম এই আলোচনা সর্বসম্মত আলোচনা হিসাবে আমরা দিল্লীতে পাঠাতে পারব এবং দিল্লীর যারা প্রতিনিধি, সেখানে যারা প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁরা ত্রিপুরার গরীবদেরও প্রতিনিধি এবং দিল্লীতে যারা সরকার চালাচ্ছেন তাঁরাও জনসাধারণের প্রতিনিধি এবং সেই দিক থেকে আমরা বিশ্বাস রাখি যে, এই আলোচনা যদি আমরা তাদের কাছে পাঠাতে পারি তাহলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা আমাদের এই বর্তমান সংকট থেকে রেহাই দেবেন এবং আমরা এখানকার গরীব মানুষদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেই প্রতিশ্রুতি পালন করতে অনেকখানি অগ্রসর হতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ—আলোচনা শেষ। এখন আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব যে সিলেক্ট কমিটির যে রিপোর্ট তার উপর যদি কেউ সংশোধনী আনতে চান তাহলে আগামীকাল চারটার মধ্যেই তা আনতে হবে। আজকের সভা আগামীকাল ১১টা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE.

Annexure—A

Starred Question No. 6 By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরায় কতটি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও প্রাইমারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই;

২। এই সকল স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন?

উত্তর

১। ১২৩৩টি প্রাথমিক স্তরের স্কুল, ৩০টি মাধ্যমিক স্কুল, ১৫টি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল এবং ৫টি উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে বর্তমানে কোন প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা নাই।

২। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলগুলির জন্য প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবিলম্বে সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন—এই অবস্থা সম্বন্ধে সরকার বিশেষ ভাবে সচেতন।

Admitted Starred Question No. 15. By Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে শাখান শেরমুন (ধর্মনগর) নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়টিকে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

২। উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তবে কবে নাগাদ করা হবে?

৩। উত্তর যদি না হয় তার কারণ কি?

ANSWERS

১। বিষয়টি পরীক্ষাধীন আছে।

২। বিবেচনা শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 16. By Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state-

১। ইহা কি সত্য গত ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী মাস হইতে এখন পর্যন্ত তুইচন্দ্র-বাড়ী (কৈলাসহর) নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষক নাই ?

২। সত্য হইলে—

(ক) তাহার কারণ কি ? এবং

(খ) তাহার প্রতিকারকল্পে কি ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে ?

উত্তর

১। ইহা সর্বাংশে সত্য নহে।

২। ক) বিগত শিক্ষাবর্ষে তুইচন্দ্রপাড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলের একমাত্র শিক্ষক অসুস্থ-কালীন ছুটিতে থাকায় বিদ্যালয়টি সাময়িক ভাবে কিছুদিন বন্ধ থাকে বর্তমান বর্ষে উক্ত শিক্ষক ট্রেনিং-এ পড়ার দরুণ বিদ্যালয়টিকে আবার শিক্ষকবিহীন অবস্থায় পড়তে হয়।

খ) নব নির্বাচিত প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্য থেকে অতি সত্বর ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Starred Question No. 28. By Shri Drao Kumar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর টি. ডি. ব্লক-এর অন্তর্গত বড়হলি, সাতনালা দশদা এলাকায় ১নং হইতে ৪নং উপজাতি কলোনীতে কত উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল ; এবং

২। ঐ কলোনীগুলিতে এখন কতজন উপজাতি পরিবার আছে ?

উত্তর

১। কাঞ্চনপুর টি. ডি. ব্লক-এর অন্তর্গত সাতনালা, দশদা এলাকায় ১নং হইতে ৪নং উপজাতি কলোনীগুলিতে ২১৩ জন উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছিল।

২। ঐ কলোনীগুলিতে এখন ১৯৩ জন উপজাতি পরিবার আছে।

Admitted Starred Question No. 25 by Shri Drao Kumar Reang

Will the Hon'ble Minister–in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। বর্তমান বৎসরে উদয়পুর ও ধর্মনগর কলেজ কনস্ট্রাকসনের কাজ আরম্ভ হইবে কি ?

ANSWER

১। না।

Admitted Starred Question No. 30 by M.L.A. Shri Harinath Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। শাখান পাহাড়ে শেরমুন জুনিয়র বেসিক স্কুলে ছাত্রসংখ্যা কত, এবং

২। ঐ বিদ্যালয়ে কতজন শিক্ষক রয়েছেন ;

৩। ঐ বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। ৩০-৯-৭৭ ইং তারিখে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪৩।

২। ১জণ।

৩। বিষয়টি পরীক্ষাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 31 by Shri Harinath Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাইমাশর্মার উচ্ছেদকৃত আদিবাসী পরিবারদের সাব-প্ল্যানের আওতাভূক্ত করা হয়েছে কিনা ?

২। করা হইলে ঐ প্ল্যান অনুযায়ী তাদেরকে কি কি সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। তাদের সাব-প্ল্যান প্রকল্পের ৬৫১০ টাকা স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। প্রয়োজন ভিত্তিক প্রকল্প সূচীতে তাহাদের অনধিক বক্রী টাকা প্রতি পরিবার পিছু যথা— জমি উন্নয়ন, গৃহ তৈরী বা সংস্কার, হালের বলদ ক্রয়, দুগ্ধবতী গাভী ক্রয়, বীজ ও সার এবং ফলের চারা ক্রয়, গৃহ পালিত পশু-পক্ষী পালন ইত্যাদি বর্তমান আর্থিক বছরে মঞ্জুর করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 35

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। তৈদু উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সরকারের কাছে আছে কি ;

২। থাকিলে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE Shri Dasarath Deb

১। হ্যাঁ।

২। অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 61 by Shri Tapan Kumar Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। বাইরে পাঠরত ছাত্র/ছাত্রীদের অতিরিক্ত হারে ষ্টাইপেণ্ড দিতে এন. ই. সি, কে অনুরোধ করা হয়েছে কি ?

২। এন. ই. সি. কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

১। হ্যাঁ। গত ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথা এন. ই. সির সভাপতিকে পত্র দিয়েছেন।

২। এই বিষয়ে এন. ই. সি. তাঁদের সিদ্ধান্ত এখনও আমাদের জানায় নাই।

Admitted Starred question No. 64 by Shri Tarani Mohan Sinha

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে অনাথ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন রক্ষণ কেন্দ্র আছে কি ?

২। থাকিলে কোথায় কোথায় এবং কতজন শিশুকে রক্ষণ কেন্দ্রে রাখা হইয়াছে ; এবং

৩। আগামীতে এইভাবে অনাথ শিশুদের রাখার জন্য অনাথাশ্রম বিভাগ ভিত্তিক বা ডিষ্ট্রিক্ট ভিত্তিক খোলার বিষয়ে সরকার বিবেচনা করিবেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। শিশু কল্যাণ আবাসিক প্রতিষ্ঠান ও আশ্রয় প্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা ও বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ---

প্রতিষ্ঠানের নাম	শিশুর সংখ্যা
ক) রাষ্ট্রীয় শিশুনিকেতন (বালক বিভাগ) অভয়নগর, পশ্চিম ত্রিপুরা	৫১
খ) রাষ্ট্রীয় শিশুনিকেতন (বালিকা বিভাগ) অভয়নগর,-পশ্চিম ত্রিপুরা	৪৭
গ) আমাদের ঘর (দাবিদারহীন পরিত্যক্ত ০--৩ বছরের শিশুর নিবাস)	১৩

১	২
ঘ) রাষ্ট্রীয় অনাথ বালিকাশ্রম খিলপাড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা	২২
ঙ) রাষ্ট্রীয় শিশু সদন (বিযুক্ত বিধবার পুত্রদের জন্য) শান্তিরবাজার, দক্ষিণ ত্রিপুরা	২৪
চ) রাষ্ট্রীয় অনাথ বালক আশ্রম রামনগর, উত্তর ত্রিপুরা	১৫
মোট---	১৭২ জন
ছ) দুঃস্থ শিশুর আবাসিক আশ্রম (বালক ও বালিকা বিভাগ) কোণাবন, পশ্চিম ত্রিপুরা	৭৫
জ) জওহরলাল নেহেরু বালিকা নিবাস, সিনাইহানি, পশ্চিম ত্রিপুরা	৫০
ঝ) দুঃস্থা বালিকা আশ্রম ইন্দ্রনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা	২৫
ঞ) যুব শিশু ভবন আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা	৪ জন—৫০ আসন যুক্ত
ট) দুঃস্থ শিশুর আবাসিক আশ্রম উদয়পুর, ধ্বজনগর, দক্ষিণ ত্রিপুরা	৫০ জন আসন যুক্ত
মোট---	১৫৪ জন

৩। সরকারীভাবে বিভাগ ভিত্তিক/জেলা ভিত্তিক আরো অনাথাশ্রম খোলার পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

Starred Question No. 65 by Shri Umesh Ch. Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য যে কুর্ত্তি জুনিয়র বেসিক স্কুলটি আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে;

২। সত্য হইলে তাহার কারণ কি; এবং

৩। ক্ষতির পরিমাণ কত টাকা?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। অন্তর্ঘাতমূলক কাজ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

৩। আনুমানিক একুশ হাজার টাকা।

Admitted Starred Question No. 67 by Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। শাখান পাহাড়ের সাইকাবাড়ী জুনিয়র বেসিক স্কুলে শিক্ষক আছেন কি ;

২। না থাকিলে, তার কারণ কি ?

ANSWER

১।
২। তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে ।

Admitted Starred Question No. 73 by Shri Kamini Thakur Singh,
Shri Makhan Lal Chakraborty &
Shri Rashiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। সারা ত্রিপুরায় ১৯৭৮-৭৯ সালে কতটি উচ্চবুনিয়াদী, নিম্ন বুনিয়াদী এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেরামত এবং নবীকরণ "কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প" এর মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

২। ঐ স্কুলে গৃহগুলি মেরামত করিতে কত শ্রমদিবস কাজ হয়েছে তার হিসাব ;

৩। খোয়াই এবং তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শকদ্বয় কয়টি স্কুলে এই কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন তার আলাদা হিসাব ?

ANSWERS

MINISTER-IN-CHARGE SHRI D. DEB

১। সর্বশেষ সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ১৯৭৮ ৭৯ সালে সারা ত্রিপুরায় "কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের" মাধ্যমে সম্পাদিত উচ্চবুনিয়াদী, নিম্ন বুনিয়াদী এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহের মেরামত এবং নবীকরণের মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :—

সদর—	৭৬	খোয়াই—	১৬৯
সোনামুড়া—	১৮	উদয়পুর—	৮১
সাব্রুম—	৮৫	অমরপুর—	৫৩
বিলোনীয়া—	৯২	কমলপুর—	৩৫
কৈলাশহর—	৬১	ধর্মনগর—	৭০

২। ঐ স্কুল গৃহগুলি মেরামত করিতে ১,০১,৪৮১ শ্রমদিবস কাজ হয়েছে।

৩। খোয়াই বিদ্যালয় পরিদর্শক ৮০টি স্কুলে এই কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন এবং ৯,০২৫ শ্রমদিবস কাজ হইয়াছে।

তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শক ৮৯টি স্কুলে এই কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন এবং ১০,৯১১ শ্রমদিবস কাজ হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 83 by Shri Tarani Mohan Sinha

Will the Hon'ble Ministher in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। নরসিংগড়ের অন্ধদের শিক্ষণ কেন্দ্রে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত ?

২। উক্ত শিক্ষণ কেন্দ্রে স্থানাভাবে নূতন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হইতেছে না ইহা কি সত্য এবং

৩। সত্য হইলে এই শিক্ষা সম্প্রসারনের জন্য স্থান বৃদ্ধির কোন চিন্তা সরকার করিতেছেন কি ?

ANSWFR

Minister in-charge Sri Dasarath Deb

১। বর্ত্তমানে উক্ত অন্ধ শিক্ষণ কেন্দ্রে ৫৫ জন আবাসিক (Internal) ছাত্র-ছাত্রী এবং ৩ জন অনাবাসিক (External) ছাত্র-ছাত্রী রহিয়াছে।

২। সত্য।

৩। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 103 by Shri Niranjan Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য ১৯৭৮ ইং সনের এপ্রিল মাসে সদর খ-র অধীনে "উজান গনিয়ামারা জে, বি, স্কুল" মেরামতের জন্য শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ৫০০ (পাঁচশ) টাকা মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছিল।

ক) সত্য হইলে মঞ্জুরীকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছিল কিনা ; এবং

খ) ব্যয়িত অর্থের হিসাব ?

ANSWER

Minister-in-charge Shri D. Deb

১। না।

২। ক) প্রশ্ন উঠে না।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 112 by Shri Manindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। বর্তমান আর্থিক বছরে (রাজনগর) ভারত চন্দ্র নগর সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাইস্কুলে পরিণত করা হইবে কি ?

২। না হইলে তাহার কারণ।

ANSWER

Education Minister Shri D. Deb

১। না।

২। উক্ত স্কুলটি বর্তমান আর্থিক বৎসরে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়ার সর্ত পূরণ করে না।

Admitted Starred Question No. 128 by Sri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) চলতি আর্থিক বৎসরে আগরতলা হইতে খোয়াই আশারাম বাড়ী রোডে (ভায়া কালাছড়া) প্রাইভেট বা সরকারী টি, আর, টি, সি বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারে আছে কি ?

খ) যদি থাকে তাহা হইলে কোন মাস হইতে উক্ত বাসগুলি রাস্তায় চালু করা হইবে ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রপ্ত মন্ত্রী---পরিবহন মন্ত্রী

১। ক) হঁ্যা কয়েক দিনের মধ্যে আগরতলা খোয়াই আসারামবাড়ী (উদনা) রোড (ভায়া কালাছড়া) ৪টি প্রাইভেট বাসের পারমিট দেওয়া হইবে।

খ) নির্দিষ্ট ভাবে কোন তারিখ দেওয়া সম্ভব নহে। ৫।৬ মাসের মধ্যে বাস চালু হইবে আশা করা যায়।

Starred Question No. 131 by Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state—

১। রাজ্যে তপশীলিজাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের মাসিক কত হারে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় (ছাত্রাবাসে এবং ছাত্রাবাসের বাইরে) ?

২। ইহা কি সত্য যে, ঐ ষ্টাইপেণ্ড তারা সময় মত পাচ্ছেন না;

৩। সত্য হইলে তার কারণ কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE : Shri Dasarath Deb.

১। তপশিলীজাতি ও উপজাতি ছাত্র/ছাত্রী যাহারা বোর্ডিংয়ে অবস্থান করে তাহাদিগকে প্রতিদিন ৩ টাকা হারে বোর্ডিং হাউস ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়। কেবলমাত্র নবম ও দশম শ্রেণীতে পাঠরত যে সমস্ত ছাত্র/ছাত্রী বোর্ডিংয়ে অবস্থান করে না তাহাদিগকে মাসিক ৩০ টাকা হারে ১০ মাসে ৩০০ টাকা প্রাক-মোট্রিক বৃত্তি দেওয়া হয়।

২। সত্য নয়।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Starred Question No. 141 by Shri Subodh Ch. Das

Will the Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগরের দামছড়া তহশিলের পিপলাছড়া ও দামছড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট গাওসভার উপজাতি জুমিয়াদের পুনর্বাসনের কোন পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছেন কি না,

২। পরিকল্পনা নিয়ে থাকলে তা কতটুকু কাযকরী হয়েছে,

৩। কার্যকরী না হয়ে থাকলে তা কেন হল না। এবং কবে পর্য্যন্ত হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৭৭-৭৮ইং সনে ৮০টি জুমিয়া পরিবারকে ধর্মনগর মহকুমা অন্তর্গত দামছড়া তহশীলাধীন পিপলাছড়াতে জুমিয়া পুনর্বাসনক্রমে ৬৫১০ টাকা স্কীমে প্রথম কিস্তি অনুদান মঞ্জুর করিয়া প্রতি পরিবারকে ২,২০০ টাকা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

৩। ১নং ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।

Starred Question No. 142 Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be pleased to state—

১। ধর্মনগরের রাজবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের নির্মাণ কার্য্যের জন্য সরকার কোন অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন কিনা ;

২। করে থাকলে এখন পর্য্যন্ত মোট কত টাকা খরচ হয়েছে ;

৩। কোন টাকা খরচ না হয়ে থাকলে তার কারণ ; এবং

৪। কবে পর্য্যন্ত ঐ কাজ সম্পন্ন হবে ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE : Shri Dasaratha Deb

১। বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ কার্যের জন্য বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে কোন অর্থ মঞ্জুর করা হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 164 by Shri Amarendr Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

১। পাবলিক একাউন্টস কমিটির ২৬ তম রিপোর্ট ১৯৭৪-৭৫ সালে সরিষাবীজ ও রেপসিড ক্রয় সম্পর্কিত যে কেলেংকারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার পূর্ণ তদন্ত করা হয়েছে কি ;

২। করা হলে, ঐ কেলেংকারীর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের পরিচিতি ; এবং

৩। এদের বিরুদ্ধে কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

ANSWER

To be replied by the Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department. Name of Minister : Shri Dasarath Deb.

১। এই বিষয়ে স্থানীয় ইমারজেন্সি একসেস এনকোয়ারী অথরিটি তদন্ত করিতেছেন। অথরিটি এ ব্যাপারে কোন রিপোর্ট এখনও দেন নাই।

২। ও ৩। এমতাবস্থায় অথরিটির রিপোর্ট পাওয়া স্বাপক্ষে (যাহা ১নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে) ব্যক্তিদের পরিচিতি এবং ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 169/163 by Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। ধর্মনগরের রাজবাড়ী জুনিয়র বেসিক স্কুলের মেরামতের জন্য কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে কি ?

২। এটা কি সত্য যে ঐ বিদ্যালয় চত্বরে মাটি দেওয়ার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হলেও সামান্যতম কাজও এখনও করা হয় নি ;

৩। সত্য হলে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী কাজ না হওয়ার কারণ কি ?

ANSWER

Minister in-charge Sri Dasarath Deb

১। না।

২। ১৯৭৮-৭৯ সনের বাজেটে অর্থ বরাদ্দ নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Starred Question No. 171 By Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ধর্মনগরের চন্দ্রপুরের অধিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী জনৈক বীরেন্দ্র কুমার দের দুই কন্যা শ্রীমতী ইলা দে এবং শ্রীমতী সবিতা দে কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহা-বিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সন্তান-সন্ততির জন্য প্রাপ্য ষ্টাইপেণ্ড পায় নি বলে কোন তথ্য জানা আছে কি,

২। জানা থাকলে, তারা ঐ ষ্টাইপেণ্ড এর জন্য কবে দরখাস্ত করেছিল এবং তাদের ঐ ষ্টাইপেণ্ড না দেওয়ার কারণ কি ?

ANSWER

Minister in-charge Sri Dasarath Deb

১। হ্যাঁ।

৩। ছাত্রীদ্বয়ের মা শ্রীমতী সুষমারাণী দে ষ্টাইপেণ্ডের জন্যে ১৮ই আগষ্ট ১৯৭৭ ইং দরখাস্ত করিয়াছিল। কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তালিকায় ছাত্রীদ্বয়ের পিতার নাম না থাকায় ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

Starred Question No. 181 By Shri Matahari Chaudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। সরকার কি অবগত আছেন যে দীর্ঘদিন ধরে সাব্রুম বিভাগের অন্তর্গত ফুলছড়ি গুণধন রোয়াজা পাড়া প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষক নাই ;

২। অবগত থাকিলে ঐ স্কুলে অনতি বিলম্বে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে কি ?

ANSWER

Minister in-charge Sri Dasarath Deb

১। কয়েকদিন কোন শিক্ষক ছিল না ; তবে ইতিমধ্যেই একজন শিক্ষক [illegible] হয়েছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred question No. 184.
By—Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের মহকুমাগুলির জোনাল এবং সাব-জোনাল স্পোর্টসের জন্য এখনও মাত্র ৫০·০০ টাকা বরাদ্দ আছে ?

২। যদি সত্য হয় তবে ইহার কারণ ?

৩। আগামীতে এই খাতে টাকা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকার নেবেন কি ?

Answer

Minister in-charge Shri Dasarath Deb.

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 187
By—Shri Rudreswar Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরায় ল কলেজ স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা রাজ্য সরকার উপলব্ধি করেছেন কি না ?

২। যদি করে থাকেন তবে এ বিষয়ে সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

৩। যদি না নিয়ে থাকেন তবে ইহার কারণ ?

Minister in-charge Shri D. Deb

Answer

১। হ্যাঁ।

২। ত্রিপুরায় আইন কলেজ স্থাপনের জন্য ১৯৭৯-৮০ সালের পরিকল্পনায় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 190.
By—Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Education Department be pleased to state—

১। সমাজ বিরোধীদের দ্বারা ভস্মিভূত মরাছড়া (কমলপুর) হাই স্কুলের ঘর তৈরীর জন্য সরকার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কি না ?

২। নিয়ে থাকলে কবে পর্যন্ত উক্ত স্কুলের ঘর তৈরীর কাজ শুরু হবে ?

Answer

Minister in-Charge Shri D. Deb

১। মরাছড়া হাইস্কুল রিপেয়ারের জন্য ২,৯৯০ টাকার মঞ্জুরী গত জানুয়ারী মাসে দেওয়া হইয়াছে।

২। শীঘ্রই শুরু হইবে।

Admitted Starred Question No. 196.
By—Shri Gopal Chandra Das, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Food & Civil Supply Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরাতে লবণ ও কেরোসিন সরবরাহ করার জন্য ত্রিপুরা সরকার বর্তমানে কয়জন ডিলার নিযুক্ত করেছেন এবং তাদের নাম কি (বিভাগ ভিত্তিক তালিকা);

২। এ সমস্ত ডিলার নিযুক্তির ভিত্তি কি;

৩। বর্তমান কেরোসিন, তৈল ও লবন সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ ডিলারদের দায় দায়িত্ব কতটুকু;

৪। উক্ত সঙ্কট নিরসনের জন্য সরকার কি ভুমিকা পালন করছেন?

Answer

Date of reply 20.3.79

To be replied by the Minister in-Charge of the Food & Civil Supplies Department. Name of Minister Shri Dasarath Deb.

১। ত্রিপুরাতে লবণ সরবরাহের জন্য বিভিন্ন স্তরে ডিলার আছেন। ত্রিপুরার বাহির হইতে বরাদ্দকৃত লবণ আমদানী করিয়া সাবডিভিসনের Nominee-দের নিকট পারমিট অনুযায়ী বিক্রয় করার জন্য নিম্নলিখিত ৬ জন ডিলার আছেন ঃ

আমদানীকারকদের নিকট হইতে প্রতি সাব-ডিভিসনের বরাদ্দকৃত লবণ নেওয়ার জন্য এবং তাহা ন্যায্যমূল্যের দোকান, কো-অপারেটিভ সোসাইটি বা অন্যান্য খুচরা বিক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করিবার জন্য S.D.O. গণ nominee নিযুক্ত করেন। ইহার পরবর্তী স্তরে খুচরা বিক্রয়ের জন্য ৬০০ এর উপর ন্যায্যমূল্যের দোকান, কো–অপারেটিভ সোসাইটি প্রভৃতি রহিয়াছে। ইহাদের নামের তালিকা দীর্ঘ হইবে। উহা সংগ্রহ করিয়া মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য দেওয়া যাইতে পারে।

বিভিন্ন স্থানে কেরোসিন বিক্রির জন্য এজেন্ট এ,ও,সি এবং আই,ও,সি নিযুক্ত করিয়া থাকেন। বর্তমানে নিম্নলিখিত এজেন্টগণ নিযুক্ত আছেন ঃ—

Dharmanagar.

1.	M/s. A.C. Ghosh, A.O.C.	Kanchanpur
2.	M/s. J.C. & G.C. Roy Choudhury	Dharmanagar
3.	—do—	Sanicherra
4.	M/s. Sarala Stores, I.O.C	Dharmanagar

Kailashahar.

5.	M/s. A.C. Ghosh, A.O.C.	Kailashahar
6.	M/s. A.C. Ghosh, A.O.C.	Kumarghat
7.	M/s. N.C. Ghosh, A.O.C.	Kailashahar
8.	M/s. S.R. Deb, I.O.C.	Kumarghat
9.	M/s. Choudhury & Co. I.O.C,	Kailashahar
10.	M/s. Kiron Petroleum, A.O.C.	Manu

Kamalpur

11.	M/s. N.C. Gosh, A·O.C.	Ambassa
12.	M/s. J.L. Ghosh, A.O.C. Kamalpur	Kamalpur

Khowai

13·	M/s. S. Paul, A.O C.	Khowai
14.	M/s. S.C. Podder, A.O C.	Khowai
15.	M/s. Ashoke Petroleum Agency, A.O.C.	T eliamura
16.	M/s· B.K· Roy, I O.C.	Teliamura
17.	M/s. S. Roy, I.O.C.	Teliamura
18.	M/s. Kiron Petroleum. A.O.C.	Melagarh

Sabroom

19)	M/s. K.C. B· Podder, A.O.C.	Manubazar.

Sadar

20)	M/s. Ashoke Petroleum Agency, A O.C.	Durgabari (Agartala)
21)	—Do—	Mohanpur.
22)	M/s. J. L. Ghosh. A.O.C.	Kunjaban.
23)	M/s. S C. Podder, A.O.C.	Bishramganj.
24)	M/s. G. C. & D. C. Roy Choudhury, A. O. C.	Jirania.
25)	M/s. L. M. Saha, A. O. C.	Bishalgarh.
26)	M/s. D. C. & J. C. Roy Choudhury, A. O. C.	Kunjaban.
27)	M/s. L. M. Saha, A. O. C.	Dhaleswar.
28)	M/s. R· M. Saha, A. O C.	Sakuntala Road.
29)	M. S. Saha Brotherrs. A O. C.	Bordwali.
30)	M/s Sarala Stores, I. O. C.	Agartala.

Amarpur

31)	M/s, Ashoke Petroleum Agency, A. O. C.	Amarpur.

Udaipur (Radhakishorepur)

32)	M/s. Ashoke Petroleum Agency, A.O.C.	Udaipur.
33)	M/s. K. P. Agency, A. O. C.	Udaipur.
34.	M/s. T. W.C. C. S., I. O. C.	Udaipur.

Belonia ·

35)	M/s. S. C. Podder A. O. C.	Belonia.
36)	M/s. K. C. B. Podder. A. O. C.	Belonia.
37)	M/s. Podder & Co. A. O. C.	Santirbazar.
38)	M/s. S. C. Podder. A. O. C.	Joloibari.

এই সমস্ত কেরোসিন এজেন্টদের নিকট হইতে ন্যায্যমূল্যের দোকান এবং অন্যান্য অনুমোদিত দোকানের মালিকগণ পারমিটের ভিত্তিতে কেরোসিন সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন এলাকায় খুচরা বিক্রয় করেন। সারা ত্রিপুরায় ইহাদের সংখ্যা ৬০০ এর অধিক হইবে। মাননীয় সদস্য চাহিলে ইহাদের নামের তালিকা সংগ্রহ করিরা তাহাকে জানান যাইতে পারে।

(২) ত্রিপুরার বাহির হইতে লবণ আমদানীর জন্য ৪ জন ডিলারকে টেণ্ডারের ভিত্তিতে নিযুক্ত করা হইয়াছে। একই সর্তে দুইটি কো-অপারেটিভ সোসাইটিকেও আমদানীকারক হিসাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বিভাগীয় পাইকারী বিক্রেতা এবং ন্যায্য-মূল্যের দোকান প্রভৃতি সাব-ডিভিসনেল অফিসারগণ ডিলারদের কার্য ক্ষমতা প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া নিযুক্ত করেন। পঞ্চায়েত ও কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কেরোসিনের খুচরা বিক্রেতাদের বেলায়ও একই রকম ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

(৩) বরাদ্দকৃত লবণ বা কেরোসিন সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ বিক্রয়কেন্দ্রে নিয়া উহা সরকারী নির্দেশ মত বিক্রয় করা এইসব ডিলারদের দায়িত্ব—

(৪) কেন্দ্রীয় সরকার, রেলওয়ে এবং সরবরাহকারী সংস্থাগুলির সহিত বিভিন্ন স্তরে যোগাযোগ করিয়া যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ মাল ত্রিপুরাতে আমদানী হয়, তাহার জন্য সর্ব প্রকার চেষ্টা ত্রিপুরা সরকার করিতেছেন।

Admitted Stai red Question No. 198
by Shri Mandida Reang.

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

(১) আগরতলা হইতে কাঞ্চনপুর (ধর্মনগর) পর্যন্ত টি. আর. টি. সি. বাস সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

(২) থাকিলে কবে নাগাদ বাস সার্ভিস চালু করা হইবে ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পরিবহন মন্ত্রী

(১) আগরতলা হইতে কাঞ্চনপুর (ধর্মনগর) টি. আর. টি. সি বাস সার্ভিস চালু করার বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতেছে।

(২) টি. আর. টি. সি'র বাস সংখ্যা বাড়ীলে এই বিষয়টি সক্রীয়ভাবে বিবেচনা করা হইবে। নির্দিষ্ট সময় এখন দেওয়া সম্ভব নহে।

Starred Question No. 203 by Shri Mandida Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। দশদা কাঞ্চনপুর এলাকার কয়টি স্কুলঘর ভগ্ন অবস্থায় আছে ও স্কুলঘর না থাকার জন্য কয়টি স্কুল অচল অবস্থায় আছে ;

২। তন্মধ্যে কয়টি স্কুলের মেরামতের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান আর্থিক বৎসরে কয়টি স্কুল মেরামত করা হবে ?

ANSWER

১।
২। } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Assembly Admitted Starred Questions No. 208 by Shri Mandida Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। দশদা এলাকার ৩নং ও ৪নং কলোনীতে জুমিয়া পুনর্বাসন (বাগান স্কীম) কত পরিবারকে দেওয়া হয়েছিল ;

২। তন্মধ্যে কত পরিবার ঘর তৈরী করার টাকা পেয়েছে ?

উত্তর

১। দশদা এলাকার ৩নং ও ৪নং কলোনীতে ১০০ (একশত) পরিবারকে জুমিয়া পুনর্বাসন (বাগান স্কীম) দেওয়া হয়েছিল।

২। উক্ত সকল পরিবারই ঘর তৈরী করার টাকা পেয়েছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—'B'

Admitted Unstarred Question No. 1 by Shri Bidya Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। ক) ত্রিপুরায় বর্তমানে খোয়াই বিভাগের অধীনে যে সমস্ত সিনিয়র বেসিক ও হাইস্কুল আছে তাহাতে কোন স্কুলে কতজন শিক্ষক আছে ?

খ) ঐ সমস্ত এস্, বি, ও এইচ, এস্, স্কুলগুলিতে প্রয়োজন মত শিক্ষক আছে কি না ;

গ) না থাকিলে কোন স্কুলে আরও কতজন শিক্ষক প্রয়োজন ?

উত্তর

১) ক) বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা সম্বলিত খোয়াই বিভাগের ৩৬টি সিনিয়র বেসিক, হাই/দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের তালিকা এই সংগে দেওয়া হল।

খ) উপরোক্ত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ২৬টি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের ঘাটতি আছে।

গ) ঘাটতি শিক্ষকের সংখ্যা সহ বিদ্যালয়গুলির নাম সংশ্লিষ্ট তালিকাতে দেখানো হয়েছে।

"বিদ্যালয়ের তালিকা"

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম	বর্তমান শিক্ষক সংখ্যা	ঘাটতি শিক্ষক সংখ্যা
১	২	৩	৪
১।	খোয়াই টাউন উঃ বুঃ বিদ্যালয়	১৪	—
২।	লালছড়া " " "	১৫	—
৩।	জাম্বুরা " " "	১৯	—
৪।	গনকি " " "	১৬	—

"বিদ্যালয়ের তালিকা"

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম	বর্ত্তমান শিক্ষক সংখ্যা	ঘাটতি শিক্ষক সংখ্যা
১	২	৩	৪
৫।	লালটিলা উঃ বুঃ বিদ্যালয়	১১	—
৬।	ভারত চন্দ্রনগর " " "	১০	৩
৭।	আশারামবাড়ী " " "	১১	—
৮।	বাছাইবাড়ী " " "	১৫	—
৯।	বীরচন্দ্রপুর " " "	৮	১
১০।	রতনপুর " " "	৫	২
১১।	সোনাতলা " " "	১৯	—
১২।	সোতাংছড়া " " "	৪	৫
১৩।	মহারাণীপুর " " "	১৩	৫
১৪।	তুইচিন্দ্রাইবাড়ী উঃ বুঃ বিদ্যালয়	১৭	৭
১৫।	গৌরাঙ্গটিলা " " "	১১	৬
১৬।	বালুছড়া " " "	৫	৫
১৭।	ঈশ্বর সরদার পাড়া উঃ বুঃ বিদ্যালয়	৮	৪
১৮।	যজ্ঞনারায়ণ দেব পাড়া " " "	৮	১
১৯।	ঘিলাতলি বাজার " " "	১১	৫
২০।	পশ্চিম শান্তিনগর " " "	৮	৪
২১।	কুঞ্জবন " " "	১০	—
২২।	ব্রহ্মছড়া " " "	১১	১
২৩।	দ্বারিকাপুর " " "	১৩	৪
২৪।	বলরাম কোবরা হাই স্কুল.	৬	৪
২৫।	ফাল্গুনা চৌঃ পাড়া " "	১৩	২
২৬।	ভারত সরদার " "	১৩	২
২৭।	বাইজল বাড়ী " "	১২	৫
২৮।	সিঙ্গিছাড়া " "	২০	২
২৯।	বেহালাবাড়ী " "	১০	১
৩০।	চেবড়ী " "	১৮	—
৩১।	নর্থ ঘিলাতলী (রাণ্টিয়া) " "	১৩	২
৩২।	মোহরছড়া " "	১৬	৮
৩৩।	খোয়াই (বালক) দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	৩৩	৭
৩৪।	খোয়াই (বালিকা) দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	৩২	৭
৩৫।	কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	২৭	৭
৩৬।	তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়	৩৬	৫

Unstarred question No. 9 by Shri Drao Kumar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। রাজ্যের সমস্ত বেসরকারী বিদ্যালয়ে অ-শিক্ষক কর্মচারীর মোট সংখ্যা কত ? (বিদ্যালয় ভিত্তিক হিসাব)

২। কোন্ কোন্ বে-সরকারী বিদ্যালয়ে যে সকল অশিক্ষক কর্মচারীরা এখনও "রিভিশন অব পে" স্কেল অনুসারে এরিয়ার পে পায় নাই তাদের সংখ্যা কত ?

উত্তর

MINISTER-IN-CHARGE : Shri Dasaratha Deb.

১। বর্তমান তথ্য অনুযায়ী বে-সরকারী বিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা ১৮৫ জন।

২। সর্বশেষ সংখ্যা প্রস্তুত নাই। বে-সরকারী বিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারীদের "রিভিশন অব পে" স্কেল অনুসারে বকেয়া বেতন দেওয়ার দায়িত্ব বে-সরকারী বিদ্যালয়ের পরিচালনা কর্তৃপক্ষের ।

Unstarred Question No. 11. By Shri Swaraijam Kamini Thakur Singh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৭৮ইংরাজীর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ত্রিপুরার গ্র্যান্ট-ইন-এইড প্রাপ্ত কোন কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুরক্ষিত না করিয়া উক্ত ফাণ্ডের টাকা কর্তৃপক্ষ অন্য কাজে খরচ করিয়াছেন ;

২। সত্য হইলে কোন বিদ্যালয়ের উক্ত ফাণ্ডের কত টাকা কবে ভাঙ্গা হইয়াছে তাহার বিবরণ ;

৩। সরকার কি অবগত আছেন যে পরিচালন কমিটি বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ফাণ্ডের যত টাকা ভাঙ্গিয়াছেন সেই টাকা এখনও পুরণ করিয়া দেন নাই ;

৪। ইহা কি সত্য শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকার আপ-টু-ডেট কোন হিসাব নাই এবং ১৯৭০-৭৪ এর মধ্যবর্তী কয়েক বৎসরের ফাইনাল গ্রান্ট না পাওয়ার জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা পূরণ করা সম্ভব হয় নাই ;

৫। ঐ বিদ্যালয়ের ফাইনাল গ্র্যান্ট না দেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

MINISTER-IN-CHARGE : Shri Dasaratha Deb.

১। হ্যাঁ ।

২। নিম্নলিখিত পাঁচটি স্কুল সম্পর্কে এরূপ খবর পাওয়া গিয়াছে তবে সর্বশেষ তথ্য এখনও পাওয়া যায় নাই।

১) আর, কে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ২৮,৪০৫.০০ টাকা; ২) রাণীর বাজার বিদ্যা-মন্দির—২৮,৯৯৬.২৬ টাকা ; ৩) বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ—৫৭,৯৫৭.২২ টাকা ; ৪) শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন—৩৯,০৪২.০০ টাকা ; ৫) ডি এন, বিদ্যামন্দির—৩২,৯৪৮.৩২ টাকা।

৩। এই বিষয়ে পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করা হইতেছে।

৪। শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকার আপ-টু-ডেইট হিসাব নাই-- ইহা সত্য, ১৯৭০-৭৪ এর মধ্যবর্তী বৎসরের ফাইনাল গ্র্যান্ট না পাওয়ার জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা পূরণ করা সম্ভব হয় নাই, এমন তথ্য জানা নাই।

৫। প্রয়োজনীয় হিসাবাদি স্কুল কর্তৃপক্ষ হইতে না পাওয়ায় ১৯৭০-৭৪ ইংরাজী পর্য্যন্ত ফাইনাল গ্র্যান্ট দেওয়া হয় নাই।

Admitted Unstarred Question No. 20 By Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তপশিলী জাতি এবং উপজাতিদের জন্য কি কি বিশেষ পরিকল্পনা বা সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে যা কংগ্রেস আমলে ছিলনা ; এবং

২। এক বছরে তা কতটা কার্য্যকরী করা হয়েছে ;

৩। না হয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১, ২, এবং ৩নং প্রশ্নের জবাব ঃ—

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য যে সমস্ত বিশেষ পরিকল্পনা বা সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঃ—

ক) ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন।

খ) কক-বরক ভাষাকে ত্রিপুরার অন্যতম রাজ্যভাষা বলিয়া স্বীকৃতি দান।

গ) নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ আইন (Protection of Civil Rights Act) অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঘ) উপজাতি ও তপশীলভুক্ত জাতির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বোর্ডিং হাউস স্টাইপেণ্ডের হার বৃদ্ধি।

ঙ) সরকারী চাকুরীতে সংরক্ষণ নীতি ওয়ার্ক-চার্জড কর্মীদের জন্যও প্রযুক্তি।

চ) তপশিলীজাতি ও উপজাতিদের জন্য বিভিন্ন ধরণের হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পে শিক্ষণের ব্যবস্থা।

ছ) তপশীলি জাতি ও উপজাতি ব্যক্তিগণ স্ব-নির্ভর উদ্যোগ এবং ব্যবসায়ে ব্যাঙ্ক ঋণ প্রাপ্ত হলে উক্ত ঋণের শতকরা অনধিক ৩০ ভাগ প্রান্তিক ভর্তুকী দেওয়ার ব্যবস্থা।

জ) মূল অঙ্ক ১০০ টাকার অনধিক অমকুবযোগ্য ঋণের জন্য তপশীলি জাতি ও উপজাতি ঋণগ্রহীতাদের ঋণ এবং সুদের উপর ছাড় দেবার ব্যবস্থা।

ঝ) প্রতিটি জিলাতে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্তৃত্বাধীনে অতিরিক্তজিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে প্রকল্প অধিকর্তা করিয়া সুসংবদ্ধ উপজাতি উন্নয়ন প্রকল্প গঠন এবং দুর্গম এলাকায় প্রয়োজন ভিত্তিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য প্রকল্প আধিকারিকের মাধ্যমে নিউক্লিয়াস বাজেট প্রবর্তন।

ঞ) উপজাতি প্রকল্পের অনুদান এবং বাজেটে প্রদত্ত অর্থ যাহাতে অন্য খাতে খরচ না হয় তজ্জন্য বিশেষ বাজেটে খাতের প্রবর্তন।

ট) উপজাতি কলোনীতে বসবাসকারী উপজাতিদের প্রয়োজনভিত্তিক প্রকল্পে ২ (দুই)টি দুগ্ধবতী গাভী সরবরাহের জন্য ঐ গাভী দু'টির ক্রয়মূল্যের শতকরা ৭৫ ভাগ ভর্তুকী দান।

ঠ) ডুম্বুর এলাকায় উপজাতিদের মাধ্যমে মৎস্য চাষ উন্নয়নের জন্য মৎস্য বিভাগের সাহায্যে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ।

ড) উপজাতি ও তপশিলীজাতির জন্য কারিগরী শিক্ষার জন্য শিল্প বিভাগের সহায়তায় কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

ঢ) শিক্ষক এবং ছাত্রদের বসবাসের পূর্ণ ব্যবস্থা এবং কারিগরী শিক্ষার সুবিধা সহ আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

ণ) তপশিলী জাতি ও উপজাতি ব্যক্তিদের জন্য শিল্প শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপিং শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন।

ত) সর্বভারতীয় প্রশাসন সেবা পরীক্ষার্থী শিক্ষণ কেন্দ্রের উপজাতি ও তপশিলী জাতির শিক্ষার্থীদের সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন।

থ) গুরুতর অসুস্থ উপজাতি ও তপশিলী জাতি রোগীদের হাসপাতালে স্থানান্তর এবং চিকিৎসা বাবত খরচা প্রদানের ব্যবস্থা, সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ব্লকস্তরেও সাহায্য দানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

দ) কপালী ও শব্দকর সম্প্রদায়কে তপশিলীভুক্ত করার জন্য উপজাতি ও তপশিলী জাতির আদেশ (সংশোধন) বিলের জন্য নিযুক্ত জয়েন্ট কমিটির চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

ধ) বালোয়াড়ী এবং ককবরককে শিক্ষাদানের জন্য উপজাতি ও তপশীলভুক্ত জাতির শিক্ষকদের শিক্ষাগত মান দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত করার ব্যবস্থা।

ন) ডুম্বুর জলাধার হইতে উচ্ছেদকৃত উপজাতি জুমিয়াদের সাব-প্ল্যানের প্রকল্পের আওতায় আনিয়া পুনর্বাসনের জন্য অধিকতর সাহায্যের পরিমাণের ব্যবস্থা।

Admitted Unstarred Question No. 23. By Shri Matilal Sarker.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Pleased to state :—

১। ১৯৭৭ ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় মোট কয়টি বালোয়ারী স্কুল ছিল?

২। ১৯৭৯ ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় বালোয়ারী স্কুলের সংখ্যা কত?

৩। ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বৎসরে কয়টি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হচ্ছে?

৪। বালোয়ারী বা প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই, এমন কয়টি রেভিনিও গ্রাম এখনও রয়েছে?

Question in English.

উত্তর

EDUCATION MINISTER : SHRI D. DEB.

১। ১৯৭৭ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৫৯৮টি বাংলোয়ারী বিদ্যালয় ছিল।

২। সর্বশেষ তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।

৩। এখন পর্য্যন্ত ১৪৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে।

৪। চতুর্থ সর্ব ভারতীয় সত্ম পরিসর সমীক্ষায় উক্ত তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে। ৩০-৯-৭৮ ইং এর অবস্থানুযায়ী সংগৃহীত উক্ত সমীক্ষার কাজ এখনও শেষ হয় নি।

Admitted Unstarred Question No. 25. By Shri Ramkumar Nath, Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Depaartment be pleased to state :—

১। ধর্মনগর সাব-ডিভিশনে বর্ত্তমানে কতটি নিম্ন বুনিয়াদী এবং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে তার হিসাব ;

২। বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ঐ সাব-ডিভিসনে কতটি নূতন নিম্ন বুনিয়াদী, উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে (স্থানের নাম সহ)

৩। বর্তমান সরকারের আমলে ধর্মনগর সাব-ডিভিসনে কতটি স্কুলের মেরামত বা সংস্কার করা হয়েছে তার সংখ্যা ?

৪। যদি মেরামত না হয়ে থাকে তার কারণ ?

উত্তর

MINISTER-IN-CHARGE :— Shri Dasharatha Deb.

১। নিম্ন বুনিয়াদী ও প্রাথমিক বিদ্যালয় মোট ১৯৫টি এবং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় মোট ৩৪টি।

২। শিক্ষা বিভাগ বর্ত্তমান সরকারের আমলে ধর্মনগর মহকুমায় যতগুলি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ দিয়াছেন তাহার নাম ১নং সারণীতে দেওয়া হইল।

নিম্ন বুনিয়াদী—২৭টি
উচ্চ বুনিয়াদী—৪টি

৩। কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের অধীনে ২৮-২-৭৯ ইং পর্যন্ত এবং
৪। ৭০টি এস, বি, ও জে, বি, স্কুলের মেরামতির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও ৪৩টি স্কুলের কাজ নেওয়া হয়েছে।

ANNEXURE

Sl. No.	Name of School	Address
	Junior Basic	
1.	Ramnagar Daksin J. B.	Panisagar Block.
2.	Dewcherra Maidya Bhog J. B.	-do-
3.	Balidhung Tribal Area J. B.	-do-
4.	Uttar Hurua J. B.	-do-
5.	Purna Garad J. B.	-do-
6.	Uttar Kulbari J. B.	-do-
7.	Katuacherra J. B.	-do-
8.	Kumaeswar Bhumihin Colony J. B.	-do-

1	2	3
9.	Dakshin Ganganar J. B.	-do- Longai T.D.
10.	Bhandarima Goan Sabha J. B.	Kanchanpur Block.
11.	Sathukdewar Reang Chow. Para J. B.	-do–
12.	Jaymani Reang Chow. Para J. B.	-do-
13.	Duimukhcharra Provaram Para J. B.	-do-
14.	Bandarima Para J. B.	-do-
15.	Lambhacharra Boruajoy Reang Chow Para J/B	-do-
16.	Dosda Laxmipur Purnajoy Para J/B	-do-
17.	Dakshin Kanchancharra Bangali Basti J. B.	-do-
18.	Ujan Jamtilla Gobinda Tripura Para J. B.	-do-
19.	No. 3 Bagan Colony J. B.	-do-
20.	Birmani Reang Para J. B.	-do-
21.	Toubang Para J. B.	-do-
22.	Kheori (Uttar Laljhuri) J. B.	-do-
23.	Purba Haripur J. B.	-do-
24.	Mafung charra (Ujan Machmara) J/B	-do-
25.	Damdai J. B.	-do-
26.	Ugalcharra (Dhanicharra) J. B.	-do-
27.	Mritingacharra J. B.	-do-
	Senior Basic	
1.	Gachiram Para S. B.	-do-
2.	Nabincharra S. B.	-do-
3.	North Laljhuri (Jayshree) S. B.	-do-
4.	Khedacharra S. B.	-do-

Admitted Unstarred Question No, 26 By Shri Ramkumar Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার কতটি জেবি স্কুলকে এস বি স্কুলে এবং এইচ. ই. স্কুলে উন্নীত করেছেন ?

২। ঐগুলির নাম।

উত্তর

১। জে বি স্কুল হইতে এস. বি. স্কুল ৩৪টি এবং এস. বি. স্কুল হইতে হাইস্কুল ২৪টি।

২। ১নং সারণীতে নাম দেওয়া হইল।

১নং সারণী

যে সকল নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছে তাহাদের নাম ঃ—

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম	ব্লকের | মহকুমার নাম
	১৯৭৭-৭৮ ইং	
১।	পূর্ব দুর্জয়নগর জেবি স্কুল	মোহনপুর
২।	চনতাইবাড়ী জেবি স্কুল	জিরানীয়া
৩।	জম্পুইজলা কলোনী জেবি স্কুল	বিশালগড়
৪।	বিশালগড় টাউন জেবি স্কুল	,,
৫।	কালীকৃষ্ণনগর জেবি স্কুল	মেলাঘর
৬।	পোয়াংবাড়ী জেবি স্কুল	,,
৭।	মেলাঘর জেবি স্কুল	,,
৮।	সুতাংচড়া জেবি স্কুল	খোয়াই
৯।	ঈশ্বর সর্দার পাড়া জেবি স্কুল	,,
১০।	বালুচড়া জেবি স্কুল	,,
১১।	শীলঘাটি জেবি স্কুল	উদয়পুর
১২।	দুধপুস্করিনী জেবি স্কুল	,,
১৩।	রৈশ্যাবাড়ী জেবি স্কুল	অমরপুর
১৪।	মাধবনগর জেবি স্কুল	সাব্রুম
১৫।	জয়পুর জেবি স্কুল	রাজনগর
১৬।	পাইখোলা জেবি স্কুল	,,
১৭।	২নং জলেফা ১নং জেবি স্কুল	সাব্রুম
১৮।	মনুঘাট জেবি স্কুল	ছামনু
১৯।	করমছড়া জেবি স্কুল	কুমারঘাট
২০।	কেদাছড়া জেবি স্কুল	কাঞ্চনপুর
২১।	নর্থ লালজুড়ি জেবি স্কুল	,,
২২।	মেনধীর হাওয়র জেবি স্কুল	সেলেমা
	১৯৭৮-৭৯ ইং	
১।	লংকামুড়া জেবি স্কুল	মোহনপুর
২।	সীমনা জেবি স্কুল	,,
৩।	রাধানগর জেবি স্কুল	,,
৪।	ধলেশ্বর জেবি স্কুল	আগরতলা টাউন
৫।	রামনারায়ণ ঠাকুর পাড়া জেবি স্কুল	বিশালগড়
৬।	প্রণব বিদ্যাভবন জেবি স্কুল	জিরানীয়া
৭।	চামুলীয়া জেবি স্কুল	জিরানীয়া
৮।	তেলাখুন জেবি স্কুল	উদয়পুর
৯।	গুজারিয়া জেবি স্কুল	বেলোনীয়া
১০।	নর্থ ভারতচন্দ্রনগর জেবি স্কুল	বেলোনীয়া
১১।	গচিনাম পাড়া জেবি স্কুল	কাঞ্চনপুর
১২।	নবিনছড়া জেবি স্কুল	,,

২নং সারণী

যে সকল উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় হাইস্কুলে উন্নীত হইয়াছে তাহাদের নাম ঃ—

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম	বলক / মহকুমা
	১৯৭৭-৭৮ ইং	
১।	বাইজলবাড়ী এস বি স্কুল	খোয়াই
২।	নলছড় এস বি স্কুল	মেলাঘর
৩।	অলয়ছড়া এস বি স্কুল	বগাফা
৪।	লেদ্রাই দেওয়ান এস বি স্কুল	কাঞ্চনপুর
৫।	পাবিয়াছড়া এস বি স্কুল	কুমারঘাট
	১৯৭৮-৭৯ ইং	
১।	রামনগর এস বি স্কুল	আগরতলা টাউন
২।	কবরা কামার এস বি স্কুল	জিরানীয়া
৩।	রেশমবাগান এস বি স্কুল	,,
৪।	গামচা কবরা এস বি স্কুল	মোহনপুর
৫।	শ্রীনগর গাবরদী এস বি স্কুল	বিশালগড়
৬।	শান্তিনগর এস বি স্কুল	মেলাঘর
৭।	বলরাম কোবরা এস বি স্কুল	তেলিয়ামুড়া
৮।	সিঙ্গীছড়া এস বি স্কুল	খোয়াই
৯।	ফাল্গুনা চৌধুরী পাড়া এস বি স্কুল	,,
১০।	চাম্পাহাওয়র এস বি স্কুল	,,
১১।	পিত্রা এস বি স্কুল	উদয়পুর
১২।	গঙ্গাছড়া এস বি স্কুল	ডম্বুরনগর
১৩।	জগবন্ধুপাড়া এস বি স্কুল	ডম্বুরনগর
১৪।	স্বরসীমা এস বি স্কুল	বিলোনীয়া
১৫।	পশ্চিম বগাফা এস বি স্কুল	বগাফা
১৬।	নিহারনগর এস বি স্কুল	রাজনগর
১৭।	ধুমাছড়া এস বি স্কুল	ছামনু
১৮।	ছামনু এস বি স্কুল	,,
১৯।	চন্দ্রপুর এস বি স্কুল	পাণীসাগর
	মোট ২৪	

Un-starred Question No. 28 by—Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state—

১। বিলোনীয়া (বনকর) থেকে একিনপুর (নীহারনগর) এবং বিলোনীয়া (বনকর) থেকে রাধানগর পর্য্যন্ত রাস্তায় চারটি বাসের পারমিট দেওয়ার কোন সিদ্ধান্ত ছিল কি ?

২। থাকিলে উহা কার্য্যকরী করিতে বিলম্ব হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ--পরিবহণ মন্ত্রী

১। বিলোনীয়া নিহারনগর এবং বিলোনীয়া রাধানগর ২টি করিয়া মোট ৪টি মিনি বাসের পারমিট দেওয়া হইবে।

২। বাস পারমিট দেওয়ার জন্য কতগুলি আইনগত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে কিছু সময় প্রয়োজন হয়। তবে আশা করা যায় যে কিছুদিনের মধ্যে বাস পারমিট দেওয়া যাইবে।

Admitted Un-starred Question No. 41 by—Shri Tarani Mohan Singh.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। সংস্কৃত "তীর্থ" উপাধি প্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য স্নাতকোত্তর (এম,এ) ডিগ্রীর সমতুল্য বেতনহার চালু করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের No. F.46-1/63/EU dt. 23.1.64 এর কোন আদেশ আছে কিনা ;

২। থাকিলে এতদিন পর্য্যন্ত তাহা চালু না করিবার কারণ কি ?

৩। বর্তমান সরকার তীর্থ উপাধি প্রাপ্তি সংস্কৃত শিক্ষকদের জন্য এই বেতনহার চালু করিবেন কি ?

৪। যদি এ বেতনহার চালু করা হয়, তবে কোন সময় হইতে দেওয়া হইবে ?

উত্তর

১। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তরের F.46-1/63/EU dt. 23.1.1964 নং চিঠির একখানা অপ্রত্যায়িত নকল পাওয়া গিয়াছে। ঐ চিঠিতে স্নাতকোত্তর (সংস্কৃত) শিক্ষকদের জন্য সমান বেতনহার যাহা অন্যান্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষকরা পান চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বোর্ডের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

২। উপরোক্ত চিঠি সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে না আসায় কোন রকম পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয় নাই।

৩। বিষয়টি বর্তমানে সরকারের বিশেষ পরীক্ষাধীন আছে।

৪। সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারিখ যথাসময়ে ঠিক হইবে।

Un-starred Question No. 43 by—Shri Kamini Deb Barm.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state—

১। ছামনু হইতে কৈলাসহর পর্য্যন্ত টি,আর,টি,সি বাস চালু করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। না থাকিলে কবে পর্য্যন্ত চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ—পরিবহণ মন্ত্রী

১। আপাততঃ এই ধরণের কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjwayanta Palace), Agartala on Wednesday the 21st March, 1979 at 11-00 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (the Hon'ble Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, Chief Minister, 10 Ministers the, Deputy Speaker and 41 Members.

STARRED QUESTION

Mr. Speaker:—আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া— কোয়েশ্চান নং ১৪।

শ্রীবীরেন দত্ত—কোয়েশ্চান নং ১৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য ছামনুতে শান্তিময় বৌদ্ধ বিহারের দখলকৃত খাস জমির দাগ নং ২৮১, ২৮২ ও ২৮৩ সরকার অধিগ্রহণ করেছেন ?	না ছামনুতে শান্তিময় বৌদ্ধ বিহারের কোন বেআইনী দখলকৃত কোন খাস জমি সরকার অধিগ্রহণ করেন নাই।
২। সত্য হইলে কি কারণে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এই বৌদ্ধ বিহারের দখলকৃত খাস জমির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা কখন কি ভাবে তাঁরা দখল করেছিলেন ?

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার কোন খাস জমি দখল হয় নাই।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মশাইও তারা কি ভাবে খাস জমি দখল করেছিলেন ?

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, খাস জমি কেউ দখল করে নাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—কোয়েশ্চান নং ৩৩।

শ্রীআরবের রহমান—কোয়েশ্চান নং ৩৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭৮ ইং সনে কত একর পরিমান জমি ফরেষ্ট রিজার্ভের আওতায় আনা হইয়াছে?	৬,৮১৫·১৬ একর অর্থাৎ ২,৭৫৮ হেক্টার।
২। এবং ইহার ফলে এ যাবত সারা ত্রিপুরায় মোট কত হেক্টার জমি ফরেষ্ট রিজার্ভের আওতায় আনা হইয়াছে?	৩,৪৭,৩৮২·৫০ হেক্টার।
৩। বর্গমাইল হিসাবে ইহার পরিমান কত?	১,৩৩৩·৫২ বর্গ মাইল।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, বামফ্রন্ট সরকার ফরেষ্ট আর বাড়াবেন না এই নীতি সত্বেও এই ফরেষ্ট রিজার্ভ বাড়ান হচ্ছে। এর দ্বারা কি পরিমান উপজাতি উচ্ছেদ হচ্ছে জানাবেন কি?

শ্রীআরবের রহমান—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি জানাচ্ছি যে নূতন করে ফরেষ্ট আর নেওয়া হচ্ছে না। ফরেষ্ট রিজার্ভ হওয়া সম্পর্কে কতগুলি প্রপোজড্ ফরেষ্ট থাকে এবং সেই প্রপোজড ফরেষ্টগুলি ক্রমশ: স্থায়ী ফরেষ্টে পরিণত করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন, যে সমস্ত প্রটেক্টেড ফরেষ্ট আছে, সেগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র রিজার্ভ ফরেষ্ট রাখা হয়েছে। আগে যেখানে ফরেষ্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল শতকরা ৫০ ভাগ-এর বেশী জমি, সেখানে সেটা আমরা কমিয়ে ৩২/৩৩ ভাগ এনেছি। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে ত্রিপুরার পক্ষে এই ফরেষ্ট অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ফরেষ্ট না থাকলে খরা, বন্যার উপদ্রবে ত্রিপুরার সর্বনাশ হয়ে যাবে। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারও বন সংরক্ষণের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেজন্য বন সংরক্ষণের কাজ আমাদের অব্যাহত থাকবে। যে প্রশ্ন মাননীয় সদস্য করেছেন, সেই সম্পর্কে জানাচ্ছি যে কোন ট্রাইবেলকে উচ্ছেদ করা হয় নাই। যারা পুনর্বাসন পাওয়া প্রয়োজন, তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যারা এখনও পুনর্বাসন পায় নাই তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। কাজেই এর ফলে কোন উপজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এমন অনেক জায়গা আছে রিজার্ভ ফরেষ্টে যেখানে ১৫ বছর ১০ বছর যাবত জনসাধারণ বসবাস করছে, সেই সব জায়গা সরকার রিজার্ভ ফরেষ্টের আওতায় নেবেন কি না এবং নিলে কখন নেবেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি যে, সরকার অবগত আছেন যে কিছু লোক দীর্ঘদিন সেই সব জায়গায় বাস করছেন এবং যারা এখনও সেখানে আছেন। এই স্পেসিফিক কেসগুলি সরকার বিবেচনা করে দেখবেন যে, সেগুলি

রিজার্ভের বাইরে রাখা যায় কি না।

মিঃ স্পীকার—শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী—কোয়েশ্চান নং ৮৯।

শ্রীবীরেন দত্ত—কোয়েশ্চান নং ৮৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭৮-৭৯ইং সালে সারা ত্রিপুরায় কত ভূমিহীন পরিবারকে ভূমির বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)?	সদর ৪৫৫, খোয়াই ৬২৪, সোনামুড়া মোটা সংখ্যা পাওয়া যায় নাই, কৈলাসহর ১০,৫৮৪, কমলপুর ৭৮, ধর্মনগর ৪৭৯, উদয়পুর ৬৬, অমরপুর ৬৫, বিলোনীয়া ৩১০ ও সাব্রুম ১।
২। খোয়াই বিভাগের যে সমস্ত ভূমিহীনরা দীর্ঘদীন খাস ভূমি দখল করে বসবাস করিতেছেন তাহাদের বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের কি পরিকল্পনা আছে?	যে সমস্ত ভূমিহীন খাস জমি দখল করে চাষবাস করছে সেই সব জমি তাদের নামে এলট করা হয়।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে, সরকার থেকে পরিবার পিছু কত জমি দেওয়া হয়?

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রয়োজন বুঝে ৫ কানি পর্য্যন্ত এলটমেন্ট দেওয়া হয়।

শ্রীখগেন দাস—মাননীয় মন্ত্রী মশাই '৭৭ইং ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে ডিসেম্বর '৭৭ইং পর্য্যন্ত কত ভূমিহীনকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল?

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, এর জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে আমি জবাব দিতে পারব।

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে সিডিউল্ড কাষ্ট ও সিডিউল্ড ট্রাইবের সংখ্যা কত?

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, এর জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে আমি জবাব দিতে পারব।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, খোয়াইতে যে সমস্ত খাস জমিতে ভূমিহীন বসবাস করছে, তাদের খাস জমিতে বন্দোবস্ত দেওয়ার কথা সরকার চিন্তা করছেন কিনা? কারণ আমরা জানি যে খোয়াইতে সোনাতলা এবং কলাবাগানে—ঐ সমস্ত জায়গাতে দীর্ঘদিন যাবত ভূমিহীনরা বসবাস করছে এবং তারা সেই সব জায়গায় আম কাঁঠালের গাছ লাগিয়েছে এবং বিভিন্ন ফসলাদি করছে। ঐ সব ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য সরকার কি চিন্তা করছেন?

শ্রী বীরেন দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা খাস জমিতে বসবাস করছেন, তাদের জমির রেকর্ডের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের পর, ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসনের সুবিধার জন্য, প্রকৃত ভূমিহীন-এর পরিচয় জানার জন্য, পঞ্চায়েতের সংগে আলোচনা ক্রমে প্রকৃত ভূমিহীনদের নামে জমি এলটমেণ্ট দেওয়ার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, বামফ্রণ্ট সরকার আসার আগে অনেক ভূমিহীনকে ভূমি বন্দোবস্ত না দিয়ে, কিছু কিছু জোতদারকে ভূমিহীন হিসাবে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত কেস্ সরকার তদন্ত করে দেখবেন কি না বা রিভিউ করবেন কি না?

শ্রীবীরেন দত্ত – মাননীয় স্পীকার স্যার, এরকম কোন নির্দিষ্ট কেস্ দিলে আমরা সেটা বিবেচনা করে দেখব এবং প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দেব।

শ্রীরাম কুমার নাথ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমাদের ধর্মনগরে ভূমিহীনদের সংখ্যা অনেক বেশী। কাজেই এই বৎসর আমরা আশা করব আরও বেশী পরিমাণে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার কাজ অগ্রসর হবে।

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথমে আমাদের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার কাজ খুব ত্বরান্বিত হয়েছিল। কিন্তু পুনরায় জরিপের কাজ আরম্ভ হওয়াতে এটা একটু শিথিল হয়ে পড়েছে। তার কারণ কিছু অফিসার, সার্ভেয়ার এবং কানুনগোকে এখানে নিয়ে আসতে হয়েছে। তারা ট্রেনিং দিচ্ছে। কাজেই তাদের ট্রেনিং শেষ হলে আমরা তাদেরকে এই কাজে নিয়োগ করতে পারব।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করছি যে মহকুমায় সেটেলমেণ্ট অফিসে জমি রেকর্ড করার জন্য আবেদন করলে সেটা ফরেষ্ট বিভাগে পাঠানো হয় এবং ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে সেটা না আসলে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যাপারে বাঁধা সৃষ্টি হয়, এই ব্যাপারে সরকার চিন্তা করছেন?

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে কিছু দিন আগে মাননীয় চীফ মিনিস্টার সহ একটা বৈঠক হয় এবং সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্ট জমি বন্দোবস্ত, এসেসমেন্ট ইত্যাদি করার পরে দিয়ে দেবে এবং দিয়ে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টকে জানিয়ে দেবে। তখন ওদের যদি কোন আপত্তি থাকে তাহলে সেই সম্পর্কে পরে বিচার বিবেচনা করা হবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৩৫, রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৩৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে ষোল ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাণি বা তার বেশী যাদের জমি রয়েছে তাদের কাছ থেকে সমস্ত বকেয়া খাজনা আদায় করা হবে বলে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?	১। হ্যাঁ।

প্রশ্ন

২। সত্য হইলে ৬-৭-৭৯ইং থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ইং পযন্ত মোট কত টাকা বকেয়া আদায় করা হয়েছে?

উত্তর

২। ৬-৭-৭৯ইং থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ইং পর্যন্ত বকেয়া খাজনার স্বতন্ত্র হিসাব নাই। ১৯৭৮ সালের সর্ব শেষ রিপোর্ট পাওয়া পর্য্যন্ত হিসাব হল—

পশ্চিম ত্রিপুরা ৭৭,৬৫৩·৫২ পঃ

উত্তর ত্রিপুরা ৫০,৫১৯৮১ পঃ

দক্ষিণ ত্রিপুরা ২৩,৯০৬·৬৬ পঃ

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মোল ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাণি বা তার বেশী জমি আছে যাদের, তাদের সংখ্যা ত্রিপুরা রাজ্যে কত?

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সংখ্যাটা এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে টাকা আদায় করা হয়েছে, সেটা কত জনের কাছ থেকে এবং কত টাকা আদায় কয়া হয়েছে?

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, স্বতন্ত্র প্রশ্ন করলে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী স্বরাঃজাম কামিনী ঠাকুর সিং।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং :—অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

শ্রীআরবের রহমান :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

প্রশ্ন

১। ক) ইহা কি সত্য কংগ্রেস রাজত্ব কালে মৃত্তিকা সংরক্ষণের বিজ্ঞান ভিত্তিক কোন সুষ্ঠ পরিকল্পনা ত্রিপুরায় ছিল না?

খ) এর ফলে মৃত্তিকার অবক্ষয় এক ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে এবং ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাচ্ছে।

২। ক) সত্য হলে সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য ইতিমধ্যে কোন কাযাকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কিনা;

খ) করে থাকলে পরিকল্পনাটি কি;

৩। ক) ইহাও কি সত্য যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৃত্তিকা সংরক্ষণের বিদ্যায় উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোন ব্যক্তি ত্রিপুরায় উক্ত দপ্তরে কর্মরত নেই?

খ) সত্য হলে এর কারণ কি?

উত্তর

১। ক) ও খ) সর্ব্বাঙ্গীন মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য এই রাজ্যে অববাহিকা ভিত্তিক পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য্য যে বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক কারণে, যেমন পূর্ব্ববঙ্গ হইতে অগণিত শরণার্থীদের আগমনে, জুম চাষ ইত্যাদির জন্য নদীর অববাহিকাগুলিতে বন বিলক্ষণ হ্রাস পাইয়াছে। বিভিন্ন কারণে মৃত্তিকা সংরক্ষণ পরিকল্পনা পর্য্যাপ্ত ভাবে গ্রহণ করা সম্ভব না হইলেও, এই রাজ্যে ১ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা হইতে পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা পর্য্যন্ত কৃষি দপ্তর মোট ৯১৭৪ হেক্টর ভূমিতে মৃত্তিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বন দপ্তর নদীর অববাহিকা গুলিতে শুধুমাত্র মৃত্তিকা সংরক্ষণ

প্রকল্পে ১৮৭৮০ হেক্টর বনায়ন করিয়াছে। ইহাছাড়া, যেহেতু জুমিয়াদের পুনর্বাসন পরোক্ষ ভাবে জুম চাষ বন্ধ করিয়া ভূমি সংরক্ষণের সাহায্য করে, সেই জন্য ভূমি সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় বন দপ্তর পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় ৩৫৬টি জুমিয়া পরিবারের পুনর্বাসন করিয়াছে। ইহা ছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকার ডম্বুর জলাধারের অববাহিকা অঞ্চলে উপযুক্ত ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মঞ্জুরী দিয়াছেন এবং এই প্রকল্প-এর মঞ্জুরী দিয়াছেন এবং এই প্রকল্প ১৯৭৬-৭৭ হইলে চালু করা হইয়াছে।

৬ষ্ঠ পরিকল্পনাকালে ৯১৫৩ হেক্টর পরিমিত স্থানে ভূমি সংরক্ষণের আওতায় নূতন বনায়ন ও ১৫৯১৪ হেক্টার পরিমিত পুরতন বাগানের পরিচর্য্যা করার প্রস্তাব ভারত সরকারের নিকট রাখা হইয়াছে। অনুরূপ ভাবে ৫০০ জুমিয়া পরিবারকে ভূমি সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় বন দপ্তর হইতে পুনর্বাসনের প্রস্তাব ভারত সরকারের নিকট রাখা হইয়াছে। ৬ষ্ঠ পরিকল্পনা কালে কৃষি দপ্তর হইতে ১৯০০ হেক্টার পরিমিত স্থানে ভূমি সংরক্ষণের জন্য এবং ৪৮৫০ হেক্টার ভূমিতে পুরাতন বাগানের পরিচর্য্যা করার প্রস্তাব রাখা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত নদীর পারের ভূমিক্ষয় রোধের জন্য ৬৫ কিলোমিটার পরিমিত দৈর্ঘ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব কৃষি দপ্তর হইতে রাখা হইয়াছে। খাদ্য ভূমিক্ষয় (গালি ইরোসান) রোধ করিবার উদ্দেশ্যে ৯০ কিলোমিটার পরিমিত স্থানে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব কৃষি দপ্তর হইতে রাখা হইয়াছে।

২। ক) ১নং উত্তরে বর্ণিত যে সমস্ত প্রকল্পে ভূমি সংরক্ষণের কাজ করা হইতেছে সেই সমস্ত প্রকল্পগুলি চালু রাখা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।

খ) ইহা ব্যতীত বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর নামে একটি পৃথক দপ্তর সৃষ্টি করা হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী টু দা পয়েণ্ট উত্তর দিচ্ছেন না।

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :—অর্ডার, অর্ডার। মাননীয় সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী যখন প্রশ্নের রিপ্লাই দেন তখন, উত্তর ভাল করে শোনা উচিত।

শ্রীআরবের রহমান :—৩ (ক) না, ইহা ঠিক নহে।

(খ) উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে, এই প্রশ্নই আসে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য কোন উচ্চ শিক্ষিত লোক ত্রিপুরায় নেই ইহা সত্যি কি?

শ্রীআরবের রহমান :—আমি এই প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়েছি যে, তাহা ঠিক নহে।

মি: স্পীকার :—শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীসুবোধ দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮।

শ্রীবীরেন দত্ত :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরাতে জিরাতিয়া জমির পরিমাণ কত, এবং	গত জরীপের রেকর্ড অনুযায়ী ১৭৫৪.৫৫ একর।
২। ঐ জমি কি ভাবে কার হাতে আছে?	অধিকাংশ জমি ভারতীয় ভূমিহীন এবং জোতদারদের দখলে আছে।

প্রশ্ন	উত্তর
৩। ঐ জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?	ঐ জমির প্রতি ভারতীয়দের কোন দাবী নাই। তাহা ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

শ্রীসুবোধ দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমরা জানি, কংগ্রেস আমলে ধর্মনগরের ব্রজেন্দ্র-নগর ও সাতসঙ্গম এলাকায় বহু জোতদারদের জমি বে-আইনী ভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি তা জানেন? এবং যদি তা প্রমাণিত হয়, তাহলে ঐ জমি দখল করে ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্ত করার ব্যবস্থা করবেন কি?

শ্রীবীরেন দত্ত :—আমি এইখানে আপনাদের আগেই বলেছি, জিরাতিয়া জমি সরকারের হাতে এলে পরেই ঐ জমি বণ্টনের যে অ্যালটমেণ্ট রুলস আছে, সেই রুলস অনুযায়ী বণ্টন করা হইবে। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে এই জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে, অবৈধ জমি নিজেদের পরিবারের মধ্যে না রেখে নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। সরকার এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ভারতীয় যারা এখানে আছেন, তাদের অ্যালটমেণ্টস্ রুলস্ অনুযায়ী যারা রেগুরালাইজ করতে পারছেন না তাদের করাব চেষ্টা করবেন। তবে যে নিয়ম আছে সেটা আমাদের ল্যাণ্ড রেভিনিউর এ্যক্টের আওতায় আসে না।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বর্ত্তমানে এই জিরাতিয়া কতজন আছেন?

শ্রীবীরেন দত্ত :—জিরাতিয়া বর্ত্তমানে বাংলা দেশের নাগরিক। আইন সঙ্গত ভাবে তারা এখানে আসতে পারেন এবং খাজনা দিতে পারেন কিন্তু যখন আমাদের জমি রেকর্ড করা হয়, তখন তারা এসে জমি রেকর্ড করান নি। বর্ত্তমানের রেকর্ডকারীরা তহশীল অফিসে এসে রেকর্ড করে জমি তাদের নামে রাখেন। নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর নোটিশ দেওয়া হয় কিন্তু তারা আসেন নি তাই অন্যের নামে জমি রেকর্ড হয়ে যায়। বহু জায়গায় ভূমিহীনরা ঐ জিরাতিয়াদের জমিতে বসবাস করছেন, এলোটমেণ্ট রুল অনু-যায়ী তাদের আমরা জমি দিতে শুরু করেছি কিন্তু কোন কোন জায়গায় এমনও দেখা যাচ্ছে যে সেই জমিগুলি জোতদাররা দখলে নিয়ে গেছে সে জায়গায় আমরা রেভেনিউ দপ্তর থেকে সেই জমিগুলি যাতে ভূমিহীনরা পেতে পারেন তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

মি: স্পীকার :—শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮০।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮০।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে যে সেটেলমেণ্ট হয় তাহাতে ত্রিপুরা রাজ্যে ওয়াকফ সম্পত্তির। পরিমাণ কত ছিল?	১। কোন ওয়াকফ সম্পত্তি সেটেল-মেণ্টে রেকর্ড ভুক্ত হয় নাই।
২। তাহাতে নাল জমির পরিমাণ কত, এবং টিলা জমির পরিমান কত, এবং	২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ঐ সেটেলমেণ্টের পূর্ব্বে, যে, পরিমান ওয়াকফ সম্পত্তি ছিল তাহার পরিমান সেটেলমেণ্টের পর সঠিক রহিল কি না,	৩। প্রশ্ন উঠে না।
৪। ইহা কি সত্য যে ঐ সেটেলমেণ্টের সময় কিছু কিছু ওয়াকফ সম্পত্তি কোন কোন ব্যক্তির নামে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে বে আইনী ভাবে রেকর্ড করা হয়েছে,	৪। প্রশ্ন উঠে না।
৫। সত্য হইলে সরকার ঐ সমস্ত জমি উদ্ধার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন কি ?	৫। প্রশ্ন উঠে না।

তবে এই বিষয়ে পরিষ্কার হওয়ার জন্য আমাদের যে রেকর্ড আছে তার তথ্য আমি দিচ্ছি। ধর্মনগরে ৭৫টি মসজিদ আছে তার সীমানা হচ্ছে ৮৬·১১ একর এবং একটা মসজিদ আছে তার সীমানা হচ্ছে ৪·১৬ একর। কৈলাসহরে ৩৪টি মসজিদ আছে তার সীমানা হচ্ছে ১২·৪৯ একর। কৈলাসহরে ২৬টি কবর স্থান আছে, তার সীমানা হচ্ছে ৩৭·৪৪ একর, পীরস্থান হচ্ছে ৩টি এবং তার সীমানা হচ্ছে ১·৪৯ একর। উদয়পুরে ১১টি মসজিদ আছে এবং তার সীমানা হচ্ছে ১৫·৪৩ একর, মাদ্রাসা আছে ১টি এবং তার সীমানা হচ্ছে ·২৭ একর। অমরপুরে ৪টি মাদ্রাসা আছে এবং তার সীমানা হচ্ছে ১·০৪ একর, মাদ্রাসা আছে একটি তার সীমানা হচ্ছে ·১০ একর।

টোট্যাল মসজিদের সংখ্যা হচ্ছে ১২৪টি এবং তার টোট্যাল সীমানা হচ্ছে ১১৫·০৭। টোট্যাল কবর স্থান হচ্ছে ২৬টি এবং তার সীমানা হচ্ছে ৩৭·৪৪ একর। টোট্যাল পীরস্থান হচ্ছে ৩টি এবং তার সীমানা হচ্ছে ১·৪৯ একর এবং টোট্যাল মাদ্রাসার সংখ্যা হচ্ছে ৩টি এবং তার সীমানা হচ্ছে ৪·৫৩ একর।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ধর্মনগরে সহর সহ বিভিন্ন গ্রামে কোন ওয়াকফ সম্পত্তি অমুসলমানদের দখলে থাকিলে সে সম্পত্তি রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় করবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি এই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন কমিশনার এবং একটা বোর্ড গঠন করা হয়েছিল কিন্তু বিগত দিনে সেখানে কোন কাজ হয় নি। বর্ত্তমানে আমাদের সরকার নিযুক্ত হওয়ার পর এই কমিশনারকে সম্পত্তির একটা বিবরণ এবং একটা সঠিক হিসাব সংগ্রহ করার জন্য ওয়াকফ আইন অনুযায়ী যাতে করতে পারেন সে জন্য আমরা বলেছি এবং তার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আমি আশা করি কমিশনার কাজ করবেন এখন বোর্ডের কাজ আরম্ভ হবে কিন্তু বোর্ডের হাতে কোন অর্থ না থাকাতে তার কার্য শুরু করতে পারছেন না। মাননীয় চীফ-মিনিষ্টার ইতিমধ্যে এই কাজের অনুমতি দেবেন তার সেক্রেটারী বা অফিসারকে, তাই আশা করছি ইতি মধ্যেই এই কাজ শুরু হয়ে যাবে।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুমন্ত কুমার দাস।

শ্রীসুমন্ত কুমার দাস :— মাননীর স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৪।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে গত কংগ্রেস শাসনকালে (বিশেষ করে জরুরী অবস্থার সময়) যে সব ভূমির এলটমেণ্ট দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এক জনের দখলীয় জায়গা অপর জনের নামে এলট করা হয়েছে এবং সেই সব এলটমেণ্ট নিয়ে বর্ত্তমানে মারামারি, কাটাকাটির আশংকা দেখা দিয়েছে।	১। হ্যাঁ। এই প্রকার কিছু তথ্য সরকারের গোচরীভূত আছে।
২। সত্য হইলে, এই সম্পর্কে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন?	২। এই ধরনের ঘটনাগুলির আইনগত দিক পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে, জরুরী অবস্থার সময় রাইমা শর্মায় যে সব জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, সেই জমিগুলি অন্যদের দখলিকৃত ছিল?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা এই প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত নয়। স্বতন্ত্রভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনকুল চন্দ্র দাস।

শ্রীনকুলচন্দ্র দাস :—প্রশ্ন নং ১০২ স্যার।

শ্রীবীরেন দত্ত :—কোয়েশ্চান নং ১০২ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বাজারের নির্দ্ধারিত স্থানে সেড নির্মান করে মুচিদের ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?	১। হ্যাঁ।
২। না থাকিলে তার পরিকল্পনা নেবেন কিনা?	২। এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনকুলচন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এই সেড নির্মান করে মুচিদের ব্যবসা করার সুযোগ দানের পরিকল্পনা করে কার্য্যকরী করা হবে এবং কোন কোন জায়গায় সে সেড নির্মান করার জন্য স্থান নির্দ্ধারণ করা হয়েছে?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বর্ত্তমানে আগরতলার বটতলা বাজারে এই সেড নির্মানের পরিকল্পনা আছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় স্থানাভাবে এই কাজ আপাততঃ আরম্ভ

করা যাচ্ছে না। আখাউড়া রোডেও এই সেড তৈরী করার পরিকল্পনা আমাদের আছে।

শ্রীতপনকুমার চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন আগরতলা ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের আর কোথায় কোথায় এই পরিকল্পনাটি রূপায়ন করা হবে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি, টাকা আমাদের আছে, আমরা সেড তৈরী করে দিতে পারি। কিন্তু ব্যবসা পরিচালনা করার মত বিশেষ জায়গা না হলেতো সেখানে ব্যবসা চলবেনা। যদি তাদের সরিয়ে নিতে চাই, তাহলে কবলাররা যেতে চাইবেন না। সেড আমরা তৈরী করে দিতে পারি, তাতে আমাদের টাকা খরচ হবে, কিন্তু ব্যবসা করতে না পারলে কোন কবলার সেখানে যেতে চাইবেন না। অতীতে এ রকম অনেক টাকা খরচ হয়েছে খান্না মার্কেটের জন্য। কিন্তু কোন দোকানদার সেখানে যান নি। আমরা চেষ্টা করছি বটতলাতে নূতন যে বাজার হবে, এমন জায়গায় তাদের সেড তৈরী করে দেওয়া হবে, যেখানে সত্যি তারা ব্যবসা করতে পারেন। তেমনি সোনামুড়াতেও আমরা দেখেছি যে কবলারদের একটা সেড তৈরী করে দেওয়া দরকার। কিন্তু সেখানে জায়গার সমস্যা আছে। জায়গার সমস্যা মিটে গেলেই আমরা তৈরী করে দেব। মফঃস্বলেও মাননীয় সদস্যরা যদি এই ব্যাপারে সহযোগিতা করেন, তাঁরা যদি বলেন যে এই এই জায়গায় সেড করে দিতে হবে, আমরা সরকার পক্ষ থেকে বলছি, সাধ্যানুযায়ী আমরা চেষ্টা করব। টাকার কোন অভাব হবে না। রাজস্ব দপ্তর থেকে সেই সমস্ত জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়া হবে সেড তৈরী করার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— কোয়েশ্চান নং ১৩০ স্যার।

শ্রী আরবের রহমান :— কোয়েশ্চান নং ১৩০ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ক) ইহা কি সত্য খোয়াই করাঙ্গী ছড়ার প্রাক্তন সৈনিকরা রাবার চাষের মাধ্যমে পুনর্বাসন চাহিয়াছেন ?	ক) হাঁা।
খ) যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে কি কারণে তাহাদের রাবার চাষের মাধ্যমে পুনর্বাসণ দেওয়া হইতেছে না ?	খ) বিষয়টি তদন্তাধীন আছে।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, এই রাবার বাগান করার জন্য কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে হাউসকে জানাতে চাই, কংগ্রেস সরকারের আমলে এই খোয়াই-করাঙ্গী ছড়াতে প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে। কিন্তু সেখানে এখন সে পুনর্বাসন এর কোন চিহ্ন নেই। এখন সৈনিক বোর্ডের কাছে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যাতে এটাকে রাবার বাগানে পরিণত করা যায় এবং রাবার বাগানে পরিণত করতে গেলে তার দায়িত্ব সৈনিক

বোর্ডকেই বেশী নিতে হবে এবং সেটা করার জন্য রাজ্যের যে রাবার করপোরেশন আছে, তারা রাবারের চারা এবং অন্যান্য ইম্পোর্টস ইত্যাদি বা ট্যাকনিক্যাল পরামর্শ দিয়ে সেই সৈনিক বোর্ডকে সাহায্য করবেন। কাজেই এই পরিকল্পনাটি একটি যৌথ পরিকল্পনা, শুধু একা বন দপ্তরের নয়। আমরা আশা করছি খুব শীঘ্রই এটা করা যাবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় বন মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, রাজ্যে এখন প্রাক্তন সৈনিকদের সংখ্যা কত এবং তাদের জন্য যে রাবার প্ল্যাণ্টেশনের কথা বলা হয়েছে, তার এরিয়া কত ?

শ্রী আরবের রহমান :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

মি: স্পীকার :— শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— কোয়েশ্চান নং ১৫১ স্যার।

শ্রী বীরেন দত্ত :— কোযেশ্চান নং ১৫১ স্যার।

প্রশ্ন

১। আগরতলার পৌর এলাকার ১০ নং ওয়ার্ডে পানীয় জল, রাস্তা ঘাট, বৈদ্যুতিক আলো, রাস্তা সমূহের ড্রেন নির্মান ইত্যাদি জন স্বাস্থ্য সম্বলিত কার্য্য গুলি আরও ত্বরান্বিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি;

২। পৌর নির্ব্বাচনের পরবর্ত্তীকালে ১০টি ওয়ার্ডে কত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ? (প্রত্যেকের পৃথক পৃথক হিসাব)

৩। কাটাখালের পুল পার হয়ে দক্ষিণ মুখী বনমালী পুর হযে মটরষ্ট্যাণ্ড বরাবর যে রাস্তাটি গিয়েছে, কবে পর্য্যন্ত এ রাস্তার সংস্কারের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়? এবং

৪। ঐ রাস্তাটির কাজ অদ্যাপি আরম্ভ না করার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ওযার্ড অনুযায়ী অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

ওয়ার্ড নং		ব্যয়িত অর্থের পরিমান
১ নং	—	২, ৬৪, ৪৭৮·৫৩
২ নং	—	১, ৮০, ৪৮৮·৫৫
৩ নং	—	২৮, ১৩৭·২৫
৪ নং	—	৮, ৪৪, ৯৭৪·১৭
৫ নং	—	৩, ৩৪, ১৫৭·২৭
৬ নং	—	৩, ২৯, ২১১·১৭
৭ নং	—	১, ০৩, ৬৫৭·০১
৮ নং	—	৪৬, ০৬৯·০৯
৯ নং	—	৫৯, ৮৩৫·৫২
১০ নং	—	১, ৮৬, ৬৯৪·৫০

৩নং এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর :—

কাটাখালের পুল বলতে কোন পুলটির কথা বলা হয়েছে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। তাই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিভিন্ন ওয়ার্ডের এই যে খরচ দেখানো হয়েছে, তাতে সবচাইতে বেশী দেখলাম ৮,৪৪,৯৭৪·১৭ এবং সর্বনিম্ন দেখলাম ২৮,১৩৭·২৫ এই বৈষম্যের কারণ কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—বিভিন্ন ওয়ার্ডে যে খরচ দেখানো হয়েছে তাতে অনেক বৈষম্য রয়েছে। এই বৈষম্যের কারণ কি?

শ্রী বীরেন দত্ত :—কোন কোন ওয়ার্ড অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ছোট এলাকা নিয়ে হয়। তার মাথা পিছু যে গড় হিসাব সেই হিসাব দিয়ে এটা করা হয়েছে। কোন কোন ওয়ার্ডে মাত্র ৭,০০০ বা কোন কোন ওয়ার্ডে মাত্র ২০,০০০ রয়েছে। সেই অনুপাতে এটা করা হয়েছে।

শ্রী বিমল সিনহা :— ১০ নং ওয়ার্ডে উপজাতি যুব সমিতির যে অফিস আছে তার পাশের খালটা কখন সংস্কার করা হবে জানতে পারি কি?

শ্রী বীরেন দত্ত :— এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—গণরাজ অফিস থেকে বনমালীপুর আসার রাস্তা এটা কেন সংস্কার করা হবে না এবং তার জন্য কেন বরাদ্দ রাখা হল না?

শ্রী বীরেন দত্ত :—নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের উপর প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬০।

শ্রী বীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬০।

প্রশ্ন

১) কোন্ কোন্ বিভাগে কোন্ কোন্ এলাকায় পুনর্জরীপের কাজ শুরু হয়েছে?

২) কোন্ কোন্ বিভাগে কতজন চেনম্যান পদে নিযুক্ত হয়েছে?

৩) এ পর্যন্ত কোন্ বিভাগে কত জন বর্গাদারের নাম রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে?

৪) ইহা কি সত্য যে নিযুক্ত চেনম্যানদের ছাঁটাই করে নূতন লোক নিয়োগ করে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হচ্ছে?

৫) যদি সত্য হয় তাহলে এই ছাঁটাই এর কারণ কি? এবং

৬) এ পর্যন্ত কোন্ বিভাগে কত জন ছাঁটাই হয়েছে?

উত্তর

১) সদর মহকুমার সমগ্র মোহনপুর সার্কেল এবং সম্যক কমলপুর ও উদয়পুর মহকুমা।

২) দুইজন নিয়মিত চেইনম্যান হেডকোয়ার্টার ট্রেনিং শাখায় নিযুক্ত করা হইয়াছে। তদুপরি নিম্নলিখিত মহকুমায় নো ওয়ার্ক নো পে হিসাবে সাময়িকভাবে (সিজন্যাল) মাষ্টার রোল কর্মী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সদর মহকুমা	—	১০২ জন
কমলপুর	—	৮৬ জন
উদয়পুর	—	৭০ জন
কৈলাসহর	—	১৭ জন
খোয়াই	—	১৭ জন
বিলোনীয়া	—	১৯ জন

৩) রেকর্ড নথিকরণের সময় নিম্নলিখিত বর্গাদারের সংখ্যা প্রাথমিক রেকর্ডভুক্ত করা হইয়াছে।

কমলপুর মহকুমা	—	১২২ জন
মোহনপুর সার্কেল	—	১১৬ জন
উদয়পুর মহকুমা	—	১২৩ জন

এটা যেখানে না কি রিভিশন চলছে, সেখানে। তা ছাড়া এই সময়ের মধ্যে ৫৭৪ জনকে অন্য বিভাগেও রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হয়েছে। এই এক বৎসরের মধ্যে মোট সংখ্যা ৯৩৫ জন।

৪) কোন নিয়মিত চেইনম্যান ছাঁটাই হয় নাই। মাস্টার রোল কর্মী সাময়িক ভাবে (সীজন্যাল) নো ওয়ার্ক নো পে হিসাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে। যদি কেহ কাজে না আসে তাহাদের স্থলে অন্য. লোক নিযুক্ত করা হয়।

৫) প্রশ্ন উঠে না।

৬) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে নো ওয়ার্ক নো পে ভিত্তিতে যে সব চেইনম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে তারা যদি কাজে অনুপস্থিত থাকে তা হলে সেই জায়গায় অন্য লোক নেওয়া যাবে। কিন্তু আমার কাছে তথ্য আছে যে উদয়পুরের প্রদীপ মজুমদার এবং শিবু সাহা এবং কার্যতঃ আরও একজন চেইনম্যান ঠিক তাদের অনুপস্থিতির জন্য নয়, অফিসার সেখানে তিন দিন অনুপস্থিত ছিলেন সেজন্য তাদের চাকরী চলে যায়।

শ্রীবীরেন দত্ত :—এই সংবাদ আমরা সংগ্রহ করব এবং সেই ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রী নরেশ চন্দ্র ঘোষ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে অফিসারেরা চেনমেনদের বাধ্য করছেন তাদের ব্যক্তিগত মালপত্র বহন করার জন্য?

শ্রী বীরেন দত্ত :—চেনমেনদের সাধারণতঃ যে কাজ করতে হয় তার বাইরে আমি জানি না কি হয়েছে। চেইনমেনের কাজ করতে হয়, রেকর্ড বই বহন করা, সেই সংক্রান্ত জিনিষ-পত্র বহন করা, একটা হলকা থেকে আর একটা হলকাতে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু কোন অফিসারের ব্যক্তিগত জিনিষপত্র বহন করা চেনমেনদের কাজ নয়। যদি নির্দিষ্ট সেইরকম অভিযোগ আসে আমরা তদন্ত করব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৯।

শ্রী বীরেন দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৯ ।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় সাড়ে সাত কাণি বা ইহার নীচে জমি আছে এমন কৃষক পরিবারের সংখ্যা কত ; এবং

২) সাড়ে সাঁইত্রিশ কাণি বা ইহার উপরে জমি আছে এরূপ জোতদার পরিবারের সংখ্যা কত ?

উত্তর

যখন না কি খাজনা সাড়ে সাত কানি পর্যন্ত মবুব করা হয় তখন একটা তথ্য সংগ্রহ করতে চেষ্টা করি। যাদের সাড়ে সাত কানি জমি আছে তার একটা প্রাথমিক অ্যাপ্রোক্সিমেট হিসাব আছে—সেটা হল—২,৪৭,৫৯৭। এর ঊর্ধসীমার সংখ্যা আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত আসে নাই। কারণ আপনারা জানেন বন্দোবস্তের সময় সিলিঙের পরিবারের সংজ্ঞা নিরূপন করে যে জমি নেওয়ার কথা তার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা প্রকৃত পক্ষে এই সংখ্যাটা এখন দিতে পারছি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—২,৪৭,০০০ এর মধ্যে সম্পূর্ণ ভূমিহীন কতজন রয়েছেন ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—সাড়ে সাতকানি পর্যন্ত যাদের জমি আছে তাদের কথাই বলা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৪।

শ্রীআরবের রহমান :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ১৯৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১) পেরাতিয়া রাবার প্রসেসিং ইউনিট এর জন্য এ পর্যন্ত কত টাকার মেডিসিন কেনা হয়েছে ; এবং	১) পেরাতিয়ায় কোন রাবার প্রসেসিং ইউনিট নাই।
২) ঐ ইউনিটে এ পর্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ কত ?	২) ১নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন আসে না।

মিঃ স্পীকার :—যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলোর লিখিত উত্তর পত্র এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

Reference Period

শ্রীতপন চক্রবর্তী :—গত ১৮ই মার্চ মধ্যরাত্রে সদরের বাধারঘাট, এম, বি, টিলা এই সমস্ত এলাকার মধ্যে যে বিধ্বংসী ঘূর্ণীঝড় বয়ে যায় তার ফলে ঐ এলাকায় প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। আমরা পত্রিকাতে দেখেছি। সরকারী তথ্য এখনও সঠিকভাবে আমরা পাই নি। পত্রিকায় দেখেছি প্রথম দিন ৫ জন পরের দিন ৭ জন ১৯ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছেন হাউসে। সেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে সরকার সাহায্য দিয়েছেন। আমরা আজও লক্ষ্য করছি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় অভিযোগ করা হয়েছে যে যথোপযুক্ত তাদের ব্যবস্থা করা হয় নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সমস্ত ত্রাণের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জানাতে পারলে ভাল হয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বিকালের দিকে এই ব্যাপারে একটা ষ্টেটমেণ্ট দেব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বিকালে এই সম্পর্কে ষ্টেটমেণ্ট দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী এই সম্পর্কে বিকালে ষ্টেটমেণ্ট দেবেন।

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Mr. Speaker :—I have received two notices to raise discussion on matters of Urgent Public Importance for Short Duration

Shri Sunil Kr. Choudhury, M. L. A. given notice on the following matter "সাম্প্রতিক বিভিন্ন কৃষি পণ্যের মূল্য হ্রাসের ফলে কৃষকদের বঞ্চিত হওয়া সম্পর্কে"।

AND

Shri Bidya Ch. Deb Barma, M L. A has given notice on the following matter :—

'শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিতদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যা সম্পর্কে।'

I have admitted both the notices and discussion on the matters will be held in the afternoon to-day after completion of the days business.

:— দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ :—

মিঃ স্পীকার :—আমি নিম্নলিখিত সদস্য-এর নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি :—

১। শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো 'গত ১৮-৩-৭৯ইং সন্ধ্যায় ঘুর্নিঝড়ে কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত মানিকভাণ্ডার অঞ্চলের হরচন্দ্র হাইস্কুল সহ ব্যাপক ঘর বাড়ী ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্কে।'

আমি মাননীয সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উথাপনের সম্মতি দিয়েছি।

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন, যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই সম্পর্কে ২২ তারিখ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আগামী ২২শে মার্চ্চ ১৯৭৯ইং বিবৃতি দেবেন।

আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :—'গত ২রা মার্চ্চ ১৯৭৯ইং কাঞ্চনপুর ব্লকের দাইনাছড়া গাঁওসভার সাতনালা গ্রামের শ্রীঅশ্বিনী রিয়াংয়ের ঘরে উপজাতি যুব সমিতির কর্মীদের দ্বারা আগুন লাগানো ও তার পুত্রবধুকে বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া নিয়া যাওয়া প্রসঙ্গে' (ইণ্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—১২-৩-৭৯ইং তারিখে একটা অভিযোগ করেন যে কিছু দুস্কৃতকারী তার যে পুত্রবধুকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং কিছু লোকের নাম সেই রিপোর্টে উল্লেখ করেন।

আর একটা রিপোর্টে ৭-৩-৭৯ইং তারিখ তিনি বলেন যে রাত্রিতে প্রায় একটার সময় সাতনালায় তার বাড়ীতে আগুন লাগে এবং তাতে অনেক জিনিষপুড়ে যায় ধান, তারপর ছাগল ইত্যাদি এবং কিছু ক্যাশও নষ্ট নয়—স্যুটকেস, ট্রাংক ইত্যাদি অনেক জিনিষ পুড়ে যায়। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে এবং এই অভিযোগের কোন সত্যতা পায় নাই যে, আগুন কেউ লাগিয়েছে। পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট দেখে মনে হয় যে, কেউ ইচ্ছা করে আগুন লাগায়নি। তেমনি তার পুত্রবধুকে ছিনেয়ে নেওয়ার যে অভিযোগ, সেই সম্পর্কে পুলিশের তদন্তে মনে হয় বিষয়টি সম্পূর্ণ সামাজিক এবং পারিবারিক মনোমালিন্যের ব্যাপার, এর সঙ্গে কোন রাজনৈতিক দল জড়িত, পুলিশের কাছে এমন কোন তথ্য নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ দিয়েছেন এটা ভুল এবং তিনি ইচ্ছা করে উপজাতি যুব সমিতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এটা এনেছেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি ক্লেরিফিকেশান চাইতে পারেন আপনি কোন মন্তব্য করতে পারেন না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় সদস্যকে জানাতে পারি যে অভিযোগে বলা হয়েছিল যে এই পুত্রবধুকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে উপজাতি যুব সমিতির দলভুক্ত এক যুবকের সঙ্গে আবার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। (ইন্টারাপশান)।

শ্রীখগেন দাস :—পুলিশের খাতায় যে সব লোকের নাম এ অভিযোগ করা হয়েছে— মাননীয় মন্ত্রী মশাই পুনরায় তদন্ত করে জানাবেন কি, যে লোকগুলি অশ্বিনী রিয়াং-এর পুত্র বধুকে ছিনিয়ে নিয়েছে, তারা কোন রাজনৈতিক দলের লোক কিনা (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মনে করি না এই সম্পর্কে আর কোন তদন্তের প্রয়োজন আছে। (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার—অর্ডার প্লীজ! অর্ডার প্লীজ! আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল :—"গত ৮-৩-৭৯ইং কাঞ্চনপুর ব্লকের দাইন ছড়া গাঁও সভার কষ্টরায় রিয়াং চৌধুরী পাড়ার শ্রীলেন প্রসাদ মলসইয়ের উপর উপজাতি যুব সমিতির কর্মীদের আক্রমন প্রসংগে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—বিগত ১২।৩।৭৯ইং তারিখে কাঞ্চনপুর থানার শ্রীঅশ্বিনী রিয়াং, পিতা রামকান্ত রিয়াং সাং পশ্চিম সাতনালা এই মর্মে এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যে বিগত ৮।৩।৭৯ইং তারিখ বৈকালে যখন কষ্টরায় পাড়ায় শ্রীবিরজা রিয়াং এর বাড়ীতে উপজাতি গণ-মুক্তি পরিষদের এক সভা চলিতেছিল এবং সেই সভায় শ্রীলেন প্রসাদ রিয়াং সরকারের সমর্থনে বক্তব্য রাখিতেছিলেন তখন শ্রীরাজ প্রসাদ রিয়াং ও আরও কতিপয় উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক সেখানে উপস্থিত হয় এবং শ্রীলেন প্রসাদ রিয়াং কে ভীতি প্রদর্শন করিয়া এক পত্র দেয়। শ্রীঅশ্বিনী রিয়াং এর এই অভিযোগ পত্র শ্রীলেন প্রসাদ রিয়াং কাঞ্চনপুর থানায় বিগত ১২।৩।৭৯ ইং তারিখে দাখিল করেন এবং সেই অনুসারে কাঞ্চনপুর থানা ৩৪৭ নং জিডি মূলে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে এবং তদন্ত আরম্ভ করে। শ্রীলেন প্রসাদ রিয়াং কে রাজপ্রসাদ রিয়াং ও অন্যান্য

উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকদের ভীতি প্রদর্শন করিয়া লিখা পত্র পুলিশের নিকট অভিযোগ পত্রের সংগে দেওয়া হয় নাই। পুলিশ তদন্ত ক্রমে শ্রীরাজ প্রসাদ রিয়াং ও আরও সাত জনের নামে সি, আর, পি, সি ১০৭ ধারা অনুযায়ী গত ১৬।৩।৭৯ ইং তারিখে মামলা আদালতে দায়ের করিয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই চিঠিটা কত তারিখের ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—৮।৩।৭৯ইং তারিখের।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার, ঘটনা ঘটেছে বিকালে চিঠি এসে গেছে ঐ দিনই সকালে ? এটা কল্পনা প্রসূত। মনে হয় দুই নং হোস্টেলে বসে তৈরী করা হয়েছে। এটা জামাই শ্বশুরের কারবার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই চিঠিটার তারিখ ৮।৩।৭৯ইং নয়, ওটা ১২।৩।৭৯ইং তারিখের। এটা যে তারিখে ঘটনা ঘটেছে সেই তারিখের নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সত্যি যে উপজাতি যুব সমিতি বিভিন্ন জায়গায় ভীতি প্রদর্শন করছেন বলে রিপোর্ট এসেছে। অনেক কেস্ এখন তদন্তাধীন আছে এবং অন্যান্য কিছু কেসের অ্যাকশন পুলিশ নিয়েছে। কাজেই আমি উপজাতি যুব সমিতির মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করব যে, আপনারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস রাখুন এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করুন, তাহলে আপনাদের পক্ষ শক্তিশালী হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, এটা কোন বিশেষ ঘটনা নয়। আমি এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ করতে পারি যে বামফ্রন্ট সরকার উপজাতি যুব সমিতির অনেক সদস্যের উপর আক্রমণ চালিয়েছেন। এই ঘটনা এখানে টেনে এনে আমাদেরকে হেয় করার চেষ্টা করছেন। এটা একটা ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এরকম বিশেষ কেস যদি তাঁরা এই হাউসের সামনে উপস্থিত করেন, তাহলে সে যে কোন লোকই হোক, যে কোন দলের হোক, তাকে দমন করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার—গত ৫।২।৭৯ইং তারিখে যে নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া দিয়েছিলেন সেটা হল ; গত ১৯শে মার্চ্চ ১৯৭৯ইং জিরাণীয়ায় যোগেশ দেব নাথ কর্ত্তৃক বিশ্বজিত নামক এক ব্যক্তি খুন ও মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে। কিন্তু বিশ্বজিত কে ? তার পিতার নাম উল্লেখ করেন নি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, আমি দুঃখিত যে এটা খোঁজে বের করা কঠিন। নাম নাই, কিছু নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—এটা পুলিশের কাছে আছে।

মিঃ স্পীকার—বিশ্বজিতের পুরা নামটা কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যদি কালকে এটা জেনে হাউসে রেফার করেন, তাহলে আমি উত্তর দেব।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তথ্যের যদি সমস্ত কিছু ডিটেলস্ থাকত, তাহলে গভর্ণমেন্টের তদন্ত করে দেখার কোন আপত্তি থাকতো না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, জিরানীয়ার কোন জায়গায় তার কোন উল্লেখ এখানে নেই, পিতার নাম নেই, পুলিশ কি করে তদন্ত করবে ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি প্রথমে অনুমতি দিয়েছিলেন। এখন এটা এড়িয়ে যাচ্ছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি হাউসকে অ্যাস্থর করছি, সমস্ত তথ্য তিনি দিন। শুধু পুলিশকে সাহায্য করার জন্যই নয়, হাউসকে সাহায্য করার জন্যও সমস্ত তথ্য চাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য তথ্য দিন, তাহলে এটা তদন্ত করতে পারবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আপনি কি কোন সদস্যের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এটা করবেন ?

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, চেয়ারের অসম্মান করা যায় না। এখানে তো বলা হয়েছেই, গভর্ণমেণ্ট তদন্ত করবেন, এবং গভর্ণমেণ্টের তৈরী করার জন্য সমস্ত তথ্য আমাদের দেবেন। হাওয়ার উপরে গভর্ণমেণ্ট চলে না, অ্যাসেম্বলী চলে না। একটা তথ্যের ভিত্তিতে অ্যাসেম্বলী চলবে। সম্পূর্ণ তথ্য দিলে আমরা কালকেও তথ্য দিতে পারি, মাননীয় সদস্য নাম ঠিকানা দিন। কিন্তু সম্পূর্ণ তথ্য না দিয়ে তাঁর ধারণা হল যে, বামফ্রণ্ট সরকার তদন্ত করতে রাজী নন। মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বামফ্রট সরকার মোটেই অরাজী নন তদন্ত করতে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মি স্পীকার স্যার, আপনি প্রথমে অনুমতি দিয়েছিলেন। এখন সরকারের চাপে পড়ে এটা উইথড্র করেছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এটা অত্যন্ত আপত্তিজনক কথা। আমি এই ধরনের মন্তব্যের প্রতিবাদ করছি।

মিঃ স্পীকার :—আমি শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার এই বক্তব্যটা অ্যাক্সপাঞ্জ্ড করার জন্য হুকুম দিচ্ছি।

লেয়িং অব দি রিপ্লাই অব দি প্লেনিং
কমিশন টু দি রিজলিউশন এডাপ্‌টেড্‌
বাই দি ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলী
অন ১৭-১-৭৯ ইং

মিঃ স্পীকার :-সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো, "লেয়িং অব দি রিপ্লাই অব্ দি প্ল্যানিকমিশন টু দি রিজলিউশান এডপটেড বাই দি ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলী অন ১৭-১-৭৯ ইং।" এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব রিপ্লাইটি সভায় পেশ করতে।

Sri Nripen Chakraborty ;—Mr. Speaker Sir, this House adopted a resolution on 17.1.1979 in regard to the injustice done to this State by the Seventh Finance Commission. A copy of the resolution was forwarded to the appropriate quarters of the Government of India and of the Planning Commission. I have received a reply from the Deputy Chairman, Planning Commission. I take your permission. I take your permission to lay the

reply on the table of the House.

No. 64(21)/78-Econ/346/Dc
Deputy Chairman
Planning Commission
New Delhi
March, 9, 1979.

Dear Shri Chakraborty,

I refer to your D. o. letter No. Fin (B)/F. 6 (5) Fin (Com) 78-IV of January, 18, 1979 with which you have forwarded a copy of the Resolution adopted by the Tripura Legislative Assembly on 17. 1. 1979.

As you know, the Finance Commission is a Statutory Body and it is a healthy practice to accept its recommendations as far as possible. We are, however, aware of the problems being faced by less developed States like Tripura and that is why we have decided to preempt Central assistance of Rs. 1800 crores for the next four years for the special Category States which include Tripura. Every effort will be made subject in the overall constraint of resources, to fund the essential development Schemes of your State.

With best regards.

Your Sicerely,
Sd/-D. T. Lakdawala.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি তাঁরা যেন তাঁদের কপি নোটিশ অফিস থেকে নিয়ে নেন।

অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবের উপর
আলোচনা এবং ভোট গ্রহণ।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হচ্ছে ১৯৭৮-৭৯ সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা ও ভোট গ্রহণ। অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কিত প্রস্তাবের অনুলিপি অদ্যকার কার্য্য সূচীর সহিত মাননীয় সদস্যদের নিকট দেওয়া হয়েছে। ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবগুলি মুভ করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হল। প্রথমে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবগুলির উপর আলোচনা হবে এবং আলোচনা শেষে আমি প্রস্তাবগুলি একে একে ভোটে দেব।

মিঃ স্পীকার :—অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবের উপর কেউ আলোচনা করেন নি। অতএব এখন আমি প্রস্তাবগুলো একে একে ভোটে দিচ্ছি।

Mr. Speaker :—The next question before the House is that a further sum not exceeding Rs 45,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1979, in respect of Demand No. 9 Major Head 265-Other Administrative Services—(Guest House, Govt. Hostel etc.- Rs. 45,000/-)

(Was put and agreed to by voice vote,)

Mr. Speaker—The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 3,31,000/-be granted to defray the charges which will come in

courpse of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1979, in respect of Demand No. 13 (Major Head 268 Miscellaneous General Services State Lottery payment to Agent, Prizes money etc./-Rs. 3,31,000/-)

Was put and agreed to by voice vote.

Mr. Speaker—The next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 18,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1979, in respect of Demand No. 48 (Major Head 766-Loans to Government Servants—Rs. 18,00,000/-

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—The next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 25,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March. 1979, in respect of Demand No. 4 (Major Head—229—Land Revenue Rs. 25,000/-).

The Demand was put to voice vote and passed.

On the recommendation of the Governor, I beg to move, that a further sum not exceeding Rs. 6,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to 51st March, 1979, in respect of Demand No. 5 (Major Head 239—State Excise Rs. 6,000/).

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—The next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 1,39,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1979, in respect of Demand No. 10 (Major Head 253-District Administration—Rs. 1,39,000/-).

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—The next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 4,30,000/- be granted to defray the charges which will come in coures of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1979, in respect of Demand No. 15 (Major Head 284-Urban Development, Assistance to Municipalities, Corporation etc.—Rs. 4,30,000/-)

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—The next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 19,67,000/- be granted to defray the charges which will

come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1979, in respect of Demand No. 16 (Major Head 277—Education Rs. 19,61,000/-) (Major Head 278-Art and Culture—Rs. 6,000/-).

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—The next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 3,47,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1979, in respect of Demand No. 17 (Major Head 277 Education-Rs. 1,54,000/-) (Major Head 288-Social Security and Welfare (Social Welfare)- Rs. 1,93,000/-)

The Demand was put to voiec vote and passed.

Mr. Speaker—The next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 2, 15,000- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1979, in respect of Demand No. 23 (Major Head 288-Social Security and Welfare (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes)- Rs. 2,15,000/-).

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—The next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 2,25,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1979 in respect of Demand No. 29 (Major Head 305—Agriculture Rs. 1,48,800/-) (Major Head 307-Soil & Water conservation (Agri.) Rs. 15,000/-) (Major Head 312 Fisheries—Rs. 70,000/-).

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—The next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 11,20,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1979 in respect of Demand No. 30 (Major Head 299 Special and Backward Areas—N.E.C. Schemes for Animal Husbandry and Dairy Development—Rs. 10,70,000/-) (Major Head 310 Animal Husbandry Rs. 50,000/-).

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—The next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 8,50,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April. 1978 to 31st March, 1979 in respect of Demand No. 40 (Major Head 498 Capital outlay on Co-operation Rs. 2,85 000/-) (Major Head 698 Loans to Co-operative Societies—Rs. 5,65,000/-).

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—The next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 7,71,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to

31st March, 1979, in respect of Demand No. 14 (Major Head 259Public Works Rs. 15,000/-) (Major Head 277 Education Rs. 4,42,000/) (Major Head 278 Art and Culture Rs. 7,000/-) (Major Head 281 Family Welfare Rs.10,000/-) (Major Head 282 Public, Health, Sanitation and Water Supply Rs. 2,00,000/-) (Major Head 310 Animal Husbandry Rs. 97,000/-).

The Demand was put to voice vote a d passed.

Mr. Speaker :—The next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 1,60,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1979, in respect of Demand No. 20 (Major Head 283 Housing /Police Housing Schemes Rs. 1,40,000/-/) (Major Head 284 Urban Development (Town and Regional Planning)-Rs. 20 000/-).

The Demand was put to voice vote and pessed.

Mr. Speaker :—The next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 6,31,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1979, in respecr of Demand No. 36 (Major Head 481 Capital outlay on Family Welfare Rs. 20,000/-) (Major Head 482-- Capital outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply Rs. 3,31,000/-) (Major Head 509—Capital outlay on Food & Nutrition Rs. 2,80,000/-).

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—The next question before the House is that a further not exceeding R . 1 68,69,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1979, in respect of Demand No. 39 (Major Head 483 Capital outlay on Housing Rs. 28,69,000/-) (Major Head 537 Capital outlay on Roads & Bridges Rs. 1.40,00,000/-).

The Demand was put t ovoice vote and passed.

Mr. Speaker :—The next question before the House is that a further sum sum not exceeding Rs. 10.73,300/- exclusive charged expenditure of Rs. 8,700/- be granted to defray the charge which will come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1979, in respect of Demand No. 43 (Major Head 506 Capital outlay on Minor Irrigation, Soil Conservation and Area Development Rs. 10,73,300/-

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—The next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 33,81,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1979, in respect of Demand No. 18 (Major Head 265—Other Administrative Services /Vital Statistics Rs. 55,000/-/) (Major Head 280 Medical—Rs. 8,07,000/-) (Major Head 282—Public Health, Sanitat on and Water Supply—Rs. 25,19,000/-).

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—The next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 2,48,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1979, in respect of Demand No. 19 (Major Head 281—Family Welfare - Rs. 2,48,000/-).

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker —The next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 20,55,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1979, in respect of Demand No. 37 (Major Head 482 Capital outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply Rs. 20,55,000/-).

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—The next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 39,20,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1979 in respect of Demand No. 27 (Major Head 314—Community Development (panchayat) - Rs. 39,20,000/-)

The Demand was put to voice vote and passed,

Mr. Speaker :—The next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 30,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1979 in respect of Demand No. 32 (Major Head 314 Community Development Rs. 30,000/-).

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—The next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 5,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1979 in respect of Demand No. 45 (Major Head 714-Loans for Community Development—Rs. 5,00,000/-).

The Demand was put to voice vote anc passed.

Mr. Speaker :—The next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 8,84,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1979 in respect of Demand No. 34 (Major Head 299-Special and Backward Areas-N. E. C. Schemes for Village and Small Industries—Rs. 99,000/-) (Major Head 321—Village and Small Industries—Rs. 7,85,000/-).

The Demand was put to voice voie and passed.

Mr. Speaker :—The next question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 29,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the pariod from 1st April, 1978 to 31st March, 1979 in respect of Demand No. 44 (Major Head 530—Investment in Industrial Financial Institutions—Rs. 29,00,000/-).

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—The next question before the Housep is that a further sum not exceeding Rs. 25,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1978 to 31st March, 1979 in respect of Demand No. 31 (Major Head 299-Special and Backward Areas—N E. C. Schemes for Forest—Rs. 25,000/-)

The Demand was put to voice voie and passed.

গভর্ণমেণ্ট বিজনেস (ফিনানসিয়াল)

সরকারী বিল উত্থাপনঃ

অধ্যক্ষ মহাশয় :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ৩ অব ১৯৭৯) উত্থাপনঃ — এখন আমি মাননীয় অর্থ বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্যে সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি 'দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ৩ অব ১৯৭৯) হাউসের সামনে উত্থাপন করার অনুমতি চাইছি।

অধ্যক্ষ মহোদয় :—এখন মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি :—

(প্রস্তাবটি ভোটে দিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

অধ্যক্ষ মহোদয় :—অতএব এই সভা অনুমতি দিয়েছেন, কাজেই বিলটি উত্থাপিত হলো।

অধ্যক্ষ মহোদয় :—আমি সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি এই বিলের কপি 'নোটিশ অফিস' থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

কনসিডারেশান অ্যাণ্ড পাসিং অব দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ৩ অব ১৯৭৯)

অধ্যক্ষ মহাশয় :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো 'দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ৩ অব ১৯৭৯) এর বিবেচনাঃ— আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে "দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ৩ অব ১৯৭৯)" হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ৩ অব ১৯৭৯) বিবেচনা করা হউক।

অধ্যক্ষ মহোদয় :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি । আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ৩ অব ১৯৭৯)" বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হইল)

অধ্যক্ষ মহাশয় :— অতএব বিলটি সভা কর্ত্তৃক বিবেচিত হলো।

অধ্যক্ষ মহোদয় :—আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি :—

বিলের অন্তর্গত ১ নং, ২ নং এবং ৩ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

অধ্যক্ষ মহোদয়: অতএব উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশ রূপে সভাকর্ত্তৃক গৃহীত হলো।

অধ্যক্ষ মহোদয় :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশ রূপে গণ্য করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হল)

অধ্যক্ষ মহাশয় :—অতএব বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হলো ।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো বিলের "সিডিউল" বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হইল)

অধ্যক্ষ মহাশয় : -বিলের সিডিউল্‌টি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

অধ্যক্ষ মহাশয় —সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল : - 'দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়শান (নং ২) বিল ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ৩ অব ১৯৭৯)' পাশ করার জন্য প্রস্তাব । আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ৩ অব ১৯৭৯) পাশ করার জন্য প্রস্তাব করতে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ৩ অব ১৯৭৯) যে ভাবে সভা কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে সেই ভাবে পাশ করা হউক।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিথ প্রস্তাবটি। ইহা আমি এখন ভোটে দিচ্ছি—

প্রস্তাবটি হলো :— " দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল ১৯৭৯)" ত্রিপুরা বিল নাম্বার ৩ অব ১৯৭৯) পাশ করা হোক।

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়ার পর ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

অধ্যক্ষ মহাশয় :—অতএব বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

আজ দুইটা পর্য্যন্ত সভা মুলতুবী রইল।

(After recess the meeting was started with Mr. Deputy Speaker in the Chair)

STATEMENT MADE BY THE CHIEF MINISTER.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি একটা ভয়াবহ ব্যাপার সম্পর্কে এই হাউসের সামনে একটা বিবৃতি দিতে চাই। সেটা হল, আজকে কৈলাসহর, নর্থের এস, পির কাছ থেকে কিছুক্ষণ আগে একটা সংবাদ আমরা পেয়েছি যে ১৯।৩।৭৯ইং তারিখে প্রায় মধ্য রাত্রির দিকে একটা বড় মিজো দল যারা ভাঙ্গমুন অঞ্চলের সিমলুঙ গ্রাম আক্রমণ করে, এই গ্রামটা হচ্ছে ভাঙ্গমুন পি, এস থেকে ২০ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে এবং সেখানে তারা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে টাকা পয়সা লুঠ করে, মেয়েদের উপর বলাৎকার করে এবং বেশ কিছু বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দেয়। যার ফলে প্রায় ৩৫টি পরিবারের ১৫০ জন লোক আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে। ভাঙ্গমুনের প্রধান তাদেরকে রাত্রির জন্য জায়গা দিয়েছেন। এই সংবাদ পাওয়ার পর কৈলাসহর থেকে এস, পি, নর্থ সেখানে ছুটে গিয়েছেন। আমরাও এই সংবাদ পাওয়ার পর মিজোরাম সরকারের সংগে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি এবং এই ধরণের ঘটনার পিছনে কোন রকম উস্কানি আছে কিনা, সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, এটা খুবই লক্ষ্যনীয় যে সীমান্তগুলিতে এই ধরণের দলবদ্ধ যে আক্রমণ উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে সম্প্রতি ঘটেছে এবং এর পিছনে প্রতিক্রিয়ার হাত থাকা অসম্ভব নয়। সেই দিক থেকে আমাদের সরকার খুবই উদ্বিগ্ন এবং আমরা এই দলবদ্ধ আক্রমণে যারা বলি হয়েছেন বা বিভিন্ন ভাবে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, আমরা তাদের সমবেদনা জানাচ্ছি এবং তাদের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, সবই সেখানে পৌছে দেবার চেষ্টা করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—সভার পরবর্ত্তী আলোচ্য বিষয়বস্তু হল, দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার থ্রি) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ফোর অব ১৯৭৯) উত্থাপন। বিলটি হাউসে উপস্থাপিত করার জন্য অনুমতি সূচক প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce "The Tripura Appropriation (No.3) Bill, 1979 (Tripura Bill No. 4 of 1979). '

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— এখন মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল—

দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার থ্রি) বিল, ১৯৭৯ইং (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ফোর অব ১৯৭৯) হাউসে উপস্থাপিত করার জন্য অনুমতি প্রদান।

(উপরোক্ত প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্টের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হল এবং বিলটি উত্থাপিত হল।)

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—সভার পরবর্ত্তী বিষয় হল, দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার থ্রি) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ফোর অব ১৯৭৯) এর বিবেচনা। এখন আমি মাননীয়

অর্থ মন্ত্রী মহোদয়কে, দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার থ্রি) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ফোর অব ১৯৭৯) হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Apprep iation (No. 3) Bill, 1979 (Tripura Bill No. 4 of 1979) be taken into consideration."

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় অর্থমন্ত্রী কতৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল—

দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার থ্রি) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ফোর অব ১৯৭৯) বিবেচনা করা হউক।

প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হল।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—এখন আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি।

বিলের অন্তর্গত ১,২ এবং ৩ নং ধারাগুলি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

উপরোক্ত ধারাগুলি সংখ্যাগরিষ্টের ধ্বনি ভোটে এই বিলের অংশরূপে সভা কতৃক গৃহীত হল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—এখন সভার সামনে পরবর্ত্তী প্রশ্ন হল :—

বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

বিলের শিরোনামাটি সংখ্যাগরিষ্টের ধ্বনি ভোটে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হল।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—এখন সভাব সামনে প্রশ্ন হল বিলের সিডিউল্ডটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

বিলের সিডিউল্ডটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলের অংশরূপে সভা কতৃক গৃহীত হল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—এখন সভার পরবর্ত্তী বিষয় হল, দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান(নাম্বার থ্রি) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ফোর অব ১৯৭৯) হাউসে পাশ করার জনা প্রস্তাব। আমি মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয়কে দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার থ্রি) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ফোর অব ১৯৭৯) হাউসে পাশ করার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move that "The Tripura Appropriation (No.3) Bill, 1979) Tripura Bill No. 4 of 1979) as settled in the House be passed."

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় অর্থমন্ত্রী কতৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। ইহা আমি এখন ভোট দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হল, দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (নাম্বার থ্রি) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নাম্বার ফোর অব ১৯৭৯) পাশ করা হউক।

প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হল। সুতরাং বিলটি সভা কর্তৃক পাশ হল।

সরকারী বিলের উত্থাপন বিবেচনা এবং পাশ

মিঃ ডেঃ স্পীকার—সভার পরবর্ত্তী আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো :— দি ত্রিপুরা মার্কেটস বিল, ১৯৭৯ইং (ত্রিপুরা বিল নং ২ অব ১৯৭৯ইং) হাউসে উপস্থাপিত করার জন্য অনুমতি সূচক প্রস্তাব। প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত—Mr. Dy. Speaker Sir, I beg to move forleave to introduce the "Tripura Markets Bill, 1979 (Tripura Bill No. 2 of 1979)."

মিঃ ডেঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়,—কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি—প্রস্তাবটি হলো :— 'দি ত্রিপুরা মার্কেটস বিল, ১৯৭৯ইং (ত্রিপুরা বিল নং ২ অব ১৯৭৯ইং) হাউসে উত্থাপিত করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।'

(বিলটি ধ্বনি ভোটে সভায় উত্থাপিত হওয়ার অনুমোদন প্রাপ্ত হয় এবং বিলটি উত্থাপিত হয়)।

সভার পরবর্ত্তী বিষয় হলো—'দি ত্রিপুরা মার্কেটস বিল, ১৯৭৯ইং (ত্রিপুরা বিল নং ২ অব ১৯৭৯ইং) এর বিবেচনা। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে দি ত্রিপুরা মার্কেটস বিল, ১৯৭৯ইং (ত্রিপুরা বিল নং ২ অব ১৯৭৯ ইং) হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করছি।

Shri Biren Dutta—Mr. Dy, Speaker Sir, I beg to move that "The Tripura Markets Bill, 1979 (Tripura Bill No. 2 of 1979) be taken into consideration.

মিঃ ডেঃ স্পীকার স্যার, এই বিলটি উত্থাপন করতে গিয়ে, আমি প্রথমে এই বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দুই একটি কথা বলতে চাই। আপনারা জানেন ত্রিপুরা রাজ্যে বে-সরকারী ভাবে বিভিন্ন জোতের উপর অনেক বাজার গড়ে উঠেছে। এই বাজারগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, বাজারগুলি যারা ব্যবহার করছেন, তাদের সুবিধার কথা চিন্তা করে, কি ভাবে তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায়, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করার জন্য এই বিলটি আনা হয়েছে। (ইণ্টারাপশান)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এই বিলের কপি পাই নাই অথচ মননীয় মন্ত্রী বিলের উপর বক্তব্য রাখছেন।

শ্রীবীরেন দত্ত—আমরা এটা দেখছি, আপনারাও জানেন যে লোকসংখ্যা বাড়ছে এবং আমাদের ত্রিপুরাতে বাজারও বাড়ছে। এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর এই বাজারগুলি গড়ে উঠছে। কিন্তু সেই বাজারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আজকে আমাদের হাতে কোন বিধান নেই। এই বাজারগুলি যদি উন্নত ভাবে ব্যবহার না করা যায়, তার ফলে এই বাজার গুলিতে যে সব গ্রামাঞ্চলের সাধারণ কৃষকেরা পণ্যাদি নিয়ে আসে, তারা সরকারী ব্যবস্থা মত যা টোলদের, তার চেয়ে অনেক বেশী টোল তাদের দিতে হয়। এই বাজারগুলি বক্তিগত জোতের উপর হচ্ছে বলে, তারা ব্যবসায়ীদের ইচ্ছামত উচ্ছেদ করছে। সেই সব বাজারগুলিতে একটা ইলেক্ট্রিক পোষ্ট বসাতে গেলে সাধারণ ভাবে সেই জোতের মালিকদের কাছ থেকে একটা অনুমতি নিতে হয়। মালিকের অনুমতি না থাকলে সেখানে বসান যায় না। সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে ৩ হাজার ৪ হাজার টাকা সেলামী দাবী করে বসে। তারা যখন যাকে খুশী উচ্ছেদ করেন এবং যাকে খুশী আবার বসান। সেই সব বাজারগুলিতে জলনিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই। কিছুদিন যাবত লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এই সব বাজারে যারা ব্যবসা করেন—সারা রাজ্যে তারা একটা সংগঠনের দিকে এগিয়ে আসছে। এবং আসতে আসতে তার প্রতিবিধানও হতে চলছে। সেই সব বাজারে যে সব কৃষকেরা মাল বিক্রি করতে আসে, তারা বর্ষায়, বাদলে তাদের অসুবিধা হয় এবং সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য কোন রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা মালিকেরা চিন্তা করে না। এমন ঘটনা আমার জানা আছে যে,

তাদের সেই সব টোল কালেকশান করার জন্য কিছু লোক আছে যাদের গুণ্ডা প্রকৃতির মাতাল বলা চলে, তারা লাঠি পেটা করে মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করে। সেই সব টাকা পয়সার একটা পাইও বাজার উন্নয়নের জন্য খরচ করে না। কোন কোন বাজার থেকে যথেষ্ট টাকা আসে। আমি নাম করতে চাই না পরবর্তী কালে সেগুলি আসবে। সেই সব বাজারে লক্ষাধিক টাকা আসে এবং সেই তুলনায় বাজারের উন্নতি করা হয় না। আমাদের রাজস্ব আইন অনুযায়ী তাঁরা তা করেন না। আপনারা জানেন খাসের জায়গার বাজারগুলি ইতি-মধ্যে পঞ্চায়েতের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে সব বাজার খাসের জায়গার নয়, সেই বাজারগুলি যদি আমরা অধিগ্রহণ করতে চাই, তাহলে তাদের কম্পেনসেশান দিতে হবে। কিন্তু সরকারের পক্ষে এই সমস্ত বাজার কম্পেনসেশান দিয়ে অধিগ্রহণ করা সম্ভব নয়।

আপনাদের কাছেও যাবে এই বিলের কপি। এই বিলটির মূল উদ্দেশ্য হল যে বাজারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা। আইনের মাধ্যমে, কিভাবে বাজারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেটা এই আইনের ধারার মধ্যে নিবদ্ধ করা হয়েছে। মূলতঃ বাজারগুলিকে রেজিষ্ট্রি করতে হবে। রেজিষ্ট্রি করে, পরে বাজারগুলিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, সে সম্পর্কে কতকগুলি বিধি বিধান আছে এবং সেই বিধিমত পরিচালনা করার জন্য প্রাইভেট মালিকদেরকে বলা হবে। এই আইনে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে যে, বাজারগুলিকে যে কোন স্বায়ত্বশাসন মূলক সংস্থা এবং গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত এবং শহরাঞ্চলে মিউনিসিপ্যালিটি, তাদের হাতে এগুলি পরিচালনা করার জন্য ভার দেওয়া হবে। তিন বৎসরের জন্য এই বাজারগুলিকে যাতে নিয়ে নেওয়া যায় এবং এই বাজারগুলিকে যাতে পুনর্গঠন করা যায়, সে দিকে লক্ষ্য রেখে এই বিল সরকার এখানে উত্থাপন করেছেন। তার দফাওয়ারী আলোচনা আপনারা করবেন। আমি কতকগুলি ধারার কথা উল্লেখ করে দিচ্ছি। সেগুলি আপনারা ভাল করে দেখবেন এবং প্রয়োজনবোধে অ্যামেণ্ডমেণ্ট দেবেন। আমরা লাইসেন্স নেওযার জন্য একটা ধারা রেখেছি প্রত্যেক বাজারের মালিককে লাইসেন্স নিতে হবে। যদি নূতন করতে চায়, তাহলে লাইসেন্স ছাড়া করতে পারবে না। এই লাইসেন্সের মেয়াদ তিন বৎসর থাকবে। লাইসেন্স প্রাপ্ত বাজারগুলিকে এই আইন মেনে নিতে হবে। ৭ নং ধারায আছে পচা-গন্ধ তেল বা দ্রব্য, যেগুলি খেলে অসুখ হতে পারে, তারা সেটা বিক্রী করতে পারবে না। লাইসেন্স সংগ্রহকারীকে বাজার এলাকার মধ্যে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় বাজারে ঢুকতে রাস্তায় হাঁটু পর্যন্ত কাঁদা লেগে যায়, যেহেতু এটা প্রাইভেট মার্কেট, তাদের এই বাজারের ঘরগুলি অনেক সময় খারাপ অবস্থায় থাকে। ঘরগুলি কিভাবে করা হবে, বাজারের ডিজাইনটা সেটা যাতে একটা নির্দিষ্টভাবে হয়, তারজন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে। বাজারে পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বাজারে দোকান ঘর তৈরীর কাজ নির্দিষ্টভাবে করতে হবে। বাজারে যাওয়ার রাস্তায় অনেক সময় ময়লা থাকে। কাজেই এই রাস্তাটা সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। লাইসেন্স গ্রহণকারী সরকারের নির্ধারিত অর্থ দিতে হবে। তার কোন ব্যতিক্রম হতে পারবেনা। অনেক সময় দেখা যায় যে চাঁদা সরকার থেকে নিদিষ্ট করে দেওয়া হয়, তার চেয়ে বেশী তারা তুলেন। এতে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয় পক্ষেরই অসুবিধা হয়। অথচ আদায়কৃত অর্থ বাজারের উন্নতির কাজে ব্যয়িত হয়না। এখন আইনে সেগুলি যাতে বাজার উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছুটা খরচ করে,

তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বাজারগুলি সরকার যে কোন সময় নিজের হাতে নিয়ে নিতে পারেন। যদি দেখা যায় এই আইনের নিয়মকানুন মেনে চলছে না, তাহলেও তাদেরকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যেতে পারে। এখন দেখা গেল এক হাজার টাকাও দিয়ে দিল এবং তারপরও লাইসেন্স গ্রহণকারী স্বেচ্ছাচারিতার মনোভাব নিয়ে বাজার পরিচালনা করছে। তখন তাকে জেলে দেওয়ার ও বিধান এই আইনে রাখা হয়েছে। মূলতঃ কয়েকটা বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বিলটা এখানে আনা হয়েছে। আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা এই মার্কেট বিলটা আলোচনা করবেন এবং সেটাকে সমর্থন করবেন। ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যক্তিগত মালিকাধীন যে সব বাজার আছে, সেই বাজারগুলিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের এই প্রচেষ্টাকে আমি আশা করি আপনারা সাহায্য করবেন।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—এই বিলের উপর আলোচনা আগামী কাল হবে। এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভেনিউ অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস (সিক্স্থ অ্যামেণ্ড-মেণ্ট) বিল ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৭৯) উত্থাপন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্যে সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Biren Datta :—Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Sixth Amendment) Bill 1979 (Tripura Bill No 6 of 1979).

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। যারা এই মোশনের পক্ষে আছেন তারা হ্যা বলবেন—হ্যা। যারা এই মোশনের বিপক্ষে আছেন তারা না বলবেন, আমি মনে করি যারা হ্যা বলেছেন তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি উত্থাপিত হল।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দেরকে অনুরোধ করছি এই বিলের কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্যে।

SHEVT DISCUSSION.

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—আজকে স্বল্পকালীন আলোচনার জন্য দুটো নোটিশ মাননীয় সদস্যদের নিকট থেকে পেয়েছি। প্রথমে যে নোটিশটি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী নিকট থেকে পেয়েছি, তার আলোচ্য বিষয় হল "সাম্প্রতিক বিভিন্ন কৃষি পণ্যের মূল্য হ্রাসের ফলে কৃষকদের বঞ্চিত হওয়া সম্পর্কে"। আরেকটা নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মার নিকট থেকে পেয়েছি। সেটার বিষয়বস্তু হল—শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিতদের মধ্যে বেকার সমস্য সম্পর্কে। প্রথমে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরীকে আলোচনা করার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীসুনীল চৌধুরী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই প্রস্তাবটির উপর হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথম কথা হচ্ছে যে, ত্রিপুরার মানুষ কৃষির উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। কৃষির যদি উন্নতি না করা যায়, তাহলে ত্রিপুরার অর্থনীতির অগ্রগতি হবেনা। ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশী পয়সা আনে, সেটা হচ্ছে, পাট এবং মেস্তা। পাট এবং মেস্তা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় ১৫,৩৯০ হেকটার জমিতে চাষ হয়। পাট উৎপাদিত হয়

১৬,১৩০ মেঃ টন। কাজেই এই বিরাট সংখ্যক উৎপাদিত যে পাট এবং মেস্তা ত্রিপুরা রাজ্যে তৈরী হচ্ছে, সেই তৈরী ফসলের সুনির্দিষ্ট কোন বাজার ত্রিপুরা রাজ্যে নেই। বিভিন্ন জায়গায় পরিবহণের যে অবস্থা আছে তাও স্পষ্ট নয়। এখন কথা হচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যের এই পাট সম্ভার যখন কৃষক তৈরী করে বাজারে আনতে শুরু করে, তখন জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া দর নির্দ্দিষ্ট করেন। সেই দর হচ্ছে ১৫০ টাকা পার কুইন্টল। একটা কথা হচ্ছে যে, পার্লামেন্টে পাবলিক আণ্ডার টেকিং কমিটি পাটের একটা মূল্যের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। সেই সুপারিশটি হচ্ছে, পাটের মূল্য ৪৪৭·৬৪ টাকা পার কুইন্টল করা হোক। এটা পাবলিক আণ্ডার টেকিং কমিটির রিপোর্ট। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কৃষকের স্বার্থকে না দেখে, কেন্দ্রীয় সরকার মিল মালিকদের স্বার্থে ১৫০ টাকা কুইন্টাল ফিক্সড করে দিলেন। আরো একটি কথা আমি এর সঙ্গে যোগ করতে চাই, পশ্চিমবাংলার সরকার এই কাঁচা পাটের মূল্য কি হওয়া দরকার, তার অনুসন্ধান করেছিলেন এবং সেই অনুসন্ধান কমিটির যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ৩৪৬'৩৫ টাকা কাঁচা পাটের মূল্য হওয়া উচিত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার যে মূল্য, সেটা হচ্ছে ঐ ১৫০ টাকা পার কুইন্টাল। যার ফলে প্রতি কুইন্টাল পাটের পেছনে ১৯৪·৩৪ নয়া পয়সা ক্ষতি হচ্ছে। তাহলে দেখা যায় যে, ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের যে উৎপাদিত পাট ঐ ১৬,১৩০ মেট্রিক টন এটাকে হিসাব করলে মোটামুটি দেখা যাবে, প্রায় ৩০ কোটি টাকা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকরা ঠকে যাচ্ছে। ত্রিপুরার কৃষকরা উচিত মূল্য পাচ্ছেন না। এর ফলে এক পয়সা দুই পয়সা নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের এর জন্য ৩০ কোটি টাকা প্রায় ক্ষতি হচ্ছে, ঐ একমাত্র পাটের উপরই। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের যেখানে পাট এবং মেস্তা হচ্ছে, অধিকাংশই উঁচু জায়গা। পাট যদিও নীচু জমিতে হয়, কিন্তু মেস্তা স্বাভাবিক ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন জুমিয়া জুমের মাধ্যমে চাষ করেন। এই সুউচ্চ টিলায় এই মেস্তা ভেজানোর কোন সুবিধা নেই। তারা অনেক কষ্টে নীচে নামিয়ে এনে নিজস্ব চেষ্টায় জলাধার সৃষ্টি করে মেস্তা ভিজিয়ে থাকে এবং তারপরে এই দুর্গম এলাকার রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে বাজারে নিয়ে আসে। কিন্তু এত কষ্ট করে বাজারে আনলেও সেখানে কোন সুনির্দ্দিষ্ট ক্রেতা নেই। যদিও ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার অ্যাপেক্স মার্কেটিং সোসাইটি করে কিছু কিছু পাট কিনছেন, সেগুলিও সব ডিভিশানে নেই। আর যেখানে আছে, ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের সেখানে আসতে ১৫ মাইল থেকে ১৭ মাইল পর্য্যন্ত কাঁধে বহণ করে নিয়ে আসতে হয়। এত দুঃখ কষ্ট করেও পাটের মূল্য পাওয়া যাচ্ছেনা। যদিও ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার পার কুইন্টাল ৫।১০ টাকা বাড়িয়ে কিনেছিলেন, তা সত্ত্বেও যে এ্যাজেন্টের মাধ্যমে কিনা হয়েছিল, তারা রসিদ দিয়ে কিনেন নি। এর ফলে ৫।১০ টাকা বর্ধিত মূল্য তারা পায়নি। এভাবে আমি একটু এখানে আলোকপাত করলাম পাটের উপরে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী এলাকার অনেক জায়গায় মেস্তা করেছিল, সেগুলি এখনও কাটা হয়নি। সেগুলি জমির মধ্যেই রয়ে গেছে। তার কারণ হচ্ছে, সুনির্দ্দিষ্ট ক্রেতা নেই। বাজারে নিলে ১৫ টাকা থেকে ২৫ টাকার মধ্যে বিক্রি করতে হয়। কাজেই এই সব উৎপাদন করতে যে খরচ, সে খরচ পোষায়না। ত্রিপুরা রাজ্যে আরো একটি জিনিস উৎপাদিত হয়, সেটা হচ্ছে কার্পাস। ত্রিপুরা রাজ্যের খুব বেশী জায়গায় সেটা হচ্ছে না বটে, তবে জুমিয়ারা

এই কাপ'াস উৎপাদন করে থাকে। প্রায় ৯২০ হেকটার জমিতে এই কাপ'াস উৎপাদন করা হয়। সেটাও একেবারে কম নয়। এই কাপ'াসেরও সুনির্দ্দিষ্ট ক্রেতা নেই এবং বাজারও নেই। যার ফলে কৃষকরা বাধ্য হয়, যে জুমিয়া ভাইয়েরা কাপ'াস তৈরী করে তারা উচিত মূল্য না পেয়ে, বাধ্য হয় মহাজনের হাতে এই কাপ'াস তুলে দিতে। সরকারের নিজস্ব স্পিনিং মেসিন না থাকাতে সেটা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হাতে চলে যায়। আমাদের এখানে কাপ'াস বীজ পাওয়া যায় ৩২০ মেট্রিক টনের মত। এটাও কম নয়। যে বীজ পাওয়া যায় সেই বীজ থেকে তেল নিয়ে ডালডার সঙ্গে মেশানো হয়। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারের হাতে যদি গ্রিণ্ডিং মেশিন থাকতো, তাহলে কাপ'াসের বীজ থেকে তেল তৈরী করা যেত এবং সেখানে যদি একটা সুনির্দ্দিষ্ট মূল্য ঠিক করে দেওয়া হয়, তাহলে কৃষকরা উপকৃত হবে।

ত্রিপুরা রাজ্যের আর একটা প্রধান চাষ হচ্ছে আখ। ত্রিপুরা রাজ্যের ২ হাজার, ১৮০ হেকক্টার জমিতে আখের চাষ হয়। এই জমি কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায যথেষ্ট হয়েছে। হলে কি হবে, প্রয়োজনের তুলনায় সুনিদ্দিষ্ট বাজার নেই এবং সুনিদ্দিষ্ট কোন দাম নেই, যার দ্বারা কৃষকরা উপকৃত হতে পারে। বাস্তবিকই ব্যবসায়ীদের খেয়াল-খুসীমত আখের দাম উঠানামা করে, অর্থাৎ তাদের ইচ্ছামত এটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কিন্তু সরকার যদি নিয়ন্ত্রিতমূল্যে আখ ক্রয় করে নিতেন, তাহলে অনেক সুবিধা হতো কৃষকদের জন্য। যদি সুষ্ঠ বণ্টনের ব্যবস্থা করতে পারতেন, তাহলে অনেক সুবিধা হতো। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে এই আখ থেকে ৯ হাজায় ৩৩০ মেট্রিকটন গুড উত্পন্ন হয়। এটা হচ্ছে মোটামুটি একটা হিসাব। সঠিক হিসাব আমার জানা নেই। তাই আমি বলছি আখের মূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে ন্যায্য মূল্য থেকে কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছে।

এবার আমি আনারস সম্বন্ধে বলছি। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর পরিমানে আনারস উৎপন্ন হয়। ত্রিপুরার এই আনারস বিখ্যাত। এই আনারস আমরা ইচ্ছা করলে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করতে পারি। এই আনারস যদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে এটার দ্বারা ত্রিপুরার যে কৃষক আনারস উৎপাদন করে, তাদের জীবনে অন্নের সংস্থানে সাহয্য করতে পারে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে, আগরতলায় শুধু মাত্র কিছু আনারস প্রসেসিং করা হয়, আর ত্রিপুরা রাজ্যের অন্য কোন জায়গায় করা হয় না। আমার ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর ত্রিপুরা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় নূতন করে যাতে এই আনারস কনসেনট্রেটেড এবং প্রসেসিং করে কৃষকরা বিভিন্ন বাজারে তুলে ধরতে পারে, তার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

এখন আমি কাঁঠাল প্রসঙ্গে আসছি। ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক, বিশেষ করে আমি যে সাব-ডিভিশান (সাব্রুম) থেকে এসেছি, সেখানে কাঠাল কৃষকরা বিক্রি করতে পারে না। আষাঢ় এবং শ্রাবণ, এই দুই মাস কাঁঠাল একেবারেই বিক্রি হয় না। কারণ সাব্রুমে প্রচুর কাঠাল হয়, ফলে আষাঢ় এবং শ্রাবণ মাসে কাঠাল পচে পচে গাছ থেকে পড়ে, কিন্তু সেখানে কাঠাল সংরক্ষণে কোন ব্যবস্থা নেই। এই সাব্রুম ছাড়াও, ত্রিপুরা রাজ্যের আরও অনেক জায়গা আছে, যেখানে কাঁঠাল প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হয়। সাব্রুমে এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে সবাই কাঠাল গাছ কেটে ফেলছে। কারণ তারা বলছে যে কাঁঠালের চেয়ে আমাদের লাকডী অনেক বেশী কাজে আসবে। তাদের দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। তাই আমি বলছি কাঠাল কিভাবে প্রসেস করে সেটাকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়, তার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। যদি আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে কাঁঠাল সংরক্ষনের ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে কৃষক সেই কাঠাল বাজারে বিক্রি করে অনেক লাভবান হতে পারবে।

ত্রিপুরার কমলাও বিখ্যাত জিনিষ। পাহাড়ীরা যেভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কমলা উৎপন্ন করে, যা খেতে এত সুস্বাদু, কিন্তু যারা এটা উৎপন্ন করে, তাদের ঘরে খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। কারণ তারা শুধু পরিশ্রমই করে, সে তুলনায় তারা কমলার উপযুক্ত মূল্য পায় না। এই কমলা লেবু যদি প্রসেসিং করা যায়, তাহলে কমলা লেবুর রস থেকে স্কোয়াস তৈরী করা যেতে পারে। এই স্কোয়াস বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করে উৎপানকারীরা জীবনে অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে। তাছাড়া অনেক কমলা লেবু পচে নষ্ট হয়ে যায়। জম্পুইজলা পাহাড়ে যে কমলা উৎপন্ন হয়, সেখান থেকে মাথায় করে কমলালেবু বহন করে আনতে হয়। কারণ সেখানে যানবাহন যাতায়াতের কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই সেখানে পরিবহন ব্যবস্থারও উন্নতি করতে হবে, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হলে কমলা রপ্তানি করারও অনেক সুবিধা হবে।

তারপর আমি আসছি গোল আলুর ব্যাপারে। গোল আলু ত্রিপুরায় প্রচুর উৎপন্ন হয়। এই আলু নিয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে. জোলাই বাড়ীতে ২০ টাকা মন দরে আলু বিক্রি হচ্ছে অর্থাৎ আট আনা কে জি,। তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের কথা চিন্তা করে দেখুন। তাদের জীবন এখন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এই রকম হওয়ার কারণ হল যে, ত্রিপুরা রাজ্যে আলু সংরক্ষণের জন্য একমাত্র আগরতলা ছাড়া আর কোথাও ব্যবস্থা নেই, যার জন্য কৃষককে আজকে এই দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে। এই আলু সংরক্ষণ করতে হলে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র কোণ্ড ষ্টোরেজ স্থাপন করা একান্ত প্রযোজন। সেই ব্যবস্থা যদি না করা হয়, তাহলে কৃষকদের বাধ্য হয়ে অল্প মূল্যে সেই আলু বিক্রি করতে হবে। কারণ তাছাড়া তাদের বাঁচবার কোন উপায় নেই।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরাতে প্রচুর পরিমান সব্জী উৎপাদন করা যায়। যেমন টমেটো, কপি, বাঁধা কপি, বেগুন ইত্যাদি। কিন্তু সেই উৎপাদিত জিনিষের বাজার না থাকার দরুন, কৃষকরা বিক্রি করতে সমর্থন হন না। এমনও অবস্থা হয়, যেটা আমি নিজের চোখে দেখেছি, এই মুহুরীপুর এবং জুলাইবাড়ী বাজারে কৃষকরা বেগুন নিয়ে এসেছে। কিন্তু যে বেগুন আর বিক্রি করতে পারেন নি। যার ফলে বাজারে সে বেগুন ঢেলে ফেলে গেছে। কাজেই এই যে অবস্থা সেই অবস্থার উন্নতি কল্পে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত ফসলের নায্য মূল্য পান তার দায়িত্ব কো-অপাবেটিভকে নিতে হবে এবং সে ব্যবস্থা করার জন্য আমি এই হাউসে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছি। শুধু আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখার জন্য এখানে প্রস্তাব আনিনি। সাব্রুমে প্রচুর গুড় উৎপাদন হয়, কিন্তু ত্রিপুরায় যে সুগার মিল করা হয়েছে, সেটা শান্তির বাজারএ করা হয়েছে। অথচ ওখানে কোন ইক্ষু উৎপাদন হয় না। আমি বুঝতে পারছি না, কোন দৃষ্টি কোন থেকে ওখানে সুগার মিল করা হয়েছে। সেই সুগার মিলে কি চিনি উৎপাদিত হবে, নাকি মাটি থেকে বালি উৎপাদিত হবে? কাজেই পূর্বতন সরকার যে সমস্ত পরিকল্পনা করেছিলেন, তাতে অনেক ক্রটি বিচ্যুতির জন্যই ওখানে যে চিনি উৎপাদিত হয়, তার দাম পরে ২৩ টাকা কে. জি.। সে চিনি কোন দিন জনসাধারণের কল্যানে আসবে না। আজকে কৃষকরা যে ফসল উৎপাদন করছে, সে যদি তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম না পায়, তাহলে তার অবস্থার ক্রমউন্নতি না হয়ে বরং ক্রমক্ষতিগ্রস্তই হবে। আমরা দেখেছি দক্ষিণ ত্রিপুরাতে প্রচুর লেবু উৎপাদিত হয়, অথচ সেই লেবুর কোন বাজার নেই। সেই লেবু গাছতলায় পচে নষ্ট হয়। কিন্তু এই লেবু যদি আগরতলায় এনে বিক্রি করার ব্যবস্থা থাকত, তাহলে কৃষকরা ন্যায্য দাম পেতেন, তাহলে তারা ফসল উৎপাদনে আরও উৎসাহী হতেন। উপযুক্ত বাজার সৃষ্টি না করে যদি তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা ফসল বাড়াও, তাহলে তো কোন লাভ হবে না।

কেননা যতক্ষণ না যে ন্যায্য দাম পাবে, ততক্ষণ ফসল উৎপাদনে তার কোন উদ্যম আসবে না। পাট উৎপাদন করতে খরচ পড়ে ৩৪৪.৩৪ টাকা। কিন্তু বাজারে সে কৃষক পাটের মূল্য পান ৬০।৭০ টাকা। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে কৃষক কোন মতেই ফসল উৎপাদনে উৎসাহী হবে না। তবুও কৃষকরা ফসল উৎপাদন করছে। কেননা কৃষি নির্ভর ত্রিপুরাতে কৃষি ছাড়া বিকল্প আর কোন পথ নেই। আমরা দেখেছি ত্রিপুরার পাহাড়ে পাহাড়ে মেস্তা পাট উৎপাদন হয়। সেই পাট বিক্রির টাকা দিয়ে কৃষক তার অবস্থার উন্নতি করতে পারেনা, ন্যায্য দাম পায় না বলে। ফলশ্রুতিতে তার দুঃখ কষ্ট আর লাঘব নয় না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আজকে হাউসে আমি সে প্রস্তাব উত্থাপন করেছি, তার মাধ্যমে হাউসের কাছে আমার আবেদন, কিভাবে কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম আমরা দিতে পারি, তৎসম্পর্কে একটা সুনির্দ্দিষ্ট চিন্তা ভাবনা করার জন্য। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রীরাম কুমার নাথ। মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্য ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীরামকুমার নাথ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী মহোদয়, এই হাউসে যে প্রস্তাবটি এনেছেন, সেটাকে আমি সমর্থন করি। এ সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরাতে কৃষক শতকরা ৯০ ভাগ। অথচ এই কৃষক-কুল কি ভাবে দিনের পর দিন বঞ্চিত হচ্ছে, তার ইতিহাস ত্রিপুরা বাসীর নিকট অবিদিত নয়। অবিদিত নয় এই হাউসের মাননীয় সদস্যদের নিকটও। আমরা দেখেছি এই ত্রিপুরার জনসাধারণ ১৮।৩৮।৭০।৮৩ এই ভাবে ক্রমান্বয়ে নীচের দিকে চলে গেছে। তন্মধ্যে এই কৃষকের সংখ্যাই সবচাইতে বেশী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি নিজেও একজন কৃষক। কাজেই আমি জানি পাট উৎপাদন করতে কত পরিশ্রম। এত পরিশ্রম করেও যদি আমাদের কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম না পান, তাহলে এর থেকে পরিতাপের আর কিছু নেই। যে আশা এবং উদ্দীপনা নিয়ে আমাদের কৃষক ভল এই পাট উৎপাদন করেন, সেই পাট তোলার পর যদি বাজারে নিয়ে বাজার দাম না পায়, তাদের দুঃখের আর সীমা থাকে না। সরকার বাহাদুর পাটের দাম বেঁধে দিয়েছেন। কিন্তু কোন কৃষকই সে নির্দ্দিষ্ট দাম পান না। অথচ ত্রিপুরাতে পাট ভাল উৎপাদন হয়। কিন্তু সেই পাট যদি বাজারে ৪০ টাকায় বিক্রি করতে হয়, তাহলে কৃষকদের মাথায় হাত দেওয়া ছাড়া আর কোন গত্যান্তর থাকে না। এই ভাবে আমাদের কৃষককুল দিনের পর দিন দরিদ্র সীমার নীচে চলে গেছে। তাদেরকে সে অবস্থা থেকে যদি উন্নত করতে হলে, তাদের উৎপাদিত ফসলের নায্য দাম দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা দেখেছি শ্রাবণ মাসে কৃষক সম্প্রদায় বাজারে পাট নিয়ে গেলে, তাদেরকে ঠকিয়ে কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য করে, কাজেই এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে কৃষক সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা ক্রমউন্নতি দূরে থাকুক, ক্রমনীচের দিকেই চলে যাবে। একমাত্র তাদের উৎপাদিত ফসল এর ন্যায্য দাম পেলেই তাদের এই অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। নচেৎ নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে পাট কল হওয়ার কথা আছে. পাটকল না থাকার ফলেই কৃষকদের এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,ত্রিপুরাতে ইক্ষুও প্রচুর উৎপাদিত হয়. আলুও প্রচুর উৎপাদিত হয়। আলু ফলনেও কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছে। আলু বাজারে নিলে খুবই কম দামে বিক্রি করতে হয়। এই অবস্থায় কৃষক কিকরে আলুর চাষ বাড়াতে পারে? আলুর চাষ বাড়ানো দূরের কথা বরং তার ফলন দিনের পর দিন নীচের দিকে যাচ্ছে। কৃষকদের দেশের মেরুদণ্ড বলা হচ্ছে। কৃষক ছাড়া দেশ চলবে না।

শুনতে পাচ্ছি টিনের অভাবে নাকি আমরা বাইরের বাজারে সেই আনারসকে পাঠাতে পারছি না। কিন্তু এখানে যদি আনারসের জন্য কৃষকদের উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হয় এবং যদি টিনে করে বাইরে পাঠানো যায়, তাহলে এই আনারস থেকে আমরা প্রচুর পয়সা আনতে পারি এবং তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতিও চাঙ্গা হবে। তারই পাশাপাশি আমরা দেখছি যে এই আনারসের পাতার থেকে এক রকম ফাইভার বা তন্তু পাওয়া যায়, তা দিয়ে ভাল কাপড তৈরী হতে পারে। আর এই নিয়ে নানা রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা আজকাল চল্‌ছে। আমরা ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও সেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারি, কেন না আমাদের এখানে প্রচুর পরিমাণে আনারস উৎপাদন হচ্ছে এবং সেই আনারসের পাতা থেকে কি ভাবে সূতা উৎপাদন করা যায়, সেই সম্পর্কে আমাদেরও কিছু ভাববার দরকার। আমরা মনে করি আনারসের চাষ যারা করছেন, তারা এর দ্বারা অনেকটা উপকৃত হবেন এবং তাদের অর্থনীতি অনেকটা মজবুত হবে। তাছাড়া আছে টমেটো, কমলালেবু। এগুলির ক্ষেত্রেও অনেক অসুবিধার কথা তুলেছেন, তার পুনরাবৃত্তি আমি এখানে করতে চাই না। এগুলিকে বাজার জাত করার সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে সমস্ত অসুবিধাগুলি আছে, সেগুলিকে আমাদের অতি অবশ্যই দূর করার দরকার আছে। কারণ আমরা দেখছি যে কৃষকেরা তাদের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে না, আর তারা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করলেও অনেক সময় দেখা যায় যে, তার ক্রেতা পাওয়া যায় না। কিন্তু এই আনারসকে যদি আমরা সরকারী ভাবে কিনে নিতে পারি, বা কমলালেবু যেগুলি আছে, সেগুলি যদি আমরা সরকারীভাবে কিনে নিতে পারি, এগুলির থেকে জুস তৈরী করার যে ব্যবস্থা আছে, সেটাও যদি করতে পারি, তাহলে এটার দ্বারাও আমাদের বেশ কিছু পয়সা আমদানী হতে পারে বলে আমার মনে হয়। এগুলির থেকে জেলী এবং জেম্‌স ইত্যাদি হতে পারে এবং আমরা এগুলিকে কাজে লাগাতে পারি। ত্রিপুরা রাজ্যের আর একটা ফল আছে, সেটা হচ্ছে বেল। এই বেল বিভিন্ন রকমের উপকারে আসে। এই বেল দিয়ে মুরব্বা তৈরী করা যায়, এই বেল থেকে আমরা জুস সিক্রেশান করে এটাকে যদি আমরা ঔষধ তৈরীর কাজে লাগাতে পারি, তাহলে এর থেকেও আমরা প্রচুর পয়সা আনতে পারি। কাজেই আজকে যে প্রস্তাবটা এখানে এসেছে, আমাদের ত্রিপুরাতে সমস্ত কৃষি পণ্যের উৎপাদন হচ্ছে, সেগুলিকে আমরা যদি উপযুক্ত কাজে লাগিয়ে যারা উৎপাদন করছে, তাদের যদি এগুলির জন্য ন্যায্যমূল্য ধরে দেই, তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের অর্থ নৈতিক অনেক উন্নতি হবে এবং তার সংগে সংগে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতির উন্নতি হবে বলে আমি আশা রাখি। কাজেই মাননীয় বিধায়ক যে প্রস্তাবটা এখানে তুলেছেন, এটাকে আমি পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরী মশাই যে সট ডিস্কাশনটা এনেছেন, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলছি। এই সম্পর্কে অবশ্য অনেকে অনেক বক্তব্য রেখেছেন, কৃষি পণ্যের মূল্য হ্রাসের জন্য কৃষকদের বঞ্চনা সম্পর্কে। এটা আমরাও স্বীকার করি যে, ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকেরা বিভিন্নভাবে বঞ্চিত

হচ্ছে। তারা তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না। বিশেষ ভাবে যেগুলি সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়, যেটা নাকি সরকার নিয়ন্ত্রণ করছেন, সেগুলির মূল্যও ঠিক ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না, তাই আমরা দুঃখিত। আর কতগুলি জিনিষ অবশ্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে আছে—যেমন আলু, সাকসব্জি, কপি টমেটো ইত্যাদি। কিন্তু পাট এবং কার্পাস, আর আখ থেকে যে গুড় তৈরী হয়, তা সরকারী নিয়ন্ত্রণে আছে, অথচ সেগুলিও ঠিক ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না। কারণ এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এক বছর ৩ মাস হয়ে গেল, আজকে যে এই সভা সর্ট ডিস্কাশান উপস্থিত করা হয়েছে, তাতে আমার এটাই মনে হল যে, গত এক বছর ৩ মাসের মধ্যেও এই সরকার এই সব ব্যাপারে নীরব ছিলেন। তারা জানতেন যে, আমাদের কৃষকেরা বঞ্চিত হচ্ছে এবং তারা নায্যমূল্য পাচ্ছে না। জুট করপোরেশানের পাট কেনার জন্য একটা দামের লিষ্ট ছিল, তা থাকা সত্ত্বেও কৃষকেরা পাটের নায্যমূল্য পাচ্ছে না, এমন কি কার্পাসের ও নায্যমূল্য পাচ্ছে না। কাজেই সেই দিক থেকে গত এক বছরের মধ্যে কৃষকদের সহায়তা করবার জন্য এই সরকার কোন রকম ব্যবস্থা নেয় নি। আর আনারস সম্পর্কে যে কথাগুলি বলা হয়েছে, সেটাও আমরা জানি। কারণ আমরা দেখেছি যে, কামালঘাট অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে আনারস উৎপাদন হয় জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে এবং সেখানে আগরতলা থেকে যে সব ব্যয়সায়ী আনারস কিনতে যায়, তারা শতকরা ২৫ থেকে ৩০ টাকা ধরে আনারস কিনে আনে, আর ঐখানে যে সব স্থানীয় ব্যবসায়ী আছে, যারা আনারস উৎপাদন করে, তাদের কাছ থেকে মাত্র ১০ থেকে ১২ টাকা শ' দরে ক্রয় করে, ঐ আগরতলা থেকে যাওয়া ব্যবসায়ীদের কাছে বেশী দামে বিক্রি করে। এভাবে ঐ খানকার স্থানীয় দালালেরা, আনারস উৎপাদক কৃষকদের সব চেয়ে বেশী করে ঠকাচ্ছে। এই ভাবে স্থানীয় দালালরা কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে। কাজেই আমি মনে করি এই সমস্ত বাজারে সরকার থেকে লোক রেখে যাতে সেই সব দালালরা কৃষকের ক্ষতি না করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। তা না করে শুধু এই বিধান সভায় বক্তব্য রেখে কৃষকদের কোন উপকার করা যাবে না। সরকারী এই সব উন্নয়নমূলক পরিল্পনাগুলি রূপায়িত করার জন্য সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া দারকার। আর একটা জিনিষ এখানে উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন, এমন অনেক কৃষক আছে যারা জিনিষ পত্রের দাম বাজারে কত সেটা তারা জানে না। যার ফলে সেই সমস্ত মহাজনেরা কৃষকদের কাছ থেকে কম দামে জিনিষ কিনে নিয়ে যাচ্ছে এবং ফলে কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কাজেই এই সব কৃষকদের বাজার দর জানাবার জন্য পাট, কার্পাস, এই জাতীয় জিনিষের দর বাজারে বাজারে লিষ্টি করে প্রকাশ্য জায়গায় টানিয়ে রাখা দরকার। তাহলে কৃষকেরা জানতে পারবে যে, কোন জিনিষের কি বাজার দর চলছে, মহাজনেরা আর কৃষকদের কম দামে জিনিষ কিনে তাদের ঠকাতে পারবে না, আর কৃষকেরাও সচেতন হবে। নইলে এখানে যত আলোচনাই হউক না কেন, সেগুলিকে, ফলপ্রসু হবে না। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি একটা জিনিষ এখানে উল্লেখ করছি যে এমন অনেক বাজার আছে—যেমন মানিকভাণ্ডার, হালাহুলি, কাঞ্চনপুর ইত্যাদি বাজারগুলিতে কৃষকেরা ১০ মাইল, দূর থেকে তাদের কৃষিজাত পন্য বাজারে নিয়ে আসে। তারা হয়ত সকাল ৬টায় রওয়ানা হল বাড়ী থেকে, বাজারে আসতে তাদের বেলা দুইটা হয়ে যায়। তারপর বাজারে জিনিষ পত্র বিক্রি করে বাড়ী ফিরতে তাদের রাত ১০টা বেজে যায়। একিকে আবার তারা ন্যায্য মূল্য

সেই কৃষকের স্বার্থ নিশ্চয়ই দেখা প্রয়োজন। আমি দেখছি আনারস এক টাকা হালি, বার আনা হালি পর্যন্ত হয়। বিক্রি হয় না, পচে যায়। অন্যান্য জায়গায় তার মূল্য কত? কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এর মূল্য নেই। যার ফলে কৃষকদের ক্ষতি হচ্ছে। তেমনি ভাবে ত্রিপুরার ইক্ষু চাষ কোথায় বাড়ানোর কথা ছিল, সেখানে না বেড়ে দিন দিন কমে যাচ্ছে। এই সমস্ত দিক দিয়ে চিন্তা করে আমি মনে করি কৃষকের স্বার্থে, তারা যাতে ন্যায্য মূল্য পান এবং ফসল উৎপাদন বাড়ানোর কাজে উৎসাহ পান তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। সেই দিকে আশা রেখে, এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরার কৃষকের মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন, সেটা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং সেটা কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বলে আমি মনে করি এবং তার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কৃষকেরা সর্ব সময়ে অবহেলিত। কংগ্রেসের আমলেও তারা অবহেলিত ছিলেন। আমরা আশা করেছিলাম বামফ্রন্ট সরকার-এর আমলে বেগুনের কে, জি, প্রতি ৫ পয়সা বিক্রি করতে তারা বাধ্য হবে না। মাননীয় সদস্য রামকুমার নাথ বলেছেন তিনি নিজেই চাষ করছেন। তবুও এই বামফ্রন্ট সরকার কৃষক-দের সাহায্য করার জন্য নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নি। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। তবে এটাও সুখের কথা যে সমন্বয় কমিটির বন্ধুরা যাতে কিনে খেতে পারেন, তার সুবিধা হবে। সেই সুবিধা দেওয়ার জন্য হয়ত কৃষকদের বাজার সৃষ্টি করার কোন পরিকল্পনা তারা দেন নি। কাজেই এখানে শুধু মায়া কান্না করলেই চলবে না। বাবফ্রন্ট সরকার কৃষক-দের বন্ধু বলে আমি মনে করি। কারণ তারা ২৪ ঘণ্টা কৃষকদের কথা বলছেন। কিন্তু ৫ পয়সা বেগুনের কিলো সম্বন্ধে কিছু বলছেন না। আশা করি এই বছর থেকে কাঁঠাল থেকে মদ তৈরী হতে পারবে, এবং আনারস থেকে যুস্ হতে পারবে এবং আলু কোল্ড ষ্টোরেজে রাখবার ব্যবস্থা করা হবে এবং কাঁঠাল উত্তর প্রদেশে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এবং এই অনুরোধ করি তাঁরা যেন কৃষকদের জন্য একটা সুষ্ঠ ব্যবস্থা করেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীমন্দিদা রিয়াং।

শ্রীমন্দিদা রিয়াং :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরী যে আলোচনা এখানে এনেছেন, তাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারনে যে, ত্রিপুরাতে শতকরা ৯০ জন কৃষকের মধ্যে ২০,০০০ এর উপর জুমিয়া পরিবার আছে। তারা জুম করেই ফসল তুলে। কিন্তু বিশেষভাবে বঞ্চিত যচ্ছে জুমিয়ারা। তারা তাদের ফলস জুম থেকে বাজারে আনতে ১৫।২০ টাকা মুনি খরচ দেয়। আর বাজারে এসে কম দাম পায়। কার্পাস, তিল, মরিচ ইত্যাদি জুমের উৎপাদন হয়, আর মেস্তা, পাট, ইত্যাদি উৎপাদন হয়। তবে এই জিনিষগুলি বিক্রির পক্ষে অসুবিধার দরুণ কৃষকেরা ন্যায্যমূল্য পায় না। জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার এজেণ্টরা বাজারে বসে থাকে। আমরা লক্ষ্য করেছি তাদের কালোবাজারে মুনাফাখোরী চোরাকারবারীদের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে। তারা বিভিন্নভাবে তিল, কার্পাস

কেনার কথা বলেছে। তবে বাস্তবে ওরা না কিনে কালোবাজারী, মুনাফাখোরী ব্যবসায়ী-দের হাতে তুলে দিচ্ছে। আমরা দেখছি দীর্ঘ ৩০ বছর যাবত কৃষকেরা কম মূল্য পাওয়াতে বছরের পর বছর তারা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।. বছরের পর বছর তারা দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদের ন্যায্যমূল্য দেওয়ার জন্য ল্যাম্প সোসাই-টির মাধ্যমে অনেক জায়গাতে কৃষি মংগল খুলে কৃষকদের পণ্যদ্রব্য কেনার ব্যবস্থা করছেন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু সমস্ত জায়গাতে এখনও তা করা যায় নি। আনন্দবাজার লেম্পস সোসাইটি এখনও পাট, কার্পাস এবং তিল কেনার কোন ব্যবস্থাই করে নাই। গত ৬ই জানুয়ারী তারিখে আনন্দবাজার লেম্পস সোসাইটির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জয়েণ্ট করেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তিনি সেই জায়গাতে কয়দিন ছিলেন, তা কেউ জানে না। কাজেই এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই আমি এই কথাগুলি বলছি যে, এই ল্যাম্পস সোসাইটি যদি এখন থেকে সতর্ক না হয়, তাহলে সেগুলির অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাবে। এমন কি সোসাইটির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর গত দুই মাসের মধ্যে সেখানে ৮।৯ দিন ছিলেন কিনা, বলা মুসকিল। কাজেই আমি আমার বক্তৃতা বেশী দীর্ঘ করতে চাই না। আগামী দিনে কৃষকদের কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের ন্যায্যমূল্য যাতে পেতে পারে, এখন থেকেই যে ল্যাম্পস সোসাইটি আছে এবং আরও অন্যান্য সোসাইটি—যেমন মার্কেটিং সোসাইটিগুলি আছে, সেগুলিকে স্বক্রিয় করে তোলার জন্য আমি সরকারের কাছে আবেদন রাখছি এবং আশা করব যে সরকার এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দিবেন, এই কথা-গুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়।

শ্রীব্রজগোপাল রায় :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরী মশাই যে প্রস্তাবটি এখানে এনেছেন এটা সন্দেহাতীতভাবে সমর্থনযোগ্য। কেন না, ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি নির্ভর। আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে কৃষকদের উৎসাহ বৃদ্ধি করার। যে কৃষকরা তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিন রাত পরিশ্রম করে ফসল উৎপাদন করছে, সেই ফসলের ভাগটুকু যদি সে না নিতে পারে, তাহলে সে কৃষি উৎপাদনে উৎসাহিত হবে না। কাজেই তাদেরকে উৎসাহিত করতে গেলে, তাদের উৎপাদন ফসলের যে সামগ্রিক উপযুক্ত মূল্য, তা যাতে তারা পায়, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। আমরা এও দেখছি যে, এই ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষির উপর অনেক কিছু করার আছে এবং সেগুলি সম্পর্কে আজকে আমাদের ভাবতে হবে। অতীতে এগুলির উপর তেমন নজর দেওয়া হয়নি। আজকে কিন্তু সেগুলির উপর আমাদের গুরুত্ব দেওয়া দরকার। আমাদের এখানে পাট কম হচ্ছে, কাজেই পাটের প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। সেই পাট যদি কৃষকদের কাছ থেকে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে পারি, তাহলে কৃষকদের হাতে দুটো পয়সা যাবে, তারা গরীব মানুষ তারা খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারবে, ত্রিপুরারাজ্যের অর্থনীতিও চাঙ্গা হয়ে উঠবে, আর সেই সঙ্গে আমাদের এখানে যে সহায়ক শিল্প গড়ে উঠবার কথা, সেটাও গড়ে উঠবার সুযোগ হবে। কাজেই কৃষকদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের দিক থেকেও আমরা অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাব। তারপর এখানে আনারসের কথা বলা হয়েছে। এটাও আমাদের পক্ষে একটা সম্পদ। কিন্তু আমরা এই সম্পদকে কাজে লাগাতে পারছি না।

পাচ্ছে না। সরকার গত এক বছরে এদের জন্য কোন সুবন্দোবস্ত করনে নাই সরকাক জানেন যে, কৃষকেরা ঠকছে কিন্তু তাদের জন্য কিছু করা হচ্ছে না। শুধু এখানে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট এনে বরাদ্দ বাড়ান হচ্ছে। টাকা বাড়ান ক্ষতি নেই, কিন্তু কৃষকদের জন্য কিছু করা দরকার। (ইণ্টারাপশান) এই সমস্ত বাজারের জন্য যোগাযোগের সৃষ্টি করা এবং যে ল্যাম্‌প সোসাইটি আছে, সেগুলিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য অনুরোধ করছি। আজকে এখানে আলোচনার জন্য যে বিষয় উপস্থিত করেছেন সেটা ভালই, আলোচনা করুন, কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার কৃষকদের বঞ্চিত করছেন, তাদের জন্য কিছু করতে পারছেন না। এই ভাবে কৃষকেরা উপকৃত হতে পারবে না। কাজেই আপনাদের সেইদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—আমি মাননীয় কৃষি মন্ত্রীকে তাঁর জবাবী ভাষণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বলার পর আমি কিছু বলব।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে যে বিষয় আলোচনার জন্য উঠেছে, সেই সম্পর্কে বিভিন্ন মাননীয় সদস্য বিভিন্ন দৃষ্টি ভংগী থেকে আলোচনা করেছেন তার উপর। এটা সত্যি যে কৃষকেরা যাতে ন্যায্য মূল্যে তাদের জিনিষ বাজারে বিক্রী করতে পারে, তার ব্যবস্থা সরকার থেকে নিশ্চয় করা হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই ত্রিপুরাতে আগে কৃষকদের বিভিন্ন ফসল সরকারের প্রচেষ্টায় বিক্রীর কোন ব্যবস্থা ছিল না। যার ফলে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারকে ঐ ব্যপারে নূতন করে চেষ্টা করতে হচ্ছে। আমাদের ত্রিপুরার আনারস, এবং অন্যান্য ফল, যেগুলি সহজে নষ্ট হয়ে যায়, সেই সব ফল ক্যানিং সেন্টার খুলে যাতে রাখা যায় এবং চাষীরাও যাতে তাদের ফসলের উপযুক্ত মূল্য পেতে পারে তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এই জন্য কুমারঘাটে টি, এস, আই, সি, র এক্সপার্ট এনে এবং ট্যাকনলজিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের সহায়তায় আমরা কুমাঘাটে একট ফ্রুট কেনিং সেন্টার চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেটা চালু হয়ে গেলে উত্তর ত্রিপুরার আনারস, কমলালেবু ইত্যাদি নানা ফল যারা উৎপাদন করে, তারা উপকৃত হবে এবং কিছু পয়সাও আমরা তাদের দিতে পারব। আর একটা জিনিষ আমরা জানি যে ত্রিপুরাতে হলুদ ও আদার প্রচুর ফলন হতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ গুলি আমাদের ত্রিপুরাতে খুব বেশী উৎপন্ন হচ্ছে না বলে ঐ গুলি আমাদের বাইরে থেকে বেশী দামে কিনতে হচ্ছে তাই আমাদের বামফ্রন্ট সরকার হলুদ এবং আদার চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য ত্রিপুরার কৃষি দপ্তর থেকে একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। হলুদ এবং আদা প্রসেসিং করে যাতে সেগুলিকে দীর্ঘ দিন রাখা যায়, সেজন্য এখানে মিনি-প্রসেসিং সেন্টার খোলারও আমাদের পরিকল্পনা আছে। আমরা আশা করছি যে আগামী '৮০ সাল নাগাদ আদা ও হলুদের প্রসেসিং সেন্টার চালু করতে পারব। আর আমাদের সরকার, যে সব সব্জী খুব সহজে নষ্ট হয়ে যায়, যেমন টমেটো আলু, বেগুন, এই সব ফসল কোল্ড স্টোরেজে রেখে, যাতে কৃষকেরা তাদের ফসলের ন্যায্য দামে পেতে পারে তার চেষ্টা করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা নুতন ভাবে কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের জন্য দু'টি জায়গা বেছে নিয়েছি—একটা বিলোনীয়া মহকুমায় বাইখোঁরাতে, আর একটা আগরতলার কাছাকাছি খাসমধুপুরে কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করা হবে। এই ব্যাপারে সেন্ট্রাল ওয়ার হাউসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, তারা রাজীও হয়েছে যে, তাঁরা সেটা করে দেবে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখলাম সম্প্রতি আলুর দাম কমে গেছে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আলু ৭৫ থেকে ৮০ পয়সা প্রতি কে, জি, বিভিন্ন জায়গা থেকে কেনা হবে। আমদের আলু কেনার জন্য যে এজেন্সি, সেটা সীমারদ্ধ। তথাপি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আলু কিনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কয়েকটা জায়গায় আগামী বৎসরে এবং পরবর্ত্তী সময়ে, আরও বেশী জায়গায় আলু কেনার ব্যবস্থা করতে পারব। এবারে শান্তীর বাজার, জুলাইবাড়ী, বাইকুড়া, পশ্চিম রাধা কিশোর পুর, সোনাইছড়ি, মেলাঘর এবং চড়িলাম, এই সব জায়গায় ত্রিপুরাতে এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে কিনা হবে। এই সব এলাকায় প্রথমে ভীষণভাবে দাম পরে গেছে।· কোন কোন জায়গাতে ২০-২৫ টাকা প্রতি মন হয়েছিল। এরপরে বেগুন কৃষকদের অর্থকরী ফসল। এটা কোন কোন জায়গায় ৫ ৬ পয়সা করে কে, জি, বিক্রী হয়েছিল। সোনামুড়াতে বাঁধা কপি, আলু, এবং বেগুনের দাম কমে যাচ্ছিল। আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিল যে সরকারী প্রচেষ্টায়, পাইকারী হারে, সব্জি কেনা হবে এবং এগুলি বিক্রীর ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু কেনা সুরু করার পরে, যখন দেখল যে, সরকার কিনছে তখন রাতারাতি দাম বাড়িয়ে দিল। ফলে কৃষকরা বেশী দাম পাচ্ছে। আগামী ব ৎসরে সেখানে সব্জির হোলসেল মার্কেট খোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। তারপরে পাট আমাদের একটা অর্থকরী ফসল। এখানে পাট কল চালু হবে, এই আশা নিয়ে অ্যাপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিফ সোসাইটি পাট কেনা সুরু করেছিল। যদি এই পাট কল চালু হযে যেত, তাহলে আদাদের ত্রিপুরাতে উৎপন্ন পাটের একটা অংশ এখানে ব্যবহার করা যেত। যেহেতু পাট কল খোলার ব্যাপারটা আমাদের সরকারের ক্ষমতার বাহিরে, সেজন্য এটা এবার চালু করা গেল না। যার ফলে এই পাট কলের জন্য আমরা অ্যাপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির যে কোটা দেওয়া হয়েছিল, সেই কোটা পূরণ হয়ে যাওয়ার পরে, অনেক পাট কিনে, আমরা জুট কর্পোরেশনকে, আমরা যে দাম কিনেছি সেই দাম কিনে নেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ জানাই। তারা প্রথমে কথা দিয়েছিল, কিন্তু তারপরে যখন দেখল আমাদের এখানে পাট কল চালু করতে পারছি না, আমরা যে কোন মূল্যে এটা বিক্রি করতে বাধ্য, তখন তারা কম দাম দিতে চাইল। যার ফলে আমরা প্রথমে যেভাবে পাট কেনা সুরু করেছিলাম, শেষ পর্য্যন্ত আমরা মনে করি যে, এই পাটের পেছনে জুট কর্পোরেসন অব ইনডিয়ার একটা কারচুপি আছে বা আমাদের উপর বৈমাতৃসুলভ ভাব আছে। যার ফলে ত্রিপুরার কৃষক, যারা এই পাট ফসল করেন, তারা উপযুক্ত দাম পাওয়া থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। আমরা আশা করছি আগামী দিনে ত্রিপুরার কৃষকদের অর্থকরী ফসল, সব্জি, ফল আমরা কিনে কিনে ত্রিপুরার লোকেরা যেগুলি ব্যবহার করবে, সেগুলি এক জায়গা থেকে নিয়ে অন্যেক জায়গায় বিক্রী করার ব্যবস্থা করব এবং যে সব জিনিস যেমন তুলা একটা অর্থকরী ফসল। এই তুলা ত্রিপুরার বাহিরে যাতে বিক্রী করতে পারি, সেটার ব্যবস্থা আমরা করব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখন তার ভাষণ রাখবেন ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, যে আলোচনাটি এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীচৌধুরী সুরু করেছেন, এইটা ত্রিপুরার সামগ্রিক অর্থনীতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ত্রিপুরার অর্থনীতি হচ্ছে কৃষি অর্থ নীতি। কৃষির উপরে নির্ভর করে, এরকম জনসংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৮০ ভাগ। এই যে সব্জির বাজার সংকট, সেই বাজার সংকটের মূলে হচ্ছে এখারকার স্থানীয় যে কৃষক, জনতা এবং অন্যান্য অংশের যে মানুষ, তাদের ক্রয় ক্ষমতার অভাব। এদের ক্রয় ক্ষমতা খুবই কম। কারণ তাদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় হচ্ছে, সারা ভারতবর্ষের গড়পড়তা মাথাপিছু আয়ের দুশো পয়েন্ট নীচে। সেই অবস্থাতে, সমগ্র প্রশ্নটা হচ্ছে বাইরের বাজার বন্ধের প্রশ্নটা। যে সব জিনিস এখানে আমাদের কৃষকরা তৈরী করছেন, এক মাত্র খাদ্য দ্রব্য ছাড়া, অর্থকরী ফসল যেটা, বাইরে পাঠাতে না পারলে আমরা বাজার পাই না। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, এই বাজারটা সমগ্র ভারতবর্ষের বাজার—আন্তর্জাতিক বাজার। এই বাজার এখান থেকে নিয়ন্ত্রন হয় না। পাটের বাজার বলুন, কার্পাসের বাজার বলুন, তিল বা শস্যের বাজার বলুন, তিল বা শস্যের বাজার, আঁখের বাজার বলুন, ত্রিপুরা থেকে পরিচালিত হয় না। যারা গর্ত্তের মধ্যে থাকে তারা দুনিয়ার খবর জানবেন, এটা আমরা আশা করি না। তারা গর্ত্তের বাইরের খোঁজ রাখবার চেষ্টাও করেন না। সেজন্য অর্থ নৈতিক নিয়ম কানুনগুলো সম্পর্কে তাদের কোন জানার কথা নয়। পাট এমন জিনিস নয়, যা খাওয়া যায়। পাট এমন জিনিস নয় যে, ইচ্ছামত এখানে ব্যবহার করা যায়। পাট এমন জিনিস, যা পাট কলে ব্যবহৃত হয় এবং সেই পাট কল যেমন ধন কুবেরদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, সেই ধনকুবেররা পাটের দর নিয়ন্ত্রণ করেন। কারণ এখানে এমন একটা কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত, যাঁরা বুর্জোয়া ও জমিদারদের স্বার্থে পরিচালিত হয়, কৃষকদের স্বার্থে নয়। সে দিক থেকে মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, একটা পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটি হয়েছে, সেই কমিটি বিশেষ করে এই জে, সি, আই এর কাজকর্ম সম্পর্কে অর্থাৎ জুট কর্পোরেশন অব ইনডিয়া-এর কাজকর্ম সম্পর্কে, তাঁদের রিপোর্টে তীব্র কটাক্ষপাত করেছেন। অনেকগুলি সুপারিশও কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকর করেন নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এখানে পাটের উৎপাদন ভয়ানকভাবে কমছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে যে পাটের উৎপাদন ছিল, আমি বেলের হিসাবে বলছি, ৪৫৮৮৫ বেল পাট আর ৫৯,৫০০ বেল মেস্তা,

সেখানে সেটা নেমে এসে দাঁড়াল, ১৯৭৭-৭৮ সালে ২১,৬০৫ বেল পাট এবং ৫৭,০০০ বেল মেস্তা। পাটের চেয়েও বেশী কমে আসছে মেস্তা। এছাড়াও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে কিছু জিনিস উৎপাদিত হত, আজকে সেগুলিও কমে আসছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই ধরণের অর্থকরী ফসলের উৎপাদন ত্রিপুরা রাজ্যে কমে আসছে। এই কমে আসার কারণ হচ্ছে যে, তাদের এই সব জিনিস উৎপাদন করতে যে খরচ পরে, এবং উৎপাদিত জিনিসের যে মূল্য পাওয়া যায়, তাতে তাদের পোষায় না। বলা যায়, প্রায় বিনা মূল্যে শ্রম দিয়ে কিংবা স্বল্প মূল্যে শ্রম দিয়ে, উৎপাদন করতে হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই পাট কংগ্রেসের রাজত্বে বরাবরই মহাজন এবং ফড়িয়াদের কাছে বিক্রি করা হত। এই প্রথম বামফ্রন্ট সরকার একটি অ্যাপেক্স মার্কেটিং সোসাইটি ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং প্রতিষ্ঠিত

হওয়ার পর এই ব্যাঙ্কেই এখন ত্রিপুরা রাজ্য থেকে পাট কিনছেন। তারা এ পর্যন্ত সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৪৫টি সেণ্ট্রার চালু করেছেন, পাট ক্রয় করার জন্য। এমনকি এই ব্যাঙ্ক দুর্গম এলাকায় গিয়ে এই পাট কিনার চেষ্টা করেছেন। আমরা কো-অপারেটিভ অ্যাপেক্স ব্যাঙ্ক সোসাইটিকে যে মূল্যে পাট কিনতে বলেছিলাম, তার চেয়ে আরো ১০ টাকা বা তারও বেশী দিতে বলেছিলাম। আমরা ঠিক করেছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যের জুট মিলের জন্য সুতি পাট ১৬৫ টাকা তার সঙ্গে বোনাস পার কুইণ্টল প্রতি ৫ টাকা, এবং তুষা পাট ১৭৫'৫০ প্লাস বোনাস ৫ টাকা, ১ এবং মেস্তা ১৫৭ টাকা পার কুইণ্টলএই দাম নির্ধারণ করি। আমরা ঠিক করেছিলাম, আমাদের জুট মিলের জন্য কোপারেটিভ অ্যাপেক্স ব্যাঙ্ক সোসাইটি ২,০০০ পাট কিনবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে পাট ৩,৮০৮ মেট্রিক টন এবং মেস্তা ১০,২৬০ টন উৎপাদন হয়। এই যে প্রায় ১৪,০০০ মেট্রিক টন আমাদের উৎপাদন তার মধ্যে আমরা ২,০০০ মেট্রিক টন কিনাবার সিদ্ধান্ত করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা পাট কল সিডুল টাইমে চালু করতে পারি নাই। আমাদের যে জায়গা থেকে যন্ত্রাংশ আসার কথা ছিল, সেখানে ধর্মঘট চলার জন্য আমাদের কাছে ঠিক সময় মত যন্ত্রাংশ এসে পোছুতে পারেনি। আমরা আশা করছি এই মাসের মধ্যে আমরা চট কল চালাতে পারব এবং প্রায় ১,০০০ মেট্রিক টন পাট আমরা ব্যবহার করতে পারব এবং বাকী পাট আমাদের জে, সি, আই, এর কাছে বিক্রী করতে হবে। আমরা পাট কিনেছি ২,১৯০,৮৯ মেট্রিক টন জুট মিলের জন্য এবং এর বাইরে আমাদের আরো পাট রয়েছে ১,২৭৩'৬৭ মেট্রিক টন। এই পাট আমরা জে, সি, আই, কে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ৩,৭৬ ০'৫৬ মেট্রিক টন যা আমাদের মোট উৎপাদনের প্রায় ২৪'৫ পারসেণ্ট কিনেছি, এটা ত্রিপুরার পক্ষে একটা ঐতিহাসিক কাজ। এই কাজ কোন সময় ত্রিপুরায় ঘটেনি। অ্যাপেক্স ব্যাংক্ষ সোসাইটি এর জন্য সমগ্র ত্রিপুরায় সেণ্ট্রার খুলে আমাদের উৎপাদনের এক চতুর্থাংশ পাট ক্রয় করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, যে মুহূর্ত্তে পাট কলে ধর্মঘট দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া তাদের পাট কেনার যে দাম তা কমিয়ে ১৮৭ টাকা করলেন, তারপরে আবার করলেন ১৪৫ টাকা পার কুইণ্টল এর পরেও আরো কমিয়ে ১৪২ টাকায় ক্রয় করার জন্য দাম ধার্য করলেন এবং সর্বোপরি সেটা আরো কমিয়ে আনলেন ১৩৭ টাকার। মাননীয় সদস্যরা লক্ষ্য করলে দেখবেন, আমরা যেখানে সবচেয়ে কম মূল্য দিচ্ছি ১৫৭ টাকা, তারা তার চেয়েও কমিয়ে করলেন ১৩৭ টাকা। শুধু তাই নয়, জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া প্রায় সমস্ত কেন্দ্রে এই ১৩৭ টাকা মূল্যেও পাট কেনা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া সরাসরি উৎপাদকদের কাছ থেকে না কিনে, ফড়িয়ার কাছ থেকে কেনেন। এরজন্য সত্যিকারের উৎপাদকরা লাভবান হচ্ছেন না। এরজন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা প্রতিবাদ করি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নিকট অনুরোধ করেও বিশেষ কোন ফল হয়নি যার ফলে কৃষকরা আজকে মার খাচ্ছে। জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার এ কাজ কিছু নূতন নয়। কিন্তু তাঁরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ভারতবর্ষের যেখানে পাটের দাম কমে যাবে সেখানে উৎপাদকদের কাছ থেকে পাট কিনবেন, সেই দায়িত্ব তাঁরা পালন করতে পারেন নি। এর ফলে হাউসে আজকে যে সমালোচনা হচ্ছে, তার থেকে তাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করবেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা জানিয়ে দেব, তাঁরা কৃষকদের স্বার্থ পালন করতে পারেননি। মাননীয়

স্পীকার স্যার, এখানে আমি একথা বলছি না যে, আমাদের কোপারেটিভ অ্যাপেক্স ব্যাঙ্ক সোসাইটি যে পাট কিনছেন, তার জন্য কৃষকদের কোন দুর্ভোগ হয়নি। তবে আমরা যতখানি কিনতে পারব বলে আশা করেছিলাম, ঠিক ততখানি আমরা কিনতে পারিনি। এই কিনতে না পারার কারণ হচ্ছে, আমরা যে পাট কিনব, তা কার কাছে বিক্রি করব, সেটা আমাদের পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের জুট কল তৈরী হচ্ছেনা। এই পাট রাখার জায়গাও আমাদের নেই। কাজেই এই অবস্থায় আমাদের সুযোগ সীমাবদ্ধ ছিল। সে জন্য আমরা ত্রিপুরায় কৃষকদের কাছে সত্যি সত্যি ক্ষমা চাচ্ছি, এবং তারা যে পাট বিক্রি করতে পারলেন না সে জন্য দুঃখিত। মাননীয় স্পীকার স্যার, অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রেও আমি বেশী বলতে চাই না। আমি ইতিমধ্যে আপনার অনেক মূল্যবান সময় নিয়েছি, তবে শুধু এই টুকু বলতে চাই, অন্যান্য ফসলের মধ্যে যেমন কার্পাস, তার উৎপাদনও অনেক কমে গেছে। কার্পাস আগে যা উৎপাদন হত তা ব্যালের হিসাবে বলছি, ২২২ বেল ১৯৭৫-৭৬ হচ্ছিল। সেখানে এখন আমাদের হচ্ছে ১৪৮০ মেট্রিক টন। ঠিক তেমনি সুগার কেইন, এটা ১৯৭৬-৭৭ সালে ছিল ৯৩,৩৭০ মেট্রিক টন। সেটা এসে কমে বর্ত্তমানে ৮৭,৬০০ মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে আখের চাষ আরো বাড়ানো যায় এবং উন্নতমানের আখ যাতে আরো বেশী উৎপন্ন হতে পারে। আখ বেশী উৎপন্ন হলেও কৃষকরা ঠিক মতো দাম পায় না। তার কারণ মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন যে, তখন আখের ব্যবসায়ীরা আর আখ কিনবেন না, ফলে সেই সময় আখ বিক্রির অভাবে মাঠের মধ্যে শুকিয়ে থাকবে। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা আজকে যে সব কথা বলেছেন, সেগুলি হচ্ছে মেঠো বক্তৃতা। আমরা যাতে কৃষককে সাহায্য করতে পারি, সেটাই আমাদের দেখতে হবে। কারণ কৃষকদের সমস্যাই হচ্ছে বড় সমস্যা, সেজন্য আজকে আমরা অনেক বড় বড় কর্মসূচী হাতে নিয়েছি। আমি মনে করি এই কর্মসূচীর পেছনে হাউসে অন্যান্য সদস্যদের সমর্থন থাকবে।

STATEMENT MADE BY THE CHIEF MINISTER.

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯,৩,৭৯ ইং তারিখের ঘূর্নি ঝড়ের সম্পর্কে আজকে আমার ষ্টেটমেণ্ট দেওয়ার কথা ছিল, যদি আপনি অনুমতি দিন তাহলে আমি বিবৃতি দিতে পারি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আপনি বলতে পারেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১৯,৩,৭৯ ইং তারিখে রাত্রিতে ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে সদর বাধারঘাট এলাকায়, কমলপুরের মানিক ভাণ্ডারে, সোনামুড়ার মেলাঘর, চেবরী, রাজনগর, সোনাতুলা, গনকি, জাম্বুরা, চম্পাহাওড় এবং বাচাই বাড়ী ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় যে ঘুর্নি ঝড় হয়েছে তার উপরে আমি সংক্ষিপ্ত একটি রিপোর্ট এর আগেও দিয়েছি এবং আজকেও এই ঘূর্ণিঝড়ের উপর বিবৃতি রাখছি। এই ঝড়ে যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তার পরিমান এক কোটির উপরে। বাধারঘাটে মোট ৩৬৫টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, পাচটি জীবন সেখানে নষ্ট হয়েছে এবং ৩৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। রেভিনিউ পুলিশ, হেল্থ এবং অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টের সবাই মিলে এই যে ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটে গেল তার জন্য যারা আহত হয়েছিলেন তাদের উদ্ধারের কাজে অনেক সাহায্য করেছেন। এই ঘূর্নি ঝড় সম্পর্কে একটা সার্ভে আমরা

আরম্ভ করেছি যাতে বিস্তৃতভাবে ক্ষতির পরিমান অনুমান করা যায়। এই ব্যাপারে আমরা রিলিফের যে কাজ করেছি তাতে বিশেষভাবে লোক্যাল পঞ্চায়েত আমাদের সাহায্য করেছেন বরং এ কথা বলা যেতে পারে যে তাদের উপর আমরা অনেকখানি নির্ভর করেছি। বাধার ঘাটের জন্য এই পর্য্যন্ত ৮০ হাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছে এবং জেলা শাসক পশ্চিম ত্রিপুরার হাতে এই টাকা দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রত্যেক পরিবারকে ২৫ টাকা রেশন ইত্যাদি বাবদ দিয়েছি এবং কিছু চিড়া-মুড়িও সেখানে দেওয়া হয়েছে। ৩৫টি টেন্টস্ এবং ২টি টারপলিন রেভিনিউ, পুলিশ রি, এস, এফ এবং সিভিল ডিফেন্স থেকে সংগ্রহ করে তাদের সাদের সাহায্য করা হয়েছে। তাদের আশ্রয় দেবার জন্য যে সব ঘর একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে সেখানে আমরা ২০০ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি পরিবারকে সাহায্য করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছি। আর অন্য সমস্ত কাজগুলি ফুড ফর ওযার্কের মাধ্যমে করার জন্য গভর্ণমেন্ট চিন্তা করছেন। যে সমস্ত পরিবারে লোক মারা গেছেন এবং আহত হয়েছেন তাদের একস্গ্রেসিয়ার দেওয়া হবে। যে সমস্থ পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তাদের বন দপ্তর থেকে ঘর-বাড়ী তৈরী করার জন্য ফ্রি ছন, বাশ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষ পত্র দেবেন তার জন্য তাদের কোন রয়েলিটি দিতে হবে না। টি, আর, টি, সি এবং সিভিল ডিফেন্সের ট্রাক বন, বাশ ইত্যাদি পরিবহন করবেন। সেখানে তিনটি টিউব ওয়েল স্থাপন করা হয়েছে এই ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য আগরতলা মিউনিসিপালিটি এগিয়ে এসেছেন। আমাদের পূর্ত দপ্তর তাদের কর্মচারী দিয়ে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করেছেন। সেখানে মেডিক্যাল এড দেওয়া হয়েছে এবং একজন ডাক্তার একটি এম্বুলেন্স সহ প্রত্যেক দিন সেই ঘূর্ণি বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করতে যান এবং যারা অসুস্থ তাদের চিকিৎসা করছেন। আমরা বলতে পারি যে কিছু বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানও এই সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন। রাস্তাঘাট পরিষ্কারের কাজে আমরা দেখেছি যে [illegible]নই সেটা শেষ হয়ে গেছে। স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে সেখানে এমন কতগুলি ঔষধ দেওয়া হচ্ছে যাতে কোন রকম অসুখ সেই ঘূর্ণি বিধ্বস্ত অঞ্চলে হতে না পারে। কিছু ভিটামিন ট্যাবলেট ও অন্যান্য ঔষধ সেখানে বিতরণ করা হচ্ছে। ইলেকট্রিকের যে সমস্ত লাইন সেখানে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেই লাইনগুলি যাতে পুনঃস্থাপিত করা যায় তার জন্য ইলেকট্রিক দপ্তর থেকে সাহায্য করা হচ্ছে। আমরা সেখানে কিছু হারিকেন এবং মোম দিয়েছি যাতে সামগ্রিকভাবে তাদের সাহায্য করা যায়। যাতে বিদ্যুত তাড়াতাড়ি চালু করা যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। টেলিফোনের একটি থাম ভেঙ্গে রাস্তায় পড়ে রয়েছে তার জন্য জনসাধারণের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে এটা হওয়া স্বাভাবিক, টেলিফোন দপ্তর থেকে যাতে এটা পুনস্থাপিত করা যায় তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। আমরা মিউনিস্যাপিলিটি এবং অন্যান্য সেবামূলক যে সমস্ত সংগঠন আছে বা গণতান্ত্রিক যুব এেডারেশন বা কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বা স্কুলের ছাত্রছাত্রী যারা এই ঝঞ্ঝা বিধ্বস্ত এলাকায় কাজ করেছেন, তাদেরকে সরকার পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কমলপুরেজ প্রাথমিক যে রিপোর্ট আমরা পেয়েছি, তাতে মানিক ভাণ্ডার, দুরাইলাম, শ্রীরামপুর, কলাছড়ি, দুবং খোমরমিঞা এই সমস্ত জায়গাগুলি বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। মানিক ভাণ্ডারের স্কুল গৃহটি সম্পূর্ণ পড়ে গেছে। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ক্লাস করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অনেক

প্রাইভেট স্কুলেরও ক্ষতি হয়েছে। প্রায় ৪০০ ঘরবাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে উক্ত রিপোর্ট প্রকাশ। শিক্ষা দপ্তর থেকে ঐ সমস্ত ভগ্ন প্রায় স্কুলগুলিকে মেরামত করার দ্রুত প্রয়োজনীয় সাহায্য পাঠানো হচ্ছে এবং কর্তৃপক্ষ ঐ ঝড়ের ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, তাদেরকে প্রাথমিক সাহায্য দিচ্ছেন। সরকারের পক্ষ থেকেও ঐ সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদিগকে যথাযথ সাহায্য দেবেন। যার জন্য আমাদের মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রীদীনেশ দেববর্মা এবং অন্যান্য বিধায়করাও সেখানকার বিধ্বস্ত এলাকাগুলি দেখে এসেছেন এবং সরকারের কাছে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেছেন এবং সরকার ও তাঁদের ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। খোয়াই এবং সোনামুড়া থেকে প্রাথমিক্ যে রিপার্ট পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে মেলাঘর সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং সেখানে জমির কিছু ফসলও নষ্ট হয়েছে। তবে এটা খুবই সৌভাগ্যের কথা যে উক্ত এলাকায় কোন প্রান হানি ঘটে নি। খোয়াই শহরে যে সমস্ত ঘরবাড়ী ভূমিসাৎ হয়েছে, বি, ডি, ও হিসাব পত্র করছেন এবং তাদেরও আমরা সাহায্য করব। আমি আগেই বলেছি কোন কোন এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তার মোটামোটি হিসাব আমরা নিয়েছি, তাতে দেখা যাচ্ছে ক্ষতির পরিমান ৩০।৪০ হাজার টাকার মতন হবে এবং রিলিফের কাজ ঐ সমস্ত এলাকায় যাতে চালু করা যায়, তার জন্য সমস্ত রকম প্রচেষ্টা আমরা করব।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার. মায়নীয় মুখ্যমন্ত্রী গতকাল হাউসে বলেছিলেন যে, সাম্প্রতিক ঝড়ে যারা মারা গিয়েছেন, তাদের পরিবার পিছু ৫০০ টাকা করে এক্সগ্রেসিয়া দেবেন। আর আজকে উনি বলছেন যে, তাদের পরিবারযক ২০০ টাকা করে এক্সগ্রাসিয়া দেওশা হবে। এই টাকার অংক এত কম হওয়ার কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন ?

শ্রীনৃপেস চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য হয়তো লক্ষ্য করেননি যে ষ্টেটমেণ্টে একসগ্রেসিয়ার কথা বলা হয়েছে। যারা মারা গেছেন তাদের পরিবারকে ৫০০ টাকা একস্‌গ্রাসিয়া সরকার দেবেন। আর একটা কথা বলতে আমি ভুলে গেছি, আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল তিনি আমাকে একটি চিঠি দিয়েছেন, তাতে সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে যারা মারা গেছেন তাদের পরিবারের প্রতি উনি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন এবং যে সমস্ত পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তাদের সাহায্যের জন্য, তিনি ৩০০০ টাকা আমাদের সরকারের হাতে দিয়েছেন। মাননীয় রাজ্যপাল, আমাদের সরকারের হাতে যে সাহায্য পাঠিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে আমরা ধন্যবান জানাচ্ছি এবং সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে আমরা প্রধান মন্ত্রীকে অবহিত করেছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকেও এ সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল করেছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা'কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা বামফ্রণ্ট সরকারএ আসার পর দেখলাম যে এ রাজ্যে প্রচুর সংখ্যক বেকার যুবক আছে এবং বছর বছর পাস এই সংখ্যাটাকে আরও ক্রমবর্ধমান করে তুলছে। কিন্তু এই বেকার সমস্যা সমাধান করা কারো

পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা চাই এই বেকার সমস্যা সমাধান হোক এবং বেকার যুবকরা কাজ পাক।এই বিরাট সংখ্যাক বেকার সৃষ্টি করার জন দায়ী পূর্বতন সরকার। তারা এ রাজ্যে শুধু বেকারই সৃষ্টি করে গেছেন, কিন্তু কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ সৃষ্টি করে যেতে পারেননি। করেন নি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান, করেন নি এই কৃষি নির্ভর ত্রিপুরায় কৃষি উন্নয়ন। কোন কাজই উনার বিগত ৩০ বছরে এই রাজ্যে করেন নি। অথচ এই রাজ্যে শিল্প করার জন্য উনারা প্রচুর টাকা কেন্দ্রের কাছ থেকে এনেছিলেন, সেগুলির শুধু অপব্যয়ই করে গেছেন। কাগজ কল করার নামে, কখনও প্লাস ফেকটরী করার নামে, কখনও এই চটকল করার নামে, বিভিন্ন ভাবে যে তাঁরা প্রচুর টাকা কড়ি কেন্দ্রের কাছ থেকে এনেছেন, সেই টাকাগুলি তারা অপব্যয়ই করেছেন। কিন্তু এই টাকাগুলি যদি ঠিক ঠিক ভাবে রূপায়ন হত, তাহলে আমাদের এই বেকার সমসস্যা অনেকাংশে লাঘব হত। আমাদের এই অনুন্নত ক্ষুদ্র রাজ্যে, এই ক্রম-বর্ধমান বেকারের জন্য একদিকে যেমন কংগ্রেসীরা দায়ী, অপর দিকে এই উপজাতি যুব সমিতির লোকেরাও দায়ী।

(শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—উপজাতি যুব সমিতি আবার কিভাবে দায়ী হল ?) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বিরোধী দলের নেতা শ্রীদ্রাউ কুমার রিযাং বলেছেন—বেকারদের বেকার ভাতা দেওয়া হবে কিনা ? উনাকে বলছি বেকার ভাতা আমারা দিতে চাই। ত্রিপুরার সীমিত আর্থিক অবস্থার মধ্যে থেকে সেটা সম্ভব নয় বলে, আমরা কেন্দ্রের কাছে দাবী জানিয়েছি। এই বেকারদের মধ্যে এম, এ, বি, এ, পাস করা বেকার যেমন আছে, তেমনি অর্দ্ধশিক্ষিত বেকার, যারা ক্লাস সেভেন এইট পর্য্যন্ত পড়েছে তারাও আছে। তাছাড়া গ্রামে সাধারণ লোকের মধ্যেও বেকার আছে। কাজেই এই বেকার সমস্যা যদি দূর করতে হয়, তাহলে ত্রিপুরা-উন্নয়নের জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে সমস্ত পরিকল্পনা নিয়েছেন, সে পরিকল্পনা-গুলিকে যথাযথ ভাবে রূপ দিতে হবে। তাহলে পরে আমি মনে করি কিছু বেকার সমস্যা সমাধান আমরা করতে পারব। আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার তাঁর পরিকল্পনাগুলি রূপায়ন করতে গিয়ে ইটের অভাবের দরুন সমস্যায় পড়েছেন। এই ইট সমস্যা যদি দূর করতে হয়, তাহলে আমি মনে করি, যারা শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত বেকার আছে, তাদের দ্বারা ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতিটি পঞ্চায়েত এ যদি আমরা ইট কারখানা খুলতে পারি, তাহলে এক দিকে যেমন ইট সমস্যা দূর হবে, তেমনি অপরদিকে বেকার সমস্যাও কিছুটা লাঘব হবে। এ ছাড়া শিক্ষিত বেকার যারা আছেন, তাদেরকে ক্ষুদ্রশিল্প কারখানা করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। তারা নিজেদের পছন্দানুযায়ী যাতে শিল্প করতে পারেন, তজ্জন্য ব্যাংক থেকে তাদেরকে টাকা দিতে হবে। এবং সে পদ্ধতি অনুযায়ী যদি আমরা চলতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় আমাদের এই তীব্র বেকার সমস্যা অনেকাংশে আমরা দূর করতে পারব।

আমরা জানি এই যে বেকার—একটু আগে আমাদের কৃষির কথা অনেকেই অনেক কিছু বলেছেন, আমাদের কৃষির উন্নয়নে অনেক সাহায্য হবে, এই বেকার সমস্যার সমাধান যদি আমরা করতে পারি।

শিল্পের দিক দিয়ে যেমন ল্যাম্পেসের মাধ্যমে যে সমস্ত কাজ হবে, সেই সমস্ত কাজ বেকারদের দেওয়া যেতে পারে। ল্যামস্ একটা এলাকায় সীমাবদ্ধ। এটাকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে। ল্যাম্পসের মাধ্যমে অনেক কাজ আমরা দিতে পারি। এছাড়া ফরেষ্টের

মাধ্যমে যে টাকা আসে এন, এস, সি, সকীম, সেই সকীমের টাকা খরচ করতে পারলে জুমিয়াদের আমরা পুর্ণবাসন দিতে পারি। অনেক বেকারকে আমরা কাজ দিতে পারি। তাছাড়া সেরিকালচার করলে আমরা অর্ধশিক্ষিত, শিক্ষিত বেকারদের কিছু কিছু কাজ দিতে পারি। এই সমস্ত কাজ করতে পারলে শুধু যে বেকারদের সমস্যারই সমাধান হবে তা নয়. একটা পরিবর্ত্তনও আমরা ত্রিপুরায় আনতে পারি এবং মানুষের অনেকটা আশা আকাঙ্খা পূরণ করতে পারি। ত্রিপুরার রূপটাকে আমরা বদলে দিতে পারি। অন্যান্য প্রদেশ থেকে যখন লোক আসবে, তখন তারা একটা নূতন ত্রিপুরা দেখবে। কাজেই ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন, সেইগুলিকে জোরদার করতে হবে এবং যাতে আমরা ত্রিপুরার বেকারদের সমস্যার সমাধান কবতে পারি তার ব্যবসস্থা করতে হবে। বিভিন্ন ধরণের শিল্প যাতে আমরা করতে পারি তার জন্য কেন্দ্রকে আমাদের বিভিন্ন ভাবে চাপ দিতে হবে এবং আমাদের সংবিধানগত ভাবে ত্রিপুরার জন্য যা করা দরকার, সেই সমস্ত অধিকার যদি আমরা আদায় করে আনতে পারি এবং উন্নত যে প্রদেশগুলি আছে, তাদের সমান যদি আমরা হতে পারি, তাহলে ত্রিপুরাব বেকারদের যে সমস্যা আছে সেইগুলিব সমাধান হবে। এই বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রীসুবে ধ দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা সম্পর্কে কমরেড বিদ্যা দেববর্মা কর্তৃক উত্থাপিত এই বক্তব্যটি আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করছি এবং তার সঙ্গে আমি যুক্ত করছি আরও কয়েকটি কথা। আমাদের এই ত্রিপুরা শুধু নয়, গোটা ভারতবর্ষ বিগত ৩০ বছর একচেটিয়া পুঁজিপতি, জমিদার শ্রেণীর দালাল কংগ্রেস সরকার শাসন করেছিল এবং তারই পুঁজিবাদি পরিচালনায় ভারতবর্ষে কোটি কোটি বেকার সৃষ্টি করেছে। আমি ত্রিপুরির কথাই এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করব। লক্ষ লক্ষ কৃষকের জমি কেড়ে নিযেছিল মহাজন, কণ্ট্রাকটার প্রভৃতি তৎকালীন সরকারের যারা পৃষ্ঠপোষক তারা গরীব কৃষকদের ভূমিহীনে পরিণত করেছিল বলেই কৃষকদের ছেলেমেয়ে বেকার বাহিনীতে পরিণত হযেছে। তারা কিছু লেখাপড়া করে শিক্ষাদীক্ষা নেওয়ার ফলে, তারা নামও লিখিয়েছে বেকারদের খাতায়। কিন্তু কংগ্রেস ভেবেছিল, যদি এখানে সলকারখানা গড়ে তোলা যায়, তাহলে এই সমস্ত বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আসবে, এতে ওদের বেশী লাভ নেই। কারণ এরা ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণীর তল্পিবাহক হিসাবে, ত্রিপুরার কণ্ট্রাকটার, ঠিকাদার, মহাজন শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত হযে আসছিলেন। তাই আমরা দেখি হাজার হাজার বেকার বাহিনী ত্রিপুরা ছেযে গেছে। গত ৩০ বছর এই বেকার সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টাই করা হযনি। আমরা লক্ষ্য করলাম, এই ত্রিপুরা বিধানসভায় যাঁরা কংগ্রেস সরকারে ছিলেন, তাঁরা রেল লাইনের দাবীকে অধিকাংশের ভোটে বাতিল করে দিয়েছিলেন। আমরা লক্ষ্য করলাম বামফ্রণ্ট সরকার প্রথমেই এই বিধানসভায় একবাক্যে রেল লাইনের দাবীকে সমর্থন করল। যারা দীর্ঘকাল, ভারতবর্ষ তথা ত্রিপুরার কোটিপতি মহাজনদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে এসেছে, তাদের প্রতিনিধিরা এই বিধানসভায় বসেছে। কাজেই ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ বেকারদের প্রতিনিধিরা এই ত্রিপুরা বিধানসভায় এক বাক্যে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। বামফ্রণ্ট সরকার গরীব মানুষের সরকার। এই সরকার প্রথমে

তার নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি রেখেছিল যে যদি আমরা নির্বাচিত হই, তাহলে ত্রিপুরার সকল সমস্যা সমাধান করতে পারব না, কিন্তু আমরা চেষ্টা করব এই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনতে। কিছু কাজ আমরা করব, যার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ত্রিপুরার নূতন সমাজ এগিয়ে যেতে পারবে। তাই আমরা লক্ষ্য করছি বিগত এক বছরে হাজার হাজার ছেলে-মেয়েদের কর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যদিও প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই বলা যায়। সরকারে যারা আছেন, তাঁরা বাহাদুরি করেন না। তাঁরা আগের মানুষের মধ্যে ছিলেন, এখনও লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে আছেন। তাঁরা দেখছেন লক্ষ লক্ষ মানুষকে কি অবস্থায় দীর্ঘকাল বিগত শাসকগোষ্ঠী রেখে গেছেন। এই সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া, এটাকে কিছুতেই একেবারে সংস্কার করা সম্ভব হবেনা। তাই নূতন আশা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলছি।

আমরা দেখছি যে গোটা ত্রিপুরায় যে হাজার হাজার বেকার যারা বা অর্ধ শিক্ষিত শিক্ষিত, তাদের মধ্যে একটা আলোড়ন এবং নব জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে। যে সমস্ত গ্রামে আমরা দেখেছি যে গত ৩০ বছর একটি বেকার ছেলে বা মেয়ে একটি সরকারী চাকুরী পায়নি বা কর্ম সংস্থানের সুযোগ পায়নি আজকে ত্রিপুরাতে এমন কোন মৌজা নেই, মাত্র এক বছরের মধ্যে এই বাম ফ্রন্ট সরকার এর রাজত্ব কালে একটা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হলেও যে কোন গ্রামে খুঁজে পাওয়া সমস্ত হবে। এছাড়া হাজার হাজার নূতন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এই বামফ্রনট সরকার আশা করছে যে, এভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীতে যোগদান করার জন্য এগিয়ে আসবেন। আগামীতে বামফ্রন্ট সরকার হাজার হাজার বেকারের কর্ম সংস্থানের একটা সুবিধা করতে পারবেন এবং তাহলে পর ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতিতে একটা নূতন জোয়া-রের মেজোয়ারের মাধ্যমে বেকারদের কিছু কর্ম সংস্থানেই নয়, হাজার হাজার বেকার আর গরীব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে আগামী দিনের যে নুতন সমাজ ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠীত না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে এই বেকার সমস্যার সমাধানের কোন উপায় নেই, সেই ব্যবস্থা সামনে রেখে আমরা এগিয়ে যেতে পারব। কাজেই মাননীয় কমরেড বিদ্যা দেববর্মা মহোদয় যে প্রস্তাবটা এখানে উত্থাপন করেছেন, তাকে সমর্থণ জানিয়ে, আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরাধা রমণ দেব নাথ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্মা মহোদয় এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাবটা এনেছেন, আমি তাকে সমর্থন করে কিছু বক্তব্য রাখছি। কারণ গত ৩০ বছর কংগ্রেসী অপশাসনে ত্রিপুরা রাজের মধ্যে ৬০ হাজার বেকারের সৃষ্টি হয়েছে, আর এই জন্য কংগ্রেসই দায়ী। কারণ তারাই এই বেকার সৃষ্টি করে গেছেন। শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে নয়, সারা ভারতবর্ষের মধ্যেও। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর, তারা যে ভাবে চিন্তা করছেন, কংগ্রেসী রাজত্বে তাঁরা কোন দিনই এভাবে চিন্তা করেন নাই। আমরা লক্ষ্য করেছি যে আগে একটা চাকুরী পেতে হলে ৩।৪ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হত। এখন সেটা নেই। কারণ আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আসার পর পরিকল্পনা নিয়েছেন, সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য গ্রামীণ কুটির শিল্প হিসাবে, তাঁত শিল্প সেরিকাল্চার, রাবার চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে এবং কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে, যদিও রকারকে মতকএকটা সীমিমতার মধ্যে এই সাজ বরতে হচ্ছে, বেকার সমস্যার যাতে কিছু পরিমণে লাঘব করতে পারেন, ঐ সব কুটির শিল্পের মাধ্যমে, তারই চেষ্টা করা

হচ্ছে। আর এর সংগে সংগে আরও একটা কথা বলতে হয়, সেটা হচ্ছে ত্রিপুরায় উন্নত ধরণের কোন যোগাযোগের ব্যবস্থা নাই, এমন কি রেল লাইনের ব্যবস্থা নাই। এই রেল লাইন যদি থাকত, তাহলেও বেকার সমস্যার সমাধান করা কিছুটা সম্ভব হত। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর, তার দাবীতেই কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারিত হচ্ছে। তা সত্বেও বামফ্রন্ট সরকার বেকার সমস্যার সম্পূর্ন সমাধান করতে পারছেন না। তবু বেকারেরা আজকে একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছে কারণ আজকে বেকারদের মনে একটা আশার আলো দেখা দিয়েছে যে আগামী দিনে তাদের কর্ম্ম সংস্থানের একটা না একটা সুযোগ তারা পাবেই। আগে কিন্তু একটা চাকুরী পেতে হলে ৩ হাজার বা ৪ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হত। কারণ আমি বলছি যে আমার মোহনপুর এলাকায় সন্ধ্যা ভৌমিক এবং আরও অনেকে ৩।৪ হাজার টাকা করে ঘুষ দিয়েছে, একটা চাকুরী পাওয়ার জন্য। ১৯৭৩ সালেও এই বিধান সভাতে আমরা এই কথাগুলি বলেছিলাম। আমরা আরও জানি যে অঞ্জলী পাল একটা চাকুরীর জন্য ৩ হাজার টাকা দিয়েছিল, কিন্তু সে আর চাকুরী পেল না। কিন্তু আজকে যে সব চাকুরী হচ্ছে তা একটা সুষ্ঠু নিয়ম নীতির মাধ্যমে হচ্ছে। আর তা দেখেই ঐ প্রতিক্রিয়াশীলরা ভয় পাচ্ছে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় করার জন্য, চার দিক থেকে সমস্বরে চীৎকার করে উঠছে আর সেই সংগে উপজাতি যুব সমিতির সদস্য যাঁরা আছেন, তাঁরাও চীৎকার করে উঠেছেন। কারণ তাঁরা ভয় পাচ্ছেন এই কারণে যে তাঁদের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে, কারণ তারা নিজে রাই গত কালে রাজত্ব বছরের ৩০ এই অবস্থাটার সৃষ্টি করেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা এই সম্পর্কে কিছুই বলছেন না। তাঁরা ঐ কংগ্রেসীদের কর্ম্ম কাণ্ডের জন্য দেশের মধ্যে যে একটা বেকারী অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে, সেজন্য তাঁরা কংগ্রেসীদের কিছু বলছেন না। এই বেকার সমস্যার জন্য ঐ কংগ্রেসের ৩০ বছরের শাসন ব্যবস্থাই দায়ী। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য কুটির শিল্পের কথা চিন্তা করছেন, এখানে আমরা দেখছি, যে তাঁতীরা কোন দিন চিন্তা করে নাই যে, বামফ্রন্ট সরকার আসার পর কুটিরশিল্প হিসাবে, তাঁত শিল্পটাকে এভাবে গড়ে তোলা হবে, সেখানে সাব-সিডি এবং ঘর তৈরীর জন্য ১০০টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই কি ট্রাইবেল নন্-ট্রাইবেল এবং মনিপুরী যে সব তাঁতী আছে, তাদের সকল অংশের মানুষই তার পুরোপুরি সুযোগ পাচ্ছেন। তারপর আমরা দেখছি যারা মুড়ি বিক্রি করে, এটাও একটা কুটির শিল্প, তাদেরকে বামফ্রন্ট সরকার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন। কাজেই এই সমস্ত কাজ গুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে উপজাতি যুব সমিতির উচিত বামফ্রন্ট সরকার-এর সংগে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করা। কারণ আমরা লক্ষ্য করছি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষ লক্ষ্য করেছে যে, কংগ্রেসের ৩০ বছরের রাজত্বকালে ত্রিপুরা রাজ্যে যা করা সম্ভব হয় নি, বামফ্রন্টের ক্ষমতায় আসার মাত্র ১ বছর ৩মাসের মধ্যে তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার সমাজের সকল অংশের মানুষের জন্য চিন্তা ভাবনা করছেন, তাই মাননীয় কমরেড বিদ্যা দেববর্ম্মা মহোদয় যে প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন, সেটাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্ম্মা মহোদয় যে বে-সরকারী প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন, সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি। কারণ এই প্রস্তাব এনে তিনি যে আলোচনা অবতারনা করেছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ন, কারণ আমরা সামগ্রিক ভাবে দেখছি যে পৃথিবীর এক প্রান্তে কোন মানুষ বেকার নেই. আর অন্য দিকে দেখছি বিশেষ করে যেখানে অল্প সংখ্যক লোকের হাতে ধন পুঞ্জিভূত হয়েছে, সেখানে ঐ ধনের সংগে সংগে বেকারও পুঞ্জিভূত হয়েছে। এই চিত্রটাই আজকে আমরা পৃথিবীর মধ্যে দেখছি, আর এটাই নিয়ম। ভারতবর্ষের অবস্থাও ঠিক ঐ পর্য্যায়ে এসে পৌচেছে। আমরা সামগ্রিকভাবে দেখছি যে, ভারতবর্ষের মধ্যে কয়েক হাজার ইঞ্জিনিয়ার বেকার আছে। এমন কি সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় আমরা দেখলাম যে, আমাদের দেশে কিছু কিছু ডাক্তারও বেকার আছে। এই বেকার সমস্যা সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। আজকে ভারতের মধ্যে ৬০ কোটি লোক থাকেন। মূলতঃ আমরা সেই সব লোককে বেকার বলি যারা শক্ত সামর্থ মানুষ, কাজ করতে পারে, অথচ কাজ পায় না। সেই হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে ৬০ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় ১ কোটি লোক ভারতের মধ্যে বেকার রয়েছে। তাহলে আজকে আমার ঐ ৬০ কোটি মানুষের মধ্যে এক কোটি মানুষ কাজ করতে পারবেন না, অথচ এই সমাজ থেকে তাদের খাদ্য বস্ত্র সব কিছু নিতে হচ্ছে। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে তারা সমাজের যে সব সমস্যা, সেগুলিকে আরও গভীর থেকে গভীরতর করে তুলছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে অবস্থা, এই অবস্থার পরেও সারা ভারতের মধ্যে বেকারদের সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। যদিও আমরা দেখেছিলাম যে মোরারজী সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে ১০ বছরের মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন। জর্জ ফার্নানডেজ বলেছিলেন যে না ১০ বছর নয়, আমরা ৩ বছরের মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে। অথচ এই বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য বাস্তব পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন নাই। যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে, এই এক কোটি বেকারের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে গ্রামীন বেকার। এর মূল কারণ হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের যে অর্থনীতি, সেটা মূলতঃ হচ্ছে গ্রাম-মুখী অর্থনীতি। আমরা আগে দেখেছি যে গ্রামে যদি ১০০টি পরিবার থাকতো, তার মধ্যে দুই চারটা পরিবার হয়ত অন্যের বাড়ীতে কাজ করত। কিন্তু আজকে সমাজে শতকরা ৯৫ জনই অন্যের বাড়ীতে কাজ করে খেতে হয়। এই হচ্ছে ৩০ বছর কংগ্রেসী রাজত্বের ফল। এর ফলে গ্রামে হাজার হাজার বেকার তৈরী হচ্ছে। কিন্তু তার সমাধানের জন্য কংগ্রেস সরকার কোন সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। সারা ভারতের বেকারদের সংগে যদি আমরা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের কথা চিন্তা করি, তাহলে দেখব যে আমাদের ত্রিপুরায় ৬০ হাজারেরও বেশী বেকার আছে। এর মধ্যে এস, টি. এস. সি.র বেকার ধরলে এই সংখ্যা হয়ত আরও বাড়বে এবং রেজীস্ট্রী করে নাই এই রকম বেকারও আছে। আমরা যদি গ্রামীণ বেকারদের কথা ধরি তাহলে এই ত্রিপুরা রাজ্যে ১৮ লক্ষ মানুষের মধ্যে, দুই লক্ষের মত বেকার হবে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়, তাহলে শিক্ষিত বেকারদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে বেকার সমস্যা সমাধান সম্ভব হবে না। আর গ্রামীণ

অর্ধশিক্ষিত বেকারদের সমস্যার সমাধান করতে হলে সামগ্রিক ভাবে সমস্ত পরিকল্পনাকে ঢেলে সাজানোর দরকার আছে। আজকে আমাদের এই ত্রিপুরায় এক লক্ষের বেশী তাঁত হবে। এই সব তাঁত শিল্পের উন্নতির জন্য সরকার থেকে অনুদান দেওয়া হচ্ছে। অতীতেও এই ভাবে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কোপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে কংগ্রেসের কিছু কিছু পেটোয়া লোকদের পকেটেই এই সব টাকা যেত এবং সূতার ব্যবসা করার জন্য কিছু কিছু মহাজনের সংগে মিলে সেই সব সূতা বাংলা দেশে পাচার করে দেওয়া হত। তেমনি ভাবে আমরা দেখছি যে, পূর্ব্ব বাংলা থেকে হাজার হাজার মৎসজীবী, যাদের একমাত্র পেশা ছিল মাছ ধরা, তারা ত্রিপুরা রাজ্যে এসে ত্রিপুরার জলাশয়গুলি পেল না, সেগুলি পেল ঐ কংগ্রেসী পেটোয়া মহাজনেরা। তারা ২০ হাজার, ৩০ হাজার, ৪০ হাজার টাকা দিয়ে ইজারা নিয়ে এই সব জেলেদের সেখানে মজুরী খাটান হত। বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার পর এই সব জেলেদের সাহায্য করার জন্য, সমবায় সমিতির মাধ্যমে তাদের সাহায্য করার জন্য, বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই দ্বারা কিছু বেকার সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করা যায়। তেমনি করে বামফ্রণ্ট সরকার, গ্রামের কামার, কুমার, এদেরও ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। এই সংগে সংগে আমরা আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি যে, গ্রামের সাধারণ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই বামফ্রণ্ট সরকার গ্রামের গরীব অংশের মানুষের জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প চালু করেছেন। এর ফলে গ্রামে কিছুটা পরিমাণে বেকারত্বের চাপ কমেছে। আজকে আমাদের ত্রিপুরায় শিল্প ছাড়া এই বিরাট বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে না। ত্রিপুরায় জুট মিল, কাগজের কল এই সমস্ত কারখানা যদি স্থাপন করতে হয়, তাহলে আমাদের যোগা-যোগ ব্যবস্থায় উন্নতি ছাড়া এখানে কোন বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠতে পারে না। এই শিল্প কারখানা যদি গড়ে না উঠে, তাহলে স্বভাবতঃই এই রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারকে এই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এই সংগে আর একটি কথা বলছি যে ও, এন, জি, সি, সম্পর্কে আমরা এখনও শুনেছি যে, একটা বিদেশী শক্তি নাকি এখানে যাতে তেল না তোলা হয়, সেজন্য চক্রান্ত করছে এবং যারা এই বিষয়ে মেনেজমেণ্টের মধ্যে আছে, তাদের মাধ্যমে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে এখানকার কাজ বন্ধ করে দেওয়া যায়। কাজেই এই সমস্ত ঘটনার দিকে সরকারকে দৃষ্টি দিতে হবে। ত্রিপুরায় যদি রেল যোগাযোগ না হয়, তাহলে শিল্পে উন্নতি করা সম্ভব নয়। টি, আর, টি, সি, সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে বর্তমানে যে অবস্থার মধ্য দিয়ে টি, আর, টি, সি, চলছে, আমরা যদি এর কিছুটা উন্নতি করতে পারি, তাহলে নিশ্চয় আমরা কিছু কিছু বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারব। কাজেই এই সব দিকে লক্ষ্য রেখে, আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকার বাস্তব অবস্থার সংগে খাপ খাইয়ে বিচার বিবেচনা করে বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য পরিকল্পনা নিয়ে গ্রামীণ বেকার এবং শিক্ষিত বেকারদের জন্য কাজ সৃষ্টি করার দায়িত্ব যদি না নেন, তাহলে ত্রিপুরার যুবক সমাজ যে হতাশায় ভুগছে আগামী দিনে এটা জাতীয় সমস্যা হিসাবে রূপ নিতে পারে। আমি বিশ্বাস করি যে এই অসমান সমাজ ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে না। এই সমাজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তনের সংগ্রামকে আরও জোরদার করে আগামী দিনে

যদি এ সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা যায়, তাহলে সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর অন্যান্য যে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশ আছে, সে দেশগুলির মত আমার দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার—শ্রীবিমল সিংহ।

শ্রীবিমল সিংহ :—মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্মা একটা প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন বেকার সমস্যা সম্পর্কে। বেকার সমস্যার সমাধান নির্ভর করে একটা দেশের শাসন ব্যবস্থা, আর্থিক অবস্থা এবং তার সমাজ ব্যবস্থার উপর। যে দেশে পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা কায়েম আছে, মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি, জোতদার এবং জমিদার শ্রেণীর স্বার্থে যেখানে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, সেখানে লক্ষ লক্ষ বেকার অবশ্যম্ভাবী ফসল হিসাবে তৈরী হবে। আর যেখানে গোটা দেশের স্বার্থে, দেশের সমস্ত আর্থিক সম্পদ ব্যবহৃত হবে, সেখানে বেকার থাকতে পারে না। আজকে চীন, রাশিয়া এবং ভিয়েতনামের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই একটা বেকার সেখানে খোঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ তারই পাশে ওয়েষ্ট জার্মানী, উগানডা এবং আমেরিকার মত দেশে, বেকার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কাজেই সেখানেই বেকার সমস্যা সমাধান করা সম্ভব, যেখানে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোতে দেশ পরিচালিত হয়। ত্রিপুরার দিকে লক্ষ্য করলে ত্রিপুরার বিগত ত্রিশ বছরের ইতিহাস যদি পর্য্যালোচনা করি, তাহলে আমরা দেখি, এই ত্রিশ বছরের মধ্যে বেকার যুবকরা আশা করতে পারত না যে, তাদের চাকুরী হবে, একটা বাসস্থান হবে, একটা সুখের জীবন সে কল্পনা করতে পারত না। ত্রিশ বছর ধরে এটা চলছিল। বিগত ত্রিশ বছরের মধ্যে যাদের ভাগ্যে চাকুরী জুটেছে, তারা হল কিছু মন্ত্রীর আত্মীয় স্বজন এবং তাদের দলের কর্মী। সেখানে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক ছিল বঞ্চিত। বেকার বলতে কেবল মাত্র অ্যামপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রিকৃত বেকার বুঝায় না। বেকার বলতে ত্রিপুরাতে নানা ধরণের বেকার আছে। যেমন প্রচ্ছন্ন বেকার বলতে বুঝি যে, একটা জমিতে একজন লোক কাজ করে, অথচ তার পরিবারে পাচ জন লোক আছে। তাদের কাজ করার জন্য আরও জমির দরকার। কিন্তু জমি না থাকায় তারা বেকার। এদেরকে প্রচ্ছন্ন বেকার বলে। এরকম প্রচ্ছন্ন বেকার কি জমির ক্ষেত্রে কি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, কি জুম চাষের ক্ষেত্রে, কি সমস্ত রকমের উৎপাদনের ক্ষেত্রে, হাজার হাজার মানুষ প্রচ্ছন্ন বেকারের লিষ্টে আছে। এইভাবে প্রতিদিন বহু ম্যানপাওয়ারের অপচয় হচ্ছে। আবার সাথে সাথে এক দল বেকার আছে, যাদের জমি নেই, কোন রকমভাবে তাদের শক্তি খরচ করবার মত জায়গা পাচ্ছে না, এরকম বেকার অনেক। আজকে একটা দেশের বেকার সমস্যার সমাধান তখনই হতে পারে, যদি সে দেশের ন্যাশনেল রিসোর্স অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করে। ত্রিপুরায় বামফ্রণ্ট সরকার মাত্র এক বৎসর হল ক্ষমতায় এসেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধান করা মোটেই সম্ভব নয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই অল্প সময়ের মধ্যে, গত কালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রিপোর্ট দিয়েছেন যে, ১২,৪০০ নুতন পোষ্ট চাকুরীর জন্য খোলা হয়েছে, অর্থাৎ নুতন কাজ সৃষ্টি করা হয়েছে। ১২,৪০০ বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হবে এবং তাতে ১২,৪০০ পরিবার পেট ভরে খাওয়ার মত একটা সংস্থান হবে, এটুকু আমরা বলতে পারি। আগে আমরা দেখতাম

ত্রিপুরাতে জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর এমং অক্টোবর মাসে ত্রিপুরার সমস্ত পত্রিকাতে একটা সংবাদ বেড় হত যে, অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা এত। পাহাড়ে মৃত্যুর সংখ্যা এত। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেখা যাচ্ছে, কোন পত্রিকা যতই শত্রুতামী করুক না কেন, বামফ্রন্ট সরকারের সংগে, এখন পর্যন্ত সাহস করে বলতে পারছে না যে, আজ পর্যন্ত এত লোক অনাহারে মারা গেছে। তার কারণ হল জাতীয় সম্পদকে ডিসেণ্ট্রালাইজ করা হয়েছে এবং ফুড ফর ওয়ার্কস, এই প্রকল্পটা ত্রিপুরায় চালু হয়েছে। আগে গ্রামে গ্রামে যেখানে ভূমিহীন বেকার জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে কাজ খুঁজতো, আমরা দেখেছি লক্ষ লক্ষ উপজাতী, ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে রাস্তায় নামত এবং অনাহারে মৃত্যু বরণ করত, সেখানে বামফ্রন্ট সরকার মানুষের ম্যানপাওয়ারকে কাজে লাগিয়েছেন ফুড ফর ওয়ার্কসের মাধ্যমে। ঠিক এই সময়ে আমারা দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার যার কাছ থেকে আমরা অনেক ভরসা করেছিলাম এবং এখনও আমরা ভরসা রাখছি, তারা আজকে এই ত্রিপুরাতে বেকার যুবকের সাথে অনেকটা বৈমাতৃসুলভ ব্যবহার করছেন। আমরা গত পরশুদিন শুনেছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, এখানে ফুড ফর ওয়ার্কস প্রকল্পের জন্য যে পরিমাণ চাল, গম, আসার কথা ছিল, ঠিক সেই পরিমাণে আসছে না। কারণ ওয়াগন পাওয়া যাচ্ছে না। নানা রকম টেকনিকেল ডিফিকালটিস দেখা দিয়েছে। এ দিকে এফ, সি, আই যে চাউল সরবরাহ করছে, তা হিউম্যান কনজামপশনের অনুপযুক্ত। কাজেই যেখানে গণমুখী প্রশাসনের মাধ্যমে মানুষকে কর্মসংস্থান করে দেওয়ার জন্য একটা চেষ্টা চলছে, সেখানে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত চলছে। এই ব্যাপারে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, এই চক্রান্তের মধ্যে যারা আছে, তারা ইন্দিরা গান্ধীর তল্পীবাহক হতে পারে, আবার হয় তো উপজাতি যুব সমিতির দায়িত্ব শীল মেম্বাররা জনগণের দৃষ্টি এই দিকে ঘুরাতে চাইছেন যে ইন্দিরা গান্ধীর লোকেরাই করছে। আরেকটা কথা গত ইলেকশনে কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রী জর্জ ফার্ণানডেজ এখানে এসে বলেছিলেন যে, এখানে একটা এইচ, এস, টি ঘড়ির কারখানা খোলা হবে এবং তাতে অনেক বেকারের চাকুরী হবে। কিন্তু জনতা সরকার সেটা করলেন না। ত্রিপুরার জন সাধারণের সংগে প্রতারণা করলেন। ঠিক তেমনি ভাবে আজকে উপজাতী যুব সমিতি বিরোধী পক্ষে যারা আছেন তাঁরা জনগণকে প্রতারিত করেছেন। আজকে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা, নেতারা ত্রিপুরার পাহাড় অঞ্চলে গিয়ে প্রচার করছেন, ক্লাস টু পাশ করলে এস, ডি, ও, ক্লাস থ্রি পাশ করলে কালেক্টর, ক্লাস ফাইভ পাশ করলে মন্ত্রী বানিয়ে দেওয়া হবে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :—মন্ত্রী হতে হলে ফাইভ পাশ করতে হয় না, মন্ত্রীর কোয়ালিফিকেশান লাগে না)

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে উপজাতির লোকেরা এই ভাবে মিথ্যা প্রচার করছেন। কিন্তু তাঁরা জানেন, তাঁদের এই সব-কিছুই ফাঁকা আর্তনাদ। মাননীয় স্পীকার স্যার, এভাবে উপজাতি সমাজকে বিভ্রান্তি মধ্যে ঠেলে দেওয়া চলে না। তবে এই মিথ্যা প্রচারের জন্য জনগণের সামনে উপজাতির যুব সমিতির মিথ্যা মুখোশ খুলে পড়বে এবং জনগণ থেকে উপজাতি যুব সমিতি বিচ্ছিন্ন হবে, যেমনি করে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল কংগ্রেস। এটা অবশ্যম্ভাবী। আজকে বামফ্রন্ট সরকার যখন সুষ্ঠু নিয়োগ নীতি চালু করেছেন, সিনিয়রিটি এবং প্রপার্টির ভিত্তিতে

এবং আজকে যখন কিছু কিছু লোক চাকুরী পেতে শুরু করেছেন, তখন তাদের মধ্যে, দুর্নীতিতে সব গেল গেল বলে আর্তনাদ উঠছে। আমরা ৩০ বছরের রাজত্বে দেখেছি, ঐ সব বেকার যুবকগণ উদ্দেশ্যহীন ভাবে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরত। আজকে সেই সব বেকার যুবকদের সামনে আশার আলো নিয়ে এসেছেন ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার। আজকে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যই নয়, সারা ভারতবর্ষের ৬৮ কোটি মানুষ ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের দিকে তাকিয়ে আছে, কি করে বামফ্রন্ট সরকার এই বেকারত্বের সুরাহা করেন। তারাও চাচ্ছে তাদের দেশে এইরকম শক্তিশালী একটি বামফ্রন্ট সরকার গঠন করতে। বামফ্রন্টকে এই গুরু দায়িত্ব পালন করার জন্য একটি সুন্দর পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে চলতে হবে এবং এর ফলে জনগণের মধ্যে যে আশার সঞ্চার হয়েছে, এটা দেখে, উপজাতি যুব সমিতি ও সাম্প্রদায়িক দল নূতন করে হাঙ্গামা শুরু করেছেন, বামফ্রন্ট সরকারকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য। কিন্তু ত্রিপুরা ১৮ লক্ষ মানুষ তা হতে দেবে না। আজকে আমি এই কথা বলতে চাই, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কৈলাসহরের তাছাইনান চা বাগানটি শ্রমিক নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। এতে ৫০০ শ্রমিকের কাজ হয়েছে। এই রকম ভাবে চেষ্টা করছেন, হাজার হাজার বেকার শ্রমিক যাতে কাজ পেতে পারে। কিন্তু আজকে সেই সমস্ত কাজ করতে গেলে আমাদের শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। আমরা দেখতে পাই, বামফ্রন্ট সরকার চট কল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে প্রায় ২,০০০ বেকারের চাকুরী হবে। এ ছাড়াও এই বিধান সভা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল, বেকার ভাতা প্রদান করার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার তা নাকচ করে দেন। বামফ্রন্ট সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় খরচ করতে পারছে না বলেই, কেন্দ্রের কাছে দাবী যায়, এবং শুধু তাই নয়, ৭ম ফিনান্স কমিশনের নিকটও দাবী জানানো হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যেন তেন প্রকারেন বামফ্রন্ট সরকারের এই দাবীগুলি না মঞ্জুর করে দিচ্ছেন। বাগান বাগিচা বিকাশের জন্য, শিল্পের বিকাশের জন্য আরো অর্থ রাজ্য সরকারের চাই। যখনই রাজ্য সরকারের কাছ থেকে টাকার দাবী করা হয়, তখন কেন্দ্রীয় সরকার মূক্-বধিরের মত কিছু জানেন না, এই ভাব নিয়ে বসে থাকেন। আজকে বামফ্রন্ট সরকার বেকার সমস্যা সমাধান করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। আমি দেখেছি আমবাসা থকে কৈলাসহরে শিক্ষিত বেকারদের কণ্ট্রাকটরি দেওয়া হচ্ছে, তাদের রুটি রোজগারের ব্যবস্থা করার জন্য। এখন কর্মের জোয়ার তুঙ্গে উঠেছে দিকে দিকে। সেটা হবেই, কারণ লক্ষ লক্ষ বেকার। আজকে উপজাতি যুব সমিতির লোকই হউক, কংগ্রেসের লোকই হউক, জনতার লোকই হউক, সবাই কাজ পাচ্ছে। চাকুরী পাচ্ছে। আজকে মা বোনদেরও চাকুরী চাই। ঘরে ঘরে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার সংখ্যা বাড়ছে। কারণ মেয়েদের বিয়ের লাইসেন্সই হচ্ছে চাকুরী।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, টাইম কি বাড়াবেন ? এখন পাঁচটা প্রায় বাজে। একজন মেম্বারকে ১০।১৫ মিনিট করে দিচ্ছেন, অথচ বিরোধী দল বলার কোন সুযোগই পাচ্ছে না। আমাদেরও বলার ছিল। এই জন্য আমি জানতে চাই, হাউস কি আর বাড়বে ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—না, আর বাড়ান হবে না।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—এটা কি করে হবে। আমাদের বলার সুযোগ দিন।

শ্রীবিমল সিন্হা :—আজকে যদি এই অবস্থা চলতে থাকে, তাহলে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং জনগণ তাদের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ এটার উপরে আলোচনা এখানেই শেষ হল মাননীয় মিনিষ্টারকে এখন জবাবী ভাষণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—আমরা এটার প্রতিবাদ করি এবং প্রতিবাদে হাউস ত্যাগ করছি।

(বিরোধী দলের সভা কক্ষ ত্যাগ)

শ্রীসমর চৌধুরী :— টাইম বাড়িয়ে দিয়ে বিরোধী পক্ষকেও বলার সুযোগ দেওয়া হউক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনারা যদি আর কেহ আলোচনা করতে চান, তাহলে সময় বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে যদি হাউস অনুমতি দেয়।

শ্রীবীরেন দত্ত। আজ থাক। আগামী কাল এটা হবে, কেননা বিরোধী দল এখন এখন হাউসে উপস্থিত নেই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী জবাবী ভাষণ আগামী কাল দেবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভা আগামী ২২শে মার্চ্চ, ১৯৮৯ ইং বৃহস্পতিবার বেল ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—A

ADMITTED STARERD QUESTION NO. 17

By :—Shri Drao Kr. Reang,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

১) ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কোন বনাঞ্চল ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট ১৯২৭ এর ২০ নং ধারায় মোতাবেক "রিজার্ভড্ ফরেষ্ট" হিসাবে ঘোষিত হয়েছে এবং

২) আর কয়টি রিজার্ভের জন্য প্রস্তাবিত বনাঞ্চল উক্ত আইন মোতাবেক এখনও "রিজার্ভও ফরেষ্ট" হিসাবে ঘোষিত হয়নি।

উত্তর

১) এখন পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ৩৭টি বনাঞ্চলকে "ভারতীয় বন আইন, ১৯২৭" এর ২০ নং ধারা অনুসারে "সংরক্ষিত বন" হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে।

১) তুলা কোণা
২) তুলাতলি বাড়ী
৩) বেতাগালুধুয়া
৪) পাথালিয়া ফুয়েল
৫) চম্পামুরা
৬) চড়িলাম

৭) মুহুরীপুর
৮) কাচি গংগ
৯) চন্দ্রপুর
১০) চোরাইবাড়ী
১১) দে-ও
১২) মন্টছৈলেংটা
১৩) পাথালিয়া
১৪) জগন্নাথদিঘী
১৫) রাধাকিশোর পুর
১৬) হরিশনগর
১৭) তেলিয়ামুড়া
১৮) চন্দ্রাই পাড়া
১৯) লংহরাই
২০) উজান মাছমারা
২১) জুরী
২২) দেমছড়া
২৩) সমরুহালাই
২৪) খোযাইকেছমেণ্ট
২৫) সালেমা
২৬) সেণ্ট্রালকেছমেণ্ট
২৭) উলথাছেড়া
২৮) টেক্কাতুলসী
২৯) রাম চন্দ্র ঘাট
৩০) আঠারমুড়া কালাঝারি
৩১) ঊনকোটি
৩২) চাক্‌মাঘাট
৩৩) বরমুড়া দেওতামুড়া
৩৪) ঊনকোটি এক্সটানসন
৩৫) কুলাই এক্সটানসন
৩৬) কুলাই
৩৭) হাত্তীপাড়া

২) উক্ত আইন মোতাবেক আরও ৮টি ''প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বন'' ''সংরক্ষিত বন'' হিসাবে ঘোষিত হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

STARRED QUESTION NO. 28

By :—Shri Drao Kumar Reang.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenuc Department be pleased to state—

১) কলসী বাজার সংস্কারের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?
২) থাকিলে কবে নাগাদ সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হইবে ?

ANSWERS

১) না, বর্ত্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।
২) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 32

By—Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

১। অমরপুর বিভাগের পক্কু গাঁও সভার বনরিজার্ভ সম্প্রসারণ করার বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণ কোন অভিযোগ পেশ করেছেন কিনা ?

২। করে থাকলে এই সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। বনরিজার্ভ সম্প্রসারণ করার বিরুদ্ধে পক্কু গাঁও সভার জনসাধারণের নিকট হইতে কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নাই।

২। ১ নং উত্তরের পরিপেক্ষিতে, কোন প্রশ্ন উঠেনা।

STARRED QUESTION NO. 58

By—Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। খোয়াই বিভাগে কতগুলি রেষ্টোরেশন মামলা আছে।

২। এর মধ্যে কতগুলি মীমাংসা হয়েছে এবং কতগুলি বাকী আছে ,

৩। বাকী থাকলে কবে পর্য্যন্ত তাহা কর্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ;

৪। যতগুলি মামলার মীমাংসা হয়েছে তার মধ্যে কত পরিবা ক্ষতি পূরণের টাকা পেয়েছেন এবং কত পরিবার এখনও ক্ষতিপূরণ পায় নাই, এবং বাকী থাকিলে কবে পর্য্যন্ত টাকা পাবে।

উত্তর

১। সর্ব্বমোট ৫৮০৭টি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে।

২। এর মধ্যে ৪১৬০টি ক্ষেত্রে দরখাস্ত মিমাংসা হইয়াছে, এবং ১৬৪৭টি দরখাস্ত অমিমাংসিত অবস্থায় আছে।

৩। রেষ্টোরেশন মামলার কার্য্য ত্বরান্বিত করা হইয়াছে, শীঘ্রই কাজ শেষ হইবে আশা করা যায় ;

৪। এ পর্য্যন্ত ৩৫টি পরিবারকে পুনর্ব্বাসন সাহায্য দেওয়া হইয়াছে এবং ১৭৭টি পরিবারের পুনর্ব্বাসন সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে। সকল ক্ষেত্রে পুনর্ব্বাসনের কাজ ত্বরান্বিত করা হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 62

By—Shri Tapan Kr. Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the L. S. G. Department be pleased to State—

১। ইহা কি সত্য যে কৈলাশহর, ধর্ম্মনগর, উদয়পুর এবং বিলোনীয়াতে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট চালু করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ?

২। সত্য হইলে কি কারণে এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরি করা হচ্ছে না ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের ৫ইং মার্চ, ১৯৭৯ইং তারিখের এবং ১(৬)—এফ, এস, জি/৬৭ রোল নং ৩ (F I (6)—L S G/67—Vol—(II) আদেশ বলে তাহা কার্য্যকরী করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 76

By—Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) ত্রিপুরাতে মোট কত পরিবারের জমি সীলিং করা হয়েছে ?

২) এবং তাহাতে মোট কত পরিমাণ উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া গিয়াছে ?

৩) এ উদ্বৃত্ত জমি কতজন ভূমিহীনকে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) Ceifing was অনুযায়ী মোট ৭৫৫টি পরিবারের (৫০৭৪·২৬ একর উদ্বৃত্ত) জমি উদ্বৃত্ত পাওয়া গিয়াছে।

২) মোট ২৬২২·৩৮ একর উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া গিয়াছে।

৩) এ পর্য্যন্ত মোট ৩৯১ জন ভূমিহীনকে ৪২০.৩৩ একর উদ্বৃত্ত জমি এলট করা হইযাছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 77.

By—Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state —

১) ইহা কি সত্য ধর্মনগরের ব্রজেন্দ্রনগড় গ্রামে বাংলা দেশের দুই হাতী ধরা পড়েছে ?

২) সত্য হইলে হাতীগুলি কোথায় কিভাবে আছে ? এবং

৩) সরকার ঐগুলি পরবর্ত্তী সময়ে কি করবেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) পরবর্ত্তী সময়ে ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এবং বাংলাদেশ রাইফেলস্ এর মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনার পর হাতী দুইটি বাংলাদেশ রাইফেলসের কর্তৃপক্ষের হাতে প্রত্যার্পণ করা হয়।

৩) ২নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 91

Shri Swarijam Kamini Thakur Singh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state—

১) ত্রিপুরা সরকারের অধীনে রবার চাষে মোট কতজন শ্রমিক কর্মচারী নিযুক্ত আছেন এবং তাদের বেতন ভাতা বাবদ প্রতিমাসে কত টাকা খরচ হচ্ছে,

২) ত্রিপুরার মোট কত একর ভূমিতে রাবার চাষ হচ্ছে (সরকারী ও বেসরকারী আলাদা ভাবে)

৩) বেসরকারী ভাবে কতজন ত্রিপুরায় রবার চাষ করছেন এবং সরকার থেকে এদেরকে আর্থিক সাহায্য দেয়া হচ্ছে কি ?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় রাবার চাষে মোট ৬৭ জন কর্মচারী এবং দৈনিক গড়ে ৬৭২ জন অনিয়মিত শ্রমিক নিযুক্ত আছেন এবং তাহাদের বেতন, ভাতা ও মজুরী বাবদ প্রতিমাসে প্রায় ১ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা খরচ হয়।

২) ত্রিপুরায় বর্তমানে ফরেষ্ট কর্পোরেশনের অধীনে প্রায় ১২৮৭·১৮ হেক্টর এবং বর্ণবিভাগের অধীনে ৭৬ হেক্টর মোট ১৩৬৩·১৮ হেক্টর রাবার বাগান আছে।

বেসরকারী উদ্যোগে কত পরিমান রাবার বাগান হইয়াছে, তার সঠিক তথ্য জানা নাই। তবে ১৯৭৮ ইং সনের জুন মাসে রাবার বোর্ডে রেজেষ্ট্রীকৃত তথ্য অনুসারে বেসরকারী উদ্যোগে ৩৬·৭৫ হেক্টর রাবার বাগান আছে বলিয়া জানা হয়।

৩) ১৯৭৮ ইং সনের জুন মাসে রাবার বোর্ডে রেজেষ্ট্রিকৃত তথ্য অনুসারে ত্রিপুরায় মোট ১১ জন লোকও সংস্থা রাবার চাষ করেন।

এখন পর্য্যন্ত বেসরকারী রাবার চাষকারীদের কোন সাহায্য দেওয়া হয় নাই। তবে এই উদ্দেশ্যে একটি "সাবসিডি কাম ক্রেডিট লিঙ্ক" স্কীমের পরিকল্পনা ভারত সরকার অনুমোদন করিয়াছেন এবং ইহার বিস্তারীত স্কীম ভারতীয় রাবার বোর্ড তৈরী করিতেছে। রাবার বোর্ডের নিকট হইতে এ বিষয়ে স্কীম চালু করার সিদ্ধান্ত পাইলেই তাহা ত্রিপুরায় চালু করে সম্ভব হইবে।

Admitted Starred Question No. 159
By—Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to State.

১। সরকারী সিদ্ধান্তমত কয়টি পঞ্চায়েত এ পর্যন্ত রাবার চাষের জন্য জমি স্থির করে সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য জানিয়েছেন ?

২। কয়টি ক্ষেত্রে পঞ্চায়েৎ রাবার চাষ শুরু করার জন্য উপযুক্ত সরকারী সাহায্য পেয়েছেন ?

৩। রাবার চাষের গ্রাফ্টিং ষ্টিক যোগান দেয় কোন্ কোন্ সংস্থা ?

৪। ইহা কি সত্য যে রাবার বোর্ডের বর্ত্তমান কর্মকর্ত্তা একজন বিশেষ ব্যক্তিকে গ্রাফ্টিং ষ্টিক যোগানের ব্যাপারে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকেন ?

উত্তর

১। নথীমূলে এইরূপ কোন প্রস্তাব প্রাপ্ত হয় নাই।

২। এখন পর্য্যন্ত কোন পঞ্চায়েতকে এইরূপ সাহায্য দেওয়া সম্ভব হয় নাই। তবে এই

বিষয়ে ও বেসরকারী উদ্যোগে রাবার চাষকারীদের সাহায্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি "সাবসিডি কাম ক্রেডিট লিঙ্ক" স্কীমের পরিকল্পনা ভারত সরকার অনুমোদন করিয়াছেন এবং ইহার বিস্তারিত স্কীম রাবার বোর্ড তৈরী করিতেছে। রাবার বোর্ডের নিকট হইতে এ বিষয়ে স্কীম চালু করার সিদ্ধান্ত পাইলেই তাহা ত্রিপুরায় চালু করা সম্ভব হইবে।

৩। ত্রিপুরা সরকারের সংস্থা "ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলাপমেণ্ট এণ্ড প্ল্যানটেশান কর্পোরেশান লিমিটেড্ নিয়মিতভাবে "বাড্ গ্রাফ্টেড্ ষ্টাম্প" সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া "জয়টেক্স রাবার' নামে একটি বেসরকারী সংস্থা নাম্মাসী করিয়া "বাড্ গ্রাফ্টেড্ ষ্টাম্প" বিক্রয় করিয়া থাকে।

৪। এই রুপ কোন তথ্য জানা নাই।

Starred Question No. 162
By—Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state.

১। রাজ্যে বন্যায় ঘরবাড়ী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে (১৯৭৮ ইং সন থেকে) এ রকম পরিবারের সংখ্যা কত ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। তার মধ্যে গত ৬. ৭. ৭৮ ইং তারিখের মন্ত্রিসভার বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কত পরিবারের ঘরবাড়ী কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে তৈরী বা মেরামতের ব্যবস্থা করা হয়েছে ও প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১।	ক) সদর	১১২
	খ) সোনামুড়া	১০
	গ) খোয়াই	৮২৫
	ঘ) কৈলাশহর	৬১
	ঙ) ধর্মনগর	নাই
	চ) কমলপুর	৩৮
	ছ) উদয়পুর	৪৩
	জ) অমরপুর	নাই
	ঝ) বিলোনীয়া	৯১
	ঞ) সাব্রুম	১২১
	মোট—	১৩০১

২। "কাজের বিনিময়ে খাদ্য" প্রকল্পে কোন ঘরবাড়ী মেরামত করা হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 186
By—Shri Rudreswar Das, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department be pleaeed to state.

প্রশ্ন

১। আগামী আর্থিক বছরের প্রথমদিকে চাকুরীতে আরও লোক নেবার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না ;

২। যদি থাকে তবে সে সংখ্যা কত হবে (আনুমানিক) ?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। সংগ্রহাধীন।

ASSEMBLY STARRED QUESTION NO. 197

Shri—Gopal Chandra Das M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিজনেস মেনেজমেণ্টে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা প্রাপ্ত কতজন বেকার ত্রিপুরার কর্ম বিনি-য়োগ কেন্দ্রগুলিতে রেজিষ্ট্রিভূক্ত আছেন ;

২। ঐ সব বেকারদের টি, আর, টি, সি, ত্রিপুরা জুটমিল ইত্যাদি সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করার কোন প্রচেষ্টা সরকার নিচ্ছেন কিনা ;

৩। নিয়ে থাকলে তার বিবরণ, এবং না নিয়ে থাকলে তার কারণ।

উত্তর

১। বিজনেস মেনেজমেণ্ট ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ১ (এক) জন। ডিগ্রি প্রাপ্ত নাই।

২। বিবেচনাধীন।

৩। নেওয়া হয় নাই। বিবেচনাধীন।

ASSEMBLY UNSTARRED QUESTION NO. 5

By—Shri Ajoy Biswas, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী '৭৯ অবধি কতজন যুবক ত্রিপুরার বিভিন্ন এমপ্লয়-মেণ্ট একচেঞ্জ এ নাম তালিকা-ভুক্ত করিয়াছে, তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব,

২। এই সমস্ত বেকার যুবকদের মধ্যে কত জন মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক ও স্নাতক ডিগ্রীধারী ;

৩। তালিকা-ভুক্ত বেকারদের মধ্যে কতজন আই, টি, আই, ও অন্যান্য কারিগরি শিক্ষণ প্রাপ্ত ; এবং

৪। তালিকা-ভুক্ত বেকারদের মধ্যে কত জন তপশীল জাতি ও উপজাতি ভুক্ত তার আলাদা হিসাব ?

উত্তর

১। ১৯৭৯ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রে তালিকাভুক্ত বেকারের সংখ্যা মোট—৬৬,৮৭০ তন্মধ্যে

১) আগরতলায়—৩৩,৫২১ জন,

২) খোয়াই'র— ৭,৫৬৮ জন,

৩) সোনামুড়ার — ৩,৬৮৩ জন,

৪) ধর্মনগরে— ৪,০৩৬ জন,

৫) কৈলাসহরের— ৪,৫৫৮ জন,

৬) কমলপুরের— ১,৮৬২ জন,

৭) উদয়পুরের— ৫,০৭৪ জন,

৮) বিলোনীয়ার—৪,৩৬৬ জন,

৯) সাব্রুমের— ১,২৬২ জন,

১০) অমরপুরের— ৯৪০ জন,

মোট—৬৬,৮৭০ জন।

২। মাধ্যমিক ও সমতুল—৯,১৬৭ জন
উচ্চ-মাধ্যমিক ও সমতুল—১৯,৬০১ জন
স্নাতক— ৩,৬৬৭ জন।

৩। আই, টি, আই ও অন্যান্য কারিগরী শিক্ষণপ্রাপ্ত বেকারের সংখ্যা—২,৭৫৮ জন।

৪। তালিকাভুক্ত বেকারদের মধ্যে তপশীলিজাতি ৩,৮৮৫ জন এবং উপজাতি ৬২৭০ জন।

UNSTARRED QUESTION. NO. 21.

By—Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) রাজ্যের কত পরিমান জায়গায় রিভিশন সার্ভের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে,

২) ঐ কাজে কত পরিমান উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া গিয়াছে।

৩) কতটি মামলা উপস্থাপিত (ডিসপুট এরাইজ) হয়েছে, এবং

৪) কতটি মিমাংসা হয়েছে ?

উত্তর

১) এখনও সম্পূর্ণ ভাবে কোথাও রিভিসন সার্ভে কাজ শেষ হয়নি তবে ১০৭'৩৬ স্কোরেয়ার কিলোমিটার পরিমান জায়গা ডিটেল সার্ভে হয়েছে এবং ৭৭৬'৭ স্কোয়েরার কিলোমিটার পরিমান জায়গা বুঝারতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২) বর্ত্তমান পর্য্যায়ে সঠিক উদ্বৃত্ত জমির পরিমান নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়।

৩) বর্ত্তমান প্রাথমিক পর্য্যায়ে সঠিক মামলার সংখ্যা বলা সম্ভব নয়।

৪) প্রশ্ন উঠেনা।

UNSTARRED QUESTION NO. 22.

By—Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) ইহা কি সত্য যে আগরতলা তহশীলাধীন টাউন বনমালীপুর মৌজার ১৪ নং শীটের অন্তর্গত ১১৯৫০--৫৫, ২৫৯২৯, ৩৬২৫৫ দাগের (৮টি প্লট) সর্বমোট ১'১৫২ একর জমি ১৩৪৬ ত্রিপুরাব্দের আগরতলা সহর বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় ; ২ (গ) বিধান মতে স্বর্গীয় ঠাকুর রাজারাম দেববর্মা নিষ্কর সত্বাধীকারী হিসাব সত্ববান ও দখলকার হওয়া সত্বেও তাঁর উত্তরাধীকারী শ্রীবিনয় ভূষণ দেববর্মার নামে ১৯৫২ সালের জরীপকালে তৌজিভুক্ত করা হয় নাই :

২) সত্য হইলে ইহার কারণ কি ?

৩) ইহা কি সত্য যে উপরোক্ত বিষয়টি রাজস্ব বিভাগের এফ ৩৪ (৫৭) আর, ই, ডি/৬৭ ফাইল জরুরী অবস্থার সময় বিনষ্ট করা হইযাছে কিম্বা সরানো হইযাছে ?

উত্তর

১) আগরতলা টাউনের ১৪ নং সিটের অন্তর্গত সি, এস, প্লট নং ১১৯৫১ হইতে ১৯৫৫, ৩৬২৫৫ এবং ২৫৯২৯ মোট ১'১১৭ একর জমি সরকারী খাস হিসাবে রেকর্ড করা হইয়াছে এবং রাজারাম দেববর্মার পুত্র শ্রীবিনয় ভূষণ দেববর্মাকে বে-আইনী দখল কার হিসাবে দেখান হইয়াছে এবং খতিয়ান নং ১০৯১৬, ১০৯১৫ এবং ৪৫৫৪, সি, এম, প্লট নং ১১৯৫০ এর অন্তর্গত ·০৩৫ একর ভূমি ও সরকারের খাস জমি দেখাইয়া বনমালীপুরের আগরতলা ক্লাবের বে-আইনী দখল দেখান হইয়াছে ;

২) ঐ সকল সি, এস প্লটগুলি খাস হিসাবে রেকর্ড করার পর সংশ্লিষ্ট সকলেরই আপত্তির আবেদন করার সুযোগ ছিল তৎসত্বেও শ্রীবিনয় ভূষণ দেববর্মা কোন প্রকার আপত্তির আবেদন করেন নাই ;

৩) জরীপ ও বন্দোবস্ত বিভাগ কর্তৃক কেইচ প্রসিডিংস এ জমির স্বত্ত নির্দ্ধারিত হয়, যাহা রাজস্ব বিভাগের করণীয় নহে। যাহা হউক উল্লিখিত এবং ৩৪ (৫৭) আর, ই, ডি/৬৭ নং ফাইলটি অনুসন্ধানে পাওয়া যাইতেছেনা।

PART—I

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assemblv met inthe Assem bly House (Ujjayanta Palace) Agartala on Thursday, the 22nd March, 1979 at 11 A· M·

PRESENT

Mr. Speaker (Hon'ble Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, Chief Minister, 10 Ministers, Deputy Speaker and 42 Members·

QUESTIONS & ANSWERS.

মিঃ স্পীকার ঃ---আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্ক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পাশে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়-ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২।

প্রশ্ন

১। ক) ত্রিপুরায় ১৯৭৭-৭৮ইং সনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে কতটি ছোট ও মাঝারী শিল্প গড়া হয়েছিল এবং কি কি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, (আলাদা ভাবে হিসাব)

খ) বর্ত্তমান আথিক বৎসরে আরও কি কি ধরনের ছোট ও মাঝারী শিল্প গড়া হইবে ?

উত্তর

১। ক) ত্রিপুরায় ১৯৭৭-৭৮ সালে কোন মাঝারী ধরণের শিল্প গড়ে উঠে নাই। ১৪০টি ক্ষুদ্র শিল্পের প্রভিশনেল রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে ১টি ফার্মা· সিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ ত্রিপুরা স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্ত্ক প্রতিষ্ঠিত এবং বাকী সবগুলোই প্রাইভেট সেকটারে। শিল্পগুলির নামের তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

খ) নিম্নবর্ণিত শিল্পগুলি বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপনের জন্য এই আর্থিক বৎসরে রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া হইয়াছে—

১) পাইন অ্যাপেল কনসেনট্রেট। ২) স্পান পাইপ। ৩) কেরোসিন স্টোভ। ৪) হাইডেনসিটি পলিথিন পাইপ। ৫) হুইট গ্রাইণ্ডিং। ৬) রাবার প্রডাকটস্।

৭) সাইট্রেনিলা ওয়েল। ৮) ফার্মাসিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্রি। ৯) প্রিন্টিং টাইপ ম্যানুফ্যাকচারিং। ১০। জব প্রিন্টিং। ১১) প্রি-ফ্রেব্রিকেটেড্ সেনেটারী লেট্রিন। ১২) প্লাই-উড তৈরী করার কারখানা।

প্রভিশনেল রেজিষ্ট্রিকৃত শিল্পের তালিকা

১) রোলার ফ্লাওয়ার মিল। ২) উডেন ফার্নিচার। ৩) টেইলারিং ৪) উডেন পেন্সিল। ৫) উডেন আম্ব্রেলা হ্যাণ্ডেল। ৬) ব্রিকস্। ৭) বিড়ি। ৮) রিপেয়ারিং এণ্ড সার্ভিসিং। ৯) প্রিন্টিং। ১০) বেকারী। ১১। পেপার শ্লেট। ১২) একসার সাইজ বুক। ১৩) হ্যাণ্ডিক্র্যাফটস্। ১৪) সোপ। ১৫) আইস। ১৬) সইং অফ টিম্বার ১৭) জি. আই. বাকেট। ১৮) অয়েল মিল। ১৯) স্টীল ওয়ারস্। ২০) রিট্রেডিং এ্যাণ্ড ভলকানাইজিং। ২১) আয়ুর্বেদিক মেডিসিন। ২২) কোল্ড স্টোরেজ। ২৩) ডাইং এ্যাণ্ড প্রিন্টিং। ২৪) হুইট ক্র্যাসিং। ২৫) লেদার গুডস। ২৬) স্লেট। ২৭) ব্রাস ইউটেনসিল। ২৮) প্লাইউড্ এণ্ড এলাইড প্রোডাকটস্। ২৯) কটন জিনিং। ৩০) ডিটার জেন্ট পাউডার। ৩১) আম্ব্রেলা ম্যানুফ্যাকচারিং। ৩২) অপটিক্যাল গ্লাসেস। ৩৩) কারবন ফিলটার। ৩৪) ক্যাণ্ডেলস্। ৩৫) ফাউন্টেন পেন ইংক। ৩৬) মার্কেটিং ব্যাগ। ৩৭) ব্ল্যাকস্মিথি আর্টিক্যালস্। ৩৮) আর সি. সি. গ্রিলস এণ্ড পিলার্স। ৩৯) চকলেট। ৪০) আগরবাতি। ৪১) উলেন গার্মেন্টস্। ৪২) লাইফস্টক্ ফিডস্। ৪৩) হাইডেন্সিটি পলিথিন পাইপ। ৪৪) প্রসেসড্ ফুডস্। ৪৫) ডালমুট। ৪৬) টিম্বার স্মিতি। ৪৭) ফার্মাসিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্রি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই যে ১৪০টি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলি কোন কোন শিল্পে হয়েছিল।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এইটুকু বলতে পারি যে প্রাইভেট ইউনিটগুলির দায়িত্ব সরকারের হাতে নেই, কাজেই এই সম্বন্ধে আমাদের হাতে কোন তথ্য নেই।

শ্রীখগেন দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় শিল্পের ব্যাপারে যে সমস্ত কথা বলেছেন, সেটা সত্যই আনন্দজনক। কিন্তু কংগ্রেস আমলে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৭-৭৮ইং পর্য্যন্ত যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুদান দেওয়া হয়েছিল, তারমধ্যে কতগুলি শিল্প একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে, কতগুলি অর্ধমৃত অবস্থায় আছে। ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে কত টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---এটার বিস্তৃত তথ্য আমার কাছে নেই। আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে জানা যাবে।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত বছর অর্থাৎ মার্চ পর্য্যন্ত যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম করা হয়েছে, সেই শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোন শিল্পে কত টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার এখানে শুধু শিল্পগুলি গড়ার জন্য তাদের রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে। তারপর সেই শিল্পগুলি গড়ার জন্য ইণ্ডাষ্ট্রির কাছ থেকে বা ব্যাংক-এর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তারা কাজ করবে। তাছাড়া এইসব শিল্পের জন্য যে সমস্ত জিনিষের দরকার যেমন সিমেন্ট, ইস্পাত, কাঁচামাল ইত্যাদি যোগান দেওয়া সম্ভব নয় কিন্ত আমরা বিভিন্ন ভাবে তাদের সাহায্য করার জন্য চেষ্টা করছি যাতে এই শিল্পগুলি গড়ে উঠতে পারে।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আগরবাতি ইত্যাদি এই ধরনের কতগুলি শিল্পের কথা বলেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস বলেছেন ঐ শিল্পগুলির মধ্যে কতগুলি মারা গেছে, কতগুলি অর্ধ মৃত অবস্থায় আছে। এই ধরণের কতগুলি শিল্প গড়া হয়েছিল, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা এই প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত নয়। তবে ত্রিপুরায় প্রায় এক হাজারের মত শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে কতগুলি শিল্পের কথা বললেন, তার মধ্যে লিপষ্টিকের কথা কিছু বলেন নি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, লিপষ্টিকের ইনফ্লুয়েন্সের কথা বামফ্রন্ট সরকার চিন্তা করেন না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে কতগুলি শিল্প মৃতপ্রায় অবস্থায় আছে সেগুলি বাঁচানোর জন্য বামফ্রন্ট সরকার কি কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ? যে সমস্ত অসুবিধার কথা বলেছেন যে সিমেন্ট, ইস্পাত ইত্যাদির অসুবিধা, তার জন্য কি ত্রিপুরা সরকারের কোন কৌটা ছিল না ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---এটা এই প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন ১৯৭৭-৭৮ সালে শিল্পের জন্য কত সার্টিফিকেট কেস দায়ের করা হয়েছে ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের সংগে এটা জড়িত নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীঅজয় বিশ্বাস। (অনুপস্থিত)

(অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমতি নিয়ে শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী শ্রীঅজয় বিশ্বাসের প্রশ্নটি করেন।)

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী ঃ---কোয়েশ্চান নং ৭ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---কোয়েশ্চান নং ৭ স্যার।

প্রশ্ন

১। কাগজের কারখানা স্থাপনের ব্যাপারে আজ অবধি কত টাকা খরচ হয়েছে,

৩। কাগজের কারখানা স্থাপনের ব্যাপারে সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ?

উত্তর

১। প্রস্তাবিত কাগজ কারখানা স্থাপনের জন্য আজ অবধি মোট মং ১৬,১৯,০৭২ টাকা খরচ হয়েছে।

২। কাগজের কারখানা স্থাপনের ব্যাপারে ভারত সরকারের কাছ থেকে "লেটার অফ ইনটেন্ট" ফিজিবিলিটি, প্রজেকট্ রিপোর্ট তৈরী হয়েছে. মিল স্থাপনের স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মিলের স্থান জরীপ, মাটি পরীক্ষা করণের ব্যবস্থা "ব্যাম্বো সারভে এবং এফিসিয়েন্ট ডিসপোজেল ষ্টাডি" করা হয়েছে। এছাড়া এ্যাপ্রোচ-রোড ও ইনস্পেকশান বাংলা তৈরী, গভীর নলকূপ বসান ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, এই কাগজ কল স্থাপনের ব্যাপারে এই যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে, তার কত অংশ আগের সরকার এবং কত অংশ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে খরচ করেছেন ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ--- বামফ্রন্ট সরকার এখনও অবধি এক পয়সাও খরচ করেননি। যা খরচ হয়েছে, সেটা আগের সরকারের আমলেই খরচ হয়েছে।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, প্রস্তাবিত কাগজ কলের জন্য যে সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা হয়েছিল, সেগুলির বর্তমান অবস্থা কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্তমানে এগুলি দুরবস্থার মধ্যে আছে। অথচ কাগজকল এ রাজ্যে স্থাপন করা দরকার। এই নিয়ে আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি এবং ত্রিপুরায় শিল্প স্থাপনে কাগজ কলের উপর গুরুত্ব দিয়ে, কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর সংগে আমরা যোগাযোগ রাখছি। এ রাজ্যে কাগজকল স্থাপনের বিষয়টি বামফ্রন্ট সরকার আরও বেশী করে ভাবছে।

শ্রীনৃপেন দাস ঃ--- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কনস্যালট্যান্ট এনে ফিজিবিলিটি রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছিল, সেই ফিজিবিলিটি রিপোর্ট এখন কার্য্যকরী করা হবে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার অনুমতি নিয়ে হাউসকে আমি জানাতে চাই যে, ত্রিপুরায় কাগজ কল করার ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার অনেকগুলি পদক্ষেপ নিয়েছেন। প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় শিল্প দপ্তর, অর্থদপ্তর এবং প্ল্যানিং কমিশনের সংগে এই কাগজ কল নিয়ে আমাদের আলাপ আলোচনা হয় এবং যারা প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করেছিলেন তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ এই কাগজ কলের জন্য রিসোর্সের দরকার হবে, সে রিসার্সের জন্য ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ব্রিটিশ কনসালট্যান্ট এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের যারা ট্রেড সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন এবং বিদেশী অন্যান্য সংস্থার যারা কাগজ কল সম্পর্কে ইন্টারেষ্টেড তাদের সঙ্গে আমরা আলাপ আলোচনা করেছি। এই আলাপ আলোচনা

ফলশ্রুতিতে, প্ল্যানিং কমিশনের সংগে আমাদের সর্বশেষ প্ল্যান নিয়ে আলাপ হয়, তাতে প্ল্যানিং কমিশনের সদস্যরা বলেন, যে, এতবড় একটা পরিকল্পনা, যে তাতে ২০০ কোটি টাকা লাগবে। এটা স্টেট প্ল্যানিং'এর আমলে প্ল্যানটা ডিস্টরটেড হয়ে যাবে। কাগজ কলের জন্য এত টাকা এবং অন্যান্য আনুসাংগিক কাজ আমরা করতে পারব না। কাজেই এটা সেন্ট্রাল প্ল্যানিং-এ আসতে পারে কিনা, সেটা আমরা আলাপ আলোচনা করে দেখব। এক সময় আমরা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সংগে আলাপ করি, তখন বর্তমান অর্থমন্ত্রী ছিলেন না, ছিলেন শ্রীপ্যাটেল, তিনি বলেন যে বিদেশ থেকে যে সব সাহায্য কেন্দ্রীয় সরকার পান, সেই সাহায্যে কাগজ কল করা যায় কিনা তিনি দেখবেন। মাননীয় সদস্যরা হয়তো জানেন যে, এক সময়ে ইরানের সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছিল যে তারা ত্রিপুরা রাজ্যে কাগজ কল করে দেবেন। কিন্তু বর্তমানে ইরানে রাজনৈতিক এক বিরাট পরিবর্তনের ফলে, কেন্দ্রীয় সরকার সে চুক্তির উপর আর নির্ভর করছেন না। আমি জানি যে এই ধরনের কাগজ কলের জন্য বাইরে থেকে যদি সাহায্য নিতে হয়, অথবা যে কোন শিল্পের জন্য যদি সাহায্য নিতে হয়, তাহলে তার যে পাইপ লাইন, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে আসতে হবে। রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলেও বাইরের কোন রাষ্ট্র থেকে এ ধরনের সাহায্য নিতে পারেন না। কাজেই সেইদিক থেকে আমরা আশা করেছিলাম কেন্দ্রীয় সরকার হয়তো এই কাগজ কলের জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সর্বশেষ কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রীর সংগে যখন আমি দেখা করি, তখন তিনি বলেন--"আমি কমিটেড, ত্রিপুরায় কাগজ কল স্থাপনের ব্যাপারে আমি কথা দিয়েছি। কাজেই আমি দেখব যাতে ত্রিপুরায় কাগজ কল হয়। যে প্রজেক্টির কথা এখানে বলা হয়েছে সে প্রজেক্টি এখন সচল বলে বলা যায় না। অনেক পুরানো হয়ে গিয়েছে। এই প্রশ্নটাও প্ল্যানিং কমিশনের এসেছিল---আমরা নূতন প্রজেকট করব কিনা ? আমাদের সরকার এখনও এ ব্যাপারে কিছু ঠিক করেন নি। হয়তো এমনও হতে পারে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য নিয়ে আমরা নূতন প্রজেক্ট করতে পারি। পুরোনো প্রজেকটি যারা করেছিলেন, সেই সমস্ত কনস্যালট্যান্টদের সঙ্গেও আমরা আলাপ আলোচনা করেছি। তাদের সঙ্গে আমাদের যে চুক্তি ছিল, সেটা বাতিল করে দিয়ে, নূতনভাবে এটাকে আপগ্রেড করা যায় কিনা, আমাদের সরকার এখনও এ সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাননি। আমরা স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার সংগে যে আলাপ করি, তাতে উনারা বলেছিলেন যে—এই প্ল্যানটাকে কাঁটছাট করে যদি ১০০ কোটি টাকায় আনা যায়, তাহলে আমরা ৮০ পার্সেন্ট রিসোর্স মবিলাইজ করব; আর বাকী ২০ পার্সেন্ট রাজ্য সরকারের টাকায়। এইভাবে আমরা একটা ছোট পরিকল্পনা করে নিতে পারি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এ বিশেষ পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন যে ত্রিপুরায় এই ধরনের কোন প্রজেক্ট ভায়াবল নয়। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন যে ভারতবর্ষে কাগজের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কাগজে এখনও আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারি নি। কাজেই এই অঞ্চলে, যদিও আরও কাগজ কল হচ্ছে, তাহলেও ত্রিপুরায় যে র-ম্যাটেরিয়লস আছে, তাতে একটা কাগজ কল করা খুবই সম্ভব। একটা কাগজ কল করার পরেও র-ম্যাটেরিয়লস যথেষ্ট থাকবে। কাগজ কল আমরা বন দপ্তরের সাহায্যেই করতে পারব। এই সমস্ত কথা চিন্তা করে বামফ্রন্ট সরকার এখনও

তাদের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং আশা করছি কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সেন্ট্রাল প্ল্যানে এই কাগজ কলটা অন্তর্ভুক্ত করে, এটাকে আরও সক্রিয় করে আমাদের প্রজেক্টাকে আপ-গ্রেড করে দেবেন এবং কাজ শুরু হলে পরে আমাদেরকে সর্বরকমের সাহায্য দেবেন ।

মিঃ স্পীকার ঃ--- শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং---কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৫ ।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৫ ।

প্রশ্ন

১) সারা ত্রিপুরায় কয়টা টি গার্ডেন আছে ?

২) টি গার্ডেনগুলিতে কতজন শ্রমিক নিযুক্ত আছেন ?

৩) টি গার্ডেনগুলিতে বৎসরে কত টন চা উৎপন্ন হয় ?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় চা পর্ষদের অনুমোদিত ৫৬টি চা বাগান আছে ।

২) মোট ৮,১১০ জন শ্রমিক চা বাগানে নিযুক্ত আছেন ।

৩) ১৯৭৭-৭৮ইং সনে আনুমানিক ৪,৫০০ মেঃ টন চা উৎপন্ন হইয়াছে ।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—ত্রিপুরার উৎপাদিত চা বাইরে রপ্তানি হয় কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ--- বেশীর ভাগ বাইরে রপ্তানী হয় ।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ--- চায়ের কোয়ালিটি কি রকম ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ--- মাঝারী ।

শ্রীবিমল সিনহা ঃ--- ৫৬টা চা বাগানের মধ্যে কতটা চালু আছে ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ--- ২০টার অবস্থা সন্তোষজনক । ১৬টি রুগ্ন । বাকীগুলি অচল অবস্থায় আছে ।

মিঃ স্পীকার ঃ--- শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ।

শ্রীরাম কুমার নাথ ঃ--- কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৪ ।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৪ ।

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর মিশন টিলাতে কি ধরণের শিল্প গড়ার জন্য ঘর দরজা নির্মিত হচ্ছে ?

২) যাহাদের জমিতে ঐ ঘরগুলো করা হচ্ছে তাহারা ভূমির ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন কি ?

উত্তর

১) ভাড়ার ভিত্তিতে বেসরকারী শিল্প উদ্যোগীদের দ্বারা শিল্প কেন্দ্র স্থাপনের সুবিধার জন্য ঘরগুলি নির্মাণ করা হইয়াছে ।

২) ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশান কালেক্টার কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে ।

শ্রীরাম কুমার নাথ ঃ--সরকারী উদ্যোগে শিল্প করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। তারপর এই শিল্পকে কয়েকটা বেসরকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং তারা সেখানে শিল্প গড়ার জন্য লাইসেন্সও পেয়েছেন। তার কারণ কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ--- ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটের নিয়ম হলো অনেকে ইণ্ডাষ্ট্রির জায়গা পান না, সেজন্য সরকার ঘরগুলি নির্মাণ করে, সেগুলিকে ভাড়া দেন। সেই ভিত্তিতে যাদেরকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে, তারা শিল্প গড়ে তুলছেন এবং টাকা পয়সাও পাচ্ছেন।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ--- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, শিল্পনগরী গড়ে তোলার জন্য যে শিল্প উদ্যোগীদের দ্বারা ঘরগুলি ভাড়া নেওয়া হয়েছে, এতে কতজন শিল্পীকে সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সবাইকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে কিনা ? যাদের অনুমোদন দিয়েছেন, তারা যদি শিল্প না করে থাকেন, তাহলে তাদের সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ--- এই প্রশ্নের সংঙ্গে এটা আসে না। কারন এটা ধর্মনগরের মিশন টিলার ভাড়ার ভিত্তিতে বেসরকারী শিল্প উদ্যোগীদের শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের জন্য ঘরগুলি নিমাণ করা হয়েছে।

শ্রীসুবোধ দাস ঃ--- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, যখন ধর্মনগরে মিশন টিলাতে এই শিল্পনগরী করার জন্য সরকার তুঘলকী প্রথায় স্থানীয় অধিবাসীদের জমি অধিগ্রহণ করেন, তাদের আপত্তি সত্বেও তাদের জমি অধিগ্রহণ করে তাদের প্রায় জেলখানার মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়েছে ? এই ব্যাপারে সরকারের কাছে কোন অভি-যোগ এসেছে কিনা ? যদি এসে থাকে তাহলে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ--- আমরা সরকারে আসার পর দেখছি ওখানে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট হয়ে গেছে। কাজেই কিভাবে হয়েছে তার তথ্য আমাদের কাছে নেই। সে সম্পর্কে আমরা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ--- একটা প্রশ্ন জড়িত আছে স্যার। পাশে যাদের বাড়ী আছে, তারা বেরুতে পারছে না। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ--- আমি বলেছি দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ--- শ্রীতরণী মোহন সিংহ।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ ঃ--- কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৪।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ভি, এম, হাসপাতালের উপরের তলাতে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে কি ;	১) না।
২) না থাকলে উপরের তলার রোগীদের জন্য পানীয় জল সরবরাহ করার বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি ;	২) হ্যাঁ।
৩) ভেন্টিলিটারে ইলেকট্রিক পাখার ব্যবস্থা আছে কি ?	৩) আছে।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ ঃ--- ভেন্টিলেটার দিয়ে যে গরম বাতাস বাইরে যাওয়ার কথা, তা বাইরে না যাওয়ার জন্য রোগীরা ছটফট্ করছে। ভেন্টিলেটারগুলি এরকম থাকার কারণ কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ--- প্রসূতি সদনে মোট ৯টা ফ্যান আছে, ৯টাই খারাপ। সেগুলিকে মেরামতের জন্য পাঠান হয়েছে। শিশু সদনে মোট ১৪টা ফ্যানের মধ্যে ১১টা খারাপ। মেরামতের জন্য পাঠানো হয়েছে এই ১১টা। আর এক জায়গায় ১২টার মধ্যে ৮টা খারাপ। ৮টা মেরামতের জন্য পাঠানো হয়েছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্বীকার করেছেন যে, ভি, এম, হাসপাতালের উপরতলায় পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নাই। এই ভি, এম, হাসপাতালের মতো পানীয় জলের দূরাবস্থা, ত্রিপুরা রাজ্যের আর কোন্ কোন্ হাসপাতালে আছে, আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—আসলে ভি, এম, হাসপাতালের উপরতলায় বর্ত্তমানে যে জলের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা আগে কোনদিনই ছিল না। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, আমরা সেখানে পাম্পের সাহায্যে জল নেওয়ার ব্যবস্থা করছি। আমাদের সেজন্য রিজার্ভায়ারের কাজ, পাম্পসেট বসানোর কাজ এবং ইলেক্ট্রিক কানেক্শান দেওয়ার কাজ, শেষ হয়ে গিয়েছে। একমাত্র মিউনিসিপ্যাল আণ্ডার গ্রাউণ্ড রিজার্ভারের সাথে পাইপ কানেক্শানটা হয়ে গেলেই জল পাওয়া যাবে।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য ঃ---ভি, এম, হাসপাতাল হচ্ছে মেয়েদের জন্য এবং ছেলেদের জন্য। এই হাসপাতালের মধ্যে অনেকগুলি অসুবিধা আছে, যেমন রোগীর সংখ্যা খুব বেশী হওয়ায়, অর্ধেক রোগী নীচে থাকে, আর অর্ধেক রোগী উপরে থাকে, তাছাড়া যে পরিমাণ বাথরুমের দরকার, সেই বাথরুম নাই, সেখানে মাত্র একটা বাথরুম আছে। কাজেই আরও প্রয়োজনীয় বাথরুম করার জন্য এই সরকার কোন রকম চিন্তা করছেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---এটা খুবই সত্য কথা যে ভি, এম, হাসপাতালে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বাথরুম নাই। অথচ রোগীর পরিমাণ অনেক পরিমাণে বেড়ে গেছে। কাজেই আরও বাথরুম তৈরী করে, সেগুলি চালু করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি যাতে রোগীরা সবচাইতে বেশী সুযোগ সুবিধা পেতে পারে।

শ্রীবিমল সিন্হা ঃ---মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে হাসপাতালের ভেন্টিলেটারে কয়েকটা ফ্যান চালু অবস্থায় আছে আর কয়েকটা ফ্যান চালু অবস্থায় নাই। তাছাড়া হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় যে লাস ঘরটি আছে, তারই পাশে হেল্থ ডিপার্টমেন্টের অফিস আছে এবং সেই অফিসে যারা কাজকর্ম করে তারা লাসের গন্ধে সেখানে কাজকর্ম করতে পারে না। তাছাড়া তারই পাশে একটা আইসোলেশান ওয়ার্ড থাকায়, তাদের সেখানে কাজকর্ম করতে অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই এই লাস ঘরটা যাতে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া যায়, তার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা, জানতে পারি কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---স্যার, যদিও এটা একটা আলাদা প্রশ্ন, তবু আমি [illegible] উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি। সে এলাকাতে

যে লাস ঘরটা আছে, তা একটা রেফ্রিজারেটারের সাহায্যে চালু থাকে। কিন্তু যখন ইলেক্‌ট্রিক ফেল করে, তখন সেটা অকেজো হয়ে যায়। ফলে একটু অসুবিধা হতে পারে এবং এটা আমাদের জানা আছে। সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি লাস ঘরটাকে আলাদা করা যায় কিনা।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—ভি, এম, হাসপাতালে মেটারনিটি ওয়ার্ডে যে ইউরেন্যাল এবং লেট্‌ট্রিন আছে, তাতে কোন সময়েই লাইট থাকে না, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি প্রায় প্রতিটি হাসপাতাল এবং ডিস্‌পেনসারী মাঝে মাঝে দেখতে যাই। এমনকি দামছড়া এবং দশদার মতো জায়গাতে যে ছোট ছোট ডিস্‌পেনসারীগুলি আছে, সেগুলিও দেখে এসেছি। তাই আমি বলতে পারি যে, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করেছেন, তা ঠিক নয়। ইলেক্‌ট্রিক কানেকশান বা ইলেক্‌ট্রিক লাইনের মধ্যে কোথাও গোলমাল হলে, সেটা আমরা পূর্ত দপ্তরকে জানাই এবং পূর্ত দপ্তর সেই সব অসুবিধাগুলি দূর করে দেয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---এর দ্বারা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে চাইছেন যে, এটা না করার জন্য যে সব অসুবিধা হচ্ছে, তার জন্য পূর্ত দপ্তরই দায়ী, তাঁর দপ্তর দায়ী নয় ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---স্যার, এটা ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ঃ---প্রশ্ন নং ৯০।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---স্যার, প্রশ্ন নং ৯০।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন্ কোন্ তাঁত কেন্দ্রে জনতা শাড়ী তৈরী হচ্ছে ?

২। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ পর্যান্ত মোট কয়টি জনতা শাড়ী তৈরী হয়েছে ?

৩। বিভিন্ন মহকুমায় তাঁত শিল্প শ্রমিক ইউনিয়নের মাধ্যমে জনতা শাড়ী তৈরীর কাজ দেওয়ার জন্য সরকার কোন প্রস্তাব পেয়েছেন কিনা ?

৪। যদি পেয়ে থাকেন, কোথায় কোথায় এই কাজ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা তাঁত ও হস্ত শিল্প উন্নয়ন পর্ষদের মাধ্যমে একটি তাঁত শিল্প সমবায় সমিতিসহ ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে তাঁত শিল্পীদের দ্বারা জনতা শাড়ী তৈরী হইতেছে।

২। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হইতে অর্থাৎ ৫ই জানুয়ারী, ১৯৭৮ ইং ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ ইং পর্য্যন্ত মোট ২,২১,৩৬৩ পিস জনতা শাড়ী তৈরী করা হইয়াছে।

৩। কোন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই যে জনতা শাড়ী ত্রিপুরা রাজ্যে উৎপাদিত হচ্ছে, তার উৎপাদন মল্য কত এবং কত টাকার শাড়ী এই পর্য্যন্ত জন-সাধারণের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে, জানতে পারি কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---কাপড়ের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে ১০.৬৪ পয়সা। প্রতি শাড়ীতে ভর্তুকীর পরিমাণ হচ্ছে ৫.৫৮ টাকা। প্রতি শাড়ীর উৎপাদন মূল্য পড়ছে ১৫.৭৮ টাকা।

শ্রীবিমল সিনহা ঃ- -মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই যে ২ লক্ষের উপর জনতা শাড়ী তৈরী হল, ৫ই জানুয়ারী, ৭৮ সন থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ সন পর্য্যন্ত এর মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার কতজনকে এ্যামপ্লয়মেন্ট দিতে পেরেছেন জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—যে সব তাঁতীদের দিয়ে এই সমস্ত জনতা শাড়ী তৈরী করা হয়, তাদের সবাইকে এ্যামপ্লয়মেন্ট দেওয়া সম্ভব হয়েছে। যেমন বিশালগড়ে ১৪৯ জন, জিরাণীয়া ব্লকে ৬ জন, আগরতলা মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ৩০ জন এভাবে সর্ব্বমোট ৩০০ জন তাঁতীকে এই কাজে এ্যামপ্লয়মেন্ট দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই যে ২ লক্ষের উপর জনতা শাড়ী তৈরী করা হয়েছে বলে বললেন, তার মধ্যে কতটা শাড়ী গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, বলতে পারেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---সবটাই গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ---প্রশ্ন নং ৯৮।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---প্রশ্ন নং ৯৮, স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া মহকুমার কোয়াইফাং বাজারে অনুমোদিত সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় (ডিসপেন্সারী) নির্মিত হওয়া সত্ত্বেও চিকিৎসক প্রেরণ করা হয়নি এবং ঔষধপত্র দেওয়া হয়নি ?

২। সত্য হইলে, ইহার কারণ কি ? এবং

৩। অতি সত্বর ডাক্তার ও ঔষধপত্র পাঠানোর জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। বিলোনীয়া মহকুমার কোয়াইফাং সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়টির নির্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে বলে এই মাত্র সংবাদ পেলাম এবং গত ১৬।৩।৭৯ ইং তারিখে নির্মিত বাড়ীটি পূর্ত দপ্তর স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে হস্তান্তর করে- ছেন। ২। পরবর্তী সময়ে আমরা প্রয়োজনীয় ডাক্তার ও ঔষধপত্র

৩। পাঠাতে পারব বলে আশা করছি।

শ্রীনকুল দাস ঃ---প্রশ্ন নং ৯৯।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---প্রশ্ন নং ৯৯, স্যার।

প্রশ্ন

১। ভি, এম, হাসপাতালে মাতৃসদন (ম্যাটারনিটি ওয়ার্ড) জন্মের পর শিশুদের পৃথকভাবে রাখার জন্য কোন পৃথক কোঠা অর্থাৎ আইসলিউশান ওয়ার্ডের ব্যবস্থা আছে কি ?

২। না থাকিলে, আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষে শিশু কল্যাণে সরকার তা করার কোন পরিকল্পনা নিবেন কি ?

৩। শিশুদের যত্নের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ধাই ও নার্স আছে কি ? এবং

৪। না থাকিলে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক নার্স এবং ধাই নিযুক্তিকরণের ব্যবস্থা করা হইবে কি ?

উত্তর

১। না।

২। আপাততঃ নাই।

৩। না।

৪। রোগী অনুপাতে নার্স ভি, এম, হাসপাতালে নিয়োজিত নাই। তাছাড়া কম্পেনসেটারী লীভ দেওয়ার ফলেও নার্সের অভাব দেখা দেয়। ধাইকে সাধারণতঃ শিশুদিগের যত্নের জন্য নিয়োজিত করা হয় না।

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমরা জানি যে, এই সব শিশুদের সেই ঘরে দোলনায় রাখা হয় এবং অনেক সময় দেখা যায় যে পরের দিন সেই সব শিশু মারা গিয়েছে। আবার এক শিশুর ডাইরীয়া হলে দেখা যায় সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শিশুদেরও ডাইরিয়া হয়েছে, একটি শিশু কেঁদে উঠলে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শিশুরা কেঁদে উঠে (ইন্টারাপশান) এই জন্য আলাদা আইসোলেশান ওয়ার্ড দরকার এবং সেজন্য আলাদা আইসোলেশান ওয়ার্ডের ব্যবস্থা সরকার করবেন কি না ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, শিশুদের জন্য আলাদা ঘর আছে, সেখানেই তাদের রাখা হয়।

শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার ঃ--স্যার, প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ধাই বা নার্স না থাকার ফলে যে সব অসুবিধা হচ্ছে, সেগুলি দূর করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন কি না ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা ঠিক যে রোগীর তুলনায় নার্সের সংখ্যা কম। ত্রিপুরাতে যে নার্সের জন্য ট্রেনিংয়ের ব্যবস্হা ছিল, সেটা ছয় মাস বন্ধ থাকার ফলে আমরা নার্স ট্রেইণ্ড আপ করতে পারি নাই। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর আমরা আবার সেই ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছি। আগে আমাদের সেই ট্রেনিং স্কুলে ৩০ জন নার্সের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিয়ে সেখানে এখন ৪০ জন নার্সের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছি। ৬ষ্ঠ পরিকল্পনা কালে সেই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হবে, কাজেই নিকট ভবিষ্যতে নার্সের অভাব আমাদের দুর হবে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমাদের নার্সের অভাব থাকা সত্ত্বেও কোন কোন ডাক্তারকে দেখা যায় অন্য কাজে নার্সদের ব্যবহার করা হচ্ছে, এ বিষয়ে মন্ত্রীমহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এমন তথ্য সরকারের কাছে নেই।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি না ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী ঃ---কোয়েশ্চান নং ১৩৬।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---কোয়েশ্চান নং ১৩৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১। যক্ষ্মারোগীরা মাসিক ৩০ টাকা হারে সাহায্য পাবেন সরকারের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বার্ষিক চার হাজার টাকা বা তার নীচে আয় এমন কতজন রোগীকে মোট কত টাকা ৬. ৯. ৭৮ থেকে ১লা মার্চ ১৯৭৯ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে ?	বার্ষিক চার হাজার টাকা আয় এমন পরিবারের যক্ষ্মা রোগীদের মাসিক ৩০ টাকা হারে সাহায্য দেওয়ার নূতন প্রকল্প অনুযায়ী এ পর্য্যন্ত কাহাকেও সাহায্য দেওয়া সম্ভব হয় নাই। তবে এ মাসের ২৩ তারিখ হইতে টাকা বিলি করা হইবে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই ব্যাপারে বিলম্বে প্রাপ্ত তথ্য সভার কাছে রাখতে চাই। এই প্রকল্প অনুযায়ী আমরা এখন পর্যন্ত ২৯২টা দরখাস্ত পেয়েছি। তার মধ্যে ২৫৮টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সাহায্যের জন্য বিবেচনা করা হয়েছে। এবং ১৯১ জনকে টাঃ ৫০,৪৬০ আগামী ২৩. ৩. ৭৯ ইং তারিখ থেকে বিলি করা হবে এবং ৬৭ জনের নামে ১৯,৫৩০ টাঃ মঞ্জুরীর জন্য অর্থ দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। বার্ষিক চার হাজার টাকা বা তার নীচে আয় এমন রোগীদের ৩০ টাকা করে অর্থ সাহায্য দেওয়ার জন্য গত ১৫. ১১. ৭৮ ইং তারিখে আমাদের মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা এই সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি বর্তমানে ত্রিপুরায় যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা কত ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এর জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিতে পারব।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, কিছু যক্ষ্মা রোগী আর্থিক সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন এবং ডি. এইচ. এস. অফিস থেকে বলা হয়েছিল যে আগরতলায় আসলে তাদের পরীক্ষা করে তাদের কেসগুলি বিবেচনা করা হবে। কিন্তু তারা টাকা পয়সার অভাবে আসতে পারে নাই, এই রকম ঘটনা মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই, তবে যে সব দরখাস্ত আছে, সেগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর, যারা যোগ্য বলে বিবেচিত হবে, তাদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---কোয়েশ্চান নং ১৩৯।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---কোয়েশ্চান নং ১৩৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১। কুটীর শিল্পীদের সাহায্যের জন্য চলতি আর্থিক বছরে সারা ত্রিপুরায় কত টাকা গ্র্যান্ট দেওয়া হবে ?	চলতি আর্থিক বছরে কুটীর শিল্পীদের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন খাতে মোট ১৪,৪৭,৪৫০ টাকা গ্র্যান্ট দেওয়ার বরাদ্দ আছে।
২। বিভিন্ন ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রসারের জন্য চলতি আর্থিক বছরে মোট কত টাকা ঋণ দেওয়া হবে ?	বিভিন্ন ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রসারের জন্য চলতি আর্থিক বছরে সরকারী খাতে মোট ৫,৫০,০০০ টাকা ঋণ বরাদ্দ আছে।
৩। এই ঋণের দ্বারা কয়টি শিল্প প্রনিষ্ঠান উপকৃত হবে ?	উক্ত ঋণের দ্বারা ৯১টি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান উপকৃত হইবে।
৪। ঋণের সুযোগ সহজতর করার জন্য সরকার কিরূপ ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?	শিল্প ঋণ গ্রহণের সুযোগ সহজতর করার জন্য ইতিমধ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। (ক) বর্তমানে শিল্প ঋণ প্রার্থীগণ নিজ নিজ এলাকার ব্লক উন্নয়ন কমিটি (শিল্প) এর নিকট সরাসরি আবেদন পত্র দাখিল করিতে পারিবেন। উক্ত কমিটির সম্পাদক (স্থানীয় শিল্প দপ্তরের অফিসার) সরাসরি তদন্ত ক্রমে ব্লক শিল্প উন্নয়ন কমিটির সুপারিশ সহ আবেদন পত্রগুলি শিল্প বিভাগে বিবেচনার জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করিবেন। (ক) ঋণ সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিলের ব্যাপারে নিয়ম শিথিল করিয়া ৭,৫০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে আয়কর, কৃষিকর ও বিক্রয়কর বিষয়ক কাগজপত্রাদি দাখিল করা হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে। উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলির ফলে ঋণ প্রার্থীগণের ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা সহজতর হইয়াছে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে এই কুটীর শিল্প-এর উপর যে সব ঋণ দেওয়া হয়েছিল সেই ঋণ এখন পর্য্যন্ত কত টাকা অনাদায়ী রয়েছে ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, চলতি আর্থিক বছরে কুটির শিল্পীদের সাহায্যের জন্য ১৪,৪৭,৪৫০,০০ বরাদ্দ আছে। কাজেই এর মধ্যে কত টাকা এই ব্যাপারে দেওয়া হয়েছে এবং কতজনকে এই টাকাটা দিচ্ছেন ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই পর্য্যন্ত ১৪ জনকে ৪৯ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে এবং বাকী টাকাও দেওয়া হবে। এছাড়াও বিভিন্ন রকমের সূতা বিভিন্ন ব্লকে পাঠানো হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নং, ১৬৯। হেল্থ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৪৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১। কৈলাসহর বিভাগের নাতিন মনু অঞ্চলে বর্তমান বছরে ডি. ডি. টি. স্প্রে করা হয়েছে কি ?	১। ১৯৭৯ সনে ডি. ডি. টি স্প্রে করা হয় নাই।
২। করা হলে, কবে নাগাদ করা হয়েছে ?	২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- -সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্তমান আর্থিক বৎসরের কথা বলছি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এর কিছুই জানেন না, তার কারণ জায়গার নামটা তিনি উচ্চারণই করতে পারেন নি। আমরা জানি সেখানে ডি, ডি, টি স্প্রে করা হয় নাই এবং যদিও কিছু করা হয়েছে, তা ঠিক ঠিক ভাবে করা হয় নি। এটা তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য বলছেন, যে-সব জায়গায় করা হয়েছে এবং আবার বলছেন যে না করা হয় নি। তাহলে কোনটা বিশ্বাস করব। ১৯৭৮ ইং সনে নাতিন- নু অঞ্চলে, ছেলেঙটা, দামছড়া, কাঞ্চনপুর, এরকম ১৩০টি জায়গায় সেপ্টেম্বর থেকে অকটোবরের ৪ তারিখ পর্য্যন্ত ডি, ডি, টি স্প্রে করা হয়েছে। এই বৎসর মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য বলছি যে, ১৫ই মার্চ থেকে নূতন করে স্প্রে করা হচ্ছে এবং এই স্প্রে করার ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, গাঁও প্রধান, উপপ্রধান এই স্প্রে করার সময় উপস্থিত থাকবেন এবং যদি কোন বাড়ীতে স্প্রে করা হয় নাই এরকম নির্দিষ্ট অভিযোগ আসে তাহলে সেটা ইনকোয়ারী করে দেখা হবে, কেন সেটা বাদ পড়ল। যদি প্রয়োজন হয় সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বেতন দেওয়া হবে না।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে এখন বর্ষার সময়, কাজেই এখন পর্য্যন্ত কেন ডি, ডি. টি স্প্রে করা হল না ? এই বিলম্বের কারণ কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সর্বভারতীয় ভিত্তিতেই ঠিক হয়েছে যে, ১৫ই মার্চ থেকে এটা করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চন্ নং ১৭৫, হেলথ্ সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৭৫।

প্রশ্ন

১) ধর্মনগরের দামছড়া ও জলেবাসায় ডিসপেনসারী ঘরগুলি অকেজো হয়ে যাচ্ছে বলে কোন তথ্য জানা আছে কি না ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

প্রশ্ন

২) জানা থাকলে, এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে ?

উত্তর

২) পূর্ত্ত দপ্তরকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

প্রশ্ন

৩) ইহা কি সত্য যে এ'দুটি অঞ্চলে ডিসপেনসারিতে কর্মরত ডাক্তারদের কোন কোয়ার্টার্স নাই ?

উত্তর

৩) হ্যাঁ।

প্রশ্ন

৪) ৩নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে কোয়াটার্স তৈরীর জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিনা এবং ঐ ৫ কোয়াটার্সগুলি এখনও না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

যেহেতু স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সেজন্য বলছি যে উত্তর ত্রিপুরায় দামছড়া ও জলেবাসায়, কাঞ্চনপুরে আমি দেখতে গিয়েছিলাম এবং ডিসপেনসারী ও কোয়াটারের ব্যাপারে আমি স্থানীয় নেতা এবং এম. এল. এ'র সঙ্গে আলাপ করেছি এবং বলেছি যে আপনারা একটা ঘর ভাড়ার জন্য ব্যবস্থা করে দেন তাহলে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। শেষাংশের উত্তর---এসটিমেট এখনও পাওয়া না যাওয়ায়।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে, ধর্মনগরের জলেবাসায় ঘরগুলি অকেজো হয়ে আছে। সেখানে কোয়ার্টার নাই। বামফ্রন্ট সরকার স্বীকার করেছেন যে দামছড়া ও জলেবাসা অঞ্চলে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে সেখানে গিয়েছি এবং দামছড়াতে একটা নূতন জায়গা খোঁজা হচ্ছে এবং দুইটা জায়গা দেখাও হয়েছে। একটার উপর বি. এস. এফের ক্যাম্প আছে। এছাড়া স্থানীয়

এম. এল. একে বলা হয়েছে একটা জায়গা দেখে দিতে যেখানে জল পাওয়া যেতে পারে, সমতলভূমি। ডাক্তার এবং নার্সদের জন্য প্রয়োজনীয় কোয়ার্টার তৈরী করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---কোয়েশ্চন হাওয়ার শেষ হয়েছে। যে সমস্ত তারকা চিন্হিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি, সেগুলোর লিখিত উত্তরপত্র এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই জিরো আওয়ারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে বিবৃতি দাবী করছি, তিনি সরকারী কর্মচারীদের অফিসে কাজ করার জন্য যে সার্কুলার দিয়েছিলেন, তা আবার প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এই প্রত্যাহার করে নেবার কারণ কি, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার সাহেবের অনুমতি নিয়ে আমি মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের এক কথায় জবাব দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার ঃ---বলবেন ? বলুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---এটার প্রয়োজন ছিল, তাই দিয়েছিলাম। সেই প্রয়োজনে কাজ হয়েছে বলেই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার ঃ---আজ আমি একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি...

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :---* * * * * * * *

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---আপনি স্যার, এটার পর অন্য বিজনেসে চলে গেছেন। কাজেই আর প্রশ্ন হয় না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---* * * * * * * *

মিঃ স্পীকার ঃ---মুখ্যমন্ত্রীর জবাবের পর সব আমি অ্যাক্সপাঞ্জড করছি।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার ঃ---আজ আমি শ্রীম্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ও শ্রীবিদ্যা দেববর্মা মহাশয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীম্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ও শ্রীবিদ্যা দেববর্মা মহাশয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি। প্রস্তাবটি হচ্ছে, "গত ১৬ই মার্চ, টি. আর. টি. সি. খোয়াই লাইনে অনিয়মিত বাস চলাচলের দরুন যাত্রীদের বিশেষ দুর্গতি সম্পর্কে।"

মাননীয় পরিবহন বিভাগীয় মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

Foot Note :---* * * * Expunged as ordered by the Chair.

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---আমি আগামী ২৬শে মার্চ উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ---বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়, আগামী ২৬শে মার্চ উত্তর দেবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীগৌতম দত্ত কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ—

"গত ১৬-৩-৭৯ ইং রাত্রি আনুমানিক প্রায় ১২ ঘটিকায় রত্নপুর গাঁও সভার হরেকৃষ্ণ পাড়ায় শ্রীকৃত্তিচন্দ্র দেববর্মা পিতা মৃত ভারতচন্দ্র দেববর্মার বাড়ীতে আগুন লাগা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৭-৩-৭৯ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৭ টা ৫ মিনিটের সময় টাকারজলা থানার অন্তর্গত হরেকৃষ্ণ পাড়া গ্রামের শ্রীকৃত্তিচন্দ্র দেববর্মা টাকার জলা থানায় উপস্থিত হইয়া তাহার বাড়ীতে গত ১৬-৩-৭৯ ইং তারিখ মধ্য রাত্রে অগ্নি কাণ্ড সম্পর্কে এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি বলেন যে ১৬-৩-৭৯ ইং তারিখ শুক্রবার রাত প্রায় আনুমানিক ১২ টার সময় তাহার বাসগৃহের ৩টি ঘর পুড়িয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে ঘরে রাখা ৩০ মন চাউল, ১০ মন বীজ ধান, নগদ ১,১৩৫ টাকা, ২টি চকি, ১টি টেবিল, ৫০০ শত টাকার বাজে মাল, ৯৭৫্ টাকা মূল্যের একটি ঘড়ি এবং ২টি কাঠের সিন্দুক সেই সঙ্গে পুড়িয়া গিয়াছে। অভিযোগটি ঐ দিনই থানায় নথিভুক্ত করে তদন্ত করা হয়। অভিযোগকারী কোন কারণ দেখান নি। তদন্তে দেখা যায়, শ্রীদেববর্মার বাড়ীতে ছনের ছাউনি দেওয়া দুটি মাটির দেওয়ালযুক্ত ঘর, ১টি দোচালা ঘর ছিল। শ্রীকৃত্তি চন্দ্র দেববর্মার ছেলে পশ্চিমের ভিটির ১টি ঘরে ঐ রাত্রে ছিল। হঠাৎ মধ্য রাত্রে সে জাগরিত হয়ে দেখতে পায় তাহাদের রান্না ঘরের চালে আগুন জ্বলিতেছে। তাহার চিৎকারে প্রতিবেশীরা জাগরিত হয়ে আগুন নিভানোর জন্য ছুটিয়া আসে। কিন্তু জল না থাকায় আগুন নিভানো যায় নি। সবাই ভস্মিভূত হয় এবং কোন জিনিস পত্র বাঁচানো যায় নাই। কিন্তু অন্য কোন বাড়ী ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক প্রায় ৭,৮৬০্ টাকা। যদিও অভিযোগকারী কাহাকেও এই ব্যাপারে সন্দেহ করেন নাই তথাপি কি ভাবে রান্না ঘরের চালে আগুন লাগিল তাহার সঠিক কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। প্রকৃত তথ্য উদ্ভাবনের জন্য তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীগৌতম প্রসাদ দত্ত ঃ---পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান, এই যে অভিযোগকারী, ১৭ তারিখ সন্ধ্যার সময় থানায় অভিযোগ দিলেন, এই সম্পর্কে আমি বলতে চাই, আমি সেদিন গিয়েছিলাম সেখানে। সেখানে গিয়ে দেখি পাশাপাশি বাড়ী থাকলেও, আর কোথাও আগুন লাগে নাই। উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা সেখানে এই ধরণের ঘটনাগুলি ঘটাচ্ছে। যাতে এই সব কথা থানায় না বলা যায়, তার জন্য এলাকার লোকদের ভয় ভীতি দেখাচ্ছে। দরজায় শিকল লাগিয়ে রাখছে। আমি গিয়ে এটা থানায় নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা করেছি। এই সব অভিযোগ মাননীয় মন্ত্রী জানেন কি? যদি জানেন, তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, একজন সদস্য হিসাবে এই রকম উস্কানীমূলক কাজ করা কি উচিত এটা আমরা আপনার কাছে জানতে চাই ? এখন যা কিছু যেখানে ঘটবে, সবই কি উপজাতির লোকেরা করছে ? একজন এম. এল. এ. হয়ে দায়িত্ববান লোক হয়ে, এই রকম উস্কানীমূলক কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার মানে কি ? সেখানকার জনসাধারণকে উপজাতি যুব সমিতির বিরুদ্ধে নালিশ করার জন্য বাধ্য করালেন, এটার জন্য কি ব্যবস্থা নেবেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ?

শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার ঃ--মিঃ স্পীকার স্যার, মিঃ রিয়াং-এর এই বিবৃতি অ্যাক্সপাঞ্জড করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। তিনি কোন অনারে'বল সদস্যের বিরুদ্ধে এই ভাবে বিবৃতি দাবী করতে পারেন না।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য এটা করতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :---আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র ও শ্রীতপনকুমার চক্রবর্ত্তী কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ--

"গত ১৮ই মার্চ, ১৯৭৯ ইং আগরতলা এয়ারপোর্টে সমাজ বিরোধীদের পুলিশের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও হামলাবাজী সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র ও শ্রীতপন চক্রবর্তী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিবৃতি দিচ্ছি। নোটিশটি হলো ঃ---

"গত ১৮ই মার্চ ১৯৭৯ইং আগরতলা এয়ারপোর্টে সমাজ বিরোধীদের পুলিশের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও হামলাবাজী সম্পর্কে"

তরুণ ব্যায়ামাগারের সদস্য শ্রীশংকর চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের সাহায্যে কলিকাতার শিল্পীদের নিয়ে গত ১৮-৩-৭৯ইং সন্ধ্যায় তুলসীবতী স্কুলে একটি জলসার আয়োজন করেন। শিল্পী সন্ধা রায়, রণজিৎ মল্লিক এবং আরও অন্যান্য চিত্র শিল্পী সহ ঐ জলসায় যোগদানের জন্য গত ১৮-৩-৭৯ইং বোয়িং-এ কলিকাতা হইতে আগরতলা আসার কথা ছিল। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় ৪০০।৪৫০ জন যুবক আগরতলা শহর এবং বিমান বন্দরের নিকটবর্তী গ্রাম হইতে বিমানবন্দরে ১১টা হইতে ১২ টার মধ্যে আসিয়া ঐ চিত্র শিল্পীদের দেখিবার জন্য জমায়েত হয়। পরিচালন কর্তৃপক্ষ এই সংবাদ থানায় জানায় নাই বা পুলিশও অন্য কোন সূত্র হইতে এই খবর পান নাই যাহাতে প্রয়োজনীয় শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। এস, আই, অমূল্য দেববর্মা তাহার সঙ্গীয় লোকজনসহ বোয়িং আসার পূর্ব পর্য্যন্ত মোকাবিলা করিতেছিল। প্রায় ১২টা ২০ মিনিটে বোয়িং আগরতলা বিমান বন্দরে অবতরণ করে। বিমান অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই যুবকগণ পুলিশের বাধা উপেক্ষা করিয়া নিকট হইতে কলিকাতার শিল্পীদের দেখিবার জন্য রাণওয়ের ভিতরে যাইতে চেষ্টা করে। তখন এস, আই

অমূল্য দেববর্মা তাহার লোকজন সহ এবং পাহারা নিযুক্ত আর-এ-সি'র লোকজন সহ তাহাদিগকে নানাভাবে বুঝাইয়া আটকানোর চেষ্টা করে কিন্তু যুবকদল উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে এবং ভিতরে প্রবেশের জন্য চেষ্টা করে। নিরাপত্তা বাহিনী আর-এ-সি'র সহায়তায় তাহাদের গতিরোধ করা খুব কণ্টকর হইয়া পরে। পুলিশের বাধাদানের ফলে যুবকদল উত্তেজিত হইয়া পরে এবং বিক্ষিপ্তভাবে পূর্ব এবং দক্ষিণ দিক হইতে পুলিশ এবং লাউঞ্জে উপস্থিত যাত্রীদের দিকে ইট পাটকেল ছুড়িতে থাকে। ধস্তা-ধস্তি এবং ইট-পাটকেল ছোড়ার ফলে এস, আই অমূল্য দেববর্মা, কনেষ্টবল সুভাষ ঘোষ সামন্য আহত হন এবং কনষ্টেবল বাসারাম, কিষন লাল (উভয়েই আর, এ, সি, বাহিনীর) সামান্য আহত হন। পূর্বদিক হইতে আর, এ, সি, বাহিনীর কনেষ্টবল জংগুরাম সাধারণ পোষাকে আসিবার সময় তাহার পা এবং কাঁধ সামান্য কাটিয়া যায়। তাহাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই অবস্থা প্রায় ২০ মিনিট কাল চলিতে থাকে। তারপর আর, এ, সি, বাহিনী চলিয়া আসে এবং আমাদের তারা পুলিশ ছিলেন তারা ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য চেষ্টা করেন তার ফলে জনসাধারণের মধ্য থেকে কয়েকজন আহত হন। যারা আহত হয়েছিলেন যখন পুলিশ তাদের খোঁজ করেন তখন কেহই উপস্থিত ছিলেন না তাই কতজন আহত হয়েছেন সেটা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আর, এ, সি'র লোকেরা বিমান বন্দর থানার অন্তর্গত নতুননগর নিবাসী শ্রীদীনেশ আ র্য্য পিতা মৃত যোগেশ আচার্য্য নামে এক যুবককে কনষ্টেবলের নিকট হইতে রাইফেল ছিনাইয়া নিবার চেষ্টা করার সময় আটক করেন। প্রায় ১ ঘটিকার সময় অবস্থা আয়ত্বে আসে। টেলিফোনে এই সংবাদ পাওয়া মাত্র ভ্রাম্যমান পুলিশ বাহিনী সেখানে পাঠানো হয়। ডি, এস, পি, (সেন্ট্রাল) পশ্চিম আগরতলা থানার কতিপয় ষ্টাফসহ দ্রুত ঘটনাস্থলে যান এবং ঘটনার তদন্ত করেন। শিল্পীদের দেখার জন্য যুবকদের অতি আগ্রহের জন্য এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার পেছনে কোন উস্কানি ছিল না। পরিচালক মণ্ডলী পূর্বে স্থানীয় পুলিশকে জানাইলে এই অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো যাইত। ৮নং আর, এ, সি, বাহিনীর কনেষ্টবল মর্জিলালের অভিযোগক্রমে মোকদ্দমা নং ৯(৩)৭৯ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭।১৪৯।৩৫৩।৪৪৭।৪২৭।৩২৪।৩২৩ ধারা মূলে বিমান বন্দর থানায় নথিভুক্ত করা হয়। এই মামলায় দীনেশ আচার্যকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহাকে আদালতে প্রেরণ করা হয়। থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা মামলাটির তদন্ত করিতেছেন। বর্ত্তমানে সেই এলাকায় সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই সম্পর্কে বলতে চাই যে আর, এ, সি'র লোকেরা যারা ঐখানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সাহায্য করছেন তারা খুবই শান্তিপ্রিয় কারণ তাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের কাছ থেকে তেমন কোন অভিযোগ আসে নি। ইট-পাটকেলের ঘায়ে যারা আহত হয়েছে এটা খুবই দুঃখজনক। সঙ্গে সঙ্গে আমি এই কথাও বলতে চাই যে মধ্যপ্রদেশেও এই ধরণের একটি ঘটনা ঘটেছিল এবং সেখানে ৪।৫ হাজার লোক উপস্থিত হয়েছিলেন, সেখানে অনেক মেয়েও উপস্থিত ছিলেন তাদের উপরও অত্যাচার করা হয়। তাই আমি বলছি যারা এই ধরণের জলসার আয়োজন করবেন তাদের আমি অনুরোধ করছি তারা যেন পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই ঘটনায় যারা আহত হয়েছেন তাদের জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে পুলিশ সেখানে যায় নি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে পুলিশ সেখানে গিয়েছে। এটার কারণ কি ? আমি মনে করি যারা উদ্যোক্তা, তারা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে নি বলেই কি এই ঘটনা ঘটেছে ?

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আর, এ, সি, বাহিনীর কথা ব'লছেন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ--- আর, এ. সি, বাহিনীকে আয়ত্বে আনার জন্য কি সি, আর, পি, পাঠানো হয়েছিল ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার আর, এ, সি'কে সাহায্য করার জন্য তিন গাড়ী সি, আর, পি, পাঠানো হয়েছিল। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমি বলতে চাই যে এয়ারপোর্ট এমন একটি জায়গা, যেখানে সিকিউরিটি রাখা একান্ত প্রয়োজন এবং সেই আর, এ, সি, বাহিনীর দৈনন্দিন যে দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব তারা পালন করে চলেছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, জনসাধারণের উপর এই আক্রমণটা হয়েছিল, সেটার কোন আবশ্যক ছিল কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, পুলিশকে আক্রমণ করা হয়েছে, এই খবর আমি পেয়েছি। পুলিশ এবং দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়েছে, সেই সংঘর্ষের ফলে হয়তো কিছু জনসাধারণ আহত হয়ে থাকতে পারেন। তার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, পুলিশের লাঠির আঘাতে যে সমস্ত নিরীহ জনসাধারণ আহত হয়েছে, সেই সমস্ত পুলিশকে শাস্তি দেওয়া হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা পুলিশ এবং আর. এস. পি. আক্রান্ত হয়েছে। কাজেই শাস্তি যদি দিতেই হয়, তাহলে এই ঘটনার জন্য যে সমস্ত দুস্কৃতকারী দায়ী, তাদেরকেই আগে শাস্তি দিতে হবে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ--- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে ঘটনাটি ঘটেছে, এটা একটা মারাত্মক ঘটনা। মুখ্যমন্ত্রী উনার ষ্টেটমেন্টে বলেছেন যে, এয়ারপোর্টে এত ভিড় হওয়া সত্বেও পুলিশকে জানানো হয় নি। কাজেই এই যে জলসার আয়োজন করা হয়, তার জন্য পুলিশকে কেন আগে থেকে জানানো হয় না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা জলসার আয়োজন করেন, তারা পুলিশের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রেখেই করেন। তবে এই জলসা সম্পর্কে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টকে জানানো হয়েছিল। পুলিশ সময় মত খবর পান নি বলে, তথায় পৌঁছতে পারেন নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেসান স্যার, তাহলে আমরা এটাই বুঝছি যে সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই ?

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় এই প্রশ্ন এখানে উঠে না। আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন, নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ--

"গত ১৮-৩-৭৯ইং সন্ধ্যায় ঘূর্ণিঝড়ে কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত মাণিক ভাণ্ডার অঞ্চলের হরচন্দ্র হাইস্কুলসহ ব্যাপক ঘরবাড়ী ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি "গত ১৮-৩-৭৯ইং সন্ধ্যায় ঘূর্ণিঝড়ে কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত মাণিক ভাণ্ডার অঞ্চলের হরচন্দ্র হাইস্কুল সহ ব্যাপক ঘরবাড়ী ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্কে" হাউসে বিবৃতি দিচ্ছি।

গত ১৯-৩-৭৯ইং তাং কমলপুর মহকুমার এস, ডি, ও'র বেতার বার্তায় জানা যায় যে গত ১৮-৩-৭৯ইং তাং একবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ও পুনরায় রাত্রি বারোটার পর শিলাবৃষ্টি সহ প্রচণ্ড ঝড় মাণিক ভাণ্ডার, দুরাই লাম্বু, শ্রীরামপুর, দুবং মেখিরমিঞা, কলাছড়ি ইত্যাদি এলাকার উপর দিয়া বহিয়া যায়। বহু সংখ্যক ঘরবাড়ী পুরোপুরি বা আংশিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঝড়ে মানিকভাণ্ডার হাইস্কুল (হরচন্দ্র হাই স্কুল) ও মানিকভাণ্ডার নিম্ন বুনিয়াদী স্কুল ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঐ হাই স্কুলের চারটি ব্লকই ভূমিস্যাৎ হয় এবং প্রধান শিক্ষককের অফিস রুম এবং শিক্ষকদের কমনরুম আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মানিকভাণ্ডার নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলের দুইটি ব্লকও ভূমিস্যাৎ হয়। ছাত্রাবাসের রান্না ও খাবার ঘর ও মানিকভাণ্ডার হাইস্কুল ও নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলের শিক্ষকদের বাসগৃহও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঝড়ের ফলে স্কুলগুলির ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় ক্লাশ চলিতে পারিতেছে না।

শিক্ষা অধিকর্তা এক তারবার্তায় কৈলাশহর এর জিলা স্কুল পরিদশককে ক্লাশ করার বিকল্প ব্যবস্থা করার জন্য ও স্কুলগুলির বিধ্বস্ত ঘর বাড়ীর মেরামত বা পুনর্নিমান জন্য এষ্টিমেট প্রেরণের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। জিলা স্কুল পরিদর্শকের রিপোর্ট প্রাপ্তির সংগে সংগেই যথাবিহিত ব্যবস্থা নেওয়া হইবে বলিয়া শিক্ষা অধিকর্তা জানাইয়াছেন। ক্ষয় ক্ষতির কোন বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর আমার একটি অভিযোগ আছে। অভিযোগটি হল—যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি মাননীয় রুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় এনেছেন সেটি ১৮-৩-৭৯ ইং তারিখের, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটিকে ১৯-৩-৭৯ইং বলে উল্লেখ করে হাউসে বিবৃতি দিয়েছেন। কিন্তু আমি একটি নোটিশ এনেছিলাম, সেটার টাইটেল ছিল না বলে রিজেক্ট করে দিয়েছেন। কাজেই এই বৈষম্যমূলক আচরণের কারণ কি, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট জানতে চাই ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- এ সম্পর্কে আমার সংগে মাননীয় সদস্য'এর কোন সম্পর্ক নেই। কোন প্রশ্ন এডমিটেড হল বা না হল। সেটা মাননীয় স্পীকার বলতে পারেন।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ--- পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার ১৮-৩-৭৯ইং তারিখের ঘূর্নিঝড়ে মানিকভাণ্ডারে কতগুলি স্কুল ঘর ভেঙ্গেছে, এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর নিকট কোন তথ্য আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- এ সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, এ বিষয়ে এখনও তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ--- পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, সাম্প্রতিক ঘূর্নিঝড়ে যে সমস্ত পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তাদেরকে সাহায্য করার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- সাম্প্রতিক ঝড়ে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, তাদের সম্পর্কে আমরা একটি বিধি তৈরী করেছি। সে বিধি অনুসারে তারা সাহায্য পাবেন।

Presentation of the Committee Report

মিঃ স্পীকার ঃ--- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো বিধানসভার বিভিন্ন কমিটির রিপোর্ট পেশ করা। এখন আমি পাবলিক একাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীখগেন দাস মহাশয়কে অনুরোধ করব পাবলিক একাউন্টস কমিটির ২৮ তম রিপোর্ট সভায় পেশ করতে।

Shri Khagen Das :—Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House the 'TWENTY EIGHTH' Report of the Committee on Public Accounts.

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি এখন সিডিউল্ড কাস্ট এণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহাশয়কে অনুরোধ করছি তাঁর কমিটির প্রথম রিপোর্ট সভায় পেশ করতে।

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—Mr. Speaker, Sir, I beg to lay before the House the 'FIRST REPORT' of the Committee on Welfare of Scheduled Castes & Scheduled Tribes.

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন আমি গভর্ণমেন্ট এস্যুরেন্স কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীনিরঞ্জন দেব মহোদয়কে অনুরোধ করছি তাঁর কমিটির রিপোর্ট সভায় পেশ করতে।

Shri Niranjan Deb :—Mr. Speaker, Sir, I beg to lay before the House the 'NINETH REPORT' of the Committee on Government Assurance.

মিঃ স্পীকার ঃ-—এখন আমি ডেলিগেটেড লেজিসলেশান কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীনকুল চন্দ্র দাস মহাশয়কে অনুরোধ করছি তাঁর কমিটির রিপোর্ট সভায় পেশ করতে।

শ্রীনকুল চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, উক্ত কমিটির রিপোর্ট এখনও আমার কাছে আসেনি।

(এ ভয়েস ফ্রম অপোজিশান বেঞ্চ---হাউ স্ট্রেঞ্জ)।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মিঃ স্পীকার, স্যার, অদ্যকার বিজিনেস লিষ্টে, হাউসে ডেলিগেটেড লেজিসলেশান কমিটির রিপোর্ট সভায় পেশ করার কথা আছে। অথচ এখনও এই রিপোর্ট সভায় পেশ করা হচ্ছে না। তাহলে আজকের বিজিনেস লিষ্টে এই ডেলিগেটেড লেজিসলেশান রিপোর্ট প্রেজেন্টেশানের কথা আসল কি করে, আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রীনকুল চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই রিপোর্টটি কিছু সময় পরে হাউসে প্রেজেন্ট করব, তজ্জন্য আমি কিছুটা সময় হাউসের কাছে চেয়ে নিচ্ছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মিঃ স্পীকার, স্যার, এই বিজিনেস লিস্ট কি আপনার অজ্ঞাতে হয়েছে ?

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, এটা সম্পর্কে আমি দেখছি, কেন দেরী হল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানতে চাই এখানে যে লিস্টটা হয়েছে সেটা কি আপনার অজ্ঞাতে হয়েছে ?

মিঃ স্পীকার ঃ---সেটা আমি দেখব। গতকালের ডিস্কাশন আরম্ভ করবার জন্য আমি গৌরী ভট্টাচার্যকে আহ্বান করছি। তিনি উপস্থিত নেই।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ---স্যার, গতকাল যে সম্বন্ধে ডিস্কাশন হয়েছিল অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত বেকার সম্পর্কে তখন মাননীয় ডেপুটি স্পীকার ৫টা বাজার ৫ মিনিট যখন বাকী তিনি তখন বলেছিলেন যে বিদ্যা দেববর্মা যে আলোচনা এনেছিলেন তার সমাপ্তি ঘটল। আমরা যে আলোচনা চেয়েছিলাম তার উপর আমাদের ডিস্কাশান করতে দেওয়া হয়নি এবং উনি রুলিং দিয়েছেন যে আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে। (এ ভয়েস---উনারা শেষে ছিলেন না, স্যার। তাঁরা বেরিয়ে গিয়েছিলেন)। (নয়েজ)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার,---

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনব না। আপনাকে রুলিং দিতে হবে। আমরা মাননীয় স্পীকারের কাছে রুলিং চাইছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুমতি দিয়েছি বক্তব্য রাখবার জন্য। কেন তিনি বক্তব্য রাখতে পারবেন না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, আজকের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত এই বিষয়টা নয়। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আজকের আলোচনায় এই বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

II. SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

i) The Minister concerned to give reply to the short Discussion raised by Shri Bidya Ch. Deb Barma, M.L.A. on—

"শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিতদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যা সম্পর্কে"

মাননীয় স্পীকার, স্যার, কালকে আলোচনার শেষের দিকে বিরোধী সদস্যরা বলতে চেয়েছিলেন। তাদের নাম আগেই ইনভাইট করা হয়েছিল, তাঁদের নাম তাঁরা পাঠাননি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—পাঠিয়েছি আমরা, এটা অসত্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই আলোচনা যদি হাউসে কন্টিনিউড হয়, মাননীয় সদস্যদের অধিকার আছে, তারা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন। কারও অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়নি। আমরা এই কথা বলতে পারি যে আমরা বিরোধী দলকে, কোন সময়েই তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করিনি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, এই শর্ট ডিস্কাশনের আমি অনুমতি দিয়েছি। আপনারা যদি নাম না দিয়ে থাকেন, আপনারা বলতে পারেন। এই অধিকার কেউ খর্ব করবে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---কালকে রুলিং কি হয়েছিল, সেটা আগে বলতে হবে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---ডেপুটি স্পীকার কি রুলিং দিয়েছিলেন সেটা আগে আমরা জানতে চাই। (নয়েজ)

মিঃ স্পীকার :---আপনারা যখন চলে যান, তখনও আলোচনা চলছিল। এখন আপনারা যদি নাম না দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনারা এখন বলতে পারেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---যেখানে রুলিং দেওয়া হয়েছে যে, শেষ হয়ে গেছে, তারপর এই আলোচনা আবার স্টার্ট করা যায় কিনা ?

মিঃ স্পীকার ঃ---এমন কোন রুলিং দেওয়া হয়নি যে, এই ডিস্কাশন শেষ হয়ে গেছে। তখন ডিস্কাশন কন্টিনিউ করছিল এবং এটা আজকে আবার হবে। আপনারা বলতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---আমরা টেপ থেকে শুনবো। টেপ আনা হোক।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—আমরা টেপ রেকর্ড থেকে শুনতে চাই।

মিঃ স্পীকার—আপনাদের টেপ শুনলেই বিশ্বাস হবে, আর আমি যে বলছি সেটা বিশ্বাস হচ্ছে না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, ওরা হাউসের কাজ চলতে দিচ্ছে না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে মিঃ স্পীকার চীফ মিনিস্টারের কথায় চলছেন, আর মিঃ ডেপুটি স্পীকার, সমর চৌধুরীর কথায় চলছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এটা অত্যন্ত আপত্তিজনক কথা, মাননীয় সদস্য এই ধরনের কথা হাউসে বলতে পারেন না। স্যার, উনাকে এই কথাটা প্রত্যাহার করতে হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ স্যার, এই কথাটা তাঁর প্রত্যাহার করতে হব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে তাঁকে নেম করা হউক।

মিঃ স্পীকার —মাননীয় সদস্য, আপনি যদি এই কথাটা প্রত্যাহার না করেন, তাহলে আপনাকে নেম করার জন্য যে প্রস্তাবটা এসেছে, সেটাকে ভোটে দিতে আমি বাধ্য হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে ওদের আজকের দিনের জন্য হাউস থেকে সাসপেণ্ড করা হউক।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---স্যার, আমরা আপনার এই রুলিং এর প্রতিবাদে এই সভা ছেড়ে চলে যাচ্ছি (এই সময় শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া এবং শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া সভা থেকে বেরিয়ে যান)।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা আমরা তাদেরকে দিতে দিতে চাই। যেহেতু বিরোধী গ্রুপ হিসাবে তারা সংখ্যায় কম, তা সত্বেও তারা যেটুকু পাওনা তার চাইতেও বেশী সময় এবং সুযোগ সুবিধা আমরা তাদেরকে দিয়ে আসছি।

তা সত্বেও তারা হাউসের কাজ চালাতে দিচ্ছেন না, এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার এবং কোন বিরোধী গ্রুপের কাছ থেকে আমরা এই ধরণের ব্যবহার আশা করতে পারি না। আমাদের এই বিধান সভায় যেসব নিয়ম আছে, তারা সেগুলি যথাযথ ভাবে পালন করবেন, এটাই আমরা তাদের কাছ থেকে আশা করি।

মিঃ স্পীকার ঃ---তাহলে আমি এখন প্রস্তাবটা ভোটে দিচ্ছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---স্যার, আমি আমার প্রস্তাবট উইথ্-ড্র করে নিচ্ছি কাজেই এটাকে আর ভোটে দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ--এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস মহোদয়কে তাঁর বক্তব্য পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীখগেন দাস ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, নির্বাচনের আগে বামফ্রন্ট জনসাধারণের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন যে আমরা যা করতে পারব, তাই জনসাধারণের কাছে বলব, আর যা করতে পারব না, তাও জনসাধারণের কাছে তুলে ধরব। আর সেটা আদায় করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের মতামত গঠন করার জন্য, বামফ্রন্ট সরকার তাদের কাছে আহ্বান জানাবেন। তাই গতকল্য মাননীয় সদস্য, বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহোদয় শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যা সর্ম্পর্কে যে সর্ট ডিস্কানটা উত্থাপন করেছেন, আমি সে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে এই কথাই বলতে চাই, যে সমাজ ব্যবস্থা শোষণের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যে সমাজ ব্যবস্থা চলে, সেখানে বেকার সমস্যা চলতে থাকে এবং বেকারের সংখ্যাও বাড়তে থাকে এবং এই ব্যবস্থায় বেকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয় না, বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায়। ত্রিপুরা আমাদের একটা ছোট রাজ্য, এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারণের সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিগত যে সরকার, ৩০ বছর ধরে এই বেকার সমস্যার জন্য কোন কাজ করেন নাই। বর্তমান সরকার তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তাঁরা তাঁদের কয়েক মাসের রাজত্ব কালে, ১০ হাজার শিক্ষিত এবং অর্ধ শিক্ষিত বেকারদের চাকুরী দিয়েছেন, কারণ তারা চাকুরী দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি বদ্ধ ছিলেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, একটা রাজ্য তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে সমস্ত বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারবে না, যতক্ষন পর্য্যন্ত না এই ভারতবর্ষ থেকে ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উৎখাত হয়। আমি ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যে বেকার সৃষ্টি হয় তার একটি উদাহরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। সেটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা যেখানে যেখানে প্রতিষ্ঠিত, যেমন ব্রিটেনে ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ১৯৭৮ ইং সন পর্যান্ত ১০ লক্ষ ৪৫ হাজার বেকার ছিল, আর এর আগের বছরে ছিল ১০ লক্ষ ৪৫ হাজার বেকার। সেখানে শিল্প বিরোধের ফলে আরও যে ৩ লক্ষ বেকার আছে, তা এর মধ্যে ধরা হয় নি। তেমনি অষ্ট্রেলিয়াতে কর্মক্ষম ব্যক্তির ৭.৮ শতাংশ বেকার, জাপানে ১১ লক্ষ ৬০ হাজার বেকার, স্পেনে ১০ লক্ষ ১৪ হাজার বেকার অর্থাত সেখানকার কর্মক্ষম ব্যক্তির শতকরা ৬০.৭৯ ভাগ বেকার। তেমনি নর্থ ইস্ট ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ, যেমন ডেনমার্ক, পশ্চিম জার্মানী এবং ফ্রান্স এর মধ্যে রয়েছে, এগুলির মধ্যে রয়েছে ৭ লক্ষ ২৯ হাজার বেকার। আর আমেরিকা যেখানে ধনতান্ত্রিক

শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, যেটা ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার এক নম্বর পাণ্ডা, সেখানেও দেখা যায় ১০ মিলিয়ান বেকার আছে এবং ২৬ মিলিয়ান লোক সেখানে দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে। আর অপর দিকে সমাজতান্ত্রিক যে রাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, চীন এবং আরও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সেখানে কোন বেকার নেই। এমন কি ৯০ লক্ষ মানুষের দেশ কিউবা, যেটা পশ্চিম ইউরোপের একটা দেশ, সেখানে কোন বেকার নেই, অথচ আমেরিকা তারই পাশাপাশি অবস্থান করছে। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে যেখানে যেখানে ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, যেখানকার শাসন ব্যবস্থা ধনিক শ্রেণীর হাতে, সেখানকার বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে না। তেমনি ভারতবর্ষে বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেসের রাজত্বে---যে রাজত্ব ধনিক শ্রেণীর স্বর্থে বা কোটিপতির স্বার্থে পরিচালিত হয়েছিল, সেই রাজত্বে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তারও একটা হিসাব আমি এই বিধান সভার সামনে পেশ করছি। ১৯৫৬ সালে কংগ্রেস রাজত্বে বেকার সৃষ্টি হয়েছিল ৭ লক্ষ ৬০ হাজার ১৯৬০ সালে বেকার সৃষ্টি হয়েছিল ১৬ লক্ষ ১ হাজার, ১৯৬৫ সালে ২৫ লক্ষ ৯০ হাজার, ১৯৭০ সালে ২৪ লক্ষ ৭০ হাজার, ১৯৭১ সালে ৫০ লক্ষ, ১৯৭২ সালে ৬৮ লক্ষ ৯০ হাজার, ১৯৭৩ সালে ৮২ লক্ষ ২০ হাজার, ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত অর্থাৎ ঠিক ইমার্জেন্সীর আগে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বেকার ছিল ৮৭ লক্ষ ৯০ হাজার। তারপর সেপ্টেম্বর মাস অর্থাৎ জরুরী অবস্থার মধ্যে বেকার হয়েছিল ৯৬ লক্ষ ৪০ হাজার। কাজেই এই হিসাব থেকে আমরা যদি দেখি, তাহলে দেখব যে, গত ২০ বছরে অর্থাৎ ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষ কংগ্রেস রাজত্বে মোট ৯৬ লক্ষ ৪০ হাজার বেকারের সৃষ্টি করা হয়েছিল। কেন্দ্রে যেহেতু এখন পর্য্যন্ত ধনিক শ্রেণীর শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত এবং তারা এই সমস্যার সমাধান কল্পে এখন পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন নাই, এবং তা তারা করতেও পারবেন না। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী রবীন্দ্র ভার্মা ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে রাজ্য সভার যে হিসাব পেশ করেছেন, তাতে দেখা যায় যে ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে সমগ্র দেশে বেকার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৩ লক্ষ ৫০ হাজার এবং ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে সেই বেকার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৪০ হাজারে। অর্থাৎ জনতা সরকারের আমলেও বেকার সংখ্যা দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। কিন্তু শ্রমমন্ত্রী রবীন্দ্র ভার্মা রাজ্য সভায় এই যে হিসাব পেশ করলেন, এটাই সম্পূর্ণ নয়। কারণ ভারতবর্ষের মধ্যে আরও অনেক বেকার আছে, তারই একটা হিসাব আমি এখানে দিচ্ছি। ১৯৭৪ সালের জাতীয় সমীক্ষায় দেখা যায় যে ১৯৭৩ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৫৪ কোটি ৫০ লক্ষ আর তার মধ্যে ৯২০ মিলিয়ান হচ্ছে একেবারে নিঃস্ব, আর এই সংখ্যাটা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪৫ মিলিয়ান। সুতরাং এই যে হিসাব তাঁরা দিয়েছেন, সেটা সম্পূর্ণ নয়। আজকে ভারতবর্ষে আট হাজার কল কারখানা বন্ধ হয়ে আছে এবং তার মধ্যে ৪ হাজার বড় বড় কারখানা বন্ধ এবং সেখানে হাজার হাজার, লাখ লাখ শ্রমিক বেকার--সেটা শ্রীরবীন্দ্র ভার্মা রাজ্য সভায় যে হিসাব দিয়েছেন তাতে ধরা হয়নি। সুতরাং জনতা সরকার ক্ষমতায় আসার পর যে প্রতিশ্রুতি ভারতবর্ষের বেকারদের সামনে রেখেছিলেন যে আগামী ১০ বছরের মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু বেকার সমস্যার সমাধান কল্পে জনতা সরকার কোন সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। আমরা দেখতে

পাই যে '৭৭ সালের ৩রা জুলাই ৬ষ্ঠ যোজনার রূপরেখাকে বর্ণনা করতে গিয়ে ৬ষ্ঠ যোজনার মিটিংয়ে প্রধান মন্ত্রী সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং সেখানে তিনি বলেছিলেন যে ৭ম যোজনার শেষ দিকে আর বেকার থাকবে না। চলতি ৬ষ্ঠ যোজনার মধ্যে সারা দেশের বিরাট বেকার বাহিনীর অধিকাংশ-এর কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু সেই বেকার সমস্যার সমাধানের কথা উনারা মুখে বললেও ৩০ বছরের কংগ্রেস রাজত্বে বেকার সমস্যার সমাধানের যে প্রতিশ্রুতি ভারতের বেকার যুবকদের সামনে রেখেছিলেন, ঠিক অনুরূপ বক্তব্য ভারতের বেকার যুবকদের সামনে জনতা সরকারও রেখেছেন। কারণ উনারা বলেছেন যে গ্রামে ছোট, মাঝারী এবং ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত উনারা নিয়েছেন এবং কিছু টাকাও দিচ্ছেন। কিন্তু তার সাথে সাথে তাঁরা বলছেন যে গ্রামাঞ্চলে ছোট ও মাঝারী যে সব কুটীর শিল্প গড়ে তুলা হবে, তাদের টেকনিকেল সাহায্য করার জন্য টাটা, বিড়লা অথাৎ বড় বড় শিল্পপতিরা যাঁরা আছেন তাঁরাই সাহায্য করবেন। অর্থাৎ যে বড় বড় শিল্পপতিরা আছেন, ওদের শোষনের জন্য ভারতবর্ষে কোটি কোটি বেকার সৃষ্টি করেছেন, তাদেরই মুনাফার অংকটা বাড়াবার জন্য, তাদের মুনাফার থাবাটা বাড়াবার জন্য গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারিত করবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সেই সিদ্ধান্তের ফলে এটাই প্রমাণিত হয়। সুতরাং উনারা বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারেন না। কিন্তু বেকার সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন, সেটা পালন করেন নাই। কিন্তু আমরা গত বিধান সভার অধিবেশনে প্রস্তাব এনে-ছিলাম বেকারদের কাজ না দেওয়া পর্যন্ত বেকার ভাতা দেওয়ার জন্য। কিন্তু তার পরিবর্তে কেন্দ্র থেকে বলা হল যে বেকার ভাতা দেওয়া ঠিক হবে না---এ কথা জানালেন কেন্দ্রীয় সরকারের এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জের ডাইরেক্টার জেনারেল--উনার কাছ থেকে যে রিপোর্ট এসেছে এবং প্রধান মন্ত্রী বেকার ভাতার উপর যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে দেখা যে, বেকার ভাতা যদি দেওয়া হয়, তাহলে কর্মের স্পৃহা থাকবে না। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা, বেকার মানুষ এমনিতে হয় নাই। আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে ভারতের নাগরিক হিসাবে কাজ পাবার. অধিকার আছে খাবার পাবার। তাদের সেই অধিকার দেবার জন্য এই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগঠিত ভাবে লড়াই করার, সংগ্রাম করার, অধিকার বেকারদের আছে। সুতরাং আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের যে বেকার সমস্যা, তার সমাধানের জন্য দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। এই বেকারদের জন্য, এই রাজ্যের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যা করা যায়, সেটা তারা করেছেন। কিন্তু এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ বেকার সমস্যার মূল উৎপাটন করতে পারবেন না। সুতরাং এই রাজ্যের বেকারদের কাজ দেওয়ার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে এবং তাদের কাজ দেওয়া সাপেক্ষে সেই সব বেকারদের বাঁচার জন্য যা ন্যূনতম প্রয়োজন, তা দিতে আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব এবং ত্রিপুরার বেকারদের জন্য একটা স্থায়ী সমাধান করার জন্য সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানিয়ে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতকাল আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা যে আলোচনা উত্থাপন করেছেন শিক্ষিত এবং অর্দ্ধ-শিক্ষিত

বেকারদের সম্পর্কে সেই সম্পর্কে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে এই সমস্যা আজকে একটা ব্যাপক জাতীয় সমস্যার রূপ নিয়েছে। সুতরাং এই সমস্যার সমাধান করতে গেলে একটা জাতীয় পরিকল্পনা নিয়েই এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। সেটা যদি করতেহয়, তাহলে জাতীয় স্তরে একটা নীতি নির্দ্ধারণ করতে হবে। আমাদের রাজ্যে যে বামফ্রন্ট সরকরে আছেন, রাজ্যের সীমিত সুযোগ দ্বারা বেকার সমস্যা সমাধানের কিছু কিছু প্রচেষ্টা তাঁরা নিয়েছেন। কিন্তু তাতে রাজ্যের সার্বিক বেকার সমস্যার সমধান করে বেকারদের কর্মসংস্থান করা সম্ভব নয়। এছাড়া আমি মনে করি, যে ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলছে তাতে এই সমাস্যা থাকবেই। বর্ত্তমানে যে সমাজ ব্যবস্থা চলছে সেখানে বেকার থাকবে না, এটা হতে পারে না। সুতরাং এই সমাজ ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে আজ ভারতবর্ষে বেকার সমাস্যা একটা জাতীয় সমস্যার আকার নিয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য খগেন দাস বেকারদের সম্পর্কে ক্যাটিগরিকেলী হিসাব দিয়েছেন আমি সেখানে যেতে চাই না। আমি শুধু এই কথা বলতে চাই আজকে ভারতবর্ষে এক কোটি, দেড় কোটি বেকার সৃষ্টি হয়েছে, তাদের জন্য কর্মসংস্থান করতে গেলে যেখানে ভারতের লোকসংখ্যা শতকরা ৭০ জন লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল সেক্ষেত্রে আমাদের যদি বেকার সমস্যার সমাধান করতে হয়, তাহলে আমাদের প্রথমে চিন্তা করতে হবে কৃষকদের সমস্যা সমাধানের কথা কৃষির উপরই ভারতের সমস্ত সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্যার সমাধান করতে গেলে শুধু রাজ্য সরকার সেটা সমাধান করতে পারে না, কেন্দ্রীয় সরকারকেও সেই দায়িত্ব নিতে হবে। কৃষির উন্নতি করতে গেলে ভূমি সমস্যার সমাধান ছাড়া এটা করা সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনি রিসেস-এর পর আবার বলার সুযোগ পাবেন। এখন সভার অধিবেশন বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

(আফটার রিসেস)

মিঃ স্পীকারঃ—এই মাত্র খবর পাওয়া গেল যে লোক নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ যশলোক হাসপাতালে পরলোক গমন করেছেন। এ ব্যাপারে উনার অবিচ্যুয়েরী ষ্টেটমেন্ট তৈরী করতে একটু সময় লাগবে। সেইজন্য হাউস আধ ঘন্টা এডজর্ণড ঘোষণা করছি।

(আফটার অ্যাডজর্ণমেন্ট)

মিঃ স্পীকারঃ—আমরা এখন খবর পেয়েছি জনতা পার্টির প্রেসিডেন্ট মিঃ চন্দ্রশেখর একটা টেলিগ্রাম করেছেন যে লোক নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের মৃত্যু হয় নি।

এখন আমাদের হাউসের বিজনেস আরম্ভ করছি। মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদারকে উনার বক্তব্য রাখতে আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদারঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে কথা বলছিলাম যে ভারতবর্ষের মূল সমস্যা যেটা, সেটা হল বেকার সমস্যা। এই সমাস্যা এক দিনে সমাধান করা সম্ভব নয়। এই বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে শিল্পায়নের দিকে নজর দিতে হবে। গ্রামীণ ছোট ছোট শিল্প, কুটির শিল্প, সেগুলি উন্নতি করে এই সমাস্যার সমাধান সম্ভব। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষমতা সীমিত। কাজেই

কেন্দ্রীয় সরকারকে সমস্ত দেশ ব্যাপী এই ধরণের শিল্পন্নোয়নের উদ্যোগ নিতে হবে এবং তার সাথে কৃষি এবং ভুমি সংস্কারের দিকে লক্ষ্য রেখে, এই সমস্যা সমাধানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বিগত ৩০ বৎসরের কংগ্রেসী শাসনে এরকম কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেছিলেন যে বছরে পাঁচ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থানে ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমরা দেখতে পাই, সেই বেকার সমস্যা ভারতবর্ষে উত্তোরোত্তর বেড়েই চলেছে। আবার মোরারজীভাই ঘোষণা করেছেন যে, দশ বছরের মধ্যেই সমস্ত বেকার সমস্যার সমাধান করা হবে। কিন্তু এই জনতা সরকারের তিন তিনটা বাজেট দেখলাম, তাতে বেকার সমস্যার সমাধানের কোর বিশেষ কর্ম সূচী নেই। আমাদের দেশে বিপুল ম্যান পাওয়ার রয়েছে যা দেশের প্রডাকশনের কাজে লাগানো যায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই অবস্থাকে দূর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা এই যে সমাজ ব্যবস্থা এটাতে সম্ভব নয়। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকেও এই ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা প্রসংশনীয় এবং এই উদ্যোগের দিকে লক্ষ্য রেখে আজকে সমস্ত ভারতবর্ষকেই চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। কাজেই বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করার জন্য আবেদন রেখে, আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যারা ইচ্ছা করলে এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

(শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং সীটে বসে আমরা আর অংশ গ্রহণ করব না)

মিঃ স্পীকারঃ—আমি এখন শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্যকে আলোচনা করতে আহ্বান করছি।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্যাঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে যে আলোচনা মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা তুলেছেন, আমি সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছি। সমস্ত ভারতবর্ষে যে বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেটা একদিনে হয় নি। সেটা দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস অপশাসনের ফলে হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও কংগ্রেস দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছে এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য কোন দিন চিন্তা করে নি। আজকে যে বিধায়ক এই আলোচনা এখানে উপস্থিত করেছেন, সেটা এই বিধান সভায় কংগ্রেসী রাজত্ব কাল থেকেই তারা আন্দোলন করে আসছেন। আজকে এটা প্রসংশনীয় যে বামফ্রন্ট সরকার এই আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছেন এই হাউসের মধ্যে। আমরা দেখছি গত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় জনতা পার্টির নেতারা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন, যে সমস্ত বেকার সমস্যার সমাধান করা হবে। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে যে তারা সেই সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে আসছেন না। এখানে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করছি যে বামফ্রন্টের সদস্যারা এবিষয়ে যে আলোচনা করছেন, তাতে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যারা অংশ গ্রহণ করছেন না। অথচ মাঠে ময়দানে উনারা বলে বেড়াচ্ছেন যে বেগুনের দাম যে পাঁচ ছয় পয়সা হয়েছে, সেটা সমন্বয় কমিটির সুবিধার জন্যই করা হয়েছে। এই ধরণের সমালোচনা তারা করছেন। এটা ঠিক নয়। দেখতে হবে এটা কার,

করেছে। আমরা দেখছি কংগ্রেস ৩০ বৎসর রাজত্ব করেছে এবং গত ইলেকশনে মানুষ তাদেরকে উচ্ছেদ করেছে। কাজেই দেখা যায় মানুষ মরলে একটা লাস শুধু পড়ে থাকে। আজকে বিরোধী পক্ষের সদস্যরাও ঐ লাসের মতই। কাজেই সেই দিক থেকে আমরা দাবী রাখব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি ঘরে ঘরে যে বেকার আছে, তাদের জন্য কাজের সংস্থান করতে হবে। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি দীর্ঘদিন ধরে যে দাবী করে আসছে এই বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের এই আলোচনা। ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ আমাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন সেই দায়িত্ব পালন করার জন্যই আজকে এই প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করা হয়েছে এবং এটাকে আমি সমর্থন করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর বিবৃতি রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপিত করেছেন, সেটা আমাদের রাজ্যের পক্ষে শুধু নয়, সারা দেশের পক্ষে একটা জরুরী সমস্যা। বেকার সৃষ্টি হবার মূল কারণ হচ্ছে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, যে ইস্যুটা নিয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে, সেটা এখানে আলোচনা হতে পারে কিনা আমি জানতে চাই? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার সাহেব, যে রুলিং দিয়েছেন সেটা চেঞ্জ হয়েছে কি?

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি আগেই অনুমতি দিয়েছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার এ কথা বলেন নি। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি। তিনি বলেছেন, জবাবী ভাষণ মিনিষ্টার দেবেন এই কথা বলেছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের লক্ষ্য যেখানে অতিরিক্ত মুনাফা বাড়ানো, সেখানে মানুষের প্রয়োজনে উৎপাদনগত জিনিস তৈরী হয় না। মানুষের প্রয়োজন মেটানো, মানুষের যে ক্রয় ক্ষমতা তার দিকে দৃষ্টি রেখে করা হয় না ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সেটা আসে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সংবিধানে কাজের অধিকার আছে। সেখানে মানুষ যদি কাজ না পায়, তাহলে সে সরকারের কাছে আসতে পারে, সরকার চাকুরী না দিলে আদালতে যেতে পারে, সরকারের কাছ থেকে কাজ আদায় করার জন্য। আমি এখানে ছোট একটা সমাজতান্ত্রিক দেশের নাম করছি। সে দেশ হচ্ছে চেকোশ্লোভিয়া। ঐ দেশের প্রতিনিধি আমাদের এখানে অতিথি হয়ে গিয়েছেন, তাঁরা বলেছেন, আমাদের দেশে আমরা আরো লোক নিতে পারি। সোভিয়েৎ দেশে যে নারী বেশী সন্তানের জন্ম দেন, তাকে পুরস্কৃত করা হয়। কেননা কাজের জন্য লোকের দরকার। এমনকি চীনের মত দেশে, যেখানে লোকসংখ্যা প্রায় ১০০ কোটির মত, সেখানে কোন লাইফ রেজিষ্ট্রি রাখতে হয় না, বেকারদের নাম রেজিষ্ট্রি করার জন্য কারণ সেখানে কোন বেকার নেই। অথচ যেখানে যারা সবচেয়ে ধনী বলে গর্ব করেন, সবচেয়ে বেশী

অগ্রসর বলে গর্ব করেন, সেই আমেরিকায় মাননীয় সদস্যরা জানেন, জনসংখ্যার ১০ থেকে ১৫ ভাগ বেকার। তার মধ্যে বেশী বেকার কৃষ্ণকায় শ্রেণীর লোক, যাদের আমরা নিগ্রো বলি। আর পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী বেকার আমাদের এইখানে। জনতা পার্টি কেন্দ্রে শাসন করছেন। তার আগে শ্রীমতী গান্ধী শাসন করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে ক্রমবর্ধিত বেকার সমস্যা দেখা যাচ্ছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন, আমাদের শিল্পে যেমন অগ্রসর হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে মন্দাও দেখা দিয়েছে। ৪,০০০ এর মত বড় কারখানা এবং ৮,০০০ এর বেশী মাঝারী কারখানা বন্ধ আছে। এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রী হয় না বলে, সেই উৎপন্ন দ্রব্য আমাদের বাইরে পাঠানোর সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই বিক্রি না হবার কারণ কি? আমরা জানি, আমাদের দেশের ৭০ ভাগ লোক কৃষিজীবি। আজকে এই কৃষকদের মধ্যে ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়ছে। আজকে এই জমি অল্প কিছু লোকের হাতে চলে যাচ্ছে। জমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃত কৃষকের হাতে বিলি বন্টন না করা হবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শিল্পে উন্নতি হবে না। বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। আমাদের ত্রিপুরার কথা যদি দেখি, তাহলে দেখব, আমাদের এখানে জুমিয়া, ভূমিহীন এবং গরীব কৃষক তারাই হচ্ছে প্রধান অংশ জনগণের। তাছাড়া আমাদের এখানে রাস্তাঘাট তৈরী হয়নি, রেল আসে নি, উৎপাদন সীমাবদ্ধ, ব্যাঙ্কে যে টাকা আছে, তার থেকে মাত্র শতকরা ৩৪ ভাগ লগ্নী করা হয়। অধিকাংশ টাকা বাইরে চলে যায়। এই যে একটা পরিস্থিতি, এই পরি-স্থিতির মধ্যে কোন শিল্পই গড়ে উঠে না। শিল্প গড়ে উঠলেও সেটা বেশী দিন স্থায়ী হয় না, বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং বেকার সমস্যা সমাধান আর হয় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, সবল সুস্থ ছেলে মেয়ে যখন এসে বলে আমাকে যে কোন একটা কাজ দিন, আমরা করতে প্রস্তুত আছি, তখন এই সরকারকে এক ভয়াবহ অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যদি প্রয়োজনীয় সাহায্য না পাওয়া যায়, তাহলে এই কাজ দেওয়ার মত কোন উপায় থাকে না। আমাদের এই সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে গ্রামে গঞ্জে পরিকল্পনা রূপ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। গ্রামে শহরে শিল্প গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের কথা বিশেষভাবে বলব। আমি একটু আগে বলেছি যে, আমাদের এখানকার মানুষ গরীব। সে জন্য এখানকার মানুষ ব্যাঙ্ক থেকে বেশী সাহায্য পাচ্ছে না। যারা পুঁজিপতি, বেশী টাকার মালিক, বড় বড় কল কারখানার মালিক, তাদের কাছে ব্যাঙ্কের টাকা বেশী যায়। বেশী কাজ সৃষ্টি করার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের যে পরিকল্পনা হওয়া উচিৎ, তা কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, বেকারদের কাজ দিতে না পারলে, ভাতা দেওয়া উচিত, এই কথা ৭ম ফিনান্স কমিশনের কাছে রেখেছিলাম। আমরা শুধু নই, অনেক রাজ্য রেখেছিল। সেখানে ৭ম কমিশন বলছেন, রাজ্য পারলে বেকার ভাতা দিতে পারেন। কোন কোন রাজ্য দিয়েছেনও। পশ্চিম বাংলায়ও সীমাবদ্ধ ক্ষমতা। এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে থেকেও পশ্চিম বাংলা বেকার ভাতা কিছু দিয়েছেন। কিন্তু ত্রিপুরার আয়ের সুযোগ সীমাবদ্ধ। কাজেই এই সীমাবদ্ধ আয়ের থেকে এই ধরণের ভাতা দেওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই হাউসের তরফ থেকে প্রস্তাব গ্রহণ করে পাঠানো

হয়েছিল। আমরা আবার এই প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে উপস্থিত করব এবং এইখানকার আলাপ আলোচনা উপস্থিত করব। আমি আশা করব, আমাদের এইখানে আরো বেশী শিল্প গঠনের সাহায্য করার জন্য ইনফ্রাকচার যেটা যান বাহনের ব্যবস্থা, বিদ্যুতের ব্যবস্থা, ব্যাঙ্কের কাজ কর্মের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা আশা করব, শিক্ষিত এবং অর্ধ শিক্ষিত বেকার যেসব ছেলে মেয়ে আছেন, তাদের জন্য আরো বেশী সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে পারব।

বিধান সভার কমিটি রিপোর্ট পেশ

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন আমি ডেলিগেটেড লেজিসন কমিটি চেয়ারম্যান শ্রীনকুল দাস মহাশয়কে অনুরোধ করব তার কমিটির রিপোর্ট সভায় পেশ করতে।

Shri Nakul Das :—Mr. Speaker, Sir, I beg to present to the House, on the 6th Report of the Deligated Legislation Committee.

Government Bill

মিঃ স্পীকার ঃ---"দি ত্রিপুরা মার্কেটস্ বিল, ১৯৭৯ইং (ত্রিপুরা বিল নং ২ অব ১৯৭৯ইং) হাউসে বিবেচিত হয়েছিল। এই প্রস্তাবটির উপর মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয়ের একটি অ্যামেণ্ডমেন্ট ছিল।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অ্যামেণ্ডমেন্টটি মুভ করছি না।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন আমি মাননীয় রেভেনিউ মিনিষ্টারকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি গত কালই এই মার্কেট বিলের উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ ধারাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছি, তাই আজকে আমার আলোচনা করার বিশেষ কিছু নেই। তবে মাননীয় সদস্যদের সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি সেকশান সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে বলতে চাই। বর্ত্তমানে ত্রিপুরাতে যে সমস্ত বাজারগুলি আছে এখন থেকে সেই বাজারগুলিকে একটা সুনির্দিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে। কারণ, হয়তো কয়েকটি বাজার কয়েকজন ব্যক্তির মালিকানায় আছে অর্থাৎ প্রাইভেট জমিতে বাজার বসছে। সেই জমির উপর বেচা-কেনার উদ্দেশ্যে লোক জড় হয়, সেই ব্যক্তিগত মালিকাধীন যে বাজার, সেই বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য বর্ত্তমানে সরকারের হাতে এমন কোন বিধান নেই যে, সেই বাজারগুলি তুলে দিতে পারেন। তবে বিধি অনুসারে ক্রেতা-বিক্রেতা এবং ঐ অঞ্চলের অধিবাসী যারা আছেন, তাদের স্বাস্থ্য এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা যাতে বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য সর্বত্র বাজারকে একটা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে আনার ব্যবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যে করা হচ্ছে। তার জন্যই আমরা "দি ত্রিপুরা মার্কেটস্ বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ২)" উত্থাপন করেছি। মাননীয় সদস্যরা যদি মনে করেন যে, এটার উপর আলোচনা করার প্রয়োজন আছে, তাহলে আপনারা আলোচনা করতে পারেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মাকে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় রেভেনিউ মিনিষ্টার এখানে যে মার্কেটস্ বিল এনেছেন, সেই সম্বন্ধে আমি কয়েকটি বক্তব্য

রাখছি। এখানে যে বিলটি আনা হয়েছে, সেটা একটা নূতন বিল। আমরা জানি দীর্ঘ দিন ধরে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট বাজার এবং বড় বাজারগুলি বিশৃখংলার মধ্যে ছিল, সে সমস্ত বাজারগুলিতে কোন শৃংখলা ছিল না, সেখানে কোন নিয়মনীতি মানা হতো না, তাই সুষ্ঠুভাবে বাজার পরিচালিত হতো না। এই বিল আনার ফলে, বাজারগুলির কিছু উপকার সাধিত হবে, সেই সঙ্গে আমি এটাও বলছি যে এই মার্কেটস্ বিলের দ্বারা সরকারের কিছু রাজস্বও আদায় হবে। এছাড়া বাজার কমিটি থাকবে এবং বাজার পরিচালনা করার জন্য কর্তৃপক্ষও থাকবে। কিন্তু যে সমস্ত মহাজন পুঁজি-পতী ব্যবসা করছেন, তারা বিভিন্ন ভাবে ক্রেতাদের ঠকাচ্ছেন, সেই দিকটা হয়তো নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হবে না। এখানে আর একটা জিনিষ আমার চোখে পড়েছে. সেটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি নি যে, বাজারের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণের ভার থাকছে সাব-ডিভিশনাল অফিসারের উপর কিন্তু সেকশান থ্রি, সাব-সেকশান টু সেখানে আছে দি অরগানাইজার অর ম্যানেজার অব দি মার্কেট——, ত্রিপুরায় ব্যক্তিগত জোতের উপর অনেক বাজার আছে, যেমন উত্তর চড়িলাম এবং দক্ষিণ চড়িলামে। চড়িলামে নদীর পারে গরুর বাজার নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে গোলমাল চলছে তাই আমি বলতে চাই ত্রিপুরার যে সমস্ত বাজার আছে সেই সমস্ত বাজারের মালিকানা সরকারের হাতে নেওয়া উচিত কারণ কারোর ব্যক্তিগত মালিকানায় রাজারগুলি থাকা উচিত নয়। কারণ মার্কেট গুলি. বিভিন্ন মালিকানাধীন আছে, সেগুলি যদি সরকারী নিয়ন্ত্রনাধীন আনা যায়, তাহলে সেগুলি শৃংখলাবদ্ধ থাকবে। কাজেই এখানে এই যে বিল আনা হয়েছে, সেটা বাস্তবে রূপায়ন না হলে পরে, এই বাজার উন্নয়ন কোন ক্রমেই সম্ভব হবে না। ত্রিপুরায় এই ধরনের বিল এই প্রথম। এই বিলের মাধ্যমে বাজার-গুলিকে সুষ্ঠু ভাবে রক্ষনাবেক্ষন করে, ত্রিপুরায় যে সমস্ত ব্যবসায়ী আছে; তাদের মধ্যে শৃংখলা ফিরিয়ে আনবে, এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এবং হাউসের মাননীয় সদস্য বৃন্দ, আজকে হাউসে ত্রিপুরা মারকেট বিল নামে যে বিলটি এসেছে, তাকে আমি সমর্থন করি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের বিলোনীয়া মহকুমার জুলাইবাড়ী. কলসী, বীরচন্দ্র মনু, লাউগাং এই ৪টা বাজার হল প্রাইভেট। এই বাজার-গুলি বহু পুরোনো। অথচ পুরোনো হওয়া সত্বেও; এই সমস্ত বাজার গুলির কোন উন্নয়ন এখনও হয় নি। কিন্তু এই বাজারগুলি যদি সরকারী নিয়ন্ত্রনাধীনে, প্রতিটি গাঁও সভার অধিনে আসে, তাহলে সেগুলি আরও উন্নতি হবে। বিগত তিন দশক ধরে কংগ্রেসীরা রাজত্ব করেছে, অথচ এই বাজারগুলির কোন সংস্কার তারা করেন নি। এই সমস্ত বেশীর ভাগ বাজারে পাট বিক্রি হয়, কার্পাস বিক্রি হয়, তিল বিক্রি হয়, সরিষা বিক্রি হয়, তাছাড়া অনেক পন্যাদিও বিক্রি হয়। এই সমস্ত বাজারগুলি যদি সরকারী নিয়ন্ত্রনাধীনে আনা যায়, তাহলে আরও ডেভেলাপমেন্ট হবে। কাজেই ভুমি রাজস্ব মন্ত্রী কর্তৃক আজকে হাউসে যে ত্রিপুরা মার্কেট বিল এসেছে, তাকে আমি পুরা-পুরি সমর্থন করি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গতকাল ভূমি রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক যে ত্রিপুরা মার্কেট বিল হাউসে উথ্থাপিত হয়েছে, এই বিলকে আমি সমর্থন করি। বাজার সংক্রান্ত বিলের সমর্থন এ বলতে গিয়ে, আমি বলছি যে এই বাজার জনজীবনের সংগে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। বাজারের মাধ্যমে মানুষ নিজেদের প্রয়োজনানুযায়ী পণ্যাদি ক্রয় বিক্রয় করে থাকে। দুর্গমাঞ্চলের একজনের সংগে আর এক জনের পরিচয় হয় এই বাজারের মাধ্যমেই। একে এর অন্য সংগে তার মানুষিক ভাব ব্যাক্ত করে, তার আত্মীয় স্বজনের সংগে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে এই বাজারের মাধ্যমেই। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সংগে এই বাজার একদিকে যেমন একটি গুরুপূর্ণ ভুমিকা পালন করে, তেমনি মানুষের যোগাযোগ সৃষ্টির সহায়কও এই বাজার। কেননা অনেক দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এই বাজারগুলিতেই এসে জমায়েত হয়। এহেন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা যে বাজার পালন করে, সেগুলি এখনও অউন্নত অবস্থায়, ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে রয়ে গেছে। ফলশ্রুতিতে জনজীবনে শান্তির অনেক ব্যাঘাত হয়। কারণ এই সমস্ত বাজার গুলিতে বড় বড় দোকানদার থেকে যে পরিমাণ মুঠি তোলা হয়, তেমনি অনেক ছোট ছোট দোকানদার, যেমন কলা বিক্রেতা, প্রভৃতির কাছ থেকেও সেই পরিমাণ মুঠি তোলা হয়। তাছাড়া আরেকটা জিনিষ আমরা দেখেছি, বাজারগুলি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন থাকায়, সে বাজারে অনেক ফড়িয়া থাকে, যারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিক্রেতাদের কাছ থেকে অনেক বেশী মুনাফা লুটার চেষ্টা করে এবং বাজারের শান্তি বিঘ্নিত করার চেষ্টা করে। তারা যদি ঐ সমস্ত বাজারের কমিটির কাছে বিচার চাইতে যায়, তারাও ঐ ফড়ের পক্ষেই রায় দেয়। যার ফলে সাধারণ বিক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় সবচাইতে বেশী। কাজেই আজকে যাতে ঐ সমস্ত অরাজকতা বাজারগুলিতে না চলে, আইন শৃঋলা সুষ্ঠু ভাবে বজায় থাকে, ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে, সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই আজকে এই বিলটা আনা হয়েছে। আমরা দেখেছি অনেক দূর দূরান্ত থেকে ব্যবসায়ী পায়ে হেটে পণ্যাদি বিক্রয় করার জন্য বাজারগুলিতে আসেন, কিন্তু স্থানাভাবে রাস্তার পাশে তাদেরকে বসতে হয়, অথবা বসার জায়গা পাবেন কিনা তারও কোন নিশ্চয়তা থাকেনা। তারপর রোদ এবং বৃষ্টিতে তাদের পণ্য সামগ্রীও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অনেক সময় রাস্তার পাশে বসতে গিয়ে, ট্রাফিক পুলিশের সংগে তাদের বিরোধ ঘটে। অথচ তাদের যদি বসার জন্য কোন নির্দিষ্ট জায়গা থাকত, তাহলে এই ধরণের বিশৃঋলার সৃষ্টি হয় না। কাজেই শান্তিপূর্ণভাবে বাজার করার জন্য, বিক্রেতারা যাতে সুষ্ঠু বিচার পান এবং গ্রামে বড় বড় ফড়েরা যাতে ছোট ছোট কৃষকদেরকে পণ্যাদি বিক্রয়ে ঠকিয়ে নিজেরা মুনাফা লুটতে না পারে, তার বিধান এই বিলের মধ্যে আছে। তজন্য আমি এই বিলকে সমর্থন করি। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলছি, চাল বিক্রেতারা যখন মাথায় করে দূর থেকে বিক্রি করার জন্য চাল নিয়ে আসেন, তখন যারা ফড়িয়া, তারা নির্ধারিত মুল্যের চেয়েও কম দামে ঐ চাল বিক্রিতাদের কাছ থেকে কেনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা যদি বিক্রি না করেন, তবে নানান ধরণের অপকৌশলে তাদেরকে সেই দামে বিক্রি করতে বাধ্য করে। এমনকি সময়ে সময়ে তাদের মারধোরও করা হয়।

সুতরাং আজকে এই বিল আসার ফলে, এই ধরণের অরাজকতা সৃষ্টি করার সুযোগ তাদের আর থাকছেনা বলে এই বিলটিকে আমি সমর্থন করছি। দেখা যায় এমনভাবে অবস্থা দাঁড়ায় যে সেই পাহাড়ী যারা গ্রাম হতে বহু দুর পায়ে হেঁটে বাজারে উপস্থিত হয় সেখানে বাজারে ফড়িয়ারা তাদের বসার জায়গা দেয় না। অসহ্য হয়ে জুমিয়ারা এই দোকান থেকে অন্য দোকান পর্যন্ত ঘোরাফেরা করে এবং বাধ্য হয়ে কম মুল্যে বিক্রি করে যেতে হয়। তারজন্য যেখানে লাইসেন্স প্রথা চালু করা হয়েছে, এই লাইসেন্সধারী বিক্রেতা যে জায়গাতে বসবে, সেই জায়গা সে পাকা করতে পারে। ড্রেন করতে পারে। এই ব্যবস্থা আছে। কোথায়ও কোথায়ও দেখা যায় বাজারের মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। আমি বলতে পারি পাবিয়াছড়া বাজার বহু পুরানো সরকার থেকে সংস্কার করতে গেলে শোনা যায় পুরনো জমিদার বলছেন আমি এই বাজারের মালিক। আবার সরকার থেকে দেখা যায় এটা খাস। এই যে অবস্থাটা, ব্যক্তিগত মালিকানা কখন আসে? যখন তার বাচার স্বার্থে প্রশ্ন আসে, তখনি বড় বড় মালিকেরা নিজের স্বত্ব দাবী করে এবং যত কম পণ্য যারা বাজারে নিয়ে আসে, তাদের বেশী দুর্ভোগ ভুগতে হয়। এই সমস্ত দুর্ভোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য পুরোপুরিভাবে এই বিলের মধ্যে উল্লেখ আছে। লাইসেন্স করে দেবেন সেই কথাটাও উল্লেখ আছে। সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক আনীত এই বিলটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা ঃ—মাননীয় উপাধক্ষ্য মহোদয়, যে বিলটা উত্থাপিত হয়েছে এটাকে আমি সমর্থন করি। তার সাথে সাথে আমি একটু আলোচনা করতে চাই। কারণ আমরা দেখছি যে বাজার সম্পর্কে কিছু খাস, এক কাণির মত যেখানে জোত আছে সেখানে মালিকানা বসাতে চায়। সেখানে মালিক বিক্রেতাদের সংগে যে দুর্ব্যবহার করে তারজন্য বামফ্রন্ট সরকার গভর্ণমেন্ট থেকে তদন্ত করার পর সেই জায়গাটা না দেওয়ার জন্য সেখানে শেডের ব্যবস্থা করতে পারে নি। সেজন্য যে ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে আছে সেই ব্যবস্থার জন্য আমি সমর্থন করি বিলটাকে। ময়নামা একটা দীর্ঘ-দিনের বাজার। সেটা সমস্তটা জোতের বাজার। সেটাকে মালিক পক্ষ থেকে কোন সংস্কারের ব্যবস্থা নাই।

গভর্ণমেন্ট থেকেও এটাকে সংস্কার করা সম্ভব নয় মালিকানার জন্য। সেজন্য এই বাজারটাকে গভর্ণমেন্ট নেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। এই বাজারটাকে উন্নীত করতে গেলে যা যা করা প্রয়োজন আশা করি সরকার তা করবেন। এটা একটা দীর্ঘ দিনের ঘটনা। আমি এই বিলকে সমর্থন করি। এই বলেই আমি বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই যে বিল আনা হয়েছে, ত্রিপুরা মার্কেট বিল, ১৯৭৯ ইং. সেটাকে আমি সমর্থন করি। কিন্তু সমর্থন করার সংগে সংগে তার কতগুলি অসুবিধার কথাও বলতে চাই। সেটা হল যে, বিলে সরকার

মার্কেট অধিগ্রহণ করবেন এইরকম কোন পরিষ্কার আইন আমরা দেখছি না। কিন্তু যারা মার্কেট করতে যাবে, তারা লাইসেন্স পাবে এবং কয়েক মাস বা কয়েক বছর পর পর রিনিউ করতে পারবে। তাতে মার্কেটের যে সুযোগ সুবিধা যা যারা গ্রাম থেকে জিনিষপত্র বিক্রি করতে আসবে, তাদের খুব সুবিধা হবে বলে আমি মনে করতে পারছি না। কারণ যারা মার্কেটে তরিতরকারী বিক্রি করতে আসে, তাদের উপর কর ধার্য করা হয় এবং লাইসেন্স যখন দেওয়া হবে, তখন যারা বিক্রি করতে আসবে তাদের উপর তারা কর বাড়াতে পারবেন না সেইরকম নির্দিষ্ট কিছু না থাকাতে, তারা যে সুযোগ সুবিধা পেতেন, সেই সুবিধা থাকবে আমি সেটা দেখছি না। কাজেই আমি মনে করি সরকার এই ব্যাপারে যদি সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেন, তাহলে বোধ হয় ভাল হবে। যাই হোক, যে উদ্দেশ্যে এই বিল আনা হয়েছে, মনে হয় এই বিল যদি কার্যকরী হয়, তা হলে বাজারের বিশৃঙ্খলা সামান্য কমতে পারে। এই বিলের আর একটা উদ্দেশ্য থাকতে পারে, সরকারের কোষাগারে কিছু পয়সা আসতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানায় বাজার চালিয়ে কিছু কিছু লোক সংসার চালায় তাদের পক্ষে হয়ত সেই সুযোগ আসবে না। তবে ইনডাইরেক্টলী যারা অথরিটি বা মঞ্জুরী দেন, তারা বলবেন লাইসেন্স আমার এত টাকায় করতে হয়েছে, সেজন্য বিক্রেতার উপর হয়ত কিছু বাড়তি পয়সা বসাবেন। যাই হোক বিলটাতে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আমি এই বিলকে অভিনন্দন জানাই এবং এই বিলের ধারাগুলিকে যথাযথভাবে পালন করবেন বলে আমি আশা করি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার ঃ—শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গতকাল এই হাউসে মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়, দি ত্রিপুরা মার্কেটস বিল, ১৯৭৯ যেটা এনেছেন, সেটাকে আমি আমার পূর্ণ সমর্থন জানাই। সমর্থন জানাই এই জন্য যে, বাজার মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য একটা কৃষি প্রধান রাজ্য, ত্রিপুরার মানুষ গরীব এবং সেই গরীব অংশের কৃষক থেকে শুরু করে দিন মজদুর পর্য্যন্ত, প্রতিটি মানুষের সঙ্গে এই বাজারের যোগাযোগ রয়েছে। ছোট ছোট কৃষক, তারা যে সব কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে, সেগুলি বিক্রি করতে হলে তাদের বাজারে আসতে হয়, আবার যে সব দিন মজদুর সারা দিন পরিশ্রম করে, সন্ধ্যার দিকে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কেনার জন্য বাজারে আসতে হয়। কাজেই সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের সঙ্গেই এই বাজারের একটা ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু এই ত্রিপুরা রাজ্যে দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ বাজারগুলো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন আছে। মালিকেরা তাদের কর বা তোলা সেই বাজার থেকে তুলে নেয়। কেউ এক কে, জি, আলু নিয়ে এল, বা কেউ এক কে, জি, বেগুন নিয়ে এল অথবা কেউ একটা লাউ নিয়ে এল, মালিকেরা তাদের থেকেও তোলা তুলে নেয়। কাজেই এই সাধারণ গরীব মানুষ অনেক কষ্ট করে যে সামান্য কিছু উৎপাদন করছে এবং সেগুলি বিক্রি করার জন্য বাজারে আসছে তাদেরকেও মালিকরা রেহাই দিচ্ছে না। অথচ তার পরিবর্তে বাজারের মধ্যে তাদের জন্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা থাকার কথা, সেদিকে মালিকরা কোন নজরই রাখছে না। আমরা লক্ষ্য করছি, বিশেষ করে আমার মহকুমাতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ৪টা বাজার আছে,

যেমন আভাঙ্গার শান্তির বাজার, কুলাইতে কুলাই রাজোর ইত্যাদি। সেই বাজার গুলিতে যারা ক্রয় বিক্রয় করবার জন্য আসবে, তাদের জন্য সাধারণ যে সুবিধা যেমন সামান্য পানীয় জলের যে সুবিধা, সাধারণ পায়খানা অথবা প্রশ্রাবখানার যে সুবিধা সেটুকু পর্যন্ত নাই। তাছাড়া জল নিষ্কাষণের যে ব্যবস্থা, সেটা তো নেই। সেখানে বৃষ্টির দিনে এক হাঁটু পর্য্যন্ত কাদা জমে যায়, সেই জায়গাতে যারা চাউল বিক্রি বা ক্রয় করে তাদের ঐ এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে চাউল কেনা বেঁচা করতে হয়। অথচ মালিকেরা তাদের কাছ থেকে প্রাপ্য তোলা তুলে নিয়ে যান, কিন্তু তাদের যে সামান্যতম একটু সুবিধা দেওয়া দরকার, সেদিকে তারা নজর দেন না। কাজেই সেই সব বাজারে না আছে কোন জল নিষ্কাষণের ব্যবস্থা, না আছে কোন রকম সেডের ব্যবস্থা। খোলা আকাশের নীচে ঐ ক্রেতা বিক্রেতারা বাজার সদাই করে বাড়ীতে ফিরে। আমরা অভিজ্ঞতা থেকে আরও দেখছি যে বাজারে শুধু পুরুষ লোকেরাই আসে না, বাজারে অনেক মা-বোনেরাও আসেন। অনেক দিনমজুর সারাদিন কাজ করার পর বাজারে আসে যাতে তাদের একবেলা খাওয়ার প্রয়োজনে বিভিন্ন জিনিষপত্র বাজার থেকে ক্রয় করে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাজারে এসে প্রকৃতির প্রয়োজনে তাদের পায়খানা প্রশ্রাব করার প্রয়োজন হয়, সেটাও তারা ঠিক জায়গাতে ঠিকমত করতে পারে না। কারণ এই সব ব্যবস্থা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাজারগুলিতে নাই। অথচ মালিকরা তাদের তোলা ঠিকই তুলে নিচ্ছে। আবার আমাদের এমন অভিজ্ঞতা আছে যে সেই বাজারে বর্ষাকাল এলে পরে যেখানে সেখানে জল জমে যায়, ফলে অনেক কাদা জমে। বাজারের মধ্যে যে অবস্থা সম্পন্ন লোকের দোকান পাট আছে, তারা হয়তো কিছু টাকা খরচ করে, তাদের দোকানের সামনে কিছু মাটি ফেলতে পারে, কিন্তু আর যারা অবস্থা সম্পন্ন দোকানদার নন, তারা এত টাকা পয়সা খরচ করে তাদের দোকানের সামনে মাটি ফেলতে পারেন না। ফলে তাদের অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাজারগুলির মালিকদের সঙ্গে এই ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করেছিল, কিন্তু তারা নিজ খরচে সেটা করতে রাজি হল না। এই সম্পর্কে বর্ডার রোড অর্গানিজেশান যেটা আছে, তারাও বাজার সংস্কারের জন্য এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাজারের যে সব মালিক আছেন, বা অন্যান্য যে সব সম্পন্ন দোকানদার আছেন, তারা বাজার সংস্কারের প্রয়োজনে একটু জায়গা ছাড়তে রাজী নন। কাজেই এই অবস্থায় বাজারের জল নিষ্কাষণের কি ব্যবস্থা হবে, তার কোন সঠিক ব্যবস্থাই করা যাচ্ছে না। ফলে যারা ক্রয় বিক্রয় করতে বাজারে আসে, তাদের নানাভাবে দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়, এমনও দেখা যায় যে বৃষ্টির সময় কোন কোন বাজারে ১০ থেকে ১৫ ফুট জল জমে যায় এবং মানুষকে ঐ জল ভেঙ্গেই চলাফেরা করতে হয়। কাজেই এসব দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, বাজারগুলির উন্নতি করার কোন চেষ্টাই ঐ মালিকদের নাই। তাই বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় যে বিলটা হাউসের সামনে এনেছেন, সেই বিলের দ্বারা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন যে সব বাজার আছে; সেই সব বাজারের মালিকদের উপর কিছুটা বাধা নিষেধ আরোপ করতে চাওয়া হয়েছে। কারণ কেউ বাজার চালু করতে চাইলে তাকে লাইসেন্স নিতে হবে, আর সেই

লাইসেন্স পাওয়ার আগে তাকে কতগুলি সর্ত মানতে হবে। কোন মালিক যদি সেই সর্ত না মানে, তাহলে তাকে লাইসেন্স দেওয়া হবে না, আর যদি বা কেউ লাইসেন্স পায়ও, সর্ত না মানার জন্য, তার সেই লাইসেন্স কেন্সেল হয়ে যাবে। কাজেই মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এখানে যে কথা বলেছেন যে লাইসেন্স নিয়ে রীতিমত কর আদায় করতে পারবে, তা ঠিক নয়। এই বিলে পরিষ্কার লেখা আছে যে সরকার যে হার ধার্য্য করে দেবে, তার বেশী হারে কেউ কর বা তোলা তুলতে পারবে না। আর তা যদি কেউ করেও, তাহলে লাইসেন্স পাওয়ার যে সর্ত সেটা সে লঙ্গন করবে। কাজেই এইদিক থেকে প্রাইভেট বাজারগুলি নিয়ন্ত্রিত করতে বা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাজারগুলির মালিকদের বাজারের উন্নয়নের বা বাজারের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে। ফলে সাধারণ মানুষ, যারা ক্রয় বিক্রয় করার জন্য বাজারে আসে, তারা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। কাজেই এখানে ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় যে বিলটা এনেছেন, তা যদি কার্য্যকরী করা হয়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের খুবই উপকার হবে, এই বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই, তাই আমি এই বিলটাকে সম্পূণভাবে সমর্থন করি এবং এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ — শ্রীরামকুমার নাথ।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গতকাল মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়, এই হাউসের সামনে যে দি ত্রিপুরা মার্কেট্স বিল, ১৯৭৯, উপস্থাপিত করেছেন, আমি সেটাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। সমর্থন এই কারণে যে এই বিলের দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে, যে সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাজারগুলি আছে, সেগুলিকে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাজারগুলি বর্তমানে যে এলোমেলো অবস্থায় আছে, সেগুলির কোন রকম উন্নতি করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্ষাকালে ঐ বাজারগুলিতে জল জমে যায়, ফলে কাদা হয়, এবং বাজারে ক্রয় বিক্রয় করার জন্য, যে সমস্ত লোক আসে, তাদের নানা রকম দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়, তাছাড়া সেই বাজারগুলিতে কোন রকম সেডের ব্যবস্থা নাই, ফলে ক্রেতা বিক্রেতাদের খোলা আকাশের নীচে কি বৃষ্টির দিনে, কি রোদের মধ্যে, অনেক রকম অসুবিধা হয়। তারপর, বাজারের জমা জল নিষ্কাষণের কোন ব্যবস্থা নাই, এমন কি সাধারণ যে পানীয় জল, অথবা পায়খানা, প্রশ্রাবেরও কোন রকম ব্যবস্থা নাই। এমতাবস্থায় গ্রামের মানুষ, যারা কষ্ট করে সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কৃষিকাজ করে ফসল ফলায়, এবং তাদের উৎপাদিত জিনিসপত্র বিক্রি করার জন্য বাজারে আসে, তখন তাদের কষ্ট ভোগ করতে হয়। অথচ যারা বাজারের মালিক, তারা তাদের প্রাপ্য যে তোলা, সেটা ঠিকই তুলে নেয়, ক্রেতা বিক্রেতাদের যে সামান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার দরকার, সেদিকে তাদের কোন নজরই থাকে না। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে যে বিলটা এনেছেন, তার দ্বারা ঐ বাজারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা সুবিধা হবে, এবং সেগুলির উন্নতির জন্য সরকার সচেষ্ট হবেন, আর এজন্যই আমি এই বিলটাকে সমর্থন করছি এবং আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—আমি মাননীয় মন্ত্রীকে তাঁর জবাবী ভাষণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে প্রথমে আমি যারা এই বিলের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিশেষভাবে বিরোধী দলের যে সব মাননীয় সদস্যগণ আজকে এই বিলের সম্পর্কে যে মনোভাব গ্রহণ করেছেন, সত্যিই এটা শুভ লক্ষণ। তাঁরা যে সন্দেহ করেছেন তাতে আমার মনে হয় যে এই বিলটাকে ঠিক ঠিকভাবে তারা পড়তে পারেন নাই। পড়তে পারলে এই রকম সন্দেহ থাকতে পারে না। একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি যে এখানে আমাদের লাইসেন্স ফি কত হবে সেটা দেওয়া আছে। এখন যদি কেউ ৩ বছরের জন্য লাইসেন্স করেন সেই লাইসেন্সের জন্য বর্তমানে যে টোল নেবেন, তার চাইতে বেশী তারা ঐ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করতে পারবে না। আমরা টোল বলে একটা শব্দ দিয়েছি—'toll' means the rate charged by the owners, organiser or manager of a market from the persons assembling in the market place for the sale of goods.' সেটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে চাই। আমি প্রথমেই বলতে চাই যে আমরা সরকারে আসার পর, ৬৫টি বিষয়, যেগুলি বাজারে সচরাচর আমদানী করা হয় গ্রামের গরীব অংশের মানুষ দ্বারা বাজারে বিক্রী করে মুনাফা না করে কিছু জিনিষ কিনে নিয়ে আসার জন্য—তারা যে মাল নিয়ে আসেন, আমরা তাদের উপর থেকে রেইট কমিয়ে দিয়েছি মন প্রতি ৬ পয়সা। তেমনি আমি নাম করতে চাই না, আপনারা জানেন যে ৫৭টা আইটেম আছে। বর্তমানে আমরা চাল, ধান, পাট ২০ কে,জি, পর্যন্ত ছাড় দিয়েছি, শাক সব্জী ১০ কে,জি, পর্যন্ত ছাড় দিয়েছি, মুরগী, হাঁস এই সব থেকে একেবারেই ছাড় দেওয়া হয়েছে। আর যেগুলি সাধারণ যেমন তুলা, সরিষা ইত্যাদি কৃষকেরা বিক্রী করতে নিয়ে আসেন, তারজন্য বাজারের মহাজনরা যে রেইট দেয়, সেই রেইট আমরা হিসাব করে আমরা সামান্য পরিমাণ একটা রেইট করেছি। সেখানে আপনারা জানেন যে আমরা ৫৭টা আইটেমে কমিয়েছি। অথচ দুঃখের বিষয়, প্রাইভেট মার্কেটগুলিতে আমরা যেগুলি ছাড় দিয়েছি---অনেক মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এখনও বড় বড় বাজারগুলিতে ছাড় নাই। ছাড় যা আমরা দিয়েছি সেটাও তারা মানেন না। আমাদের মাননীয় সদস্য হরিনাথ দেববর্মা চড়িলাম বাজারের কথা বলেছেন। সেই বাজারের লেটেস্ট যে খবর আমরা নিয়েছি, বাজার খাসের জায়গাতেই আছে, কিছু জোতের জায়গা সংগে রেখে, সেখানে লাখ লাখ টাকা রোজগার করছে। সেখানে সরকারের যে রেইট আছে, তার চেয়ে ৪।৫ গুণ বেশী তোলা তুলেন। আমরা আইনে কিছু করতে পারি না। আমাদের এই বিলের উদ্দেশ্যে কি? এক দিকে যারা ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে এটাকে একটা দরিদ্র মানুষকে শোষণের জন্য ব্যবহার করছেন, তাদের প্রতিরোধ করা। তাছাড়া বাজারের উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে আমরা এখানে পরিষ্কার উল্লেখ করেছি যে বাজার-এর উন্নতি করতে হবে। তার যে স্টল, সেগুলি একটা উচু জায়গায় থাকা দরকার। যেসব দোকানে মাছ, মাংস ইত্যাদি কেটে বিক্রী হয়, সেখানে যাতে মাছি বসতে না পারে, তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। এই ভাবে আমরা ১, ২, ৩ এই রকম করে ৫টি আটেম দিয়েছি যে লাইসেন্স নেওয়ার সময়, বাজারের মালিকদের সেগুলি করতে হবে। এটা আপনারা জানেন যে, তারা এক পয়সাও বাজারের উন্নতির জন্য খরচা করতে অনিচ্ছুক। যদি কেউ করেন তাহলে খুব ভাল কথা। কিন্তু যদি কেউ না করেন, তাহলে কি হবে? আমাদের এই বিলের উদ্দেশ্য, যদি

কেউ না করেন তাহলে যে কম্পীটেন্ট অথরিটি, সে যদি মনে করেন যে বাজার নিয়ন্ত্রণের যে আইন আছে, সেটা লংঘন করা হচ্ছে, তখন কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই আইনের ভিতর রয়েছে। বিরোধী পক্ষের একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে সরকারের এক্ষণই মালিকানা নিয়ে নেওয়ার কথা নেই। সত্যি এই কথা এখানে নেই এটা আমরা গোপন করছি না। মালিকানা নিয়ে নিতে হলে যে কম্পেনসেশান দিতে হবে, তার জন্য কয়েক কোটী টাকার দরকার। এখন আমাদের সেই আথিক ক্ষমতা নেই। কিন্তু ব্যক্তিগণ মালিকানার ভিতর থেকে তারা যদি সেই বিধানগুলি না মানেন, তাহলে আমরা কি করতে পারি তার ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। আমাদের খাসের জমির উপর যে সব বাজার আছে, সেই সব বাজারের উন্নতির জন্য কিছু স্কীম করা হয়েছে। সেই স্কীম অনুযায়ী, আমাদের এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টকে ইতিমধ্যেই সর্বভারতীয় যে স্ট্যাণ্ডার্ড আছে, সেই স্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী সেই বাজারগুলির ডেভেলাপ করার জন্য বলেছি। যদি তারা না করেন তাহলে আমরা স্বয়ংশাসিত সংস্থার হাতে বাজারগুলি তুলে দেব। স্বয়ংশাসিত সংস্থা বলতে গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত এবং সহরাঞ্চলে মিউনিসিপ্যালিটি বুঝায়, তাদের কন্ট্রোলে থাকবে। কাজেই আমি মনে করি এই বিলের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনারা যে অমূলক সন্দেহ করছেন, সে সন্দেহের কোন কারণ নেই। আমরা বাজারগুলির যাতে উন্নতি করতে পারি, তার জন্য এই বিলকে আপনারা সমর্থন জানাবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

CONSIDERATION AND PASSING OF THE TRIPURA MARKETS BILL, 1979
(TRIPURA BILL NO. 2 of 1979.)

Mr. Dy. Speaker—The discussion is over. Next item of business of the House is the consideration of the Tripura Markets Bill, 1979 (Tripura Bill No.2 of 1979). I would now request the Hon'ble Minister-in-Charge of the Bill to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Biren Dutta—Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move that 'The Tripura Markets Bill, 1979 (Tripura Bill No. 2 of 1979) be taken into consideration.

Mr. Speaker—Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister Shri Biren Dutta that 'The Tripura Markets Bill, 1979 (Tripura Bill No. 2 of 1979) be taken into consideration.

The Motion was put to voice vote and carried.

Mr. Dy. Speaker—Now I am putting the clauses of the Bill to vote.

Now the question before the House that Cl. 1 to 15 do stand part of the Bill.

It was put to voice vote and carried.

Next question before the House that the 'Title' do stand part of the Bill.

It was put to voice vote and carried.

Now, I would request the Hon'ble Revenue Minister to move his next motion for passing of the Bill.

Shri Biren Dutta—Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move that 'The Tripura Markets Bill, 1979 (Tripura Bill No. 2 of 1979) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Dy. Speaker—Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Revenue Minister that 'The Tripura Markets, Bill, 1979 (Tripura Bill No. 2 of 1979) as settled in the Assembly be passed.

It was put to voice vote and passed unanimously.

ঃ সরকারী বিল বিবেচনা এবং পাশ ঃ

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ---এখন সভার পরবর্তী বিষয় হল "The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Fifth Amendment) Bill, 1979 (Tripura Bill No. 6 of 1979) আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move that "The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Fifth Amendment) Bill, 1979 (Tripura Bill No. 6 of 1979) be taken into consideration.

মাননীয় স্পীকার স্যার, অনেক দিন যাবত এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে আসছি যে বর্গাদারদের যে স্বত্ব, সেটা তাদেরকে দেওয়ার জন্য আমরা একটা বিল উথ্থাপন করব। এটা ইতিমধ্যে প্রায় সর্বত্র বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা হয়েছে। আমি বিলটাকে উথ্থাপন করতে গিয়ে প্রথমে বলতে চাই যে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বর্গাদারদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এই প্রশ্নটাকে ত্রিপুরা সরকার কিভাবে দেখছেন। আপনারা জানেন যে, বর্গাদারদের স্বত্ব সম্পর্কে সর্বত্র ভূমি সংস্কারের একটা আওয়াজ উঠেছে এবং সেই ভূমি সংস্কারকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু যতটুকু বলা হয়, ততটুকু ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে কার্য্যকরী হচ্ছে না। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এই ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে বর্গাদারদের স্বত্ব সংক্রান্ত ব্যাপারকে কার্য্যকরী করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আমি যে বিলটাকে এখানে উপস্থিত করছি, এটাকে ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা আছে। আমি পরিষ্কার বলতে চাই। আমরা আমাদের ল্যাণ্ড রেভেনিউ এবং ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাকটে এই বর্গাদারকে স্বত্ব দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। দেওয়া হয়েছে কি উদ্দেশ্যে ? এর আগে কংগ্রেস শাসকরাও এই সম্পর্কে কথা বলেছেন, কিন্তু সত্যি সত্যিই বর্গাদাররা স্বত্ব পেয়ে যাক, এটা তারা চান নি। কিন্তু সেটা আমরা চাই। ১৯৬০ সাল থেকে এই বর্গাদারদের কথা বলে আসা হচ্ছে, আর এই ১৯৭৯ সালে বা ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, এটা কার্য্যকরী হতে যাচ্ছে। এই বিলটার মধ্যে একটা সংশোধনী আনা হয়েছে। সেটা হল যে যদি জমি নদীর জলে ভেঙ্গে যায় বা ভেসে যায় তার মালিকানা কে পাবে ? আমাদের যে ভূমি রাজস্ব আইন আছে সেটার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যাবস্থা নাই। সেখানে জোর যার, মুল্লুক তার। একটা জমি নদীর চড়ে ভেসে উঠল, এমনি লাঠি নিয়ে হাজির হল। কাজেই তার জন্য একটা সংস্থান রাখা হয়েছে যে, এইভাবে যদি কারও জমি ভেঙ্গে যায়, তাহলে তারজন্য তাকে খাজনা দিতে হবে না। আবার সেই জায়গাটা যদি ১২ বৎসরের মধ্যে ভেসে উঠে, তাহলে পূর্বের যে মালিক, সেই দাবী করতে পারবে। আবার যদি এমনিতে কোন জমি ভেসে উঠে তাহলে সেখানে জোর যার মুল্লুক তার চলবে না। সেটা যাতে সরকার নিয়ে নিতে পারে, তার অধিকার আমরা এই আইনে চেয়েছি। দ্বিতীয়তঃ, এখানে বর্ত্তমানে এই আইনটার মধ্যে একটু ত্রুটি আছে। সেটা হল পুনর্জরিপের কাজ। মাঠে গিয়ে গ্রামের মানুষের সহায়তায় বা পঞ্চায়েতের সহায়তায়, কৃষক সভা বা আরও বিভিন্ন সংস্থা যেগুলি আছে, যেমন উপ-জাতী যুব সমিতি বা অন্যান্য যে সমস্ত সংগঠন আছে, তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা

করে রেকর্ডটা ঠিক করা হবে যে জমিটা কার। পুনর্জরিপের সময় কোন জায়গা নিয়ে মামলা থাকতে পারে এবং সেটার রেকর্ড আমরা করতে পারি না। সেটা পুনর্জরিপের শেষের সময় রেভেনিউ দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে হবে এবং সেখান থেকে ঠিক হবে যে এই জমির উপর প্রকৃত স্বত্ব কার। সেজন্য একটা সংস্থান এখানে রাখা হয়েছে। তারপরে আছে বর্গাদারদের স্বত্বের রেকর্ড সম্পর্কে। আপনারা জানেন যে বর্গাদাররা ভয়ে জমি রেকর্ড করতে চাইছে না। কারণ পূর্বতন আইনে, বড় বড় জোতদার মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে, বর্গাদারদের নাজেহাল করার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা থাকত। এখন আমাদের নূতন আইনে একজন রেভিনিউ অফিসারকে বর্গাস্বত্ব দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আগেও দেখেছি কোন বর্গাদার বর্গা স্বত্ব পেলে, জোতদার মামলা মোকদ্দমা দায়ের করে, তার বর্গা স্বত্ব বিলোপ করার চেষ্টা করছে। এটা একটা সাংঘাতিক অবস্থা। এবারে আমরা যেটা করতে চাচ্ছি, সেই বিধানে এটাই থাকবে যে, রেভিনিউ অফিসাররা বর্গাদারদের বর্গা স্বত্ব রেকর্ড করাব জন্য একটা ব্যবস্থা করবেন। এর জন্য ৪৪ (ক) এই নূতন ধারা সংযোজন করা হচ্ছে, এবং রেকর্ড-এর জন্য ১৮৭ ধারা মতে যে জমিতে বর্গাদার চাষ করে সেইটা যদি আমাদের রেভেনিউ অফিসারের গোচরে আনা হয়, তাহলে তিনি এটা দেখবেন। তার এই কাজে সহায়তা করার জন্য একজন হিসাব রক্ষক থাকবেন। আগে আমরা দেখেছি, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অ্যাডিশন্যাল তহশীলদারদের কাজ ছিল খাজনা আদায় করা এবং রেকর্ডগুলি সংযোজিত করা। এখন তহশীলদাররা রেজিষ্ট্রি রাখবেন এবং বর্গাদারদের নাম লিপিবদ্ধ করবেন! এই বর্গাস্বত্ব লিপিবদ্ধ করার পর সে যে বর্গাদার নয়, তা প্রমাণ করার দায়িত্ব হবে জোতদারদের। এটা বর্গাদারের নয়। তবে সে যে বর্গাদার, তা দেখবেন রাজস্ব কর্মচারীগণ। বর্গাদারদের নাম লিখার পর, স্বত্ব নিরূপণ করার জন্য রাজস্ব কর্মচারীগণই তার মিমাংসা করবেন, এবং তারা এইটা করার পর এই রেকর্ড আর আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। এটা আদালতের আওতার বাইরে এসে যাবে। এমন যে পরিবর্তন, এটাই হল মূল পরিবর্তন। যে বর্গাদার, সে এসে তার নিজের বর্গা স্বত্ব সম্পর্কে আমাদের ভিজেল অ্যাকাউন্টটেন্টের কাছে বলব, এবং ভিলেজ অ্যাকাউন্টটেন্ট সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড করবে এবং রেকর্ড করার যে পদ্ধতি এটা আপনারা লক্ষ্য করবেন, দেখবেন, সেখানে নোটিশ যাবে এবং তারপর বর্গা হিসাবে গণ্য করা হবে। তবে কাকে করবে সেটাও আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন, এতে ভয় ভীতির কারণ নাই। ভয় ভীতি এই জন্য বলছি, ছোট ছোট জোতদার যারা আছেন, যারা নিজেরা জমি চাষ করছেন, তারা এর ভেতরে পরবেন না। পরিবারের সংজ্ঞা মূল আইনে দেওয়া আছে। যদি বাইরের লোক দিয়ে চাষ করান হয়, তাহলে ধরে নেব সে বর্গাদার। এবং এটাই বর্গাদার হিসাবে গণ্য করার একমাত্র উপায়। সে যে বর্গাদার নয়, তা প্রমাণ করবে জোতদার, বর্গাদার নয়। আর একটি ধারার কথা আমি বলছি এখানে। সেই ধারাটি লক্ষ্য করলে আপনারা দেখতে পাবেন, বর্তমানে যে আইন আছে, সেই আইনে আছে, ১৯৭৪ সালের রেজিষ্ট্রেশনে আমরা উচ্ছেদ প্রাপ্ত বর্গাদারদের ক্ষেত্রে যদি সে ১৯৭৪ সনের পর বর্গাস্বত্ব চেয়েছিল, কিন্তু নানা কারণে, নানা কায়দা কানুন করে, কৌশলে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে, এমন ঘটনা যদি থাকে, তাহলে

আমাদের রেভেনিউ দপ্তর যদি প্রমাণ পায়, তাহলে তাকে ঐ জমিতে বর্গা স্বত্ব পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে এই নূতন আইনে। এই দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে, বর্গাদারদের রক্ষার জন্য আদালতের বাইরে রাখার জন্য আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং রেভিউনিউ অফিসাররা বর্গা স্বত্ব হিসাবে যে নাম রেজিস্ট্রি করবেন সেটা আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। এটা পশ্চিম বঙ্গে হয়েছে, আমাদের এখানেও চালু করতে চাই। সাথে সাথে আমি একথাও বলছি, যদি ভুল বোঝাবুঝি থাকে, তাহলে ত্রিপুরার মঙ্গল হবে না। বর্গা স্বত্ব জোত স্বত্ব এক নয়। বর্গা স্বত্বকে জোত স্বত্বের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে আমাদের যারা জোতদার, নিজস্ব ক্ষমতায় চাষ করতে পারেন না, কিন্তু কার্য্যত তারা বাধ্য থাকেন বর্গাদারদের দিয়ে চাষ করাতে, কিন্তু ভয় পান, ভাবেন, যদি আমরা বর্গা স্বত্ব দিই, তাহলে জোত স্বত্ব থাকবে না। তাই আমি বলতে চাই, জোত সত্বে কোন পরিবর্ত্তন এই বর্গা সত্ব দ্বারা সাধিত হবে না। জোতদারের স্বত্ব থাকবে, পক্ষান্তরে বর্গা স্বত্ব যদি থাকে, তাহলে আমাদের শ্রম আইনেও সার্ভিস রুলের মত থাকবে। বর্গাদার যদি না জানে, আগামী বৎসর সে এই জমিতে চাষ করবে, তাহলে সে নিজে ব্যাঙ্ক থেকে কিংবা অন্যান্য সূত্র থেকে বা সরকার থেকে টাকা এনে ঐ জমিকে উন্নতি করে ফসল বাড়াতে পারবে না। কাজে কাজেই বর্গদার জমি চাষ করলেও জমির উন্নতি করতে পারবে না। আর জোতদার, তারাও এমন অবস্থা নেই যে, সে নিজের অর্থনীতি প্রয়োগ করে জমির উৎপাদন বাড়াবে। তার ফলে তাদের জমির মান অত্যন্ত নিম্ন হয়ে যায়। এটা সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে পরিচিত এই জন্য সর্ব ভারতীয় এই কথাটা উঠেছে, এমন একটা অধিকার দরকার, যার ফলে সে আসতে আসতে ঐ জমি পুনঃ পুনঃ চাষ করার অধিকার পাবে এবং এই অধিকার পাবার ফলে সে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে, সরকারের কাছ থেকে কিংবা কো-অপারেটিভের কাছ থেকে এই জমিকে বন্ধক রেখে চাষের উৎপাদন বাড়াতে পারবে। বর্গাদার যদি তার স্বত্ব জানে, তাহলে সে এখন যেখানে ১০ মণ ধান উৎপন্ন করে সে জায়গায় ২০ মণ পাট উৎপন্ন করতে উদ্যোগী হবে। পূর্বে নিয়ম ছিল যে যদি কোন বর্গাদার ২০ মণ ধান উৎপন্ন করে তাহলে তাকে জোতদারকে ১০ মণ ধান দিতে হতো এবং নিজে ১০ মণ ধান নিত। কিন্তু বর্ত্তমানে যে আইন তাতে বর্গা স্বত্ব এর সুযোগ সুবিধা দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য। আমাদের ল্যাণ্ড রেভিনিউ এবং ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট-এ যে জোত স্বত্ব-এর কোন পরিবর্ত্তন ঘটবে না। বর্গাদারদের স্বত্ব দিলে জোতদারদের আয় বেড়ে যায় এবং জোতদারদের যে ভাগ, তার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তার ফলে সমগ্র রাজ্যে খাদ্যের উৎপন্ন অনেক বেশী বেড়ে যায় এবং জোতদারদের নিজস্ব যে প্রাপ্য অংশ, সেটা বেড়ে যায়। তাই আমার মনে হয় এই আইনটাকে কেবল পাশ করলেই হবে না, আমি আশা করি এই সভার মাননীয় সদস্যরা ইতিমধ্যেই এ সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন এবং এটাকে যাতে আরো পরিষ্কার ভাবে কৃষক জনসাধারণ'এর মধ্যে তুলে ধরতে পারেন তার জন্য চেষ্টা করবেন। আমি আশা রাখি হাউসের সমস্ত মাননীয় সদস্যরা আমার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন, এই বলেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াকে বলবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী

"দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ এ্যাণ্ড রিফর্মস (ফিফথ্ এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৯ (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অফ ১৯৭৯) পেশ করেছেন, সে সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। এটা অনস্বীকার্য্য যে কয়েকটা আইন জনসাধারণের পক্ষে ভাল হয়েছে। যেমন বর্গাদার স্বত্ব খুব ভাল হয়েছে। কারণ গরীব অংশের মানুষ এই কাজ করেন, বর্গাদারদের উচ্ছেদ বন্ধ করার জন্যই বর্গাস্বত্ব আইন একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই বিলে, সেকশান ১১, সাব সেকশান থ্রি এ্যাণ্ড ফোর অব দি প্রিন্সিপাল এ্যাক্ট যেটা ড্রপ করা হয়েছে, সেখানে আমরা দেখেছি যে সিভিল কোর্ট এবং কালেকটারের মাধ্যমে ভূমি বিরোধের যে নিষ্পত্তির কথা বলা ছিল সেটা ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী নিজেই বলেছেন যে, কোন ল্যাণ্ড ডিসপিউটের জন্য কোর্টে যেতে পারবে না, একজন রেভিনিউ অফিসার, তিনি এইগুলির মীমাংসা করবেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আইন যে ভাবে রয়েছে, সেভাবে হয়তো সেটা মানা হচ্ছে না। একজন রেভিনিউ অফিসার তিনি তো আইন জানেন না। তাই তিনি আইন মত কাজ নাও করতে পারেন। কারণ আইনের কাছে তিনি জবাব দিহি নন। এমন একজন লোকের উপর সমস্ত দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া আমার মনে হয় তাতে আমাদের দেশে আইনের যে ক্ষমতা রয়েছে, সেই ক্ষমতাকে খর্ব করা হয়েছে। একজন রেভিনিউ অফিসার যখন একটা সিদ্ধান্ত নেবেন, সেই সিদ্ধান্ত আইনগত নাও হতে পারে। অন্ততঃ এখানে এ কথা বলা দরকার যে, আইনগত যদি না হয়, তাহলে সেগুলি সিভিল কোর্টে যেতে পারে। কিন্তু তা না করে, একজন রেভিনিউ অফিসারের হাতে সমস্ত দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া, এটা সমর্থনযোগ্য নয়। এটা জনস্বার্থ বিরোধী। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিলের মাধ্যমে ১৯৬০ সালের যে বিল তাকে সংশোধন করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে, শুধু এইটুকু বাদ দেওয়ার প্রবণতা এই বিলের মধ্যে রয়েছে। কাজেই অন্ততঃ এই দুটি ব্যাপারে যাতে ১৯৬০ সালের আইনটাই বলবৎ থাকে, তার জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি এবং তার সপেক্ষে বিলটিকে এ্যামেণ্ডমেন্ট করার দাবী জানিয়ে আমার প্রস্তাব রাখছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, "দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভেনিউ এ্যাণ্ড ল্যাণ্ডস্ রিফমর্স (ফিফ্থ এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল ১৯৭৯ আমি সমর্থন জানাচ্ছি। এই বিলের দ্বারা ত্রিপুরার কৃষক শ্রেণী উপকৃত হবে। দীর্ঘ দিন যাবৎ যে দাবী তারা করে আসছিল, সেটা কার্যকরী হতে চলেছে। বামফ্রন্ট সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি পালন করতে দেখে ত্রিপুরার কৃষক শ্রেণী আনন্দিত হবে, ত্রিপুরার জনগণ আনন্দিত হবেন এবং ত্রিপুরার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ আনন্দিত হবেন। স্যার, বিগত শাসক গোষ্ঠী ত্রিপুরাতে কি অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। শাসক গোষ্ঠি বলতে তাদেরই বুঝাত যারা গ্রামের অর্থনীতি নিজেদের হাতের কবজার মধ্যে রাখতেন এবং সমগ্র মানুষকে আস্তে আস্তে শোষণের যাতা কলের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা শাসক গোষ্টি বলতে তাদেরই বুঝি যারা সমগ্র বাজারকে, সমগ্র শিল্পকে হাতের কব্জার মধ্যে রেখে দেশকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিলের জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে সমর্থন জানিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই বিলের দ্বারা সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন, কৃষকের আন্দোলন, মধ্যবিত্তের আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক প্রিয়

মানুষের আন্দোলনের পাশে বামফ্রন্ট সরকার দাঁড়িয়ে তাদের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবেন। আজকের এই বিল এটাই প্রমাণ করছে যে, বামফ্রন্ট সরকার কৃষকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। স্যার, এই মাসের প্রথম দিকের একটা ঘটনার কথা আমি বলছি। গত ৭ই মার্চ, সদর উত্তর ত্রিপুরার বেলমুড়া মৌজার ভাগ চাষী, শ্রীঅভিমুন্য মণ্ডলের উপর তারাপুরের জোতদার শ্রীমনীন্দ্র পাল যে অত্যাচার করেছেন, সেই অত্যাচারের নমুনা দিচ্ছি। সেই ভাগ চাষীকে জোতদার ভীতি প্রদর্শন করে বলেন যে, তাকে উচ্ছেদ করা হবে, আগুনে ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হবে, গুণ্ডা দিয়ে তাকে মারা হবে এবং বর্গা স্বত্বেও যে আইন আছে, তা যদি গ্রহণ করে, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত ভীতি প্রদশনে সে ভীত হয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। তাই আজকে শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে কৃষক সংঘবদ্ধ ভাবে লড়াই করছে এবং সারা ভারতবর্ষের কৃষক সমাজ লড়াই করছে। তাই আজকে বামফ্রন্ট সরকার এই বিল এনে আইনসঙ্গত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে, আইনের ভিতর দিয়ে সমস্ত কৃষক এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রিয় মানুষকে যে সহায়তা দিচ্ছেন, সে জন্য আমি বামফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। স্যার, বর্গাদারদের যে দাবী, সেই দাবী পূরণ করার প্রশ্নে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল ? সমগ্র ত্রিপুরা কৃষি নির্ভর, শুধু ত্রিপুরা নয়, সারা ভারতবর্ষই কৃষি নির্ভর দেশ। এই দেশ কৃষকের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এখানে শতকরা ৯০ জন মানুষ গ্রামে বাস করে, পাহাড়ে বাস করে। এক সময় যারা কৃষক অর্থাৎ উৎপাদক ছিল, তাদের যে জমি ছিল, সেই জমিগুলি কোথায় গেল ? সেই জমিগুলি কৃষকদের হাত থেকে অভাবের তাড়নায় জর্জরিত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে চলে গেল অকৃষদের হাতে, মহাজনদের হাতে। তার ফলে মহাজনরা ফুলে ফেপে উঠেছেন গ্রামের মধ্যে এবং প্রকৃত যারা কৃষক অর্থাৎ উৎপাদক, তারা ভাগ চাষীতে পরিণত হয়েছে, আর সেই জমিগুলির ফসল ভোগ করেছেন যারা অকৃষক, বড় বড় ব্যবসায়ী চোরাকারবারী এবং জোতদার তারা। এই হচ্ছে গত ৩০ বছরের ইতিহাস।

ঠিক একই ধরণের ইতিহাস ছিল মহারাজার আমলেও। স্যার, আমার মনে পড়ে ১৯৪৭ কি ৪৮ইং সন হবে, জমিতে অধিকারের প্রশ্নে কৃষকরা কি দুর্বার আন্দোলন করেছিল। সেই আন্দোলনের ধাক্কায় বিভিন্ন সময়ে সরকার কিছু কিছু আইন তৈরী করেছেন। বর্গাদাররা দাবী করেছিল জমির ফসলকে তিন ভাগ করতে হবে। এক ভাগ পাবে জমির মালিক, আর দুই ভাগ পাবে বর্গাদার। সেই আইনকে দমন করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। হাজার হাজার কৃষককে জেলের মধ্যে আটক রাখা হয়েছিল। তৎসত্বেও কৃষকদের সেই দুর্বার আন্দোলনের কাছে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারকে নতী স্বীকার করতে হয়েছিল, বর্গাদারদের কিছুটা সুযোগ সুবিধা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আইন বহুবার পরিবর্তন হয়েছে, কিছু কিছু সংশোধনও হয়েছে এবং বর্গাদারও কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন। আমরা সবুজ বিপ্লব দেখেছি। যে সবুজ বিপ্লবের শ্লোগান ছিল—'জয় কিষাণ, জয় জোয়ান।' ১৯৬০-৬১ইং সনে এবং ১৯৭০-৭১ইং সনে যে সেনসাস হয়েছিল, সেই দুটো সেনসাসের রিপোর্টে আমরা দেখেছি, কৃষকরা ক্রমশঃ জমি হারা হয়ে ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে, ভাগ চাষীতে পরিণত হয়েছে। সেই ভাগ চাষীরা জমিতে তাদের অধিকার টিকিয়ে রাখতে পারে নি। প্রতি বছর ভাগ চাষীর পরিবর্তন

হয়েছে, ফলশ্রুতিতে ভাগ চাষীরা উচ্ছেদ হয়ে নুতন ভাগ চাষীতে পরিণত হয়েছে। স্যার, আমি এখনে ২।১টি তথ্য তুলে ধরছি। ১৯৬১ইং সনের সেনসাস রিপোর্টে, যাদের এক সময় জমি ছিল, পরে আস্তে আস্তে খেত মজুরে পরিণত হয়েছে, তাদের সংখ্যা ছিল ৩২,৯১২ জন। আর ১৯৭১ইং সনে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৬,৩৪০ জনে। মাত্র ১০ বৎসরে এই বিরাট সংখ্যক কৃষক, ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে। এই ভাবে তারা ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। স্যার, ১৯৭১ইং সনে যে ওয়ালড এগ্রি সেনসাস হয়েছিল, ত্রিপুরাতেও সেই সেনসাস হয়েছিল। সেই সেনসাসের রিপোর্ট যখন বেড়িয়েছে তখন আমরা দেখলাম যারা নাকি ফসলের একটা অংশ মালিককে দিয়ে, বা ফসলের দাম মালিককে দিয়ে বর্গা চাষ করেন, তাদের সংখ্যা সারা ত্রিপুরাতে হল ৩২,৪৭২ জন। স্যার, সবুজ বিপ্লবের অনেক গল্প আমরা শুনেছি। সবুজ বিপ্লবের শ্লোগান ছিল---'জয় কিষাণ, জয় জোয়ান।' এই আইন ১৯৬০ইং সনে তৈরী হয়েছিল, যে আইনের কোন কোন ধারার সপক্ষে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা ২।১টি কথা বলতে চেষ্টা করেছেন। আমরা দেখেছি জরুরী অবস্থার সময়েতে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, তাঁর ২০ দফা কর্মসূচী চালু করে এক অন্ধকার রাজত্ব কায়েম করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করছি, এই জরুরী অবস্থার সময়ে, ৩২,৪৭২ জন বর্গাদারের মধ্যে, কয়জন বর্গাদারের নাম রেকর্ডভুক্ত করা হয়েছিল? জরুরী অবস্থাতো জারী করা হয়েছিল। সেই জরুরী অবস্থার মধ্যে বরং বিপরীত হিসাব পাই। যে বর্গাদাররা বছরের পর বছর একই জমিতে বর্গা চাষ করে আসছিলেন, মালিকরা যাদেরকে লুট করে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়েছে, সেই বর্গাদারদের একটি নামও রেকর্ড করা হয় নি। এই হচ্ছে অতীত। বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকার যে বিল এনেছেন, সেটা হচ্ছে তার বিপরীত। কেননা এই বিল বর্গাদারদের স্বার্থকে রক্ষা করবে। আমরা জানি গত কয়েক মাস ধরে উদয়পুর মোহনপুর, কমলপুরে রিভিশন্যাল ল্যাণ্ড রেকর্ড চলছে। বামফ্রন্ট সরকার নির্দেশ দিয়েছেন---প্রত্যেক বর্গাদারদের নাম রেকর্ডভুক্ত করার জন্য। সেখানে আপ্রান চেষ্টা চলছে বর্গাদারদের নাম রেকর্ড করার জন্য। কিন্তু সেখানে কি এক সাংঘাতিক করুন অবস্থা গ্রামের মধ্যে বড় বড় জমির মালিকরা এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে রেখেছে, যেটা ডিঙিয়ে এই সহায় সম্বলহীন বর্গাদাররা অফিসারদের কাছে গিয়ে নিজেদের নাম রেকর্ডভুক্ত করতে সাহস পাচ্ছে না। অথচ বর্গাদাররা কোনক্রমে অফিসারদের সংগে একটু যোগাযোগ করলেই, তার নাম রেকর্ডভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। বর্গাদাররা যদি বলে যে, আইনানুযায়ী আমি আমার অধিকার রক্ষা করব, আইনের বাইরে বেশী কিছু তো আমি চাই না। তখনই সেই বর্গাদারদের নামে চুরির কেস, ডাকাতির কেস, যে কোন ধরণের মামলা তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়। এক একটি বর্গাদারের বিরুদ্ধে ১০।২০টি মামলা কোর্টে ঝুলতে থাকে। যাতে বাধ্য হয়ে তারা জমি ছেড়ে দেয়। এই হচ্ছে অতীত। তার রেশ বর্তমানেও চলছে। অতীত এখনও কন্টিনিউ করতে চেষ্টা করছে। আজকে এই সমস্ত কৃষকরা জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, শোষণের প্রতিবাদে লড়াই করছে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, বামফ্রন্ট সরকার সহায়ক শক্তি হিসাবে সেই নিপীড়িত বর্গাদারদের পাশে এসে দাড়িয়েছে। স্যার, দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত ফুলবুড়ির গাওপ্রধান ভোলা দত্ত, ২০।২৫ কাণি নাল জমির মালিক। তারপর মন বাজারে বিরাট কাপড়ের দোকান। তাছাড়া মহাজনী ব্যবসাও কিছু কিছু

করেন। তারই জমি বর্গা হিসাবে ১৫।১৬ বৎসর যাবৎ চাষ করছে ষষ্ঠী চরণ। ভোলা দত্ত হুমকি দিলেন ষষ্ঠী চরণকে যে, তোমাকে জমি ছাড়তে হবে। তোমাকে আমি আর বর্গাদার হিসাবে রাখব না। তখন ষষ্ঠী চরণ দাবী করেছিল, বামফ্রন্ট সরকার আমার আইনগত ব্যবস্থা আরও শক্ত করে তোলার চেষ্টা করছেন। জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ বন্ধ করে দিয়েছেন। এবং ঘোষণা করেছেন জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্যার সারা ভারতবর্ষে ধনী জমিদারদের সরকার চলছে। সি.আর,পি.সি, ই,আর,পি.সি, প্রভৃতি আইনের ধারাগুলিতে বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। জমিদার, জোতদাররা কি ভাবে রিলিফ পাবে, তার ব্যবস্থাই রয়ে গেছে। সেই ষষ্ঠী চরণ থানাতে গিয়েছিল সাহায্যের জন্য। কিন্তু কোন সাহায্য পায়নি। সাহায্য পায়নি কানু সরকার, নির্মল ধর, আরও অনেক বর্গাচাষীরা। আত্মহত্যা করেছিল অভিমন্যু মণ্ডল। বার বার থানায় হাজির হয়েছে, বার বার কোর্টে হাজির হয়েছে। যার ফলশ্রুতি হচ্ছে ঘটি বাটি ইত্যাদি আর কিছুই অবশিষ্ট তার নেই। কোর্টে মামলা চালানোর অর্থনৈতিক সংগতি তাদের নেই। কিন্তু ব্যবস্থা নিতে পারে একমাত্র আন্দোলন। তাই গ্রামের সমস্ত কৃষকরা সংগঠিত হয়ে, ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রিয় মানুষের সাথে প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করছেন। সুতরাং একই রকম'এর ইতিহাস মোহনপুরের, একই রকম কমলপুরের, সাব্রুমের, ধর্মনগরের, বিলোনীয়ার, সারা ত্রিপুরা রাজ্য তথা সমস্ত ভারতবর্ষের। তাই আমরা পশ্চিমবঙ্গে দেখি সেখানকার বামফ্রন্ট সরকার নূতন আইন তৈরী করেছেন। বর্গা অপারেশন চলছে বর্গাদারদের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য। আইন সংশোধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সেখানে হাজার হাজার বর্গা কৃষক, ভূমিহীন কৃষক, মেহনতী মানুষ সবাই জোট পাকিয়ে সমস্ত সংগঠনের সংগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করছে আত্মরক্ষার জন্য। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার বর্গাদারদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, দাঁড়িয়েছেন বর্গাদারদের পাশে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারও।

নিরঞ্জন দেববর্মার পিতা শ্রাবণী দেববর্মা জমিতে ধান করলো। সেই ধান উৎপাদন করার পর সে উঠানে আনলো, মহাজনকে খবর দিল। মহাজনের নাম হেমন্ত সাহা। মেলাঘরে বাড়ী। সে গিয়ে বললো কত ধান হয়েছে, কি না হয়েছে, সেটা কোন কথা নয়, আমার যা ধান দেওয়ার কথা সে পরিমাণ দিতে হবে। তিনি কিছুতে কম নিতে রাজী নন। গ্রামের লোক যা বলছে, তাতে তিনি রাজী নন। যদি ফসলের ক্ষতিও হয় কোন প্রশ্ন নেই। তিনি মস্ত মালিক। তার হুকুম মত চলতে হবে। এটা কংগ্রেসের ইতিহাস। আজকেও তারা তা চালিয়ে যেতে চাইছে। তাকে প্রতিরোধ করার জন্য এই বিলটা আনা হয়েছে। তাকে স্বাগত জানাই। যদি এই বিল না আনা হত তাহলে কি হত? দারোগাবাবু যারা কংগ্রেসের লোক ছিলেন, আজকাল তাদের পরিবর্তন হচ্ছে। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, তার চরিত্র রয়ে গেছে এখনও। কায়েমী স্বার্থ তার রয়ে গেছে। বড় জমিদার, গ্রামের মহাজন, তার বাড়ীতে চর্ব্যচুষ্য চলে, তার বাড়ী থেকে ভেট আসে। কাজেই তাকে রক্ষা করতে হবে। এখনও এইরকম লোক রয়ে গেছে। যদি তাকে প্রতিরোধ করতে হয় তাহলে শুধুমাত্র কৃষক পারছে না। তার সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তি দাঁড়াতে হবে। সামান্য ক্ষমতা নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে এসেছে। স্যার, কংগ্রেসী আমলে এই জমিদারী প্রথার উপর কোনদিন আঘাত করা

হয় নি। ১৯৬০ সনে আইন তৈরী করা হয়েছিল। কিছু কিছু সংস্কার করা হয়েছিল। যদি তাদের আগ্রহ থাকত, অল্প হলেও তাঁরা কিছু করতে পারতেন। বর্তমান সরকার যেমন করছেন। কিন্তু তাদের দলটাই ছিল জমিদারদের দল। এই ধনীদের দল গত নির্বাচনে পরাজিত হয়ে আবার তাঁরা চেষ্টা করছেন গ্রামে গ্রামে জমিদার জোত-দারদের সংগঠিত করতে। বর্তমান যে আইন, এই আইনে গ্রামের গরীব কৃষক, ক্ষেত মজুর, ভূমিহীন, শুধুমাত্র কি তারাই উপকৃত হবে ? একবার যদি 'কৃষককে আমরা তাদের জমিতে বসাতে পারি, যদি. বর্গাদার স্থায়ীভাবে জমিতে চাষের সুযোগ পান, জমিতে যদি বর্গাস্বত্ব অধিকারের জন্য সরকার থেকে ঋণ চান তা তিনি নিতে পারেন। কো-অপারেটিভ থেকে ঋণ পাবেন যেটা বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার দিচ্ছেন ল্যাম্পসের মাধ্যমে। তার আইনসঙ্গত অধিকার নিয়ে একটু শক্তি তার হবে এবং তার ফলে দেখব আমরা সমগ্র ত্রিপুরার অর্থনীতিতে একটা পরিবর্তন আনতে পেরেছি এবং এই অবস্থার যদি আমরা করতে পারি, তাহলে সমগ্র ভারতবর্ষে তার প্রভাব পড়বে। কৃষক তার ঘরে সামান্য ফসল হলেও, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনার জন্য বাজারে আসতে বাধ্য হয়। বাজারে শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। কলকারখানাগুলি সচল হয়ে উঠবে সমগ্র ভারতবর্ষে। যদি আমরা এই অবস্থা সৃষ্টি করতে পারি তাহলে তার প্রভাব পড়বে। আরও বেশী শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন হবে এবং সেই শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে। ফসল উৎপাদন করে, সেই ফসল বিক্রি করে, কৃষক তার পয়সা দিয়ে শিল্পদ্রব্য কিনবে। সমগ্র ভারতবর্ষে একটু হলেও মোড় ঘুরবে। বর্তমান সরকার যে পথ নিয়েছেন বর্গাদারদের সাহায্য করার জন্য, এই পথেই তারা এগিয়ে নিবেন কৃষককে। সারা ভারতবর্ষের লোক দেখবে কি কায়দায় কৃষককে রক্ষা করছেন। সারা ভারতবর্ষকে বলব এই পথ অবলম্বন কর।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি এই সম্পর্কে আর খুব বেশী বলতে চাই না। আমি বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী, যিনি এই বিলটা মুভ করেছেন তাঁকে এবং মন্ত্রীসভাকে অভিনন্দন জানাই। এই বিধানসভা এই বিলটি পাশ করবে তারপর গ্রামে গ্রামে সমগ্র কৃষক সমবেত হয়ে এই আইনকে ব্যবহার করতে এগিয়ে আসবে। গ্রামে গামে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে পরাজিত ঐ কংগ্রেসীরা এবং তাদের তল্পীবাহকেরা তারা প্রচার করছেন সর্বনাশ হয়ে যাবে। জমির সমস্ত স্বত্ত পেয়ে যাবে বর্গাদারেরা কৃষক আন্দোলনের নেতারা কৃষক আন্দোলন করবে না ? আর কৃষক আন্দো-লনের কি দাবী ? আমরা যেই জায়গাতে জোর দিয়ে বলতে চাই যে না, তাদের মিথ্যা আশঙ্কার কোন কারণ নাই। সেখানে বর্গাদার তো জমির স্বত্ব দাবী করছে না, বর্গাদার তো বলছে না যে জমি থেকে রায়তকে উচ্ছেদ করে আমি সমস্ত জমির মালিকানা নেব। বরং বর্গাদার শুধু এটুকু বলছে যে আমাদের স্থায়ী চাষের অধিকার দাও, এই জমিতে আমরা কাজ করে আরও বেশী বেশী ফসল ফলাবো এবং সেই ফসলের আমার যে ন্যায্য তা, যেটা আমি মেহনত করে ফলিয়েছি, সেই ন্যায্য অংশ আমাকে দিতে হবে, সেখানে রায়তের রায়তি সর্ত নিশ্চয় থাকবে। বর্গাদার এই কথাটাই বলতে চায়। এখানে আতংকের তো কিছু নেই। ছোট দোকানদার, কিছু শিক্ষক, কিছু কেরানী জমি রেখেছে এবং তারা জমি রেখে বর্গাদার দিয়ে সেটাকে চাষ করাচ্ছে। স্যার, জমির মালিকদের তো আমরা দেখছি, বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির আছে, তাদেরসম্পর্কে কৃষক আন্দোলনের তরফ থেকে আমরা বলি এবং আমরা যে

দাবী করি, কারণ তাদের যে বাঁচার আর অন্য কোন পথ নাই। তারা কংগ্রেসী যুগ দেখেছেন, আর এর আগের যুগও দেখেছেন, কিন্তু অন্য কোন পথ তারা খুঁজে পান নি। আজকে শুধুমাত্র একটা চাকুরী করে তারা খুঁজে পান না। কংগ্রেস তাদের বাঁচার সব পথই বন্ধ করে দিয়েছে একটি মাত্র পথ তাদের সামনে খোলে দেওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে জমিতে নিয়োগ করা এবং জমিতে নিয়োগ করে সমস্ত জমি হাতের মুঠোয় নিয়ে নাও। একমাত্র এই পথই তারা দেখিয়ে ছিল। ভারতবর্ষের মানুষের বাঁচার যে সামান্য পথ, সেটাও এ' ধনী জমিদার দখল করে রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের যে বামফ্রন্ট সরকার, তারা এরই একটা বিকল্প পথ দেখাচ্ছে। সেদিকে থেকে সমস্ত মধ্যবিত্ত জনগণ, ছোট অকৃষক মালিক, তাদের আমরা আশ্বস্ত করতে চাই যে আপনাদের জমি টপ করে হারাবার কোন কারণ নেই। তবে এই কথা সত্য যে কৃষক আন্দোলন চায় কৃষকেরা দাবী করে যে জমি সম্পূর্ণভাবে তাদের হাতে থাকুক, অকৃষকদের হাতে যেন এক বিন্দু জমিও না থাকে। তাই বলে আমরা কিন্তু বর্তমান যে অবস্থা আছে, সেটাকে অস্বীকার করি না। আমরা জানি একজন অল্প বেতনের কর্মচারী, অথবা একটা ছোট পানের টঙ্গের মালিক, অথবা একটা ছোট দোকানদার তার যে সামান্য আয়, সেই আয়ের উপর নির্ভর করে তাকে চলতে হয়। এই অবস্থায় যদি তার কাছ থেকে সমস্ত জমি নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে বাস্তব অবস্থায় সে অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে পড়বে, তার অর্থনীতিতে একটা বিপর্যায় ঘটে যাবে। কাজেই এই ব্যবস্থা নয়। আমরা বলতে চাই যে নূতন পথ খোলা হউক, যে পথের মধ্য দিয়ে সে বাঁচতে পারে। আমাদের বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার কল কারখানা তৈরী করবার চেষ্টা করছেন, ঐ কাগজের কল, ঐ পাটের কল, এগুলি চালু করার চেষ্টা করছেন। ত্রিপুরাতে কুঠির শিল্প বাড়াবার চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের পথ খোলে দিতে চেষ্টা করছেন। সেই পথ সকলের বাঁচার পথ, প্রতিটি পরিবারের কর্ম সংস্থানের পথ, গ্রামের মধ্যে কাজের সংস্থান, শহরের মধ্যে কাজের সংস্থান, কৃষকের কাজের সংস্থান, ক্ষেত মজুরের কাজের সংস্থান, অর্থাৎ সবার জন্য একটা কাজের সংস্থান সৃষ্টি করে দিতে চেষ্টা করছেন। সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও সেই কাজটুকু করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। সরকারের সেই চেষ্টাকে যাতে আমরা আরও তরান্বিত করতে পারি, সমগ্র ত্রিপুরায় কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন এবং যুব আন্দোলন, এই সমস্ত আন্দোলনের শক্তি, ত্রিপুরায় জনগণের শক্তিকে যদি ঐক্য-বদ্ধ ভাবে এগিয়ে নীতে পারি, তাহলে এই যে সীমিত ক্ষমতা, সেই সীমিত ক্ষমতাও আরও বৃহৎ ক্ষমতা হতে পারে। আস্তে আস্তে আমরা এগিয়ে যেতে পারব, যে কোন বাঁধাকে চূর্ণ করে পরিপূর্ণের যে জয়, সে জয়ের মধ্য দিয়ে নূতন পথ খুলে দিয়ে, যার যে পেশা, সেই পেশায় থাকবে, অন্য পেশা গ্রহণ করতে পারবে না। এই রকম যদি একটা নিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি করতে পারি, যে নিশ্চিত অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা মধ্য বিত্তদের হাত থেকে জমি কৃষকদের হাতে সম্পূর্ণভাবে তুলে দেওয়া যায়, এই ব্যবস্থাটাই আমরা করতে চাই। আর এগুলি করতে হলে বর্তমান যে আইন আছে, তাকে সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং আইনকে সংশোধনের জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, আমি তাকে স্বাগত জানাই এবং তার মাধ্যমে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার যে

ভাবে ধীর ধীরে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছেন, অনি সে জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে, বিলের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার, আমার একটা সর্ট ডিস্কাশন আছে, আজকে যদি সময় না হয় তো কালকেও এর আলোচনা চলতে পারে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার – মাননীয় সদস্যগণ আজকে যে বিলের আলোচনাটা চলছে, এটা কালকের জন্য ডে ফার করা যায়। তাই আমি মাননীয় সদস্য, নগেন্দ্র জমাতিয়াকে তাঁর সর্ট ডিস্কাশনটা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

Short Discussion

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার সর্ট ডিস্কাশনটা হচ্ছে সরকারী বিজ্ঞাপন নীতি সম্পর্কে। আমরা দেখে আসছি যে এখানে, যে সমস্ত সংবাদপত্রগুলি রয়েছে, সারা ভারতের তুলনায়, তারা অনেক ডিপ্রাইভ্ড। তারা তাদেব প্রাপ্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কারণ আমরা দেখছি, যে সমস্ত পত্র পত্রিকা কলিকাতা বা ত্রিপুরার বাইরে থেকে প্রকাশিত হয়, সেখানে যে রেট আছে, তারা সেই রেটে বিজ্ঞাপন পাচ্ছে। আর পশ্চিম বঙ্গ থেকে যেগুলি প্রকাশিত হচ্ছে, সেগুলি অবশ্য পশ্চিম বঙ্গের রেটেই বিজ্ঞাপন পাচ্ছে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে যে সমস্ত পত্র পত্রিকা বেরুচ্ছে, সেগুলি উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ৩টা ক্যাটেগরীতে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে 'এ' গ্রুপে যারা পড়েছেন, তারাই সব চেয়ে লাভবান হচ্ছে। কারণ তারা মোট বিজ্ঞাপনের শতকরা ৪০ ভাগ পাচ্ছে। তাই দেখা যাচ্ছে যেখানে দৈনিক সংবাদ, ত্রিপুরা দর্পন, ত্রিপুরা বার্তা এবং দেশের কথা, এগুলিকে ইন্‌ক্লুড করা হয়েছে, কিন্তু আমরা জানি যে দেশের কথা কোন সময়েই দৈনিক সংবাদের সমতুল্য হতে পারে না। এমন কি ত্রিপুরা দর্পনেরও সমতুল্য হতে পারে না। অথচ আর্থিক দিক থেকে তাদের সবাইকে সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। আর 'বি' গ্রুপে যারা আছে যেমন স্যানন্দন, গণশক্তি, ত্রিপুরার কথা, এগুলি পাচ্ছে মোট বিজ্ঞাপনের শতকরা ৩০ ভাগ, আর বাকীগুলি পাচ্ছে মোট বিজ্ঞাপনের শতকরা ৩০ ভাগ। অর্থাৎ বাকী যে ৩৪টি পত্রিকা আছে, তাঁরা যাতে না বাঁচতে পারে তারই ব্যবস্থা করা হয়েছে আর এদিকে লক্ষ্য রেখেই এড্‌ভারটাইজমেন্টগুলি বিলি বন্টন করা হচ্ছে। আর প্রেস একরীডিটেশান করার এখন পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় নি। এখ্যনকার সাংবাদিকদের এজন্য বিভিন্ন অসুবিধায় পড়তে হয়। কারণ এখানে যে সব ভাল ভাল খেলা, অথবা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যখন আসেন, এমন কি কিছুদিন আগে প্রধান মন্ত্রী যখন আসলেন, তখন ত্রিপুরা রাজ্যের সাংবাদিকদের বহু লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে, এটা আমরা লক্ষ্য করে আসছি। আর যে সাংবাদিক সংঘ ত্রিপুরায় গঠন করা হয়েছে সেখানেও পক্ষপাতিত্ব চলছে। প্রথমে ললিত মোহন গোস্বামী এবং জীতেন পালকে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু পরে তাদের নেওয়া হয় নাই। সেই ভাবে আমরা দেখছি যে এই সাংবাদিক সংঘ বামফ্রন্ট সরকার তাঁর সমর্থকদের নিয়েই গঠন করেছেন। কাজেই পুরোপুরি ভাবে সংবাদ পত্রকে তাঁর মুঠোর ভিতর যাতে আনতে পারে বা তার ইচ্ছামত কন্ট্রোল করতে পারে সে জন্য এটা করা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, সে জন্য আমি বলব যে সংবাদ পত্রকে কন্ট্রোল করা বড় অন্যায়। আমি লক্ষ করেছি যে গত ১২ তারিখ খোয়াইতে একটা একজিবিশান হয়েছিল, সেখানে আমি দেখেছি যে বামফ্রন্ট সরকার একটা নোটিশ টাংগিয়েছেন এবং সেখানে লিখা আছে যে জরুরী

অবস্থার সময় "সংবাদ পত্রের কন্ঠরোধ" এই বলে সেখানে বলা হয়েছে (ইন্টারপশান) অথচ বামফ্রন্ট সরকার-বর্ত্তমানে তাঁরও যে বিজ্ঞাপন নীতি এবং সাংবাদিক সংঘ সমস্ত গেড়াকল করে এখনও কন্ঠরোধ করছেন সেই কথা তাঁরা অস্বীকার করতে পারবেন না। এই কথা অত্যন্ত স্পষ্ট। আর একটা কথা মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সমস্ত পত্র পত্রিকার, অর্থাৎ ত্রিপুরার সাংবাদিকেরা আজ বঞ্চিত। তাদের মাইনা দেওয়ার সরকারী নীতি আজ পর্য্যন্ত নির্ধারণ করা হয় নাই। আমরা জানি যে ত্রিপুরার রিপোর্টাররা এবং ত্রিপুরার সরকারী দপ্তরের রিপোর্টাররা যারা ত্রিপুরার পাবলিক রিলেশানস দপ্তরে কাজ করেন, তাদের যে বিরাট বেতন ও ভাতা দেওয়া হয়, সেই তুলনায় এই সাংবাদিকদের বেতন ভাতা কম। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় যারা সাংবাদিকতা করছেন তারা সবাই গরীব, বেকার। কিন্তু এটা ঠিক যে সেই সমস্ত সাংবাদিকেরা ত্রিপুরার সমস্ত মানুষের কন্ঠকে তুলে ধরছে এবং তার জন্য তাদের সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে আর বিধানসভায় যাঁরা মন্ত্রী এবং এম. এল. এ. আছেন, তাঁরা কিন্তু ভাতা নিচ্ছেন হাই রেটে। বামফ্রন্ট সরকার এই সব সংবাদ পত্রকে তাদের পছন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান এবং যে সব সংবাদ বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে, সেটা সত্য হউক, আর অসত্যই হউক, সেগুলিকে তাঁরা যথেষ্ট টাকা দিতে প্রস্তুত। অথচ সত্যিকারের খবর যেখানে ছাপান হবে, যে সব সংবাদ-এর মধ্যে বামফ্রন্টের দুর্নীতির খবর থাকে, সেগুলির কন্ঠরোধ করে, সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সব সাংবাদিকেরা যারা গরীব মানুষের কান্না তুলে ধরছে। (ইন্টারপশান) তাদের সরকারের তরফ থেকে বাঁচার ব্যবস্থার করার জন্য আবেদন রাখছি। তারা যাতে বাঁচতে পারে, তার জন্য একটা ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার করবেন, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেঃ স্পিকার ঃ—শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে আলোচনা উত্থাপন করেছেন এটাকে বিরোধীতা না করলে অন্যায় হয়ে যাবে এই দিক থেকে যে উনি ত্রিপুরা রাজ্যের পত্রিকাগুলির ইতিহাস সম্পর্কে জানেন না। আর যদি জেনেও থাকেন, তাহলে উনি বিরোধীতা করার জন্যই ঐ সব কথা বলছেন। কারণ আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যে যে কতগুলি পত্র পত্রিকা আছে--দৈনিক, অর্ধসাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক,-সমস্ত পত্রিকাগুলির গত এক বছর তিন মাস আগেকার যে চেহারা দেখলাম, সেটা হচ্ছে পত্রিকাগুলি অনিয়মিত ছিল-দৈন্যদশায় ভুগছিল। মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন যে, পত্রিকার মালিকেরা কর্মীদের পয়সা দিতে পারছে না, সেটা সত্যি। এর কারণ কি, কারণ হচ্ছে, কংগ্রেসী আমলে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন কোন নিয়ম নীতি ছিল না, এই সব প্রত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কোন নিয়ম নীতি ছিল না। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে প্রথমে পত্রিকাগুলির জন্য সুষ্ঠু ভাবে বিজ্ঞাপন নীতি চালু করেছেন। এর পরেও আজকে বামফ্রন্ট সরকার সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছে। আজকে ত্রিপুরার পত্রিকাগুলির অবস্থা কি হতো? অনেক পত্রিকারই এক বছরের মধ্যে মৃত্যু হতো। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে

আজকে সেইসব পত্রিকাগুলিকে বাঁচিয়ে রখার জন্য এবং গণতন্ত্রের স্বার্থে সুষ্ঠু বিজ্ঞাপন নীতি চালু করেছেন। অথচ বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য পিছন থেকে উস্কানী দিচ্ছেন। আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুষ্টিমেয় দুই একটা পত্রিকা বাদে, সমস্ত পত্রিকাগুলি জোটবদ্ধ হয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে সমালোচনা করেছেন। অবশ্য যদি সেগুলি গঠনমূলক সমালোচনা হত, তাহলে আমার আপত্তি করার কোন কারণ ছিল না। এককাট্টা হয়ে সমস্ত বিরোধী দলগুলি মিলে যেমন চক্রান্ত করছেন, তেমনি এই পত্রিকাগুলিও করছেন। আমি এই জিনিষটা স্বীকার করে নিতে পারি না। গণতান্ত্রিক অধিকার তাঁরা পেয়েছে, সমালোচনা তারা করবে, সেটা তারা করুক। কিন্তু পত্রিকার কণ্ঠরোধ করা হয়েছে এই কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। কারণ জরুরী অবস্থার সময় যেমন পত্রিকাগুলির কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়েছিল, যেভাবে সেন্সারশিপ এডপট করা হয়েছিল, নিজেদের পেটোয়া পত্র পত্রিকা ছাড়া তখন অন্য কোন পত্রিকা বিজ্ঞাপন পেত না। অথচ সেখানে আজকে যখন সুষ্ঠু বিজ্ঞাপন নীতির সাহায্যে সমস্ত পত্রিকাগুলিকে আর্থিক সাহায্য করা হচ্ছে, তখন বলা হচ্ছে যে কন্ঠরোধ করা হচ্ছে বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। আমরা আজকে দেখেছি যে সার্কুলেশানের ভিত্তিতে একটা বিজ্ঞাপন নীতিকে ঠিক করা হয়েছে। ত্রিপুরার সরকারের বিজ্ঞাপন নীতি--সার্কুলেশান এবং সাইজের ভিত্তিতে ৩টা ক্যাটাগরীতে ভাগ করা হয়েছে। আর একটা কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, দেশের কথা এবং ত্রিপুরা দর্পনকে 'এ' ক্যাটাগরীতে ফেলা হয়েছে, সেটা আমার জানা নেই। আমরা জানি দৈনিক সংবাদ এবং ত্রিপুরা দর্পন এই দুইটা পত্রিকাকে সার্কুলেশান এবং সাইজের ভিত্তিতে 'এ' ক্যাটাগরীতে ফেলা হয়েছে। আর বাদ বাকী সমস্ত পত্রিকাকে 'বি' এবং 'সি' ক্যাটাগরীতে ফেলা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে গণ সংবাদ, মানুষ, স্যান্দন এই দৈনিক পত্রিকাগুলি 'বি' ক্যাটাগরীতে পরেছে--উইকলী--দেশের কথা এবং ত্রিপুরা বার্তা এই পত্রিকাগুলি 'বি' ক্যাটাগরীতে পরেছে। এবং নাগরিক, জাগরণ, জনপদ, বিবেক, প্রমোদ বার্তা, ভাবীভারত, এই সমস্ত পত্রিকাগুলিকে 'সি' ক্যাটাগরীতে ফেলা হয়েছে। এইভাবে ত্রিপুরার ৩১টা বিভিন্ন পত্রিকাকে 'সি' ক্যাটাগরীতে ফেলা হয়েছে। এডভারটাইজ বিলির ব্যাপারে সরকারী নীতি হল যে টোট্যাল এডভারটাইজের ৪০ পার্সেন্ট পাবে 'এ' ক্যাটাগরী এবং ৩০ পার্সেন্ট পাবে 'বি' ক্যাটাগরী এবং ২৫ পার্সেন্ট পাবে 'সি' ক্যাটাগরী পত্রিকাগুলি। আর সেখানে কত মিলিমিটার বিজ্ঞাপনের জন্য কত টাকা দেওয়া হবে তা ধার্য্য করা হয়েছে। যেমন (এ) কেটাগরির পত্রিকা ১৪ মিলি মিটারের জন্য ৫-৫০ পঃ, (বি) কেটা-গরির পত্রিকা ১৪ মিলি মিটারের জন্য ৫ টাকা এবং (সি) কেটাগরীর পত্রিকা ১৪ মিলি মিটারের জন্য ৪-৫০ পঃ রেট ধার্য্য করা হয়েছে। এই ভাবে কেটাগরিকেলী সমস্ত পত্রিকা বিজ্ঞাপন নীতি, তার রেট সমস্ত কিছু দেওয়ার পরও আজকে এই বামফ্রন্ট সরকারকে এই সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়, এর থেকে দুঃখজনক ব্যাপার আর হতে পারে না। এটা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে, সাজিয়ে গুজিয়ে উস্কানী দিয়ে, একটা বক্তব্যকে বিধান সভায় প্রবেশ করানোই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। এরপর আমরা তো বুঝতে পারছি না যেখানে একটা সুষ্ঠু বিজ্ঞাপন নীতির মাধ্যমে, যে সমস্ত পত্রিকাগুলি বিলুপ্তির পথে চলছিল, সেগুলিকে পুন-রুজ্জীবিত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার একটা পদক্ষেপ নিয়েছেন, তখন এই ধরণের

আলোচনার অবতারণা কিভাবে হতে পারে আমরা সেটা ভেবেই পাই না। তাই এই আলো-চনার বিরোধিতা করতে বাধ্য হচ্ছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ইনকেলাব্ জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকারঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনি বলেছেন যে পত্রিকার কন্ঠ রোধ করা হয়েছে। তাই আমি বলতে চাই যে আমরা যে সমস্ত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেই, তাতে (ক) শ্রেণীভুক্ত দুটি, (খ) শ্রেণীভুক্ত ৬টি এবং (গ) শ্রেণী ভুক্ত ৩৭টি, মোট৪৬টি পত্রিকা আছে। এর মধ্যে বলতে পারি পলিটিকেলী এবং মোরেলী অর্গেনাইজড একটা পত্রিকা লফ্‌টফ্রন্টকে সাপোর্ট করার দায় দায়িত্ব নিয়েছে। এছাড়া অন্যান্য পত্রিকাগুলি স্বাধীন-ভাবে তাদের কথাবার্তা বলেন এবং এর মধ্যে দুটি পত্রিকা ছাড়া আর বাকী পত্রিকাগুলি সে ডাইরেকট হোক, আর ইনডাইরেকটই হোক, লেফটফ্রন্টের বিরুদ্ধে তাদের যে বক্তব্য আছে তারা তা বলে। এর থেকে এটা প্রমাণ হয় যে, আমরা পত্রিকার কন্ঠ রোধ করি নাই। আগে নিয়ম ছিল যারা মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করত, মন্ত্রীদের কাছাকাছি বসবাস করত তারাই মন্ত্রীদের আশীর্বাদ পেত, নিয়ম নীতি কিছু ছিল না, ইচ্ছামত বিজ্ঞাপন দেওয়া হত এবং এই ভাবে পত্রিকাগুলি সেই সরকারের তথা মন্ত্রীদের অযাচিত বা গোপন আশীর্বাদে পরিপুষ্ট ছিল। ত্রিপুরার জনসংখ্যা অনুসারে, লিটারেসী অনুসারে এবং ডেভেলাপমেন্টের অনুপাতে সেখানে পত্রিকার সংখ্যা ছিল বেশী এবং এই পত্রিকাগুলির দ্বারা কি করে পত্রিকার বিজ্ঞাপনের ব্ল্যাকমেইল করা যায় এটাই হল পেছনের ইতিহাস। আমরা যখন এলাম, আমরাই প্রথমে বিজ্ঞাপন নীতি চালু করলাম। গত ৩২ বছরে এটা চালু হয় নি। যার ফলে কোন পত্রিকা দুই মাস, ছয় মাস বা এক বছর হলেও, তার যদি যথাযথ সার্কুলেশান থাকে, তাহলে সে বিজ্ঞাপন পাবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রে এটা কেবল মালিকদের ইচ্ছা নয়, যারা বিজ্ঞাপন পড়ে তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কারণ আমাদের নির্ভর করতে হয় কত সার্কুলেশন আছে। আমি একটা লটারীর বিজ্ঞাপন দিলাম, কিন্তু সেই পত্রিকার যদি সর্কুলেশন না থাকে, তাহলে আমার লাভটা কি? একটা বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা কমার্সিয়েল দিক আছে যে পত্রিকাটা কতজনে পড়ে, যে বন্ধু না কি সমালোচনা করছেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করব, এটা তিনি জানেন কি না? তিনি পিউরলি মালিকদের পক্ষে কথা বলছেন, না সেই সব পত্রিকার রীডারদের পক্ষে কথা বলেছেন? এটা উনার জানা উচিত যে এই পত্রিকার মালিকদের পক্ষে যতটুকু উকালতি করেছেন, অ্যাকচুয়েলী কোন পত্রিকার রিডার কত সেই সংখ্যাটা জানা উচিত। আমার কাছে এমন অভিযোগ এসেছে যে পত্রিকার বিজ্ঞাপন নীতি চালু করার আগে সাংবা-দিক সম্মেলনের একটা গ্রুপ বলছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের কোন পত্রিকারই দেড় হজারের বেশী সর্কুলেশন নাই। বিজ্ঞাপন নীতি চালু করার সংগে সংগে দেখা গেল, সেই পত্রিকার রাতারাতি প্রচার সংখ্যা হয়ে গেছে আড়াই হাজারের মত। সাংবাদিকদের কাছ থেকে অভিযোগ এসেছে। আমরা বিশ্বাস করেছিলাম তাদের উপরে। কারণ সাংবাদিক যারা তারা বুদ্ধিজীবি, সচেতন, তারা যে নাম্বার দেবে সেটা সঠিক হবে। কিন্তু তাদের একটা অংশ বলছে, না ফলস্ সার্কুলেশন দেওয়া হয়েছে। আমরা এখনও বিচার বিবেচনা করি নি। ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। অ্যাক্রেডিটেশান কমিটির কথা বলেছেন

মাননীয় সদস্য। এই কমিটি হয়ে গেছে। সেই কমিটির সাত জনের মধ্যে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি ৩ জন আর বাকী চার জন বিভিন্ন সাংবাদিক সংঘের। কাজেই কন্ট্রোল কতটুকু হচ্ছে বুঝতে পারছে।। . একটা কমিটিতে সাতজন মেম্বার তার মধ্যে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তিনজন, আর বাকী চারজন বাইরে থেকে নেওয়া হয়েছে। এতে তিনি হয়ত উত্তেজিত হয়েছেন, কারণ তার বন্ধুকে দেওয়া হয় নি। কিন্তু আমরা তার বন্ধু কি না সে দিক দেখি না। আমরা রিপোর্টার্স গিল্ড থেকে দুইজনকে নিয়েছি এবং সাংবাদিক সংঘ থেকে দুইজনকে নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ সেই সাংবাদিক সংঘের মধ্যে ফাটল ধরে গেছে। দুই ভাগ হয়ে গেছে এবং আগামী দিনে সেটা তিন টুকরা, পাঁচ টুকরাও হতে পারে এবং সেইটা ভাগ হয়েছে রাজনৈতিক আশ্রয়ের ব্যাপারে। কেউ ইন্দিরা, কেউ জনতা। এরপর দেখা যাবে উপজাতী যুব সমিতির কাউকে নিতে হবে। এই ধরণের কথা পাবলিসিটির মিনিস্টার কাউকে বলে নি যে, ললিতবাবুকে নিতে হবে বা কাকে নিতে হবে। আমরা এই ভাবে নেই না। কাজেই এটা ভুল তথ্য এখানে পরিবেশন করা হয়েছে। উনি আরেকটা কথা বলেছেন যে বিভিন্ন পত্রিকায় যারা কাজ করেন তাদের মাইনের ব্যবস্থা আমরা করছি না। উনি মালিকদের পক্ষে বলে গেলেন যে বিজ্ঞাপন বাড়াও। পশ্চিমবঙ্গে তারা যা পায় তার চেয়ে ওরা বিজ্ঞাপন কম পাচ্ছে। মালিকদের পক্ষে উকালতি করলেন, কিন্তু মালিকদের বিরুদ্ধে তো বলছেন না যে তোমরা এত বিজ্ঞাপন পাচ্ছ, সেই টাকা, যারা নাকি ওয়াকিং রিপোটারস, তাদেরকে দেওয়া হয় না কেন? কাজেই উনার বক্তব্যের উৎস কোথায় এটা সহজেই পরিস্কার হয়ে গেছে। আমরা যে নীতি করেছি, তাতে ৩ হাজারের উপরে যে সব পত্রিকার সার্কুলেশন, তারা (ক) শ্রেণীভুক্ত, দুই হাজারের উপরে যাদের সার্কুলেশন তারা (খ) শ্রেণীভুক্ত এবং এর নীচে (গ) শ্রেণীভুক্ত। কাজেই বলা যেতে পারে যে এই প্রথম একটা সরকার, যে সরকারের পক্ষে, ত্রিপুরা রাজ্যের এতগুলি পত্রিকার মধ্যে, দুটো পত্রিকা কম বেশী কথা বলে এবং অন্য পত্রিকাগুলি তা বলে না। আপনিও জানেন, আমিও জানি, ত্রিপুরা দর্পণের ভূমিকা। দৈনিক সংবাদের ভূমিকাও জানা আছে। দৈনিক সংবাদ বিজ্ঞাপন পেয়েছে গত ২৭-১১-৭৮ থেকে ১৭-৩-৭৯ পর্য্যন্ত ৮৪৮৫ সেন্টিমিটার। আর ত্রিপুরা দর্পণ—যে পত্রিকা বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে কথা বলে সে পেয়েছে ৮২৪৪ সেন্টিমিটার। কাজেই আমরা দলবাজী করছি না। আমরা কারও পক্ষে উকালতি করছি না। রাজনীতিগত ভাবে আমরা কংগ্রেস (আই) কে, এ দেশের মানুষের বড় শত্রু মনে করি। কিন্তু তাদেরও দুই তিনটা পত্রিকা আছে। তারা রেগুলার বিজ্ঞাপন পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপনাদের প্রভুরা যখন গভর্ণমেন্টে ছিলেন, আমরা লেফ্‌টিস্টরা বিজ্ঞাপন পাই নি এবং বহু পত্রিকাকে জবাই করেছে। এই বলে, শ্রী জমাতিয়ার যে ডিস্কাশন এটার বিরোধীতা করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—হাউস আগামী ২৩শে মার্চ ১৯৭৯ ইং দুপুর বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

Annexure—A.

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 41
SHRI DRAO KUMAR REANG.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state ;—

১। সারা ত্রিপুরায় গত বৎসরে কয়টা প্রাথমিক চিকিৎসালয় স্থাপন করা হইয়াছিল ?

ANSWER

১। প্রাথমিক চিকিৎসালয় বলিতে কোন সরকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ত্রিপুরায় নাই। তবে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কথা ছিল। খোয়াই ব্লক অন্তর্গত বাইজল বাড়ীতে, সেই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণের কাজ সমাপ্তির পথে।

Number of Admitted
Question :—51
By Shri Drao Kumar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টা সেরিকালচার ফার্ম আছে ?

২। ঐ ফার্ম হইতে ১৯৭৬-৭৭, ১৯৭৭-৭৮ এবং ১৯৭৮-৭৯ এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বৎসর ভিত্তিক উৎপাদনের পরিমাণ কত ?

ANSWER

১। ত্রিপুরায় ৯৩টি রেশম ফার্ম আছে।

২। ত্রিপুরায় উৎপাদিত রোগমুক্ত বীজ তুতের চারা/ডালা, গুটি ও সুতার বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ

	১৯৭৬-৭৭		১৯৭৭-৭৮		১৯৭৮-৭৯ (জানুয়ারী '৭৯ পর্য্যন্ত)	
	এড়ি	তুঁত	এড়ি	তুঁত	এড়ি	তুঁত
রোগ মুক্ত বীজ	২০,৮০০	১,৭০০	২৯,৮৫০	১১,৪০০	২১,২০০	৮,০০০
	লেইংস	লেইংস	লেইংস	লেইংস	লেইংস	লেইংস
তুতের চারা/ ডালা	---	৫ লক্ষ ১০ হাজার	---	২০ লক্ষ ৩০ হাজার	---	১৫ লক্ষ ১০ হাজার
রেশম গুটি (কে. জি.)	১,৬৮৪	৫৩৭	২১০০	১৮০০	১৪০০	২৫০০
রেশম সুতা (কে. জি.)	২৭৬	৩৭	২৬৪	১১৫	২২৫	৮০

Starred Question No. 81.
By Shri Umesh Ch. Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Relations & Tourism Department be pleased to State :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। আগরতলা রেডিও স্টেশনে তরজা গানের কোন ব্যবস্থা আছে কি ?	ব্যাপারটি সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন।
২। না থাকলে আগরতলা রেডিও স্টেশন মারফত এইগুলি প্রচারের রাজ্য সরকারের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?	এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোন ব্যবস্থা করার নাই।

Number of Admitted Question :—75.
By Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরাতে মোট কয়টি সু ফ্যাক্টোরী আছে;

২। এবং সরকারী কোন সু ফ্যাক্টোরী আছে কি,

৩। যদি না থাকে সরকারী উদ্যোগে 'সু' ফ্যাক্টোরী করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

ANSWER

১। ত্রিপুরাতে মোট ৯ (নয়)টি রেজিস্ট্রিকৃত 'সু' ফ্যাক্টোরী আছে।

২। সরকারী পরিচালনাধীন একটি 'সু' ফ্যাক্টোরী আছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Number of Admitted Question No. 125
By Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে এ পর্যন্ত কতজন মৎস্যজীবিকে জাল তৈরীর জন্য নাইলন সুতা সরবরাহ করা হইয়াছে'।

২। কতজন তাঁতীকে ভর্তুকিতে সুতা বিতরণ করা হয়েছে,

৩। জেলে ও তাঁতীদের জন্য চলতি আর্থিক বছরে মোট কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। াজ্যে এ পর্যন্ত ৯২৭ জন মৎস্যজীবিকে জাল তৈরীর জন্য নাইলন সুতা সরবরাহ করা হইয়াছে।

২। মোট ৩,৭৯৭ জন তাঁতীকে ভর্তুকিতে সুতা বিতরণ করা হইয়াছে।

৩। জেলে ও তাঁতীদের জন্য চলতি আথিক বছরে মোট ৯,০৫,৯৫০'০০ টাকার বরাদ্দ আছে।

Number of Admitted Question 126
By Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of Industry Department be pleased to state—

১। রাজনগর (বিলোনীয়া বিভাগ) এবং গণ্ডাছড়ার (অমরপুর বিভাগ) মত শিল্পে অনগ্রসর জায়গার জন্য শিল্প বিকাশের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

২। যদি না থাকে তবে তারজন্য কোন উদ্যোগ সরকার নেবেন কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Number of Admitted Question 132.
By Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরায় বর্তমানে কি কি শিল্প আছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব);

২। ত্রিপুরায় বর্তমানে যে সমস্ত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তন্মধ্যে কতটি শিল্পকে সরকার স্থায়ীকরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন?

উত্তর

১। বিভাগ ভিত্তিক এস, এস, আই রেজেস্ট্রিকৃত শিল্পের তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

২। যে সব শিল্প বর্তমানে গড়ে উঠছে সেগুলি চালু রাখার ব্যাপারে সরকার সচেষ্ট।

পরিশিষ্ট

বিভাগ ভিত্তিক এস. এস. আই রেজিষ্ট্রিকৃত শিল্পের তালিকা।

ক্রমিক নং শিল্পের নাম	সদর	ধর্মনগর	উদয়-পুর	কৈলা-সহর	বিলো-নীয়া	কমল-পুর	খোয়াই	সোনা-মুড়া	অমর-পুর	সাব্রুম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। ষ্টীল ফার্নিচার	৭	—	—	—	—	—	—	—	—	—
২। স্লেট ম্যানুফেকচারিং	১৩	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৩। সীট মেটাল প্রোডাক্টস্	৯	১	১	—	১	—	—	—	—	—
৪। টেইলারিং এণ্ড রেডিমেড গ্রার্মেন্টস্	৩৪	২	৩	৬	৫	—	১	—	—	—
৫। চক পেন্সিল	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৬। সু মেকিং এণ্ড রিপেয়ারিং	৪	২	১	১	—	—	—	—	—	—
৭। ইয়ার্ন ডাইং এণ্ড ক্লথ প্রিন্টিং	২৪	—	—	—	—	—	—	১	—	—
৮। পাউডারড স্পাইসেস্	৪	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৯। ড্রাগস্ এণ্ড মেডিসিনস	৫	—	—	—	—	—	—	—	—	—
১০। জব প্রিন্টিং	১৬	৬	২	—	২	—	—	—	—	—
১১। হ্যাণ্ডিক্রেফটস্ প্রোডাক্টস্	৯৬	৪	২	—	১	১	২	২	—	—
১২। শটি ফুড	১	—	—	—	১	—	—	—	—	—
১৩। আইস এণ্ড আইস প্রোডাক্টস্	৫	২	২	—	—	—	—	—	—	—
১৪। সার্ভিসিং এণ্ড রিপেয়ারিং ওয়ার্কসপ	৮৫	১৪	৪	১	৭	—	—	—	—	—
১৫। ব্ল্যাকটি মেনুফ্যাকচারিং	২	২	—	—	—	—	—	—	—	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৬। কার্বন ফিল্টার	৩	—	—	—	১	—	—	—	—	—
১৭। বিড়ি	৩	—	—	—	—	১	—	১	—	—
১৮। আর. সি. সি. গ্রিল এণ্ড পিলার্স	১৭	—	—	—	—	—	—	—	—	—
১৯। ইট	১২	৩	২	১	২	—	—	—	—	—
২০। প্লাস্টিক গুড	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—
২১। ফাউন্টেনপেন কালি	১০	১	—	—	১	—	—	—	—	—
২২। এলুমিনিয়াম ইউটেনসিল	২	—	—	১	—	—	—	—	—	—
২৩। স্পান পাইপ	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—
২৪। সিলিকেট (বর্তমানে বন্ধ)	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—
২৫। ষ্টেইনলেস ষ্টীল ইউটেনসিল	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—
২৬। লোহার রড তৈরী	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—
২৭। ঘড়ি মেরামত	২	১	—	—	—	—	১	—	—	—
২৮। কটন কাটিং	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—
২৯। কাঠের আসবাব পত্র	৩৭	২৩	৩	—	৪	—	১	—	১	১
৩০। চিনি কারখানা	—	—	—	—	১	—	—	—	—	—
৩১। উডেন ইলেকট্রিক্যাল এসেসরিজ	১	১	—	—	—	—	—	—	—	—
৩২। ছাতার বাট তৈরী	৭	২	—	—	—	—	১	—	—	—
৩৩। লেদার এণ্ড রেকসিন প্রোডাক্টস্	৩	—	—	—	—	—	—	—	—	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩৪। জর্দ্দা ও পানের মসলা	২	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৩৫। সিন্দুর	৯	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৩৬। শাঁখা	২	—	২	—	—	—	—	—	—	—
৩৭। সুগন্ধি কেশ তৈল	৩	—	—	—	—	—	—	১	—	—
৩৮। তৈল বীজ এবং গম পেসাই	৩৯	৬	৬	২	৩	১	৪	৪	১	—
৩৯। বই বাঁধানো	৬	২	১	১	১	—	—	—	—	—
৪০। ওয়েট ব্যাটারী মেনুফ্যাকচারিং এণ্ড রিপেয়ারিং	৭	১	৩	—	—	—	—	—	—	—
৪১। লণ্ড্রি সপ্	১২	৪	—	২	—	—	১	—	—	—
৪২। বেকারী, কনফেকসনারী, ডালমুট	২৭	২	২	—	২	১	২	—	২	১
৪৩। মোম বাতি	৩৬	৭	২	২	২	৩	১	—	—	—
৪৪। টিম্বার সয়িং	১৮	৩	৫	৪	২	—	১	—	—	—
৪৫। ফটো বাইণ্ডিং	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—
৪৬। টায়ার রিট্রেডিং, রিসোলিং এণ্ড ভল্কানাইজিং	৯	১	১	—	১	—	—	—	—	—
৪৭। ওয়ার নেইলস	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৪৮। ব্রাস ইউটেন্সিলস্	৩	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৪৯। চটের ব্যাগ তৈরী	২	—	২	—	—	—	১	—	—	—
৫০। বাঁধানো খাতা তৈরী	৫	২	১	১	—	—	—	—	১	—
৫১। টালী তৈরী	১	—	১	—	১	—	—	—	—	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৫২। ময়দা তৈরী	১	১	—	—	—	—	—	—	—	—
৫৩। কাঠ পেন্সিল	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—
৫৪। বাদ্যযন্ত্র তৈরী এবং মেরামতী	১	—	—	—	১	—	—	—	—	—
৫৫। লাইফ্ ষ্টক ফিড প্রডাক্ট্স	২	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৫৬। ষ্টীল ওয়্যারস্	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৫৭। আয়ুর্ব্বেদিক ঔষধ তৈরী	—	১	—	—	১	—	—	—	—	—
৫৮। কটন জিনিং	১	১	—	—	—	—	—	—	—	—
৫৯। কাপড় কাঁচা পাউডার সাবান	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৬০। ক্যাণ্ডস্ ফ্রুটস তৈরী	২	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৬১। আগর বাতি	—	—	—	—	—	—	১	—	—	—
৬২। মাছ ধরার জাল তৈরী	১	—	—	১	—	—	—	—	—	—
৬৩। সাইট্রোনেলা অয়েল তৈরী	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৬৪। কেরোসিন ষ্টোভ তৈরী	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৬৫। পলিথিন পেপারস্	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৬৬। প্লেইন সিট রিজ তৈরী	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৬৭। ছাপার অক্ষর তৈরী	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	৫৯৮	৭৪	৪৮	২৩	৪০	৭	১৭	১০	৫	২

সর্ব্বমোট— ৮২৪

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 191
By Shri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Relations & Tourism Department be pleased to State—

প্রশ্ন	উত্তর
১। প্রচার দপ্তরের বর্তমান যুগ্ম অধিকর্তা এ পর্যন্ত কতবার দিল্লী যাতায়াত করিয়াছেন ? এবং কি কি কাজে ?	বামফ্রন্ট সরকার দায়িত্ব ভার গ্রহণের পর জনসংযোগ ও পর্যটন দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা মোট পাঁচবার দিল্লী গিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাজ নিয়ে তাকে দিল্লী যেতে হয়েছিল।
২। এ ব্যাপারে তাকে এ পর্যন্ত কত টি. এ. এবং ডি. এ. দিতে হয়েছে ?	প্রতিবার দিল্লী যাতায়াতের পথে কোলকাতাতে বিভিন্ন কাজে তাঁকে থাকতে হয়েছে। সুতরাং দিল্লী ও কোলকাতা মিলিয়ে এ ব্যাপারে তাকে এ পর্যন্ত মোট ৬৩৮১ টাকা টি. এ. ও ডি. এ. হিসাবে দিতে হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 192
By Shri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Relations & Tourism Department be pleased to state :---

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে ট্রেন্সপোর্ট ডিফিকাল্টি ও যন্ত্রপাতির মেরামতের অভাবে প্রচার দপ্তরের কাজ ক্রমশঃ বিঘ্নিত হচ্ছে ?	ইহা সত্য নহে।
২। ইহা কি সত্য নতুন গাড়ীগুলি লইয়া প্রচার দপ্তরের কর্ম্মীরা আগরতলা বাড়ী হইতে অফিস এবং অফিস হইতে বাড়ী যাতায়াত করেন ?	না, ইহা সত্য নহে।
৩। ইহা কি সত্য যে নবিস্ ড্রাইভারদের মফঃস্বলে দিয়ে ভাল ভাল ড্রাইভারদের এই গমনা-গমনের জন্য আগরতলায় রাখা হয় ?	লাইসেন্স প্রাপ্ত সকল ড্রাইভারই সমান যোগ্য। নবিস্ ড্রাইভার বলে কিছু জানা নেই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 195
By Shri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য, কাকড়াবন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যে কয়টি শয্যা আছে তার তিনগুণ রোগী প্রায় সব সময়ই মাটিতে বিছানায় আশ্রয় নিয়ে থাকে ,

২। এর শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

৩। না থাকিলে তার কারণ কি ;

৪। ইহা কি সত্য কাকড়াবন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্য্যন্ত এর কোন সংস্কার সাধন করা হয় নাই ;

৫। সত্য হইলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি সংস্কার করার জন্য সরকার কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWERS

১। না।

২। না।

৩। প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী কাকড়াবন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্বিভাগের রোগীর দৈনিক গড় উপস্থিতি বিবেচনা করিয়া বর্তমানে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা নাই।

৪। তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 202
By---Shri Mandida Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state---

১। সরকার অবগত আছেন কি, কাঞ্চনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জলের অভাবে চিকিৎসার কাজে অসুবিধা হইতেছে এবং ইন্‌ডোর রোগীদের ভীষণ কষ্ট হইতেছে ;

২। অবগত থাকিলে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জল সরবরাহের ব্যবস্থা কখন চালু করা হইবে ?

ANSWERS

১। হ্যাঁ।

২। ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

Annexure—B

Number of Admitted Question. 3

By—Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :--

১) শিল্প দপ্তর থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনকে যে শিল্প ঋণ ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ইং অবধি দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কত টাকা অনাদায়ী রয়ে গেছে এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম ;

২) আদায় না হওয়ার কারণ কি ?

ANSWERS

১) শিল্প দপ্তর থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনকে যে শিল্প ঋণ ১৯৭৯ইং সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী অবধি দেওয়া হয়েছে তন্মধ্যে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম পরিশিষ্ট দেওয়া হইল।

২) আদায় না হওয়ার কারণ ঃ---

ক) ঋণ গ্রহীতার ঋণ পরিশোধে অনিচ্ছা।

খ) ঋণ গ্রহীতার ত্রুটি পূর্ণ পরিচালনা হেতু শিল্প প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা।

পরিশিষ্ট

ক্রমিক নং	যথা সময়ে পরিশোধ করেন নাই এমন ঋণ গৃহীতার নাম ও ঠিকানা	প্রদত্ত মোট ঋণের পরিমাণ মং	অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ মং	সুদ
১	২	৩	৪	৫
	ধর্মনগর মহকুমা			
১।	শ্রীগোপীকা রঞ্জন গোস্বামী পিতা শ্রীনরোত্তম গোস্বামী ধর্মনগর টাউন, ত্রিপুরা।	৫০০'০০	৪৩৭'৫০	
২।	শ্রীমতি জয়ন্তী বালা কর, পিতা গোপাল চন্দ্র কর, ধর্মনগর টাউন, ত্রিপুরা।	৫০০'০০	৫০০.০০	
৩।	শ্রীগোপী চরণ নাথ, পিতা- হরিচরণ নাথ, ফটিকুলী, ধর্ম- নগর।	৫০০'০০	৫০০'০০	
৪।	শ্রীগকুল সিন্হা, পিতা-মৃত মুক্তা সিংহ, রাজবাড়ী, ধর্ম্ম- নগর।	৫০০'০০	৪৪০'০০	

১	২	৩	৪	৫
	৫। শ্রীরবিপদ ভট্টাচার্য্য, পিতা শ্রীরমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য চন্দ্রপুর, ধর্ম্মনগর।	৫০০.০০	৫০০.০০	
	৬। শ্রীসুধীন্দ্র কুমার পাল, পিতা শ্রীসুরেন্দ্র কুমার পাল রাধানগর, ধর্ম্মনগর।	৫০০.০০	৪৩৭.৫৭	
	৭। শ্রীগোবিন্দ রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, পিতা মৃত শীরিশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ধর্ম্মনগর।	৫০০.০০	৫০০.০০	
	৮। শ্রীঅধর চন্দ্র দেব, পিতা শ্রীসূর্য্য কুমার দেব, চন্দ্রপুর, ধর্মনগর।	৫০০.০০	৪৩৭.৫০	
	৯। শরিফ উল্লা, পিতাঃ- মৃত করমউল্লা, পশ্চিম চন্দ্রপুর, ধর্মনগর।	৫০০'০০	৪৫০'০০	
	১০। শ্রীগুরুচরণ দেবনাথ, পিতাঃ- মৃত গোবিন্দনাথ, খেরেনজুরী, ধর্মনগর।	৫০০'০০	৩৭৫০০	
	১১। শ্রীসাধু সিং, পিতাঃ- নারী বল্লভ সিং, হুরুয়া, ধর্মনগর।	৫০০'০০	৪৩৫'০০	
	১২। শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র দেব, পিতাঃ- মৃত দীনদয়াল দেব, ধর্মনগর ত্রিপুরা।	১,০০০'০০	৮২৫'০০	
	১৩। শ্রীশশী নাথ, পিতা:- মৃত রতন নাথ, ফটিকুলি, ধর্মনগর।	৫০০'০০	৩৭৫'০০	
	১৪। শ্রীনলিনি কান্ত নাথ, পিতাঃ- মৃত নারায়ণ নাথ, ফটিকুলি ধর্মনগর।	৫০০'০০	৫০০'০০	
	১৫। শ্রীবসন্তরাম মালাকার, পিতাঃ- মৃত চৈতন্যরাম মালাকার, রামনগর, ধর্মনগর।	৫০০'০০	৫০০'০০	
	১৬। শ্রীশচীন্দ্র মালাকার, পিতাঃ- মৃত শরৎরাম মালাকার, রঙ্গ ধর্মনগর।	৭০০'০০	৬১২'৫০	

১	২	৩	৪
১৭।	শ্রীদুর্গা সিং, পিতাঃ- মৃত বায়নু সিং, শনিছড়া, ধর্মনগর।	১,০০০·০০	১,০০০·০০
১৮।	শ্রীশান্তিলাল ঘোষ, পিতাঃ- মৃত বংশীলাল ঘোষ, অফিস টিলা, ধর্মনগর।	৫০০·০০	৩৭৫·০০
১৯।	শ্রীশ্যামরতন দেববর্মা, হাফলং, ধর্মনগর।	২০০·০০	১৯৫·০০
২০।	শ্রীব্রজচন্দ্র দেববর্মা, পিতাঃ- মৃত মহেন্দ্র দেববর্মা, বরুয়াকান্দি, ধর্মনগর।	২০০·০০	১৯০·০০
২১।	শ্রীবেলেশ চন্দ্র দেববর্মা, পিতাঃ- গৌরচন্দ্র দেববর্মা, বরুয়াকান্দি, ধর্মনগর।	২০০·০০	১৫৫·০০
২২।	শ্রীমাধব দেববর্মা, পিতাঃ- মৃত সরালিয়া দেববর্মা, হাফলং ধর্মনগর।	২০০·০০	১৯৫·০০
২৩।	শ্রীমনিরাম হালাম, পিতাঃ- দয়াপার হালাম, দলুবাড়ি, ধর্মনগর।	৫০০·০০	৫০০·০০
২৪।	শ্রীআশুতোষ ঋষিদাস, পিতাঃ- শ্রীনগরবাসী ঋষিদাস, ফটিকুলি বাজার, ধর্মনগর।	৫০০·০০	৫০০·০০
২৫।	শ্রীনরেশ চন্দ্র নাথ, পিতাঃ- শ্রীসদানন্দ নাথ, শাকাইবাড়ী, ধর্মনগর।	৫০০·০০	৫০০·০০
২৬।	শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার দে, পিতাঃ- মৃত প্রকাশ চন্দ্র দে, আপতাখালি, ধর্মনগর।	১,০০০·০০	১,০০০·০০
২৭।	শ্রীগোপাল ঋষিদাস, ফটিকুলি বাজার, ধর্মনগর।	৫০০·০০	৫০০·০০
২৮।	শ্রীপ্রসন্ন কুমার দত্ত, পিতাঃ- মৃত মাধবরাম দত্ত, আপতাখালি, ধর্মনগর।	৪০০·০০	৪০০·০০

১	২	৩	৪	৫
২৯।	শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র নমঃসুদ্র, পিতা ঃ মৃত কৈলাশ চন্দ্র নমঃসুদ্র, ফটিকুলি, ধর্মনগর।	৩০০·০০	৩০০·০০	
৩০।	শ্রীনরেশ চন্দ্র দাস, পিতা ঃ মৃত নৈদাচান্দ দাস, হুরুয়া, ধর্মনগর।	৩,০০০·০০	৩,৮০০·০০	
৩১।	শ্রীনবকুমার নাথ, পিতা ঃ শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র নাথ, রাধাপুর, ধর্মনগর।	৫,০০০,০০	৫০০·০০	
৩২।	শ্রীপ্যারীমোহন নাথ, পিতা ঃ মৃত যতীন্দ্রমোহন নাথ, হুরুয়া, ধর্মনগর।	৫,০০০·০০	৫০০·০০	
৩৩।	শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র ঋষি, ভারতী সু ফেক্টরী, কুর্ত্তি রোড, ধর্মনগর।	৫,০০০·০০	৫,০০০·০০	
৩৪।	শ্রীবিদেশী লোহার, পিতা ঃ মৃত জি, লোহার, অফিস টিলা, ধর্মনগর।	৫,০০০·০০	৫,০০০·০০	
৩৫।	শ্রীমুকুন্দ লাল দাস এবং শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দাস, ধর্মনগর, ত্রিপুরা।	৭,৫০০ ০০	৭,৫০০·০০	
৩৬।	শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র চক্রবর্তী, পিতা ঃ মৃত ঈষান চন্দ্র চক্রবর্তী, শনিছড়া, ধর্মনগর।	২,০০০·০০	২,১৬২·৮৫	
৩৭।	শ্রীবিদ্যুৎ কান্তি পুরকায়স্থ, থানা রোড, ধর্মনগর।	৮,০০০·০০	১,৪৫৯·৬৭	
৩৮।	শ্রীচিত্ত রঞ্জন দে, বিবেকানন্দ রোড, ধর্মনগর।	১০,০০০·০০	১০,৩০৫·০০	
৩৯।	শ্রীবীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী পিতা ঃ শ্রীমোহন চন্দ্র নাথ, পদ্মপুর, ধর্মনগর।	২৫,০০০·০০	২৬,৮৮৭·০৪	

	৩	৪	৫
৪০। শ্রীরামগোপাল শর্মা, পিতা ঃ শ্রীকালিকুমার শর্মা থানা রোড, ধর্মনগর।	৫,০০০·০০	৫,১২৫·৫২	
৪১। শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র নাথ, পিতা ঃ মৃত কমল চন্দ্র নাথ, পদ্মপুর, ধর্মনগর।	৫,০০০·০০	২,৯৩৩·৬৫	
৪২। শ্রীঅনু সিং, পিতা ঃ শ্রীতাঞ্জব সিং মোটরষ্ট্যাণ্ড, ধর্মনগর।	৪,০০০·০০	৪,৩২৪·৮৩	
৪৩। মেসার্স বড়হন্দি গুড় খান্সাড়ী কো-অপাঃ সোঃ লিঃ, সাপনালা, ধর্মনগর।	৫,০০০·০০	৬,২৫৮·০৫	
৪৪। শ্রীহরিদাস চৌধুরী, পিতা ঃ শ্রীজগদীশ চৌধুরী পুরাতন পোঃ অফিস রোড, ধর্মনগর।	২০,০০০·০০	২৩,৪৬৫·৯২	
৪৫। শ্রীবিলাশ বিহারী ঘোষ পিতা ঃ মৃত বিনোদ বিহারী ঘোষ, ফটিকুলি, ধর্মনগর।	১৫,০০০·০০	১৬,৫২০·৭৫	
৪৬। শ্রীমিহির চন্দ্র নাগ চৌধুরী, পিঃ মৃত সুরেন্দ্র কুমার নাগ চৌধুরী, ধর্মনগর।	৬,০০০·০০	৬,৫৮২·০০	
৪৭। শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র নাথ পিঃ মৃত কমল চন্দ্র নাথ পদ্মপুর, ধর্মনগর।	৫,০০০·০০	৩,০৫৩·৪৭	
৪৮। শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী পিঃ মৃত ঈশান চন্দ্র চক্রবর্ত্তী শনিছড়া, ধর্মনগর।	২,০০০·০০	১,৭২৮·৭৩	
৪৯। শ্রীহরিদাস চৌধুরী পিঃ শ্রীজগদীশ চৌধুরী পুরাতন পোঃ অফিস রোড, ধর্মনগর।	১৫,০০০·০০	১৯,৫০৮·৫৮	

১	২	৩	৪	৫
৫০।	শ্রীধীরেন্দ্রলাল দে, কুর্ত্তি রোড, ধর্মনগর।	১৭,০০০·০০	১৭,৬৬৬·০৪	
৫১।	শ্রীবীরেশ্বর রঞ্জন বিশ্বাস কামেশ্বর গাঁও, ধর্মনগর।	১০,০০০·০০	১০,৭৫০·৬২	
৫২।	শ্রীসুখ দেবনাথ শংকর কেণ্ডেল মেনুফ্যাকচারিং ইণ্ডাষ্ট্রি, ধর্মনগর।	১৩,০০০·০০	১৩,১১৭ ৮৩	
৫৩।	শ্রীকানিশ রঞ্জন ধর থানা রোড, ধর্মনগর।	৩ ০০০·০০	৩,৩১৩·৪৭	
৫৪।	শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র নাথ পিঃ মৃত কমল চন্দ্র নাথ পদ্মপুর, ধর্মনগর।	৯,০০০·০০	৯,২৭০·০০	
৫৫।	শ্রীগোপাল চন্দ্র সাহা ধর্মনগর।	৫,০০০·০০	৪,৩৮১·০৬	
৫৬।	শ্রীকৃষ্ণমোহন সিন্হা শনিছড়া, ধর্মনগর।	৫,০০০·০০	৪,৪১১·০১	
৫৭।	শ্রীহরিবন্ধু দেবনাথ ধর্মনগর।	৫,০০০·০০	৫,১৭০·৫৯	
৫৮।	শ্রীকান্নিশ রঞ্জন ধর থানা রোড, ধর্মনগর।	৩,০০০·০০	৩,৩১৭·৮৫	
৫৯।	শ্রীসতীশ নাথ ধর্মনগর।	৩০,০০০·০০	৩৩,৬১৬·৪২	
৬০।	শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র আচার্য্য পিঃ মৃত পিতাম্বর আচার্য্য বিবেকানন্দ রোড, ধর্মনগর।	৫,০০০·০০	৫,০০৬·৭০	
৬১।	শ্রীরবীন্দ্র কুমার ধর ধমনগর।	৫,০০০·০০	৫,৯৩৪·১০	
৬২।	শ্রীহিমাংশু শেখর ভট্টাচার্য্য ধর্মনগর।	৫,০০০·৩০	৫,৮০৪·৯	
৬৩।	মেসার্স দামছড়া উইভারস কোঃ অপঃ সোঃ লিমিটেড্ দামছড়া, ধর্মনগর।	৪,০০০·০০	৪,৫৪৯·২০	

১	২	৩	৪	৫
৬৪।	মেসার্স গোবিন্দপুর টি, এস, এস, লিঃ, ধর্মনগর।	৩,০০০'০০	৩,৬৮৪'০০	
৬৫।	শ্রীগোপাল সূত্রধর পিঃ শ্রীবনমালী সূত্রধর অফিস টিলা, ধর্মনগর।	৫,০০০·০০	৩,৬৮৬·১১	
৬৬।	শ্রীবিদেশী লোহার পিঃ মৃত জ্ঞানিয়া লোহার অফিস টিলা, ধর্মনগর।	৫,০০০·০০	৫,০৯৩'৭৫	
৬৭।	মেসার্স বাঁশ বেত শিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেড কাঞ্চনপুর (লুসাই)	৫,০০০'০০	৪,৯৮৩'০৬	
৬৮।	শ্রী আস্তধর ঋষিদাস পিতাঃ মৃত রূপচান ঋষিদাস, পানিসাগর, ধর্মনগর।	২,৫০০'০০	২,৫৬২'৮৩	
৬৯।	শ্রীগোপাল চন্দ্র সত্রধর, পিঃ শ্রীবনমালী সূত্রধর, অফিসটিলা, ধর্মনগর।	৪,০০০'০০	৪,৬৩৫'০৩	

কৈলাশহর মহকুমা

১	২	৩	৪	৫
৭০।	শ্রী যতীন্দ্র চন্দ্র রুদ্রপাল, পিতা মৃত ব্রজেন্দ্র রুদ্রপাল, দুর্গানগর, কৈলাশহর।	১০০'০০	১০০'০০	
৭১।	শ্রী বরিন্দ্র চন্দ্র রুদ্রপাল, দূর্গানগর, কৈলাশহর।	১০০'০০	৭০'০০	
৭২।	শ্রী রাধারঞ্জন রুদ্রপাল, পিঃ মৃত রমনরাম রুদ্রপাল। দুর্গাপুর, কৈলাশহর।	১০০'০০	৭০'০০	
৭৩।	শ্রী গোপিকারঞ্জন রুদ্রপাল, পিঃ শ্রী গগন চন্দ্র রুদ্রপাল, দুর্গাপুর, কৈলাশহর।	১০০'০০	৭০'০০	

১	২	৩	৪	৫
৭৪।	শ্রী ঠাকুরমণি রুদ্রপাল, পিঃ শ্রী জয়রাম রুদ্রপাল, দুর্গাপুর, কৈলাশহর।	১০০·০০	৭০·০০	
৭৫।	শ্রী যোগেন্দ্ররাম রুদ্রপাল, পিঃ মৃত ব্রজরাম রুদ্রপাল, দুর্গাপুর, কৈলাশহর।	১০০·০০	৭০·০০	
৭৬।	শ্রীলোকরাম রুদ্রপাল, পিতাঃ মৃত গোলকরাম রুদ্রপাল, দুর্গাপুর, কৈলাশহর।	১০০ ০০	৮১·০০	
৭৭।	শ্রীগোপীরাম রুদ্রপাল, পিঃ মৃত দীননাথ রুদ্রপাল, দুর্গাপুর, কৈলাশহর।	১০০·০০	৭০·০০	
৭৮।	শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার রুদ্রপাল, পিঃ মৃত বংশীরাম রুদ্রপাল, দুর্গাপুর, কৈলাশহর।	১০০·০০	৬০·০০	
৭৯।	শ্রীধর্মদাস সিং, পিঃ শ্রীবাবুধন সিং, অটু স্টেটার্স, কৈলাশহর।	৫,০০০·০০	৫,০০০·০০	
৮০।	শ্রীঅশ্বিনী কুমার সূত্রধর, পিঃ মৃত কামিনী কুমার সূত্রধর, গোবিন্দপুর।	৫,০০০·০০	৪,৪৪৪·৪৪	
৮১।	শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র ধর, পিঃ মৃত পিতাম্বর চন্দ্র ধর, ভোলাপাসা, কৈলাশহর।	৫,০০০·০০	৪,৮৩৩·১৮	
৮২।	শ্রীদুলাল নন্দী, পিঃ মৃত যোগেশ চন্দ্র নন্দী, কুমারঘাট, কৈলাশহর।	২,০০০·০০	২,৫৪৫·৫২	
৮৩।	শ্রীগীরীন্দ্র কুমার শর্মা, পিঃ মৃত রাজকিশোর শর্মা, পাপিয়াছড়া কলোনী, কুমারঘাট।	১,০০০·০০	১,১৯৪·৭৬	
৮৪।	শ্রীযতীন্দ্র কুমার দেব, পিঃ মৃত জয়কিশোর দেব, কুমারঘাট, কৈলাশহর।	১,০০০·০০	১,২৮৪·৮৯	

১	২	৩	৪	৫
৮৫।	শ্রীননীগোপাল গোস্বামী এবং শ্রীনীলকমল গোস্বামী, রাতাছড়া, কৈলাশহর।	৫,০০০·০০	৬,৩৯৫·৬৩	
৮৬।	মেসার্স ভাগুরপার মৃৎ শিল্প কোঃ অঃ সার্ভিস সোসাইটি লিঃ, বীরচন্দ্রনগর, কৈলাশহর।	৭,৬০০·০০	৮,৪০২·১২	
৮৭।	শ্রীপ্রফুল্ল ভট্টাচার্য্য, পিঃ মৃত প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, মোহনপুর, কৈলাশহর।	১,০০০·০০	১,০১৯·৮৯	
৮৮।	শ্রীপাঁচুগোপাল চৌধুরী, পিঃ মৃত রাজেন্দ্র কুমার চৌধুরী, পানিচৌকি বাজার, কৈলাশহর।	২,০০০·০০	২,১২৯·৬০	
৮৯।	শ্রদীনবন্ধু সিং, কৈলাশহর।	৫,০০০·০০	৭,২২৬·০০	
৯০।	আনসার মিঞা, পিঃ মহম্মদ সারাব আলি, কনকপুর, কৈলাশহর।	১৫,০০০·০০	১৫,৪১১·২৪	
৯১।	শ্রীবিরজিৎ সিং, পিঃ শ্রীবিজয় সিং পায়তুরবাজার, কৈলাশহর।	৫,০০০·০০	৫,৪৯৭·০৪	
৯২।	শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়, পিঃ মৃত চন্দ্রকিশোর রায়, কৈলাশহর।	১,০০০·০০	১,১২৪·৭৯	
৯৩।	শ্রীঅমূল্য ভূষণ চক্রবর্ত্তী, কৈলাশহর।	১০,০০০	১০,৯৩৩·১৪	
৯৪।	শ্রীআবদুল সত্বর, টিলা বাজার কৈলাশহর।	৫,০০০	৫,৩৭৫·১২	
৯৫।	শ্রীসুদীপ রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, পিং শ্রীসুধীর রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, কৈলাশহর।	৫,০০০	৪,৭০৫·৯৭	

১	২	৩	৪	৫
৯৫।	শ্রীনিত্যানন্দ পাল, কৈলাশহর।	৫,০০০°০০	৫,৪৪২'২৬	
৯৬।	শ্রীসন্তোষ দেবরায় C/o. নারায়ণ প্রেস, কৈলাশহর।	৫,০০০°০০	৫,১৯৫'৬২	
৯৭।	শ্রীরাজকুমার প্রতাপসিং, পিঃ শ্রীরাজকুমার অক্ষয় সিং বিদ্যানগর, কৈলাশহর।	৩,০০০'০০	৩,১৯৭'১৭	
৯৮।	শ্রীঅরুণ চন্দ্র ধর, পিঃ আদিত্য চন্দ্র ধর, ছনতৈল, কৈলাশহর।	১০,০০০'০০	১০.৭০৫'৫৫	
৯৯।	শ্রীসুশীল দেব চৌধুরী, পিঃ মৃত মনমোহন দেব চৌধুরী, কৈলাশহর।	৭,৫০০'০০	৮.০৭২·৪৩	
১০০।	শ্রীগোপেশ চন্দ্র দত্ত, পিঃ শ্রীগুরুচরণ দত্ত, কালিপুর, কৈলাশহর।	১,০০০'০০	১,০৫০·০৭	
১০১।	শ্রীইন্দ্রমোহন দত্ত, পিঃ শ্রীরাজমোহন দত্ত, ফটিকরায়, কৈলাশহর।	৪,২৫০'০০	৩,৫২৯'৩৪	
১০২।	শ্রীগোপেশ চন্দ্র দত্ত, পিঃ শ্রীগুরুচরণ দত্ত, কালিপুর, কৈলাশহর।	২,৫০০'০০	২,৫৬০'৭৯	
১০৩।	শ্রীশিবরাম হরিজন, পিঃ মৃত রামপ্রসাদ হরিজন, জগন্নাথপুর, কৈলাশহর।	২,৫০০ ০০	২,৭৪০·০০	
১০৪।	মেসার্স বিদ্যানগর এম, টি, এস, এস, লিঃ, কৈলাশহর।	৭,০০০'০০	৯,৩০৭'১৬	
১০৫।	মেসার্স রতিয়াবাড়ি এস, এস, এস, এস লিঃ, কৈলাশহর।	১,৬০০'০০	১,৭৬৮'৭৫	

১	২	৩	৪	৫
	কমলপুর মহকুমা			
১০৬।	সাধুবাড়ি ছাত্র এস, এস, এস, লিঃ, কমলপুর।	৫,০০০.০০	৫,০০০.০০	
১০৭।	শ্রীসতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী পিঃ মৃত কালু চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মানিকভাণ্ডার, কমলপুর।	৩,০০০.০০	৩,০০০.০০	
১০৮।	শ্রীসুধাংশু ঘোষ, পিঃ শ্রীকামিনী কান্ত ঘোষ, কোলাইবাজার, কমলপুর।	১,০০০.০০	১,০৩০.০০	
১০৯।	শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস, পিঃ শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস, সালেমা, কমলপুর।	৫০০.০০	৫৭৬.০৮	
১১০।	শ্রীদুর্গাচরণ দাস, পিঃ মৃত নবীন চন্দ্র দাস, মিছরিয়া, কমলপুর।	৬০০.০০	৬১৮.০০	
১১১।	শ্রীক্ষেত্রমোহন বড়াই পিঃ শ্রীউমাচরণ বড়াই ভাটখোয়ারী কলোনী, সালেমা, কমলপুর।	৪০০.০০	৪৮৬.৮২	
১১২।	শ্রীকোশল দেবনাথ পিঃ মৃত লক্ষণচন্দ্র দেবনাথ, নালিছড়া, কমলপুর।	১,০০০.০০	১,৩২৫.৫৫	
১১৩।	শ্রীরুহিনীকান্ত বিশ্বাস, পিঃ মৃত কুঞ্জকিশোর বিশ্বাস ভাটখোয়ারী কলোনী, সালেমা, কমলপুর।	৫০০.০০	৭১৬.৯৫	
১১৪।	শ্রীবিপিনচন্দ্র ঘোষ, পিঃ মৃত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, মাণিকভাণ্ডার, কমলপুর।	১৭,০০০.০০	২০,৪০৪.২২	
১১৫।	শ্রীরাকেশ রঞ্জন দত্ত চৌধুরী পিঃ মৃত ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত চৌধুরী বালিগাঁও, কমলপুর।	৬,০০০.০০	৬,৩৬৯.৩২	

১	২	৩	৪	৫
১১৬।	শ্রীবিজয় কুমার রাংখল, পিঃ শ্রীসামচাং রাম রাংখল কমলাছড়া, আম্বাসা, কমলপুর।	৫,০০০·০০	৫,৩৯৭·৬৫	
১১৭।	শ্রীসুভাষ চন্দ্র ঘোষ কমলপুর, ত্রিপুরা।	৫,০০০·০০	৫,৪৯৭·৩৫	
১১৮।	শ্রীদূর্গাপদ চৌধুরী পিঃ মৃত যামিনীকান্ত চৌধুরী হালাহালি, কমলপুর।	৬,০০০·০০	৬,৭৪০·২৮	
১১৯।	শ্রীমোহন দেববর্মা পিঃ শ্রীউমেশচন্দ্র দেববর্মা কানছড়া, কমলপুর।	৩,০০০·০০	৩,১৯২·৭১	
১২০।	শ্রীতপন চত্ত চৌধুরী পিঃ মৃত রসিক দত্ত চৌধুরী মায়াছড়ি, পোঃ রামদুল্লভপুর কমলপুর।	৩,০০০·০০	৩,৬১৪·৮৬	
১২১।	মেসার্স প্রগতি এস, এস, এস, এস, লিঃ মরাছড়া, কমলপুর।	৩,০০০·০০	৩,৩০৩ ৯৬	
১২২।	শ্রীক্ষিরোদ মোহন সূত্রধর পিঃ মৃত মুরারী মোহন সূত্রধর কুলাই বাজার, কমলপুর।	২,৫০০·০০	২,৫৪২·৭৩	
১২৩।	ঐ ঐ	২,০০০·০০	২,০২৮·৩৩	
১২৪।	শ্রীহেমন্তলাল দেব পিতা মৃত কৃষ্ণচন্দ্র দেব মাণিকভাণ্ডার, কমলপুর।	২,০০০·০০	২,০৭৯·৬০	
১২৫।	মেসার্স রামকৃষ্ণ টি, এস, এস, এস, লিঃ, কমলপুর।	২,০০০·০০ ৩,৮০০·০০	২,৫৭০·০০ ৪,৪৩৫·২৫	
১২৬।	মেসার্স কামরাঙ্গা টি, এস, এস, লিঃ, কমলপুর।	৮০০·০০	৯৭১·০০	

১	২	৩	৪	৫
১২৭।	মেসার্স মহারাণী টি, এস, এস, লিঃ, কমলপুর।	১,০০০·০০	১,২১১·২৫	
১২৮।	ভাওলিয়াবস্তি, তাঁত চক্র এস, এস. লিমিটেড, আম্বাসা, কমলপুর।	৪,৮০০·০০	৫,২৫৬·৮০	
		৬,৩০০·০০	৬,৮৯৬·৯৪	
	উদয়পুর মহকুমা			
১২৯।	শ্রীসুরেশ চন্দ্র মিস্ত্রি, পিঃ শ্রীসদানন্দ মিস্ত্রি, উদয়পুর।	৫০০·০০	৫০০·০০	
১৩০।	শ্রীরণদেব ব্যাপারী, পিঃ মৃত গদাধর ব্যাপারী, উদয়পুর।	৫০০·০০	৪৫০·০০	
১৩১।	শ্রীঠাকুরদাস মণ্ডল, পিঃ শ্রীজলধর মণ্ডল, উদয়পুর।	৫০০·০০	২৫০·০০	
১৩২।	শ্রীখগেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস, পিঃ মৃত দ্বারকানাথ বিশ্বাস, ফুলকুমারী, উদয়পুর।	৫৫০·০০	৫৫০·০০	
১৩৩।	শ্রীরমণীমোহন বিশ্বাস, পিঃ দ্বারকানাথ বিশ্বাস, ফুলকুমারী, উদয়পুর।	৪৫০·০০	৪৫০·০০	
১৩৪।	শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস, পিঃ মৃত দ্বারকানাথ বিশ্বাস, ফুলকুমারী, উদয়পুর।	৬৫০·০০	৬৫০·০০	
১৩৫।	শ্রীখগেন্দ্র চন্দ্র দাসমিস্ত্রি, পিঃ মৃত প্রসন্নদাস মিস্ত্রি, ফুলকুমারী, উদয়পুর।	৪০০·০০	৪০০·০০	
১৩৬।	শ্রীউপেন্দ্র কুমার দাসমিস্ত্রি, পিঃ মৃত প্রসন্ন দাসমিস্ত্রি, ফুলকুমারী, উদয়পুর।	৪০০·০০	৪০০·০০	

১	২	৩	৪	৫
১৩৭।	শ্রীননীগোপাল ডলি, পিঃ মৃত অশ্বিনী কুমার ডলি, উদয়পুর।	৩৫০'০০	২১০'০০	
১৩৮।	শ্রীআব্দুল আজিজ খলিফা, পিঃ আপ্তাব উদ্দিন, উঃ মহারাণী, উদয়পুর।	৫০০'০০	২০০'০০	
১৩৯।	আলিউল্লা মিয়া, পিঃ আব্দুল মিয়া, লক্ষ্মীপাতি, উদয়পুর।	৫০০'০০	৪৫০'০০	
১৪০।	শ্রীহরিদাস কর্মকার, পিঃ শ্রীযজ্ঞেশ্বর কর্মকার, কাকড়াবন, উদয়পুর।	৫০০'০০	৩০০'০০	
১৪১।	শ্রীতারাপদ মণ্ডল এবং অন্যান্য, উদয়পুর।	৩,০০০'০০	৩,০০০'০০	
১৪২।	শ্রীরামেশ্বর মণ্ডল, উদয়পুর, ত্রিপুরা।	২,৫০০'০০	২,৫০০'০০	
১৪৩।	মেসার্স ত্রিপুরেশ্বরী স্ মিল, উদয়পুর।	১০,০০০'০০	৬,৪০৩'০০	
১৪৪।	শ্রীসুধাংশু ভুষণ পাল, পিঃ মৃত বিধুভূষণ পাল, উদয়পুর।	২৫,০০০'০০	২৫,০০০'০০	
১৪৫।	শ্রীনিশিকান্ত সরকার, উদয়পুর।	৬৫,০০০'০০	৬৫,০০০'০০	
১৪৬।	শ্রী এ, এস, রায়, পিঃ শ্রীপ্রফুল্লমোহন রায়, শিল্পনগরী, উদয়পুর।	২০.০০০'০০	২০,০০০'০০	
১৪৭।	শ্রীসুরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য পিতা মৃত রজনী কুমার ভট্টাচার্য্য হীরাপুর মহারাণী, উদয়পুর।	৫,০০০'০০	৫,০০০'০০	

১	২	৩	৪	৫
১৪৮।	শ্রীসরোজ রঞ্জন সেনগুপ্ত পিতা মৃত সতীশ চন্দ্র সেনগুপ্ত C/O. ত্রিপুরেশ্বরী স্ মিল উদয়পুর।	৭,৫০০·০০	৬,২৭৩·০১	
১৪৯।	শ্রীচিন্তাহরণ কর্মকার, পিতা মৃত ভগবান চন্দ্র কর্মকার, উদয়পুর।	৫০০·০০	৫০৭ ৫১	
১৫০।	শ্রীমতিলাল সরকার, পিতা মৃত প্রসন্ন কুমার সরকার।	৫০০ ০০	৩৩৭·৮৪	
	বিলোনীয়া মহকুমা			
১৫১।	শ্রীননীগোপাল সূত্রধর, পিতা মৃত শরত চন্দ্র সূত্রধর, কালিনগর বিলোনীয়া।	২,০০০·০০ ১,৫০০·০০	২,০০০·০০ ১,৫০০·০০	
১৫২।	শ্রীহীরেন্দ্র কুমার পাল, পিতা মৃত আনন্দ কিশোর পাল, বিলোনীয়া।	১০,০০০·০০	৯,০০০·০০	
১৫৩।	শ্রীধনি চন্দ্র রিয়াং, আদিবাসী মালটিপারপাস কোঃ অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, পোঃ শান্তিরবাজার, বগাফা।	৫,০০০ ০০	৪,৫৪০·০০	
১৫৪।	শ্রীহরিমোহন কর্মকার, পিতা মৃত শশীমোহন কর্মকার, জোলাইবাড়ী, বিলোনীয়া।	১,৫০০·০০	১,৫০০·০০	

১	২	৩	৪	৫
১৫৫।	শ্রীনরেশ চন্দ্র দেব, পিতা মৃত নিবারণ চন্দ্র দেব, বনকর রোড, বিলোনীয়া।	৩,০০০·০০	৩,০০০·০০	
১৫৬।	শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস, পিতা মৃত অন্নদা চন্দ্র দাস, বিলোনীয়া।	১০,০০০·০০	১০,০০০·০০	
১৫৭।	শ্রীননীগোপাল সূত্রধর পিতা মৃত শরৎ চন্দ্র সূত্রধর, কালিনগর, বিলোনীয়া।	১,৫০০·০০	১,৫০০·০০	
১৫৮।	মেসার্স ভৌমিক এণ্ড সরকার, পাটনারস ঃ-- ক) শ্রীসুরেন্দ্র কুমার ভৌমিক, খ) শ্রীসুরেন্দ্র কুমার সরকার, বিলোনীয়া।	১০,০০০·০০	১০,০০০·০০	
১৫৯।	শ্রীননীগোপাল বণিক, পিতা মৃত তরনী চন্দ্র বণিক, বিলোনীয়া।	৫,০০০·০০	৫,০০০·০০	
১৬০।	শ্রীশশীমোহন সূত্রধর, পিতা মৃত বনমালী সূত্রধর বনকর রোড, বিলোনীয়া।	১০,০০০·০০	৪,৪৪০·৪০	
১৬১।	শ্রীজ্যোতিশ চন্দ্র মজুমদার, পিতা মৃত রামকুমার মজুমদার, সরসিমা, বিলোনীয়া।	৫,০০০·০০	৫,০০০·০০	
১৬২।	মেসার্স জোলাইবাড়ী এস. এস. এস. এস. লিঃ, জোলাইবাড়ী, বিলোনীয়া।	৭,৫০০·০০	৬,৮২৩·২১	
১৬৩।	মেসার্স ভৌমিক এণ্ড সরকার, বিলোনীয়া।	৭,৫০০·০০	৭,৬৮৮·০৩	
১৬৪।	শ্রীসুরেন্দ্র কুমার ভৌমিক, পিতা মৃত নবীন চন্দ্র ভৌমিক, বিলোনীয়া।	৭,৫০০·০০	৭,৬৮৮·০৩	

১	২	৩	৪	৫
১৬৫।	শ্রীসুধাময় দাস, পিতা শ্রীআনন্দ চরণ দাস, বিলোনীয়া।	৭,৫০০·০০	৭,৮৩৪·৪৫	
১৬৬।	শ্রী ভগবান সুত্রধর, বগাফা, শান্তিরবাজার, বিলোনীয়া।	১,০০০·০০ ৫০০·০০	১,০৩০·১০ ৫২৫·৩৭	
১৬৭।	শ্রী গৌরাঙ্গ সূত্রধর, পিঃ মৃত বিনোদ কুমার সূত্রধর জোলাইবাড়ী।	৩০০·০০	২,৮০৬·২২	
১৬৮।	শ্রী বড়দা সেন, জোলাইবাড়ী, বিলোনীয়া।	৭,৫০০·০০	৭,৯৮৩·৪৮	
	সাব্রুম মহকুমা			
১৬৯।	শ্রী গৌরহরি বসাক, পিঃ মৃত ক্ষীরোদ চন্দ্র বসাক, সাব্রুম।	৫,০০০·০০	৪,০০০·০০	
১৭০।	শ্রী গোপাল চন্দ্র ব্যানার্জী, সাব্রুম, ত্রিপুরা।	৮,০০০·০০	২,৬৬৬·৮৬	
১৭১।	শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী পিঃ শ্রীহরিমোহন রায় চৌধুরী সাব্রুম।	১০,০০০·০০	১০,০০০·০০	
১৭২।	শ্রী প্রিয়তোষ বণিক, পিতা মৃত দেবেন্দ্র চন্দ্র বণিক, মনুবাজার, সাব্রুম।	১,০০০·০০	১,০৯৮·১০	
১৭৩।	মেসার্স গার্ডং উদ্বাস্তু এস, এস, এস. এস, লিঃ, সাব্রুম।	৭,৫০০·০০ ৭,৫০০·০০ ১৫,০০০·০০	১৯,২২৯·৭৫	
১৭৪।	মেসার্স গোয়াচান্দ উদ্বাস্তু এস. এস, এস, এস, লিঃ, সাব্রুম।	১২,১০০·০০	১৭,৯৩২·৭৫	

১	২	৩	৪	৫
১৭৫।	M/s. হরিণা এস. এস. এস. এস. লিঃ, হরিনা, সাব্রুম।	৭,০৭০.০০	১০,২৯০.০০	
১৭৬।	M/s. জলাফা উদ্বাস্তু এস. এস. এস. এস. লিঃ, হরিণা বাজার, সাব্রুম।	৭৪,৪০০.০০	১,১২,৩০৩.২৫	
১৭৭।	M/s. মনুবাজার উদ্বাস্তু এস, এস, এস, এস, লিঃ, মনুবাজার।	৪৯,০০০.০০	৭৪,১৩৭.২৫	
১৭৮।	M/s. সাতচাঁদ মালটিপারপাস কো-অঃ সোসাইটি লিঃ, সাব্রুম।	৭,০০০.০০	৭,২৮৫.৪৮	
১৭৯।	শ্রী আশুতোষ নন্দী কবিরাজ, পিতা মৃত বসন্ত কুমার নন্দী, সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা।	৭,৫০০.০০	৭,২৪৪.২৪	
১৮০।	M/s. গোয়াচান্দ টি. এস, এস, এস, এস, লিঃ, হরিনাবাজার, সাব্রুম, ত্রিপুরা।	৩,০০০.০০	৪,০০০.২৭	

সদর মহকুমা

১	২	৩	৪	৫
১৮১।	মেসার্স মণিপুরি মহিলা এস. এম. প্রতিষ্ঠান লিঃ, রাধানগর, আগরতলা।	২২,৩৬২.৫০	১৪,৭১৩.৫৮	
১৮২।	মেসার্স গান্ধীগ্রাম টি. এস. এস. লিঃ, গান্ধীগ্রাম।	১,৪৮১.২৫	১,৩৪৪.৮০	
১৮৩।	মেসার্স নূতননগর এস. টি. এস. Ltd., নূতননগর।	২০,২১৮.৭৫	১৯,৪৮৭.১৭	
১৮৪।	মেসার্স দুর্জয়নগর বি. এস. এস. এস. লিঃ, নূতনবাজার।	১২,৯৩৭.৫০	১৩,৬১৮.৩৩	

১	২	৩	৪	৫
	সদর মহকুমা			
১৮৫।	মেসার্স জয়নগর (জিরানীয়া) টি. এস. এস. এস. লিঃ, B.O. বীরেন্দ্রনগর, জয়নগর, জিরানীয়া।	৭,০৯৩·৭৫	৭,০৯৩·৭৫	
১৮৬।	মেসার্স যোগেন্দ্রনগর আদর্শ এস. টি. এস. লিঃ, যোগেন্দ্রনগর, পোঃ অঃ আনন্দনগর।	১১,০৯৩·৫০	১৩,৮৭৮·১২	
১৮৭।	মেসার্স শচীন্দ্রনগর উইভারস কোঃ অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, বীরেন্দ্রনগর, জিরানীয়া।	১৯,০৯৬·৫০	২৪,১৮২·৫৬	
১৮৮।	মেসার্স জনকল্যাণ এস. টি. এস. এস. লিঃ, তুলাকোনা, পুরান আগরতলা।	১৬,৫৫৬·২৫	১৮,৭০৮·৩০	
১৮৯।	M/s. সোনাতলা মণিপুরি টি· এস· এস. এস· লিঃ, বামুটিয়া।	২,০০০·০০	২,৬৪৪·৭২	
১৯০।	M/s. রাতায়া এস· এস· এস· লিঃ, ভাস্কর কোবরা পাড়া, বীরেন্দ্রনগর, জিরানীয়া।	২,০০০·০০	১,৮৯৫·৮১	
১৯১।	M/s. মহিলা সংঘ এস· এস. এস· লিঃ, অরুন্ধতীনগর।	২,০০০·০০	২,৬৭৯·২৫	
১৯২।	M/s. জগৎপুর টি. এস. এস· লিঃ, অভয়নগর, আগরতলা।	৫,৬০০·০০	৭,১৪৯·৩১	
১৯৩।	M/s. ঢাকাইপল্লী টি. এস. এস· লিঃ, মোহনপুর।	২২,৫৩১·২৫	২৩,৮৫০·২৯	
১৯৪।	M/s. পূর্বাঞ্চল তাঁত ও রঞ্জন শিল্প সমবায় লিঃ, রাণীরবাজার।	১৩,০০০·০০	১৭,৮৭০·৪৪	

১	২	৩	৪	৫
১৯৫।	M/s. উদ্বাস্তু এস. টি. এস. লিঃ, কুঞ্জবন, আগরতলা।	৩,৩১০·০০	৩,৩১৮·৫০	
১৯৬।	M/s. দুধপাতিল টি. এস. এস. লিঃ, রাণীরবাজার।	১২,৭২২·২৫	. ১৬,৯৭২·৫১	
১৯৭।	M/s. শংকর বয়ন শিল্প এস. এস. লিঃ, চড়িলাম।	৯,২৫৩·৫০	৭,৪৩৫·৯৩	
১৯৮।	মেসার্স সুকল্যাণী মহিলা এস, এস, লিঃ, মঠচৌমুহনী, আগরতলা।	৪,২৬০·০০	২,৩৫৪·৬১	
১৯৯।	মেসার্স নরসিংগড় জনকল্যাণ এস, এস, এস, এস, লিঃ, নরসিংগড়।	৭,৫০০·০০	৯,১৯৫·৯৫	
২০০।	মেসার্স সর্বমঙ্গল টি, এস,এস, এস, লিঃ, পুরাতন আগরতলা।	১১,১৫০·০০	১১,৩২৭·৭৮	
২০১।	মেসার্স অপরাজিতা কো-অপারেটিভ উইভারস লিঃ, নূতননগর।	৪,৩০০·০০	৪,৩০০·০০	
২০২।	মেসার্স আদর্শ মহিলা গ্রামোদ্যোগ এস, এস, এস, এস, লিঃ, কামালঘাট।	৬,৮০০·০০	৪,২৮৮·০৭	
২০৩।	শ্রীমতি দুলালী দেবী, স্বামী : মৃত অজিত চন্দ্র দেববর্মা, কৃষ্ণনগর, আগরতলা।	৫০০·০০	৫০০·০০	
২০৪।	শ্রীমতিলাল দাস, পিতা ঃ প্রফুল্ল কুমার দাস, কৃষ্ণনগর, আগরতলা।	৫০০·০০	৫০০·০০	

১	২	৩	৪	৫
২০৫।	শ্রীমতি উমারাণী দাশগুপ্ত, স্বামী : শ্রীইন্দুভুষণ দাশগুপ্ত রামনগর, আগরতলা।	৫০০'০০	৫০০'০০	
২০৬।	শ্রীমতি আরতি পাল, পিতা ঃ জগৎবন্ধু পাল, কৃষ্ণনগর, কদমতলা, আগরতলা।	৫০০'০০	৫০০'০০	
২০৭।	শ্রীমতি লীলা রাণী পাল, স্বামী ঃ শ্রীসাধু চন্দ্র পাল, জয়নগর, প্যারীবাবুর বাগান, আগরতলা।	৫০০'০০	৫০০'০০	
২০৮।	শ্রীকুমুদ বিহারী দাস, পিতাঃ প্রকাশ চন্দ্র দাস, ধলেশ্বর, আগরতলা।	৫০০'০০	৫০০'০০	
২০৯।	শ্রীকুমুদ বিহারী দাস, পিতাঃ মৃত গৌর চান্দ দাস, ধলেশ্বর, আগরতলা।	১,০০০'০০	১,০০০'০০	
২১০।	শ্রীধনঞ্জয় কর্মকার, পিতাঃ মৃত রতন কর্মকার, ধলেশ্বর, আগরতলা।	৫০০'০০	৫০০'০০	
২১১।	শ্রীঅক্ষয় কুমার কর্মকার, পিতাঃ মৃত গগন চন্দ্র কর্ম-কার, ধলেশ্বর, আগরতলা।	৫০০'০০	৫০০'০০	
২১২।	শ্রীনিধুবন সিং, পিঃ শ্রীগকুল চন্দ্র সিং, চন্দ্রপুর, আগরতলা।	১,০০০'০০	৭০০'০০	
২১৩।	শ্রীপ্যারীমোহন কর্মকার, পিঃ মৃত উমা চন্দ্র কর্মকার, ধলেশ্বর, আগরতলা।	৫০০'০০	৫০০'০০	
২১৪।	শ্রীশীতল চন্দ্র কর্মকার, পিঃ মৃত ঈশান কর্মকার, ধলেশ্বর, আগরতলা।	৫০০'০০	৫০০'০০	

১	২	৩	৪	৫
২১৫।	শ্রীরমেশচন্দ্র কর্মকার পিতা ঃ মৃত নবীনচন্দ্র কর্মকার, ধলেশ্বর, আগরতলা।	৫০০'০০	৫০০'০০	
২১৬।	শ্রীবলাইচন্দ্র কর্মকার, পিতা ঃ মৃত রামকুমার কর্মকার, পশ্চিম চম্পামুড়া, পুরাতন আগরতলা।	৫০০'০০	৫০০ ০০	
২১৭।	শ্রীননীগোপাল কর্মকার পিতা ঃ সূর্যকান্ত কর্মকার, মজলিশপুর, জিরানীয়া।	৫০০'০০	৫০০'০০	
২১৮।	শ্রীমনিন্দ্র চন্দ্র দাস পিতা ঃ মৃত রজনীকান্ত দাস, শিবনগর, আগরতলা।	৫০০'০০	৫০০'০০	
২১৯।	শ্রীচাওবা সিং পিতা ঃ মৃত ঈশ্বর সিং ধলেশ্বর, আগরতলা।	৫০০ ০০	৩৫০'০০	
২২০।	শ্রীব্রজকৃষ্ণ কর্মকার ধলেশ্বর, আগরতলা।	৫০০'০০	৪০০'০০	
২২১।	শ্রীজিতেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী পিতা ঃ মৃত কালাচাঁদ চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণনগর, আগরতলা।	৫০০'০০	৫০০'০০	
২২২।	শ্রীঅনিলকান্ত বিশ্বাস পিতা মৃত নিশিকান্ত বিশ্বাস, কৃষ্ণনগর, আগরতলা।	২০০'০০	২০০'০০	
২২৩।	শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ পিতা ঃ মৃত পটন চন্দ্র সিংহ. ধলেশ্বর, আগরতলা।	২,০০০'০০	১,৭০০'০০	
২২৪।	শ্রীবিক্রমেন্দ্র কুমার দেববর্মা পিতা ঃ মৃত নরেন্দ্র কুমার দেববর্মা, কৃষ্ণনগর।	১০,০০০'০০	১০,০০০'০০	

১	২	৩	৪	৫
২২৫।	শ্রীগৌদেন্দু বি, রায় পিতা ঃ শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র রায়, মোগড়া রোড, আগরতলা।	৭,০০০·০০	৬,৫০০·০০	
২২৬।	শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র রায় পিতা ঃ মৃত প্রকাশ চন্দ্র রায়, রামনগর, রোড নং---১, আগরতলা।	৬,০০০·০০	৬,০০০ ০০	
২২৭।	শ্রীভৈরব দেববর্মা পিতা ঃ মৃত বিরলা দেববর্মা কৃষ্ণনগর, আগরতলা।	৬,০০০·০০	৬,০০০·০০	
২২৮।	শ্রীজ্যোতির্ময় মজুমদার পিতা ঃ শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার, বনমালীপুর, আগরতলা।	১০,০০০·০০	৭,০০০·০০	
২২৯।	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ পিতা ঃ শ্রীবীরচন্দ্র ঘোষ সেন্ট্রাল রোড, আগরতলা।	৭,০০০·০০	৭,০০০·০০	
২৩০।	শ্রীঅনাথ দেববর্মা পিতা ঃ শ্রীধীরেন্দ্র দেববর্মা, কলোনেল বাড়ী, আগরতলা।	৪,০০০ ০০	৪,০০০·০০	
২৩১।	শ্রীসুধেন্দ্র মোহন গাঙ্গুলী পিতা ঃ ইন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, মধ্যপাড়া, আগরতলা।	৭,০০০·০০	৭,০০০·০০	
২৩২।	শ্রীভুপেন্দ্র ভূষণ ঘোষ, পিতাঃ শ্রীক্ষীরোদ বিহারী ঘোষ, ম্যাকানিক্যাল হাউস, আগরতলা।	৭,০০০,০০	৫,৬০০,০০	
২৩৩।	শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যানার্জী, পিঃ মৃত প্রিয়নাথ ব্যানার্জী, কৃষ্ণনগর, আগরতলা।	১০,০০০,০০	৮,০০০,০০	

১	২	৩	৪	৫
২৩৪।	M/S, রাধামাধব আম্বেলা ডিষ্ট্রিক এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ অপঃ লিঃ, কৃষ্ণনগর।	৩.০০০.০০	৩ ০০০.০০	
২৩৫।	শ্রীপ্রিয়দাস চক্রবর্তী পিতাঃ মৃত মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী, রোনাল্ডসে রোড, আগরতলা।	১০.০০০.০০	৯.০০০.০০	
২৩৬।	শ্রীহীরালাল সূত্রধর, রতন কেবিনেট হাউস, ৬০, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা।	৫,০০০'০০	৪,৫০০'০০	
২৩৭।	শ্রীরতিরঞ্জন ঘোষ, পিতাঃ মৃত জগৎ চন্দ্র ঘোষ, বড়দোয়ালী, আগরতল।	৭,০০০ ০০	৭,০০০'০০	
২৩৮।	শ্রীহরেন্দ্র কুমার চৌধুরী, পিঃ মৃত হরগোবিন্দ চৌধুরী, কৃষ্ণনগর, আগরতলা।	১০,০০০.০০	৯,০০০.০০	
২৩৯।	শ্রীভুবন চন্দ্র দে, পিতা মৃত সারদা চন্দ্র দে, মোগড়া রোড, আগরতলা।	৫,০০০'০০	৫,০০০'০০	
২৪০।	শ্রীরমেন্দ্র কুমার ভৌমিক, পিঃ মৃত তরণী কুমার ভৌমিক, আগরতলা, পোঃ অঃ চৌমুহনী,	৫,০০০'০০	৫,০০০'০০	
২৪১।	শ্রীগোপী দেববর্ম্মা, পিঃ মৃত শরৎ চন্দ্র দেববর্ম্মা বনমালীপুর, আগরতলা।	৭,০০০'০০	৭,০০০'০০	
২৪২।	শ্রীঅনাথ কুমার সমাজপতি পিঃ মৃত শরৎ চন্দ্র সমাজপতি, ১৫ শকুন্তলা রোড, আগরতলা।	৫,০০০'০০	৫,০০০.০০	
২৪৩।	শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর, পিঃ মৃত নগরবাসী সূত্রধর, ১৮, জেইল রোড, আগরতলা।	৫,০০০'০০	৫,০০০'০০	
২৪৪।	শ্রীসুধাংশু কুমার ভৌমিক পিঃ মৃত কামিনী কুমার ভৌমিক, কলেজ টিলা, আগরতলা।	৭,০০০'০০	৬,৫০০'০০	

১	২	৩	৪	৫
২৪৫।	মেসার্স প্রাক্তন ছাত্র এস, এস, এস, লিমিটেড, অরুন্ধুতিনগর আগরতলা।	৫,০০০'০০	৫,০০০'০০	
২৪৬।	শ্রীঅনাথ কুমার সমাজপতি, পিতাঃ মৃত শরৎ চন্দ্র সমাজপতি শকুন্তলা রোড, আগরতলা।	৫,০০০·০০	৫,০০০'০০	
২৪৭।	শ্রীহরলাল সূত্রধর, পিতাঃ শ্রীলালচাঁদ সূত্রধর, বনমালীপুর, আগরতলা।	১০,০০০'০০	১০,০০০'০০	
২৪৮।	শ্রীভূপেন্দ্র ভূষণ ঘোষ পিতাঃ শ্রীক্ষীরোদ রঞ্জন ঘোষ, M/S. ম্যাকানিকেল হাউস, আগরতলা।	৭,০০০'০০	৭,৩০০'০০	
২৪৯।	শ্রীহরিমোহন সূত্রধর, পিতাঃ লাল চাঁদ সূত্রধর, দেবী কেবিনেট হাউস, হসপিটেল রোড, আগরতলা।	৫,০০০'০০	৫,০০০'০০	
২৫০।	শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র রায় কর্মকার পিতা শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায় কর্মকার, মিউনিসিপ্যালিটি রোড, আগরতলা।	৫,০০০'০০	৪,৫০০'০০	
২৫১।	মেসার্স চর্ম শিল্প এস, এস, লিঃ, আখাউড়া রোড, আগরতলা।	৫,০০০'০০	৫,০০০'০০	
২৫২।	শ্রীগৌরাঙ্গ বল্লভ দালাল পিতা ঃ শিবচন্দ্র দালাল, টাউন প্রতাপগড়, আগরতলা।	৫,০০০'০০	৪,৫০০'০০	
২৫৩।	শ্রীঅধরচন্দ্র সূত্রধর পিতা ঃ কালি কুমার সূত্রধর অরুণ কেবিনেট হাউস, মন্ত্রীবাড়ী রোড, আগরতলা।	৫,০০০'০০	৪,৫০০'০০	

১	২	৩	৪	৫
২৫৪।	আব্দুল হান্নান মিঞা চন্দ্রপুর, রেশমবাগান।	৩,০০০·০০	৩,০০০·০০	
২৫৫।	শ্রীগোপাল চন্দ্র চৌধুরী পিতা ঃ শ্রীঈশ্বর চন্দ্র চৌধুরী ধলেশ্বর, আগরতলা।	১০,০০০·০০	১০,০০০·০০	
২৫৬।	শ্রীচিতামন্য দেববর্মা পিতা ঃ শ্রীবিমল দেববর্মা কৃষ্ণনগর, আগরতলা।	৫,০০০·০০	৫,০০০·০০	
২৫৭।	শ্রীনিত্যানন্দ সাহা কলেজ রোড, আগরতলা।	৬,০০০·০০	৬,০০০·০০	
২৫৮।	শ্রীচারু চন্দ্র সিং পিতা ঃ মৃত বাবু সিং, মঠচৌমুহনী, আগরতলা।	৫,০০০·০০	৫,০০·০০০	
২৫৯।	হরিমোহন সূত্রধর দেবী কেবিনেট হাউস আগরতলা।	১০,০০০.০০	১০,০০০·০০	
২৬০।	মিলন সংঘ হ্যাণ্ডিক্র্যাফটস সোসাইটি, বড়দোয়ালী, আগরতলা।	৫,০০০·০০	৪,৮০০·০০	
২৬১।	শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র দত্ত পিতা মৃত যজ্ঞেশ্বর দত্ত, বাধারঘাট।	৫,০০০·০০	৫,০০০·০০	
২৬২।	শ্রীহরিমোহন সূত্রধর দেবী কেবিনেট হাউস, হসপিটেল রোড, আগরতলা।	৫,০০০·০০	৫,০০০·০০	
২৬৩।	শ্রীচিত্ত রঞ্জন দাসগুপ্ত পিতা ঃ শ্রীবীরেন্দ্র দাসগুপ্ত হসপিটেল রোড, আগরতলা।	৫,০০০·০০	৫,০০০·০০	
২৬৪।	শ্রীমনমোহন সাহা বিশালগড়, ত্রিপুরা।	৭,৫০০·০০	৬,০০০·০০	

১	২	৩	৪	৫
২৬৫।	শ্রীরাইহরণ সাহা পিতা ঃ শ্রীপ্যারীমোহন সাহা বিশালগড়।	১০,০০০'০০	৬,০০০'০০	
২৬৬।	শ্রীকৃষ্ণকান্ত দেব আখাউড়া রোড, আগরতলা, দেবী কেবিনেট হাউস।	৫,০০০'০০	৫,০০০'০০	
২৬৭।	শ্রীললিতমোহন সূত্রধর পিঃ মৃত মনমোহন সূত্রধর বিশ্বকর্মা কেবিনেট হাউস, সূর্য্য রোড, আগরতলা।	৫,০০০'০০	৫,০০০'০০	
২৬৮।	শ্রীপ্রীতিশ দে, পিঃ মৃত কৈলাশ চন্দ্র দে, ঠাকুরপল্লী রোড, আগরতলা।	৫,০০০'০০	৫,০০০'০০	
২৬৯।	শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর, পিঃ মৃত মহিম চন্দ্র সূত্রধর, ঠাকুর পল্লী রোড, কৃষ্ণনগর, আগরতলা।	৫ ০০০'০০	৫,০০০'০০	
২৭০।	শ্রীঅশ্বিনী সূত্রধর, পিঃ মৃত চন্দ্রকুমার সূত্রধর নলগড়িয়া, পোঃ রাণীরবাজার।	৫ ০০০'০০	৫,০০০'০০	
২৭১।	শ্রীপ্রকাশ রায়, পিঃ মৃত গৌরচাঁদ রায়, ধলেশ্বর, আগরতলা।	'৩০০০'০০	৩,০০০'০০	
২৭২।	শ্রীমনমোহন সূত্রধর, হসপিটেল রোড, আগরতলা।	৫,০০০'০০	৫,০০০'০০	
২৭৩।	শ্রীবনমালী সাহা, পিঃ মৃত নবীন চন্দ্র সাহা শিবনগর, আগরতলা।	৫,০০০'০০	৫,০০০'০০	
২৭৪।	শ্রীগোবিন্দ দাস, পিঃ মৃত গঙ্গাচরণ দাস, শিবনগর, আগরতলা।	৫,০০০'০০	৫,০০০'০০	

১	২	৩	৪	৫
২৭৫।	শ্রীহরিধন সাহা, পিঃ শ্রীমহেন্দ্র সাহা শিবনগর, আগরতলা।	৫,০০০'০০	৫,০০০'০০	
২৭৬।	মেসার্স সম্মিলিত নারী এস, এস, এস, লিমিটেড, ইন্দ্রনগর, পোঃ অভয়নগর।	২,০০০'০০	২,০০০'০০	
২৭৭।	শ্রীসাধন সূত্রধর, পিঃ মৃত নিদান সূত্রধর, টাউন প্রতাপগড়।	২,০০০'০০	১,৭৭৭'৭৮	
২৭৮।	শ্রীরাইচাঁদ সূত্রধর, টাউন প্রতাপগড়, আগরতলা।	২,০০০'০০	২,০০০'০০	
২৭৯।	শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী, অফিস লেন, আগরতলা।	৮,০০০'০০	৮,০০০'০০	
২৮০।	শ্রীঅশ্বিনী সূত্রধর, রামনগর রোড নং--৭, আগরতলা।	৫,০০০'০০	৫,০০০'০০	
২৮১।	শ্রীহরিদাস সাহা, পিঃ মৃত কালাচাঁদ সাহা, নেতাজী সুভাষ রোড, আগরতলা।	৫,০০০'০০	৫,০০০'০০	
২৮২।	শ্রীশিরিশ চন্দ্র চৌধুরী, পিঃ মৃত মহেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী, টাউন বড়দোয়ালী।	৮,০০০'০০	৭,৭০০'০০	
২৮৩।	শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক, পিঃ মৃত প্রসন্ন কুমার ভৌমিক, ১৭/১, উত্তর বনমালীপুর, আগরতলা।	৫,০০০'০০	৪,৪০০'০০	
২৮৪।	শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ভৌমিক, পিঃ মৃত সারদা চরণ ভৌমিক, শিবনগর, আগরতলা।	৩,৫০০'০০	৩,৫০০'০০	

১	২	৩	৪	৫
২৮৫।	(১) শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন ধর, পিঃ মৃত অধিনাথ ধর, (২) গোপাল চন্দ্র দেব, পিঃ মৃত হরেন্দ্র চন্দ্র দেব, ৩৩/১১, মোগড়া রোড, আগরতলা।	১০,০০০·০০	১০,০০০·০০	
২৮৬।	শ্রীনিখিল চন্দ্র দে, পিঃ মৃত যোগেশ চন্দ্র দে, টাউন রামপুর, আগরতলা।	২,৫০০·০০	২,৫০০·০০	
২৮৭।	শ্রীখগেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর, পিতাঃ শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর, ৪৪, হরিগঙ্গা বসাক রোড।	২,০০০·০০	২,০০০·০০	
২৮৮।	শ্রীমঙ্গল চন্দ্র পাল, পিঃ শ্রীনিত্যানন্দ পাল, মন্ত্রীবাড়ী রোড, আগরতলা।	১,৫০০·০০	১,৫০০·০০	
২৮৯।	শ্রীকার্ত্তিক কুমার ভট্টাচার্য্য, পিতা মৃতঃ কামিনী কুমার ভট্টাচার্য্য, মোটর স্ট্যাণ্ড রোড, আগরতলা।	১০,০০০·০০	৪,০০০·০০	
২৯০।	শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস, পিতাঃ শ্রীভগবান চন্দ্র দাস, আসামপাড়া, রাণীরবাজার।	৩,০০০·০০	৩,০০০·০০	
২৯১।	শ্রীহরিনারায়ণ বণিক, পিতাঃ শ্রীপুলিন বিহারী বনিক, মিউনিসিপ্যালিটি রোড, আগরতলা।	১০,০০০·০০	১০,০০০·০০	
২৯২।	শ্রীমদন দে, পিতাঃ মৃত গঙ্গাচরণ দে, শিবনগর, আগরতলা।	১,০০০·০০	৯০০·০০	

১	২	৩	৪	৫
২৯৩।	শ্রীরাজেন্দ্র কুমার চৌধুরী, পিঃ মৃত হৃদয় চৌধুরী, জয়নগর, আগরতলা।	৫,০০০·০০	৫,০০০·০০	
২৯৪।	শ্রীশরৎ চন্দ্র দেববর্মা, পিঃ শ্রীপঠরায় দেববর্মা, লেম্বুছড়া।	৭,৫০০·০০	৭,৫০০·০০	
২৯৫।	শ্রীসুরেন্দ্র কুমার সরকার, পিতাঃ মৃত বসন্ত কুমার সরকার, কুঞ্জবন, আগরতলা।	১০,০০০·০০	১০,০০০·০০	
২৯৬।	শ্রীকৃষ্ণ গোপাল রায়, পিতাঃ মৃত হরিধন রায়, উত্তর বনমালীপুর।	১০,০০০·০০	১০,০০০·০০	
২৯৭।	শ্রীসুনীল চক্রবর্তী, পিতাঃ শ্রীভূপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, রামনগর রোড নং—১।	৫,০০০·০০	৫,০০০·০০	
২৯৮।	শ্রীরাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পিতা শ্রীঅখিল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণনগর।	৫৯,০০০·০০	৫৯,০০০·০০	
২৯৯।	শ্রীঅনিল কুমার মুখার্জ্জী, পিতাঃ শ্রীনলিনী কুমার মুখার্জ্জী, ৫৪, হরিগঙ্গা বসাক রোড।	৫০,০০০·০০	৫০,০০০·০০	
৩০০।	শ্রীচুনীলাল বর্মণ, পিতাঃ মৃত যোগেশ চন্দ্র বর্মণ, হরিষ ঠাকুর রোড, আগরতলা।	৭,৫০০·০০	৭,৫০০·০০	
৩০১।	শ্রী কে. ভি. নায়না, পিঃ শ্রী কে. ভি. ভাগিস, প্রোঃ আগরতলা মোটর ষ্ট্যাণ্ড, আগরতলা।	১৫,০০০·০০	১৫,০০০·০০	

১	২	৩	৪	৫
৩০২।	শ্রীস্বদেশ চন্দ্র দেব. পিতা ঃ মৃত মহিম চন্দ্র দেব, ২৬/১, অফিস লেন, জয়নগর।	১০,০০০·০০	১০,০০০·০০	
৩০৩।	শ্রীস্বদেশ চন্দ্র দে, পিতা ঃ শ্রীযোগেশ চন্দ্র দে, বনমালীপুর, আগরতলা।	৩০,০০০·০০	৩০,০০০·০০	
৩০৪।	শ্রীসুনিল কুমার মুখার্জ্জী, পিতা ঃ শ্রীনলিনী কান্ত মুখার্জ্জী, ৫৪, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা।	৩০,০০০·০০	৩০,০০০·০০	
৩০৫।	শ্রীওয়াস দেব মজুমদার, পিঃ মৃত নিয়ামত মুতরাজ, প্রোঃ নেশানেল মিকানিক্যাল ওয়ার্কস, আগরতলা।	১২,০০০·০০	১২,০০০·০০	
৩০৬।	শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র দাস, পিঃ মৃত ভারত চন্দ্র দাস, আগরতলা, জয়নগর।	১৫,০০০·০০	১৫,০০০·০০	
৩০৭।	শ্রীবিদ্যাধর দাস, পিঃ মৃত রামজীবন দাস, ব্রজনগর, পোঃ রাণীরবাজার।	৩,০০০·০০	৩,০০০·০০	
৩০৮।	শ্রীকালিদাস ধর রায়, পিঃ মৃত অঘোর ধর রায়, কালিবাড়ী লেন, কৃষ্ণনগর।	১২,০০০·০০	১২,০০০·০০	
৩০৯।	শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায়, পিঃ মৃত শ্যামচরণ রায়, শিবনগর, কলেজ একস্টেশান রোড, আগরতলা।	২,০০০·০০	১,৫৫৫·৫৪	

১	২	৩	৪	৫
৩১০।	শ্রীশচীন্দ্র কুমার পাল, পিতা ঃ শ্রীমদন মোহন পাল, মোহনপুর।	৬,০০০·০০	৬,০০০·০০	
৩১১।	শ্রীবিনয় কান্তি দেববর্মা, পিতা ঃ শ্রীযতীন্দ্র মোহন দেববর্মা, কৃষ্ণনগর, আগরতলা।	৭,৫০০·০০	৭,৫০০·০০	
৩১২।	শ্রীঅতিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, পিতা ঃ মৃত কৃষ্ণ কুমার ভট্টাচার্য্য, প্রযত্নে ঃ মেসার্স শিব অয়েল মিল, ৩৪, অফিস লেন, আগরতলা।	৩০,০০০·০০	৩০,০০০·০০	
৩১৩।	শ্রীপুলিন বিহারী চক্রবর্তী, পিতা ঃ মৃত বৃন্দাবন চক্রবর্তী, ৩৮, ঠাকুর পল্লী রোড, আগরতলা, কৃষ্ণনগর।	১৬,০০০·০০	১৬,০০০·০০	
৩১৪।	শ্রীললিত মোহন বনিক, পিঃ মৃত নয়দার চাঁন্দ বণিক, পুরাতন থানা রোড, বনমালীপুর, আগরতলা।	৩০,০০০·০০	৩০,০০০·০০	
৩১৫।	মেসাস ডি. এম, ব্রিক বিলডার্স, ১৯।১, থানা রোড, বনমালীপুর, আগরতলা।	২৫,০০০·০০	২৫,০০০·০০	
৩১৬।	শ্রীচন্দ্র কুমার সূত্রধর, পিঃ শ্রীআনন্দ চন্দ্র সূত্রধর, বড়দোয়ালী।	৪,০০০·০০	৪,০০০·০০	
৩১৭।	শ্রীপ্রফুল্ল কুমার সাহা, পিঃ শ্রীঅশ্বিনী কুমার সাহা, টাউন শিবনগর, আগরতলা।	৫,০০০·০০	৪,০০০·০০	

১	২	৩	৪	৫
৩১৮।	শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পিঃ মৃত বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মোটরস্টাণ্ড, আগরতলা।	৫,০০০·০০	৫,০০০·০০	
৩১৯।	শ্রীদীনেশ চন্দ্র দেবনাথ, পিতা মৃত হরিদাস দেবনাথ, রাণীরবাজার।	২,০০০·০০	১,৩৫০·০০	
৩২০।	শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, পিতা শ্রীনবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রযত্নে ঃ চক্রবর্ত্তী ব্রাদার্স, মন্ত্রীবাড়ী রোড, আগরতলা।	৬,০০০·০০	৬,০০০·০০	
৩২১।	শ্রীললিত মোহন বণিক, পিতা মৃত নয়দারচাঁদ বণিক, থানা রোড, বনমালীপুর।	১৫,০০০·০০	১৫,০০০·০০	
৩২২।	শ্রীহরেকৃষ্ণ রায়, পিতা মৃত গোবিন্দলাল রায়, কাতলামারা, সিমনা।	২,০০০·০০	২,০০০·০০	
৩২৩।	শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র দাস, পিতা মৃত ভগবান চন্দ্র দাস, জয়নগর, আগরতলা।	৮,০০০·০০	৮,০০০·০০	
৩২৪।	শ্রীযজ্ঞেশ্বর সরকার, পিতা শ্রীনব চন্দ্র সরকার, ৫৮, কৃষ্ণনগর, আগরতলা।	৩০,০০০·০০	৩০,০০০·০০	
৩২৫।	শ্রীঅভিনাস চন্দ্র গোপ, পিতা শ্রীঅধর চন্দ্র গোপ, বড়জলা, নূতননগর।	৫,০০০·০০	৫,০০০·০০	
৩২৬।	শ্রীসুনিল কুমার দাস, পিতা শ্রীবলাই চন্দ্র দাস, টাউন রামনগর, আগরতলা	৩,০০০·০০	৩,০০০·০০	

১	২	৩	৪	৫
৩২৭।	শ্রীনিত্যানন্দ ঘটক, পিতা মৃত ভুবন মোহন ঘটক, রামনগর, আগরতলা।	১০,০০০'০০	১০,০০০'০০	
৩২৮।	শ্রীরাধাকৃষ্ণ দেববর্মা, পিতা শ্রীরঘুদাস দেববর্মা, বড়কাঠাল, সিধাই।	১৫,০০০'০০	১৫,০০০'০০	
৩২৯।	শ্রীপ্রদীপ দত্ত ভৌমিক, পিতা শ্রীফনী দত্ত ভৌমিক, ইন্দ্রনগর, অভয়নগর।	৫,০০০'০০	৫,৫৩৭'৫০	
৩৩০।	শ্রীভূপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পিতা মৃত যোগেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ইশান চন্দ্রনগর।	৫,০০০'০০	৬,০৭৩'৯২	
৩৩১।	শ্রীসত্য রঞ্জন আচার্য্য, পিতা শ্রীপ্রমথনাথ আচার্য্য, ৩৪, আখাউড়া রোড, আগরতলা।	১০,০০০'০০	১২,৫৯৭,০৩	
৩৩২।	মেসার্স ত্রিপুরা গ্লাস ওয়ার্কস্, শিল্পনগরী, বাধারঘাট, ১। শ্রী মনিন্দ্র দাস, ২। শ্রীসমরেন্দ্র দাস, ৩। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দাস।	৪১,০০০'০০	৫১,৫৮৭'৬৬	
৩৩৩।	শ্রীসুনিল কুমার বোস, পিতা শ্রীদুর্গামোহন বোস, বীরেন্দ্রনগর, জিরানীয়া।	৫,০০০'০০	৭,১৪৬'৮৯	
৩৩৪।	শ্রীবিমল কুমার পাল, পিতা মৃত বিপিন বিহারী পাল, মধুবন, সুভাষনগর।	৩,০০০'০০	৩,২৮৮'৭১	

১	২	৩	৪	৫
৩৩৫।	মেসার্স ত্রিপুরা ম্যাচ কোঃ শিল্পনগরী, অরুন্ধুতীনগর।	৭৫,০০০·০০	৮৭,০৬১·৫০	
৩৩৬।	শ্রীহারাধন পাল, পিতা মোহন লাল পাল পোঃ শ্রীদুর্গা ইণ্ডাষ্ট্রিজ, আগরতলা।	৭,০০০ ০০	৮,১৬৮ ৫৮	
৩৩৭।	মেসার্স মালটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কোঃ অপঃ সোঃ লিমিটেড্, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা।	২০,০০০·০০	৩১,৩১৭·৮৭	
৩৩৮।	শ্রীমতি স্বর্ণবালা চৌধুরী, স্বামীঃ শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী, নন্দননগর, পোঃ বনকুমারী।	২,০০০·০০	১,৭৮৯·৬৩	
৩৩৯।	শ্রীরাজমোহন বিশ্বাস, পিতা মৃত নিবারণ বিশ্বাস, অরুন্ধুতীনগর, আগরতলা।	১,০০০·০০	১,২৫০·২৭	
৩৪০।	শ্রীবিনোদ বিহারী দেবনাথ, পিতা মৃত বিপিন চন্দ্র দেবনাথ, প্রযত্নে, শ্রীমতিলাল দেবনাথ, জেইল আশ্রম রোড, আগরতলা।	৩,০০০·০০	৩,৪০৯·০৩	
৩৪১।	শ্ররতি রঞ্জন চৌধুরী, পিতা মৃত গিরিশ চন্দ্র চৌধুরী। ৩৫, অফিস লেন, আগরতলা।	৩,০০০·০০	৩,২৪০·৪২	
৩৪২।	শ্রীব্রজবল্লভ পোদ্দার। পিতা মৃত যশোদানন্দ পোদ্দার। অরুন্ধুতীনগর, আগরতলা।	২০,০০০·০০	২৫,২১৩·৭৭	

১	২	৩	৪	৫
৩৪৩।	শ্রীসুভাস দেব চৌধুরী, পিতা যামিনী দেব চৌধুরী, অরুন্ধুতীনগর, আগরতলা।	২,০০০.০০	২,৪৩৫.৯৮	
৩৪৪।	শ্রীমতি বীনাপানি চক্রবর্ত্তী, প্রযত্নেঃ শ্রীলালমোহন চক্রবর্ত্তী, তুলাকোনা, পোঃ নাগিছড়া।	১,৫০০.০০	১,৯০১.৯৭	
৩৪৫।	শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন ভট্ট চৌধুরী, পিতা মৃত মহিম চন্দ্র ভট্ট চৌধুরী, রামঠাকুর প্রেস, টাউন প্রতাপগড়।	৫,০০০.০০	৬,০৮৭.৬১	
৩৪৬।	শ্রীদাম চন্দ্র দেবনাথ, পিতা শ্রীনগরবাসী দেবনাথ, গাঙ্গাইল রোড, আগরতলা।	১,০০০.০০	১,১২৮.০৫	
৩৪৭।	শ্রীনেপাল চন্দ্র দেব, পিতা মত প্রকাশ চন্দ্র দেব, সত্যনারায়ণ সোপ ফ্যাক্টরী ইণ্ডিষ্ট্রিয়্যাল এষ্টেট। অরুন্ধুতিনগর, আগরতলা।	৯৩,০০০.০০	৮,৪৪৪.০৪	
৩৪৮।	শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র দেব, পিতা মৃত গোবিন্দ চন্দ্র দেব, পোঃ যোগেন্দ্রনগর, বিদ্যাসাগর রোড, আগরতলা।	৫,০০০.০০	৫,৯১৬.০৫	
৩৪৯।	শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সূত্রধর, পিতা মৃত বসন্ত কুমার সূত্রধর, জয়নগর, দশমীঘাট।	২,০০০.০০	২,৫৪৭,০৫	
৩৫০।	শ্রী প্রাঞ্জন কৃষ্ণ দেববর্মা, পিতা অনিল কৃষ্ণ দেববর্মা, পুরাতন উজির বাড়ী, আগরতলা।	৫,০০০.০০	৬,৬৯৮.৩৩	

১	২	৩	৪	৫
৩৫১।	শ্রীবিনোদ বিহারী দেবনাথ, পিঃ মৃত জগবন্ধু দেবনাথ, নন্দননগর, পোঃ পশ্চিম নোয়াবাদী।	৩,০০০'০০	৩,৮৬৯'৮৫	
৩৫২।	শ্রীবিমল চন্দ্র ভৌমিক, পিঃ মৃত ক্ষীরোদচন্দ্র ভৌমিক শিবন শিল্প নিকেতন লিঃ গান্ধীগ্রাম, ত্রিপুরা।	১,৫০০'০০	৮১৬'৭৩	
৩৫৩।	শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র দাস, পিঃ মৃত রজনীকান্ত দাস, দলুরা, পুরাতন আগরতলা।	৫,০০০'০০	৪,৪৯৬'২৮	
৩৫৪।	শ্রীমতি শোভনা চক্রবর্তী, স্বামী ঃ মৃত মনোরঞ্জন বিদ্যানিধি, অরুন্ধুতিনগর।	১,০০০'০০	১,১৯৫'৭১	
৩৫৫।	শ্রীশঙ্কর কর্মকার, পিঃ মৃত উমানন্দ কর্মকার, মেঃ ত্রিপুরা ষ্টীল ফানিচার, ওয়ার্কস, মিলন চক্র, বাধারঘাট, আগরতলা।	৫,০০০'০০	৫,২৪৩'৮০	
৩৫৬।	শ্রীক্ষিতি রঞ্জন চক্রবর্তী, পিঃ মৃত লালমোহন চক্রবর্তী, গান্ধীগ্রাম।	১,৫০০'০০	২,০৩৭'০৪	
৩৫৭।	শ্রীমতি সতী মালাকার, পোঃ মালাকার কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ, মধ্যভুবন বন।	২,০০০'০০	২,৫৪৭'০৫	
৩৫৮।	মেঃ উদ্বাস্তু মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, নরসিংগড়, বিমানঘাটি।	১৫,০০০'০০	২০,২৯৮'৪৫	
৩৫৯।	শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সূত্রধর, পিঃ বসন্ত কুমার সূত্রধর, রাজনগর, আগরতলা।	১,০০০'০০	৭১৬'০২	

১	২	৩	৪	৫
৩৬০।	শ্রীরণবীর চন্দ্র দে, পিঃ মৃত ক্ষীরোদ চন্দ্র দে, কৃষ্ণনগর, আগরতলা।	৫,০০০.০০	৬,৮১৪.৮০	
৩৬১।	শ্রীনিরোদ রঞ্জন দত্ত, পিঃ মৃত ইশান চন্দ্র দত্ত, জেইল আশ্রম রোড, ধলেশ্বর আগরতলা।	৩৯,০০০.০০	৫৩,৬৬৮.৫০	
৩৬২।	শ্রীশেখর কুমার গুপ্ত, পিঃ শ্রীশচীন্দ্র কুমার গুপ্ত, প্রোঃ মেঃ গুপ্ত অটোমোবাইল, জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা।	২০,০০০.০০	২৩,২০৭ ৪০	
৩৬৩।	শ্রীকৃষ্ণমোহন গণপথ, পিঃ মৃত পরমেশ্বর গণপথ, চন্দ্রপুর, পোঃ রেশমবাগান।	২,০০০.০০	২,৪৯৩.৪৩	
৩৬৪।	শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল, পিঃ মৃত রাজচন্দ্র পাল, সেকেরকোট, হাতীরলেটা।	৫,০০০.০০	৬,৬৪০.১০	
৩৬৫।	শ্রীজগদীশ চন্দ্র ভৌমিক, পিঃ মৃত জগবন্ধু ভৌমিক ১২/১, সেন্ট্রাল রোড, আগরতলা।	২০,০০০.০০	২১,৬২২.০৩	
৩৬৬।	শ্রীবেনীমাধব দেব, পিঃ মৃত মহেন্দ্র চন্দ্র দেব, চান্দমারি, কুঞ্জবন।	৫,০০০.০০	৫,৬৮৭.৭০	
৩৬৭।	শ্রীলক্ষীকান্ত দেবনাথ, পিঃ শ্রীলালমোহন দেবনাথ, ধলেশ্বর, আগরতলা।	১০,০০০.০০	১১,০০৪.০০	
৩৬৮।	শ্রীক্ষীরোদ রঞ্জন দত্ত, ইলেট্রিক হাউস, আগরতলা।	২৫,০০০.০০	২৮,৫৯৫.৩৮	
৩৬৯।	মেঃ দীনবন্ধু এস, এস, এস, এস, লিঃ, দুর্জয়নগর।	৫১,০০০.০০	৬৭,৮৫৯.৫৮	

১	২	৩	৪	৫
৩৭০।	ক) বীরেন্দ্র চন্দ্র দেব. পিঃ মহানন্দ দেব, ভাটি অভয়নগর, খ) শ্রীরাখাল চন্দ্র দাস, পি: গুরুচরণ দাস, জয়নগর, আগরতলা। গ) শ্রীগোপাল কৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী, পিঃ নকুলেশ্বর দত্ত চৌধুরী, জয়নগর।	৫,৩০০·০০	৭,৭১২·৮২	
৩৭১।	গান্ধীগ্রাম এস, এস, এস, এস, লিঃ, গান্ধীগ্রাম।	৫৪,৪৫০·০০	৭০,৯৪৭·৯৫	
৩৭২।	ঢাকাইপল্লী টি. এস, এস, লিঃ মোহনপুর, ত্রিপুরা।	৭,৫০০·০০	৯,৭৫৩·৩৩	
৩৭৩।	ঈশানপুর মালটি পারপাস কোঃ অঃ সোসাইটি, ঈশানপুর।	৪৩,৫০০·০০	৫৭,৯৭৪·৫০	
৩৭৪।	মৃৎশিল্প এস, এস, এস, লি:, পোঃ পুরাতন আগরতলা, ত্রিপুরা।	৭,৫০০·০০	১০,৬২৯·৫১	
৩৭৫।	নরসিংগড় এস, এস, এস, এস, লিঃ, পোঃ বিমানগড়।	৫৪,৬০০·০০	৭১,৭৫৫·৭০	
৩৭৬।	শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র শর্মা, পি: গোপাল চন্দ্র শর্মা, পোঃ নুতনবাজার ত্রিপুরা।	৫,০০০·০০	৭,৩২৫,৬৮	
৩৭৭।	শ্রীসুবোধ চন্দ্র মজুমদার, পিঃ শ্রীসুবল চন্দ্র মজুমদার, রাজবাড়ী কম্পাউণ্ড, আগরতলা।	৫,০০০·০০	৩,১১৯·৯৭	
৩৭৮।	মেঃ ত্রিপুরা প্লাইউড কর্পো-রেশন লিঃ, আগরতলা।	৫০,০০০·০০	৬৫,৪৫২·৫৯	
৩৭৯।	গার্ডং উদ্বাস্তু এস, এস, এস, এস, লিঃ, সাব্রুম।	১৫,০০০·০০	১৯,২২১·৭৫	

১	২	৩	৪	৫
৩৮০।	মেঃ নেহালচন্দ্রনগর, এস, এস, এস, এস, লিঃ, বিশালগড়।	৭,০০০·০০	৭;৭১৭·২২	
৩৮১।	শ্রীসুবোধ চন্দ্র মজুমদার, পিঃ শ্রীসুবল চন্দ্র মজুমদার, রাজবাড়ী, আগরতলা।	৩;০০০·০০	৩;১১৯·৯৭	
৩৮২।	মেঃ স্টার সোপ এণ্ড কেণ্ডেল ওয়ার্কস কোঃ অপাঃ সোসাইটিস, চিত্তরঞ্জন রোড, আগরতলা।	৭;৫০০·০০	৭;৮৮১·০৯	
৩৮৩।	মেঃ বিশ্বকর্মা মৃৎশিল্প সমিতি লিঃ, মহারাজগঞ্জ বাজার, আগরতলা।	৩;৫০০·০০	৩;৭৮৫·৯২	
৩৮৪।	জমপুইজলা এস, এস, এস, এস, লিঃ, বিশালগড়।	১২,৫০০·০০	১৩,৬৯৩·৭০	
৩৮৫।	শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা পিঃ শ্রীমোগরাই সাধু, জিরাণীয়া।	৭,০০০·০০	৭,৯২০·০০	
৩৮৬।	শ্রীহরিনারায়ণ বণিক পিঃ শ্রীপুলিন বিহারী বণিক মিউনিসিপ্যালিটি রোড, আগরতলা।	৭,০০০·০০	৭,৫৩৩·৭৫	
৩৮৭।	শ্রীসুনীল ঘটক পিঃ মৃত ভুবনমোহন ঘটক, রামনগর, আগরতলা।	৫,০০০·০০	৪,৩৭৭·০৩	
৩৮৮।	শ্রীঅর্জুনচন্দ্র দেব পিঃ শ্রীতরণী মোহন দেব বড়দোয়ালী, আগরতলা।	২,৫০০·০০	২,৬৯৩·৮৩	
৩৮৯।	গোপালনগর এস, এস, এস, এস, লিঃ, গোপালনগর রি-হেবিলিটেশন সেন্টার, ফটিকছড়া।	৭,০০০·০০	৭;৭৯৭·৭৫	

১	২	৩	৪	৫
৩৯০।	শ্রীহেমচন্দ্র পোদ্দার পিঃ মৃত রামকেশব সাহা মেলারমাঠ, আগরতলা।	৭,৫০০·০০	৮,০৮১·৬১	
৩৯১।	শ্রীশান্তি রঞ্জন ঘোষ পিঃ শ্রীলালমোহন ঘোষ রামনগর রোড নং—১।	৫,০০০·০০	৫,৩৯৮·৪৮	
৩৯২।	শ্রীধীরেন্দ্র সূত্রধর, পিঃ শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর ত্রিপুরা মিউজিক্যাল হাউস, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড।	২,০০০·০০ ২,০০০·০০	২,০৯৯·৯৮ ২,১০২·৩৭	
৩৯৩।	শ্রীসুশীল কুমার দেব পিঃ শ্রীঅখিল চন্দ্র দেব আখাউড়া রোড, আগরতলা।	৪,০০০·০০	৪,৩০৭·৫৯	
৩৯৪।	শ্রীবিনয় ভূষণ বর্ধন রায় পিঃ মৃত শশধর বর্ধন রায় মঠ চৌমুহনী, আগরতলা।	৫,০০০·০০ ৩,০০০·০০ ৮,০০০·০০	৫,৩৮৪·১২ ৩,১৪৯·৫৯ ৮,৫৩৪·৭১	
৩৯৫।	শ্রীনন্দলাল মজুমদার পিঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্র মজুমদার মলয়নগর, পোঃ আনন্দনগর।	৭,৫০০·০০	৮,০৯৭·৭৯	
৩৯৬।	শ্রীভগবান চন্দ্র দেবনাথ পিঃ মৃত রোমকমল দেবনাথ কৃষ্ণনগর, আগরতলা, লেইক রোড।	৫,০০০·০০	৫,৩৮৭·৭২	
৩৯৭।	শ্রীমদন চন্দ্র দে পিঃ মৃত গঙ্গাচরণ দে শিবনগর, আগরতলা।	৪,০০০·০০	৩,২৯৬·০৯	
৩৯৮।	মেঃ নৃপেন্দ্রনগর এস, এস, এস, এস, লিঃ কামালঘাট।	৭,৫০০·০০	৭,৭৯৩·০০	
৩৯৯।	শ্রীসমরেন্দ্র দেব পিঃ শ্রীনিশিকান্ত দেব গান্ধীগ্রাম, ত্রিপুরা।	২,০০০·০০	২,১৫২·৫০	
৪০০।	শ্রীভূবন চন্দ্র দে পিতাঃ সারদা চন্দ্র দে অটো ম্যাকানিক্যাল সমিতি, ৭২, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা।	৫,০০০·০০	৫,২৫৩·২৩	

১	২	৩	৪	৫
৪০১।	মেসার্স ষ্টার সোপ এণ্ড কেণ্ডেল ওয়ার্কস কোঃ অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, চিত্তরঞ্জন রোড, আগরতলা।	৭,৫০০·০০	৮,০৮১·০৯	
৪০২।	শ্রীবিধুভূষণ ভৌমিক পিতা ঃ মৃত রামেশ্বর ভৌমিক মোগড়া রোড, আগরতলা।	৪,২৫০·০০	৪,৪৯২·৭৫	
৪০৩।	শ্রী ইন্দ্র কুমার নাথ পিঃ মৃত গৌরাঙ্গচন্দ্র নাথ মহারাজগঞ্জ বাজার, আগরতলা।	৭,৫০০·০০	৭,৮৫২·১৮	
৪০৪।	শ্রীসতীশচন্দ্র দেবনাথ পিঃ মৃত মনমোহন দেবনাথ যোগেন্দ্রনগর, আগরতলা।	৩,০০০·০০	৩,১৪৭·১৩	
৪০৫।	শ্রীসুধীর ভট্টাচার্য্য পিঃ মৃত অখিলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণনগর।	৫,০০০·০০	২,৯০১·০০	
৪০৬।	শ্রীসুনীল গণ পিঃ শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র গণ সূর্য্য রোড, আগরতলা।	৭,৫০০·০০	১,১৬৭·৮৬	
৪০৭।	শ্রীনিরঞ্জন রায় পিঃ মৃত সাগরচন্দ্র রায় বিশ্বকর্মা ওয়ার্ক শপ বনমালীপুর।	৭,৫০০ ০০	১,০৪০·৩৩	
৪০৮।	শ্রীঅজিত কুমার চৌধুরী পিঃ মৃত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মোগড়া রোড।	৭,৫০০·০০	৬,৪১৮·৯০	
৪০৯।	শ্রীকরুণাময় গোস্বামী পিঃ মৃত ব্রজকিশোর গোস্বামী অভয়নগর।	৪,০০০·০০	৪,২০৬·৬২	
৪১০।	শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য পিঃ মৃত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য লাকি টেইলার্স মোটরষ্ট্যাণ্ড, আগরতলা।	৪,০০০·০০	৪,১৬২·৮০	

১	২	৩	৪	৫
৪১১।	শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পিঃ মত বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য যোগেন্দ্রনগর।	৪,০০০·০০	৪,১৯৬·৭২	
৪১২।	শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র পাল পিঃ শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পাল জগহরিমুড়া, আগরতলা।	২,০০০·০০	১,৯৮৬·৬৬	
৪১৩।	শ্রী মধুসূদন দত্ত এবং শ্রীমতি কণারাণী দত্ত যোগেন্দ্রনগর, গোলবাজার।	২,০০০·০০	২,০৯৪·৩০	
৪১৪।	শ্রীসুকুমার দেব পিতা মৃত অতুলচন্দ্র দেব পো: বিমানগড়, পশ্চিম ভুবন বন।	১,০০০·০০	১,০৪৯·৩৯	
৪১৫।	শ্রীঅভিনাস দাস পিতা মৃত অশ্বিনী দাস টাউন কৃষ্ণনগর, ঠাকুর পল্লী রোড, আগরতলা।	৭,৫০০·০০	৭,৮৮৯·৯৩	
৪১৬।	শ্রীরাজেন্দ্র চক্রবর্তী, পিঃ শ্রীসতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী, আখাউড়া রোড, আগরতলা।	৫,০০০·০০	২,৬১৪·৫৮	
৪১৭।	শ্রীদেবেন্দ্র সরকার, পিঃ মৃত কালাচাঁদ সরকার, সুভাষ টিম্বার, আনন্দনগর।	৩,০০০·০০	৩,১৫২·৫৯	
৪১৮।	শ্রীসুখেশ দে, পিঃ শ্রীরাজমোহন দে, সেন্ট্রাল রোড, আগরতলা।	৭,৫০০·০০	৭,৬৯৫·৭৭	
৪১৯।	শ্রীইন্দুভূষণ রায়, পিং শ্রীরজনীকান্ত রায়, শিবনগর, আগরতলা।	৫,০০০·০০	৩,৭০৪·৭৩	
৪২০।	শ্রীচন্দ্রমোহন ঘোষ, পিঃ মৃত নগরবাসী ঘোষ, কৃষ্ণনগর, কদমতলী।	৩,০০০·০০	৩,২২৭·৫৯	
৪২১।	শ্রীকামিনী কুমার দে, পিঃ মৃত মহিম চন্দ্র দে, মেলারমাঠ, আগরতলা।	৩,০০০·০০	৩,১৫০·৮৬	

১	২	৩	৪	৫
৪২২।	শ্রীজিতেন্দ্র পাটওয়ারী, পিঃ শ্রীভগবান চন্দ্র পাটওয়ারী, কৃষ্ণনগর, ঠাকুরপল্লী রোড।	৭,৫০০·০০	৭,৬৯১·৫৮	
৪২৩।	শ্রীবীরেন্দ্র কুমার চন্দ, পিঃ মৃত নবকুমার চন্দ, উত্তর বাধারঘাট।	৭,৫০০·০০	৭,৮৮১·৯৭	
৪২৪।	শ্রীঅনিল চন্দ্র রায়, পিঃ শ্রীকৈলাশ চন্দ্র রায়, জীবন শিল্পালয়, আগরতলা।	৭,৫০০·০০	৭,৮৭৭·১৬	
৪২৫।	শ্রীগনেশ কর্মকার, পিঃ শ্রীহীরালাল কর্মকার, অভয়নগর।	৪,০০০·০০	৪,১৬৮·০২	
৪২৬।	শ্রীবীরেশ্বর দাস, পিঃ মৃত নবীন চন্দ্র দাস, ইন্দ্রনগর, অভয়নগর।	১,০০০·০০	১,০৪৭·২০	
৪২৭।	শ্রীসুধীর চন্দ্র দে, পিঃ মৃত রমনী মোহন দে, পুরাতন মেলারমাঠ।	৪,০০০·০০	৩,৫৫৭·০১	
৪২৮।	শ্রীসুরেশ কর্মকার, পিঃ মৃত রামচরণ কর্মকার, নেতাজী সুভাষ রোড।	৪,৫০০·০০	৪,৭২৫·৯৭	
৪২৯।	শ্রীহরেন্দ্র দেববর্মা, পিঃ শ্রীবিমল চন্দ্র দেববর্মা, পুরাতন গেষ্ট হাউস।	৫,০০০·০০	২,৭৫০·০০	
৪৩০।	শ্রীগৌরাঙ্গ বল্লভ দালাল, পিঃ শ্রীশিব চন্দ্র দালাল, টাউন প্রতাপগড়।	৭,৫০০·০০	৭,৫৯৩·৭৫	
৪৩১।	শ্রীজিতেন্দ্র চন্দ্র সাহা, পিঃ শ্রীসতীশ চন্দ্র সাহা, আগরতলা, রাধানগর।	৭,৫০০·০০	৩,৯৭৮·৫৮	
৪৩২।	শ্রীমনোরঞ্জন সেন, পিঃ মৃত অখিল চন্দ্র সেন, মন্ত্রীবাড়ী রোড, আগরতলা।	৫,০০০·০০	৫,২৫১·০৮	

১	২	৩	৪	৫
৪৩৩।	শ্রীসুরেশ চন্দ্র ধর, পিঃ মৃত প্রসন্ন কুমার ধর, মাধবপাড়া, পুরাতন আগরতলা।	৫,০০০·০০	৫,২৫১·৪৪	
৪৩৪।	শ্রীপ্রাণনাথ সরকার, পিঃ মৃত লোকনাথ সরকার, কের চৌমুহনী, আগরতলা।	৫,০০০·০০	৫,২৫১·৪৪	
৪৩৫।	শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র সূত্রধর, পিঃ বিশ্বম্বর সূত্রধর, বড়দোয়ালী, আগরতলা।	৫,০০০·০০	৫,২৫১·৪৪	
৪৩৬।	শ্রীনলিনী কুমার বিশ্বাস, পিঃ শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস, কৃষ্ণনগর, মোগড়া রোড।	৫,০০০·০০	৫,২৫১·৪৪	
৪৩৭।	শ্রীনয়দারচাঁদ দাস, পিঃ মৃত রাম কুমার দাস, আনন্দনগর, বিমানগড়।	৫,০০০·০০	৫,১৪০·৩০	
৪৩৮।	শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, পিঃ মৃত বড়দাকান্ত চক্রবর্তী, আনন্দনগর, বিমানগড়।	৫,০০০·০০	৫,২৪৫·২১	
৪৩৯।	শ্রীত্রিপুরেশ মজুমদার, পিঃ মৃত ললিত মোহন মজুমদার, বনমালীপুর, আগরতলা।	৫,০০০·০০	৫,২৫১·৪০	
৪৪০।	শ্রীচিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, পিঃ শ্রীসতীকান্ত ভট্টাচার্য্য, "বামা কুটির", কৃষ্ণনগর।	৬,০০০·০০	৬,২৯৫·৯০	
৪৪১।	শ্রীননীগোপাল মোদক, পিঃ শ্রীদ্বিগেন্দ্র চন্দ্র মোদক, নেতাজী সুভাষ রোড, আগরতলা।	৭,৫০০·০০	৭,৮৭২·৪৪	

১	২	৩	৪	৫
৪৪২।	শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র দাস, পিঃ শ্রীরজনী কান্ত দাস, শিবনগর, আগরতলা।	৩,৫০০·০০	৩,৭৫৪·৭৪	
৪৪৩।	শ্রীধরেন্দ্র দেববর্মা, পিঃ মৃত ললিত মোহন দেববর্মা, মোগড়া রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা।	২,০০০·০০	২,০৯৮·৭৫	
৪৪৪।	শ্রীঅমরচাঁদ দাস, পিতা মৃত গগন চন্দ্র দাস। অভয়নগর, আগরতলা।	১,৫০০ ০০	১,৬১২·৫০	
৪৪৫।	শ্রীযোগেশ চন্দ্র সাহা, পিতা মৃত গগণ চন্দ্র সাহা, নেতাজী সুভাস রোড, আগরতলা।	৫,০০০·০০	৫,২৪৮·৯৫	
৪৪৬।	শ্রীরসিক লাল কর্মকার, পিতা শ্রীঈশ্বর চন্দ্র কর্মকার, বটতলা বাজার, আগরতলা।	৪,৫০০·০০	৪,৭২৫·৯৭	
৪৪৭।	শ্রীকৃষ্ণধন কর্মকার, পিতা শ্রীসুশীল কর্মকার, বাধারঘাট, আগরতলা।	৪,৫০০·০০	৪,৭২৫·৯৭	
৪৪৮।	শ্রীহরিদাস চন্দ্র রায়, পিতা শ্রীকুসাই চন্দ্র রায়, হসপিট্যাল রোড, আগরতলা।	৩,০০০·০০	৩,০৭৪·৮০	
৪৪৯।	মেসার্স কার্পেন্টার্স কোঃ অঃ সোসাইটি, গান্ধীগ্রাম।	৭,৫০০·০০	৮,৭১৬·০৬	
৪৫০।	শ্রীঅমর চাঁদ দাস, পিতা মৃত শরৎ চন্দ্র দাস, চকবস্তা, রানীরবাজার।	৩,০০০·০০	৩,০৭৫·৬৫	

১	২	৩	৪	৫
৪৫১।	শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র দাস, পিতা মৃত নবীন চন্দ্র দাস, রানীয়া, ত্রিপুরা।		৩,৫০০·০০	৩,৬৪৪·৫০
৪৫২।	শ্রীঅশ্বিনী দেবনাথ, পিতা শ্রীগৌরী মোহন দেবনাথ, গাঙ্গাইল রোড, আগরতলা।		৭,৫০০·০০	১,০২১·৪৫
৪৫৩।	শ্রীঅখিল চন্দ্র রায়, পিতা মৃত কৈলাশ চন্দ্র রায়, রায় ম্যাকানিক্যাল ওয়াকার্স, শকুন্তলা রোড, আগরতলা।		৭,৫০০ ০০	৭,৬৮৫·৩৯
৪৫৪।	শ্রীমনমোহন ভৌমিক, পিতা মৃত রামেশ্বর ভৌমিক, ধলেশ্বর, আগরতলা।		৪,০০০ ০০	৪,৩০৫·৩৪
৪৫৫।	শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, পিতা মৃত জ্ঞানেশ্বর দত্ত, জয়নগর, আগরতলা।		৫,০০০·০০	৫,২৫০·৩৪
৪৫৬।	শ্রীস্বদেশ ভৌমিক, পিতা মৃত কাশীনাথ ভৌমিক, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা।		৭,০০০·০০	১,৮৮১·৮০
৪৫৭।	শ্রীরাধাচরণ ভৌমিক, পিতা মৃত গৌর চন্দ্র ভৌমিক সূর্য্য রোড, আগরতলা।		৭,৫০০·০০	৭,৮৮৪·০০
৪৫৮।	শ্রীসুনীল মুখার্জী, পিতা শ্রীনলিনী কান্ত মুখার্জী, ৫৪, মোগড়া রোড, আগরতলা।		৭,৫০০·০০	৫,২২৯·০৯

১	২	৩	৪	৫
৪৫৯।	শ্রীমনমোহন ভৌমিক, পিতা শ্রীদেবেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক, নিশ্চিন্তপুর, ঈশানচন্দ্রনগর।	১,০০০·০০	১,০৭১·৪৩	
৪৬০।	শ্রীত্রিপুরা রঞ্জন তলাপাত্র, পিতা শ্রীধর্মচন্দ্র তলাপাত্র, ৪২, ঠাকুরপল্লীরোড, কৃষ্ণনগর।	৭,৫০০·০০	৭,৬৮৭·৫০	
৪৬১।	শ্রীদ্বিজেন্দ্র চৌধুরী, পিতা শ্রীদিনেশ চন্দ্র চৌধুরী, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা।	৫,০০০·০০	২,২৫০·৩৮	
৪৬২।	শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী, পিতা মৃত প্রকাশ চন্দ্র চক্রবর্তী, প্রযত্নে ঃ ডাক্তার নন্দলাল চক্রবর্তী, কামান চৌমুহনী।	৫,০০০·০০	৪,৯৩৩·৯২	
৪৬৩।	শ্রীসন্তোষ রায় ঝড়িয়া, পিতা মৃত কুঞ্জলাল রায় ঝড়িয়া, আখাউড়া রোড, আগরতলা।	৭,৫০০·০০	৭,৬৯০·৭৭	
৪৬৪।	শ্রীদেবেন্দ্র কুমার মুখার্জী, পিতা মৃত চিন্তাহরণ মুখার্জী, সেন্ট্রেল রোড, আগরতলা।	৭,৫০০·০০	৭,৭৪৪·০০	
৪৬৫।	শ্রীসুদর্শন সাহা পিঃ শ্রীঅশ্বিনী কুমার সাহা মেঃ পপুলার ট্রেডিং কোঃ কামান চৌমুহনী, আগরতলা।	৭,৫০০·০০	৭,৬৮২·৮২	

১	২	৩	৪	৫
৪৬৬।	শ্রীরাজবল্লভ সাহা পিতা মৃত মহিমচন্দ্র সাহা বনমালীপুর, আগরতলা।	৯,৫০০.০০	১,৫৬১.৭৪	
৪৬৭।	শ্রীগোপালচন্দ্র লোধ পিঃ শ্রীচন্দ্রকান্ত লোধ টাউন প্রতাপগড়, আগরতলা।	২,৫০০.০০	২,৬৩৭.৫০	
৪৬৮।	মেসার্স ঃ জাতীয় মৃৎ শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ হাতিরলেটা কলোনী, সেকেরকোট।	৫,০০০.০০	৫,৫৪০.২৮	
৪৬৯।	মেসার্স গোলাঘাটি জাতীয় মৃৎ শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ গোলাঘাটি।	৫,০০০.০০	৬,৫২৫.২২	
৪৭০।	শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র দে পিঃ শ্রীমনমোহন দে ৪৫, মোগড়া রোড, আগরতলা।	৫,০০০.০০	৪,৭২১.৭০	
৪৭১।	শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী পিঃ শ্রীসতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী আখাউড়া রোড, আগরতলা।	২,৫০০.০০	২,৬১৪.৫৮	
৪৭২।	শ্রীপ্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী পিঃ মৃত প্রসন্ন কুমার চক্রবর্ত্তী পুর্ব্ব লক্ষ্মীবিল, বিশালগড়।	৭,৫০০.০০	৭,৭৫৫.৩৬	
৪৭৩।	শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দে পিঃ শ্রীচন্দ্রমোহন দে জিরাণীয়া, ত্রিপুরা।	৩,০০০.০০	৩,৭২০.০০	
৪৭৪।	শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র দাস পিঃ শ্রীরজনীকান্ত দাস শিবনগর আগরতলা।	৩,০০০.০০	৩,২৫৮.২০	

১	২	৩	৪	৫
৪৭৫।	শ্রীবিদ্যাধর দাস পিঃ মৃত রামজীবন দাস বিদ্যানগর, রাণীরবাজার।	৭,৫০০'০০		৭,৮৩৫'২০
৪৭৬।	শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বণিক পিঃ শ্রীপুলিন বিহারী বণিক টাউন প্রতাপগড়, আগরতলা।	২,০০০'০০		২,১৯০'০০
৪৭৭।	শ্রীচিত্তরঞ্জন সত্ত পিঃ মৃত মনমোহন দত্ত কাতলামারা, সিমনা।	১,০০০'০০		১,২৪৪'৪৪
৪৭৮।	শ্রীচন্দ্রোদয় সূত্রধর পিঃ মৃর্ত নবীনচন্দ্র সূত্রধর কলকলিয়া, বামুটিয়া।	২,০০০'০০		৮৭৭·৮২
৪৭৯।	মেসার্স ঃ গান্ধীগ্রাম সমবায় শিবন এস, এন, লিঃ গান্ধীগ্রাম।	৫,০০০'০০		৭,২৬৭·১৪
৪৮০।	শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায় পিঃ শ্রীবঙ্কচন্দ্র রায় হাতিরলেটা, সেকেরকোট।	৫,০০০'০০		৫,১২৭'০৭
৪৮১।	শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র বর্মণ পিঃ মৃত শিবচরণ বর্মণ কুঞ্জ বন, আগরতলা	৪,০০০'০০		৪৭২১'৪৪
৪৮২।	শ্রীঅনিল চন্দ্র রায় জীবন শিল্পালয় মোগড়া রোড, আগরতলা।	৭,৫০০'০০		৭,৭৮৪·১০

খোয়াই সাবডিভিশান

১	২	৩	৪	৫
৪৮৩।	শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পিঃ মৃত মাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য খোয়াই, ত্রিপুরা।	৫০০'০০		৪৫০ ০০

১	২	৩	৪	৫
৪৮৪।	শ্রীচন্দ্রধর পাল, পিঃ পিতম্বর পাল খোয়াই টাউন, ত্রিপুরা।	৫০০·০০	৪০০·০০	
৪৮৫।	শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য পিঃ মৃত অম্বিকা চন্দ্র ভট্টাচার্য্য লাল ছড়া, খোয়াই।	৫০০·০০	৪২৫·০০	
৪৮৬।	শ্রীমাখন চন্দ্র আচার্য্য পিঃ মৃত দ্বীপচাঁদ আচার্য্য সিংগিছড়া, খোয়াই।	৫০০·০০	৪৫০·০০	
৪৮৭।	শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত পিঃ মৃত নলিনী গুপ্ত খোয়াই টাউন।	১,০০০·০০	৮০০·০০	
৪৮৮।	শ্রীচণ্ডীচরণ নাথ শর্মা পিঃ মৃত গোবিন্দ চন্দ্র নাথ শর্মা দূর্গানগর, খোয়াই।	৫০০·০০	৪৫০·০০	
৪৮৯।	শ্রীবনমালী রায় সূত্রধর পিঃ মৃত পিতম্বর রায় সূত্রধর গনকী, খোয়াই।	৬০০·০০	৫৪০·০০	
৪৯০।	শ্রীসনাতন কর্মকার পিঃ মৃত গঙ্গাচরণ কর্মকার সিংগিছড়া, খোয়াই।	৫০০·০০	৪৫০·০০	
৪৯১।	শ্রীশান্তি সিংহ চৌধুরী পিঃ শ্রীমনমোহন সিংহ চৌধুরী খোয়াই।	১,৫০০·০০	১,৫০০·০০	
৪৯২।	শ্রীললিত মোহন সাহা পিঃ মৃত গৌরচরণ সাহা সিংগিছড়া, খোয়াই।	১,৫০০·০০	১,৩৫০·০০	
৪৯৩।	শ্রীহরেন্দ্র নারায়ন দত্ত পিঃ মৃত রামগোবিন্দ দত্ত খোয়াই।	১,০০০·০০	৯০০·০০	
৪৯৪।	শ্রীবসন্ত কুমার বর্মণ পিঃ মৃত বাসুদেব বর্মণ সিংগিছড়া, খোয়াই।	২০০·০০	২০০·০০	

১	২	৩	৪	৫
৪৯৫।	শ্রীকুঞ্জ বিহারী দাস, পিঃ মৃত দয়াল চন্দ্র দাস, সিংগীছড়া, খোয়াই।	২০০'০০	২০০'০০	
৪৯৬।	শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র দেব, পিঃ জয়চরণ দেব, লালছড়া, খোয়াই।	৫০০'০০	৪৫০'০০	
৪৯৭।	শ্রীসতীশ চন্দ্র পাল, পিঃ শ্রী শশিমোহন পাল, দুর্গানগর।	৫০০'০০	৪৫০ ০০	
৪৯৮।	শ্রীনারায়ণ চন্দ্র রায়, পিঃ মৃত মদনমোহন রায়, খোয়াই।	৫০০'০০	৪৫০'০০	
৪৯৯।	শ্রীযতীন্দ্র মোহন চৌধুরী, পিঃ মৃত নবীন চন্দ্র চৌধুরী, তেলিয়ামুড়া।	৫,০০০ ০০	৫,০০০'০০	
৫০০।	মেসার্স বটতলি সর্ব্বার্থ এস, এস, এস, লিঃ, রামচন্দ্রপুর ঘাট, খোয়াই।	১০,০০০'০০	১০,০০০'০০	
৫০১।	শ্রীপ্রিয়নাথ চৌধুরী, পিঃ মৃত গিরিশ চন্দ্র চৌধুরী, তেলিয়ামুড়া।	৩,০০০'০০	৩,০০০'০০	
৫০২।	শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র ভৌমিক, পিঃ মৃত রাজমোহন ভৌমিক, খোয়াই বাজার।	৪,০০০'০০	৩,৫৫৫'৫৫	
৫০৩।	শ্রী সুমন্ত কুমার মণ্ডল, পিঃ মৃত ভৈরব চন্দ্র মণ্ডল, খোয়াই বাজার।	২,০০০'০০	১,৭৭৭'৭৭	
৫০৪।	শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাস চৌধুরী, পিঃ মৃত ঈশানচন্দ্র দাস চৌধুরী কল্যাণপুর, খোয়াই।	১,০০০'০০	১,০০০'০০	
৫০৫।	ঐ ঐ	১,০০০'০০	১,০০০'০০	

১	২	৩	৪	৫
৫০৬।	শ্রী সুমন্ত কুমার মণ্ডল, পিঃ মৃত ভৈরব চন্দ্র মণ্ডল, খোয়াই বাজার।	২,০০০·০০	২,০০০·০০	
৫০৭।	শ্রী প্রফুল্ল রঞ্জন ভৌমিক, পিঃ মৃত রাজমোহন ভৌমিক, খোয়াই বাজার।	৩,০০০·০০	৩,০০০·০০	
৫০৮।	শ্রী ননীগোপাল রুদ্রপাল, পিঃ শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র রুদ্রপাল, চেবরি, খোয়াই।	৬,০০০·০০	৭,৫০১·৬৪	
৫০৯।	শ্রী বিশ্ব সূত্রধর, পিঃ শ্রী জলধর সূত্রধর, তেলিয়ামুড়া।	২,০০০·০০	২,০০০·০০	
৫১০।	শ্রীভগীরথ নাথ শর্মা, পিঃ শ্রী হেমেন্দ্র নাথ শর্মা, কল্যাণপুর।	৫,০০০·০০	৬,১৮৭·১৬	
৫১১।	শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই।	৫,০০০·০০	৬,৭৭২·২০	
৫১২।	শ্রী যদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, অফিস টিলা, খোয়াই।	২৫,০০০·০০	২৭,৫৬৯·২৫	
৫১৩।	শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র দাস, সুভাষ পার্ক, খোয়াই।	৫,০০০·০০	৫,৬৯৫·৭৫	
৫১৪।	শ্রীদিনেশ চন্দ্র দেব, খোয়াই।	৫,০০০·০০	৫,৩৯৭·৪৫	
৫১৫।	মেসার্স খোয়াই শিল্প সমবায় সমিতি, খোয়াই।	৫,০০০·০০	৬,২৯৪·৮২	
৫১৬।	শ্রী শচিন্দ্র বিশ্বাস, পিঃ মৃত লালচাদ বিশ্বাস, খোয়াই টাউন।	৩,০০০·০০	১,২৪৬·৮১	

১	২	৩	৪	৫
৫১৭।	শ্রী বিশ্বেশ্বর সূত্রধর, পিঃ শ্রী জলধর সূত্রধর, কড়ইলং, তেলিয়ামুড়া।	৪,০০০'০০	৪৭৫৯'৮১	
৫১৮।	মেসার্স মিলন তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ গংকি, খোয়াই !	১৮,৩৭৫'০০	২২ ৮২১'০৮	
৫১৯।	মেসার্স জনকল্যাণ সমউদ্যোগ কৃষি ক্রয়-বিক্রয় এস. এস. এস, লিঃ খোয়াই।	১,০০০'০০	১,২৪৮'২৫	
৫২০।	মেসার্স কাটুনি বয়ন শিল্প এস. এস, লিঃ, চাকমাঘাট তেলিয়ামুড়া।	৯০০'০০	২৭৩'৯৪	
৫২১।	মেঃ তেলিয়ামুড়া টি. এস. এস. এস. লিঃ তেলিয়ামুড়া, খোয়াই।	৬,৩৭৫'০০	৬,৪৪৬'৭০	
	সোনামুড়া সাবডিভিশান			
৫২২।	শ্রী হরেন্দ্র কুমার পাল, পিঃ শ্রী আনন্দকিশোর পাল, সোনামুড়া।	৫,০০০'০০	৫,০০০'০০	
৫২৩।	শ্রী ফালু লস্কর, পিঃ মৃত শিরিস চন্দ্র লস্কর, সোনামূড়া।	১০,০০০'০০	১০,০০০'০০	
৫২৪।	মেসার্স ঃ মেলাঘর সূত্রধর এস. এস. এস. লিঃ, মেলাঘড়।	৫,০০০'০০	৫,০০০'০০	
৫২৫।	শ্রী নন্দদুলাল সাহা এবং অন্যান্য, সোনামুড়া, ত্রিপুরা।	১৫,০০০'০০	৯,৯৯৯'৯৯	

Admitted Question No. 6

By Shri AJOY BISWAS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। সারা ত্রিপুরায় হসপিটাল ও প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারগুলিতে মোট কতজন রোগীর জন্য বেড আছে ?

২। ত্রিপুরায় ঐ সমস্ত হসপিটাল ও প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারগুলিতে নার্সের সংখ্যা কত ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department
Shri VIVEKANANDA BHOWMIK

১। সারা ত্রিপুরায় হসপিটাল ও প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারগুলিতে মোট ১২৮২টি বেড (শয্যা) আছে।

২। সারা ত্রিপুরায় হসপিটালগুলি ও প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারগুলিতে মোট নার্সের সংখ্যা ৪২৭ জন।

Question No 7

By Shri Rati Mohan Jamatia, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Public Relations & Tourism Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সারা ত্রিপুরায় কয়টি উপতথ্য কেন্দ্র, কয়টি লোক রঞ্জন শাখা ও কয়টি পল্লী বেতার গোষ্ঠী খোলা হয়েছে? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সারা ত্রিপুরায় যে সকল উপতথ্য কেন্দ্র, লোকরঞ্জন শাখা ও পল্লী বেতার গোষ্ঠী খোলা হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্ন প্রদত্ত হইল।

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	উপতথ্য কেন্দ্র	পল্লী বেতার গোষ্ঠী	লোক রঞ্জন শাখা
১।	সদর	৬০টি	৪১টি	৪১টি
২।	সোনামুড়া	১৫টি	৬টি	৫টি
৩।	খোয়াই	২৪টি	১৭টি	১৪টি
৪।	কৈলাসহর	২৪টি	১৩টি	১৬টি
৫।	কমলপুর	৯টি	১১টি	১২টি
৬।	ধর্মনগর	২৫টি	২২টি	১৫টি
৭।	উদয়পুর	১৪টি	১৪টি	১৫টি
৮।	অমরপুর	৮টি	৪টি	১০টি
৯।	সাব্রুম	৬টি	৫টি	৭টি
১০।	বিলোনীয়া	১৫টি	১৬টি	১৩টি
	মোট ঃ	২০০টি	১৪৯টি	১৪৮টি

Admitted Unstarred Question No. 15

By Shri Swaraijam Kamini Thakur Singh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Statistical Department be pleased to state :—

Minister-in-charge :—Shri Braja Gopal Roy.

প্রশ্ন

১। (ক) ত্রিপুরায় মণিপুরী জনসংখ্যা কত ?

উত্তর

(ক) ১৯৭১ সালের আদম সুমারীতে অথবা পরবর্তী সময়ে জাতীগতভাবে কোন জনসংখ্যার তথ্য সরকার কর্তৃক সংগৃহীত হয় নাই।

প্রশ্ন

(খ) কোন কোন সম্প্রদায় এর অন্তর্ভুক্ত ?

উত্তর

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন

এবং (গ) কোন বিভাগে এর কোন সম্প্রদায়ের কতজন বসবাস করেন ?

উত্তর

(গ) প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন

২। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মণিপুরী জনসমষ্টির মাতৃভাষা একই কিনা ?

উত্তর

২। মণিপুরীদের মাতৃভাষা এক নহে।

প্রশ্ন

৩। এক না হইলে কোন ভাষায় কতজন কথা বলে ?

উত্তর

৩। ১৯৭১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী সংগৃহীত তথ্যানুসারে নিম্নলিখিত ভাষাগুলি মাতৃভাষা হিসাবে ব্যবহারকারীর সংখ্যা দেওয়া হইল ঃ—

(ক) বিষ্ণুপুরিয়া...৯,৮৮৪ জন

(খ) মনিপুরী....১৭,৯৪৪ জন

(গ) মৈথিই ... ৪,৪৬৩ জন

(Meithei)

UNSTARRED QUESTION NO. 32

By Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় মোট কয়টি তাঁতী পরিবারকে ৭৫ শতাংশ ভর্তুকীতে সুতা বিলি করার পরিকল্পনা আছে, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। মোট কয়টি পরিবারকে তাঁত ঘর মেরামত করার জন্য গ্রান্ট দেয়ার পরিকল্পনা আছে ; (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। প্রতিটি ঘড়ের জন্য কত টাকা করে গ্র্যান্ট দেয়ার পরিকল্পনা আছে ?

উত্তর

১। ১৯৭৮-৭৯ইং আর্থিক বৎসরে মোট ৬,৬৬৬ জন তাঁতীকে ৭৫'/. ভর্তুকীতে (অনুদান) সূতা বিলি করা হবে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব পরিশিষ্ট 'ক' তে দেওয়া গেল।

২। ১৯৭৮-৭৯ইং আর্থিক বৎসরে মোট ১,৭৫০ জন দুঃস্থ তাঁতীকে তাঁতঘর মেরামতি বাবৎ ১০০% গ্র্যান্ট (অনুদান) দেয়া হবে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব পরিশিষ্ট 'খ' তে দেওয়া গেল।

৩। প্রতিটি ঘরের জন্য মং ২০০ (দুইশত) টাকা করে গ্র্যান্ট দেয়া হবে।

পরিশিষ্ট— "ক"

৭৫% ভর্তুকীতে সূতা প্রদান (১৯৭৮-৭৯ ইং)

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	৭৫% ভর্তুকীতে সূতা প্রাপকের সংখ্যা
১।	মোহনপুর	৩০০
২।	বিশালগড়	৯০০
৩।	জিরানীয়া	৫০০
৪।	তেলিয়ামুড়া	৫৫০
৫।	খোয়াই	৪৫০
৬।	মেলাঘর	২০০
৭।	উদয়পুর	৪০০
৮।	অমরপুর	৫০০
৯।	রাজনগর	২০০
১০।	সাতচাঁদ	৩৫০
১১।	ডুম্বুরনগর	২৫০
১২।	বগাফা	২৭৫
১৩।	কমলপুর	২৭৫
১৪।	কুমারঘাট	২৫০
১৫।	কাঞ্চনপুর	৩০০
১৬।	ছাওমনু	২০০
১৭।	পানিসাগর	৫০০
১৮।	পৌর এলাকা	২০০
	রিজার্ভ	৬৬
		৬,৬৬৬

পরিশিষ্ট—"খ"

১০০./- অনুদান--তাঁতঘর মেরামতির জন্য---(১৯৭৮-৭৯ইং)

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	১০০/- অনুদানে ঘর মেরামতের তাঁতীর সংখ্যা
১।	মোহনপুর	১২৫
২।	বিশালগড়	২৫০
৩।	জিরানিয়া	১০০
৪।	তেলিয়ামুড়া	১১০
৫।	খোয়াই	৭৫
৬।	মেলাঘর	৭৫
৭।	উদয়পুর	১৭০
৮।	অমরপুর	১০০
৯।	রাজনগর	১০০
১০।	সাতচাঁদ	৭৫
১১।	ডুম্বুরনগর	৫০
১২।	বগাফা	৭৫
১৩।	কমলপুর	১২৫
১৪।	কুমারঘাট	৫০
১৫।	কাঞ্চনপুর	৫০
১৬।	ছাউমনু	৫০
১৭।	পানিসাগর	১৬০
১৮।	গৌরএলাকা	৫০
		১,৭৫০

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 44

By :—SHRI KAMINI DEBBARMA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ধুমাছড়া বাজারের ৬টি শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল খোলার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত খোলা হবে ?

৩। নেপাল টিলা ও সাইদার ছড়া এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

৪। থাকিলে কবে পয্যন্ত খোলা হবে ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department (Name of Minister):—Shri Vivekananda Bhomik,

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

THE ASSEMBLY MET IN THE ASSEMBLY HOUSE (UJJANWAYANTA PALACE), AGARTALA ON FRIDAY THE 23RD MARCH, 1979 AT 11-00 A.M.

PRESENT

Mr. Speaker (the Hon'ble Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, Chief Minister, 10 Ministers, the Deputy Speaker and 13 Members.

STARRED QUESTION

মিঃ স্পীকার—আজকের কার্য্য সূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার—স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার, স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১।

প্রশ্ন	উত্তর
১। সরকারী দুগ্ধ সরবরাহের বর্ত্তমান দৈনিক পরিমাণ বিগত এক বছরে কি রূপ বেড়েছে ?	বিগত এক বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরের সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।
২। সরকরী দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র হইতে বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় মোট কি পরিমাণ দুধ সরবরাহ করা হচ্ছে,	টোণ্ড মিল্ক ৬৭০ থেকে ৬৮০ লিটার, ডাবল টোণ্ড মিল্ক ৬৭০ থেকে ৬৯০ লিটার দৈনিক সরবরাহ করা হচ্ছে। ইহা ব্যতীত হাসপাতালে দৈনিক গড ৬০০ লিটার দুগ্ধ সরবরাহ করা হয়।
৩। ত্রিপুরার কোন্ কোন্ এলাকা এই সরবরাহের আওতায় আনা হয়েছে।	আগরতলা শহর ও উদয়পুর শহর এলাকা এই সরবরাহের আওতায় আনা হয়েছে।

শ্রীমতিলাল সরকার—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দুধ সরবরাহের ক্ষেত্রে অপারেশন ফ্লাডের কাজকে তরান্বিত করার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং—অপারেশন ফ্লাড স্কীমকে চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীমতিলাল সরকার—এই দুধ বিতরণ করার জন্য প্লাষ্টিক প্যাকেট ব্যবহার করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ইন্দ্রনগরে আমাদের নতুন ফ্যাক্টরীর কাজ শুরু হয়েছে। এই ফ্যাক্টরী চালু হলেই আমরা প্লাষ্টিক প্যাকেটের ব্যবস্থা করতে পারব। আমরা আশা করছি, আগামী আগষ্ট মাসে চালু করা যাবে এবং তখন থেকে আগরতলা সহ অন্যান্য সব এলাকায় প্লাষ্টিক প্যাকেটে দুগ্ধ সরবরাহ করতে পারব।

শ্রীমতিলাল সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, এই দুধ বাড়ীতে পৌছে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকার করেছেন কিনা? যদি এটা করে থাকেন, তাহলে কিছু বেকারের কর্ম্ম সংস্থান হতে পারে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা এখন দোকান থেবে দুধ বিলি করছি। আমরা চেষ্টা করছি, এখন যেখান থেকে দুধ যাচ্ছে, সেখান থেকে কোন বেকার ছেলেকে দিয়ে দুধ বাড়ীতে পৌছে দেওয়া যায় কিনা। এর জন্য অবশ্য যারা দুধ নেবেন তাদেরকে মাসে ১।২ টাকা করে বেশী দিতে হবে।

শ্রীসুবল রুদ্র—সরকার যে দুধ সরবরাহ করেন, সেটা কি টেণ্ডার কল করে করেন, না সাধারণ গোয়ালা থেকে সংগ্রহ করা হয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের আগে যে সিষ্টেম ছিল, তাতে টেণ্ডার কল করা হত এবং লোয়েষ্ট টেণ্ডারকেই দেওয়া হত। পরবর্ত্তী সময়ে আমরা এটা রিপ্লেস করে, বিভিন্ন জায়গায় কো-অপারেটিভ গঠন করি। সেই কো-অপারেটিভের মাধ্যমেই সরকার বিভিন্ন জায়গা থেকে দুধ সংগ্রহ করে থাকেন।

শ্রীনকুল দাস—এই দুগ্ধ সরবরাহ করার জন্য সরকারকে প্রতি মাসে কত টাকা খরচ করতে হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীবাজুবন রিয়াং—ঠিক টাকার অংকটা এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীবাদল চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, অপারেশন ফ্লাড কি এবং দুধের মধ্যে জল মিশিয়ে দুধ সরবরাহ করা হয় বলে যে অনেক অভিযোগ আছে, এটা বন্ধ করার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই অপারেশন ফ্লাড স্কীম সর্ব্বভারতীয় স্কীম। ভারবর্ষে যতগুলি বড় বড় শহর আছে, সেগুলিতে এই স্কীমের মাধ্যমে দুধ সরবরাহ করা হয়। আমরাও এখানে এই স্কীমের মাধ্যমে দুধ সরবরাহ করার চেষ্টা করছি এবং আমরা আশা করছি, এর ফলে দৈনিক, ৫,০০০ লিটার দুধ আমরা সাপ্লাই দিতে পারব এবং ৩ বৎসরের মধ্যে ১৫,০০০ লিটার দুধ সাপ্লাই দিতে পারব। আমরা পাউডার এনে, দুধ করে যে টাকা পাব, সেটা আমরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে খরচ করতে পারব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের লাভ হচ্ছে এটাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার দু'টি প্রশ্ন ছিল। কিন্তু উত্তর পেয়েছি একটির। আমি আবার দ্বিতীয় প্রশ্ন করছি। প্রশ্নটি হচ্ছে, সহর এলাকার মানুষের কাছ থেকে আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে, দুধে জল মেশানো হচ্ছে। এই জল মেশানো বন্ধ করার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা করছেন কি?

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার, দুধে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল মেশানো হয়ে থাকে। পাউডার দুধ সেটায় জল না মিশালে দুধ হবে কি করে ?

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, গত বছরের তুলনায় সামান্য বেড়েছে। এই সামান্য টা কি পরিমাণ এবং এর দ্বারা লাভ হচ্ছে না, ক্ষতি হচ্ছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং—এটার হিসাব আমি বলতে পারছি না। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলছি, আমরা টাকার অংকে লাভ না ক্ষতি, হিসাব করি না। আমরা দুধ যারা পাচ্ছেন, তাদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মনে করি যে, তারা লাভবান হচ্ছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, দুধে জল মেশানো হচ্ছে। এই যে জল মেশানো এটা কি ঠিক হিসাব মত মেশানো হচ্ছে, তাহা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় স্পীকার স্যার, দুধে যে জল মেশানো হয়, তাহা সর্ব্বভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ীই মেশানো হয়। ফ্যাট কত থাকবে, সর্করা এবং সলিড কত থাকবে, তা সর্ব্বভারতীয় মান অনুযায়ীই করা হয়।

শ্রীউমেশ নাথ—ত্রিপুরার দুধে যে জল মেশানো হয়, তা কোন মান অনুযায়ী। সর্ব্বভারতীয় যে স্ট্যাণ্ডার্ড সেটার সঙ্গে মিলছে কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলছি, আমাদের এখানে টোণ্ড মিল্ক এবং ডাবল টোণ্ড মিল্ক সাপ্লাই করা হয়, এবং সর্ব্ব ভারতীয় মান অনুযায়ী করা হচ্ছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, টোণ্ড মিল্ক এবং ডাবল টোণ্ড মিল্ক সরবরাহের পরিমাণ কত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় স্পীকার স্যার, ১·৬ এবং ৩·৫।

শ্রীনিরঞ্জন দেব—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী কো-অপারেটিভের কথা বলেছেন তাই আমি বলছি ত্রিপুরাতে এই ধরনের কয়টি কো-অপারেটিভ কোন কোন জায়গায় আছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের প্রচেষ্টায় আমরা কতগুলি কো-অপারেটিভ এখন পর্য্যন্ত রেজিষ্ট্রি করেছি। আমি জায়গাগুলির নাম বলছি :—

(১) ধলেশ্বর (২) রাধা কিশোর নগর (৩)পুরান আগরতলা (৪) রানীর বাজার (৫) বুড়া খা (৬) মোহনপুর (৭) জিরানীয়া (৮) তেলিয়ামুড়া রোরাল ডেয়ারী সেণ্টার (৯) তেলিয়ামুড়া এ,আই, সেণ্টার (১০) চাকমা ঘাট (১১) গুরুপদ কলোনী (১২) আমতলী (১৩) হাতীলেটা (১৪) মধুপুর (১৫) হরিহর দোলা (১৬) বিশালগড় (১৭) বিশালগড় (১৮) চড়িলাম (১৯) বাগমা (২০) সেকেরকোট (২১) অজেন্দ্র বাজার।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, গোয়ালারা জল মেশালে বলা হয় যে সেটা ভেজাল কিন্তু সরকার যখন জল মেশান তখন সেটাকে কি বলা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় স্পীকার স্যার, পাউডার মেশানোর কথা বলা হয়েছে, জল মেশানোর কথা বলা হয় নি ।

শ্রী শ্যামল সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, গোয়ালাদের কি কি সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হয়েছে ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের কাছে যারা দুধ বিক্রি করেন তাদের আমরা লিটার প্রতি ২ টাকা করে দিচ্ছি এবং তদু পরি এক কে.জি করে খাবার দিচ্ছি ।

শ্রী কেশব মজুমদার :— দুগ্ধবতী গাভী সাপ্লাই করার জন্য সরকার বিভিন্ন স্কীম নিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী কিছু গাভীও কিনে দেওয়া হয়েছে। সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত যে সমস্ত গাভী আছে, তার থেকে একটা পোরশান সরকারকে দেওয়ার কথা ছিল, সেই পোরশান থেকে সরকার কতটুকু দুধ পাচ্ছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের উদ্যোগে যে সমস্ত গরু বিতরন করা হয়েছে সেই সমস্ত গুরু থেকে কত টুকু দুধ পাওয়া যাচ্ছে, তার সঠিক হিসাব এখনই দিতে পারবো না ।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, দুধে যে জল মেশানো হয় সেটা বন্ধ করার জন্য সরকার কি কোদ পরিকল্পনা নিয়েছেন ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, দুধে তিনটি অংশ থাকে একটা হচ্ছে জলীয় অংশ একটা সলিড অংশ এবং আর একটা হচ্ছে সেই জাতীয় অংশ । এই তিনটি অংশ মিলিয়ে হচ্ছে দুধ। এখন সমস্ত দুধেই জল মেশানো থাকে। তবে দুধের একটা ষ্ট্যাণ্ডারড আছে, যে ষ্ট্যাণ্ডারডটা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হবে। দুধে যাতে ভেজাল না মেশানো যায়, তারজন্য আমাদের সরকার চেষ্টা করছেন ।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি একটা তথ্য হাউসে রাখতে চাই, সেটা হচ্ছে দুধে জল মেশানো হয় এটা ঠিক এবং বিভিন্ন স্তরে জল মেশানো হয়। এই জল যাতে মেশানো না যেতে পারে, তার জন্য সরকার একটি মেশিন এনে বসাচ্ছেন, যে মেশিনের মধ্যে দুধ একটা প্লাষ্টিকের ব্যাগের মধ্যে আসবে এবং সেই প্লাষ্টিকের ব্যাগ না ছিঁড়লে জল মেশানোর আর কোন সুবিধা থাকবে না। ব্যাগ আমরা আমদানি করছি এবং আমাদের যে নূতন দুগ্ধ কেন্দ্র আগরতলায় তৈরী হয়েছে সেখানে আমরা বসাবার চেষ্টা করছি ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরাম কুমার নাথ।

শ্রীরাম কুমার নাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে কতটি মাঠ ফ্লাড কণ্ট্রোল স্কীমের আওতায় আনা হয়েছে ?	১। মোট ৭টি মাঠ ফ্লাড কণ্ট্রোল স্কীমে আরম্ভ করা হয়েছে।

২। সেই মাঠগুলি কোথায়?

২। (ক) নারায়ন খামার (খ) খয়েরপুরের চাঁদপুর মাঠ (গ) বিশালগড়ে গজারিয়া বন্যা প্রকল্প (ঘ) হাভোয়া বন্যা প্রকল্প (ঙ) সংসঙ্গম বন্যা প্রকল্প (চ) রাঙ্গুটিয়া গোপীনাথপুর বন্যা প্রকল্প (ছ) সমরুপার বন্যা প্রকল্প।

প্রশ্ন

উত্তর

৩। এর ফলে কত একর জমি বন্যার কবল মুক্ত হবে?

৩। আনুমানিক ১১৩০০ একর জমি রক্ষা পাবে।

শ্রী রাম কুমার নাথ :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ধর্মনগর সাব-ডিভিশনে রাধাপুর গাঁও সভায় প্রায় আড়াই একর একটি মাঠ আছে এবং এই অঞ্চলের লোকেরা এই মাঠের উপর নির্ভর করে থাকেন। কিন্তু এই মাটটি প্রতি বছরই ২।৩ বার ফ্লাডের কবলে পড়ে সমুদ্রের মত হয়ে যায়। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই মাঠের জন্য কি কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের অনেক পরিকল্পনা নেওয়ার ইচ্ছা আছে, কিন্তু এক সঙ্গে সমস্ত পরিকল্পনা হাতে নেওয়া সম্ভব নয়। তবে এই সমস্ত কাজ যাতে তাড়াতাড়ি আরম্ভ করা যায়, তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। রাজনগর ব্লকের বল্লামুখ মাঠ, আগরতলা গজারিয়া মাঠ বিশালগড়ের চণ্ডীপুর মাঠের নিঃস্রবের কাজ আমরা শুরু করব এবং অন্যান্য সাব-ডিভিশনে এই রকম যে সমস্ত মাঠ আছে তার কাজ আমরা আস্তে আস্তে হাতে নেব।

শ্রী সুবল রুদ্র — সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রুদ্র সাগর একটি বিরাট এরিয়া সেখানে প্রায় ২ হাজার একর জমি আছে। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে এই এলাকা বন্যায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই একটি এরিয়া, যার উপর ঐ এলাকার লোকদের জীবিকা নির্ব্বাহ করতে হয়। প্রতি বছর এক থেকে দেড় হাজার জমি সেখানে নষ্ট হয়। সেখানে বাধ নির্মান করে ফ্লাড কণ্ট্রোল করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপাততঃ আমাদের হাতে কোন পরিকল্পনা নেই তবে আমরা পরবর্ত্তি সময়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারি।

শ্রী রাম কুমার নাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে কুত্তি বাধ নির্ম্মান, পদ্মপুর, ভিলথৈ, পশ্চিম পানিসাগর, রাধাপুর, দানছড়া, নগেন্দ্র নগর ইত্যাদি অঞ্চলে প্রতি বছর হাজার হাজার ফসল নষ্ট হয়ে যায়, ঐ সমস্ত অঞ্চলের হাজার হাজার একর জমির ফসল রক্ষা করার জন্য সরকার কি কোন প্রয়োজনীয়তা মনে করেন না?

শ্রী বৈদ্য নাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার যতটুকু স্মরণ আছে, আমি এর আগেও অন্যান্য প্রশ্নের জবাবেও বলেছি যে ডি ফরেষ্টেশাসের ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে বন্যার ছড়া এবং নদীর ভাংগন একটা কমন ফীচার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকটি ছড়া ভেংগে ভেংগে নদীর আকার ধারণ করেছে। অনেক জমি ছড়ার গর্ভে চলে যাচ্ছে এবং বালি উঠে নষ্ট হচ্ছে।

আমরা আমাদের অর্থনৈতিক সংগতি এবং পরিকল্পনা তৈরী ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষমতা অনুযায়ী হাত দিচ্ছি। কোথাও বাঁধ তৈরী করে। কোথাও অন্য ভাবে। বিভিন্ন সাবডিভিশানে একই রকমের ঘটনা হচ্ছে। আমরা পর্যায়ক্রমে আস্তে আস্তে কাজে হাত দিচ্ছি

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে সমস্ত প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, সেগুলির রূপায়ন এর কাজ ভেস্তে যাচ্ছে, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ সীমান্তে বাঁধ দেওয়ার ফলে এ সম্পর্কে সরকারের পরিকল্পনা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব নদীর উৎপত্তি, সেগুলির বেশীর ভাগই বাংলাদেশের মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হয়েছে, যার জন্য আন্তর্জাতিক কতগুলি নিয়ম কানুন তার উপর বর্ত্তায়, জলনিয়ন্ত্রণ ব্যাবহার সম্পর্কে। জয়েণ্ট রিভার কমিশন সম্প্রতি ত্রিপুরা ঘুরে গেছেন এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধিরাও এসেছেন। আমাদের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশ ঘুরে এসেছেন এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিরাও আমাদের দেশ ঘুরে গেছেন যেখানে যোখানে ডিসপুট আছে ; কতগুলির এখনও পূর্ণ রিপোর্ট পাওয়া যায় নি। তবে কতগুলি ব্যাপারে ফয়সালায় আসতে পারব, এরকম আশা করা যাচ্ছে। সব গুলি এক সংগে ফয়সালা হয়ে যাবে, এটা আশা করা যাচ্ছে না। সুতরাং কিছু অসুবিধার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে কাজ চালাতে হবে।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ড্রাফ্ট অ্যানুয়াল প্ল্যানে যে সমস্ত নূতন স্কীম ইনক্লুড করা হয়, সেগুলি পরবর্ত্তি সময়ে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয় কিনা ? আমি এইজন্য প্রশ্নটা এনেছি ড্রাফথ অ্যানুয়াল প্ল্যানে টেকাইছড়া, ভাগ্য পুর আণ্ডার ধর্মনগর সাবডিভিশান এবং আর একটা হাচ্ছে ইরোশান কণ্ট্রোল প্ল্যান'এ পানিসাগর ব্লক আণ্ডার ধর্মনগর সাবডিভিশান পেজ ৩২৪, ড্রাভট অ্যানুয়াল প্ল্যান ১৯৭৮-৭৯ প্রপোজড আউটলে ছিল। কিন্তু বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এটাকে বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা এটাকে বাজেধের অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন আশ্বাস দেবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অনেক সময় আমরা ধরে রাখি। কিছু স্কীম তৈরী হয়ে আমাদের হাতে যেতে দেরী হবে। তখন যে স্কীম গুলি হবে না বা সময় নেবে বলে বাজেটে প্রভিশান রাখা হয় না। একটা স্কীম ৫ লক্ষ টাকা খরচ হবে। কিন্তু সেই এক বছরে ৫ লক্ষ টাকা এক বছরে খরচ করা সম্ভব হয় না। তখন ফেজ বাই ফেজ কাজটা করতে হয়। পাশিয়েলী সেখানে আমরা বাজেট প্রভিশান করি। এই ভাবে আমরা করে থাকি।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ১৯৭৮-৭৯ ইং সনে যেটা আসেনি, পরবর্ত্তী সময়ে এটা আসবে কিনা, এমন কোন আশ্বাস মন্ত্রী মহোদয় দেবেন কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা পরীক্ষা করে দেখব।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বন্যা নিরোধের জন্য এবং জলসেচের জন্য খোয়াই নদীতে যে বাঁধ দেওয়ার কথা ছিল, সে বাঁধটা কবে থেকে শুরু হবে ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে পরে জবাব দেব

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার এই প্রশ্নটাতো ইরিগেশান এবং

ফ্লাড কণ্ট্রোলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি আলাদা প্রশ্ন করুন।

শ্রীরামকুমার নাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একবার, দুই বার, তিনবার এই প্রশ্নটি এনেছি। সামান্য একটা স্লুইস গেট দিলে, এই বিরাট মাঠটি রক্ষা হয়। কিন্তু এটা এই বারের বাজেটে এল না বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি আশা রাখব পরবর্তী বাজেটে যেন এটা রাখা হয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি তো কোন প্রশ্ন করেন নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :--মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা প্রসিডিংস থেকে একসপাঞ্জ করা হোক।

মিঃ স্পীকার :— এটা একসপাঞ্জের কোন প্রশ্ন উঠেনা। শ্রীস্বরাইজম কামিনী ঠাকুর সিং।

শ্রীস্বরাইজম কামিনী ঠাকুর সিং :—কোয়েশ্চান নং ৭১ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ৭১ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য খোয়াই মহারাজগঞ্জ বাজার উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল ?	১। হ্যাঁ।
২। সত্য হইলে কবে নাগাদ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে, এবং	২। এষ্টিমেট মঞ্জুর হইলে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ জেলাশাসক কর্ত্তৃক পূর্ত্ত দপ্তরে জমা দেওয়ার পর কাজটি আরম্ভ করা হইবে।
৩। গত এক বৎসরের মধ্যে এই পরিকল্পনা রূপায়িত না হওয়ার কারন কি ?	৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।
৪। বর্ত্তমান সরকার অবগত আছেন কি যে উক্ত এলকার জনসাধারণ দীর্ঘদিন যাবৎ বাজারটি সংস্কারের জন্য বিগত সরকারের নিকট বিভিন্ন ভাবে দাবী জানিয়েছিলেন কি ?	৪। পূর্ত্ত দপ্তর ২-৬-৭৮ ইং তারিখে এই ব্যাপারে জ্ঞাত হইয়াছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ইষ্টিমেট মুঞ্জুর হলে এই পাচ বৎসরের মধ্যে এই বাজারটিকে রূপ দেওয়ার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আগেই বলেছি যে আমাদের পূর্ত্ত দপ্তরের নজরে যখন এল, মাননীয় চীফ মিনিষ্টারের একটা চিঠির ভিত্তিতে, সংগে সংগে

আমরা ২-৬-৭৮ইং রেভেনিউ থেকে রিকুইজিশান পাওয়ার আগেই একটা এষ্টিমেট তৈরী করে পাঠাই। তারপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটা অলটার করার জন্য পরামর্শ দেন এবং সেই ভাবে এষ্টিমেট করে আমরা আবার পাঠাই। পাঠানোর সর্ব্বশেষ পরিস্থিতি হচ্ছে, ১৭-৩-৭৯ইং তারিখে আমরা মঞ্জুরী পেয়েছি। এখন টাকাটা আমাদের হাতে আসলে পরে, আগামী বছর কাজটা শুরু করব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীতরণীমোহন সিং।

শ্রীতরণীমোহন সিং :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে কুমারঘাট কমলপুর রাস্তার কাজ বন্ধ আছে?	১। না।
২। সত্য হইলে তাহার কারণ কি?	২। প্রশ্ন উঠে না।
৩। কবে পর্য্যন্ত এই রাস্তাটি জীপ চলাচলের উপযোগী করা সম্ভবপর হবে বলে আশা করা যায়?	৩। আমরা আশা করছি যে আগামী বছরে অন্তত শুখা সময়ে জীপ চলাচল করতে পারবে।

শ্রীতরণীমোহন সিং :—এটা সত্যি যে দুই একটা জায়গায় কাজ এখনও চলছে। কিন্তু অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—এই রাস্তাটি এন, ই, সি, অনুমোদন দিয়েছে। কিন্তু আমাদের হাতে এখনও টাকা দেন নি। আমরা ষ্টেটপ্ল্যানের এগেনষ্টে দুইটা গ্রুপে কাজ করাচ্ছি। কুমারঘাট থেকে ফটিকরায় পর্যন্ত অংশটুকু আছে, সেখানে আমরা ষ্টেটপ্ল্যানের এগেনষ্টে কাজ করাচ্ছি। আমরা আশা করছি খুব শীঘ্রই আমরা টাকা পাব।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং :—ঐ রাস্তার দৈর্ঘ্য কত?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মানিকভাণ্ডার থেকে ফটিকরায় পর্য্যন্ত ২৫ মাইল এবং ফটিক-রায় থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত ৫ মাইল হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুমন্তকুমার দাস।

শ্রীসুমন্তকুমার দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০০।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১০০।

প্রশ্ন

১) আমবাসা গণ্ডাছড়া (এ, বি, রোড) রাস্তার এবং বনকর থেকে একিনপুর (বিলোনীয়া বিভাগ) রাস্তার কাজ কবে পর্য্যন্ত সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়;

২) ঐ দুটি রাস্তার কাজ সম্পন্ন করতে সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করছেন;

৩) ঐ দুটি রাস্তার সলিং মেটালিং এবং ব্ল্যাকটপিং-এর কাজ বর্তমানে কোন কোন অংশে চালু আছে ;

৪) আসন্ন বর্ষার প্রকোপ থেকে গণ্ডাছড়া আমবাসা রাস্তাটিকে মুক্ত রাখতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

---

১) ক) আমবাসা গণ্ডাছড়া রাস্তা : ইট সলিং এর কাজ ১৯৮০-৮১ সালে আর মেটালিং এবং কার্পেটিং এর কাজ ১৯৮১-৮২ সাল নাগাদ শেষ হবে আশা করা যায়।

খ) বনকর (বিলোনীয়া-একিনপুর রাস্তা : মাটির কাজ শেষ হয়েছে।

২। ক) আমবাসা-গণ্ডাছড়া রাস্তা: আমবাসা-ডাঙ্গাবাড়ী অংশে এস, পি, টি, ব্রীজের কাজ শেষ হয়েছে এবং ডাঙাবাড়ী গণ্ডাছড়া অংশে এস. পি, টি, ব্রীজ নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ঐ রাস্তার একটি অংশে সলিং, মেটালিং এবং সারফেস পেইন্টিং এর কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে।

খ) বনকর-একিনপুর রাস্তা :—এ রাস্তার কাজ সম্পন্ন করার জন্য সরকার নিম্নলিখিত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

১) বিলোনীয়া থেকে রাজনগর রাস্তার বনকর থেকে বরপাথারী অংশের (১ নং গ্রুপের ০ মাইল ৬ মাইল) জন্য রি-সেকসনিং ও সারফেস পেইন্টিং কাজের জন্য ৭,১৯,০০০ টাকার এষ্টিমেট মঞ্জুরী হয়েছে।

২) বরপাথারী রাজনগর অংশের (২ নং গ্রুপের ৬ মাইল—১২ মাইল) রাস্তায় মেটালিং ও সারফেস পেন্টিং কাজের জন্য ৯,৭৪,৯০০ টাকার এষ্টিমেট মঞ্জুরী হয়েছে।

(৩) রাজনগর সিদ্দিনগর অংশের উন্নয়নের কাজে সলিং মেটালিং এবং মেটালিং এবং ষ্টেবিলাইজেসন্ কোট-এর কাজের বাবদ ৮,৩০,০০০ টাকার এষ্টিমেট মঞ্জুরী হয়েছে।

(৪) সিদ্দিনগর-একিনপুর অংশের উন্নয়নের কাজে সলিং মেটালিং ও ষ্টেবিলাইজেশান কোট-এর কাজের বাবদ ৭,৪৭,০০০ টাকার এষ্টিমেট মঞ্জুরী হয়েছে।

৩। ক) আমবাসা-গণ্ডাছড়া রাস্তা—বর্তমানে ১২ মাইল ১ ফারলং থেকে ১৭ মাইল ২ মাইল ২ ফারলং রাস্তায় সলিং এর কাজ ০ মাইল থেকে ৬ মাইল ৬ ফার্লং রাস্তায় মেটালিং, সারফেস পেইন্টিং এর কাজ চালু আছে।

খ) বনকর-একিনপুর রাস্তা :—বনকর বরপাথারী অংশের কাজে মেটাল সাপ্লাই এর জন্য কণ্ট্রাক্টর ঠিক করা হয়েছে। (৬ মাইল রাস্তা)

(২) বরপাথরী—রাজনগর অংশের মেটাল সাপ্লাই এর কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে (৬ মাইল রাস্তা)।

(৩) রাজনগর—সিদ্দিনগর অংশের সলিং, মেটালিং এবং স্টেবিলাইজিং এর কাজ শেষ হয়েছে। (৬ মাইল রাস্তা)

(৪) সিদ্দিনগর—একিনপুর অংশের সলিং এর কাজ (সাড়ে পাচ মাইল) শেষ হয়েছে।

৪। বর্ষার আগে ১৭ মাইল ২ ফার্লং পর্যন্ত ইট সলিং এবং ডাণ্ডাবাড়ী—গণ্ডাছড়া রাস্তায় এস, পি, টি, ব্রীজের কাজ সম্পন্ন করার জন্য সব রকম প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। রাস্তায় নির্দিষ্ট ক্ষতস্থানে সাময়িক সংস্কারের জন্য ইট সলিং ইটের খোয়া বিছানো এবং বল্লি সলিং এর কাজ করা হবে। সেই জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র রাস্তার ধারে রাখা হচ্ছে।

শ্রীনকুল দাস :—বর্ষার সময়ে, বিশেষ করে যেখানে এস, পি, টি, ব্রীজের ব্যবস্থা আছে সেখানে বার বার গাড়ীটাকে আন্দোলন করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিতে হয়। কাজেই সেই দিক থেকে যাতে রাস্তা ঠিক রাখা যায়, এই সম্পর্কে সরকার কি ব্যব্স্থা নিচ্ছেন?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—আমবাসা গণ্ডাছড়া ৩৮ মাইল এবং কমলপুর একিনপুর রাস্তা ২৮ মাইল। এই রাস্তা যাতে ঠিক থাকে, নিশ্চয়ই আমরা তার ব্যবস্থা করব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্ম :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৬।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৬।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য গত কংগ্রেস সরকারের আমলে বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত প্রমোদ-নগর গাঁও সভার আম্কি ছড়াতে একটি স্লুইচ গেট স্থাপন করা হয়েছিল?

২) যদি সত্য হয় তা হলে বর্তমানে ইহা কি অবস্থায় আছে।

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) বর্তমানে ইহা পরিত্যক্ত অবস্থায়।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :—এই স্লুইচগেট স্থাপনের জন্য কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং এখন নষ্ট অবস্থাতে পড়ে থাকার কারণ কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—এটা হয়েছিল ১৯৬২-৬৩ সালে এবং খরচ হয়েছিল ১০,৪৫৩ টাকা। এটা পরিত্যক্ত রয়েছে। যাই হোক মাননীয় সদস্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এটা আমরা পরীক্ষা করে দেখবো আগামীতে এটাকে সংস্কার করার জন্য।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম (শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা) :—প্রশ্ন নং ১১০।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—প্রশ্ন নং ১১০, স্যার,

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে চেবরী রাজনগর রাস্তাটিকে গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত করার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা ? এবং

২) রাজনগর বাজার হইতে প্রমোদনগর বাজার রাস্তাটির উপর ব্রীজ দেওয়া হবে কিনা ?

৩) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে বেলছড়া বাজার হইতে রতনপুর বাজার ভায়া বেলফাং বাড়ী গয়ামণী গাঁওসভা পর্য্যন্ত গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা তৈয়ার করার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা ?

৪) করা হইলে, তাহার বিবরণ ?

উত্তর

১) হাঁ্যা।

২) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ব্রীজ দেওয়া সম্ভব নয়।

৩) না।

৪) ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ১ম প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, হাঁ্যা। কিন্তু এটা কি করে সম্ভব হবে যেখানে রাস্তাটা গিয়েছে সমতল জমির উপর দিয়ে ? কোথায় থেকে ঐ রাস্তার উপর মাটি দেওয়া হবে, মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—বর্ত্তমানে চেবরী থেকে রাজনগর রাস্তার উপর একটি পুলের কাজ সম্পন্ন হলেই উক্ত রাস্তার উপর দিয়ে হাল্কা ধরনের যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত হবে। বাকী ৭টি পুলের মধ্যে দুইটিতে স্পান পাইপ বসানোর কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং একটিতে স্পান পাইপ বসানোর কাজ চলছে, আর এটার কাজ শেষ হয়ে গেলে বাকীগুলিতে স্পান পাইপ বসানোর কাজ শুরু হবে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই রাস্তাটির প্রস্থ কত জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এই তথ্যটা এখন আমার কাছে নাই। আলাদা প্রশ্ন করলে, আমি পরে জানাতে পারব।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :—প্রশ্ন নং ১১৮।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—প্রশ্ন নং ১১৮, স্যার,

প্রশ্ন

১) বিদ্যুৎ দপ্তরের কাজের গতি বৃদ্ধি এবং দ্রুত উন্নতির জন্য রাজ্যে যে একটি পৃথক বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠন করার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছিলেন, তা গঠন করা হইয়াছে কি ?

২) না হয়ে থাকলে, তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১) আমরা এটাকে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছি এবং

২) ঐখান থেকে অনুমোদন আসলে পর, আমরা এই পর্যদ গঠন করব।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, রাজ্য সরকার কি কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রের কাছে পাটালো, তা বুঝতে পারছিনা, কাজেই এই সম্পর্কে একটু পরিস্কার করে বলবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—১৯৬৮ সনের ইলেক্ট্রিসিটি এ্যাক্ট অনুসারে আমাদের রাজ্য সরকার এই রকম পর্যদ গঠন করতে পারেন। কিন্তু ঐ এ্যাক্টের বিশেষ ধারাটা বিশেষ রাজ্যে এ্যাক্সটেণ্ড করবেন কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার সেই এ্যাক্সটেনশানটা না করার জন্য আমরা এই পর্যদটা গঠন করতে পারছিনা।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী :—প্রশ্ন নং ১১৯।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—প্রশ্ন নং ১১৯, স্যার,

প্রশ্ন

১) ১৯৭৮-৭৯ সালে সারা ত্রিপুরায় কত জমি, ভূমি সংরক্ষনের আওতায় আনা হয়েছে (সয়েল কন্জারভেশন)? মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১) ১৯৭৮-৭৯ সালে সারা ত্রিপুরাতে গত ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে ১,০২৬ হেক্টর জমি ভূমি সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ধর্মনগর	২১৫ হেক্টর
কৈলাসহর	৪৭.৭২ ,,
কমলপুর	২৭.৫০ ,,
খোয়াই	৩৮৪.১৬ ,,
সদর	৯৮.০০ ,,
সোনামুড়া	১২৩.৬৫ ,,
উদয়পুর	নাই
অমরপুর	৭১.০৬ ,,
বিলোনিয়া	২৩.০০ ,,
সাব্রুম	৩৫.৯৪ ,,

শ্রীবিমল সিন্হা :—মাননীর মন্ত্রী মশাই. ১৯৭৮-৭৯ সালে এই ভূমি সংরক্ষণের জন্য মোট কত টাকা বাজেট বরাদ্দ ছিল এবং এর মধ্যে এখন পর্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে, জানতে পারি কি?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—স্যার, আমার কাছে টাকার অংকটা নাই, তবে কি পরিমাণ টার্গেট ছিল, সেটা আমি বলতে পারব। আমাদের এই ধরনের দুইটা স্কীম আছে, যেমন—১) সয়েল এ্যাণ্ড ওয়াটার, ম্যানেজমেন্ট অব ত্রিপুরা স্কীম, এবং (২) সয়েল এ্যাণ্ড ওয়াটার কন্জারভেশান

অব এগ্রিকাল্‌চারেল ল্যাণ্ড স্কীম। প্রথম স্কীমে আমাদের টার্গেট ছিল ১,১৩০ হেক্টর, দ্বিতীয় স্কীমে আমাদের টার্গেট ছিল ১০০০ হেক্টর। এরজন্য ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৫৮ লক্ষ টাকা।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে, বাজেট বরাদ্দ ছিল ৫৮ লক্ষ টাকা, কিন্তু আমরা দেখছি যে বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট, তার বরাদ্দকৃত টাকা খরচ করতে না পারায় ফেরত যাচ্ছে। কাজেই এই বছর যাতে কোন টাকা ফেরত না যায়, তারজন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিবেন জানতে পারি কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—স্যার আমরা আশা করছি যে আমাদের এবারকার টার্গেট ফুলফিল করা সম্ভব হবে, এই বছরে আগের বছরগুলির মতো টাকা ফেরত যাবে না। কারণ বিভিন্ন স্কীমে যে টাকা ধরা হয়েছে, সেটা যদি আমাদের দপ্তরের কর্মচারীরা ঠিক মত কাজ কর্ম করেন, তাহলে সেই সব স্কীমগুলি আমরা বাস্তবায়িত করতে পারব বলে আশা করছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই যে ৫৮ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে বলে বল্লেন, তার মধ্যে এখন পর্যান্ত কত টাকা খরচ হয়েছে জানতে পারি কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—স্যার, টাকা আমাদের খরচ হচ্ছে, তবে মাননীয় সদস্য যে বিষয়টা জানতে চাইছেন, তারজন্য যদি আলাদা প্রশ্ন করেন তো আমি পরে তার জবাব দিতে পারব।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এটা কি সত্য যে, এই টাকা মোটেই খরচ হচ্ছেনা, এবং খরচ না হওয়ার ফলে সব টাকাটাই ফেরত যাবে ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—স্যার, এটা সত্যি নয় যে টাকাটা খরচ হচ্ছেনা। টাকা ঠিক মতই খরচ হচ্ছে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :—৫৮ লক্ষ টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানিয়েছেন, কিন্তু আমরা জানি যে কমলপুর মহকুমার কিছু অঞ্চলে সয়েল এ্যাণ্ড ওয়াটার কন্‌জার্ভেশান করার জন্য এগ্রিকালচার ডাইরেক্টারের কাছে অনেকগুলি চিঠিপত্র দিয়ে যোগাযোগ করার পরও কোন রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কাজেই এমতাবস্থায় বাজেটে টাকা ধরা থাকলেও, সেটা ঠিক ভাবে খরচ করা হবে কিনা, আমরা বুঝতে পারছিনা। কাজেই এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মশাই খুঁজ খবর নিয়ে দেখবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—কমলপুরে এখন পর্য্যন্ত ২০.৫০ হেক্টর জমি, ভূমি সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। তবে মাননীয় সদস্য যে বিষয়টা সম্পর্কে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেই বিষয়ে আমি নিশ্চয় খুঁজ খবর করে দেখব।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী :—আমি জানি যে আমার খোয়াই বিভাগে অনেক জায়গাতে এই ভূমি সংরক্ষণের কাজ চলছে এবং সেই কাজগুলি ১০।১৫ দিনের মধ্যে শেষ করে ফেলার জন্য অর্ডার গিয়েছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে এই কাজগুলি শেষ করা সম্ভব নয়। কাজটা যাতে ভাল ভাবে করা যায়, তার জন্য আরও বেশী সময় তাদেরকে দেওয়া উচিত, আর তা না হলে এই অল্প সময়ের মধ্যে সেই কাজ শেষ করা যাবেনা। কাজেই এই সম্পর্কে আমি মাননীয় মন্ত্রী মশাইর অভিমত কি জানতে চাই?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা কন্টিনিউড স্কীম এবং মার্চ মাস শেষ হয়ে গেলেও কাজ চলবে। তবে যে সব জমিতে কাজ করা হয়, সাধারণতঃ সেই জমিগুলি যখন খালি থাকে তখনই সেই সব জমিতে কাজ করা হয়। জমিতে ফসল থাকলে কাজ করতে অসুবিধা হয়। এখনই কাজ করার উপযুক্ত সময়। আমরা চেষ্টা করব যাতে আগামী ফসলের আগেই কাজ শেষ করতে পারি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ইহা কি সত্যি, এই পরিকল্পনা যাতে খুব দ্রুত রূপায়িত হয়, সেজন্য বিভিন্ন দপ্তরের ডিরেক্টারগন এবং সচিবগন কোন উৎসাহ দেখাচ্ছেন না, সেজন্যই এই কাজগুলি দ্রুতগতিতে করা যাচ্ছে না ?

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রকম কোন তথ্য সরকারের গোচরে নেই।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই. এই যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং বরাদ্দকৃত টাকা খরচা করা হয় নাই সেজন্য কে দায়ী ? মন্ত্রী, না আমলা, না সমন্বয় কমিটি ? (ইণ্টারাপশান)

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় সদস্য বুঝতে পারেন নাই (ইণ্টারাপশান) অন্যমনস্ক ছিলেন, সেজন্য শুনতে পাননি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী এবং শ্রীরসিরাম দেববর্মা।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী :—কোয়েশ্চান নং ১২০।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—কোয়েশ্চান নং ১২০।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭৮ ইং সালে সারা ত্রিপুরায় কতগুলি ল্যাম্পস এবং প্যাক্স কো-অপারেটিভ খোলা হয়েছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)	১৯৭৮ সনে ত্রিপুরায় সংগঠিত ৩৯টি ল্যাম্পসের কাজ সুরু হইয়াছে এবং ১৯৯টি পুনগঠিত প্যাক্স খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। ৩৯টি ল্যাম্পসএর বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :— উত্তর ত্রিপুরা— ১২ দক্ষিণ ত্রিপুরা— ১৫ পশ্চিম ত্রিপুরা— ১২ ——— ৩৯টি
২। যে সমস্ত সাব প্ল্যান এলাকায় ল্যাম্পস খোলা হয় নাই, সেই সমস্ত এলাকায় খোলার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?	ত্রিপুরার সমস্ত সাব-প্ল্যান এলাকায় ল্যাম্প গঠন সম্পূর্ণ হওয়ায় কোন এলাকায় অধিক ল্যাম্পস গঠনের কোন পরিকল্পনা নাই।

৩। ল্যাম্পস থেকে কতজন কৃষক ঋণ পেয়েছেন বা উপকৃত হয়েছেন ? (হালের বলদ, নগদ ঋণ ও অন্যান্য সাহায্য)

ত্রিপুরায় মোট ৩,৩৩০ জন কৃষক ল্যাম্পস থেকে উপকৃত হয়েছেন। বিবরণ নীচে দেওয়া হইল।

	শস্যঋণ	হালের বলদ প্রভৃতি	অন্যান্য	মোট
উত্তর ত্রিপুরা	২৯১	—	২৯	৩২০
পশ্চিম ত্রিপুরা (উত্তর)	২৬৮	৭৫	—	৩৪৩
পশ্চিম ত্রিপুরা (দক্ষিণ)	২৬৫	৭	—	২৭২
দক্ষিণ ত্রিপুরা	১৩১১	৩১	৫৩	১৩৯৫
			সর্ব্বমোট	২৩৩০ জন

৪। ল্যাম্পস থেকে কতজন সাহায্য পেয়েছেন (হালের বলদ, নগদ ঋণ ও অন্যান্য সাহায্য)?

গাঁওসভা ভিত্তিক পুনর্গঠন পরিকল্পনা অনুসারে প্রাথমিক কৃষি সমিতিগুলি পুর্ণগঠন অনুমোদনক্রমে রেজিষ্ট্রিকরন কার্য্য ১৯৭৯ সালে শুরু হওয়ায় ১৯৭৮ পর্য্যন্ত এই পুর্ণগঠিত কৃষি সমিতিগুলির মাধ্যমে কোন ঋণ দেওয়া হয় নাই।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, আমি জানি যে খোয়াই এলাকায় কোন কোন এরিয়া সাব-প্ল্যানের মধ্যে পড়েছে। কিন্তু সেই সব এরিয়া লেম্পসের মধ্যে পড়ে নাই। কাজেই সেই সব এরিয়াতে লেম্পস সোসাইটি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সারা ত্রিপুরায় সাব-প্ল্যানের মধ্যে ৩৯টি ল্যাম্পস খোলা হয়েছে। জনসাধারন কোন্ এলাকা কোন্ ল্যাম্পসের মধ্যে পরেছে সেটা তারা জানেন না, সেজন্য তারা এরকম বলতে পারে। কিন্তু বাস্তবে সাব-প্ল্যানের সব এরিয়াই লেম্পসের মধ্যে পড়েছে।

শ্রীসুবোধ দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, দামছড়াতে যে লেম্পস গঠিত হয়েছে, সেখানে জমি এবং উপজাতির ক'জন কৃষক হালের বলদ খরিদ করার জন্য ঋণ পেয়েছেন?

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। তবে নিয়মানুসারে ঐসব এলাকার যেসব কৃষকদের চাষের জমি দুই একর থাকে—বর্গা থাকলেও তাকে ল্যাম্পস থেকে হালের বলদ কিনার জন্য ঋণ দেওয়া হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, জানেন কি, বিভিন্ন লেম্পস সোসাইটিতে বিশৃঙ্খলা চলছে এবং সেই সব সোসাইটির কোন নিজস্ব ঘর নেই, তাদের ফাংসান ঠিকমত চলছে না?

শ্রীবাজুবান রিয়াং:—মাননীয় স্পীকার কোন লেম্পসে বিশৃঙ্খলা চলছে এই খবরে সরকারের জানা নাই।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, অনেক সাব-প্ল্যান এরিয়া এবং ট্রাইবেল এরিয়া, ল্যাম্পসের বাইরে আছে, সেগুলিকে লেম্পস এলাকায় আনা হবে কি না ?

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি যে কিছু এলাকা বাইরে পড়েছে। সেগুলিকে পরবর্ত্তী সময়ে লেম্পসের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর পত্র এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র, সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

শ্রীসুবল রুদ্র :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা ব্যাপারে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হল গতকালকে রেডিওতে শুনলাম এবং এই বিধানসভায়ও খবর এসেছে যে লোকনেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ যশলোক হাসপাতালে পরলোক গমন করেছেন। আমরা মনে করি যে আকাশবাণী কেন্দ্রীয় সরকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। আমরা বুঝতে পারছি না এমন দায়িত্বশীল একটা সংস্থা কিভাবে এটা প্রচার করল। এই খবরে সারা ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এবং ত্রিপুরাতেও একটা বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে যে একটা মিথ্যা সংবাদ আকাশবাণীর মত একটা দায়িত্বশীল কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা, এই ধরণের একটা প্রচার কি করে করতে পারে। এটা ভাবতে আমাদের অবাক লাগছে। এই ধরণের সংবাদ আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে প্রায়ই প্রচার করা হচ্ছে এবং প্রায়ই সঠিক সংবাদ সেখানে পরিবেশন করা হয় না। এটা লজ্জাজনক ঘটনা এবং এই ঘটনা একটা দায়িত্বশীল সরকার করতে পারে বলে আমি মনে করি না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার। এর প্রতিবাদ অলরেডি করা হয়েছে, সুতরাং এই আলোচনার আর প্রয়োজন নেই। আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল—গত ১৭ই মার্চ্চ বেলা আনুমানিক ১-৩০ মিঃ সদর বিভাগের বেলবাড়ী সরকারী ফলের বাগানে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি ২৬ তারিখে এই সম্বন্ধে একটা ষ্ট্যাটমেণ্ট দেব।

মিঃ স্পীকার :—২৬ তারিখে মাননী মুখ্যমন্ত্রী এর উপর বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার—এখন রেফারেন্স প্রিয়ড। আমি একটা নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরীর নিকট থেকে পেয়েছি। সেই নোটিশ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আজ নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। সেটা হল ত্রিপুরায় প্রবাহিত নদীগুলির উপর ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশ সরকার কর্ত্তৃক বাঁধ নির্মাণ জনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা সরকারের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, বাঙলাদেশ সরকার সম্প্রতি যে জায়গাগুলিতে বাঁধ তৈরী করছেন, সেগুলি হল, ধর্মনগরে বাঁধ তৈরী করছেন, কৈলাসহরেব উত্তর সীমানা হইতে মনুনদীর দক্ষিণ তীরে, একটা বাঁধ তৈরী করেছেন। কমলপুর ধলাই নদীর দক্ষিণ তীরে গত বছর থেকে বাঁধ তৈরী করছেন। বিশালগড়ে বুড়িমা নদীর বাম তীরে বাঁধ তৈরী করছে। বিলোনীয়া বল্লামুখ ছড়ার উপর তারা গত বছর থেকে বাঁধ তৈরী করছেন। এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রথমতঃ জুরি ও থালগংগা নদীর অপর পারে বাঁধ হওয়াতে ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার সাতশংগ এলাকার বন্যার গভীরতা বাড়িয়াছে। সেইজন্য ভারতীয় এলাকায় একটি ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধ তৈরী আরম্ভ হইয়াছে। কৈলাসহরের সীমানা হইতে বাংলাদেশ সীমানার মধ্যে মনুনদীর পারে বাঁধ হইলে অপর তীরে সমরুর পার অঞ্চলে বন্যা গভীরতা বাড়িবে। সেজন্য ভারতীয় এলাকায় একটি চার কিলোমিটার বাঁধ তৈরী আরম্ভ হইয়াছে। কমলপুরে সহরেব অপর দিকে ধলাই নদীর পারে বাংলাদেশ সীমানার মধ্যে বাঁধ হওয়াতে কমলপুর সহরে বন্যা হইবে। সেই জন্য ভারতীয় এলাকায় বাঁধ নির্মান চলিতেছে। বিশালগড় ব্লকের বক্সনগর এলাকার নিকট বুড়িয়া নদীর বাম তীরে বাংলাদেশ সিমানার মধ্যে বাঁধ হইলে ত্রিপুরার চাষের জমিতে জল নিষ্কাশনের অসুবিধা হইবে। সেইজন্য একটা সুইচ গেট দিবার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সহিত আলোচনা চলিতেছে। গত বর্ষাকালে বল্লামুখ ছড়ার উপর বাঁধ দেওয়ায় ত্রিপুরার অনেক জমি জলমগ্ন হইয়াছিল। ১৭ই মার্চ হতে বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন এই অঞ্চলে যৌথভাবে স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। এটা ঠিক হয়েছে যে, ত্রিপুরা সরকার বাঁধ করে দেবেন এবং বাংলা দেশও বাঁধের সৃষ্টি করে জল নিষ্কাশনে বাধা দেবেন না। শীঘ্রই বাঁধের কাজ আরম্ভ হবে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে বলতে চাই, বাংলা দেশেরও সমস্যা আছে, সেটা আমরা বুঝতে পারি। কারণ, এইখানকার জল, বাংলাদেশের বহু এলাকা জল প্লাবিত করে, এর ফলে বাংলাদেশ এক বিরাট সমস্যার সন্মুখীন হয়। তবে এও ঠিক যে এক তরফা ভাবে এই বাঁধ দেওযার ফলে আমরা খুবই মুস্কিলে পরে গেছি। আমাদের তরফ থেকেও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি, যাতে বাঁধ দিলে আমরাও পাল্টা বাঁধ আমাদের এলাকায় দিতে পারি এবং বন্যা নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা করতে পারি। সম্প্রতি কৈলাসহর, কমলপুর এবং ধর্মনগরে গিয়ে লক্ষ্য করা গেছে যে, ঐ সব এলাকায় আমাদের বাঁধের কাজের অনেকখানি অগ্রগতি হয়েছে। কমলপুরে সামান্য একটু বাকী আছে। এই টুকু তৈরী হয়ে গেলে, বাঁধ তৈরী শেষ হবে। আমরা আশা করছি, বর্ষার আগে কমলপুরে বাঁধ শেষ করতে পারব। তেমনি কৈলাসহরের একটি বাঁধ অনেকখানি হয়েছে, আর একটি বাঁধের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে। সাত সঙ্গম এলাকাতেও আমাদের বাঁধ শুরু হচ্ছে। আপনারা জানেন, বিলনীয়াতে গত বৎসরই একটি শক্ত বাঁধ আমরা করে দিয়েছি, এবং অবশিষ্টাংশের কাজ শীঘ্রই শুরু করতে পারব।

শ্রীসুবোধ দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে ভয়াবহ খবর প্রকাশ করলেন। বাংলাদেশ, বর্ডার সংলগ্ন কিনারায় বাঁধ করেছেন এটা সত্যি। কিন্তু

এই বাঁধের ফলে ধমনগরের কুর্তিপাড়া থেকে ব্রজেন্দ্র নগর পর্যন্ত হাজার হাজার পরিবার উচ্ছেদ হয়ে যাবার আশংকা যে দেখা দিয়েছে, এ খবর সরকার রাখেন কিনা? সরকার বলেছেন, সাতসঙ্গম এলাকাতে বাঁধ দেবেন, কিন্তু এতে কি ঐ হাজার হাজার পরিবারকে রক্ষা করার উপায় থাকছে? তাই আমি জানতে চাই কুর্তিপাড়া থেকে সমস্ত বন্যা সংকট অঞ্চলে বাঁধ করবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের পূর্ত্ত দপ্তরের বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজের জন্য যিনি চীপ ইঞ্জিনীয়ার হয়েছেন, তিনি এলাকাটি পরিদর্শন করেছেন। যেখানে বন্যা দেখা দেবার আশংকা আছে, তিনি আমাদের বললে, আমরা সেই জায়গায় বাঁধ করার জন্য নির্দ্দেশ দেব, এই হচ্ছে আমাদের পরিকল্পনা। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও হাউসকে বলতে চাই, এই বাঁধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার-এর কাছে ইতিমধ্যেই চাওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার কাছ থেকে একটি বিষয় পেয়েছি। বিষয়টি হচ্ছে, "গত ১৯শে মার্চ্চ, জিরানীয়ায় যোগেশ দেবনাথ কর্ত্তৃক বিশ্বজিৎ দেব নামক এক ব্যক্তির খুন ও মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষণি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন, তবে সময় চাইতে পারেন, এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—আমি ২৬শে মার্চ্চ, ১৯৭৯ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যগণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ২৬ তারিখে বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার—আমি এখানে আর একটি বিষয় পেয়েছি। বিষয়টি মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহাশয়ের বিষয়টি হচ্ছে, রবার চাষে বিঘ্ন সৃষ্টি করা এবং তৎজনিত কারনে ত্রিপুরায় সামগ্রিক উন্নতি বিঘ্নিত হওয়া সম্পর্কে।

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এক্ষনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রীআরবের রহমান—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ২৬ তারিখ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যগণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২৬ তারিখ উনার বিবৃতি হাউসের সামনে রাখবেন।

শ্রীগোপাল দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটি কলিং এটেনশন ছিল, "গত ২১শে মার্চ্চ—

মিঃ স্পীকার—আমি এটা এ্যালাউ করি নি। কেন করা হয়নি যদি জানতে চান, তাহলে আমার চেম্বারে দেখা করলে আমি বলে দেব।

CONSIDERATION AND PASSING OF THE TRIPURA LAND REVENUE AND LAND REFORMS (FIFTH AMENDMENT) BILL, 1979 (TRIPURA BILL NO. 6 OF 1979).

Mr. Speaker :—Next item is Consideration of the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Fifth Amendment) Bill, 1979 (Tripura Bill No. 6 of 1979). Consideration motion has already been moved, I would now call on Hon'ble Chief Minister to resume in the discussion.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভেনিউ অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস ফিফ্থ অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিলটির সমর্থনে আমি হাউসের সামনে কিছু বলতে চাই। যদিও আংশিকভাবে ভারতবর্ষ থেকে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে। কিন্তু কার্যত: জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়নি। ভারতবর্ষে এখন ২ ধরণের জমিদারী আছে। ল্যাণ্ড ফিউড্যাল ল্যাণ্ড লর্ড এবং ক্যাপিটালিষ্ট ল্যাণ্ড লর্ড। ফিউড্যাল লর্ড হচ্ছেন, যারা বর্গাদার দিয়ে চাষ করান। তাতে অনেক বেশী লাভ হয়। আমাদের ত্রিপুরাতে ক্যাপিটালিষ্ট ল্যাণ্ড লর্ড কম। ক্যাপিটালিষ্ট ল্যাণ্ড লর্ড হচ্ছে তারা, যারা খামার বাড়ী করে, মুনি রেখে ট্রাকটার বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি দিয়ে চাষ করে বাজারে বিক্রী করে মুনাফা লাভ করেন। সেই ধরণের চাষ আমাদের এখানে কম রয়েছে। এই কথা ঠিক যে, অকৃষক জমির মালিকদের মধ্যে সবাই বড় বড় মালিক তা নয়, মালিকদের মধ্যে ছোট ছোট মালিক আছেন, যারা বর্গাদার দিয়ে চাষ করিয়ে থাকেন জমি। যেমন ধরুন, কেউ হয়ত শিক্ষক, কেউ হয়ত কর্মচারী, কেউ হয়ত ক্লাস ফোর কিংবা বিধবা মহিলা তাদের কিছু জমি আছে। তারা অনেক সময় বর্গা প্রথায় চাষ করাতে বাধ্য হন এবং আমরা যদিও সমস্ত ভূমিহীনকে জমি দিতে চাই, প্রকৃত কৃষক যারা—প্রকৃত কৃষক বলতে আমি তাদেরই বুঝি যারা নিজের হাতে, নিজের পরিবারের লোক দিয়ে যারা কৃষি প্রধান প্রধান কাজগুলি করেন। সে রকম যারা কৃষক, সেই কৃষকের হাতে জমি থাকা উচিত। সেই কৃষক যদি ১৫ একর জমি চাষ করলেও তাদের হাত থেকে আমরা জমি নিতে চাইনা। যারা নিজেরা চাষ করেন না, হয়ত অন্যত্র ব্যবসা করেন, ব্যবসা করে পরিবার প্রতিপালন করতে পারছেন, তবু জমি রেখে অধিক মুনাফা লাভ করছেন, তাদের হাত থেকে সেই সমস্ত জমি নিয়ে আমরা ভূমিহীনদের বিলি বণ্টন করার জন্য বিভিন্ন ধরণের আইন প্রনয়ন করতে চাই। যে ল্যাণ্ড অ্যাক্সেস রয়েছে, সেই জমি একই ব্যক্তির বিভিন্ন নামে বণ্টন করে রাখছেন, যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে আমাদের ভূমিহীনদের মধ্যে সেই জমি নিয়ে বণ্টন করতে হবে। সেই সব কাজ আমরা ভবিষ্যতে নেব এবং তার জন্য সংশোধনী প্রস্তাব অদূর ভবিষ্যতে নেবার আশা রাখি হাউসে।

কাজেই এই এ্যামেণ্ডমেণ্টটা এই কথা মনে করার কোন কারন নেই যে এটা একটা পূর্ণাঙ্গ ডিম্যাণ্ড। বিশেষ একটা লক্ষ্যকে সামনে রেখে, এই ডিমাণ্ডটা আনা হয়েছে. সেটা হচ্ছে বর্গাদারদের স্বার্থ সংরক্ষন করা যায় কি করে, সেই লক্ষ্যটাকে সামনে রেখে এই এ্যামেণ্টমেণ্টটা রাখা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ল্যাণ্ড রিফরমস্ এ্যাকট্ আমরা ১৯৬০ সালে যে নিয়েছি তাতে আণ্ডার রায়ত থাকার কথা নয়, কিন্তু আণ্ডার রায়ত থাকছে। সেই আণ্ডার

রায়তে যারা থাকছেন, নূতন ব্যবস্থার মধ্যে তাদের জন্য কতগুলি রাইট সেই আইনের মধ্যে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই অধিকারগুলি বর্গাদারা পূর্বে ভোগ করতে পারতেন না। মাননীয় সদস্যরা সেই সুবিধাগুলির কথা জানেন যে বর্গাদাররা সেই সুবিধাগুলি এই আইনের মধ্য থেকে গ্রহণ করতে পারেন। আমার মনে হয় যে ভারতবর্ষে আইনের দিক থেকে দেখতে গেলে. এমন রাজ্য খুব কমই আছে, যেখানে বর্গাদারদের এত অধিকার স্বীত হয়েছে। এটা আমাদের ভূমি আইনের মধ্যে স্বীকৃত হয়েছে। এখানে বর্গাদার উৎপাদিত ফসলের ৫ ভাগের ৪ ভাগ অংশ পাবে এবং এক ভাগ পাবে জমির মালিক। এই রকম ব্যবস্থা ভারতবর্ষের আর কোন জায়গায় আছে বলে অন্তত: আমার জানা নেই। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, তেভাগা চালু করতে পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্য যেখানে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন হয়েছিল, বর্গাদারদের সেখানে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। আমাদের এখানে তেভাগা চালু নেই। বর্গাদাররা সাধারনত: বলতে গেলে ফসলের অর্ধেক পান কিনা এটাও সন্দেহ। সেই ক্ষেত্রে, ৫ ভাগের ৪ ভাগ আইনে তাদের জন্য স্বীকৃত হয়েছে। আইন থাকলেই সেই সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে তা নয়। সেটা, এই অধিকার এবং তার বাস্তব অবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য, সেই পার্থক্য থেকে প্রমানিত হয়েছে। এখানে এই আইনের মধ্যে আর একটা অধিকার দেওয়া হয়েছে সেটা হলো জোতদাররা কোর্টে না গিয়ে, বর্গাদারদের উচ্ছেদ করতে পারবে না। আমরা বিভিন্ন সময়ে এই বিধান সভায় প্রশ্ন করেছি যখন বিরোধী দলে ছিলাম যে, কয়জন বর্গাদার কোর্টে গিয়ে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে নালিশ করেছেন এবং তাদের জমি ফেরৎ দেওয়া হয়েছে কিনা কিন্তু তদানান্তত সরকার এর কাছে সে সময় এই রকম কোন তথ্য ছিলনা, যার জন্য তাঁরা আমাদের সেই তথ্য দিতে পারেন নি। বর্গাদাররা উচ্ছেদ হয়ে যান, কিন্তু জোতদারদের বিরুদ্ধে নালিশ করার মতো সাহস বা আর্থিক অবস্থা তাদের ছিলনা। পূর্ব্বের অবস্থা এই রকম ছিল যে, এই বছর হয়তো একজনকে জমি দেওয়া হলো, কিন্তু তার পরের বছরই বলা হতো যে তুমি জমি ছেড়ে দাও। কারন তোমাকে জমি দেওয়া হবেনা। এইভাবে জমি একজনের কাছ থেকে নিয়ে অন্যজনকে দেওয়া হতো। শুধু তাই নয় বর্গাদের কমিউন বলে চিহ্নিত করা হত এবং সেই বর্গাদারকে লিখে দিতে হতো যে সে তার (জোতদারের) মুনি। সেই দলিল তারা অনেক জায়গায় দাখিল করে প্রমান করার জন্য চেষ্টা করেছেন যে এটা "আমার জমি" এবং আমার মাঠের মধ্যে কোন বর্গাদার নেই। যখন জমিতে জরীপের কাজ আরম্ভ হয়, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্গাদাররা তার সর্ত্ত প্রমাণ করতে পারেন না কারন জোতদারার বলছেন যে, এই দেখুন দলিল, আমার জমি আমি চাষ করছি। কারন বর্গাদার সে দলিলে লিখে দিয়েছেন যে সে 'মুনি'। এইভাবে জোতদাররা নিজেদের বিভিন্নভাবে ছিহ্নিত করেছেন। জোতদারদের হাতে যাতে সেই সমস্ত জমি যেতে না পারে, তারজন্য বর্ত্তমানের এই আইনের মধ্যে এটা রাখা হয়েছে যে, বর্গাদার যদি মারা যান, তাহলে তার ছেলে বা উত্তরাধিকারী যে থাকবেন, তিনি সেই জমির সত্ত্ব পাবেন। কিন্তু আমি জানি না, এই রকম কয়টি ক্ষেত্রে বর্গাদার মারা যাওয়ার পর তার ছেলে বা উত্তরাধিকারী সেই বর্গা সত্ত্ব ভোগ করেছেন। বর্ত্তমানে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পুন: যে জরীপের কাজ শুরু হয়েছে, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করার পরও বর্গাদারদের মধ্যে সেই সাহস দেখা যাচ্ছেনা যে তা। তাদের নাম বর্গাদার হিসাবে রেজিস্ট্রি করাতে পারে। এই নাম রেজিষ্ট্রি না করলে যেসব

সুবিধা এই আইনের মধ্যে আছে, সেই সুযোগ সুবিধা তারা পাবে না। সেই নাম রেজিষ্ট্রি করতেও আজকে তারা ভয় পাচ্ছেন। যে তথ্য এই হাউসে দুদিন আগে দেওয়া হয়েছে, তার থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এক একটা জায়গায় ৩০।৪০ জনেরও বেশী বর্গাদার নাম রেজিষ্ট্রি করতে আসেন নি। কয়েকদিন আগে আমাদের সরকার এই যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বর্গাদারের বিরুদ্ধে যদি কেউ মিথ্যা মামলা করতে যায় তাহলে সে সমস্ত জায়গায় বর্গাদারদের আইনের সাহায্য নেওয়ার জন্য আর্থিক সাহায্য সরকারের কাছ থেকে পাবেন, প্রত্যেককে ২০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। এখন পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। মেলাঘরে আমরা দেখেছি বর্গাদারদের বিরুদ্ধে আগুন লাগার ঘটনা, খুব খারাপ কেস দেওয়া হয়েছে, যে কেসে জামীন পর্যন্ত দেওয়া হয়না। এই রকম একটা কেস নয়, অনেক কেস জোরদার, বর্গাদারের বিরুদ্ধে দিয়েছেন, তার ফলে বর্গাদাররা সেই জমি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। আমরা আরো দেখেছি যে, ধর্মনগরে একজন বিখ্যাত বা কুখ্যাত কনট্রাকটার, সে উদয়পুরের কোর্টে বর্গাদারের বিরুদ্ধে নালিশ করলো যে তারা (বর্গাদাররা) ফোর টুয়ানটি, আমার টাকা পয়সা নিয়ে তারা ভেগে গেছে। সেই কনট্রাকটার তাদের বললেন যে, তোমরা জমি ছেডে চলে যাও। কারণ এই জমিতে আমি বাগান করবো। কনট্রাকটার বর্গাদারের বিরুদ্ধে নালিশ দিলেন। নিম্ন আদালতের সমস্ত জায়গায় তিনি হেরে গে.লন, কারন রায় তাঁর পক্ষে যায় নি। সমস্ত রায় বর্গাদারদের পক্ষে গিয়েছে। তারপর তিনি উদয়পুরের কোর্টে এসে ২৫।৩০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে যাতে করে হয়রানি হয়ে শেষ পর্যন্ত তারা চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। জোতদাররা, বর্গাদারদের সঙ্গে এই রকম ব্যবস্থার করছেন বলেই আমরা এই আইনকে সংশোধন করে, বর্গাদারদের অধিকারকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যবস্থা করছি। শুধু তাই নয়, জোতদাররা কথায় কথায় পুলিশ, বর্গাদারদের বিরুদ্ধে নানা রকমের হেরাসমেণ্ট, নানা রকমের জুলুম করতেন। কংগ্রেস রাজত্বেও ঐ রকমই চলে এসেছে যে, পুলিশ জোতদারদের কেনা গোলাম-এর মত কাজ করতেন। তারও একাধিক তথ্য আমার কাছে আছে। সে অবস্থা থেকে আজকে বর্গাদাররা অনেকখানি মুক্ত। কারন তারা জানেন যে, বামফ্রণ্ট সরকারের পুলিশ কোন সময়ই জোতজারদের এই অপকর্মে সহায়তা করবেন না। আমরা মনে করি যে বর্গাদারদের এই আইনটা যদি সংশোধন করে দিতে পারি, তাহলে তারাতাদের অনেকগুলি অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, তহশীল অফিসগুলি আগে কি ছিল? তহশীল অফিসগুলি আগে জোতদারদের পক্ষে কাজ করতেন। কারন বর্গাদাররা তাদের নাম রেজিষ্ট্রি করতে গেলে তহশীল অফিস থেকে অবহেলা করা হতো। আমরা দেখেছি অনেক সময় বর্গাদাররা জমি চাষ করতে না পারলে, অল্প টাকা দিয়ে সেই জমি ছেড়ে দিয়ে চলে আসতেন, তখন জোতদার সেই জমি রিজিউম করে অন্য লোককে সেখানে দিয়ে দিতেন। আমরা আজকে যেটা সংশোধন করার চেষ্টা করছি, সেটা এই সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে বলতে চাই। মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী অবশ্য এই সংশোধনীর উপরে যথেষ্ট বলেছেন। প্রথম কথা হলো একজন বর্গাদার সে কি করবে প্রথমে বর্গাদার তহশীল অফিসে যাবেন, সেখানে গিয়ে যে কমপিটেণ্ট অথরিটি আছে, তার কাছে বলতে হবে যে "আমি বর্গদার, আমার নাম রেজিষ্ট্রি করুন" সেই অফিসার তখন নাম লিখে রাখতে বাধ্য হবেন। কারন যে কোন লোক যদি বলেন যে আমি বর্গাদার তাহলে তিনি সে নাম লিখে রাখতে বাধ্য। তখন জোতদারদের প্রমান করতে হবে যে না আমরা এই জমি চাষ করি, বর্গাদাররা করেন না।

জোতদারদের আজকে যেতে হবে সেই কোর্টে এবং প্রমান করতে হবে যে—না আমি এই জমি চাষ করি। এই জমি বর্গাদার চাষ করে না। এই কথা প্রমান করার দায়িত্ব থাকবে জোতদার-দের। সেখানেও যদি বর্গাদার হারে, তাহলে বর্গাদার তার উপরের কোর্টেও যেতে পারবে। সে কোর্ট হল রেভেনিউ কোর্ট। সেখানেও সে বিচার পেতে পারে। তার উপরে আরও কোর্ট আছে। কিন্তু রেভেনিউ কোর্টের বিচার সিভিল কোর্টে হবে না। কোন জোতদার যদি গিয়ে বলে এই জমির মালিক আমি, এই জমি চাষ করি, তাহলেও সিভিলকোর্ট সেই মামলা রেভেনিউ কোর্টে পাঠিয়ে দেবেন। সিভিল কোর্টে তার আর বিচার হবে না। এটা হচ্ছে সবচাইতে মূল্য বান, যা কোন দিন ত্রিপুরায় ছিল না, সে অধিকার আজকে আমরা দিয়েছি। তারপর ১৯৭৪ সালের একটা নির্দিষ্ট তারিখ আমরা দিয়েছি ২৮ ফেব্রুয়ারীর পর যদি কোন জোতদার, জমি থেকে বর্গাদারকে উচ্ছেদ করে থাকেন, তাহলে পরেও সেই জমি আমরা জোতদারদের হাত থেকে বর্গাদারকে ফিরিয়ে দেব। সে ব্যবস্থা আমরা সেখানে করেছি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আইনটা করে দিলাম, আর সবকিছু হয়ে যাবে। এটা মনে করার কোন কারন নেই। বামফ্রন্ট সরকার সংঘটিত জনসমর্থন নিয়ে এখানে সরকার চালাচ্ছেন। একথা মনে করার কোন কারন নেই যে, জোতদার, মহাজনরা, যারা কায়েমী স্বার্থবাদী তারা বেশী আছেন। আজকে তারা একটা আতংকের সৃষ্টি করছেন, সেটা যারা ছোট ছোট জমির মালিক আছে, তাদের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি করা, যে—এই দেখছ তুমি একজন মাষ্টার, এই আইন হলে, তোমার জমি চলে যাবে। বামফ্রন্টসরকারকে তুমি সমর্থন করছ, এই বিলের মাধ্যমে সরকার তোমার জমি নিয়ে যাবে। একথা ভুল যে বামফ্রন্ট সরকার এই আইনের মধ্য দিয়ে কোন জমি নিচ্ছেন। যারা ছোট ছোট জমির মালিক তারাও জানেন যে, বামফ্রন্ট সরকার এই আইনের মাধ্যমে বর্গদারদের ন্যায্য পাওনাটা দিতে চাচ্ছেন। কারন সেই তো এই জমি চাষ করত। আর না হয়, জমি বিক্রি করে টাকাটা ব্যাংকে রেখে দিন। ব্যাংকে রাখলেতো সুদও পাওয়া যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, বর্গদারদের স্বার্থ রক্ষার পরেও, তাদের অনেক বেশী থাকবে। সুতরাং আতংকে হওয়ার কোন কারন নেই। কোন রকমের আক্রমন এই বামফ্রন্ট সরকার আনছেন না। যারা বড বড জোতদার, তারা এটা যাচ্ছে না। ফলে তারা নানা রকমের ষড়যন্ত্র করছেন। যারা তপশিল অফিসার আছেন, থানার অফিসার আছেন, তাদের একটা অংশের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে জমি নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। কাজেই কৃষক সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, তা নাহলে এই আইনকে কোন মতেই কার্য্য করী করা যাবে না। এই কাজ আমাদের যে সমস্ত পঞ্চয়েত আছে, সে পঞ্চায়েত গুলিকে একটা বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আজকে যে সার্ভে শুরু হয়েছে, তাতে আমরা পঞ্চায়েতের সাহায্য চাচ্ছি। এই আইন পাস হওয়ার পর পঞ্চায়েতের সুবিধা হবে এবং বামফ্রন্ট সরকার এবং গ্রামাঞ্চলে যে কৃষক সমিতি রয়েছে, ভূমি হীন কৃষক, গরীব কৃষক এর যে সংগঠন আছে, তারাও ঐক্য বদ্ধ হয়ে এই কাজ করতে পারবে। এবং বর্গাদারদের যে অধিকার আছে, সেগুলি তারা ভোগ করতে পারবেন। গ্রামাঞ্চলে গরীব কৃষক এর সংখ্যা খুব কম নয় এবং এই সমস্ত ভূমিহীন কৃষকরাই হচ্ছে গ্রামের মেরুদণ্ড। আমরা এই মেরুদণ্ডটাকে শক্ত করতে চাই আগামী দিনের জন্য। তারাই হচ্ছেন প্রথম সারির সৈনিক। কাজেই এই সৈনিকদের হাতকে আমরা আরও শক্ত করতে চাই। এই কথা বলে এ্যামেণ্ডমেণ্টকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। "ইনক্লাব জিন্দাবাদ"

মিঃ স্পীকার :—শ্রীব্রজ গোপাল রায় ।

শ্রী ব্রজ গোপাল রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় রেভেনিউ মিনিষ্টার যে ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভেনিউ এণ্ড রিফমস' (ফিফ্থ এ্যামেণ্ডমেণ্ট) ১৯৭৯ বিল, যেটা হাউসের সামনে উত্থাপন করেছেন, আমি সেটাকে সর্ব্বান্তকরনে সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারনে যে, ত্রিপুরায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিরাট সংখ্যক কৃষক আছেন, যারা বর্গা চাষ করে বেঁচে আছেন। কিন্তু বর্গাদাররা, যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল উৎপাদন করে, তারাই থাকে অভুক্ত। কেননা ফসলের প্রায় সমস্ত অংশটাই যায় মালিকদের ঘরে । বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশে আমরা দেখেছি যে, শ্রমিক এবং কৃষকদের যে অধিকার, সে অধিকার এবং স্বার্থকে রক্ষা করার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত কংগ্রেসীরা রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু এই সাধারন গরীব কৃষকদের অধিকার রক্ষায়, আইনগত কোন ব্যবস্থা তাঁরা করেন নি। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছেন। আমরা যেমন মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলি, তেমনি অপর দিকেও এই গরীব মেহনীতি মানুষদের অধিকার রক্ষার জন্য আমরা তৎপর । সুতরাং আজকে আমাদের যে প্রয়াস, সেটা তাদেরই জন্য । তাদের অধিকারকে সুরক্ষিত করতে হবে। একজন জোতদারের ১০০। ১৫০ কানি জমি আছে । সে জমি যদি আজকে একজন বর্গাদার চাষ করে, কালকে তাকে বলবে যে, তুমি এই জমি আর পাবে না। অন্য আর একজনকে দিয়ে দিল । যে কৃষক এত কষ্ট করে ফসল উৎপাদন করল, সেই কৃষক সেই ফসলের আর ভাগীদার হল না। এই অবস্থার অবসান হওয়া দরকার এবং এই বিলই হবে তার মাধ্যম। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়, সমস্ত কিছুই বলে গেছেন, কাজেই আমি আর বেশী কিছু পুনরাবৃক্তি করতে চাই না। আমরা দেখেছি নদী এক পাড ভাংগে আর এক পাড গড়ে। সেখানে আমরা দেখেছি যে—গরীব কৃষকের জমিই হয়তো নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেল এ ফলে সে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেলে। আপর দিকে যে চর পরলো সেটা হবে হয়তো কোন জোতদারের জমি এবং লাঠির জোরেই সে চর দখল করে নিল। বাংলাদেশে আমরা দেখতাম এই চর দখল নিয়ে অনেক আন্দোলন হয়েছে। যারা বড বড জোতদার, তারা লাঠির জোরে এই চর দখল করে নিত। ভূমিহীন যারা কৃষক ছিল, তারা আর সেই চর পেত না। কিন্তু আজকের এই বিলের মধ্যে আমরা এই প্রভিশান রেখেছি, যাদের জমি নদী গের্ভে চলে যাবে, তাদের দিকে সরকার তাকাবেন, এবং যে চর সৃষ্টি হবে, সরকার সেই নিয়ে বিলির ব্যবস্থা করবেন। সেইদিক থেকে এই বিল সমর্থন যোগ্য। যাদের পয়সা আছে, তারাই কেবল জমি দখল করবেন, এই জিনিষ্টা আর হবে না। আজকে এই বিলটা আমার ফলে কৃষকদের মুখে হাসি ফুটবে। গ্রামে দুঃস্থ কৃষকরা আবার জমি করতে পারবেন। এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। এ সংগে আমাদের আশংকারও যথেষ্ট কারন আছে, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর ভাষণের মধ্যে আমি সেটা শুনতে পেলাম যে, এই বিল আনার ফলে, বিল যাতে ইমপ্লিমেণ্ট না হতে পারে, তার জন্য জোতদার, জমিদার চেষ্টা করবেন। কিন্তু আমরা যাতে তাদের এই প্রচেষ্টাকে বানচাল করতে পারি, তজ্জন্য বর্গাদার, ছোটছোট জমির মালিক দিগকে ঐক্য বদ্ধ হতে হবে । সেই দিক থেকে আমি মনে করি ত্রিপুরার জন-গন ঐক্যবদ্ধ হয়ে, আমাদের এই যে বিল, যাতে আমরা বর্গাদারদের অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সেই প্রতিশ্রুতিকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

"ইনক্লাব জিন্দাবাদ"

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার, স্যার, রাজস্ব মন্ত্রী যে ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ অ্যাণ্ড রিফর্মস (ফিফথ অ্যামেণ্ডমেণ্ট) ১৯৭৯, বিল এনেছেন, এই সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বলতে চাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্যে আমরা বুঝতে পেরেছি, বর্গাদারদের আইনসংক্রান্ত ব্যাপারে বামফ্রণ্ট সরকার কি করবেন। তবে এই বিলের উপর পুনর্বাসন মন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন, সে বক্তব্য থেকে আমরা একথা বুঝতে পেরেছি যে, যে সব ল্যাণ্ড দীর্ঘদিন অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল, নদীর জলে ভেঙে যেত যে সমস্ত জমি, রেকর্ড ভুক্ত থাকায় যেসব জমির মালিকদের যে খাজনা দিতে হত, তার একটা সুরাহা হবে, তারপর কোন নদী যখন ভেঙে যাবে এবং তখন অন্যদিকে চর পড়বে তখন সংগে সংগে সেইসব জায়গা সরকারে এসে যাবে। সরকার ঠিক করবে পরবর্তীকালে এই জমি কাকে দেওয়া হবে এবং মালিককে আর নদীগর্ভে চলে যাওয়া জমির খাজনা দিতে হবে না, সেই দিক দিয়ে আমি এই বিলকে সমর্থন করি। আর একটা দিক সেকশান ৯'৪৬০ (বি) ধারায় আছে, সেটা হল যদি বর্গাদার সংক্রান্ত কোন মামলা ঘটে তাহলে সিভিল কোর্টে যেতে পারবে না। কিন্তু এই ধারায় আর একটা জিনিষ যেটা এই বিলে রাখা হয় নি, সেটা হল রেভিনিউ কোর্টেই সেই সমস্ত মামলাগুলি চূড়ান্ত হবে, রেভিনিউ কোর্টের বাইরে যেতে পারবে না, এমন কোন ধারা হয় নি। কাজেই এটার অভাব রয়ে গেছে। আর একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি, সেটা হল ১৯৭৪ এর ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে এবং তার পর থেকে যে সমস্ত বর্গাদারদের বিভিন্ন জমি হাতছাড়া হয়েছিল, বিভিন্ন ভাবে এভিক্টেড হয়েছিল, সেইসমস্ত জমি তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে আইনে আছে। কিন্তু আমি সন্দেহ প্রকাশ করছি যেটা কার্যকরী করা সম্ভব হবে কিনা। কারণ ১৯৭৪ এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী এবং বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার আগে যে অবস্থা, সেই অবস্থার মধ্যে কোন বর্গাদারের নাম রেজিষ্ট্রিকৃত হয় নি কোন তহশীল অফিসে। এখন তহশীলদারকে যদি বলা হয় সেখান থেকে তোমরা কার্যকরী কর, তাহলে সেটা মালিকপক্ষ এবং বর্গাদারদের মধ্যে একটা কেলেঙ্কারী এবং বিবাদের সৃষ্টি হবে এখানে রাজস্বমন্ত্রী বলেছেন যে ব্লক অ্যাকাউণ্টের কাছে তাদের নাম রেজিষ্ট্রি করতে পারে। কিন্তু তার আগেই মালিকপক্ষ এবং বর্গাদারদের মধ্যে আমরা শুনেছি, বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষ চলছে, আগের ঘটনাগুলির জের টেনে যাই হোক আমি বেশী কিছু বলতে চাই না। মুখ্যমন্ত্র বলেছেন যে পূর্ণাঙ্গ অ্যামেণ্ডণ্ট এখনই আনা হচ্ছে না। বর্গাদারদের রেট, ফসলের কত অংশ পাবে বর্গাদাররা সে সম্পর্কে মন্ত্রী বলেছেন যে তিন ভাগের এক ভাগ বর্গাদাররা এখন পাচ্ছেন ত্রিপুরায় এবং ভারতের কোন জায়গায় চার ভাগের এক ভাগ বর্গাদাররা পাচ্ছে। বামফ্রণ্ট সরকার চার ভাগের এক ভাগ রেট করবেন কিনা চিন্তা করছেন। কাজেই তাড়াতাড়ি করে এর একটা সীমানা বা রেট যদি বেঁধে না দেওয়া হয়, তাহলে এই বর্গাদাররা কি করে তাদের অংশ আদায় করবে? শুধু বর্গাদারদের নামটা রেজিষ্ট্রি করতে বলা হয়েছে। যাই হোক, আমি আশা করি এবং অনুরোধ করব সরকারের কাছে, যাতে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এবং এই বছরের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ আমেণ্ডমেণ্ট আনা হয় বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য।

শ্রীবীরেন দত্ত—আজকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমার বলতে হচ্ছে যে, এই বিলটা পূর্ণাঙ্গ সমর্থন পেয়েছে এই সভার সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের। এটা ঠিক সময়োপযোগী এবং এর উপর আলোচনা করবার বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সরকারের তরফ

থেকে এটাকে শক্তিশালী করার জন্য কয়েকটা সংশোধনী এখানে উপস্থিত করতে চাই। আমি আশা করব এই সংশোধনী সহ যদি বিলটা গৃহীত হয়, তাহলে যে সব সন্দেহ আপনারা প্রকাশ করেছেন, সেই সন্দেহগুলি নিরসন করা যাবে। যেমন আমি প্রথমেই বলেছি ফর ক্লজ সেভেন অব দি প্রিনসিপাল বিল—The following shall be substiuted. viz — '45—Any Revenue Offcer specially empowered by the State Government may on application made to him in this behalf or of his own motion within one year from the date of final publication of the right correct any entry in such record which he has satisfied, has been made wing to bonafide mistake.

Provided that no such entry shall be corrected without giving the person interesting an oppo tunity being heard". অনেকই এটা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, যারা রেকর্ড করবেন, এটা এমনও হতে পারে যে কর্তৃপক্ষ থেকেও এটা ফাইন্যাল স্টেজে গিয়ে ভুলটা হতে পারে। কিন্তু ভুলটা যে ঘটেছে তাতে একটা স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে, সেটা আমরা সংশোধন করতে চাই। যার অনুকুলে ভুলটা ঘটে গেলে সে বলতে পারে যে রেকর্ডটা হয়ে গেল অথচ এটাকে কেন আবার সংশোধন করা হচ্ছে। সেজন্য তাকে সুযোগ দেওয়া হবে ক্লজ নাইন অব দি বিল—একস্পেলনেশান গিভেন এট দি এণ্ড অব, সেকশান 46(A) অ্যাণ্ড 46(B) শ্যাল বী ডিলিটেড। আমরা যেটা এখন গ্রহণ করছি সেটা যদি গ্রহণ করি তাহলে এই দুটোর কোন স্বার্থকতা থাকছে না। আর একটা ক্লজ টেন অব দি প্রিনসিপাল বিল—the words and marks a unless some other Pargadar, rot being a member of raiyat famiy, had borafide been admitted to possession of such land" shall be deleted. এখানে মাননীয় সদস্য বললেন যে একটা নির্দিষ্ট তারিখ থেকে কেন আপনারা দিলেন। আমরা দিলাম কারণ বর্তমানে আদালতে ৩।৪ বৎসর যাবত একটার পর একটা স্তরে বর্গাদার কেস ফাইট করে চলছে এবং সেই বর্গাদারদের আমরা আথিক সাহায্য দিচ্ছি। তাকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাকে বলপূর্বক ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্গা রাইট বিধিবদ্ধ হয়েছিল। এখন কোর্টের ভিতর সেটা চলে গেছে। আমরা তাদের কেইসটা কি করব? আমরা জানি যে আমাদের রেভিনিউ অফিসারেরাই এই কাজটা করেছেন। আমাদের রেভিনিউ অফিসারের রায়টাকে নিয়ে তারা কোর্টে চেলেঞ্জ করতে পারেন। এমন কি সুপ্রীম কোর্ট পর্য্যন্ত যেতে পারেন। অন্ততঃ পক্ষে এই ত্রিপুরা হাই কোর্টে অনেকগুলি মামলা আছে। আমরা একটা নির্দিষ্ট তারিখ পর্য্যন্ত হিসাব করে দেখেছি যে ঐ তারিখ থেকে যদি আমরা ধরি, তবে আমাদের প্রথম যখন বর্গা রাইট রেকর্ড করা হয় এবং আমরা আজকে আমাদের রেভিনিউ অফিসারদের যে ক্ষমতা দিচ্ছি যে রেভিনিউ অফিসারেরা বর্গা রাইট সম্পর্কে ফাইন্যাল অথরিটি হবেন, সেই মূলে তারা বর্গাদারদের স্বীকার করবেন। কারণ আগে তাদের কোন অপরাধই ছিল না মালিকদের মামলা যাওয়ার সুযোগ থাকাতে। তারই জন্য আজকে আমরা এই বিধানটা করতে চাইছি। আর এর দ্বারা খুব বেশী ঝামেলার যে প্রশ্ন আছে, সেটা আসতে পারে বলেই অথবা তার সম্ভাবনা আছে বলেই, আমি এই সংশোধনীটা এখানে তুললাম যাতে কেউ এক জনের পরিবর্তে আর একজন অথবা পরিবারের লোক নয়, কিন্তু

ঝামেলা করবার জন্য আমিই বর্গাদার এই কথা বলে রাইট এ্যাণ্ড রেকর্ডসের মধ্যে তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে জড়িত করে না দিতে পারে অথবা মালিকেরা যাতে আর কোন রকম সুযোগ না করতে পারে, বর্গাদারে বর্গাদারে যাতে কোন রকম সংঘর্ষ না লাগে বা বিলম্বিত না করতে পারে, তারই জন্য এই সংশোধনীটা আমি এখানে রাখছি। আশা করছি যে হাউস এই বিলটাকে গ্রহণ করে ত্রিপুরা রাজ্যের অগুণিত মানুষের সামাজিক আশীর্বাদ গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker:—Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister Shri Biren Dutta that "The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Fifth Amendment) Bill, 1979 (Tripura Bill No. 6 of 1979) be taken into consideration." was put to voice vote and carried.

Mr. Speaker:—Now, I am putting the Clauses of the Bill to vote.

Cl. 1 & 2 do stand part of the Bill, was put to voice vote and carried.

Mr. Speaker: -Now, the question before the House is that Cl. 3 do stand part of the Bill, was put to voice vote and negatived. So the Cl. 3 of the Bill is deleted.

Mr. Speaker: Next question before the House is that the Cl. 4, 5 & 6 do stand part of the Bill, was put to voice vote and carried.

Mr. Speaker:—Now, I would request the Hon'ble Minister Shri Biren Dutta, the Minister-in-charge of the Bill to move his amendments to Cl. 7 of the Tripura Land Revenue & Land Reforms (Fifth Amendment) Bill, 1979 (hereinafter referred to as the Principal Bill).

Shri Biren Dutta:—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that for Clause 7 of the Principal Bill the following be substituted namely :—

"45. Any Revenue Officer specially empowered by the State Government may, on application made to him in this behalf or of his own motion, within one year from the date of the final publication of the record of rights, correct any entry in such record which he has satisfied, has been made owing to bonafide mistake :

Provided that no such entry shall be corrected without giving the persons interested an opportunity of being heard.

Explanation:—Every order under this section shall be deemed to be an original order."

Mr. Speaker:—Now, the question before the House is the amendment motion moved by the Hon'ble Minister Shri Biren Dutta that "for clause 7 of the Principal Bill the following be substitued namely :—

"45 Any Revenue Officer specially empowered by the State Government may, on application made to him in this behalf or of his own motion, within one year from the date of the final publication of the record of rights, correct any entry in such record which he has satisfied, has been made owing to bonafide mistake :

Provided that no such entry shall be corrected without giving the persons interested an opportunity of being heard.

Explanation—Every order under this section shall be deemed to be an original order." was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker:—Now, the question before the House that the Clause 7 as amended do stand part of the Bill, was put to voice voice and carried.

Mr. Speaker:—Next question before the House is that "Cl 8 do stand part of the Bill," was put to voice vote and carried

Mr. Speaker:—Now, I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department, Shri Biren Dutta, to move his amendment o Clause 9 of the Principal Bill that "the explanation given at the end of the section 46A and 46B be deleted."

Shri Biren Dutta:—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that in Clause 9 of the Principal Bill the explanation given at the end of the section 46A and 46B be deleted.

Mr. Speaker:—Now, the question before the House is the amendment motion mov d by the Hon'ble Minister, Sri Biren Dutta that "in clause 9 of the Principal Bill the explanation given at the end of section 46A and 46B be deleted," was put to voice vote and carried.

Mr. Speaker:—Next the question before the House is that the "clause 9 as amended do stand part of the Bill." was put to voice vote and carried.

Mr. Speaker:—Now, I would again call the Hon'ble Minister Shri Biren Dutta to move his next amendment to clause 10 of the Principal Bill.

Shri Biren Dutta:—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that "in clause 10 of the Principal Bill the words and marks "Unless some Bargadars, not being a member of raiyat's family, had bonafide been admitted to possession of such land" be deleted.

Mr. Speaker:—Now, the question before the House is the amendment motion moved by the Hon'ble Minister, Sri Biren Dutta that "in clause 10 of the Principal Bill the words and marks "Unless some Bargadars, not being a member of raiyat's family, had bonafide been admitted to possession of such land," be deleted, was put to voice vote and carried.

Mr. Speaker:—Now, the question before the House is that the "Cl.10 as amended do stand part of the Bill," was put to voice vote and carried.

Mr. Speakr:—Next question before the House is that Cl. 11 do stand part of the Bill, was put to voice vote and carried.

Mr. Speaker:—The 'Title' do stand part of the Bill, was put to voice vote and carried.

Mr. Speaker:—Now, I would request the Hon'ble Minister to move his next motion for passing of the Bill.

Shri Biren Dutta:—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that "The Tripura Land Revenue and Land Reforms (Fifth Amendment) Bill, 1979 (Tripura Bill No. 6 of 1979) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker:—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister, Shri Biren Dutta that "The Tripura Land Revenue & Land Reforms (Fifth Amendment) Bill, 1979 (Tripura Bill No. 6 of 1979) as settled in the Assembly be passed," was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker:—The meeting was then adjourned till 2 P. M.

(আফটার রেসেস)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী, শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং এবং শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা কর্তৃক আনীত নিম্নলিখিত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

নোটিশের বিষয়বস্তু হল :—

"গত ১৭-৩-৭৯ ইং তারিখে খোয়াই থানায় মারপিটের ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি রাখছি। 'গত ১৭-৩-৭৯ ইং তারিখে খোয়াই থানায় মারপিটের ঘটনা সম্পর্কে।'

গত ১৬ই মার্চ্চ ১৯৭৯ইং তারিখে রাত প্রায় দশটা পাঁচ মিনিটের সময় খোয়াই থানায় বরবিল গ্রামের প্রানেশ চন্দ্র দেব তিনজন সঙ্গী নিয়ে (সিংগিছড়ার গাঁও প্রধান শ্রীসমীর দেব সরকার, গনকির শ্রীনরেশ সেন এবং সিংগিছড়ার শ্রীহরেন্দ্র দেবনাথ) খোয়াই থানায় উপস্থিত হয়ে এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে প্রকাশ যে তিনি, শ্রীপীযুষ পাল,

শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসজল ভট্টাচায্য এবং শ্রীবাদল ভট্টাচার্য্য ওরফে প্রদীপ ১৬ই তারিখ রাত সাড়ে ন'টার সময় বাড়ী যাইবার পথে হঠাৎ আজগর টিলায় শ্রীবিনয় ঘোষ, শ্রীনরেশ ঘোষ, শ্রী বীরা, গনকি গ্রামের শ্রীগৌরাঙ্গ বিশ্বাস, শ্রীপ্রদীপ সাহা, শ্রীবাদল এবং আট দশজন অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা অফিস রোডের নিকট আক্রান্ত হয়ে লাঞ্ছিত হন। শ্রীবিনয় ঘোষ ও অন্য কয়েকজন শ্রীবাদল ভট্টাচায্যকে আক্রমন করে মারধর করে। ফলে সে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়। এই ঘটনাটি ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৭।১৪৯।৩২৫ ধারায় খোয়াই থানায় ৯ (৩) ৭৯ নং মামলা নথিভুক্ত করে দারোগা শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাসকে তদন্তের ভার দেওয়া হয়। দারোগা শ্রীবিশ্বাস দুইজন কনষ্টেবল এবং তিনজন হোমগার্ড নিয়ে এজাহারে বর্নিত আসামীগনকে গ্রেপ্তার করার জন্য খোয়াই সুভাস পার্ক অভিমুখে গমন করেন। সুভাস পার্কে এসে আসামী শ্রীনরেশ ঘোষকে গ্রেফতার করে থানায় জীপ গাড়ীতে তুলে নেন। তারপর অন্য আসামীদের গ্রেফতারের জন্য কিছু দূর অগ্রসর হইলে তাহার সঙ্গীয় কনষ্টেবলগন পেছন থেকে ডেকে তাহাকে জানান যে দশ বার জন উত্তেজিত যুবক থানার গাড়ীটিকে ঘেরাও করে কথা কাটাকাটি করিতেছে এবং ঢিল নিক্ষেপ করিয়া গাড়ীর ছানীটি ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে। উত্তেজিত যুবকগণ এর মধ্যেই আসামী শ্রীনরেশ ঘোষকে পুলিশ হেফাজত হইতে ছিনাইয়া নেয়। দারোগা শ্রীবিশ্বাস তাহার সঙ্গীগণ এবং গাড়ী সহ থানায় ফিরে এসে ভারপ্রাপ্ত দারোগাকে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দেন। তাহার অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭।১৪৯।৩৫৩। ২২৫ (খ)/২৪৬ নং ধারায় খোয়াই থানায় ১০(৩) ৭৯ নং মোকদ্দমা নথীভুক্ত করে থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা নিজেই তদন্তের ভার গ্রহণ করেন।

এইখানে প্রকাশ থাকে যে গত ১৬-৩-৭৯ ইং তারিখ সন্ধ্যা এবং রাত্রে বৈদ্যুতিক গোল-যোগের জন্য থানায় আলো ছিলনা।

তদন্তে ৯(৩) ৭৯ নং এবং ১০ (৩) ৭৯ নং মামলায় উল্লিখিত ঘটনাবলী সঠিক বলিয়া প্রমানিত হয়। খোয়াইর এস, ডি, পি, ও, (SDPO) এবং পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপারও এই ঘটনার তদন্ত করেন। তাহাদের রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে গত ১৬-৩-৭৯ইং তারিখে রাত্র প্রায় সাড়ে দশটা এগারটার সময় শ্রীসমীরকান্তি দেব সরকার এবং শ্রীপ্রানেশ চন্দ্র দেব ওরফে শিবু খোয়াই থানায় আসিয়াছিলেন। যখন তাহারা বারান্দায় প্রবেশ করিতেছিলেন তখন রাত্রির অন্ধকারে চিনিতে না পারিয়া কর্ত্তব্যরত পুলিশ শ্রীশিবু দেবকে বাধা দেয়। শ্রীসমরকান্তি দেব সরকার এবং শিবু দেব দাবী করেন যে দারোগাবাবু থানার বারান্দায় উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রীদেব সরকারকেও অন্য একজন অপরিচিত পুলিশ আক্রমন করে। শ্রীদেব সরকার অভিযোগ করেন যে তিনি সিংগিছড়া গ্রাম প্রধান বলিয়া পরিচয় দেওয়া সত্তেও পুলিশ তাহাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে এবং মাথায় ঘুষি মারে। তিনি অবশ্য পরে বলেন থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাবাবু নিজে এবং দারোগা শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাস তাহার নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেন আলোর অভাবে পুলিশগণ তাহাদিকে চিনিতে পারেন নাই এবং পুনঃ কেহ আসামীগণকে থানা হইতে ছিনাইয়া নিতে পারে বলে আশংকা করে অন্যদের প্রবেশে বাধা দিতেছিল।

শ্রীনরেশ চন্দ্র সেনের নিকট হইতে সংবাদ পেয়ে খোয়াই থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা, এস, আই, শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাসকে ৯(৩)৭৯ নং মামলায় বর্নিত খোয়াই হাসপাতালে আটক একজন আসামীকে হাজতে আনার জন্য ঐদিন রাত্রি ১০টা ৫৫ মিনিটের সময় পাঠান। এস, আই, শ্রীবিশ্বাস রাত্রি এগারটা ত্রিশ মিনিটের সময় শ্রীসজল ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তিকে হাসপাতাল হইতে নিয়ে আসেন। শ্রীসজল ভট্টাচার্য্যকে দেখে শ্রীসমীর দেব সরকার গ্রাম প্রধান এবং শ্রীপ্রানেশ চন্দ্র দেব ওরফে শিবু তাহাকে ৯(৩)৭৯ নং মামলার সাক্ষী হিসাবে সনাক্ত করেন। অতঃপর শ্রী ভট্টাচার্য্যকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে যে সমস্ত দুষ্কৃতকারী আসামী নরেশ ঘোষকে পুলিশের হেফাজত হইতে ছিনাইয়া নিয়াছিল তাহাদের প্রায় পঞ্চাশ জন, অতিরিক্ত মহকুমা শাসকের বাড়ীতে গিয়ে শ্রীনরেশ ঘোষের উপর পুলিশের জুলুম এবং সুভাস পার্কে তাহার দোকান ক্ষতিগ্রস্ত করার ব্যাপারে পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দাবী করে। তাহারা ঘটনাস্থলে তদন্তের জন্যও দাবী করে। অতিরিক্ত মহকুমা শাসক পুলিশের নিকট অভিযোগ দায়ের করিতে বলিলে উপস্থিত ব্যক্তিগণ চলিয়া যায়।

গত ১৭।৩।৭৯ইং তারিখ বেলা দশটা পনর মিনিটের সময় শ্রীরঞ্জন রায়ের নেতৃত্বে কয়েকজন স্থানীয় নেতা এবং সি, পি, আই, (এম) কর্মীগণ খোয়াই থানা ঘেরাও করেন। অবশ্য সেই দিনই ঘেরাও তুলিয়া নেওয়া হয়। ঘেরাওকারীগণ সি, পি, আই, (এম) দলের লোক বলিয়া জানা যায় এবং তাহারা খোয়াই থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাবাবুর অপসারণ দাবী করেন। এই ঘেরাওর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খোয়াইর এস, ডি, পি, ও এবং পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ১৬।৩।৭৯ইং তারিখ ও ১৭।৩।৭৯ইং তারিখে সংগঠিত উভয় ঘটনাবলীর তদন্ত করেন। তাহাদের তদন্তে ৯ (৩) ৭৯ নং এবং ১০ (৩) ৭৯নং মামলার এজাহারে বর্ণিত ঘটনাবলীর মিল পাওয়া যায়। তাহাদের রিপোর্টে তাহারা উল্লেখ করেন যে থানায় উল্লেখিত ঘটনাবলী অনিচ্ছাকৃতভাবেই পুলিশের সন্দেহবশতঃ হইয়াছে। কর্ত্তব্যরত কনেষ্টবলগণ ভুল বশতঃ সন্দেহ করেছিল যে শ্রীসজল ভট্টাচার্যকে কেহ জোরপূর্বক থানা হইতে ছিনাইয়া নিতে আসিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্বে ঐ কনেষ্টবলগণ চারজন লোককে থানার দিকে দৌড়াইয়া আসিতে দেখিয়াছিল। তাহারা ভুলবশতঃ মনে করেছিল শ্রীদেব সরকার এবং শ্রীপ্রাণেশ চন্দ্র দেব ঐ দলের লোক। তদন্তে অনুমান করা হয় থানায় প্রবেশে বাঁধা দেওয়ার জন্যে শ্রীদেব সরকার হয়ত মাথায় আঘাত পেতে পারেন। তবে শ্রীপ্রাণেশ চন্দ্র দেব এবং শ্রীসজল ভট্টাচার্য্য কেহই কোন আঘাত পান নাই। তদন্তের ভিত্তিতে খোয়াই থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা শ্রীযদু গোপাল চট্টোপাধ্যয়কে অন্যত্র বদলী করা হইয়াছে। ভারপ্রাপ্ত দারোগা এবং সংশ্লিষ্ট কনষ্টেবলদের বিরুদ্ধে অসতর্কতার জন্য বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

বেসরকারী প্রস্তাবের উপর আলোচনা।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশন আজকের কার্যসূচীতে দুইটি রিজলিউশন আছে। প্রথমটি দিয়েছেন শ্রীসমর চৌধুরী এবং দ্বিতীয়টি শ্রীহরিনাথ দেববর্মা। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয়কে অনুরোধ করছি তার রিজলিউশন উত্থাপন করে আলোচনা শুরু করতে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার প্রস্তাব যেটা এই বিধান সভায় উপস্থিত করেছি সেটা হল, "ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে পুনরায় অনুরোধ করছে যে ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের হাতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করুন"। স্যার, বিধান সভায় এর আগেও ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তাব করেছিলাম। তারপর বেশ কিছুদিন পার হয়ে গেল। কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ রাজ্য সরকারকে বরাদ্দ করে দেন নি। ইতিমধ্যে জিনিষপত্রের দাম আরও বেড়েছে। ফলে শিক্ষক কর্মচারী তাদের বাঁচার জন্য যে স্বল্প আয় যে বেতন, তার উপর আরও বেশী চাপ পড়েছে। তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট স্বল্প অর্থ নৈতিক ক্ষমতার মধ্যে থেকে চলতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদেরকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দেওয়ার ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন হয়েছে। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পাওয়ার জন্য, ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীরা দীর্ঘদিন যাবত রাজ্য সরকারের কাছে দাবী জানিয়ে আসছেন এবং তাদের এই দাবী যুক্তি সংগত দাবী। এর পেছনে সংগত কারণ রয়েছে। স্যার, রাজ্য সরকারী শিক্ষক কর্মচারীরা গত ৩১।১২।৭২ ইং সন থেকে আজ পর্য্যন্ত সেন্ট্রাল রেটে ডি, এ, ইনটেরিম রিলিফ পাবেন। সেই ডি, এ, ইনটেরিম রিলিফ অল ইণ্ডিয়া কনজিউমারস্ প্রাইস ইনডেক্স নাম্বার ফর ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ওয়াক'াস', এটাকে ফলো করে এখানে দেওয়া হয়েছে। এমন কি স্টেইটহুড হওয়ার পরও, ২১।১।৭২ তারিখের পরও ইনটেরিম রিলিফ, ডি, এ দেওয়া হয়েছে এই জিনিষটাকে ফলো করে। তারপর এই ইণ্ডেক্সটাকে চেঞ্জ করা হয়েছে। নূতন যে ইণ্ডেক্স এখানে রাজ্য সরকারী শিক্ষক কর্মচারীদেরকে মহার্ঘভাতা দেওয়ার জন্য হিসাব কষা হচ্ছে সেটা হল, দি লেবার ব্যুরো'স কনজিউমার্স প্রাইস ইনডেক্স নাম্বার ফর ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ওয়ার্কস। যেটা অনেক বেশী নীচে অল ইণ্ডিয়া কনজিউমারস প্রাইস ইণ্ডেক্স নাম্বার ফর ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ওয়ার্কাস', এটার সংগে তুলনা হয় না। রাজ্য সরকারী শিক্ষক কর্মচারীদেরকে বঞ্চিত করার জন্য এমন ধরণের একটা কারচুপি কৌশল চলছে। ফলে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের যে স্বাভাবিক নিয়মিত আইন সম্মান যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ছিল, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। যে ইণ্ডেক্সের ভিত্তিতে সারা ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পান, সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা ত্রিপুরার কর্মচারীদেরকে দিতে হলে রাজ্য সরকারের যে টাকার প্রয়োজন, সেটা নাই। তাছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষের একটা অর্থ-নৈতিক সংকট চলছে। গত ৩০ বৎসরে জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে, বেকারত্ব বেড়েছে, কৃষি, শিল্পে সংকট দেখা দিয়েছে। হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এই অর্থ-নৈতিক সংকটে ইনফ্লেশন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে যার ফলে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে একটা বিরাট সংকট দেখা দিয়েছে। সেখানে একজন কেন্দ্রীয় কর্মচারী থেকে একজন রাজ্য সরকারী কর্মচারী আলাদা নয়। কেন্দ্রীয় কর্মচারী সে ক্লাশ ওয়ান, টু, ফোর বা যে স্তরেরই হোক না কেন তার যেমন ডাল, তরিতরকারী কিনতে হয়, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতে হয়, সেখানে একজন রাজ্য কর্মচারী পৃথক নয়। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের এটা বুঝা উচিত এবং সারা ভারতবর্ষে এক নীতি গ্রহণ করা উচিত এবং সারা ভারতবর্ষে কর্মচারীদেরকে সমানভাবে দেখা উচিত।

আজকে এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের এটা সবচেয়ে বড দায়িত্ব, সারা ভারতবর্ষে এক নীতিতে সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘ ভাতা চালু করা। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে অনেক কিছু দিতে শুরু করেছেন এবং অনেক কিছু দিয়েছেনও। আমরা দেখেছি, অ্যাক্‌সগ্রেসিয়া দেওয়া কিংবা সমহারে ডি, এ, র ব্যবস্থা তাঁরা ইতিমধ্যেই করেছেন, তাঁদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে। কিন্তু তারপরও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত থাকতে হচ্ছে। রাজ্য সরকারকে যদি আরো বেশী, আরো উদার হতে হয়, তাহলে রাজ্য সরকারের এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে থেকে তা সম্ভব নয়। অল ইণ্ডিয়ার প্রাইস দেখে যদি মহার্ঘ ভাতা দিতে হয়, তাহলে যে পরিমাণ অর্থের দরকার, সেই অর্থ কেন্দ্রকে দিতে হবে। আমরা জানি, রাজ্য সরকার ,কন্দ্রীয় সরকারের ফিনান্স কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, নির্দ্দিষ্ট হারে টাকা বণ্টনের ব্যবস্থা করার জন্য এবং সে দিক থেকে রাজ্য সরকারের যে দাবী, রাজ্য সরকারের এই প্রতিবেদনে, মেমোরেণ্ডামে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয়, ৭ম ফিনান্স কমিশন সেই বরাদ্দ মঞ্জুর করেন নি। যার ফলে রাজ্য সরকারের হাতে আরো বেশী সংকুচিত হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মার্ঘ ভাতা দিতে হলে, যে পরিমাণ সীমাবদ্ধ অর্থের মধ্যে দিতে হবে, এবং তা যদি দেওয়া হয়, তাতে সামান্ন কৃষকদের যেটুকু সুযোগ, সামান্ন ছাত্রদের যেটুকু সুযোগ, সামান্য মধ্যবিত্তদের যেটুকু সুযোগ আমাদের রাজ্য সরকার দিয়েছেন, তাহলে তার মধ্যে ভাগ বসাতে হবে। কিন্তু তাতো সম্ভব নয়। ত্রিপুরা রাজ্যের কি সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যে চলতে হচ্ছে, তা আমরা দেখেছি। আমরা হিসাব নিলে দেখতে পাই, ত্রিপুরায় ১৯৬৯-৭০ সালে প্রপার্টি আইনে দারিদ্র সীমার নীচে ছিলেন ৬৩·২ শতাংশ মানুষ। তারপরে ১৯৭৩-৭৪ সালের যে হিসাব বেরিয়েছে, সেটা দেখা যাচ্ছে, সেটা বেড়ে ৮৩·৮ শতাংশ হয়েছে। এইটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের চেহারা, ভয়াবহ চেহারা। স্যার, বেকারদের কথা যদি বলি, এই বেকারের সংখ্যা ১৯৭১ সালে ছিল ২৯,৮৯৩। আর ১৯৭৫ সালে সেই বেকারের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো ৩,৩৩,৬২৫ জন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখেছি, ১৯৭১ সালে নাম রেজিষ্ট্রির অফিসের সামনে মাত্র কয়েকজন রেজিষ্ট্রিভুক্ত করাতো। আর এখন ১৯৭৮ সনে এসে আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি, শতকরা ৮৩·৮ শতাংপ বেকার নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত রয়েছে। আজকে জিনিস পত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে। জরুরী অবস্থার মধ্যেও আমরা দেখেছি জিনিস পত্রের দাম কিভাবে আকাশচুম্বী হয়েছিল। আমরা দেখছি, এখনও জিনিস পত্রের দাম বেড়ে চলেছে এই ধনতান্ত্রিক অবস্থার মধ্যে। এই যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতির মধ্যে বেকার সমস্যা মেটাতে হলে চাই, কেন্দ্রের থেকে অর্থ। কেন্দ্রের সাহায্য, অনুদান এবং ন্যায্য পাওনা যেটুকু ত্রিপুরা রাজ্য পাচ্ছে, সেটুকুকে ভিত্তি করে রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার মত দায়িত্ব রাজ্য সরকারের নেই। এবং তা করাও সম্ভব নয়। স্যার রাজ্য সরকারকে কত বড় দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে? ১৯৬৫-৬৬ সালে স্মল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া ৬৭টি শিল্পে ১৩,০০০ বেকারের কর্ম সংস্থান করতে পেরেছিল। এই যে বিরাট সংখ্যক বেকার, গ্রামীন বেকার, শহরের বেকার, শিক্ষিত বেকার, অর্ধ শিক্ষিত বেকার এবং যারা নাকি শিক্ষার আলোকে কাছে আসতে পারেনি এই যে অগণিত ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের কর্মসংস্থানের যে বিরাট দায়িত্ব সেই দায়িত্বও রাজ্য সরকারের হাতে। সেই

দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, আমাদের যে সামান্য কুটির শিল্প ছিল, সেগুলি অচল হয়েছিল এবং সেগুলি এখনও আরো বেশী অচলতার সৃষ্টি করছে। এইগুলিকে সচল করতেও রাজ্য সরকারকে চেষ্টা করতে হচ্ছে। কাজেই রাজ্য সরকার যতই চেষ্টা করুন না কেন, আজকের এই মন্দা বাজারে, কিংবা পুঁজিপতিদের একচেটিয়া বাজারে কুটির শিল্পকে বাঁচাতে পারবেন না। যার ফলে এই সংকটের জন্য কুটির শিল্প আজকে ধ্বংসের মুখে চলে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে রাজ্য সরকারের সব দায়িত্ব গ্রহণ করতে হচ্ছে। স্যার, চা বাগানের কথা বলছি। আজকে ত্রিপুরায় ৫৬টি চা বাগান ধ্বংস হতে যাচ্ছে, অন্যগুলি ধুঁকছে। রাজ্য সরকার আজকে কো-অপারেটিভের গঠন করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অর্থ এনে শ্রমিক কর্মচারীদের হাতে চা বাগানগুলি দিয়ে কোন রকমে চা বাগান বাঁচিয়ে রাখা যায় কিনা সে জন্য রাজ্য সরকারের যে তহবিল থেকে জনগণের স্বার্থে অর্থ মঞ্জুরী দিচ্ছেন। ত্রিপুরাতে এমনি আরো অনেক সংকট আছে। কাজে কাজেই আমাদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দিতে হলে কেন্দ্রকে তার দায়িত্ব বহন করতে হবে। এই দায়িত্ব রাজ্যের উপরে চাপানো যায় না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর বলছি, কৃষির কথা। কৃষিতেও আজকে সংকট চলছে। এমন সংকট গত ৩০ বছরে ঐ ছোট ছোট কৃষক ছিল, তারা আরো নিঃস্ব হয়েছে। তারা একবার নিঃস্ব হয়েছে উৎপাদন দ্রব্য বাজারে বিক্রির সময় আর একবার নিঃস্ব হয়েছে বাজার থেকে কিনবার সময়। এই ভাবে আজকে ঐ ছোট ছোট কৃষক বঞ্চিত হয়েছে। যার ফলে সমস্ত কৃষক আজকে অর্ধ বেকার নয়ত সারা বছর বেকার থাকছে। আজকে সেই সব কৃষকদেরও দায়িত্ব নিতে হচ্ছে রাজ্যকে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্য সরকার তাদেরও দায়িত্ব নিয়েছেন ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে, আমরা জানি কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকারকে ঐ ক্যাশ টাকার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, এই সরকারকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত গ্রামীন বেকারদের কিছুটা করে পাইয়ে দিচ্ছেন। যার ফলে আজকে অনাহারে মৃত্যু নেই, যার ফলে অনাহার প্রতিরোধ করা গেছে। কিন্তু এই যে সমস্যা, এই যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতির মধ্যে তাই বলছিলাম, কেন্দ্রীয় সরকারকে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাঁর উপর আবার চাঁপ দিয়ে, এই বিধান সভায় আবার প্রস্তাব গ্রহণ করে পুনরায় বলতে হয়, কেন্দ্রীয় সরকার এর দায়িত্ব বহন করুন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সঙ্গে সঙ্গে আরো বলতে হয়, কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট এই বার পেশ করেছেন সেই বাজেটের মধ্যে ৬৬৫ কোটি টাকা নূতন ট্যাক্স বসিয়েছেন। কিন্তু তা সত্বেও এই বাজেট ঘাটতি বাজেট। এর সমস্যা সমগ্র জনগণেল উপর পরবে। আমরা দেখেছি জিনিস পত্রের দাম হু হু করে বাড়তে শুরু করেছে। এই বিধান সভায় আমরা প্রস্তাব এনেছিলাম, এবং সেই প্রস্তাব যখন আলোচনা করছি, সেই আলোচনার সময়, নানান জায়গায় নানান ভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য যে সমস্ত সংবাদ বেরিয়েছে, তাতে আমরা দেখেছিলাম, ডিজেলের দাম, যে ডিজেল দ্বারা পাম্প মেসিন চালাতে হয়, গরীব কৃষক, ভূমিহীন কৃষক তার জমির জন্য পাম্প মেসিন চালায় সেই লাইট ডিজেলের উপর

ট্যাক্স বসানো হয়নি। তখনকার মত। কিন্তু পরবর্তী অবস্থায় দেখেছি, কয়েকটি বিস্কুটের উপর ছাড় দিয়ে ঐ ডিজেলের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়েছে। হাই স্পীড ডিজেলের উপর আগেই ধার্য্য করা হয়েছিল। এর ফলে দাম হু হু করে বেড়ে যাবে, যেতে শুরু করেছে যার ফলে সমস্ত মানুষকে এক প্রচণ্ড অসুবিধার সন্মুখীন এনে হয়েছে। এই ভাবে আজকে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির উপর সংকট চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী কর্মচারী অনেক ব্যাপারে বঞ্চিত হয়েছেন। আজকে যেভাবে ট্যাক্স বসানো হয়েছে, তাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়বে এবং তার সমস্ত চাপ আসবে সমগ্র জনসাধারণের উপর। এবং রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের উপরও। এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা বিধান সভায় এই প্রস্তাব রাখছি যে, "ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের হাতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করুন।"

প্রত্যেকটি পরিকল্পনা খাতে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষকে বঞ্চিত করেছেন। প্রতিটি পরিকল্পনায় যে বণ্টন করা হয়েছে, সেই বণ্টনের ক্ষেত্রে ১৯৭৩-৭৪ সালে আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক জনসংখ্যার ৮৩.৪ শতাংশ লোক দরিদ্র সীমার নীচের তলায় তলিয়ে গেছেন। এই অবস্থায় এই পরিকল্পনায় সারা ভারতবর্ষের মাথাপিছু গড় বরাদ্দ এবং ত্রিপুরার মাথা পিছু গড় বরাদ্দের একটি হিসাব আমি দিচ্ছি। প্রথম পরিকল্পনায় সারা ভারত-বর্ষে মাথাপিছু গড় বরাদ্দ ছিল ৩৮ টাকা। কিন্তু সে জায়গায় ত্রিপুরার ক্ষেত্রে মাথা-পিছু গড় বরাদ্দ ছিল মাত্র ৮ টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমগ্র ভারতবর্ষে মাথা-পিছু গড় বরাদ্দ ছিল— কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে মাথা-পিছু গড় বরাদ্দ ছিল মাত্র ১৯ টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় সারা ভারতবর্ষে গড় বরাদ্দ ছিল ৯১ টাকা আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাথা পিছু গড় বরাদ্দ ছিল মাত্র ২৬ টাকা। চতুর্থ পরিকল্পনায় সারা ভারতবর্ষে মাথা-পিছু গড় বরাদ্দ ছিল ১১৯ টাকা, কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে মাথা-পিছু গড় বরাদ্দ ছিল মাত্র ৪৪ টাকা। পরিকল্পনায় পঞ্চ সারা ভারতবর্ষে মাথা পিছু গড় বরাদ্দ ছিল ১৬১ টাকা, কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সেই গড় বরাদ্দের পরিমান ছিল মাত্র ৭৬ টাকা। এই ভাবে আমরা দেখেছি ত্রিপুরার জনগণের উন্নতির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যে দায়িত্ব পালন করার কথা ছিল, সেই দায়িত্ব তারা ঠিক মতো পালন করেন নি। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমাদের যে বরাদ্দের প্রয়োজন, সেই বরাদ্দ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের বঞ্চিত করেছেন। সে জন্যই আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করছি ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থ যেন অবিলম্বে রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেন, এই টুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা ইচ্ছা করলে এই প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখতে পারেন। মাননীয় বিরোধী সদস্যগণ আপনারাও এই প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখতে পারেন।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী ত্রিপুরা সরকার কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন, সেই প্রস্তাব সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার জন্য গত জুন মাসের সেশানে আমরাও বিধান সভায় একটি প্রস্তাব

উপস্থিত করেছিলাম, কারণ দীর্ঘ দিন ধরে এই মহার্ঘ ভাতার জন্য আন্দোলন চলছে। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা ত্রিপুরার কর্মচারী সম্প্রদায় যাতে পেতে পারেন, তার জন্য আমরা চিন্তা করছি। কংগ্রেস যখন শাসন ক্ষমতায় ছিলেন, তখনও ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ভাবে আন্দোলন করেছেন। কিন্তু পূর্ব্বতন সরকার তাদের সেই দাবী অগ্রাহ্য করেছেন এবং এখনও করা হচ্ছে। কাজেই কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা যাতে ত্রিপুরার কর্মচারী পায়, সেটাই আমরা চাই। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া নাহলে একটি বৈষম্যের সৃষ্টি করা হবে। কারন সারা ভারতবর্ষের আইন একই হওয়া উচিত। আমরা সবাই মানুষ এবং আমরা সবাই ভারতবাসী। আমরা ভারতবর্ষের যে কোন প্রান্তে থাকি না কেন, আইন আমাদের সবার জন্য একই থাকবে। সংবিধানের যে সমস্ত মৌলিক অধিকার আছে, সেই সমস্ত অধিকারগুলি সবাই সমানভাবে ভোগ করবে। এই আইন শুধু ত্রিপুরায় নয়, সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমি শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের কথা বলবো না, অন্য যে সমস্ত রাজ্যের কর্মচারীরা মহার্ঘ ভাতা পান না, তাদের কথাও আমি এই বক্তব্যের মধ্যে রাখব। জাতীয় বেতন নীতি অনুযায়ী এই মহার্ঘ ভাতা চালু করা হোক আমরা চাই। কারন আমরা দেখেছি এই ত্রিপুরা রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক কর্মচারী আছেন যারা কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন। কিন্তু একই রাজ্যের মধ্যে সরকারী কর্মচারীরা বিভিন্ন হারে বেতন পাবেন এটা হতে পারে না। সারা ভারতবর্ষে দ্রব্যমূল্য দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। কাজেই দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে সবাইকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া উচিত। কিন্তু সে জায়গায় ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন না। তাই ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী কর্মচারীরা যাতে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা পেতে পারেন, তার জন্য আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি।
এটা অত্যন্ত দুঃখ জনক যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীরা বেতন কম পাচ্ছেন, মহার্ঘ ভাতা কম পাচ্ছেন। অথচ প্রত্যন্ত অঞ্চল বলে এখানে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক রকমে ক্রম-বর্দ্ধমান। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে শুধু প্রস্তাব রাখলেই হবে না, এটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস নিতে হবে এই বামফ্রন্ট সরকারকে। জনসমাবেশের মাধ্যমেই হোক, প্রকাশ্য ভাবেই হোক, এই দাবীটাকে আদায় করার জন্য সক্রিয় হতে অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় যে প্রস্তাব আজকে হাউসে এনেছেন, সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। আমরা দেখলাম যে বিরোধী গ্রুপের সদস্য মাননীয় শ্রীহরিনাথ দেববর্মা এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেছেন এবং সমর্থন করতে গিয়ে একটি কথা তিনি উল্লেখ করেছেন যে কর্মচারীরা তাদের দাবী দাওয়া কংগ্রেসীর আমলেও রেখেছিলেন, তখনও সেগুলি অগ্রাহ্য হয়েছে, এবং আজকেও হচ্ছে। আমি নিশ্চিত যে জনতা সরকারের দিকে চেয়েই তিনি এই কথাটি বলেছেন যে তাদের দাবী দাওয়া আজও অগ্রাহ্য হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার আজও ত্রিপুরার কর্মচারীদের দাবীগুলি মেনে নিতে এগিয়ে আসেননি। আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরার শিক্ষক কর্মচারী যারা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছিলেন, তারা শুধু মাত্র কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতার জন্যই দাবী জানান

নি। তাদের আরও অনেক দাবী ছিল। ত্রিপুরায় কংগ্রেসী আমলে কর্মচারীদের দাবীর প্রতি কি ধরনের দৃষ্টি ভংগী পোষণ করা হত, সেটাও আমরা লক্ষ্য করেছি। মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে একটা কথা উল্লেখ করেছেন যে ৩১,১২,৫২ ইং সন পর্য্যন্ত সেণ্ট্রাল ডি, এ, ছিল। এর পরবর্ত্তী সময় থেকেই সে কেন্দ্রীয় হারে ভাতাটা ত্রিপুরা থেকে উঠে গেল। আমরা তাও দেখেছি যে, পরবর্ত্তী সময়ে ত্রিপুরার তৎকালীন কংগ্রেসী শাসকরা কিন্তু এই ভাতাটা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে তেমন কোন যোগাযোগ সৃষ্টি করেন নি। কর্মচারীদের স্বার্থের জন্য তাদের ২।১ টি কথাও বলতে পারেন নি। ফলশ্রুতিতে আজকে এই তফাৎটা আমরা লক্ষ্য করছি। রাজ্য সরকার তাঁর সীমিত অর্থ নৈতিক ক্ষমতার মধ্যে থেকে কর্মচারীদের জন্য কয়েক কোটি টাকার দায়িত্ব বহন করতে পারেন এমন ক্ষমতা নেই। কেননা পাহাড়ী অধ্যুষিত প্রত্যন্তাঞ্চল ত্রিপুরা, বিভিন্ন ভাবে তার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করে আছে। সেই ক্ষেত্রে আজকের এই বামফ্রন্ট সরকার বারে বারে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করছেন, যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীরা এই কেন্দ্রীয় মহার্ঘ্য ভাতা পেতে পারে। অথচ প্রয়াসটি আমরা কংগ্রেস আমলে দেখেনি। দেখেছি শুধু কর্মচারীদের স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কর্মচারীরা যখনই আন্দোলন করেছেন, তখনই তাদের উপর নির্মম নিপীড়ন নেমে এসেছিল। কিন্তু এত নির্যাতন সত্ত্বেও কর্মচারীরা টলেন নি, বরং আরও জোরদার ভাবে আন্দোলন চালিয়েছিলেন। কর্মচারী সমাজের যে সংগঠন, সে সংগঠনকে ভেংগে ফেলার জন্য তারা নানারকমের প্রয়াসই চালিয়েছিলেন। কর্মচারীদিগকে পুরোপুরি ভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। সেই জিনিষটাই আমরা কংগ্রেসী আমলে দেখেছিলাম। শুধু মাত্র ত্রিপুরাতেই নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে কর্মচারী সমাজের উপর নির্মম অত্যাচার চলেছিল, যেমন চলেছিল গরীব মানুষের উপরেও। আমরা আশা করেছিলাম যে, কেন্দ্রের জনতা সরকার যেখানে ঘোষণা করেছিলেন যে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার তারা রক্ষা করবেন, শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকার তারা রক্ষা করবেন, কিন্তু দেখা গেল যে, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার পথে উনারা যান নি। বর্ত্তমানে এমন কতগুলি বিল-পার্লামেণ্টের সামনে আছে, যেগুলি শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থের পরিপন্থী। আমরা দেখেছি নূতন করে শ্রমিক এবং কর্মচারীদের প্রতি শোষণ এবং অত্যাচারকে বাড়িয়ে তোলার জন্য, নূতন ভাবে তাদের উপর অত্যাচার শুরু করার জন্য একটা উদ্যোগ সেখানে চলছে। এই সংগে সংগে আমরা দেখলাম যে কর্মচারী স্বার্থ যেখানে জড়িত, সে স্বার্থের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার পুরাপুরি ভাবে নজর দিতে চান নি। এই জিনিষটা আমরা লক্ষ্য করেছি। আমরা দেখলাম ত্রিপুরা সরকারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এমন কতগুলির ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করলেন, যাতে বললেন যে কোন দায় দায়িত্ব তাঁরা নিতে চান না। কর্মচারীদের ক্ষেত্রে আমরা তাই দেখলাম। বেকারদের ক্ষেত্রেও আমরা একই জিনিষ অবস্থা দেখছি। বেকারদের কর্ম সংস্থানের সাপেক্ষে, আমাদের বিধান সভা থেকে একটা প্রস্তাব পাস হয়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এবং তার যে উত্তর এল সেখানে কিন্তু বেকারদের এই ভাতাটা দেওয়া হবে না বলেই কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়ে দিয়েছেন। এটা জানাতে গিয়ে স্বনির্ভর কর্মোদ্যোগে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার কথাই তারা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কিভাবে এই কর্মসংস্থান হতে কেন্দ্রীয়

সরকারের বাজেটে এমন কোন সুস্পষ্ট ব্যবস্থার কথা বলা হয়নি। মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী উনার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর বাজেটে সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। শুধুমাত্র করের বোঝাই নয়, অর্থ নৈতিক দিক থেকে দুর্বল, এই গরীব মানুষগুলি যাতে আরোও বেশী শোষিত হতে পারে, তারও ব্যবস্থা করার জন্য উনারা পুরাপুরি এগিয়ে গেছেন বাজেটের মধ্যে দিয়ে। বিগত কংগ্রেস সরকার যে পথে গিয়েছেন, বর্ত্তমান জনতা সরকার সে পথটাকে বন্ধ না করে, বরং আরও সমারোহে সেই একই পথে চলছেন। আমরা দেখলাম ত্রিপুরা বিধান সভা থেকে আরও আগে এই রাজ্যের কর্ম-চারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার জন্য একটা প্রস্তাব রেখেছিলেন। শুধু প্রস্তাব নয়, অর্থ বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকার দাবী জনিয়েছিলেন। কিন্তু সে অর্থ উনারা বরাদ্দ করেন নি বা দিতে চান নি। আমাদের রাজ্য বিধান সভায় আলোচনা এখানেই থেমে থাকে নি।

পরবর্তী যে স্তর, সে স্তরের কথা যেমন গণতান্ত্রিক মানুষ চিন্তা করছেন, রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষ এগিয়ে এসেছেন, তেমনি আবার সেই দাবী কেন্দ্রের কাছে পেশ করার দিকে তারা এগিয়ে যাচ্ছেন। মাননীয় সদস্য হরিনাথ দেববর্মা উল্লেখ করেছেন যে শুধুমাত্র প্রস্তাব পাশ করলে চলবেনা, আসুন বাইরে যাই, আন্দোলনে নামবেন, তিনি বলেছেন। কর্মচারী সংগঠনগুলি, শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় হারে ভাতা নয়, অন্যান্য দাবীর জন্য যে আন্দোলন তারা সুরু করেছিলেন, সেই আন্দোলনের স্পষ্ট ইতিহাস তাঁদের জানা আছে কিনা আমি জানিনা। তারা দীর্ঘদিন ধরে সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, লড়াই করার দিকে এগিয়ে চলেছেন। আমরা এটাও দেখেছি যে যখনি কেন্দ্রীয় হারে ভাতার কথা উঠেছিল, তখন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নয়, কেন্দ্রীয় সরকার যাতে দিতে পারেন তারজন্য কর্মচারীরা বারে বারে সেকথা উল্লেখ করেছেন। যখনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এখানে এসেছেন, তখনি আমরা দেখেছি নানাভাবে কর্মচারী সংগঠনগুলি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন এবং কেন্দ্রীয় হারে ভাতার দাবীটা তারা উত্থাপন করেছেন। আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে, শুধুমাত্র এইখানেই কর্মচারী সমাজক্ষান্ত থাকেননি, তারা এই বামফ্রন্টের আমলেও তাদের আন্দোলনকে সংগঠিত করছেন এবং তারা এগিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে বামফ্রন্ট সরকার আছে, তারা জানে যে মানুষ নির্দিষ্টভাবে যখন তার দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলনে যায়, যখন সেটা ন্যায্য আন্দোলন হয়, তার পক্ষে এই সরকার থাকে এবং তার প্রতি যাতে বাধা না হয়, সেই দিকে তারা এগিয়ে আসেন। সুতরাং বামফ্রন্ট সরকার আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য নয়, কর্মচারীদের আন্দোলনকে নস্যাত্‌ করার জন্য নয়, বরং ঐ কর্মচারীদের দাবীকে আরও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, কর্মচারীদের যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম রাজ্য সরকারও চালিয়ে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। ইনডেক্সের গ্যাড়াকলে একবার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বঞ্চিত করা হয়েছে। আমরা দেখলাম তাদের বেতন ভাতার একটা অংশ চুরি করে নেওয়া হল। সেটা ফিরিয়ে দেওয়া হলনা। সুখময়বাবুর সময়ে আমরা দেখলাম যে তাদের কাছ থেকে যে বেতন ভাতাটা চুরি করে নেওয়া হল, তা ফিরিয়ে দেওয়া হলনা। কাজেই যে বঞ্চনা কর্মচারীদের মধ্যে ছিল সেই বঞ্চনা টিকে রইল। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এনোমেলি দূর করার চেষ্টা করছেন এবং আমরা দেখলাম কর্মচারীদের উপর নানা অত্যাচার জুলুম যেভাবে

হয়েছে এবং যেভাবে কর্মচারী সমাজ ভিক্‌টিমাইজড হয়েছিল, একটা ন্যায় বিচার কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, এই ন্যায় বিচারের জন্য সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকেও যেটুকু ডি, এ, সরকার দিতে পারেন, সেইটুকু ডি, এ, দেবার জন্য অনেকটা অর্থ সেখানে ধরা আছে যেটা বিরোধী সদস্যরা সমর্থন করতে পারেননি। কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা যদি এগিয়ে আসতেন তাহলে কর্মচারীদের ভাতার বিরুদ্ধে তারা তাদের রায় দিতে পারতেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাই যে, কেন্দ্রীয় হারে ভাতা দেবার জন্য বাড়তি অর্থ যেন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের হাতে তারা তুলে দেন, যাতে রাজ্য সরকার ভাতার ব্যবস্থা করতে পারেন। আমি এইটুকু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—মাননীয় সমর চৌধুরী আনীত কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের হাতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করার জন্য আলোচনার জন্য একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করিনা এই কারণে যে, কর্মচারীদের কাছে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সরকারে আসার পরে তাদের এই দাবী সম্পর্কে তাঁরা বিবেচনা করবেন। কিন্তু এটাতে আমরা দেখলাম বিধানসভায় আলোচনা করে কর্মচারীদের মধ্যে কিছুটা আনন্দোর সৃষ্টি করে বাহবা নিতে চান। কিন্তু কাজ করতে মোটেই চেষ্টা করেন নি। আমরা মনে করি এই প্রস্তাব আনা হয়েছে নয়া কৌশলে, কম্যুনিষ্ট কায়দায়, কর্মচারীদের ফাঁকি দেওয়ার জন্যই। কারণ আমরা জানি তাদের বিশেষ বন্ধু পশ্চিমবঙ্গেও ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় হারে কর্মচারীদের ভাতা দিয়েছে এবং মনিপুর গভর্ণমেণ্টও দিয়েছে। কিন্তু মনিপুরকে কেন্দ্রীয় সরকার বেশী টাকা দেয়নি। এতৎসত্বেও এখানকার বামফ্রন্ট সরকার কেন যে দিতে চাননা তা আমরা বুঝতে পারছিনা। শুধু একটা কথা হলো যে কেন্দ্র দিচ্ছেনা, তাই আমরা পারছিনা। আর অপর দিক দিয়ে কর্মচারীদের বিশেষ বন্ধু কো-অরডিনেশান কমিটি, এখন তাদের সরকার ক্ষমতায় এসেছে। কাজেই এখন আর মাঠে ঘাটে তাদের আন্দোলন করতে দেখা যায় না এবং বিধানসভায়ও তাদের কণ্ঠ শোনা যায় না। এমন কি কর্মচারীদের নেতাও বিধানসভায় অনুপস্থিত থাকছেন। এইজন্য বলছি যে সমরবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন, এটা শুধু একটা মায়া কান্না। কর্মচারীরা তাদের নয়া কৌশল ধরে ফেলেছে এবং সেজন্য আস্তে আস্তে কর্মচারীরা বামফ্রন্ট সরকার থেকে তাদের আনুগত্য প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে মণিপুর দিতে পারে, না হয় ওয়েষ্ট বেঙ্গল'এর আয় বেশী, কিন্তু মণিপুর-এর আমাদের চেয়েও আয় কম, তবুও তারা কিভাবে দিচ্ছেন? কিন্তু ত্রিপুরা সরকার পারছেন না। তার মানেই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার এই কর্মচারীদের ৫টা বছর ফাঁকি দিয়ে যাবেন এবং পাচ বছর তারা এটা দেবেনা। এটা ফাঁকি দেওয়ার একটা কৌশল তারা অবলম্বন করেছে এবং সেজন্য বারে বারে এটা বিধান সভায় আনছেন। এটাতে কর্মচারীদের মনে আশার সঞ্চার হবে কিনা আমরা জানিনা। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি এবারে ত্রিপুরা রাজ্যের উপেক্ষিত কর্মচারীরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে বামফ্রন্ট সরকার তথা কো-অরডিনেশান কমিটি তাদের ফাঁকি দিয়ে ভোট আদায় করে সরকারে এসেছেন। কাজেই আমরা বিশ্বাস করি কর্মচারীরা এবার থেকে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তাদের পাওনা আদায় করার জন্য তৎপর হবেন। এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—শ্রী কেশব চন্দ্র মজুমদার ।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকারও স্যার, মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়ে যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন, আমি সেই প্রস্তাবকে পুরোপুরি আমার সমর্থন জানাই। সমর্থন জানাই এইজন্য যে মহার্ঘ ভাতার প্রশ্নটা আসে কেন? সাধারণত: যখন জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে, যে জায়গাতে প্রাইস ইণ্ডেক্স থাকে এবং সেই প্রাইস ইণ্ডেক্স যদি বেড়ে যায়, তাহলে যে ঘাটতি কর্মচারীদের হয়ে যায়, তা পুরণের জনাই এই মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার প্রশ্নটা এসে যায়। এটাও আমরা দেখছি যে জিনিসপত্রের দাম যখন বাড়ে, আমাদের যে রাজ্য, এই ত্রিপুরা রাজ্য একটা প্রত্যন্ত রাজ্য, গোটা ভারতের মধ্যে সব জায়গার মানুষ এটাকে চিনেও না। এখানে সেই রকম যোগাযোগ ব্যবস্থাও নাই। যে সব জিনিস আমরা ব্যবহার করি এবং কর্মচারীরাও ব্যবহার করেন, তার কিছুই ত্রিপুরা রাজ্যে উৎপন্ন হয় না। বাইরে থেকে সব জিনিসপত্রই আসে। এবং এই আসার জন্য যে উন্নত ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকার দরকার, সেই ব্যবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে নেই। সুতরাং অন্যান্য জায়গায় জিনিসপত্রের যে দাম থাকে, স্বভাবতঃ ত্রিপুরা রাজ্যে তার চাইতে কিছু বেশী দাম হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে কংগ্রেস আমলে যে একটা কারচুপি করা হয়েছিল, যেটা মাননীয় সমর চৌধুরী তাঁর বক্তব্য বল্লেন, কারণ ওদের যদি সামর্থ থা কতো, তাহলে বামফ্রন্ট সরকার নিশ্চয়, এখানে দ্রাউ বাবু যে কথাটা উল্লেখ করেছেন কেন্দ্রের উপর দোষ চাপাবার একটা ব্যাপার, তিনি বোধ করি ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস জানেন না, ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থ-নীতি কি তা তিনি জানেন না, শুধু গলাবাজি করাটাই শেষ কথা নয়। একটা দেশ কি ভাবে চলতে পারে, তার জন্য অর্থ কোথায় থেকে জোগার হবে, সেটা কি ভাবেই বা আসবে, এই সমস্ত কিছু জানার দরকার। ত্রিপুরার অর্থনীতির রিসোর্স কি আছে, এটা জানা দরকার। তারা বোধ হয় সেটা জানেন না, আর সেজন্য একটা কটাক্ষ এই বামফ্রন্ট সরকারের উপর করছেন। এবং সাধারণ মানুষকে তারা যে কাদায় বিভ্রান্ত করে থাকেন, এই হাউসকে বিভ্রান্ত করবার জন্য সুচতুর সুকৌশল গ্রহণ করেছেন। তাই আমি অন্তত: তাদেরকে অনুরোধ করব যে তাদের যে কৌশল, এই বিধান সভায় যারা আছেন, তাদের বিভিন্ন সংগ্রামের অভিজ্ঞতার পর তাতে তারা বিভ্রান্ত হবেন না এবং ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষ যারা সংগে কর্মচারীরাও আছেন, সেই ৪০ হাজার কর্মচারীও তাতে বিভ্রান্ত হবেন না। কাজেই এই বিষয়ে আপনাদের চিন্তা করে আর কোন লাভ হবে না। তাই আমি বলতে চাই ত্রিপুরা জার অর্থ-নৈতিক ক্ষমতা সীমিত এবং এই অর্থ-নৈতিক সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যদি বামফ্রন্ট সরকারের সামর্থ্য থাকতো, তাহলে পর কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকার কোন প্রশ্ন ছিল না। কারণ আপনাদের যে মূল লক্ষ্য আপনারা যাদের জন্য প্রার্থনা জানান তারা আবার শাসন ক্ষমতায় ফিরে আসুন, সেই ইন্দিরা কংগ্রেস থেকে আরম্ভ করে তাদের সমস্ত শক্তি যা কিছু আছে এবং গত ৩০ বছর পর্যন্ত তারা যা কিছু করতে পারেন নি এবং এখনকার জনতা সরকারও যা কিছু করতে পারছেন না দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য, গত ১৫ মাসের রাজত্বে বামফ্রন্ট জনসাধারণের

কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে শুরু করেছেন এবং এর মধ্যে কর্মচারী যারা আছেন, তাদের সমস্ত বঞ্চনার লাগব করবার জন্যও এই সরকার সচেষ্ট রয়েছেন। অনেক দাবীই কর্মচারী দের ছিল বিগত কংগ্রেস আমলে যেটা পূরণ হয় নি কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সেগুলি পূরণ করার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং আমি এই কথা দৃঢ়তার সংগে বিশ্বাস করি যদি ক্ষমতা থাকতো, তাহলে কেন্দ্রের দিকে তাকানোর কোন প্রশ্ন উঠতো না। যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থ-নৈতিক ক্ষমতা সীমিত, সেজন্য বার বার বলতে পারেন, ওদের যারা জন্ম দিয়েছিল, লালন পালন করেছিল, সেই সুখময় বাবুর আমলে যখন কর্মচারীদের জন্য একটা পে-কমিশন বসে, তখন অনেক খুঁজা খুঁজির পর এখানকার চা বাগানের একটা প্রাইস ইণ্ডেক্স এই কর্মচারীদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল, আর তারই ভিত্তিতে এখানকার কর্ম-চারীদের বিভিন্ন ভাতা এবং অন্যান্য সমস্ত কিছু নির্ধারণ করা হত। স্যার এটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের ফাঁকি দেওয়ার জন্য একটা প্রচেষ্টা, আর এই প্রচেষ্টা কংগ্রেস আমলেই চলেছিল। এর বিরুদ্ধে ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীরা বার বার আন্দোলনে নেমেছে, সেই আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার এখানে প্রয়োজন নেই। কারণ এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যারা আছে, এই বিধান সভায় যারা আছেন, এমন কি বিরোধী পক্ষে আজকে যারা বসে আছেন তারাও জানেন যে ত্রিপুরারাজ্যের কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাসটা কি? এবং সেই আন্দোলনকে দমন করকার জন্য, ত্রিপুরা কর্মচারীদের ন্যায্য দাবী দাওয়া পূরণ না করে কংগ্রেস সরকার কি ধরনের দমন পীড়ন চালিয়েছিল, বিভিন্ন জায়গায় কর্মচারী সমন্বয় কমিটির অফিস ভেঙ্গে দিয়েছিল, এই রকম একটা অত্যাচার তাদেব উপর নামিয়ে আনা হয়েছিল, তাদের যে কণ্ঠ, তাদের আন্দোলনের যে শ্লোগান, তাকে কি ভাবে স্তব্ধ করা যায়, তাকে কি ভাবে নিঃশেষ করা যায়,। কিন্তু এটা ইতিহাসের শিক্ষা যে অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠি কখনও শেষ কথা বলতে পারে না, সংগ্রামী মানুষই শেষ কথা বলার মালিক। সুতরাং সেই হিসাবে আমরা দেখলাম যে ঐ অত্যাচারী শক্তি ত্রিপুরা রাজ্য থেকে শেষ হয়ে গেল, তাদের কেউ রইল না বংশে বাতি দিতে। আর তাদের পরিবর্তে ঐ ওদের চার জনকে এখানে এনে বসানো হয়েছে অনেক চেষ্টা চরিত্র করার পর। এই রকম একটা অবস্থার সৃষ্টি তারা সেদিন করেছিল। কিন্তু তা সত্বেও ত্রিপুরা রাজ্যে কর্মচারী আন্দোলন টিক রয়েছে এবং তাদের দাবীগুলিও এখন পর্য্যন্ত রয়েছে। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আজকের যে যে দাবী এই বিধান সভায় উঠেছে কেন্দ্রের হারে মহার্ঘভাতা দেওয়ার জন্য, এই দাবী অত্যন্ত যুক্তি যুক্ত। আমরা এটাও জানি যে ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর, শ্রমিক কৃষক মধ্য বিত্ত যে সমস্ত কর্মচারী আছেন, তাদের স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকার যে ভাবে কাজ করে চলেছেন, তাতে যদি এই বামফ্রন্ট সরকারকে কেন্দ্রের দিকে তাকাতে হয়। স্যার, আমি একটা হিসাব এর আগে দেখেছিলাম, সেটা সঠিক কিনা, জানি না। তবু যদি কেন্দ্রীয় হারে কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয়, তাহলে রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত প্রায় ৬ কোটি টাকা লেগে যাবে। কাজেই এই যে বিপুল অর্থ, এ টাকা জোগার করা রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ছাড়া এটা কোন মতেই সম্ভব হতে পারে না। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, বিরোধী পক্ষের মধ্যে আজকে একটা অদ্ভুত জিনিস আমি দেখতে পেলাম। সেটা হচ্ছে এই যে এই গঠনাটাকে কেন্দ্র করে বিরোধী পক্ষের একজন

মাননীয় সদস্য বলেছেন যে আমি এটাকে সমর্থন করি, আর বিরোধী দলের যে নেতা তিনি বলেছেন, আমি এটাকে সমর্থন করি না। অর্থাৎ তাদের একই সংগে এতরূপ আমি এর আগে কখনও দেখি নি। এখানে মহার্ঘ ভাতার প্রশ্নটাকে সমর্থন করেছেন মাননীয়, সদস্য হরিনাথ বাবু, কিন্তু তিনি এটাকে সমর্থন করলেও কতটুকু সমর্থন করেছেন, তা আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর কর্মচারীদের যে দীর্ঘদিনের দাবী বিশেষ করে এ্যাক্স গ্রেসিয়ার যে দাবী বিগত পূজার সময়তে তাদের সেই দাবী সরকার পূরণ করেছেন। আমাদের মাননীয় সদস্য হরিনাথ বাবু তিনিও একজন শিক্ষক, তিনি একটা স্কুলে চাকুরী করেন, এবং তিনিও এ্যাক্স গ্রেসিয়া পেয়েছেন। কিন্তু তিনি সেই এ্যাক্স গ্রেসিয়ার টাকাটা পকেটে পুরে নিয়ে টাকারজলাতে এক জন সভাতে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার কর্মচারীদের দালালী ভাতা দিয়েছেন। কাজেই এই হচ্ছে তাদের আসল অবস্থা, তারা এখানে এসে এটাকে সমর্থন করবেন আর জনসভাতে গিয়ে বল্‌বেন যে কর্মচারীদের দালালী ভাতা দেওয়া হচ্ছে। আমার মনে হয় হরিনাথ বাবু এ্যাক্স গ্রেসিয়ার টাকাটা না নিয়ে, জনসভায় গিয়ে এই কথাটা বল্লে ভাল করতেন। কাজেই উনি যে এটাকে সমর্থন জানিয়েছেন, তাদের পিছনে তাঁর কতটুকু সদ্‌ইচ্ছা আছে, তা আমি বুঝতে পারছি না। কাজেই এই পরিস্থিতিতে আমি আর বেশী কিছু বলতে চাই না, কারণ কর্মচারীদের এই দাবী, এটা ন্যায্য দাবী এবং সরকারও মনে করছেন যে তারা এই ব্যাপারে বঞ্চিত হচ্ছে, জিনিষ পত্রের দাম আজকাল যে ভাবে বেড়ে চলেছে। একটা রাজ্যের মধ্যে দুই ধরনের কর্মচারী কোন অবস্থাতেই থাকতে পারে না। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের যারা এখানে থাকবেন, তাদের এক রকম ভাতা থাকবে, আর রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের অন্য রকম মহার্ঘ ভাতা থাকবে—কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের বেশী দাম দিয়ে জিনিসপত্র কিনতে হয় আর রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কম দামে জিনিস কিনতে হয়, এটা চিন্তা করা যায় না। সুতরাং গোটা ভারতবর্ষের একই রকম ভাতা হওয়া উচিত। সেই ভিত্তিতে ত্রিপুরার যে দাবী, ত্রিপুরার কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার যে প্রস্তাব, সেটাকে আমি পূর্ণ ভাবে সমর্থন করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি যে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর যেসব উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, সেই উন্নয়নমূলক কর্মসূচীগুলি রূপায়নের জন্য আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ত্রিপুরার জন্য বাজেট বরাদ্দ করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানান হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা দেখছি যে, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে নির্মম ভাবে সেই দাবী কাঁটছাট করা হয়। কিন্তু এটা আমি বিশ্বাস করি যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা যত দাবীই করিনা কেন—সেই অতিরিক্ত ৬ কোটী টাকার প্রশ্ন সেটা কেন্দ্রীয় সরকার সহজেই দিয়ে দেবে, এটা আমি মনে করতে পারিনা। সেজন্য মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমি সমর্থন জানাই এবং রাজ্যের গণতান্ত্রিক প্রিয় মানুষের কাছে এই আবেদন রাখব যে তার জন্য আমাদের আন্দোলন করতে হবে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে লড়াই করতে হবে নইলে অনিচ্ছুক কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এই জিনিষ আদায় করা যাবে না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ্য মহোদয়, মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন, সেই প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি। কিন্তু সমর্থন করতে যেয়ে একথাই বলতে চাই যে, বিরোধী দলের যারা আছেন, তাঁরা ত্রিপুরার কর্মচারীদের অবস্থা জানেন না। তাঁদের সেই অজ্ঞতা আমি দূর করার চেষ্টা করছি। ত্রিপুরার কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতার যে দাবী, যেটা তারা পেয়ে আসছিল, সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, পাওয়ার জন্য যে দাবী সেটা কোন নূতন জিনিষ নয়। সেটা তারা ১৯৭২ সালের আগ পর্য্যন্ত পেয়ে আসছিল। ১৯৭২ সালের আগ পর্যান্ত, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা যে তারিখ থেকে বাড়তো ত্রিপুরার কর্মচারীরা—তিন মাস পর হলেও সেই তারিখ থেকে এরিযার সহ তারা সেটা পেত। কিন্তু শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত রাজত্বে আসার পর, কেন্দ্রীয সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে মহার্ঘ ভাতার ব্যাপারে যে লিংকেজ ছিল, সেটাকে তিনি বন্ধ করে দেন। তারপর পে কমিশন বসান হল, কিন্তু একচ্যুয়েলী ত্রিপুরার কর্মচারীরা '৭২ সাল থেকে ডিপ্রাইভড হযে আসছে। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দাও এই কথা নয়, যেটা চালু ছিল, সেটাকে আবার চালু কর। বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের সেখানে টার্গেট করা উচিত ছিল। ৯০ ভাগ টাকা দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই টাকা ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীরা ঘরে জমাবে না। ত্রিপুরাতেই সেই টাকা খরচা করবে, সেই টাকা ত্রিপুরার গ্রামের মানুষের কাছেই চলে যাবে। কেন্দ্রের টাকা সরকারী কর্মচারীদের পাওয়ার অর্থ হল, মানি সার্কুলেশান হবে, ত্রিপুরার মানুষের কাছেই সেই টাকা যাবে। অথচ সুখময় সেনগুপ্ত সেই টাকা বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি সেটা কার স্বার্থে করেছিলেন ?— কেন্দ্রের স্বার্থে, নিজের গদীর স্বার্থে, কর্মচারীদের সর্বনাশ করে '৭২ সালে থেকে সেই লিংকেজটা কাট করে দিলেন। তারপর পে কমিশন বসালেন। সেখানে আমরা দেখলাম যে আগে একজন এল, ডি, সমস্ত মিলিয়ে পেত ২৯০ টাকা, এখন পে কমিশন ইনট্রোডিউস হওয়ার পর সে পাচ্ছে ২৩০ টাকা থেকে ২৪০ টাকা, প্রায ৫০ টাকা কম। সেই ভাবে ইউ, ডি, সি এবং একজন ক্লাস ফোরের বেলায়, তাদের বেতন কমে গেল ৫০ থেকে ৮০ টাকা। '৭২ সালের আগে একজন ক্লাস ফোর কর্মচারী, ডি, এ, ইত্যাদি মিলিযে, কেন্দ্রীয সরকারের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর চেয়ে দুই টাকা বেশী পেত। এখন সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের একজন ক্লাস ফোর কর্মচারীর চেয়ে ৫০।৬০ টাকা কম পাচ্ছে। একজন এল, ডি, সি ৮০।৯০ টাকা কম পাচ্ছে। কাজেই এই টাকা যদি ত্রিপুরায সার্কুলেশান হত, তাহলে সেটা ছোট ছোট দোকানদার পেত, ছোট ছোট কৃষক পেত, তাদের হাতেই টাকাটা যেত। ৭ম অর্থ কমিশন সাল থেকে একটা ডিফারেনস রয়েছে। কেন্দ্র রাজ্যের এই ফারাকটা কমাতে বলেছেন যে পার্টিকুলারলী রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের কেন্দ্রায় কর্মচারীদের সংগে '৭২ হবে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে সমান করতে হবে। সেই ফারাকটা কি ? ত্রিপুরার ফারাক হচ্ছে যে '৭২ সালের পর একজন ক্লাস ফোর কর্মচারীর বেড়েছে ৬৩·৮ পার্সেণ্ট এবং ত্রিপুরার বেড়েছে ৪৭·৮ পার্সেণ্ট—এই কেলকুলেশান রং তাতে তাদের পে কাট ধরা হয়নি। আমাদের কোঅর্ডিনেশানের কেলকুলেশান হচ্ছে ৩১·৪ পার্সেণ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের একজন এল. ডি. র বেড়েছে ৬১'৮ এবং স্টেট এম্পলইজের বেড়েছে ৫৩·৫ পার্সেণ্ট এবং ত্রিপুরার বেড়েছে ১·২ পার্সেণ্ট—সেভেন্থ ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের কমেছে মাইনাস ৬ পার্সেণ্ট। সেভেন্থ ফিনানস কমিশনের কেলকুলেশান রং। আমাদের ক্ষেত্রে সেভেন্থ ফিনানস কমিশন করেছেন যে ৭২-৭৭ পর্য্যন্ত প্রতিটা ষ্টেট গভর্ণমেণ্টকে

সেই ডিফারেনসটা পূরণ করতে হবে—সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের ডি. এ দিতে হবে এবং এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার যে ৩৬ কোটি টাকা চাইছে—সেভেন্থ ফিনানস কমিশনে মেমোরেণ্ডাম দিয়েছে। দেওয়ার পর সেভেন্থ ফিনানস কমিশন ৩১০ কোটি টাকার মধ্যে ২৪০ কোটি টাকা দিয়েছি—তার মধ্যে এক্যাচুয়েলী দিয়েছে ১৯০ বা ৯৬ কোটী টাকা। তাহলে আমাদের ডি. এ. র ব্যাপারে যে ডিসিশান ছিল ২৪০ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৮ বা ৭ কোটী টাকা দিয়েছে।

বিহারের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদেরকে ডি. এ দেওয়ার জন্য, পে রিভিশন করার জন্য, বিহার সরকার চেয়েছিল ৩১৫ কোটী টাকা। আর কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে দিয়েছেন ৩৬০ কোটী টাকা। যা চেয়েছে তার চেয়েও বেশী দিয়েছে। তার আয় আছে, তার আয়ের সংস্থান আছে। সে অন্যান্য সোর্স থেকে আয় বাড়াতে পারে। আর ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ৩৬ কোটি টাকা চেয়েছে, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে মাত্র আট কোটি টাকা। তারমধ্যে পে কমিশন ইত্যাদি এর থেকেই করতে হবে। আমি বামফ্রণ্ট সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ বামফ্রণ্ট সরকার প্রথমে এসেই বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা যে হারে ডি এ. পায়, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদেরকে সেই হারে ডি. এ দেওয়া উচিত। রাজ্য সরকার সপ্তম পে কমিশনের কাছে লিখেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখেছে। শুধু তাই নয়, পূর্ববর্ত্তী পে কমিশন যে ৫০।৬০ টাকা বেতন কমিয়ে দিল, সেজন্য এই সরকার পে কমিশন বসিয়েছে। ২।৩ বৎসরের মধ্যে পে কমিশন বসানো সারা ভারতবর্ষে কোথাও নজির নেই। ১৯৬১ সালে পে কমিশন বসেছিল আবার বসেছিল ১৯৭৪ সালে। ১২।১৩ বছর পর। এই চার বছর পরে, বামফ্রণ্ট সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গে, পে কমিশন বসল এবং বসেই বলছে যে এর আগের পে কমিশনের যে ক্ষত আছে, যে পে স্টাকচারকে কাটআপ করা হয়েছে, তার পরিবর্ত্তন করে দেবে, সেন্ট্রাল হারে ডি. এ দেবে ইত্যাদি। এই কথা চিন্তা করা যায় না। চার বছর পরে কোন জায়গায় অ্যানাউনসমেনট হয়নি। এই অবস্থায় প্রশ্ন জাগে যে আজকে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে অবজ্ঞা করছে কিনা? কারণ ডি. এর ব্যাপারে বিহার ছিল ফার্স্ট এবং তারপরেই ছিল ত্রিপুরা। পে স্ট্রাকচার থেকে। কিন্তু আজকে ত্রিপুরার কর্মচারীদের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে বিহার ৩৬০ কোটি টাকা পাওয়ার পর উঠে গেছে। আজকে বিহারকে ৩৬০ কোটি টাকা দিতে পারে আর ত্রিপুরাতে টেক্স বসানো যাবেনা, ত্রিপুরাকে টাকা দেবেনা, এটা হতে পারেনা। কোঅর্ডিনেশন কমিটির বক্তব্য আমি এখানে পরিষ্কার করে বলতে চাই যে সরকারী কর্মচারীদের বেতন, ডি. এ দেওয়ার জন্য ত্রিপুরার গরীব মানুষ তাদের উপর টেক্স বসিয়ে সরকারী কর্মচারীদেরকে ডি. এ দেওয়ার কথা আমরা বলব না। আজকে কিছু পত্রিকা বলছে যে গরীব মানুষের উপর টেক্স বসিয়ে কর্মচারীদেরকে ডি.এ দেওয়া হচ্ছে। এটা আমরা মানিনা। ত্রিপুরার ৯০ ভাগ টাকা কেন্দ্র থেকে আসছে। আরেকটা কথা কোঅর্ডিনেশন কমিটি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ আপনারা কাকে রক্ষা করেছেন? আপনারা সুখময় বাবুকে রক্ষা করেছেন। যে একটা দুর্নীতি পরায়ণ, সমস্ত মানুষের সর্বনাশ করেছে তাকে রক্ষা করেছেন। ১৯৭৪ সাল, সুখময় বাবুর রাজত্ব, পশ্চিমবংগে সিদ্ধার্থ শংকর রায় রাজত্ব করেছে। এই অবস্থায় অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন আর ত্রিপুরার কর্মচারী কোঅর্ডিনেশন কমিটি আমরা দিল্লীতে গেছি। এখানে আমরা বিশ হাজার সই সংগ্রহ করেছিলাম, ২০ লক্ষ সই সংগ্রহ করা

হয়েছিল এবং এই সই নিয়ে আমরা ইন্দিরা গান্ধীর কাছে গিয়েছিলাম। কেন গিয়েছিলাম? এখানকার কোর্ডিনেশন কমিটি বলতে পারত না যে সুখময়বাবু আপনি মুখ্যমন্ত্রী, আমরা কেন্দ্রের কাছে যাব না, ডি. এ, পে সবই আপনাকে দিতে হবে। তখন ১৯৭৪ সাল এই কথা আমরা বলি নি। পশ্চিমবংগের সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের কাছে বলি নি। আমরা দিল্লী ছুটে গিয়েছিলাম ২০ লক্ষ সই সংগ্রহ করে এবং ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছিলাম যে রাজ্যগুলির হাতে যদি টাকা দেওয়া যায়, যদি ক্ষমতা না দেওয়া যায় তাহলে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করা যায় না। ১৯৭৪ সালে দিল্লীর বুকে দশ হাজার কর্মচারী মিছিল করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই কথা বলেছি যে সিদ্ধার্থ শংকর রায়কে টাকা দেওয়াতে বেতন ভাতা বাড়াতে পারে। তাহলে ১৯৭৪ সালে কোঅর্ডিনেশন কমিটির যে ষ্ট্যাণ্ড ছিল আর আজকে ১৯৭৯ সালে কোঅর্ডিনেশন কমিটির যে ষ্ট্যাণ্ড তার মধ্যে কোন ফারাক নেই। ১৯৭৪ সালে একই স্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম যে ত্রিপুরার পক্ষে সুখময় বাবুর যেমন রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে টেকস বসিয়ে তার টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই আজকে ঠিক সেই কথাই বলছি যে বামফ্রন্ট সরকারকে কেন্দ্র টাকা না দিলে কর্মচারীদের শুধু ডি এ কেন, বেতনই দেওয়া যাবে না। আমরা প্রাইম মিনিষ্টারের সংগে আলাপ আলোচনা করেছি, মেমোরেণ্ডাম দিয়েছি। সেখানে আমরা বলেছি যে বিহারের ক্ষেত্রে ৩৬০ কোটি টাকা হতে পারে আর ত্রিপুরায় যেখানে আয় নেই, সংস্থান নেই তাকে ৩৬ কোটি টাকার মধ্যে আট কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এটা ঠিক নয়। কেন্দ্র টাকা না দিলে এটা হবে না। আজকে বিধান সভা অভিযান আছে, সারা ভারতবর্ষে আজকে একই দিনে আমাদের অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন পাচটার পরে বিধান সভা অভিযান করবে। ত্রিপুরায় যেমন হবে তেমনি হবে রাজস্থানে, বোম্বে সারা ভারতবর্ষে ৫০।৬০ লক্ষ রাজ্য সরকারী কর্মচারী মিছিল করছে। আমরা পিপলের সংগে থাকতে চাই, জনগণের সংগে থাকতে চাই। ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের সেণ্ট্রাল ডি এর ক্ষেত্রে কো-অর্ডিনেশন কমিটির থেকে গিয়ে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছি এবং আমরা প্রধান মন্ত্রীর সংগে আলোচনা করে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে একটা স্পেশিয়েল কনসিডারেশন দেওয়ার জন্য বলেছি। তিনি বলেছেন যে এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের সংগে আলোচনা করবেন। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন না যে এটা রাজ্য সরকারের ব্যাপার। আপনারা যেটা বলছেন। তারা বলছে যে সেকেণ্ড পে কমিশন টাকা দিচ্ছে রাজ্য সরকার দিতে পারবে না বলে। বিহারকে দিচ্ছে উত্তর প্রদেশকে দিচ্ছে, মধ্য প্রদেশকে দিচ্ছে এবং ত্রিপুরাকে দেওয়া দরকার। কাজেই এই ব্যাপারে শ্রমিক কৃষক তাদের যে সেনসেটিভ সেটা বুঝার চেষ্টা করতে হবে যাতে আমরা যৌথভাবে চিন্তা করতে পারি। কাজেই কর্মচারীদের সেণ্ট্রাল ডি এ, আদায় করার ক্ষেত্রে কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং বামফ্রন্ট সরকার একত্রিতভাবে চেষ্টা করছে। আমরা সবাইকে বলব এইভাবে চেষ্টা করলে আমরা ফলপ্রসু হব। ডি, এ সম্পর্কে একটা প্রশ্ন আছে, আমি বুঝি না, ত্রিপুরার পত্রিকাগুলির একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড থাকা দরকার। আমি সব পত্রিকার কথা বলছি না। কিছু কিছু পত্রিকা কর্মচারীদের ডি, এ বাড়লে চীৎকার করে উঠে। এটা তো বিড়লার কথা টাটার কথা। বিড়লা বলে যে কর্মচারীদের বেতন বাড়লে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যাবে। সুতরাং বেতন বাড়াবে না। কিন্তু কর্মচারীদের হাতে টাকা দেওয়া

মানেই তো সেটা খরচ হবে, মানি সার্কুলেশন বাড়বে। এই টাকায় পারচেজিং পাওয়ার বাড়াবে। কিন্তু এখানকার পত্রিকা যারা এই কথা বলছে সেটা না বুঝে বলছে। এটা বড় লজ্জার ব্যাপার। কাজেই আশা করি আপনারা এই ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়।

শ্রীব্রজ গোপাল রায় :—মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী আজকে কর্মচারীদের জন্য যে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতার দাবী এখানে উত্থাপন করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি এই কারণে যে কর্মচারীদের প্রতি বামফ্রন্ট সরকারের একটা বিশেষ দৃষ্টিভংগী আছে। কারণ বামফ্রন্ট সরকার মানুষের ক্ষমতায় বিশ্বাস করে। কর্মচারী সমাজ সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এটা বামফ্রন্ট সরকার জানেন। কাজেই এই কর্মচারীদের ন্যায্য প্রাপ্য যেটা, সেটা তাদের পাওয়া উচিত। একজন কর্মচারী যখনই তার ন্যায্য প্রাপ্য পাবে, তখনই তার যে পরিবার, সেই পরিবার তার দ্বারা উপকৃত হবে। এতে গোটা সমাজ তার দ্বারা উপকৃত হবে। এই কথাটা বামফ্রন্ট সরকার বুঝে। কর্মচারীদের যে আন্দোলন সে আন্দোলন ন্যায্য আন্দোলন এই কথাটা বামফ্রন্ট সরকার বুঝতে পারে। আর বুঝতে পারে বলেই, যখন থেকে ক্ষমতায় বসেছে, তখন থেকেই সে গোষ্ঠী সম্পর্কে কথা বলছে। আপনারা জানেন, ৭ম ফিনান্স কমিশনের কাছে বাম ফ্রন্ট সরকার আবেদন করেছে, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করতে অথচ সেই মহার্ঘ ভাতা প্রদান করার জন্য রাজ্য সরকার-এর আবেদন ৭ম ফিনান্স কমিশন শুনে নি। আজকে এর বিরুদ্ধে যারা সমালোচনা করছেন, তাঁদের বাস্তব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। কেন না বাস্তবকে না জানলে শুধু হাওয়ার উপর ভেসে কথা বলা যায় না। হাওয়ায় ভেসে থাকলে শুধু রঙ্গিন স্বপ্ন দেখা যায়। ত্রিপুরা যে রাজ্য, যার অর্থ নৈতিক যে পরিবেশ সে দিকে দেখতে হবে। এবং এই দেখা একজন মাননীয় বিধায়ক হিসাবে দায়িত্ব রয়েছে। তাঁরা সমালোচনা করছেন যে, রাজ্য কি করে চলছে? কেন্দ্র থেকে শতকরা ৯০ ভাগ সাহায্য আসছে। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য বলছি, ত্রিপুরা সরকার ৭ম ফিনান্স কমিশনের কাছে বলেছে, আমাদের চাহিদা অনুযায়ী অর্থ মঞ্জুর করতে। কিন্তু তা আসে নি। যতটুকু এসেছে তার মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার সেটা পালন করার সিদ্ধান্ত করছে। উনারা যে দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে বলছেন, বিরোধী গ্রুপের নেতা মিঃ দ্রাউ কুমার যে কথা বলেছেন, কেন ত্রিপুরা সরকার দিতে পারে না? হাঁা, পারত, যদি ঐ শোষকদের মতো সমাজের সাধারণ মানুষের বুকের রক্ত শুষে বামফ্রন্ট সরকার গদিতে আসত, তাহলে পারত। তাঁরা যতই বলুন না কেন, বামফ্রন্ট সরকার সেই পথে যাবে না। সাধারণ মানুষ এর রক্ত শোষণ করে, তাঁরা এই খানে রাজত্ব করতে চায় না। কাজেই সে দিক থেকে সেই দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে আমরা সাধারণ মানুষের উপর ট্যাক্স বসাতে পারব না। ট্যাক্স বসিয়ে টাকা এনে আমরা গরীবকে মারার যে চেষ্টা সেই চেষ্টা করব না। সে জন্যই আমরা কেন্দ্রের কথা বলছি এবং কর্মচারী সমাজও তা বুঝে। আজকে প্রসঙ্গ ক্রমে যে কর্মচারী সমিতিকে গাল মন্দ করার চেষ্টা এখানে হয়েছে, তখন ঐ ইন্দিরা গান্ধীর আশীর্বাদ পুষ্ট সুখময়বাবু ঐ কর্মচারীদের উপর অত্যাচার করছিল, কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষার নাম দিয়ে কর্মচারীদের মারবার চক্রান্ত করেছিল, তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? তখন কি কর্মচারীদের স্বার্থ দেখেছিলেন?

আর আজকে কর্মচারীদের স্বার্থে তাঁদের বুক উথলে উঠেছে, তাঁরা কাঁদছেন। এটাই বোধহয় প্রকৃত পক্ষে মায়াকান্না বলে। সেই মায়া কান্না কাঁদবেন না। বাস্তবিক কান্নার জন্য আপনারা তৈরী থাকুন। বাস্তবের উপর দাঁড়িয়ে কথা বলুন, তাহলে বুঝবেন ঐ কর্মচারী কি করেছে? ঐ কর্মচারী সমিতি যখন তাদের ন্যায্য পাওয়ার জন্য আন্দোলন করেছিল, আন্দোলন করেছিল ঐ পিছিয়ে পড়া মানুষ এর জন্য তাদের জীবন যাপনের প্রশ্নে, তার বিনিময়ে এই কর্মচারী সমিতি কি পেয়েছিল? তারা পেয়েছিল মিসা। মিসা দিয়ে রাতের অন্ধকারে হিংস্র হায়েনার মত সুখময় বাবুর মত লোকেরা এই কর্মচারী সমিতির উপর অত্যাচার নামিয়ে এনেছিল। সেদিন আপনারা কোথায় ছিলেন? সুখময় বাবুর ছত্র ছায়ায় আদরে লালিত হচ্ছিলেন। আর আজকে এখানে কর্মচারীদের সম্পর্কে যখন কথা বলেন, তখন সত্যি আমরা বিস্মৃত হয়ে যাই। বিস্মৃত হয়ে ভাবি, এই কি আপনাদের গুরু? তাই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে দাবী আসছে সেটাকে আমরা সমর্থন করি। সেদিন আমরা দেখেছিলাম, কর্মচারীদের ঠকাবার জন্য পে-কমিশন বসিয়ে দেওয়া হল, আর চা বাগানের ইন্‌ডেক্‌স এনে সেখানেও কর্মচারীদের ঠকানো হয়েছে। এই জিনিসগুলি আজকে বিচার করতে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে। কাজেই আজকে যে দাবী এসেছে, কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে সেই দাবী আমাদের কেন্দ্রের কাছে করতে হবে। কেননা অর্থের যোগান কেন্দ্রকে দিতে হবে। কেন কেন্দ্র দেবে না। বিভিন্ন রাজ্যের রাজস্ব চুষে নিচ্ছে কেন্দ্র। ত্রিপুরার আয়ের কোন উৎস নেই। ত্রিপুরায় ট্যাক্‌স বসাবার মত সুযোগ নেই। আমরা লক্ষ করে দেখেছি, ত্রিপুরার নিজস্ব কোন আয় নেই। কেন্দ্রের কাছে চাইতে হয়। এটা কেন্দ্রের দায়িত্ব। ত্রিপুরায় মানুষ অভুক্ত থেকে মরবে এটা হতে পারে না। কাজেই কেন্দ্রকে দিতে হবে। সংগ্রাম করতে হবে আজকে কর্মচারী সমাজকে। কর্মচারী সমাজ আজকে যে সংগ্রাম বাইরে করছেন, আমরা ভেতর থেকে সেই সংগ্রাম করব। গদী আঁকড়ে বসে থাকার জন্য আমরা এখানে আসি নি। আজকে আমরা তাদের সংগ্রামের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলব, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা কেন্দ্রকে দিতেই হবে। এর জন্য চাপ সৃষ্টি করতে হবে। এই যে প্রস্তাব আসছে সেটার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত করছি, এবং আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী বীরেন দত্ত।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে বিষয়টার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হচ্ছে, আজকে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য বলেছেন, কিছু দিন আগেও একবার এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, এবারও একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। হ্যাঁ, একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে এটা আমরা স্বীকার করি, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বলছি যে, এই বিষয়টির গুরুত্ব তাঁরা বুঝতে পারেন নি। এইখানে বসে একজন রিপোর্ট নিচ্ছেন, তিনি যদি একই কাজ কেন্দ্রে করতেন, তাহলে এক রকম বেতন পেতেন, আর আমাদের রাজ্য সরকারের কর্মচারী হিসাবে রেকর্ড করার জন্য, টাইপ করার জন্য এক রকম বেতন পাচ্ছেন। দোকানে যদি কোন জিনিস কিনতে যান, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য এক রকম দাম বাধা থাকে না কিংবা রাজ্য কর্মচারীদের জন্য এক রকম দাম বাঁধা থাকে না। একই জিনিসের জন্য একই দাম নির্দিষ্ট করা থাকে। আজকে ভারতবর্ষের

মধ্যে যে অবস্থা চলছে, সেটার অনুসন্ধান যদি আপনারা রাখতেন, তাহলে এই প্রস্তাবকে অবশ্যই মানতেন। আপনারা যদি স্বৈরতন্ত্রের উপাসক না হয়ে গণতন্ত্রের উপাসক হন, তাহলে এই কথা বলা ঠিক হয় নাই। আপনারা যদি গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হন, তাহলে এতদিন যে জিনিসটা হওয়া উচিত ছিল সে কথা বলতেন। আজকে গণতন্ত্রের একটি ফোরাম আছে, সেই ফোরাম অনুযায়ী আজকে এই বিধান সভায় যে প্রস্তাবটা আবার উদ্ভূত হয়েছে, সে উদ্ভূত হওয়ার জন্য যে আবহাওয়া, সে আবহাওয়া ত্রিপুরা রাজ্যে চলছে, সে আবহাওয়া পশ্চিমবঙ্গে আছে, সে আবহাওয়া আপনারা বুঝতে চেষ্টা করুন। যারা শ্রমিক কৃষকের স্বার্থে কথা বলেন, তারাও একটা কথা বলেছেন, বর্ত্তমান যে শাসন কাঠামো আছে, সেই শাসন কাঠামোয় এখনই ভারতবর্ষে একটি নূতন শাসন কাঠামো গঠন করতে পারবে তা নয়। কিন্তু একই কাজের জন্য একই ধরণের বেতন হওয়া উচিত তা সংবিধানে আছে। সংবিধানে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে, জন্য সমান কাজেরসমান বেতন। ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারী শ্রেণী যদি আজকে এই বলেন, তাহলে সম্পূর্ণ ন্যায় সঙ্গত, সংবিধান সম্মত কথা বলবেন। এখানে একটু আগে মাননীয় মুখমন্ত্রী, এক্ষণই তিনি দিল্লী থেকে এসে বলছেন, মোরারজী দেশাই বললেন, "বিবেচনা করবেন।" জনতা সরকার ও কংগ্রেস সরকারের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। জনতা সরকার বুঝতে চেষ্টা করেন, শুনতে চেষ্টা করেন, বিবেচনা করার আশ্বাস দেন। এখানেই সুখময় বাবুদের মত লোকদের সঙ্গে ওঁদের তফাৎ। গণতন্ত্রের কথা বলুন? গণতন্ত্রের ফোরাম কি? আমরা গণতন্ত্রের ফোরামকে কোন্ জায়গায় নিয়ে যাব? আমরা গণতন্ত্রের ফোরামকে এই জায়গায়ই নিয়ে যাব, যেখানে মজুরই হউক, শ্রমিকই হউক, বুদ্ধিজীবীই হউক, আর কল-কারখানার শ্রমিকই হউক, তারা নিজেদের শ্রম শক্তি যে ঘণ্টা ক্ষণ হিসাবে বিক্রি করছেন, তারা একটা ন্যায্য মূল্য পান। কিন্তু এখানে যে সমাজ ব্যবস্থা চলছে, তার মধ্যে অবস্থান করে আমাদের দেশের প্রভুরা কোটি কোটি টাকা কামাই করছেন, লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করছেন। সংবিধানে কি চালু হবে না হবে তা আমরা জানিনা। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন যে, সংবিধানের মধ্যে থেকে যতদূর দেওয়া যায় তা কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন। কোথায় সংবিধানকে লংঘণ করা হয়েছে আজকে যে বিচার করার জন্য কেন্দ্রীয় কোর্ট বিল পর্য্যন্ত পাশ হয় নি। জানি না কতদূর বিচার পাওয়া যাবে। কারণ তাঁরা তো কংগ্রেসেরই সগোত্র। আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এই হাউসে এনেছেন, সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে একটু আগে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায় ও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু আজকে পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতিতে, ত্রিপুরার মত গরীব রাজ্যে যে নূতন একটা বিধান সভা গঠিত হয়েছে, তার কাছে লোকে কি আশা রাখে? লোকে বিগত দিনে কথা বলার যে চিন্তা ধারা, যে ভাবে মানুষ বাস করতেন, সে ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বাঁচতে চায় না। এই ত্রিপুরাতে জনতা নাম দিয়ে কংগ্রেস থেকে এসে যারা কটাএ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করলেন তারা এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করলেন যে গণতন্ত্র সম্মত কোন কথাই তাঁরা পছন্দ করতেন না। এবার বিধান সভা হয়েছে নূতন মানুষ নিয়ে, নূতন মানুষের কাছে মানুষ কি আশা করে মানুষ আশা করে গণতান্ত্রিক সম্মত প্রস্তাব। একটা শুধু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যাপার নয়, এটা সারা ভারতবর্ষের। সারা ভারতবর্ষে এই প্রস্তাবের একটা প্রভাব পড়বে। আমি খুব খুশী হয়েছিলাম যে হরিনাথ বাবু তাঁর বিবেক থেকে সমর্থন করেছেন কিনা জানি না, তবে আশা করা যায় কিছুটা পরিবর্ত্তন তাঁর হয়েছে, কারণ

তিনি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন। তাঁর এই যে গণতান্ত্রিক মনোভাব, সেটাকে আমি অভিনন্দন জানাই। আজকেই হয়তো একটা বিল আসবে অটনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিল। আমরা কিসের জন্য ফাইট করছি? উপজাতিদের সমাজকে রক্ষা করার জন্য এই অটোনমাস ডিসট্রিক কাউন্সিল বিল আমরা আনতে চাচ্ছি। সেই কাউন্সিলের ক্ষেত্রে, আমাদেব সরকারী কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে সাধারণ শ্রমিক, এই এরিয়ার ভিতর যারা থাকছেন, তাদের সম্পর্কে আমাদের চিন্তা ধারা কি হবে? আমরা গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করতে চাই। সমস্ত নির্যাতিত মানুষের মধ্যে, ত্রিপুরা রাজ্যের একটা প্রধান অংশ উপজাতি জনসমাজ আমরা গণতন্ত্র বিশ্বাস করি, তার জন্য আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে চলতে চাই। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে দাঁড়িয়ে যদি এখানকার কর্মচারীদের কেউ প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে কেন্দ্রীয় হারে তাদের মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে, এটাতো অন্যায় কিছুই না। একই বাজার থেকে জিনিষ কিনতে হবে, সংবিধানে লেখা আছে যে প্রত্যেকের সমান কাজের জন্য সমান অধিকার থাকবে, তার মূল্য সে সমানভাবে পাবে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের আবহাওয়া গণতন্ত্রের পক্ষে, শোষিত মানুষের পক্ষে, নির্যাতিত শ্রমজীবীর পক্ষে। এবং কর্মচারী পক্ষে আজ এই বিধানসভায় একটা সমাবেশ ঘটবে সেই সমাবেশ হবে সারা ভারতবর্ষের সমগ্র শ্রমজীবী মানুষের সমাবেশ। সেখানে তাঁরা আজকে কি প্রতিষ্ঠা করতে চায়? এখন তো তারা দাবী করবে না যে ভেঙ্গে দাও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা, তৈরী কর একটা নূতন সমাজ সমাজতন্ত্র। কিন্তু তারা বলবে যে তৈরী হও সমাজতন্ত্রের জন্য। আজকে মানুষ সমান অধিকার পেতে চায় দেশের সমাজতন্ত্র আনতে চায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেকটি মানুষের সমান মজুরী পাওয়ার, সমান মহার্ঘ ভাতা পাওয়ার অধিকার রয়েছে, সেই অধিকার আজকে আমাদের এই বিধান সভায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে। মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী এই প্রস্তাব উত্থাপন করে আলোচনার যে সুযোগ এনে দিলেন, সমস্ত হাউস আজকে এই প্রস্তাবের অনুকূলে। মাননীয় সদস্যের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। আশা করবো যে আপনারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে যাঁদের পরিচয় আছে সেই গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস রেখে তাঁরা বিনা দ্বিধায় সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাবেন। এই বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি প্রস্তাবটি হলো :—

"ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে পুনরায় অনুরোধ করছে যে ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের হাতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করুন"।

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো)।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মাকে অনুরোধ করছি তাঁর প্রস্তাবটি উত্থাপন করে আলোচনা করার জন্য।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে আমার যে প্রস্তাব ছিল সেই প্রস্তাবটি হলো :—

"এই বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ১৯৬০ এর দ্বিতীয় সংশোধনী অনুযায়ী উপজাতিদের বে-আইনী হস্তান্তরিত ভূমি ফেরত এর কার্য্যকে ত্বরান্বিত করার জন্য ত্রিপুরা বিধান সভার সদস্যদের নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হোক"।

আমি এই প্রস্তাবটি এনেছি বিশেষ ভাবে একটা কমিটি গঠন করার জন্য তবে হাউসকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে গত বছর ত্রিপুরায় লেণ্ড রেভিনিউ এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফমস' বলে একটা কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই হাউসের মধ্যে কথা ছিল যে এই কমিটি এক দিকে ত্রিপুরার অটোনমাস এলাকার সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কে কাজকর্ম করবেন এবং অপর দিকে ভূমি ফেরৎ দেওয়ার কাজও তাঁরা করবেন। কিন্তু গত বছর দেখা গেল, যে কমিটি গঠিত হয়েছিল, সেই কমিটির কাজকর্ম খুব ভাল হয় নি। এক বছরে মাত্র দুটি স্কীম হয়েছে। তাই আমি এখানে এই প্রস্তাব আনতে বাধ্য হয়েছি। ভূমি সংক্রান্ত কাজকে তদন্ত করে, এই কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য এই কমিটির প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি অনুভব করছি। কারন যে ল্যাণ্ড রিফমস' কমিটি গঠিত হয়েছিল, সেই কমিটি মনোযোগ সহকারে কাজ করতে পারেন নি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি জানি ১৯৭৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরায় দ্বিতীয় ভূমি সংস্কার আইন অনুসারে ১৯৬৯ সালে শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত উপজাতিদের জমি ফেরতের আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই আদেশ থাকা সত্ত্বেও ভূমি ফেরতের কাজ মন্থর গতিতে চলছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এখনও হয় নি। সুখময় বাবুর আমলে ভূমি ফেরত সংক্রান্ত একটি কমিটি হয়েছিল, কিন্তু সে কমিটি কাজ করতে পারে নি। তারপর সুখময় বাবুর রাজত্বের অবসানের পর, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসলেন। সুখময় বাবুর আমলে, যে সমস্ত ট্রাইবেলের জমি, নন-ট্রাইবেলের হাতে চলে গিয়েছিল, সেগুলি ফেরৎ দানের জন্য অর্ডার গিয়েছিল, কিন্তু সে অর্ডারগুলি পরে আবার বাতিল করা হয়েছিল। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। সুখময় মন্ত্রী সভার পতনের ঠিক কয়েক মাস আগে, ঐ বৎসরেরই বৈশাখের ১ থেকে ৭ তারিখের মধ্যে, ১৪০০ কেসে জমি ফেরতের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। পরে জনতা দলের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা ঐ ফেরৎদানের কাজকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাতিল করে দেন এবং এখনও সেই আদেশ বলবৎ আছে। কাজেই এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা আশা করেছিলাম বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর এই সমস্ত জমি ফেরত দানের কাজ আরও ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু কার্য্যত তা হয়নি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার আমি একটু অতীতের দিকে যাচ্ছি। ১৯৬০ ইং সনে প্রথম ভূমি সংস্কার আইন পাশ হয়। সেই আইনের ১৮৭ ধারা বলে ট্রাইবেলদের জমি নন-ট্রাইবেলদের হাতে যেতে পারবেনা। এই আইন ত্রিপুরাতেও ছিল এবং এখনও বলবৎ আছে। তথাপি শত শত কানি ট্রাইবেল জমি চলে গিয়েছিল নন-ট্রাইবেলদের হাতে। অনেক ট্রাইবেলদের উপর দোষ চাপিয়েছেন, ট্রাইবেলরা কেন তাদের জমি বিক্রি করল? কারণ বিগত ৩০ বৎসরে কংগ্রেসী শাসনের অপকৌশলে মহাজনদের শোষনে উপজাতিদের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেংগে পড়েছিল। তার সাথে সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভূমি বণ্টনের সমস্যা এবং কর্মসংস্থানের সমস্যা দেখা দিয়েছিল, যা থেকে উত্তরণ তাদের পক্ষে একরকম সম্ভব ছিলনা বলেই বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা আশা করেছিলাম, যে আইন উপজাতিদের জমি রক্ষা করবে, কিন্তু কার্য্যত তা পারছেনা। সেই জন্য হাউসের কাছে আমি এই প্রস্তাব রাখছি উপজাতিদের জমি রক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হোক। মাননীয় সরকারেরও জানা আছে যে, আইনের ধারা বলে ট্রাইবেলদের হাতে যেতে পারবে না। কিন্তু আমরা দেখছি সরকারী আদালতে বে-আইনী দলিল পত্র হয়ে আইনকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখিয়ে ট্রাইবেলদের জমি নন-ট্রাইবেলদের হাতে চলে যাচ্ছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার. গতকাল মাননীয় রেভেনিউ মিনিষ্টার, ল্যাণ্ড রেভেনিউ এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্ম'স (ফিফ্থ এ্যামেণ্ডমেণ্ট) এনেছেন। সেখানে সেকশান ৯, ৪৬ বি অব সাবসেকশান (১) যে আইনের ধারাটা এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানে এই ধরনের ধারা যদি গতকাল উনি উনার এ্যামেণ্ডমেণ্ট আনতেন, তাহলে ভাল হত। তা হল বর্গাদারদের রক্ষার জন্য কোন কেস সিভিল কোর্টে যেতে পারবে না এবং উত্থাপনও করা চলবে না। কাজেই ত্রিপুরায় ট্রাইবেলদের জমি ফেরত সংক্রান্ত যে শত শত মামলা সে মামলা এই বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সিভিল কোর্টে যেতে পারবে না, এই ধরণের যদি একটা সংশোধনী আনা যেত, তাহলে ট্রাইবেলদের স্বার্থ রক্ষা হত। এই ধরণের কোন ব্যবস্থা ১৯৬০ ইং সালে ভূমি সংস্কার আইনে ছিল না। ছিল সিভিল কোর্টে যেতে পারবে এবং যে কোন কেস দায়ের করা যেতে পারবে। এই সমস্ত পথ খোলা থাকার জন্য শত শত কেস কোর্টে ঝুলছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার আজকের প্রস্তাবের সাথে এটাও অতিরিক্ত বলতে চাই—

Any case or suit relating to the lands of Tribals already alienated incontravention of the clause 187 of the first land reforms Act, 1960 shall not be questioned in the court."

কারন বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এখানে রেভেনিউ কোর্টের উল্লেখ করা হয়েছে। আমি বলতে চাই, ট্রাইবেলদের বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি কোন কোর্টেই যাতে উত্থাপন করা না যেতে পারে এবং পরিবর্তে একজন আরবিট্রেটর নিয়োগ করে মীমাংসার ব্যবস্থা করা হয়। এই হল আমার বক্তব্য। নতুবা ট্রাইবেলরা গরীব, তাদের বিরুদ্ধে যদি একটা মামলা করা হয়, তাহলে সে মামলা পরিচালনা করার অর্থ নৈতিক সামথ্য তাদের নেই। অথচ তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন চুরির কেস দিয়ে, ডাকাতির কেস দিয়ে অযথা হয়রানি করা হচ্ছে। অনেক জমির কেস তাদের বিরুদ্ধে ঝুলছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আরেকটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে, উপজাতি যুব সমিতির সাথে তাল মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁরা বলেছিলেন ১৯৬০ ইং সন থেকে বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরত দেওয়া হোক। সুখময় সেনগুপ্ত তখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠীত ছিলেন। বলা খুব সহজ। কারন সুখময়বাবু ট্রাইবেলদের স্বার্থে কাজ করেন না। কাজেই সুখময় বাবুকে গদিচ্যুত করার জন্য এই বুলেট ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল। সেই বুলেটটিকে ব্যাবহার করে সুখময় বাবুকে আহত করা হয়েছে এবং আহত হয়ে সুখময় বাবু গদিচ্যুত হয়েছেন। সুখময় বাবু ১৯৬৯ইং সন থেকে ভূমি ফেরতের আদেশ দিয়েছিলেন। বামফ্রন্ট শরীক সংস্থা গনমুক্তি পরিষদ ১৯৬০ইং সন থেকে ভূমি ফেরতের দাবী করলেন। সেই জন্য আমি বলতে চাই ১৯৬০ইং সন থেকে যে সমস্ত ভূমি ফেরতের দরখাস্ত পড়েছিল, সেগুলি বিবেচনা করে এই ভূমি ফেরত দানকে তরান্বিত করা হোক। এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত বছরেও এই বেআইনী ভাবে হস্তান্তরিত ট্রাইবেলদের জমি ফেরত দানের কথা উঠেছিল। সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল ১৫ হাজার দরখাস্ত পড়েছিল। তন্মধ্যে ৬ হাজার দরখাস্ত বিভিন্ন কারনে বাতিল করা হয়েছে এবং ৯ হাজার দরখাস্ত ভেলিড আছে। এই ৯ হাজার ভেলিড দরখাস্ত অনুযায়ী বামফ্রন্ট সরকার, ট্রাইবেলদের জমি ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এই মর্মে বিধান সভায় বলা হয়েছিল। কিন্তু আমরা জানি প্রায় ৭০ হাজার দরখাস্ত পড়েছিল সুখময় মন্ত্রি সভার আমলে। কিন্তু সেই দরখাস্তগুলি কিভাবে বাতিল করা হলো, তার কোন তদন্ত করা হয়নি। সেই জন্য সারা ত্রিপুরায় একটা উদ্বেগ আছে। বিশেষ ভাবে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার. একটা কথা আমি জানিয়ে দিতে চাই, আজকে অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল এরিয়াস বিল উত্থাপন হতে যাচ্ছে এবং সেটা পাসও হয়ে যাবে। পাস হওয়ার পর অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের বাইরে যে সমস্ত ট্রাইবেল পরিবার বা গ্রাম থাকবে,

তাদের মধ্যে একটা ভীতি দেখা দিয়েছে। তাহলে ১৯৬০ ইং ভূমি সংস্কার আইনের ১৮৭ ধারা ট্রাইবেলদের জমি নন-ট্রাইবেলদের হাতে যেতে পারবে না, অথচ যেগুলি চলে গিয়েছে সেগুলির অবস্থা কি হবে? কাজেই আমি বলতে চাই অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের বাইরে যে সমস্ত জায়গা থাকবে তারা অত্যন্ত আনসেফ ফীল করবে এবং আমি মনে করি এই ১৮৭ ধারাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল ডিক্লারেশানের পরে যাতে সরকার পক্ষ ব্যবস্থা নেন। তা হলে যে সমস্ত গ্রাম বাইরে পড়বে তাদের মধ্যে উদ্বেগ দূরীভূত হবে শান্তিপূর্ণভাবে তারা বাস করতে পারবে। তা না হলে এমন সন্দেহ সৃষ্টি হবে, ঐ সমস্ত ট্রাইবেল অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিলের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করবে এবং ভিতরে অশান্তি সৃষ্টি হবে। হয়ত বেশী পড়বে না, হয়ত বা ৯০ হাজার বা এক লাখ উপজাতি অটোনমাসের বাইরে থাকবে। কাজেই এই সমস্ত ব্যবস্থা নিলে অটোনমাসের বাইরে উপজাতিরা থাকতে পারবে। কাজেই যারা অটোনমাসের বাইরে থাকবে ভূমি ফেরতের সংস্থান তাদের জন্যও থাকা উচিত। কেন না আমরা জানি উপজাতিরা জমি ছাড়া থাকতে পারে না। ভূমিই তাদের একমাত্র সম্বল। তাদের বিবাহ, জীবন ধারণের জন্যও ভূমিই তাদের একমাত্র সম্বল। তারা লেখাপড়া জানে না, চাকরীর ক্ষেত্রেও নির্ভর করতে পারে না। সেজন্য যদি আমরা রক্ষা করতে চাই উপজাতিদের, তাহলে সেই দিক থেকে তারা যাতে জমিকে নির্ভর করে বাঁচতে পারে, তাদের জন্য এটা বলছি। বাঙালীর মধ্যেও গরীব আছে, অস্বীকার করি না। কিন্তু এইসমস্ত গরীব শ্রেণীর মধ্যে যারা সিডিউল্ড কাস্ট সম্প্রদায় আছে, তাদের ষ্ট্যানডার্ড এবং উপজাতিদের জীবনধারার মধ্যে তাদের, কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ কোন তপশীল জাতির কাউকে যদি সামান্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়, তারা স্বচ্ছন্দে বাঁচতে পারে। কিন্তু একজন ট্রাইবেল, তাকে যত কিছু সাহায্যই দেওয়া হোক না কেন—যেমন জুমিয়া পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, প্রচুর টাকা কংগ্রেস আমলে দেওয়া হয়েছিল এবং বামফ্রন্ট সরকার আসার পরেও দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সমস্ত ব্যর্থ হয়েছে। যেমন দুর্গা চৌধুরী বাড়ীর ক্যাটল ফার্ম থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পরে ১০।১৫ হাজার টাকা তারা পেয়েছে। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই তারা সমস্ত টাকা শেষ করে দিয়েছে। কাজেই ট্রাইবেলের মধ্যে এমন আইন করা দরকার যাতে বিনা কারণে সহজভাবে তারা জমি হাতছাড়া করতে না পারে। কারণ জমিই তাদের জীবন। এছাড়া তাদের কোন উপায় নাই। কাজেই আমি এই হাউসের কাছে এই বক্তব্য রাখতে চাই, ৩০।৩২ মাইল পর্যন্ত পাহাড় পর্বত নিয়ে ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল হচ্ছে। কিন্তু সেখানে জমি নাই। সেজন্য যে সমস্ত চা বাগান ট্রাইবেল ডিষ্ট্রিকটের ভিতরে পড়বে, সমস্ত বাগানগুলি সম্পর্কে যদি রাজ্যসরকার বিবেচনা করেন, তাহলে ভাল হয়।

আর একটা কথা হচ্ছে ডুম্বুর রিজার্ভার কর্তৃপক্ষ ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলে দেওয়ার কথা ছিল। সেটা এই বিলের মধ্যে নেওয়া হয় নি।

শ্রীসমর চৌধুরী—পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার। যে প্রস্তাবের উপর আলোচনা হচ্ছিল সেটাই হোক। ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের উপর যখন আলোচনা হবে তখন সেটা হবে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—আমার যে আজকের প্রস্তাব ছিল বে-আইনী হস্তান্তরিত ভূমি ফেরতের কার্যকে ত্বরান্বিত করার জন্য ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্যদের নিয়ে একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হোক আশা করি এই হাউস এটা মেনে নেবেন এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মি: ডিপুটিস্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য হরিনাথ দেববর্মা যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, এই সম্পর্কে আমি বলতে গিয়ে প্রথমেই বলব যে ১৯৬০ ইং থেকে যে সব জমি বে-আইনীভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে তার জন্য দায়ী কে ছিল?

আমরা জানি যে তখন কার যে শাসক ছিল, অর্থাৎ কংগ্রেস, তারা ষড়যন্ত্র করে, তখনকার সেটেলমেণ্ট অফিসার ছিলেন এ, কে লোধ, তাকে দিয়ে বিভিন্ন রকমে কুকর্ম করিয়েছেন, এটা ত্রিপুরার মানুষ বিশ্বাস করে, উপজাতি জনসাধারণ জানে। সুতরাং আমরা জানি ১৯৬০ ইং সনে সেই পার্লামেণ্টে ভূমিসংস্কার আইন পাশ হয়েছে এবং সেই ভূমিসংস্কার ১৮৭ ধারায় পরিষ্কার লেখা আছে যে উপজাতির জমি অ-উপজাতির হাতে হস্তান্তর নিষিদ্ধ। সুতরাং এই আইনটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের জন্যই নয়, এটা তারা ভারতবর্ষের উপজাতিদের জন্য, যাতে তাদের জায়গা জমি হস্তান্তর হতে না পারে। অতীতের ঘটনার আজকে আমি এখানে জের টানতে চাই না। তবে আজকে এখানে আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য, হরিনাথ বাবু সুখময় সেন গুপ্তের অর্থাৎ কংগ্রেস আমলের যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তাঁর কথাই বার বার উল্লেখ করেছেন। তাতেই বুঝা যাচ্ছে যে, তারা তাঁর কথা এখনও ভুলতে পারেন নি। তারা নিশ্চয় এই কথা জানেন, আমরা যখন জেলে ছিলাম, তখন এখানে ল্যাণ্ড রেস্টোরেশান নামে একটা কমিটি গঠণ করা হয়েছিল এবং সেই ল্যাণ্ড রেস্টোরেশান কমিটির যে দুই একজন সদস্য এখানে উপস্থিত আছেন, আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, তারা কতজন উপজাতির জমি ফেরত দেওয়ার জন্য এই কমিটির কাছে প্রস্তাব রেখেছেন। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার গঠন হওয়ার পর, উপজাতিদের কল্যাণের জন্য যে সব সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হয়েছে, মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় সেগুলি সম্পর্কে অবগত আছেন। সুতরাং এখন এখানে যে প্রস্তাব এসেছে, অটোনমাস্ ডিসট্রিক্ট কাউন্সিল গঠণ হওয়ার পর, বিধান সভা সদস্যদের নিয়ে আর একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েণ্ট অব অর্ডার, স্যার, আমরা দেখেছি যে একজন সদস্য আপনার কাছে গিয়ে কোন বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন। কাজেই এভাবে একজন সদস্য সরাসরি আপনার কাছে গিয়ে কোন রকম পরামর্শ দিতে পারে কি ?

মি: ডিপুটি স্পীকার :—পারে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, আপনি রুলসটা একটু ভাল করে পড়ে দেখুন, কারণ আমরা লক্ষ করছি যে সদস্য সরাসরি আপনার কাছে গিয়ে কোন একটা বিষয়ে পরামর্শ করছেন।

মি: ডিপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা কোন পরামর্শের ব্যপারে নয়, কাজেই এই বিষয়ে কোন রকম পয়েণ্ট অব অর্ডার হতে পারে না।

স্যার, এখন যে সমস্ত কণ্টিগিউয়াস এরিয়া নিয়ে অটোনমাস ডিসট্রিক্ট কাউন্সিল গঠিত হবে, সেখানে উপজাতিদের জায়গা জমি রক্ষার ব্যাপরে কাউন্সিল তার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারবে, এটা নিশ্চয় মাননীয় বিরোধী সদস্যদের জানা আছে। তাছাড়া মাননীয় সদস্যরা এটাও জানেন যে ট্রাইবেল এ্যাডভাইসরী কমিটিতে এই বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনাও হয়েছে। এখন থেকে যদি কোন ট্রাইবেল জমি বিক্রি করতে চান, তাহলে সেই জমি সরকার যে কমিটি গঠন করেছেন—জমি সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন কমিটি, শ্রাদ্ধ, শান্তি, বিবাহ অথবা সামাজিক অন্যান্য কারণে যদি কোন ট্রাইবেল জমি বিক্রি করতে চান, তাহলে সেই কমিটি সমস্ত ব্যাপারটা তদন্ত করে, জমিটা তার কাছ থেকে কিনে নিবেন এবং সেই জমি ট্রাইবেলদের মধ্যে যারা ভূমিহীন আছে,. তাদেরকে সেই জমিতে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। অবশ্য মাননীয় সদস্য, হরিনাথ বাবু এখানে উল্লেখ করেছেন যে, এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন করতে হবে, অর্থাৎ উপজাতিদের জমি যাতে কোন ভাবেই হস্তান্তর না হতে পারে তার জন্য আইন করতে হবে। কিন্তু আমি জানি না তাঁদের এই প্রস্তাবের সংগে এর কতটুকু মিল আছে। কারণ এখন পর্য্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে আমরা তাদেরকে অর্থনীতির দিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে পারি নি, কারণ তা করতে গেলেও নানা রকম সমস্যা আছে। যেমন আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে শ্রাদ্ধ শান্তি, বিবাহ অথবা সামাজিক অন্যান্য যে সব

কারণ আছে, সেই সব কারণে অনেক সময়ে তাদের জমি বিক্রি করতে হয়। সেই জমি যাতে মহাজনদের হাতে হস্তান্তর না হতে পারে, তার জন্য সরকার থেকে জমি সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন করপোরেশান নাম দিয়ে সংস্থা করা হয়েছে, সেই সংস্থা ঐসব ট্রাইবেলদের কাছ থেকে জমি কিনে রাখবেন এবং ট্রাইবেলেরা যে সমস্যার মধ্যে আছেন, সেই সমস্যার সমাধান করবার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন। কাজেই এই রকম একটা সিদ্ধান্ত এই বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে, বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে সরকার পক্ষ থেকে যে সব সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব নিয়ে আসে, তার সবগুলিরই তাঁরা বিরোধিতা করেন। আজকে তাঁদের এই প্রস্তাব আনার কি অর্থ হতে পারে, তা আমি বুঝতে পারছি না। এই সম্পর্কে আমার একটা গল্পের কথা মনে পড়ে, সেই গল্পটা হচ্ছে, এক গ্রামে মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা উৎসব ছিল, সেই উৎসবের জন্য সিন্নি রান্না হয়েছিল, অর্থাৎ আমরা যাকে পায়েস বলি, তা রান্না হয়েছিল। কিন্তু সেই সিন্নির মধ্যে একটা টিকটিকি পড়াতে, তারা দৌড়ে মোল্লা সাহেবের কাছে গেল এবং বল্লো যে মোল্লা সাহেব আমাদের রান্না করা সিন্নির মধ্যে একটা টিকটিকি পড়েছে, এখন আমাদের কি করতে হবে? মোল্লা সাহেব বললেন যে ঠিক আছে, তোমরা হিন্দুদের যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছে, তার কাছে যাও এবং বল যে পায়সে টিকটিকি পড়লে আপনারা কি করেন? ব্রাহ্মণ শুনা মাত্র বলে দিলেন যে, ছি, ছি, ঐসব খেও না, ওটা ফেলে দাও, ওটা খাওয়া যায় না। তারা আবার মোল্লার কাছে এসে বিস্তারিত বললো এবং মোল্লা সাহেব সব কথা শুনে বললেন, ব্রাহ্মণ যখন বলেছে ফেলে দেওয়ার জন্য, তখন আমাদের সেটা খেতে হবে। কাজেই আমাদের বিরোধি দলে যারা আছেন, তাদেও দেখছি সেই রকমই একটা অবস্থা, অর্থাৎ কিনা তারা যা কিছু করবেন, সেটা তাদের ঐ নেতাদের থেকে জেনে শুনে বলবেন, তাদের নেতারা যা বলে দিবেন, সেই অনুযায়ী তারা এখানে এসে কাজ করবেন। তাই মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং গত ২১শে মার্চ তারিখে এই হাউসে বলেছিলেন যে তাঁরা নাকি সি, এফ ডি, জনতা এবং কংগ্রেসের সঙ্গে এক সাথে বসে মিটিং করেছেন। (এ ভয়েস ফ্রম দি অপজিশান—আর কত অসত্য বলবেন?) স্যার, এটা আমার কথা নয়, ওরা যা বলেছে, আমিও তাই বলছি, বিশ্বাস না হয়তো রেকর্ড দেখে নিতে পারেন, তার তা হলেই বুঝতে পারবেন যে আপনারা এই কথাটা বলেছিলেন কিনা। কাজেই তাদের সংগে একত্রে বসে মিটিং করেছেন এবং কথা মতোই আপনারা আজকে এখানে উপজাতিদের জন্য ওকালতি করছেন। এটা শুধু উপজাতিই নয় বরং ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটা কোন কাজেই লাগবে না। সুতরাং এই যে প্রস্তাব হাউসের সামনে এসেছে, যেহেতু একটা অটোনমাস ডিসর্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠন করা হচ্ছে, তাছাড়া ট্রাইবেল এ্যাডভাইসরী কমিটি থেকে যে জমির সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিধান সভার সদস্যদের নিয়ে আর একটা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠণ করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

"কক বরক"

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—গন গীনাং ডেপুটি স্পীকার স্যার,—মান গীণাং অরনি সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা কক থাইছা ছামানি বিছি চৌখুনি ছিমি খে বুইনি য়াগ খেতরক কচক ওই থাংমানি আব বেবাক ন ফিরক ওই মা রুনাই। অ কক ব তাবুক বামফ্রন্ট সরকারনি খানি দাবী খ্লাই অ। আবন কিফিলাই মা রুনাই সুমুই—আবন দাবী খ্লাইকা। আফুক কাম চৌং ছিঅ খে বোখা বাই আবণ মরন খ্লাইয়া। যাহউক বরক ব একদিন আন্দোলন খ্লাইকা। কিন্তু তাবুক চৌং মুগু খে, বরক্ তাবুক উংরুক অ ওছলুই থাংকা। আং খাকামানি অন্তত বামফ্রন্টনি বেকাক সদস্য ন আবন চাজাক গাণী সুপুই। কিন্তু আং তাবুক ন মুগু যে, মান গীণাং সদস্য নিরঞ্জন দেববর্মা আবণ গচিই নাইয়া। সাধারণ বরক

ন খে ছাওই তংতি রান। যে চাং আহাই নাই ও, আহাই নাই ও হুনুই। অর বিধান সভা অ কাইকায় অন্য রকম কক ছাওই তংগ। কারণ বরংনি তমুং চামুং অরনি অ মান জাফ ওই তংগা। মান গীনাং ডেপুটি স্পীকার সার চিনি বরক যে আগি খেত চাষ খলাই তংমানি আ খেতরক বুইনি য়াগ তৗরৗগ তৗবৗগ খে কচক ওই থাংবাই লাহা। ফলে যারা কুরুইরক মহাজন রকনি থানি ছামুং তাংওই মাতং বাইখা। ছাগ অ থই পর্য্যন্ত কুরুই খা গীজা। বরংনি যে খেতরক ফিরকওই রুদি আব চাং ছাঅ। কিন্তু বামফ্রণ্টনি ঐ যে সদস্য নিরঞ্জন দেববর্মা ব আবন গচিই নাইয়া। আ খেতরক ন কাহাম খলাই মাং চাথৗং ব আবন নাইয়া। নকনি মাই তা মা চাথৗং ব আবন নাই অ। কাজেই বরংনি স্বার্থ তুই অর বিধান সভা অ অ কক ছাই তং অ। অবশ্য ব একজন ট্রাইবেল মেম্বার। তার পর চিনি এই যে হরিনাথ দেববর্মা কক থাইছা ছানানি আব ঠিকন ন। যে সংবিধান অ পর্য্যন্ত ছুইজাক তংঅ। এবং বামফ্রণ্ট ব আ দাবী ন খলাই তং অ। চাং তাবুক অ কক ন সমর্থন খলাই মান রা কাজেই বামফ্রণ্ট তৗরৗগ তৗরৗগ খে চিনি, বরক রক উপজাতি যে, তাথুক বুথুক তংনাই রক শুধু ন তাবুক হাচাল অ থাং বাই লাহা। পগ ওই থাং বাই লাহা। এবং বরং ব একদিন অ বরংনি পক্ষে আন্দোলন খলাই কাইমানি,—বরং তাবুক কৗরৗগা। ঐ যে, অজয় বিশ্বাস তিনি মিছিল তুবু মানি আবছে লগি মাবুলিয়া। আবনি বাগাই অর প্রস্তাব থা তিছাগা। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা মা রুনাই হুনুই। (কব বরক ফাইজাক লিয়া নিনি কর্মচারী, রাজ্যনি কর্মচারী, কেন্দ্রীয় ন ছে মহার্ঘভাতা রুদি স্থনুই তং অ। কাজেই মান গী নাং ডেপুটি স্পীকার সার,—এই যে বরং নি Policy আর দল ন রাখ রুনানিছে। কিন্তু এই যে, মাচায়া, মাং সুংযা খেত কৗরৗই বরংনি অধিকার মানানি ঔংথৗং। আইনমতে বরং ন ফিরক ওই মা রুনাই আব বরং নাইযা। যারজন্য চাং বামফ্রণ্ট ন গুগ অ। যে সুখময় সেনগুপ্ত হাই একজন Tribal বিদ্রোহী ১৯৬০ সাল নছে গচিই নাইয়া—১৯৬৯ সাল। তাবুক ন বামফ্রণ্ট নি তাবুক খে Tribal দরদী সুনমানিছে তাবুক কালছে খেত ফিরক ওই রুনা সুন য়া। মাচায়া বুথানিছে—কক ছাওই তংগ, অমহাই মে Policy চাং আবন গচিই নাই মান য়া। এবং চাং মুন যে, কৗরৗই রগনি হুণুই কাইছা সর্বহারা পার্টি তং অ। যে খেত কৗরৗই বিনি পক্ষে নে কক ছাই মানয়া বুইনি থানিছে মুনি ঔংওই মা চাঅ। আবনি পক্ষেছে আ কক ছাইয়া। কাজেই বরংনি তমুং চামুং ন আং প্রতিবাদ খলাই অ। এবং চিনি প্রস্তাব তংমানি আবন গচিই নাদি আহাই হুণুই আপনি কক পাইগা।

—বঙ্গানুবাদ—

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিধান সভার সদস্য—শ্রীহরিনাথ দেববর্মা, গত ৮ (আট) বৎসর ধরে যে সমস্ত উপজাতিদের জমি অ-উপজাতিদের হস্তে বে-আইনি ভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে সেগুলো ফেরৎ দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব এই হাউসে রেখেছেন সেই প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করতে বামফ্রণ্ট সরকারের নিকট আমি দাবী রাখছি। আমরা জানি বামফ্রণ্ট সরকার অন্তরের সাথে এই প্রস্তাবকে আজকে মেনে নিতে পারছেন না। কিন্তু তারাই একদিন এই ব্যাপারে আন্দোলন করেছিলেন। এখন আমরা দেখতে পাই যে, বর্ত্তমানে সরকারে আসার পর তারা এই ব্যাপারে পিছিয়ে যাচ্ছে। আমি মনে করেছিলাম অন্ততঃ বামফ্রণ্টের সমস্ত সদস্যই এই দাবীটা মেনে নিবেন, কিন্তু আমি দেখতে পাই যে, মাননীয় সদস্য শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা তিনি উপজাতি হয়ে ও এই প্রস্তাবকে মেনে নিচ্ছেন না। অথচ বাইরে জন সাধারণকে বলছেন যে, আমরা তোমাদের জন্য এটা চাই, ওটা চাই, কিন্তু বিধান সভাতে এসে অন্যরকম কথা তাঁরা বলে থাকেন। তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এ জিনিসটা পরিস্কার ধরা পড়ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের উপজাতিরা আগে যে সমস্ত জমি চাষাবাদ করত সে সমস্ত জমি আস্তে আস্তে অ-উপজাতিদের নিকট চলে যাওয়ার ফলে তারা নিঃস্ব হয়ে

পড়েছে এবং দিনের পর দিন দেহের রক্ত নিঃশেষ করে মহাজনদের কাছে তাদের দিন মজুরীর কাজ করতে হচ্ছে কাজেই তাদের নিজেদের জমি ফিরে পাক্ এটা আমরা চাই, কিন্তু বামফ্রন্টের সদস্য মাননীয় নিরঞ্জন দেববর্মা তা মেনে নিতে পারছেন কী ? সে সমস্ত জমির ফসল গরীবদের ঘরে ওঠুক এটা তিনি চান না। তারা না খেয়ে মরুক, এটাই তিনি চান। তাঁরা নিজেদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে বিধান সভাতে কথা বলেন অথচ তিনি একজন উপজাতি সদস্য, মাননীয় হরিনাথ দেববর্মা যে দাবী রেখেছেন সেটা ন্যায় সঙ্গত ও সংবিধান সম্মত দাবী। বামফ্রন্ট ও এই দাবীই করে এসেছেন এতদিন কিন্তু এখন তারা এটা মেনে নিতে পারছেন না। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের নিকট থেকে আমাদের উপজাতি ভাইরা অনেক দূরে চলে যাচ্ছেন। বামফ্রন্ট সরকার রাজকে ভুলে যাচ্ছেন একদিন এই উপজাতিদের সঙ্গে নিয়েই তারা আন্দোলন করে ছিলেন এবং তাদের ভোটেই পাশ করে সরকারে এসেছেন। ঐ যে মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস আজ মিছিল নিয়ে এসেছেন তাঁর দলেও কোন লোক ছিল না, যার জন্য তাকে প্রস্তাব তুলতে হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে আপনার কর্মচারী—রাজ্য সরকারের কর্মচারী অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী করছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এটা তাঁদের দলকে শক্ত করার Policy মাত্র। কিন্তু যারা খেতে পায়না, যাদের জমি নেই, তাদের অধিকার স্বীকৃত হউক, আইনগত ভাবে তারা জমি ফিরে পাক্ এটা তাঁরা চান না। বামফ্রন্ট সরকারকে, সুখময় সেনগুপ্তের মত একজন ট্রাইবেল বিরোধী হিসেবেই দেখতে পাচ্ছি। ১৯৬০ সাল থেকেই জমি ফেরৎ দেওয়ার আইনটি মেনে নিলেও ১৯৬৯ সাল পর্য্যন্ত সেটাকে কার্য্যকরী করা হয়নি বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার Tribal দরদী বলে পরিচিত হলেও এখন পর্য্যন্ত তাদের জমি ফেরৎ দেওয়ার কাজে অগ্রসর হননি। তাদের অনাহারে মারতে চান এটাই তাদের কার্যকলাপের মধ্যদিয়ে প্রমানিত হয়েছে। কাজেই এরকম একটা Policy আমরা মেনে নিতে পারি না। এই যে ভূমিহীন সর্ব্বহারার দল মুখে ভাষা নেই যারা দিন মজুর তাদের পক্ষে বামফ্রন্ট সরকার কোন কথা বলেন নি। কাজেই তাঁদের এই আচার আচরণের আমি তীব্র প্রতিবাদ করি এবং আমাদের প্রস্তাবকে মেনে নেওয়া হউক এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য হরিনাথ দেববর্মা যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করি। এই কারণে সমর্থন করছি যে বামফ্রন্ট সরকার কথায় বলেন একটা, আর কাজে দেখা যায় অন্য রকম। উনারা এক দিকে কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করছেন এবং বলেছিলেন যে '৬৯ সাল থেকে জমি ফেরৎ দেওয়ার জন্য আন্দোলন করে যাব কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি যে '৬৯ সাল থেকে জমি ফেরত দেওয়ার কথা মেনে নিয়েছেন। সরকারে আসার পর থেকে এটাকে মেনে নিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সেটাও তাঁরা করছেন না এবং করতেও চান না। সেজন্যই গত এক বছর যাবত আমরা দেখছি যে জমি রেস্টোরেশান সম্পর্কে তাঁরা মোটেই অগ্রসর হতে চান না। অথচ তাঁরা বলেছেন যে '৬০ সাল থেকে দাবী করছি আবার বলেছেন যে '৪১ সাল থেকেও দাবী করছি। দাবী করছেন ঠিকই কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই করতে চান না। (ইণ্টারাপশান) ত্রিপুরার কর্মচারীদের বেলায়ও

আমরা দেখছি যে কেন্দ্রকে দোষ দিয়ে নিজেদের বাঁচাতে চাইছেন। তাদের কথায় আর কাজে আকাশ পাতাল ফারাক আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেজন্য সি, পি, আই (এম) থেকে ত্রিপুরার পাহাড়ীরা আস্তে আস্তে উপজাতি যুব সমিতির দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে। কাজেই আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের এই প্রস্তাব যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে উপেক্ষিত উপজাতি সমাজ মহাজনদের হাতে বে-আইনী ভাবে চলে গেছে সেটা তারা ফেরত পাবে এবং ফিরত নিয়ে তারা তাদের আর্থিক শক্তি বাড়তে পারবে। এবং বামফ্রন্ট সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটাকিছু পালিত হবে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের মাননীয় সদস্যগণকে আমি অনুরোধ করছি যে যাঁরা পাহাড়ে জংগলে উপজাতিদের দরদী বন্ধু সে জন্য তাঁরা যদি আমাদের এই প্রস্তাবটি মেনে নেন তাহলে উপজাতি সমাজ বামফ্রন্ট সরকারের মাননীয় সদস্যগণ যাঁরা পাহাড়ে দরদী বন্ধু সেজে বেড়ান তাদের উপজাতিরা ক্ষমা করতে পারবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী বীরেন দত্ত।

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য হরিনাথ দেববর্মা এখানে উপস্থিত করেছেন—সেটা উপস্থিত করার সময় তিনি যে সমস্যার দিকে আমাদের দৃষ্টি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন সেই সমস্যা সম্পর্কে আমরা একমত। কিন্তু, তিনি বলেছেন যে ১৪শো রেস্টোরেশন কেস সুখময় বাবুর আমলে করার কথা ছিল এবং বামফ্রন্ট সরকার সেগুলির কিছুই করেন নি। আমি বলি যে হরিনাথ বাবু যদি থ্য সগ্রহ করতেন তাহলে এই কথা বলতেন না। এখন পর্যান্ত আমাদের হাতের মধ্যে যা আছে তার মধ্যে ঐ ১৪শো কেসের একটিও বাদ পড়ে নাই। আমাদের সরকার এখন পর্যান্ত ১৬১২টি রেস্টারশন কেস ফাইনেলাইজ করেছে এবং তার ভিতর ১১৯৪টি কেসে রেস্টোশেন দেওয়া হয়েছে। কাজেই তথ্যগতভাবে আপনারা যা বলেন তা ঠিক নয়। আমরা আমাদের হাতে বিগত সরকারের সময়ের যে সব ফাইল এবং আমাদের আমলের যে সব ফাইল সেগুলিকে ত্বরান্বিত করার জন্য চেষ্টা করছি। এখানে চেষ্টার মধ্যে সেফগার্ডের যে প্রশ্ন এই ব্যাপারে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের অনেকেরই জন্মের আগে থেকেই আমরা বলে আসছি যে উপজাতীদের সাংবিধানিক যে রক্ষাকবচ সেটা মানতে হবে। এটা সত্য যে কেন্দ্রে অথবা রাজ্যে যদি উপজাতীদের জন্য কোন সহানুভূতি শীল সরকার না থাকে, তবে পরিণাম কি হয় আপনারা বুঝেছেন। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি ও অ-উপজাতীদের মধ্যে যারা গণতন্ত্র বিশ্বাস করেন এবং উপজাতীকে শিক্ষিত মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে চান, তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে আমরা যখন কমিটির মিটিং-এ বসি, তখনই প্রস্তাব আসে, বিল আসে, কিভাবে উপজাতীদের আর্থিক, সাংস্কৃতিক উন্নতি করা যায়। এখানে হরিনাথ বাবু একটা ন্যায় সংগত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, যে সব উপজাতী এলাকা এই ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিলের বাহিরে যাবে, সেখানে উপজাতীদের ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী তাদের যে রক্ষা কবচ, সেটা রক্ষা করা হবে কি না? এই ব্যাপারে ভূমি সংস্কার কমিটির যে কাজ, যেটা ত্বরান্বিত করার জন্য আমরা চেষ্টা করব। একটা জিনিস মনে রাখা দরকার! এই সময়ের মধ্যে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ কাজ গুলি সরকারীভাবে কার্যকর করতে হয়, সেখানে সরকারের যন্ত্রগুলি ব্যবহার করার দিক থেকে

ভূমি সংস্কার আইনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। যারা ডিষ্ট্রিকট কাউনসিলের বাইরে পরে যাবে, তাদের সম্পর্কে ভূমি সংস্কার আইনের এবং অন্যান্য যে সব সংশোধন আমরা করতে চাই সেই সংশোধনের মাধ্যমে যাতে উপজাতীদের সংবিধান সম্মত এবং ত্রিপুরার ভূমি ও রাজস্ব আইন স্বীকৃত যে সব দাবীদাওয়া, সেগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য যদি কোন কোন ধারার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় তখন আমাদের এই কমিটি বসে সেটা ঠিক করতে পারবে। এটা ঠিক যে জমি হস্তান্তরের প্রশ্নে একটু আগেই বলা হয়েছে যে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এই সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন এবং বর্ত্তমান সংবিধানের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার সেই উপজাতীদের জমি যাতে হস্তান্তরিত না হয় এবং যে আর্থিক কারণে এটা হয়, সেটা দূর করার জন্য একটা ডেভেলাপমেন্ট কমিটি গঠন করা, কর্পোরেশন গঠন করা যাতে জমিটাকে আটকে রাখা যায় এবং তার মাধ্যমে সেটাকে যাতে উপজাতীদের মধ্যে আবার দেওয়া যায়, তার জন্য যে সংশোধন করার দরকার, সেটা করার জন্য একটা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তারপরে এখানে যে ডিষ্ট্রিকট কাউনসিল বিল পাশ হবে, সেটা পাশ হওয়ার পর, এই ত্রিপুরাতে একটা বিরাট জনগণের উপর উপজাতীদের একটা নূতন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেই কর্তৃত্বের মাধ্যমে, আমরা বামফ্রন্ট সরকার সব সময় জনগণকে বিশ্বাস করি, এটা উপজাতীদের সম্পূর্ণ স্বার্থ রক্ষা করবে এবং এটার অপব্যবহার হবে না। যদি তারা জন দরদী হয়, তাহলে সেটাকে কাজে লাগাবে। কাজেই এই সময়ে আরেকটা কমিটি গঠন করার কোন দরকার আছে বলে আমি করি না। আরেকটা কথা বলা হয়েছে যে বর্গাদারদের সম্পর্কে রেভেনিউ অফিসারদেরকে এমন একটা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে তারা শেষ পর্য্যন্ত যে ডিসিশন নেবেন, কোর্টে সেটা চেলেঞ্জ করা যাবে না। এই রকম কোন কিছু এর অন্তর্ভূক্ত করা যায় কিনা। এটা আপনারা বলছেন। কিন্তু এটা আমরা করব কি করে? এটা ভূমি সংস্কার আইনের উপর আলোচনা করে দেখতে হবে যে সংবিধান সম্মত হয় কি না। সেটাকে অ্যামেণ্ডমেণ্ড করে নিতে হবে। অ্যামেণ্ড করিয়ে নিয়ে কমিটি করলে তদারকি করা যায়। তবে এই কমিটির চেয়ে এখন যেটা সব চেয়ে জরুরী তা হচ্ছে, প্রতি সদস্য, প্রতি এলাকায় আমাদের যেসব রেভিনিউ অফিসার আছেন তাদের হাতে এই রকম রেষ্ট্রোরেশনের কেস কত আছে, কোথায়, কত সংখ্যক, সেগুলির লিষ্ট দিতে পারেন, তাহলে কাজের সুবিধা হবে। এখনকার প্রচলিত আইন অনুযায়ী। এই সময় আর একটি নূতন কমিটি গঠন করার যে সিদ্ধান্ত হরিনাথ বাবু এনেছেন, সেই কমিটি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সময় নষ্ট না করে আমার মনে হয় অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিলের রুলস্ অ্যাণ্ড রেগুলেশান ঠিক করাই শ্রেয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হরিনাথ বাবু এখানে যে তথ্য দিয়েছেন তা ঠিক নয়। তিনি বলেছেন, আমরা এখানে আসার পরে ১৪০০ রেষ্টোরেশান কেসের কিছু করা হয়নি এটা ঠিক নয়। আমি তাঁদের অবগতির জন্য বলছি, যে অনেক কেস কোর্টে থাকার জন্য আমরা কিছু করতে পারছি না। কাজেই হরিনাথ বাবু তাঁর এই কমিটি করার যে অভিমত, তা প্রত্যাহার করে নেবেন বলে আশা করি। এবং আমরা এখানে যে বিল এনেছি, তা পাশ হয়ে গেলে পর তা কার্য্যকরী করা যাবে। বামফ্রন্ট সরকার উপজাতিদের জন্য ল্যাণ্ড ডেভলাপমেণ্ট কর্পোরেশন গঠন করেছেন। যাতে আর

কারো হাতে জমি হস্তান্তরিত না হয়, কিংবা একবার ফিরিয়ে দেওয়ার পরেও যাতে আবার চলে যেতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখার জন্যও বামফ্রন্ট সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন। এই বিলের মধ্যে রেষ্টোরেশনের যে বিধি বিধান আছে, তা বামফ্রন্ট সরকার করতে সক্ষম হবে বলে আশা করে। এখানে আমি আর একটি কথা বলতে চাই, হরিনাথ বাবুর এই প্রস্তাবটি আমি সমর্থন করতে পারছি না এই জন্যে তাতে বিলের মধ্যে আমাদের যে উদ্দেশ্য রয়েছে সেগুলি আমরা করতে পারব না। এখানে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই, আপনারা যে কথা বলেছেন, তাতে কি ত্রিপুরার মঙ্গল হবে? এই রকম অবাস্তব কথা আপনারা কি করে বলেন? ১৯৬০ সাল থেকে জমি হস্তান্তর কি করে করব? এটা কি করে সম্ভব? আমি বলছি, আপনারা উপজাতিদের উন্নতি করতে চান না। তবে এর মধ্যে হরিনাথ বাবুর লক্ষ্য কিছুটা ভাল। আর দ্রাউকুমার যা বলছেন তার সঙ্গে রেষ্টোরেশনের সম্পর্ক নেই। তিনি চান, একটা হট্টগোল। তাই আমি বলতে চাই, হট্টগোল করে কাজটা সম্পন্ন করতে পারবেন না। আমি আপনাদের বলব, সুস্থির মাথায়, ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টি চিন্তা করুন। হরিনাথ বাবুর উদ্দেশ্যকে আমি সমর্থন জানাই। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি বলতে চাই, কমিটি করে এর কিছু হবে না। তাই আমি আবেদন করব, আপনার এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় হরিনাথ দেববর্মা জবাবী ভাষণ দিতে পারেন।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্যার, এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যেসব কথা বলেছেন, তার মধ্যে একটি কথা ভাল লাগল। কথাটা হচ্ছে, বর্গাদারদের মামলা সংক্রান্ত কোর্টে যাবার যে কথাটা বললেন। যাতে বর্গাদারদের আর কোর্টে যেতে না হয়, তার জন্য এই ধরনের আইনের জন্য ভূমি সংস্কার আইনের সংশোধন করার কথা বিবেচনা করবেন। এটি সত্য ভাল কথা। যাই হউক, আমি হাউসে যে প্রস্তাব রাখছি আজকে একটি কমিটি গঠন করার জন্য, এটাকে বিবেচনা করার জন্য আমি আবার অনুরোধ করে আমি আমার প্রস্তাব পুনরায় সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—প্রস্তাবের উপর আলোচনা শেষ হয়েছে। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি,। প্রস্তাবটি হচ্ছে,

> "এই বিধান সভা প্রস্তাব করছে যে ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ১৯৬০ এর দ্বিতীয় সংশোধনী অনুযায়ী উপজাতিদের বে-আইনী হস্তান্তরিত ভূমি ফেরত এর কার্য্যকে ত্বরান্বিত করার জন্য ত্রিপুরা বিধান সভার সদস্যদের নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হোক।"

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বাতিল হলো)

CONSIDERATION OF "THE TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL BILL" 1979 AS REPORTED BY THE SELECT COMMITTEE OF THE HOUSE

Mr. Deputy Speaker :—The next business before the House is the Consideration of "The Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Bill, 1979 as

reported by the Select Committee of the House". I would now request the Hon'ble Chief Minister the Member-in-Charge of the Bill to move his motion for consideration of the Bill.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস' অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিল, ১৯৭৯, যেটা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল, সেই সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট সহ আমি আলোচনার জন্য উপস্থিত করছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিলের পট ভূমি মাননীয় সদস্যদের সুবিদিত ত্রিপুরায় অ-উপজাতিদের যে অনবরত আগমন এবং একটি সংখ্যা গরিষ্ঠ উপজাতিদের রাজ্যকে অ-উপজাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করা, তার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সামাজিক, অর্থ-নৈতিক এবং রাজনৈতিক জটিলতার সৃষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে বাঙ্গালী, যারা অ-উপজাতিদের মধ্যে প্রধান অংশ তারা বিভিন্ন দিক থেকে অগ্রসর এবং যারা এখানকার আদিবাসী উপজাতি, তারা সকল দিক থেকে অনগ্রসর। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনগ্রসর উপজাতিদের বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নটা বরাবর এখানে উপস্থাপিত হয়েছে এবং সেই স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে যেহেতু উপজাতিরা প্রধানতঃ জমির উপর নির্ভরশীল ছিলেন, সেই জন্য সেই জমিকে উপজাতিদের হাতে রাখা, এবং প্রযোজনীয় রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করা, সেইটাই সবচেয়ে বড় কাজ ছিল আগেকার শাসক গোষ্ঠীর। সেই কাজ করতে তাঁরা সম্পূর্ণ রকমের ব্যর্থ হয়েছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উপজাতিদের সমস্যা শুধু ভূমি হাতে রাখাই নয়, উপজাতিদের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট আছে। সেগুলি তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট। তার জীবন ধারার বিভিন্ন বিকাশের ক্ষেত্রকে নিজস্ব ইতিহাস, নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব যে জীবন ধারণের অন্যান্য দিক, স্বাভাবিক কারণেই সেগুলিকে তারা রক্ষা করতে পারে নি। সেই সব ক্ষেত্রেও বহু বাঁধার সম্মুখীন তারা হয়েছে। এই দিক থেকে ২টি থিউরী ত্রিপুরাতে বা ভারতবর্ষে'র অন্যান্য জায়গায় বা সমগ্র পৃথিবীতে চালু আছে। একটা হচ্ছে যে, এই ধরণের যেসব ছোট ছোট গোষ্ঠী আছে, তাদের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বৈশিষ্ট্যকে ভুলিয়ে দিয়ে তাদের ক্রমশঃ গ্রাস করে ফেলে, তাদের আর একটা জাতীতে পরিণত করে ফেলা, এই একটা থিওরি কিছু উগ্র জাতীয়তাবাদের মধ্যে চালু আছে। বিশেষ করে বুর্জোয়া, জমিদারদের যে সমস্ত দল, তার যারা প্রবক্তা, তাঁরা এই চিন্তাধারা দ্বারা পরিচালিত। তেমনি এর প্রতিক্রিয়া আর একটি থিওরিতে পর্যাবসিত হয়েছে, যেটা সংখ্যালঘিষ্টের মধ্যে, অনগ্রসরদের মধ্যে, ছোট জাতি বা উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে, সেটা হচ্ছে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া এবং নিজস্ব বৈশিষ্টের নাম করে যা কিছু পুরানো, তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করা। সেই দুটি ট্রেণ্ড বা দুটি ঝোঁক আজ সমগ্র ত্রিপুরার রাজনীতিতে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তীব্র হয়ে উঠতে থাকে এবং এই অবস্থা ক্রমশ; একটা জটিলতার মধ্যে এসে পড়ে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, ত্রিপুরার মত রাজ্য, যেখানে একজন দেশীয় নৃপতি নিজে ছিলেন উপজাতি এবং সেরকম একটা রাজ্য যেখানে ট্রাইবেল হচ্ছে

সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এই ট্রাইবেল হচ্ছে সেখানকার দেশীয় রাজা সেখানে, তারা সব দিক থেকে পশ্চাদপদ থেকে গেলেন। তারা কৃষিতে জুমিয়া থেকে গেলেন, তারা প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় থেকে গেলেন, তারা নিরক্ষর থেকে গেলেন, এমন কি তাদের ভাষা পর্যন্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে। এই রকম একটা অবস্থায়, যখন নাকি বৃটিশ ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন, এই রাজ্যটা দেশীয় রাজার হাত থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীন রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিয়ে গেলেন। এরপর স্বাভাবিক ভাবেই ত্রিপুরার যে উপজাতি জনতা, তার আত্ম বিকাশের, নিজেদের হাতে নিজেদের ক্ষমতা নেওয়ার এবং গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করার যে আকাংখা, সেই আকাঙ্খাকে কংগ্রেস শাসক গোষ্ঠী খুব ভাল চোখে দেখতে আরম্ভ করলেন না। তারাও সেখানে প্রচণ্ড দমন নীতি নিয়ে আক্রমণ করতে শুরু করলেন। এই রকম একটা সময়ে যখন পাহাড়ে জঙ্গলে আগুণ জ্বলছে, ট্রাইবেলদের ঘর বাড়ী পুড়ানো হচ্ছে, ট্রাইবেল ছেলেরা ঘরে থাকতে পারছেন না এবং কলকাতায় পত্রিকায় বেড়ুচ্ছে যে পাখীর মত কংগ্রেস সরকার এই পাহাড়ী ছেলে মেয়েদের গুলি করা হয়েছে, সেই সময়ে লাল ঝাণ্ডা এসে তাদের পাশে দাঁড়ালেন, তাদের রক্ষা করার জন্য। এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে লাল ঝাণ্ডা পাহাড়ে গিয়ে ঢুকলো উপজাতিদের ঘরে গিয়ে ঢুকলো এবং শাসক গোষ্ঠীর বুকের মধ্যে কাঁপনি ধরিয়ে দিল। সেই দিন থেকে এই যে সবচেয়ে বেশী পশ্চাদপদ এবং সবচেয়ে দুর্ব্বল অংশের মানুষ, তারা ক্রমশ: শক্ত করে লাল ঝাণ্ডাকে ধরেছেন। অনেক ঝড় তাদের উপর দিয়ে গিয়েছে। আরো বেশী আগুনের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন এবং জীবিকা পর্য্যন্ত বিপন্ন হয়েছে। কিন্তু তার মধ্য দিয়েই তারা তাদের শক্তিকে ক্রমশ: বিকাশ করেছেন। শক্তিকে দুর্ব্বল হতে দেন নি। কংগ্রেসের শাসক গোষ্ঠী, নবাগত বাঙ্গালীদের দিয়ে উপজাতীদের সামান্য সুযোগ সুবিধা কেড়ে নিয়ে, তাদের পেছনে রাখতে চেয়েছিলেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার. স্যার, আমরা যখন জেলখানায় ছিলাম, তখন বিভিন্ন সময়ে দেখেছি যে কখনও চীনের সঙ্গে যুদ্ধ, কখনও পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ এবং কখনও বা জরুরী অবস্থা সৃষ্টি করা এই ছিল কংগ্রেস সরকারের কাজ, গ্রামাঞ্চলে এবং পাহাড়ী অঞ্চলে গিয়ে তারা পুলিশের ক্যাম্প বসিয়েছেন, উপাজাতিদের জমিগুলি আস্তে আস্তে দখল করে নিয়েছেন তারপর সেই জমিগুলি অউপজাতি এবং মহাজনদের হাতে তুলে দিতেন এই রকম শতশত ক্যাম্প পাহাড়ে-জঙ্গলে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে কংগ্রেস সরকার গড়ে তুলতে পেরেছিলেন, তাদের ঐ রাজত্বের এই সমস্ত বে-আইনী হস্তান্তারিত জমিকে আইনসঙ্গত করা হয়েছিল। প্রথম প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহের সময় থেকে সুরু হয় এবং পরবর্ত্তী সময়েতে সেটা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্তের রাজত্বে সেই ট্রাইবেল রিজার্ভের যে সামান্য অংশটুকু রেখে গিয়েছিলেন সেটুকুও তিনি সম্পূর্ণ তুলে দিলেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সেই সময়েতে জন্ম লাভ করলো ৪ দফা দাবী। এই ৪ দফা আন্দোলনের সবচেয়ে বড় শক্তিশালী অংশ ছিলেন উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এবং সি, পি, এম। সেই ৪ দফা দাবী নিয়ে বিভিন্ন সময়েতে যে সংগ্রাম তারা করেছেন সেই সংগ্রাম কখনও বিধানসভা অভিযানের মধ্যে কখনও বিক্ষোভ মিছিলের মধ্যে এবং কখনও বা ঘেরাওয়ের মধ্যে করা হয়েছে। এই আন্দোলনে বন্দি হয়েছেন আমাদের শহীদ ধনঞ্জয় ত্রিপুরা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কংগ্রেস অনেকচেষ্টা করেছেন ট্রাইবেলদের এই লাল ঝাণ্ডা থেকে সরাবার জন্য। এই ট্রাইবেল ইউনিট

গঠন করেছেন কংগ্রেসের নেতারা, তখন তারা শ্লোগান তুলেছিলেন "রিফিউজী দিল্লী যাও" এবং তারপর সেই শ্লোগান এবং পতাকা হাতে তুলে নিলেন উপজাতি যুব সমিতি, তারা শ্লোগান তুললেন ট্রাইবেল ট্রাইবেলের জন্য এবং ট্রাইবেলের দাবী নিয়ে আর কেউ আন্দোলন করতে পারবেনা। এই যে ক্ষুদ্র একটা সংকীর্ণতাবাদী এবং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শুরু করা আন্দোলন, সেই আন্দোলনের ফলে ট্রাইবেলদের মধ্যে কিছু বিভেদ সৃষ্টি করা হলো এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলো এই রকম একটা সময়েতে উপজাতি যুব সমিতির যারা মুরব্বি, দিল্লীতে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এবং এখানে শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত তাঁদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেল। তাঁরা গদি থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেলেন, তাঁরা প্রায় বাস্তুহারা হয়ে গেলেন। মানুষের যে অভিযান, গণতন্ত্রের যে অভিযান, সেই অভিযানের কাছে তাঁরা তাসের ঘরের মতো উড়ে গেলেন এবং তৃণের মতো তাঁরা ভেসে গেলেন। গণতান্ত্রিক শক্তি দুর্ব্বার হয়ে দেখা দিল সমগ্র ভারতবর্ষে তথা ত্রিপুরাতেও। সেই গণতান্ত্রিক শক্তি ৪ দফা দাবীকে শুধু উপজাতিদের দাবী হিসাবে রাখলেন না, সমস্ত নির্ব্বাচনের মধ্যে সেই দাবীকে সামনে রেখে ভোটারদের কাছে তারা গেলেন এবং বললেন এই ৪ দফা যারা মানবেন, তাঁরা আমাদের ভোট দেবেন। আমাদের ভোট চাই। তারা বাঙ্গালী না পাহাড়ী তার কোন প্রশ্ন নেই। আজকে এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে উপজাতি যুব সমিতির যারা প্রার্থী, তাঁরা আজ বাঙ্গালীদের ভোট পেয়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তখন যারা ৪ দফা দাবীতে বামফ্রণ্ট প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা পাহাড়ী এবং বাঙ্গালী সমস্ত অংশের জনসাধারণের সমর্থন নিয়ে বিপুল ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা দেখেছি এই ৪ দফা সমগ্র ত্রিপুরার ৯০ ভাগের চেয়েও বেশী সমর্থন পেয়েছেন। সেই সমর্থন পেয়ে আজকে বিধানসভায় এই বিল আকারে উপস্থিত হয়েছে। তার নিম্নতম যে দাবী, সেই দাবী হলো উপজাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সংলগ্ন এলাকার জন্য একটা স্বশাসিত ট্রাইবেল জেলা কাউন্সিল গঠন করা। এই দাবী বামফ্রণ্ট সরকার ত্রিপুরায় গঠিত হওয়ার পর থেকে কেন্দ্রের কাছে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত করেছেন এবং সেই দাবী প্রধানতঃ ছিল ৬ষ্ঠ তপশীলের।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমাদের সময় শেষ। সময় বাড়াতে হবে, আপনার কতক্ষণ সময় লাগবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার কম পক্ষে আরও আধ-ঘণ্টা সময় লাগবে। এটা কণ্টিনিউড হতে পারে, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি দু মিনিটের সময় চাচ্ছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা যখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই দাবী নিয়ে যাই তখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ৬ষ্ঠ তপশীল এখানে চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানকে সংশোধন করুন। এই দাবীটি শুধু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। মাননীয় সদস্যরা জানেন সি. পি. আই (এম) এর যে প্ল্যানাম কিছুদিন আগে, কলকাতায় হলো, সে প্ল্যানাম থেকে এই দাবী উঠল সর্ব্বভারতবর্ষের প্ল্যাটফর্মে যাতে ভারতবর্ষের সমস্ত অংশের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ এই দাবী তুলতে পারে যে, ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করে ত্রিপুরায় ট্রাইবেল অধ্যুষিত যে এলাকা, সেখানে একটা ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাউবেল কাউন্সিল গঠন করা হোক।

এবং তারই উপর পশ্চিমবঙ্গ, যে রাজ্য সবচাইতে শক্তিশালী গণতন্ত্রের ঘাটি, ত্রিপুরা দিবস পালন করে, হাজার হাজার মানুষ এই দাবী উপস্থিত করেছেন। এমন কি বিভিন্ন জেলায় ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল, পঞ্চায়েত ইত্যাদির বিতর্কের যে প্রস্তাব সে প্রস্তাবও আমাদের কাছে এসেছে যে, আমরাও ৬ষ্ঠ তপশীল অনুযায়ী ত্রিপুরায় ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল গঠন করার সমর্থন আপনাদের জানাচ্ছি। এই পরিস্থিতিতে আমাদের এখানে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসেন, এখানে যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসেন, তাঁদের কাছেও আমরা এই ৬ষ্ঠ তপশীল অনুযায়ী ত্রিপুরায় ট্রাইবেল ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল গঠন করার দাবীটি তুলি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত: প্রধানমন্ত্রী আমাদের জানিয়ে দেন যে—আপনারা আপনাদের রাজ্য বিধানসভার ক্ষমতা বলে যা করতে পারেন, সে টুকু করতে পারেন। আমাদের পক্ষে সংবিধান সংশোধন করে এই ধরণের ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করা সম্ভব নয়। এ রকম একটা পটভূমিকায় আজকে আমরা এই ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল গঠন করার যে বিল, সে বিলটি এনেছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আলোচনা অসমাপ্ত রইল। এই বিষয়ের উপর আলোচনা আগামী ২৬ তারিখেও চলবে। সভা আগামী ২৬শে মার্চ, ১৯৭৯ইং বেলা ১১ পর্য্যন্ত মূলতবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—A

Admitted Starred Question No. 85

By—Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান সরকার অবগত আছেন কি যে কৈলাসহর ধূমাছড়া যে নূতন রাস্তার উপর জল নিকাশের জন্য কোন স্পান পাইপ বসানো হয় নাই।

২। অবগত থাকিলে, হাল সনে স্পান পাইপ বসানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 95

By—Sumanta Kr. Das

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে কামরাঙ্গাতলী (সোনামুড়া) ২টা স্লুইচ গেইটের ২টাই গত দুই বৎসর যাবত অকেজো হয়ে পড়ায় ঐ অঞ্চলের কৃষকগণের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে?	গলত দেখা দিয়ে ছিল এবং তাহা সারানো হইয়াছে।
২। সত্য হলে বর্ত্তমান বৎসরের ফসল বাচানোর জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?	প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 113

By—Sri Manindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.W.D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বৎসরে, চেবরী, রাজনগর, প্রমোদনগর হইতে তুইবাগলাই, তুলসিকর হইতে প্রমোদনগর বৃন্দাবনঘাট হইতে প্রমোদনগর, এই রাস্তাগুলির জন্য কতটাকা বরাদ্দ হইয়াছিল, এবং

২। বর্তমানে আর্থিক বৎসরে—কতটাকা—খরচ হইয়াছে তাহার পৃথক পৃথক হিসাব।

উত্তর

১। প্রত্যেকটির রাস্তার জন্য ১০,০০০ টাকা করিয়া মোট ৪০,০০০ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল।

১। ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ পর্যন্ত মোট ৬০,৫১৭, খরচ হইয়াছে নিম্নে পৃথক হিসাব। দিয়ে দেওয়া হইল।

১)	চেবরী রাজনগর রাস্তা—	১,০২০ টাকা।
২)	প্রমোদনগর হইতে তুগলাইবাড়ী রাস্তা—	১১,২৬৬ টাকা।
৩)	তুলসিকর হইতে প্রমোদনগর রাস্তা —	২৪,৬৫৮ টাকা।
৪)	বৃন্দাবনঘাট হইতে প্রমোদনগর—	২৩,৫৭০ টাকা।
	মোট—	৬০,৫১৪ টাকা।

ADMITTED STARRED QUESTIO NO. 114

By Shri Manindra Ch. Ded Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বৎসরে রাজনগর বাজার হইতে পূর্ব্ব রাজনগর ফলকাবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহন করা হবে কি?

২। না হইলে তাহার কারণ?

উত্তর

১। এইরূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই। তবে যথাসময়ে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

২। এ প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 121

By :—Shai Ram Kr. Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

১। সয়েল রিক্লেমেশান এণ্ড সয়েল কনজারভেশান স্কীমে ধর্মনগর সাবডিভিশানে কত টাকার কাজ ১৯৭৮ ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৭৯ ইং ১৫ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত করানো হইয়াছে ?

২। কোন বিধান সভা এলাকায় কত টাকার কাজ করা হয়েছে এবং কত জন কৃষক উপকৃত হইয়াছেন ?

ANSWER

১। টা, ৪,২১,৮৯৮'৪০

বিধানসভা নির্ব্বাচনী এলাকা	টাকার পরিমান	উপকৃত কৃষক সংখ্যা
পেচারতল বিধান সভা নির্ব্বাচন এলাকা	টা. ৪০৭,৫৩০·৫৫	৫৪৫
কদমতলা বিধান সভা নির্ব্বাচন এলাকা	টা. ৯৯৭·০০	—
তিলথই বিধান সভা নির্ব্বাচন এলাকা	টা. ৯,৩৩৩·২৮	১৩৯
কাঞ্চনপুর বিধান সভা নির্ব্বাচন এলাকা	টা. ৪,০৩৫·৬১	৪৫
মোট :—	টা. ৪,২১,৮৯৮·৪০	৭২৯

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 122

By :— Shri Ram Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর সাবডিভিসনে ডি, ডি, রোড হইতে চুপিরবন্দ গ্রামের মধ্য দিয়া শান্তিপুর কলোনী (উপ্তাকালী) হইয়া এ, এ. রোড পর্য্যন্ত রাস্তাটির উন্নতি সাধন করতঃ সলিং করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি, না,

২। না থকিলে, তার কারণ, এবং

৩। থাকিলে কখন হইতে কাজ শুরু হইবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরেরপরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। রাস্তার উন্নতি সাধনে মাটির কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ করা হইয়াছে। ইটের সলিং এর কাজ ১৯৮০ সনে আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 124

By :— SRI NAKUL DAS.

Will the Hon'ble Minister in-ccarge of the Agricultuae etc. Departments be pleased to stato—

প্রশ্ন

১) আগরতলা দুর্গাবাড়ী (জগন্নাথ) দীঘি সংস্কার করাতে মোট কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

২) ঐ দীঘিটি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

৩) ইহা কি সত্য যে ঐ দীঘিটি রাজ পরিবারের জনৈক শ্রী বেঙ্গলাল কর্তাকে লীজ দেওয়া হচ্ছে ?

ANSWER

উত্তর

১) আগরতলা দুর্গাবাড়ী দীঘি সংস্কার করাতে মোট ৫৩৭৫'৭৬ পয়সা খরচ হয়েছে।

২) বর্তমানে ঐ দীঘিটি মৎস্য চাষের আওতায় আছে।

৩) এই দীঘিটি উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত জনৈক শ্রী অরবিন্দ দেববর্মাকে লীজ দেওয়ার জন্য আলোচনা চলিতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 127

By :— Shri Bidya Ch Deb Brr.na.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

১। ১৯৭৯-৮০ সনে উপজাতি ও তপশিলি জাতিদের মধ্যে কৃষি উন্নয়নের জন্য সাব সিডিতে ট্রাকটর কিনার ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER

১। না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 129

By :— Shri Bidya Ch. Deb Baıma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য খোয়াই হইতে ভায়া লেংটীবাড়ী রাস্তাটির উপর বর্তমানে প্রচুর পাথর সংগ্রহের কাজ চলিতেছে,

২। সত্য হইলে উক্ত পাথরগুলি উৎকৃষ্ট মানের পাথর কি না,

৩। উৎকৃষ্ট মানের পাথর হইলে এইগুলি সংগ্রহ করে ইটের অভাব পূরন করা হইবে কি না, এবং

৪। কি পরিমান উৎকৃষ্ট মানের পাথর পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ?

উত্তর

১। না।

২। এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। এ প্রশ্ন উঠে না।

৪। কি পরিমান ভাল মানের পাথর এখানে পাওয় যায় সে ব্যাপারে পূর্তবিভাগ এখনও কোন তথ্য সংগ্রহ করে নাই। তবে এই ব্যাপারে অনুসন্ধানের কাজ শীঘ্রই হাতে নেওয়া হইবে।

ADMITTED QUESTION NO. 138

By :— Sri Mati Lal Sarkar.

প্রশ্ন	উত্তর
১। সারা ত্রিপুরায় ১৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন কয়টি পাম্পিং মেশিন আছে ?	১। ৬৪টি
২। এদের দ্বারা কত একর জমিতে জল সেচ চলে ?	২। প্রায় ১২০০ একর জমিতে জল সেচ চলে।
৩। নূতন ভাবে মোট কয়টি পাম্প সেট পঞ্চায়েত গুলিতে দেওয়া হবে ?	৩। ৫০০টি ৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন সেট পঞ্চায়েত গুলিতে দেওয়া হবে।
৪। ঐ সকল পাম্পসেট ব্যাবহারের জন্য গরীব অংশের কৃষকদের কি রূপ সুযোগ থাকবে ?	৪। এ বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত যথা-যোক্ত ব্যবস্থা নেবেন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 140

By :— Sri Subodh Ch. Das.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ধর্মনগর উত্তর পদ্মবিল গাঁও সভার খিলছড়ায় বাঁধ নির্মান করে বন্যার কবল থেকে ফসল রক্ষার কোন দাবী এলাকা বাসীর পক্ষ থেকে সরকারের নিকট রাখা হয়েছিল কি না ?	এলাকা বাসীর কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোন দাবী রাখা হয় নি।

২। দাবী রাখা হয়ে থাকলে কোন তারিখে রাখা হয়েছিল এবং এই ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 143

By :— Sri Subodh Dh Das

প্রশ্ন

১। পশ্চিম পানিসাগর ও সৈলেক-বাড়ী অঞ্চলে পাহাড়ের জল স্রোত থেকে ভূমিক্ষয় রোধের ব্যবস্থা গ্রহনের কোন দাবী এলাকার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল কি না ?

২। জানানো হয়ে থাকলে এব্যাপারে কি ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

হাঁ।

প্রস্তাবটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 14..

By--Shri Drao Kumar Reang
&
Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ডুম্বুর জলাধারে মৎস্য চাষের কি কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন ?

২) পুঁটি মাছ ধরিয়া সিদল তৈরী করিবার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

৩) রাইমা সরমা এলাকার লোকেরা অবাধে ডুম্বুর বাঁধে মাছ ধরিতে পারিতেছে কি ?

উত্তর

১) ডুম্বুর জলাধারে মৎস্য চাষের জন্য যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে তাহা এইরূপ :—

ক) জলাধারে চাষোপযোগী মাছের পোনার চাহিদা মিটাইবার জন্য ইহার উত্তর প্রান্তে সরমা অঞ্চলে একটি ১৫ হেক্টর পরিমিত জায়গায় মৎস প্রজনন ও মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার তৈরীর কাজ সমাপ্তির পথে। এই খামার হইতে বৎসরে ১০ লক্ষ বড় চারা পোনা উৎপন্ন হইবে।

খ) এই জলাধার হইতে সুপরিকল্পিত ভাবে মৎস্য আহরণ করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় মৎস্য জীবী সমবায় সমিতির মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদান করিয়া মাছ ধরান হইতেছে।

গ) যে সব ছোট মাছ পরিবহণ যোগ্য নহে সেই সব মাছ যাহাতে সারা বৎসর অল্প সময়ের মধ্যে শুকান সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে একটি টানেল ড্রায়ার বসান হইতেছে।

ঘ) জলাধার হইতে ধৃত মাছ যাহাতে টাট্কা থাকে সেই জন্য মোটর লঞ্চ ও ঠাণ্ডা ঘরের উপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই জলাধারে খাঁচায় জিওল মাছের চাষের ব্যবস্থাও করা হইতেছে।

২) আছে।

৩) রাংমা সরমা এলাকার লোকেরা লাইসেন্স নিয়া সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ডুম্বুর জলাধারে মাছ ধরিতেছেন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 161.

By—Shri. Keshab Majumder

Will the Honb'le Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। মন্ত্রিসভার গত ২৭.৩.৭৮ইং তারিখের বৈঠকে জুমিয়া কৃষকদের সাহায্যের জন্য যে সীড ব্যাংক খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেই সীড ব্যাংক কোন তারিখে খোলা হয়েছে,

২। সেই সীড ব্যাংকের মাধ্যমে এ পর্যন্ত কত জুমিয়া পরিবারকে সাহায্য করা হয়েছে; (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব);

৩। রাজ্যে মোট কত জুমিয়া পরিবার আছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব);

৪। কত টাকা করে প্রতি পরিবারকে সাহায্য করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্তকৃত ২ (দুই) লক্ষ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত কত টাকা ব্যয়িত হয়েছে?

উত্তর

১।
২।
৩।
৪। } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 166.

By— Shri Amarendra Sarma.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ধর্মনগরের রাঘনা গাঁও সভায় রাঘনা মাঠের ফসল বন্যার কবল থেকে রক্ষার জন্য রাঘনা নালার পাড়ে বাঁধ, ভাগ্যপুর গাঁওসভার অন্তর্গত মাঠের ফসল রক্ষার জন্য সাকাইছড়া সংস্কার বাঁধ নির্মাণ, চন্দ্রপুর গাঁওসভার সাকাই বাড়ী (নাথ পাড়া সন্নিহিত) মাঠের ফসল রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ অবিলম্বে করা হবে কি ?	প্রস্তাবটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।
২। ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বিবেচনায় না থাকলে কারণ ?	১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 168

By– Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। রাজ্য সরকার বিভিন্ন মহকুমায় কোল্ড ষ্টোরেজ নির্মান করার কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা ;

২। নিয়ে থাকলে কোন কোন মহকুমায় এবং কবে পর্যন্ত তা নির্মিত হবে ;

৩। যে সকল মহকুমায় কোল্ড ষ্টোরেজ নির্মানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, সেখানে কোল্ড ষ্টোরেজ স্থাপনের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন কি ?

উত্তর

১। মহকুমা ভিত্তিক কোল্ড ষ্টোরেজ নির্মানের কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 172.

By—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর সহর বাগবাসা রোডে জুড়ি ও কাকড়ি নদীর উপর দুটি পাকা ব্রীজ নির্মানের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ;

২। থাকলে, তা কবে পর্যন্ত রূপায়িত হবে ; এবং

৩। এবং পরিকল্পনা না থাকলে, তার কারণ ?

উত্তর

১। ১৯৭৯-৮০ সালে ধর্মনগর রাস্তায় জুরী নদীর উপর পাকা পুল নির্মানের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে। বর্তমানে ধর্মনগরের কাকৃরী নদীর উপর পাকা পুল নির্মানের প্রস্তাব নাই।

২। ১৯৭৯-৮০ সালে বাজেটে অর্থের সংকুলান হলে জুরী নদীর উপর পাকা পুলের কাজ আরম্ভ করা হইবে।

৩। কাকৃরী নদীর উপর পাকা সেতু নির্মানের বিষয়টি যথাসময়ে বিবেচনা করা হইবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 183

By—Sri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই—ফটিকরায় রোডে মানিকভাণ্ডারে ধলাই নদীর উপরে ষ্টিল ট্রাস ব্রিজের কাজ আশানুরূপভাবে চলছে না ,

২। সত্য হইলে ইহার কারণ ?

৩। মানিকভাণ্ডার হতে আঠারমুড়া ফুটহিল পর্যন্ত রাস্তার উন্নতি কল্পে কি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। কন্ট্রাক্টর ধীরগতিতে ষ্টিলব্রীজ এর কাজ চালু করার দরুণ আশানুরূপ অগ্রগতি হয় নাই।

৩। এই রাস্তাটি উত্তরপূর্ব্বাঞ্চল পরিষদ প্রকল্পে অন্তভুক্তির জন্য পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত চেবরী (খোয়াই) হালাহালি পেচারতল রাস্তার একটি অংশ। মানিক ভাণ্ডার হইতে আঠারমুড়া ফুট হিল রাস্তার এস্টিমেটটি উত্তরপূর্ব্বাঞ্চল পরিষদের অনুমোদনের জন্য পাঠাইবার আগে পরীক্ষাধীন আছে। মনজুরীর আগেই উক্ত রাস্তার কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে যাহাতে উত্তরপূর্ব্বাঞ্চল পরিষদের মনজুরি পাওযামাত্র কাজটি হাতে নেওয়া যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 201

By—Shri Mandida Reang.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। দশদা হইতে আনন্দ বাজার পর্যন্ত রাস্তায় ইট বসানোর পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছেন কি না ?

২। নিয়ে থাকলে কবে পর্যান্ত শেষ হইবে ?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। ১৯৮০-৮১ সনে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 206

By—Shri Mandida Reang.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। জম্পুই পাহাড়ে আলু ও আদা চাষ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ; এবং

২। ঐ অঞ্চলে কমলার রোগ নিবারণের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। শুধু আলু ও আদা চাষ করার কোন পরিকল্পনা নেই।

২। কমলার ব্যাপক রোগাক্রান্ত হওয়ার কোন তথ্য সরকারের কাছে নেই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 207

By—Shri Rashiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state —

১। বর্ত্তমান বৎসরে কত একর জমিতে বোরো ধান চাষ করা হইয়াছে ; এবং

২। অনাবৃষ্টির ফলে যে সমস্ত বোরো ধানের জমিগুলি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেগুলি রক্ষা করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?

উত্তর

১। }
২। } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

ADMITTED QUESTION NO. 208

By—Shri Rashiram Deb Barma.

প্রশ্ন	উত্তর
১। আগামী আর্থিক বৎসরে জিরানীয়া ব্লক এলাকাতে ধনাই নদী, ঘোড়ামারা নদী এবং সোনাই নদীতে স্লুইসগেট দিয়া জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করার সরকারের পরিকল্পনা আছে কিনা ?	নাই
২। যদি না থাকে তার কারণ কি ?	এই রকমের প্রস্তাব এখনও পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 210

By—Shri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বছরে পূর্তবিভাগের জন্য কত পরিমাণ সিমেণ্ট বরাদ্দ হয়েছিল ; এবং

২। এ সমস্ত সিমেণ্ট কয়টি ইনস্টলমেণ্টে তোলার কথা ছিল ;

৩। এ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ সিমেণ্ট তোলা সম্ভব হয়েছে;

৪। ইহা কি সত্য যে চলতি আর্থিক বছরে পূর্তবিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত তৃতীয় ইনস্টলমেণ্ট সিমেণ্ট যথাসময়ে কোম্পানী থেকে তুলতে না পারায় এরই মধ্যে নির্দ্ধারিত কোটা বাতিল হয়ে গেছে।

৫। যদি সত্য হয় তবে যথা সময়ে কোম্পানী থেকে তুলতে না পারার কারণ কি ; এবং

৬। এর জন্য কি পরিমাণ সরকারী এবং সরকারের কত টাকা ক্ষতি হবে ?

উত্তর

১। ২০৭০০ মে. টন।

২। ৪ ইনষ্টলমেণ্ট।

৩। ৪র্থ ইনষ্টলমেণ্টের সিমেণ্ট তোলার সময় আগামী মে মাসের ১২ তারিখ পর্যন্ত আছে। ৩য় ইনষ্টলমেণ্ট পর্য্যন্ত বরাদ্দকৃত মোট ১৪৭০০ মে. টন সিমেণ্ট এর মধ্যে ১২৬৪৩ মে. টন সিমেণ্ট তোলা সম্ভব হইয়াছে।

৪। চলতি আর্থিক বছরে তৃতীয় ইনষ্টলমেণ্টে ৫১০০ মেট্রিকটন বরাদ্দীকৃত সিমেণ্টের মধ্যে ৭৪০ মেট্রিকটন বাতিল হইয়াছে।

৫। রেলওয়ে ওয়াগণের অপ্রতুলতার জন্য এবং রেলওয়ে কর্তৃক মালগাড়ী চলাচলে বাধানিষেধ আরূপ করায়।

৬। তৃতীয় ইনষ্টলমেন্টের নির্ধারিত সিমেন্টের কোটা বাতিলের পরিমাণ সামান্য এবং এরজন্য কিছু কাজের অগ্রগতি সাময়িক ভাবে ব্যাহত ছাড়া সরকারী কাজের অন্য কোন ক্ষতি হয় নাই। তবে সড়কপথে ৯৯৬ মে, টন সিমেন্ট আনানোর জন্য মোট ৩,২৩,৭৮০ টাকা অতিরিক্ত খরচ হইয়াছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—B

Admitted Unstarred Question No. 12

By—Shri Tarani Mohan Sinha

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to State—

Admitted Un-Starred Question No. 14

প্রশ্ন

১। গত ১৯৭৮ইং সনে কয়টি গণতান্ত্রিক নারী সমিতি ও মহিলা সমিতি রেজিষ্টার হইয়াছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২। তার আগের তিন বৎসরে কয়টি ঐ প্রকার সমিতি রেজিষ্টার হইয়াছিল তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

৩। ১৯৭৮ইং সনে ঐ সমিতিগুলিকে সাবসিডিতে সূতা দেওয়া হইয়াছে কিনা ;

৪। হইয়া থাকিলে কোন্ বিভগে কত দেওয়া হইয়াছিল ?

উত্তর

১। গত ১৯৭৮ইং সনে সোসাইটিজ রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট (১৮৬০ইং) এর অধীনে ১৪৪টি মহিলা সমিতি ও ১৮টি গনতান্ত্রিক নারী সমিতি রেজিষ্ট্রি হইয়াছে। ইহাদের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

সমিতির সংখ্যা

বিভাগের নাম	মহিলা সমিতি	গণতান্ত্রিক নারী সমিতি
উদয়পুর	১১	—
বিলোনীয়া	১৭	—
সাব্রুম	১৬	—
অমরপুর	৭	১
সদর	৫০	৯
খোয়াই	১৫	৭
সোনামুড়া	—	—
কমলপুর	৯	—
ধর্মনগর	১১	—
কৈলাসহর	৮	১
	১৪৪	১৮

২। ১৯৭৫,১৯৭৬ ও ১৯৭৭ইং সনে যে সব মহিলা সমিতি ও গণতান্ত্রিক নারী সমিতি রেজিষ্ট্রি হইয়াছে তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

বিভাগের নাম	১৯৭৫		১৯৭৬		১৯৭৭	
	মহিলা সমিতি	নারী সমিতি	মহিলা সমিতি	নারী সমিতি	মাহিলা সমিতি	নারী সমিতি
উদয়পুর	৩	—	—	—	২	—
বিলোনীয়া	—	—	—	—	১৭	—
সাব্রুম	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	—	—	—	—	৫৩	১
সদর	৮	—	৭	—	৭	১

খোয়াই	৩	—	২	—	১৯	২
সোনামুড়া	—	—	—	—	১৫	—
কমলপুর	১	—	১	—	১	—
ধর্মনগর	—	—	—	—	—	—
কৈলাশহর	—	—	২	—	৩	—
	১৫	—	১২	—	১১৭	৪

৩। ১৯৭৮ইং সনে ঐ রূপ কোন সমিতিকে সাবসিডিতে সূতা দেওয়া হয় নাই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Stared Question No. 14
By—Makhan Lal Chakraborty

প্রশ্ন

১। (ক) ১৯৭৮-৭৯ সালে ত্রিপুরায় কত গুলি ডিপ টিউব ওয়েল করা হয়েছে? মহকুমা ভিত্তিক তাহার হিসাব ও জায়গার নাম

উত্তর

১। (ক) ২১টি সদর মহকুমায় (১) ঈশান পুর (২) প্রতাপগড় (৩) বামুটিয়া (৪) রাণীর বাজার (৫) আমতলী (৬) সেকের কোট (৭) চড়িলাম। কমলপুর মহকুমায় (৮) ভাতখাউরী (৯) কুলাই। খোয়াই মহকুমায় (১০) বাইজল বাড়ী (১১) আশারাম বাড়ী (১২) বালু ছড়া। উদয়পুর মহকুমায় (১৩) জামজুরী (১৪) ফুলকুমারী। বিলোনীয়া মহকুমায় (১৫) সরমীমা (১৬) বিলোনীয়া (১৭) রাধানগর (১৮) জুলাই বাড়ী (১৯) মুহুরীপুর (২০) ঈশানচন্দ্র নগর (২০) রাজ নগর ও সাব্রুম মহকুমায় (২২) ছোটখিল।

১। (খ) যেগুলি করা হয় নাই তাহার কারণ কি? না হয়ে থাকলে কবে পর্য্যন্ত হবে?

১। (খ) যন্ত্রপাতি, পাইপ ও রেল ওয়াগন না পাওয়ার জন্য বাকী নলকূপের কাজ শেষ করা যায় নাই। আগামী আর্থিক বছরে এই কাজগুলি শেষ হয়ে যাবে।

২। খোয়াই মহকুমার কোন কোন এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং তাহা কবে পর্যন্ত কার্য্যকরী করা হবে ?

২। খোয়াই শহর ও দুর্গানগর এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। খোয়াই শহরের বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ আগামী বর্ষার পূর্ব্বেই শেষ হইবে এবং দুর্গানগর এলাকার কাজ আগামী আর্থিক বৎসরে শেষ হইবে।

Admitted Un-Starred Question No. 18.

By—Sri Ram Kumar Nath.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭৮ ইং সনের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৭৯ ইং সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ধর্মনগর সাবডিভিশনে কতটি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে ?	১। ১৯৭৮-৭৯ ধর্মনগর সাবডিভিসনে (২) রাজনগর (৩) তিলথৈ এ গভীর নলকূপ বসানোর পরিকল্পনা ছিল এবং সেই অনুসারে প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু যন্ত্রপাতি পাইপ ইত্যাদি না পাওয়ার উক্ত প্রকল্পের কাজ শেষ করা যায় নাই। তবে আগামী আর্থিক বৎসরে ঐ কাজ শেষ হয়ে যাবে। উহা চালু হইলে যথাক্রমে ৭৫ একর হিসাবে জমি জলসেচের আওতায় আসিবে।
২। কোথার কোথায় এইগুলি করা হয়েছে ?	২। প্রশ্নই উঠে না।
৩। কোথায় কত একর জমিতে	৩। ঐ

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 27.

By—SHRI NAKUL DAS.

প্রশ্ন

১) সরকার নির্ধারিত দরে আজ পর্য্যন্ত কতটি জলাশয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে দেওয়া হয়েছে এবং কতটি দেওয়া হয় নি ?

২) সরকারী নির্দ্দেশ থাকা সত্ত্বেও মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে না দিয়ে ব্যাক্তি বিশেষকে কোন জলাশয় দেওয়া হয়েছে কিনা ?

৩) হয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) আজ পর্য্যন্ত ১৭টি জলাশয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে দেওয়া হইয়াছে ও আরও ১০টি দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে ইহা ছাড়া আরও ৩৭টি জলাশয় যাহা পূর্ব্ব হইতেই ইজারা দেওয়া ছিল তাহার মেয়াদ ১৯৭৯-৮০ সনে শেষ হওয়ার পর সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা লওয়া হইবে।

২) ৬টী জলাশয় দেওয়া হইয়াছে।

৩) সরকার নির্দ্ধারিত দর ঠিক হওয়ার পূর্ব্বেই ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছিল। কোন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি প্রার্থী না থাকায় উচ্চতম দরে মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের লোকদেরই এই ইজারা দেওয়া হয়।

ADMITTED UNSTARREB QUESTION NO. 29,

প্রশ্ন

১) রাজ্যের কতটি বাজারে মৎস্য বিক্রয়ের জন্য মৎস্য শেড্ নির্মান করা হয়েছে এবং কতটি বাজারে এখনও কোন মৎস্য বিক্রয় শেড্ করা হয়নি ?

২) যে সব বাজারে মৎস্য বিক্রয়ের জন্য কোনরূপ শেডের ব্যবস্থা আজও হয়নি সেখানে শেড নির্মাণ করা হবে কি না ?

৩) চলতি আর্থিক বছরে কতটি শেড্ নির্মাণের পরিকল্পনা আছে ?

উত্তর

১) আগরতলায় পাঁচটি বাজার ভিন্ন রাজ্যের অন্য কোনও বাজারে মৎস্য বিভাগে উদ্যোগে মৎস্য বিক্রয়ের জন্য আর কোন সেড তৈরী করান হয় নাই।

২) আগরতলার সব কয়টি বাজারেই মৎস্য বিক্রয়ের নিমত্ত শেড্ তৈরী করার পরিকল্পনা আছে।

৩) নাই।

Admitted Unstarred Question No. 33

By—Shri Amarendra Sarma.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার বিভিন্ন গাঁওসভায় পি, এ, সি, এস গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কোন ব্লকের অন্তর্গত কোন কোন গাঁওসভায় পি, এ, সি, এস গঠিত হয়েছে ;

২) যে সমস্ত গাঁওসভায় পি, এ, সি, এস গঠিত হয়নি, সেখানে পি, এ, সি, এস গঠনের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ;

৩) ইহা কি সত্য উত্তর ত্রিপুরার জেলার পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত গাঁওসভাগুলিতে পি, এ, সি, এস গঠনের জন্য নির্বাচিত প্রধান এবং বিধায়কদের সংগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনরূপ যোগাযোগ রক্ষা করে চলছেন না ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত যে যে ব্লকের অন্তর্গত যে যে গাঁওসভায় পি, এ, সি, এস গঠিত হয়েছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

ব্লকের নাম	গাঁওসভার নাম
১। মেলাঘর--৬টি	১) ধনপুর, ২) তকসাপাড়া ও শিবনগড়, ৩) নলছড ও বগাবাসা ৪) বড়দোয়াল, দুর্লভ নারায়ন ও খাস্ চৌমুহনী, ৫) চণ্ডীগড়, মোহনভোগ ও কামরাঙ্গাতলী, ৬) জুমের ঢেপা ও লক্ষণঢেপা।
২। খোয়াই—৬টি	১) বেহালারাড়ী, ২) পশ্চিম গণকী, ৩) সোনাতলা, ৪) জাম্বুরাও পূর্ব্বগণকী, ৫) আশারাম বাড়ী ও বনবাজার, ৬) পাহাড়মুড়া, গৌরনগর ও ধলবিল।

৩। মোহনপুর—৯টি ১ পশ্চিম সীমনা, ২) লক্ষীলোঙ্গা ও গান্ধীগ্রাম, ৩) বড়জলা ও লংকামুড়া, ৪) বিজয়নগড় ও কালাছড়া ৫) কলকলিয়া, ৬) বামুটিয়া, ৭) দেবেন্দ্রনগড়, ৮) নরসিংগড় ও সিংগারবিল, ৯) তারানগর।

৪। পানিসাগর—১০টি ১) কুর্তি, ২) বিষ্ণুপুর, ৩) ভাগ্যপুর ও চন্দ্রপুর, ৪) উত্তর পদ্মবিল ও দক্ষিণ পদ্মবিল, ৫) জলেবাসা ও পেকুছড়া ৬) রাগনা ও বড়ুয়া কান্দি, ৭) কামেশ্বর ও দক্ষিণ হুড়ুয়া ৮) প্রত্যেকরাই ও ইচাই লালছড়া, ৯) দেওছড়াও রামনগর, ১০) পানিসাগর ও বিলথৈ।

৫) কুমারঘাট—৮টি ১) দুধপুর ও পশ্চিম কাঞ্চনবাড়ী, ২) বিলাসপুর, ৩) কুমারঘাট ও পাবিয়াছড়া, ৪) ছনতৈল, ৫) দারচই, পূর্ব্ব-বেতছড়া ও দেওতালী, ৬) রাধানগড় ও ফটিককছড়া, ৭) গৌরনগর ও ভগবান নগর, ৮) গকুলনগর ও গংগা-নগর।

ব্লকের নাম	গাঁও সভার নাম
৬) সালেমা ৬টি—	১। ছোট সুরমা ও মরাছড়া। ২। মেছুরিয়া ও ডাববাড়ী ৩। বামনছড়া ৪। বলরাম ও লালছড়ি ৫। কচুছড়া ৬। কালা-ছড়ি।
৭) রাজনগর ৩টি—	১। রাজনগর ২। কমলপুর ৩। সরসীমা ও বাস্পদোয়া।
৮) মাতার বাড়ী ৮টি—	১। শীলঘাটি, কাকডাবন ও রাণী ২। উত্তর মহারাণী ৩। জামজুড়ি ৪। শালগড়া ৫। মীর্জ্জা, পূর্ব মীর্জ্জা মাঠ ও শামুক ছড়া ৬। লক্ষীপতি ৭) গকুলপুর ও ধ্বজনগর ৮। বাগমা ও আঠারশোলা।
৯) বগাফা ৬টি—	১। পশ্চিম পিলাক ২। পূর্ব্ব বগাফা ৩। লাউ-গাং ৪। পূর্ব্ব পিলাক ও মণিরাম পাড়া ৫। দক্ষিণ জোলাইবাড়ী ও উত্তর জোলাই বাড়ী ৬। মুহুরীপুর ও রতনপুর।
১০। সাতচাঁন্দ ৫টি—	১। মনুবাজার, কালাপানিয়া ও কালাঢেপা ২। ব্রজেন্দ্রনগর ও দলুবাড়ী ৩। মাধবনগর ও রাজ নগর ৪। মাগুড়ছড়া ও গরিফা। পূর্ব্ব জলেফা।

১১) জিরাণীয়া ৫টি	১। উত্তর চাম্পামুড়া, মেঘলী পাড়া ও তুলাকোনা ২। পূর্ব নোয়াগাঁও ও দুধছড়া ৩। বঙ্কিমনগর ও জয়নগর ৪। মজলীশপুর ও মাধববাড়ী ৫। বৃদ্ধনগর ও রাণীরবাজার।
১২। তেলিয়ামুড়া ৪টি—	১। কল্যাণপুর ও পশ্চিম কল্যাণপুর ২। দুর্গাপুর ও শান্তিনগর ৩। দ্বারিকাপুর ও লক্ষ্মীনারায়ণপুর ৪। পূর্ব কৃষ্ণবন ও পশ্চিম কৃষ্ণবন।
১৩। বিশালগড ১৭টি—	১। কোনাবন ২। দয়ারামপুর ও লাটিয়াছড়া ৩। দেবীপুর ও কমলাসাগর ৪। দক্ষিণ চড়িলাম ও উত্তর চড়িলাম ৫। মধুবন, সূর্য্যমনি নগর ও রাজলক্ষ্মী নগর ৬। নেহাল চন্দ্র নগর ও গকুল নগর ৭। ব্রজপুর, বিশালগড় ও রাউত খলা ৮। ঘনিয়া মারা পুরাথল ৯। বিক্রমনগর ও পাণ্ডবপুর ১০। আনন্দনগর, যোগেন্দ্রনগর ও আড়ালিয়া ১১। গোলাঘাটি ১২। লক্ষ্মীবিল ১৩। গোপীনগর ১৪। খাস মধুপুর ও ঈশানচন্দ্রনগর ১৫। মধুপুর ও কৈয়াঢেপা ১৬। বড়জলা ও আমতলী ১৭। চন্দ্রনগর।

২। যে সমস্ত গাঁওসভায় এখনও পি, এ, সি, এস গঠিত হয়নি সেখানে যাহাতে অতিসত্বর পি, এ, সি, এস গঠিত হয় তাহার জন্য সমবায় বিভাগীয় কর্মচারীদের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

৩। এরূপ কোন তথ্য জানা নাই।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 35

By—Shri Amarendra Sarma.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য-যে আগরতলা-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে বাড়ীতে নূতন বৈদ্যুতিক কানেকশন নেওয়ার পর দীর্ঘদিন ধরে ঐসব বাড়ীতে পাওয়ার কনজাম্পশন এর অর্থ আদায়ের জন্য বিল দেওয়া হয় না।

২। পরবর্তী সময়ে একসঙ্গে কয়েকমাস বা বছরের বিল বিদ্যুৎ গ্রাহকদের প্রেরণ করা হয়।

৩। সত্য হলে তার কারণ, এবং নূতন গ্রাহকদের ক্ষেত্রে সঙ্গে প্রতি মাসে বিল পাঠানো ও পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ. কোন কোন ক্ষেত্রে।

২। হ্যাঁ; কোন কোন ক্ষেত্রে।

৩। গ্রাহকদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতীরেখে বিল করারমত কর্মচারীর সংখ্যা এদ্দিন ছিলনা। সম্প্রতি অতিরিক্ত ১৪টি মিটার রীডার কাম বিল ক্লার্কের পদসৃষ্টি করা হইয়াছে এবং এরমধ্যে লোকনিয়োগ করা হইবে। উক্তপদে লোকনিয়োগ হইলে পর যথাসময়ে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিলকরা ও বিল পাঠানো সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 36

By—Shri Amarendra Saima.

১। বিভিন্ন গাঁওসভায় কৃষি বিভাগ থেকে সয়েল রিক্ল্যামেশানের জন্য কি কি কাজ করেছেন এবং ঐসব কাজের জন্য কত টাকা ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে (১৯৭৯ এর ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে খরচ করেছেন (ব্লক ও গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব),

২। ঐ কাজের ফলে মোট কত জমি উদ্ধার করে চাষের আওতায় আনা হয়েছে (ব্লক ও গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

১।
২। তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

ADMITTED UN-STARRED QUESRION NO. 37.

প্রশ্ন

১) ১৯৭৮-৭৯ (ফেব্রুয়ারী '৭৯ পর্য্যন্ত) সালে ফুড্ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্লকের কোন কোন গাঁওসভায় মৎষ্য চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব এবং গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব দিতে হবে)।

২) উক্ত কাজের জন্য মোট কত টাকা কি পরিমান আটা ও চাল এবং কত শ্রম দিবস ব্যয়িত হয়েছে? (ব্লক ও গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব দিতে হবে)।

উত্তর

১) ব্লক ভিত্তিক ও গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম	গাঁওসভার নাম	মৎস্য চাষের নিমিত্ত মিনি বাঁধ প্রকল্পের সংখ্যা	মোট আয়তন
উত্তর ত্রিপুরা			
পানি সাগর	জৈথাং বাড়ী	৪৪টি	১৭.২৯ হেঃ
	বালিধুম	১০৮টি	৪৮.৩৫ ,,
	বালিছড়া	১৭টি	১০.৮৫ ,,
	পানিসাগর	১০টি	৫.২১ ,,
	গঙ্গানগর	২ ,,	১০.৫৬৮ ,,
	পেকুছড়া	১৫ ,,	৬.৮৯ ,,
	জলেবাসা	৭ ,,	৩.৫৭ ,,
	রাজনগর	১৯ ,,	৯.৮৯ ,,

ব্লকের নাম	গাঁওসভার নাম	মৎস্য চাষের নির্মিত বাঁধ প্রকল্পের সংখ্যা	মোট আয়তন
পানি সাগর	ইন্দুরাইল	১টি	৩০.০০ হেঃ
	পদ্মবিল	১৪ ,	১০.০৬ ,
	বাগবাসা	১ ,	৮.৪৫৪ ,
	তিলথৈ	৩ ,	১.০০০ ,
কাঞ্চনপুর	উত্তর লালপুরী	২৩ টি	১০.৮৯৬ হেঃ
	দঃ লালপুরী	৭ ,	৩.৩৮০ ,
	পূঃ সাতজালা	১২ ,	৩ ৯৬ ,
	পঃ সাতজালা	১১ ,	২.৮৯ ,
	দল মুবিপাড়া	৩ ,	১.৪১ ,
	উজান মাছমারা	১৬ ,	৭.৭৫ ,
	মাছমারা	৭ ,	২.৬৩ ,
	পেঁচারথল	৪ ,	১.২৯ ,
	জালকাটা	৩ ,	১.১২ ,
	বাপাইছড়া	১২ ,	৩.১৬ ,
	আঁধারছড়া	৮ ,	২.৫৭ ,
	উঃ ধনিছড়া	৮ ,	৪৪৯ ,
কুমারঘাট	জামতৈলবাড়ী	৩০টি	১৬.৮২ হেঃ
	দারছৈ	৮৮ ,	১১.৮৯ ,
	বেতছড়া	২৬ ,	৯.৫৮২ ,
	জলাই	২০ ,	১৭.৭৮ ,
	দেওরাছড়া	৩৫ ,	১৩.৬৭ ,
	উন্‌কোটি	১৮ ,	৬.১২ ,
ছামনু	পঃ করমছড়া	৯টি	২.৮০ হেঃ
	পূঃ করমছড়া	১০ ,	৩.২০ ,
সালেমা	জালীছড়া	৬টি	৩.৫৫৫ হেঃ
	হালাহালী	৮ ,	৩.৮১৫ ,
	লেম্বুছড়া	৬ ,	২.১৯৫ ,
	বিলাসছড়া	১৭ ,	৬.৮৭২ ,
	মানিক ভাণ্ডার	৭ ,	৪.০৩৫ ,

ব্লকের নাম	গাঁও সভার নাম	মৎস্য চাষের নির্মিত মিনি বাঁধা প্রকল্পের সংখ্যা		মোট আয়তন
সালেমা :—				
	জগন্নাথপুর	১টি	—	০·৬৭৫ হে:
	বলরাম	১টি	—	০·৩৭৫ ,,
	কাটালুত্মা	১টি	—	১·৫০০ ,,
প: ত্রিপুরা :— খোয়াই				
	চাম্পাছড়া	৯টি	—	২·৯০ ,,
	প: চাম্পাছড়া	১টি	—	১·০০ ,,
	রামচন্দ্র ঘাট	১টি	—	১·০০ ,,
	উ: রামচন্দ্র ঘাট	১টি	—	০·৮০ ,,
	বেহালা বাড়ী	১টি	—	০·৮০ ,,
	প: করঙ্গী ছড়া	১টি	—	০·৬০ ,,
তেলিয়ামুড়া :—				
	তুইচিঙ্গরাই বাড়ী	১টি	—	০·৬০ ,,
	দ: মহারাণী	২টি	—	০·৮৪ ,,
	পূ: লক্ষীপুর	২টি	—	০·৮৪ ,,
	প: কল্যাণপুর	৩টি	—	১ ৭২ ,,
	রামদয়াল বাড়ী	২টি	—	১·৬০ ,,
জিরানিয়া :—				
	ভৃগুদাস বাড়ী	৮টি	—	৫·৬০ ,,
	পূ: দেবেন্দ্র নগর	৩টি	—	১·৫০ ,,
	চম্পকনগর	৩টি	—	৩·০০ ,,
	ধূমাছড়া	১টি	—	০·৯০ ,,
	ভুলা কোনা	১টি	—	০·৪০ ,,
	মজলিশপুর	১টি	—	০·৪০ ,,

ব্লকের নাম	গাঁও সভার নাম	মৎস্য চাষের নির্মিত মিনি বাঁধ প্রকল্পের সংখ্যা		মোট আয়তন
মোহনপুর :—				
	বোধজং নগর	১টি	—	১.৬০ হেঃ
	মেঘলিবন	২টি	—	০.৭৭ „
	দেবেন্দ্র নগর	৩টি	—	১.২০ „
বিশালগড় :—				
	লালসিং মুড়া	১টি	—	০.৬৪ „
	টাকার জলা	৫টি	—	৫.০০ „
	পাথালিয়া ঘাট	৩টি	—	৩.০০ „
	বাঁশ তলি	১টি	—	১.২৫ „
মেলাঘর :—				
	মোহন ভোগ	৪টি	—	১.৪০ „
	লখন ঢেপা	১টি	—	০.৪০ „
	তেলকাজলা	৮টি	—	১.৫৬ „
	জগতরাজ পুর	৭টি	—	২.১৮ „
	মানাই পাথর	১০টি	—	২.৯০ „
	তৈবান্দল	৭টি	—	২.৭০ „
দঃ ত্রিপুরা				
অমরপুর :—				
	উত্তর তৈদু	২টি	—	৩.০০ „
	রাজ কাও	৩টি	—	২.৯০ „
	মালবাসা	৩টি	—	১.৭৫ „
	ডলুমা	৪টি	—	১.৪০ „
	তৈচাক্মা	৩টি	—	১.৯৩ „
	বৈষ্ণমুনি পাড়া	৮টি	—	১.৯৩ „
	গামাই ছড়া	৩টি	—	১.২৫ „
	জাম্বুক ছড়া	৪টি	—	১.২৫ „
	দঃ তৈদু	১টি	—	০.১০ „
	ফলগু ছড়া	৫টি	—	১.৪০ „
	ইচাছরী	১টি	—	০.৫২ „
	পঃ করভুক	২টি	—	১.৪৭ „
	দঃ করভুক	৩টি	—	১.২৫ „
	চাম্বুক ছড়া	২টি	—	০.৪৩ „
	শামুক ছড়া	১টি	—	০.৪০ „

ব্লকের নাম	গাঁও সভার নাম	মৎস্য চাষের নিমিত্ত মিনি বাঁধ প্রকল্পের সংখ্যা	মোট আয়তন
উদয়পুর	মহারানী	১ টি	০'৪৭ হেক্টর
	বাগমা	১ ,,	০'১২ ,,
	কুশামারা	২ ,,	১৪'০০ ,,
	ফুলকুমারী	২ ,,	১৫'০০ ,,
	সোনামুড়া	১ ,,	১৫'০০ ,,
	গকুলপুর	২ ,,	১'০৮ ,,
	তুলামুড়া	২ ,,	১'১০ ,,
সাতচাঁদ	দ: ভুরাতলি	৩ ,,	০'৩৩ ,,
	উ: ভুরাতলি	১ ,,	০'৮০ ,,
	মনু বঙ্কুল	৫ ,,	২'৫৭ ,,
	রূপাইছড়ি	১ ,,	১'১০ ,,
	ফুলছড়ি	১ ,,	০'৮৯ ,,
	শিলাছড়ি	৬ ,,	১'৫৫ ,,
	বরবিল	৩ ,,	১'০৫ ,,
	দ: ভুরাতলি	১ ,,	১'৫০ ,,
রাজনগর	রাধানগর	৬ ,,	৪'৩৯ ,,
	বাত্তিসা	১ ,,	৬'০০ ,,

২। ব্লক ও গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ব্লকের নাম	গাঁও সভার নাম	নগদ অর্থ	শ্রমদিবস	আটা কুইন্টল	চাউল
পানিসাগর	জৈথাংবাড়ী	৪৫৮৭৫'৮৬	২৪০০০	৩০০	৩০০
	বালিধুম	৬০৯০৫'৬২	৩৮৭২৮	৪৮৯'৭০	৪৪৪'৭০
	বালিছড়া	৯৬৪৪'২০	৪৭০০	৫৮'৭৫	৫৮'৭৫
	পানিসাগর	৫৭৩৪'৮৫	৩০০০	৩৭'৫০	৩৭'৫০
	গঙ্গানগর	১৩৪০'০০	৮০০	১০'০০	১০'০০
	পেকুছড়া	১৬৭'৫০	১০০	১'২৫	১'২৫
	জলেবাসা	ফেব্রুয়ারীর পর			
	ইন্দুরাইল	,,			
	পদ্মবিল	৯৬০৩'০০	৪৬৮০	৫৮'৫০	৫৮'৫০
	বাগবাসা	ফেব্রুয়ারীর পর			
	ভিলথৈ	,,			

কাঞ্চনপুর	উঃ লালজুরী	৮৩৭·৫০	৫০০	৬·২৫	৬·২৫
	দঃ লালজুরী	৮৩৭ ৫০	৫০০	৬·২৫	৬·২৫
	পূঃ সাতনালা	৯৯৫·০০	৬০০	৭·৫০	৭·৫০
	পঃ সাতনালা	৬৭৫·০০	৪০০	৫·০০	৫·০০
	দশমুনিপাড়া	৩৩৫·০০	২০০	২·৫০	২·৫০
	উজান মাছমারা	১১৭২·০০	৭০০	৮·৭৫	৮·৭৫
	মাছমারা	ফেব্রুয়ারীর পর			
	পেচারথল	১৬৭·৫০	১০০	১·২৫	১·২৫
	নলকাটা	১৬৭·৫০	১০০	১·২৫	১·২৫
	বাগাইছড়া	১৬৭·৫০	১০০	১·২৫	১·২৫
	আঁধারছড়া	১৬৭·৫০	১০০	১·২৫	১·২৫
	উঃ ধনিছড়া	ফেব্রুয়ারীর পর			
কুমারঘাট	জামতৈলবাড়ী	৩৩৫০·০০	২০০০	২৫·০০	২৫·০০
	দারছই	৪৮০১·৬০	২৩৪০	২৯·২৫	২৯·২৫
	বেতছড়া	২৬৭০·০০	১৬০০	২০·০০	২০·০০
	জলাই	১১৭২·৫০	৭০০	৮·৭৫	৮·৭৫
	দেওড়াছড়া	৩৩৫০·০০	২০০০	২৫·০০	৩৫·০০
	ঊনকোটী	ফেব্রুয়ারীর পর			
ছামনু	পঃ করমছড়া	১৮৫৭.১৫	১০৬৫	১৩.২৯	১৩.২৯
	পূঃ করমছড়া	৪৮০১.৬০	২৩৪০	২৯.২৫	২৯.২৫
সালেমা	বালীছড়া				
	হালাহালি				
	লেম্বুছড়া				
	বিলাসছড়া	১৫২৯২.৯৫	৮০০০	১০০.০০	১০০.০০
	মানিক ভাণ্ডার				
	জগন্নাথপুর				
	বলরাম				
	কাটালুতমা				
খোয়াই	চম্পাছড়া (গণকি)	২৪৭৩.৮৫	১৩০২	৩২.৫৫	—

(পশ্চিম ত্রিপুরার অন্যান্য ব্লকের ২৯টি গাঁওসভার কাজ ফেব্রুয়ারীর পর আরম্ভ করা হইয়াছে।)

অমরপুর	রাজকাণ্ড	৮২০৫.০০	৩৫০৪	৪৩.৮০	৪৩.৮০

(বাকী ০৩টি গাঁওসভার কাজ ফেব্রুয়ারীর পর আরম্ভ করা হইয়াছে)

উদয়পুর	মহারাণী	২৫৮৩.০০	১০৪০	১৩.০০	১৩.০০
	বাগমা	৭৭৯.০০	৩৪০	৪.২৫	৪.২৫
	কুশামারা	২১১৩.০০	৮২০	২০.৫০	২০.৫০
	ফুলকুমারী	২৪৫৮.০০	৯৫৭	২৩.৯২	২৩.৯২
	সোনামুড়া	২১৪৩.০০	৫৪৩	১৩.৫৭	১৩.৫৭
সাতচাঁদ	দ: ভুরাতলী	৩২১৩.০০	১৬৭২	২০.৯০	২০.৯০
	উ: ভুরাতলী	৩১৭৩.০০	১৬০০	২০.০০	২০.০০
	মনু বন্‌কুল	১০৫৭৪.০০	৪৬৪২	৫৮.০৩	৫৮.০৩
	রূপাইছরী	৪৫০৩.০০	১২৫০	১৫.৬২	১৫.৬২
	ফুলছরী	১০০০.০০	৫৫০	৬.৮৭	৬.৮৭
রাজনগর	রাধানগর	৩৬৪৭.০০	১৭০৮	২১.৩৫	২১.৩৫
	বাতিসা	২১৫০.০০	৯৮৮	২৪.৭০	২৪.৭০

এতদব্যতীত উদয়পুর ব্লকের ২টি গাঁওসভায়, অমরপুর ব্লকের তেরটি গাঁওসভায়, সাতচাঁদ ব্লকের তিনটি গাঁওসভায় ফেব্রুয়ারীর পর কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 39

By — Shri Amarendra Sharma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। পূর্তদপ্তরের ১৯৭৮-৭৯ সনের বিভিন্ন কাজের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের কত অংশ ১৯৭৯ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে খরচ করা হইয়াছে? (বিভিন্ন কাজের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ও খরচের হিসাব ৭৯ এর ফেব্রুয়ারী সময় পর্যন্ত দিতে হইবে) —

২। অব্যয়িত অর্থ ১৯৭৯ এর মার্চ মাসের মধ্যে বিভিন্ন কাজের জন্য সঠিক ভাবে ব্যয় করার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

উত্তর

১। পূর্তদপ্তরের জন্য ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বৎসরের বিভিন্ন কাজের নিমিত্ত বরাদ্দকৃত অর্থের প্রায় ২/৩ অংশ গত ফেব্রুয়ারী ৭৯ পর্যন্ত ব্যয় হইয়াছে। কাজের নিরীখ বরাদ্দ অর্থ ও খরচের হিসাব সংযোজিত অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ আছে।

২। বিভিন্ন কাজের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয় করার উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত পরিমান কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে, এবং কাজের অগ্রগতির উপর সম্যক দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

STATEMENT SHOWING HEADWISE EXPENDITURE UPTO THE MONTH OF FEBRUARY/79.

(FIGURES IN LAKHS OF RUPEES)

ANNEXURE

Head of Account	Budget provision for 1978-79 Preliminary	Revised	Expdr. upto end of Feb. 1979	Percentage of expenditure on the basis of Revised Grant.
	Rs.		Rs.	Rs.
259-PUBLIC WORKS				
Salaries, Wages, Office expenses, Travel expenses, Construction of minor buildings, Maintenance and Repairs, Furnishing and Stock Suspense.	654.60	711.41	521.20	73%
277-EDUCATION				
Construction of Minor Functional Buildings under Education Deptt.	6.43	9,17	6.13	63%
278-ARTS & CULTURE				
Constn. of Minor functional buildings for Fine Arts, Education, Archaeology, Museum, Libraries etc. under Education Deptt.	0.01	0.07	—	—
280-MEDICAL				
Constn. of Minor Functional building under Medical Department.	4.21	3.63	1,94	53%
281-FAMILY PLANNING				
Constn. of minor functional buildings under Family Welfare	—	0.10	—	—

282-PUBLIC HEALTH, SANITATION & WATER SUPPLY.				
Running & Maintenance and constn. of Minor works for Water Supply.	0.50	2.00	1.84	92%
287-LABOUR & EMPLOYMENT Constn. of Minor functional building under Labour and Employment schemes.	0.50	0.20	—	—
305-AGRICULTURE Constn. of Minor Functional building under Agriculture.	—	0.67	0.15	22%
310-ANIMAL HUSBANDRY Constn. of Minor Functional building under Animal Husbandry.	0.20	1.17	0.38	32%
321-VILL. & SMALL INDUSTRIES Constn. of Minor functional building under Industries	0.70	0.64	0.08	12.5%
283-HOUSING— Constn. of Minor Residential buildings and maintenance thereof.	35.69	58.00	21.97	38%
337-ROADS & BRIDGES—Constn. of Minor District Road & Rural roads and maintenance thereof	166.26	172.59	154.03	89%
331-WATER & POWER DEVELOPMENT : Salaries, wages, Travelling expenses, office expenses etc. Minor Constnal. works and maintenance thereof relating to Research, Training, Technical supervision, consultancy, data collection & Survey and Investigation regarding Water & Power Development.	36.15	1.19	—	—

333-IRRIGATION, NAVIGATION, DRAINAGE AND FLOOD CONTROL PROJECTS.				
Salaries, wages, Travel expenses, office expenses etc. and all original minor works of Flood protection schemes and maintenance thereof	28.89	29.89	16.98	57%
334-POWER PROJECTS				
Salaries, Wages. Office Expenses, Travell expenses etc., Interest, all Original Minor works and maintenance thereof	120.00	130.00	77.51	59%
306-MINOR IRRIGATION				
All original Minor works of Investigation & development of ground water resources, Deep Tube wells, Lift Irrigation, and other minor Irrigation works.	13.03	13.03	11.94	91%
459—C.O. ON PUBLIC WORKS				
Constn. of Major Administrative buildings costing more than 1 (one) lakh.	70·10	60·30	20·94	34%
477—C.O. ON EDUCATION, ARTS & CULTURE				
Constn. of Major functional buildings costing more than one lakh under Education Deptt.	28·00	27·55	15·53	56%
480—C.O. ON MEDICAL ;				
Constn. of Major functonal building costing more than one lakh.	43·00	33·27	15·00	45%

481—C.O. ON FAMILY PLANNING Constn. of Major functional building costing more than one lakh under family welfare.	—	0·10	—	—
482—C.O. ON PUBLIC HEALTH, SANITATION AND WATER SUPPLY Constn. of Original Water supply schemes costing more than one lakh.	176·00	179·21	99·12	55%
509—C.O. ON FOOD & NUTRITION. Constn. of Major functional buldg. of Food Deptt. costing more than one lakh.	—	2·80	1·67	43%
510—C.O. ON ANIMAL HUSBANDRY Constn. of Major functional buildgs. under Animal Husbandry Deptt. costing more than one lakh	16·57	4·92	0·85	22%
511—C.O. ON DAIRY DEVELOPMENT Constn. of functional major building under Dairy Devpt. costing more than one lakh	7·60	7·40	4·02	54%
521—C.O. ON VILL. & SMALL INDUSTRIES Constn. of Major functional building of Industries Deptt. costing more than one lakh.	21·50	16·40	8·85	51%

483—C.O. ON HOUSING				
Constn. of residential building costing more than one lakh.	13·70	42·39	18·50	43%
499—C. O. ON SPECIAL & BACKWARD AREAS (N. E. C. ROADS)				
Constn. of Roads & bridges under N. E. C. Scheme costing more than one lakh.	154·00	113·00	52·23	46%
537—C.O. ON ROADS & BRIDGES				
Costn. of Roads & bridges costing more than one lakh both under State & Central Plan.	455·00	530·00	296·20	56%
506—C.O. ON MINOR IRRIGATION ETC.				
Salaries, wages, Office expenses, travel expenses etc. and Original Minor Irrigation Schemes costing more than one lakh (both under State and Central Plan).	104·97	114·94	51·60	45%
533—C.O. ON IRRIGATION NAVIGATION, DRAINAGE & FLOOD CONTROL.				
Salaries, wages, Office expenses, Travel expenses etc. and original Flood Protection Scheme costing more than one lakh	107·00	107·00	34·07	32%

534—C.O. ON POWER PROJECTS. Salaries, wages, travel expenses Office expenses etc. and all Original Schemes of Thermal, Hydel, Gas Power and Transmission and Distribution of Powers and Stock Suspense.	467·00	427·00	411·00	96%
GRAND TOTAL :—	2731·64	2800·04	1843·81	66%

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 40

By—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। গ্রামীন বৈদ্যুতীকরণ ব্যবস্থায় ত্রিপুরার কোন কোন গ্রামে বিদ্যুৎ ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বৎসরে সম্প্রসারিত হয়েছে ?

(মহকুমা ও গ্রাম ভিত্তিক হিসাব)

২।. ধর্মনগর মহকুমার কোন কোন গ্রাম এখনও বৈদ্যুতীকরণের আওতায় আসে নি ?

৩। আংশিক ভাবে যে সমস্ত গ্রামে (ধর্মনগর মহকুমার) বিদ্যুৎ সম্প্রসারিত হয়েছে, সেগুলির নাম।

৪। আংশিক ভাবে ও সম্পূর্ণভাবে ধর্মনগর মহকুমার যে সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারিত হয় নি, সে গুলিতে কবে পর্য্যন্ত বৈদ্যুতীকরণ করা হবে ?

উত্তর

১। ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বৎসরে ২০ শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত যে সব গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারিত করা হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী "ক" দ্রষ্টব্য—

২। ধর্মনগর মহকুমায় ১৯৭১ সালের আদম সুমারী অনুসারে মোট ৪০৪ টি গ্রাম আছে তাহার মধ্যে ১৯৭৮-৭৯ ইং সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ ইং পর্য্যন্ত মোট ৫৫টি গ্রামকে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাকী ৩৪৯টি গ্রামকে ক্রমশ: বৈদ্যুতীকরণ করা হইবে।

৩। ধর্মনগর মহকুমায় ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ ইং সন পর্য্যন্ত ৫৫টি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ করা হইয়াছে। সেগুলির নাম সংযোজনী 'খ'' দ্রষ্টব্য।

৪। ধর্মনগর মহকুমায় মোট ৩৪৯টি গ্রামে আংশিকভাবে ও সম্পূর্ণভাবে বৈদ্যুতিকরণের কাজ বাকী আছে। এবং ভারত সরকারের ২০ বছরের গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৭৮-৭৯ সনের মধ্যে সমস্ত গ্রাম বৈদ্যুতিকরণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ANNEXURE—A.

SADAR SUB-DIVISION

সংযোজনী 'ক'

Sl.No.	Name of the Village Electrified.
1.	Kadamtala.
2.	Dhajanagar.
3.	Damdamia Colony.
4.	Khash Nandanpur.
5.	Nandan Nagar.
6.	Durganagar.
7.	Gajaria.
8.	Kata Seola
9.	Ranir Gaon.
10.	Ichamura.
11.	Jagannathpur.
12.	Hatileta.
13.	Ghaniamura.
14.	Shibnagar.
15.	Paschim Dukli.
16.	Dhakshin Charilam Bazar.
17.	Dakshin Champamura.
18.	Purba Lakmi bill.
19.	Purba Noagoan.
20.	Kobrakhamar.
21.	Jatrabari.
22.	Radhanagar.
23.	Satdubina.
24.	Noagaon.

25. Montala Colony.
26. Nayniamura.
27. Rajeswaripur.
28 Nripendra Nagar Colony.
29. Jalilpur.
30. Kalkalia.
31. Bhatilarma.
32. Jagatpur.
33. Dighalia.
34. Harijoy Chow-para.
35. Jamirghat.
36. Mandaibajar,
37. Brajanagar.
38. Harinakhola.
39. West Champamura.
40. Barjala.
41. Sachindranagar Colony.
42. Chandinamura.
43. Laxmipur
44. Khash Noagaon
45. Mahespur.
46. Durganagar
47. Konaban.
48 Dakshin Charilam.
49. North Kemaria.
50. Batadepa.
51. Chandra Sadhu para.
52. Dasharam Bari.
53. Kalagachia Bazar.
54. Sidhai.
55. Mohanpur Bazar.
56. Gopal Nagar T. E.

KHOWAI SUD-DIVISION.

SL. NO.	NAME OF THE VILLAGES ELECTRIFIED.	
1.	East Ram Chandraghat.	—
2.	Asharambari.	—
3.	Hatkata bari.	—
4.	Singhicherra Colony.	—
5.	Dwarikapur.	—
6.	Lembu Cherra.	—
7.	Padmabil.	—

SONAMURA SUB-DIVISION.

SL. NO.	NAME OF THE VILLAGES ELECTRIFIED.	
1.	Bata dola.	—
2.	Bhatinalchar.	—
3.	Matinagar.	—
4.	Kulabari.	—
5.	Durlav Narayan.	—

AMARPUR SUB-DIVISON.

SL. NO.	NAME OF THE VILLAGE ELECTRIFIED.	
1.	Chelagang Bengali para.	—
2.	Rangamati.	—
3.	Dalak.	—
4.	Dalumen Jamatia Bari.	—

BELONIA SUB-DIVISION.

SL. NO.	NAME OF THE VILLAGES ELECTRIFIED.	
1.	Bathan Bari.	—
2.	Rajnagar Coloney.	—
3.	Dakshin Haripur.	—
4.	Champak Nagar.	—
5.	Kalachara Bagan.	—
6.	Nalua.	—

SABROOM SUB-DIVISION.

SL. NO.	NAME OF THE VILLAGES ELECTRIFIED.	
1.	Bankul	—
2.	Sonaol cherra.	—
3.	Chalita Bankul.	—
4.	Rupai charri.	—
5.	Goa Chandpur.	—

DHARMANAGAR SUB-DIVISION.

SL. NO.	NAME OF THE VILLAGES ELECTRIFIED.
1.	Mahespur.
2.	Mangal Kali.
3.	Panisagar Madhya.
4.	Agnibassa
5.	Gabindapur.
6.	Pratyekroy.
7.	Kalacherra.
8.	Uptakhali.
9.	Bagan S. E.
10.	Rowa
11.	Betang
12.	Dewanpasa Madhya.
13.	Barua Kandi.

KAILASHAHAR SUB-DIVISION.

SL. NO.	NAME OF THE VILLAGES ELECTRIFIED.	
1.	Pabia Cherra B. D. O. Office.	—
2.	Pabia Cherra Bazar.	—
3.	Jagatnath Pur.	—
4.	Magurali.	—
5.	Irani T. E.	—
6.	Ujan Sonaimusi.	—

KAMALPUR SUB-DIVISION.

SL. NO.	NAME OF THE VILLAGES ELECTRIFIED.	
1.	Purba Abhanga.	—
2.	Purba surma.	—
3.	Metirmia.	—
4.	Kandigram.	—
5.	Jaharnagar Colony.	—
6.	Santir Bazar.	—
7.	Kamala Cherra.	—
8.	Dhuma Cherra.	—

9.	Raipasa.	—
10.	Kanchanpur.	—
11.	Halahali Bazar.	—
12.	Halahali.	—
13.	Sikari Bari.	—
14.	Netaji nagar	—
15.	Bankumari.	—
16.	Kalachari No. 2.	—
17.	South Kalachari No. 3.	—

UDAIPUR SUB-DIVISION

SI. No.	NAME OF THE VILLAGES ELECTRIFIED.	
1.	Tepania Colony	—
2.	Baisnabir Cherra.	—
3.	Gungtire.	—

IN TOTAL 122 VILLAGES ELECTRIFIED.

ANNEXURE—B.

DHARMANAGAR SUB-DIVISION

সংযোজনী—'খ'

Sl. N.o Name of the Villages electrified.

1. Halflong T. E.
2. Ramnagar,
3. Tilthai.
4. Kamesswar Gaon.
5. Pani Sagar.
6. Churai Bari.
7. Deocherra S. E.
8. Ananda Bazar.
9. Sani Cherra.
10. Bagbassa.
11. Noagaong.
12. Dewan Passa. (NE).
13. Radhapur.
14. Sukhna Cherra.
15. Latugaon.

16. Bilthai.
17. Krishnapur.
18. Jubarajnagar.
19. Radhapur SE.
20 Ganganager T. E.
21. Raghna.
22. Bhagyapur.
23. Kakerpur.
24. Dhighal Bagh.
25. Kashim Nagar.
26. Kurtir passa
27. Sonapassa
28. Durgapur.
29. Kameswar (S. E.)
30. Dewanpassa (S. E.)
31. Radhanagar
32. Lal Cherra
33. Kadamtala.
34. Ranibari T. E.
35. Naya Drone.
36. Pecherthal.
37. Barua Kandi (SE).
38. Bishnupur.
39. Kanchanpur.
40. Hurra SE.
41. Dulu Kandi.
42. Bagan (NW).
43. Mahespur (T-E).
44. Mangal Kali.
45. Panisagar Madhya.
46. Agnipassa.
47. Gobindrapur.
48. Pratyekroy.
49. Kalacherra.
50. Uptakhali
51. Bagan SE.

52. Rowai —
53. Betangi. —
54. Dewanpasa Madhya. —
55. Barua Kandi. —

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 42
By—Sri Kamini Deb Barma

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে মথরী ও ফটিক-ছড়া ধনবিলাস এলাকায় ব্যাপক ভাবে ছড়া ভাঙ্গিয়া দু ফসলা জমি নষ্ট হইয়াছে ?

২। সত্য হইলে সব জাগায় জমি রক্ষা করার জন্য সরকারের কোন পরি-কল্পনা আছে কি ?

৩। থাকিলে কবে পর্যান্ত কার্য্যকরী করা হইবে ?

উত্তর

১। মথরী বলে এমন কোন জায়গা নাই। তবে মরাছড়া, ফটিকছড়া, ধনবিলাস এলাকায় ভাঙ্গার ফলে কিছু জমি নষ্ট হচ্ছে।

২। ত্রিপুরায় প্রায় সর্ব ছড়ায়ই ভাঙ্গা হচ্ছে। এবং আর্থিক অসুবিধার জন্য বর্ত্তমানে সব ছড়ার ভাঙ্গনই প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না। তবে ধাপে ধাপে ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করা যায় কিনা সরকার ভেবে দেখবে।

৩। উপরোক্ত উত্তরের পরি-প্রেক্ষিতে ইহা আসে না।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 45
By—Shri Kamini Deb Barma

প্রশ্ন

১। নেপাল টিলা ও সাইদার ছড়া এলাকায় পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ? এবং

২। থাকিলে কবে পর্যান্ত খোলা হইবে ?

উত্তর

১। ক) নেপাল টিলাতে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার বর্ত্তমানে সরকারের কোন পরি-কল্পনা নাই।

খ) সাইদার ছড়া নামে কোন এলাকায় পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয় নাই, তবে সাইদার বাড়ীতে একটি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

২। ক) প্রশ্ন উঠে না।

খ) সাইদার বাড়ী পশু চিকিৎসা কেন্দ্রটি অক্টোবর ১৯৭৮ ইং সালে খোলা হইয়াছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjwayanta Palace), Agartala on Monday the 26th March, 1979 at 11 A.M.

PRESENT

Mr. Speaker (the Hon'ble Sudhanwa Deb Barma) in the Chair. Chief Minister, 10 Ministers, the Deputy Speaker and 42 Members.

STARTED QUESTIONS

মিঃ স্পীকার ঃ---আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়-ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীমতিলাল সরকার এবং শ্রীতপন চক্রবর্তী (ব্রাকেটেড)

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৭৯ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কতজন বেকার হোমগার্ডকে ত্রিপুরা সরকার কাজে নিযুক্ত করেছেন,

২। এর মধ্যে কতজনকে নাইট গার্ড হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে,

৩। আরো কতজন হোমগার্ড এখনও বেকার রয়েছেন?

উত্তর

১। হোমগার্ড একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এই সংস্থার সদস্যদের বেকার হিসাবে গণ্য করা হয় না, কারণ প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যাক্তিগত বিভিন্ন জীবিকায় নিযুক্ত। তবে সংস্থার সদস্যদের ট্রেনিং দিয়ে রাখা হয় যাতে প্রয়োজনে জনস্বার্থে সরকারী কার্যে তাহাদের সহায়তা পাওয়া যায়। যে সময় তাহারা সরকারকে জনস্বার্থে সহায়তা করেন সেই সময়ের জন্য তাহাদের নির্দিষ্ট হারে দৈনিক ভাতা দেওয়া হয়। তবে এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যদের মধ্য হইতে এ পর্যন্ত মোট ৫৫৭ জনকে বিভিন্ন সরকারী অফিসে নিযুক্তি পত্র দেওয়া হইয়াছে।

২। ৫৪৭ জনকে।

৩। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এরা স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করে। যারা নাইটগার্ড হিসাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে, আমার জানা আছে কিছু বেকার আছে যারা ট্রেনিং নিয়ে বসে আছে, কিছু বেকার ছিল ৮ বছর ধরে তাদেরকেও নেওয়া হয়েছে। যারা হোমগার্ড সার্ভিসে আছে তাদের ফুল টাইম যব ৮ ঘন্টার জায়গাতে ১৪ ঘন্টা কাজ করছে। স্টেট গভর্ণমেন্ট এদের ব্যাপারটা নিয়ে অল ইণ্ডিয়া লেভেলে মুভ করবেন কিনা এদের রেগুলার করার জন্য?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---যারা হোমগার্ড তারা অনেকে থানা ইত্যাদিকে, আমাদের পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করে। কিন্ত তারা সব সময়েই অনুভব করে যে তাদের এই কাজের কোন নিরাপত্তা নেই, যেহেতু যে কোন সময়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া যাবে। কাজেই যখন আমরা নাইটগার্ড হিসাবে নিযুক্ত করলাম তখন সিনিয়রিটি হিসাবে যারা থানা ইত্যাদিতে ছিল, তাদের আমরা নাইটগার্ড হিসাবে জায়গা দিয়েছি সিনিয়রিটি হিসাবে। তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছেন এই সম্পর্কে যারা বর্ডারে বি,এস,এফ,কে সাহায্য করবার জন্য ট্রেনিং প্রাপ্ত ছিল, মাননীয় সদস্য জানেন তারাই ছাঁটাই হয়ে যায়। আমরা তাদের কিছু ট্রেনিং দিয়ে কাজে নিযুক্ত করতে পেরেছি। যে ফিগার আমরা এখানে দিয়েছি তারপরেও আমরা আরও কিছু নিতে চেষ্টা করছি। তাছাড়া আমাদের আর একটা আর্মড বাহিনী তৈরী করার প্রয়োজন আছে এবং সেখানেও হোমগার্ডদের আমরা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। কাজেই হোম-গার্ডদের স্থায়ী কাজ দেওয়ার জন্য এই সরকার সব সময়েই সচেষ্ট এবং কেন্দ্রীয় সর-কারের সংগে যোগাযোগ রাখছেন।

শ্রীসুবোধ দাস ঃ—বিভিন্ন বিভাগে যে সমস্ত হোমগার্ডদের নিযুক্ত করা হয়েছে, তাদের সিনিয়রিটির ব্যাপারে বিভিন্ন বিভাগে কারচুপি হয়েছে বলে কোন অভিযোগ সরকারের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—আমার জানা নেই।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—বেকার হোমগার্ডদের যে নাইট গার্ড হিসাবে নিযুক্ত করা হল, এটা কি শুধু সিনিয়রিটি ধরা হয়েছে না পোভারটিও ধরা হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—সাধারণত সিনিয়রিটি এখানে অগ্রাধিকার পেয়েছে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—নাইট গার্ড হিসাবে আরও যাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে পারে তার জন্য সরকার বিবেচনা করছেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—এটা ঠিক যে যেখানে নাইট গার্ড দরকার সর্বত্র তা আমরা দিতে পারিনি, বিশেষ করে সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবের কোটায়। আমরা চেষ্টা করছি যে যদি হোমগার্ড থেকে না পাওয়া যায়, তাহলে ডাইরেক্টলী আমরা নেব।

শ্রীখগেন দাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে সমস্ত মেয়ে হোমগার্ড ট্রেনিং নিয়েছেন, তাদেরকে পরবর্তীকালে পুলিশের মহিলা কনস্টেবলে নিযুক্ত করার কোন পরিকল্পনা এই সরকারের আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, মাননীয় সদস্য একটা ভাল প্রশ্ন করেছেন, বিশেষ করে মেয়ে হোম গার্ডদের সম্পর্কে। আমরা মেয়ে পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য তাদেরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পুলিশ কনস্টেবলে নিযুক্ত করার চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ—প্রশ্ন নং ১৩৩।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—প্রশ্ন নং ১৩৩ স্যার।

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বছরে কতগুলি পঞ্চায়েত বাজারে নর্দমা, নির্মাণ, ইট বাঁধানো, শেড তৈরী সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য পঞ্চায়েত দপ্তর আর্থিক সাহায্য করেছেন ?

২। এই টাকার পরিমাণ কত ?

উত্তর

১। চলতি আর্থিক বছরে মোট ১৫টি পঞ্চায়েতকে বাজার উন্নয়নের জন্য সরকার অনুদান মঞ্জুর করিয়াছেন।

২। এই বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ মোট ২,৭০,০০০ টাকা।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ—কোন পঞ্চায়েতকে কত টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—বাজার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্লক হইতে মোট ৩০টি প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছিল তম্মধ্যে বর্তমান আর্থিক বছরে পঞ্চায়েত দপ্তর হইতে বাজারের নর্দমা নির্মাণ, ইট বাঁধানো, শেড তৈরী সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার নিম্নলিখিত প্রতিটি বাজারকে ১৮,০০০ টাকা অনুদানের নিয়মাবলী অনুসারে মঞ্জুর করিয়াছেন ঃ—

	ব্লকের নাম	গাঁও পঞ্চায়েতের নাম	বাজারের নাম	মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ
১।	কমলপুর সি, ডি, বলক	গঙ্গানগর	গঙ্গানগর	১৮,০০০ টাকা।
		পূর্বডলু ছড়া	পূর্বডলু ছড়া	১৮,০০০ টাকা।
		চানকাপ	চানকাপ	১৮,০০০ টাকা।
২।	বিশালগড় সি,ডি, ব্লক	পাণ্ডবপুর	পাণ্ডবপুর	১৮,০০০ টাকা।
		আমতলী	বিশ্রামগঞ্জ	১৮,০০০ টাকা।
৩।	ডম্বুরনগর টি,ডি, ব্লক	পোতাচড়া	রাইখ্যাবাড়ী	১৮,০০০ টাকা।
৪।	মোহনপুর সি,ডি, ব্লক	বড়কাঠাল	বড়কাঠাল	১৮,০০০ টাকা।
৫।	তেলিয়ামুড়া সি,ডি, ব্লক	পশ্চিম তেলিয়া-মুড়া আর, এফ,	খাসিয়ামঙ্গল	১৮,০০০ টাকা।
৬।	কাঞ্চনপুর টি,ডি ব্লক	উত্তর দশদা	দশদা	১৮,০০০ টাকা।
৭।	মেলাঘর সি,ডি ব্লক	আনন্দনগর	কমলনগর	১৮,০০০ টাকা।
৮।	খোয়াই সি,ডি, ব্লক	চেবরী	চেবরী	১৮,০০০ টাকা।
		দক্ষিণ পদ্মবিল	ছনখোলা	১৮,০০০ টাকা।
৯।	রাজনগর সি,ডি ব্লক	রাঙ্গামুড়া	রাঙ্গামুড়া	১৮,০০০ টাকা।
		দেবীপুর	দেবীপুর	১৮,০০০ টাকা।
১০।	জিরানিয়া সি,ডি, ব্লক	বঙ্কিমনগর	জিরানিয়া	১৮,০০০ টাকা।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ--আমার তিলথৈ বাজারের জন্য ১৮ হাজার টাকা স্যাংশান হয়েছে, কিন্তু সেই টাকা খরচ না হওয়ার কারণ কি মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---স্যার, এই সম্পর্কে আমার কাছে এই ধরণের কোন রিপোর্ট এখন পর্য্যন্ত আসেনি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে সমস্ত বাজারগুলির উন্নয়নের জন্য সরকার থেকে অনুদান দিয়েছেন, তাদের মধ্যে কয়টি বাজারের উন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে, বলতে পারেন কি?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---স্যার, অনেকগুলির কাজ শেষ হয়েছে, আর বাকীগুলির কাজ এখনও চলছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে ৩০টি বাজার উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব এসেছে এবং তার মধ্যে মাত্র ১৫টি কে বাজার উন্নয়নের জন্য অনুদান দেওয়া হয়েছে, বাকীগুলিকে দেওয়া হল না কেন, জানতে পারি কি?

শ্রীদিনেশ দেববর্মা ঃ—আমি বলেছি যে বর্তমান আর্থিক বছরে ১৫টি বাজারের উন্নয়নের জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে, আর বাকী যেগুলি রয়েছে সেগুলিকে পর্য্যায়ক্রমে উন্নয়নের জন্য অনুদান দেওয়া হবে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ--মাননীয় মন্ত্রী মশাই প্রথম থেকে আজ পর্য্যন্ত কতগুলি বাজারকে উন্নয়নের জন্য অনুদান দেওয়া হয়েছে, তার একটা ডেফিনিট নাম্বার বলতে পারেন কি?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---বাজার সম্পর্কে আর্থিক অনুদান তখনই দেওয়া সম্ভব যখন আমাদের রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট বাজার এলাকার জমিকে খাস বলে ঘোষণা করে কোন কমিটির কাজে তার উন্নয়নের দায়িত্ব দেন, এর আগে আমরা তার মধ্যে হাত দিতে পারি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে ১৫টি গাঁও সভার বাজারের উন্নয়নের জন্য অনুদান দিয়েছেন বলে বললেন, তার সবগুলিই বামফ্রন্টের এবং এর দ্বারা কি বামফ্রন্টের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হয় নি?

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, এই প্রশ্নটা ইরেলিভেন্ট। শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—প্রশ্ন নং ১৩৭।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—প্রশ্ন নং ১৩৭, স্যার,

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে অনেক গ্রাম পঞ্চায়েত ও ন্যায় পঞ্চায়েতের নিজস্ব ঘর নেই ?

২। সত্য হইলে, এই সমস্ত ঘর তৈরীর কোন পরিকল্পনা আছে কি ; এবং

৩। থাকিলে, কবে পর্য্যন্ত এই সমস্ত ঘর তৈরীর কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। হ্যাঁ, এই সমস্ত ঘর তৈরীর পরিকল্পনা আছে।

৩। গ্রাম পঞ্চায়েত ও ন্যায় পঞ্চায়েতের ঘর তৈরী করার জন্য সরকার হইতে অনদান মঞ্জুরী করার বিধান আছে, যাহা পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক আর্থিক বৎসরে মঞ্জু করা হয়। যে সমস্ত ঘরের অনুদান পূর্ববর্ত্তী বৎসরগুলিতে দেওয়া হয়েছিল সেই সমস্ত ঘর তৈরীর কাজ শেষ হইয়া গিয়েছে এবং চলতি আর্থিক বৎসরে যে সমস্ত ঘরের অনুদান দেওয়া হইয়াছে ঐগুলি তৈরীর কাজও শীঘ্রই আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং কয়টি ন্যায় পঞ্চায়েতের ঘর নাই, জানতে পারি কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—পঞ্চায়েত ঘরগুলি করার জন্য অনুদান এই সরকার আসার আগেই দেওয়া হয়েছিল এবং এই সরকার আসার পর বিশেষ করে ১৯৭৭-৭৮ থেকে আথিক বছর আমরা পেয়েছিলাম, তার মধ্যে ১০০টি পঞ্চায়েতের ঘর এবং ৮টি ন্যায় পঞ্চায়েতের ঘর তৈরীর জন্য আমরা অনুদান দিয়েছি। এখন আমার কাছে যে হিসাব আছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে এই পর্য্যন্ত মোট ৩৯০টি পঞ্চায়েতের ঘর এবং ১১৭টি ন্যায় পঞ্চায়েতের ঘরের কাজ করার জন্য বিভিন্ন পর্য্যায়ে অনুদান মঞ্জুর করা হইয়াছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এই ঘর তৈরীর জন্য যে অনুদান দেওয়া হল তার মধ্যে কয়টি ঘর তৈরী করতে হবে, তার কোন হিসাব সরকারের কাছে আছে কি এবং আর তা করতে গেলে মোট কত টাকা খরচ হবে তার কোনও হিসাব আছে কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---স্যার, গত নির্বাচনের আগে সারা ত্রিপুরাতে মোট ৪৬৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল, কিন্তু আমরা যখন নির্বাচন করি, তখন দেখা গেল যে এর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬৮৯টি আর ন্যায় পঞ্চায়েতের সংখ্যা দাঁড়ালো ১৯১টি। এখন আগে যেগুলিকে আথিক অনুদান দেওয়া হয়েছে, সেগুলিকে আর কোন আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে না, আর যে গুলি আগে আথিক অনুদান পায়নি সেগুলিকে এখন আথিক অনুদান দেওয়া হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই যেগুলিকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে বলে বললেন, সেগুলির মধ্যে কয়টির কাজ এই পর্য্যন্ত শেষ হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—বি, ডি, সি, থেকে যে সমস্ত প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমরা কিছুদিন আগে তাদেরকে অনুদান দেওয়ার ব্যাবস্থা করেছি।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি অবগত আছেন যে অনেক গাঁও পঞ্চায়েত এবং অনেক ন্যায় পঞ্চায়েতের ঘরগুলি, যারা প্রাক্তন গাঁও প্রধান ছিলেন অথচ গত নির্বাচনে নির্বাচিত হন নি, তারা এখন পর্য্যন্ত নির্বাচিত গাঁও প্রধানদের হাতে এবং সরপঞ্চদের হাতে ঘরগুলি তুলে দেয় নি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—স্যার, নূতন করে প্রশ্ন করলে, আমি এর উত্তর দিতে পারি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এই পর্য্যন্ত গাঁও পঞ্চায়েত এবং ন্যায় পঞ্চায়েতের যে ঘরগুলি তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে কয়টি ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে তৈরী হয়েছে, জানতে পারি কি?

শ্রীদিনেশ দেববর্মা ঃ—স্যার, যে প্রশ্নটা করা হয়েছে, আমি সেটার উত্তর দিয়েছি। কাজেই এর জন্য আর একটা নুতন প্রশ্ন করলেই আমি তার জবাব দিতে পারি।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এটা কি সত্য যে উপজাতি যুব সমিতি এবং তাঁর গাঁও প্রধান যারা আছেন, তাঁরা পঞ্চায়েত ঘরগুলি হস্তান্তর করতে বাঁধা সৃষ্টি করছেন?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—এই ধরণের কোন রিপোর্ট আমার কাছে আসে নাই, যদি এই ধরণের কিছু হয়ে থাকে, আমি পরে জানাব।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৪।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—কোয়েশ্চান নং ৪৪৪।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কয়টি গ্রামীণ ব্যাংক আছে?

২। ঐ সব ব্যাংক থেকে এ পর্য্যন্ত মোট কত টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে?

৩। ঐ ঋণ কোন কোন খাতে কত টাকা দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। ২৪টি গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা সহ একটি গ্রামীণ ব্যাংক আছে।

২। ৩১।১২।১৯৭৮ইভ তারিখ পর্য্যন্ত মোট ১,৪৮,৮৯ হাজার টাকা লগ্নী করা হয়েছে।

৩।		
	কৃষি খাতে	৮১,৪৯,০০০ টাকা
	গ্রামীণ শিল্প	৯,৪২,০০০ টাকা
	পরিবহণ	৪,৫১,০০০ টাকা
	ক্ষুদ্র ব্যবসা	৩২,৬১,০০০ টাকা
	স্বনিযুক্তি প্রকল্প	১৩,৪২,০০০ টাকা
	কনজামশান ক্রেডিট	১,৯০,০০০ টাকা
	অন্যান্য	৫,৫৪,০০০ টাকা
	মোট ঃ—	১,৪৮,৮৯,০০০ টাকা

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি যে কোন কোন এলাকায় কৃষকদের বেশী ঋণ না দিয়ে ব্যবসায়ীদের বেশী ঋণ দেওয়া হচ্ছে এবং তাতে কৃষকেরা বঞ্চিত হচ্ছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম অভিযোগ আমাদের কাছে আসে নাই। তবে ব্যাংক যে ঋণ দেয় সেটা কতগুলি নির্দিষ্ট নীতি নিয়ম আছে, সেই নীতি নিয়মকে অনুসরন করেই গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ দেয়। গ্রামীণ ব্যাংক জুমিয়াদেরও যথেষ্ট ঋণ দিয়েছে। আবার সহর এলাকায় হয়ত কৃষকদের ঋণ দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন যে কোন কোন এলাকায় কৃষকদের ব্যবসায়ীদের তুলনায় কম ঋণ দেওয়া হয়েছে, সেটা হতে পারে যে, কোন এলাকায় ব্যবসায়ীদের সংখ্যাটা বেশী। কিন্তু আমাদের কাছে যে তথ্য আছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে কৃষকদের সব চেয়ে বেশী ঋণ দেওয়া হয়েছে, ৮১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা কৃষকদের ঋণ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, গ্রামের গরীব কৃষকদের যে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে, অন্যান্য বছরের তুলনায় এ ঋণের পমিরাণ বেড়েছে কি না এবং বাড়লে কি পরিমাণ বেড়েছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, সামগ্রীক ভাবে, শুধু গ্রামীণ ব্যাংকই নয়, অন্যান্য ব্যাংকও যে ঋণ সাধারণত দিয়ে থাকে, তার চেয়ে শতকরা ১০ ভাগ ঋণ বেশী দেওয়া হয়েছে। তাতেও আমরা সন্তুষ্ট নই। আমরা ব্যাংকের একটা সম্মেলন ডেকে বলেছি যে এক বছরের মধ্যে কম পক্ষে আরও ১০ ভাগ ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে। তাতেও আমরা সারা ভারতের যে সাধারণ লেভেল শতকরা ৬০ ভাগ টাকা লগ্নী, করা সেখানে আমরা পৌছাতে পারব না। কারণ আমাদের এখান থেকে যদি ১০০ টাকা তুলেন, তারা মাত্র সেখানে ৩৪ টাকা এখন লগ্নী করছেন। সেটা এখন ১০ভাগ বেড়েছে এবং আমরা সেটাকে আরও ১০ভাগ বাড়াতে চাই। সেই দিক থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা খুবই উৎসাহজনক। তাদের যে ২৪টা শাখা আছে—আমরা অনতিবিলম্বে আরও ১৭ টা শাখা খুলতে চাই। মাননীয় সদস্যরা যদি জানতেন চান তাহলে আমি সম্ভাব্য কোথায় কোথায় আমরা খুলতে চাই, সেটা আমি হাউসের সামনে জানাতে পারি। (১) মনুবাজারে (২) তুলামুড়া (৩) শিলাছড়ী (৪) কেন্দ্রা (৫) ঋষ্যমুখ (৬) তৈদু (৭১) নলছর (৮) চেবরী (৯) যোগেন্দ্রনগর (১০) বক্সনগর (১১) চাম্পাহাউর (১২) ছামনু (১৩) দামছড়া (১৪) বংকুল (১৫) ভাংমনু সেখানে কাঞ্চনপুর থেকে একটা শাখা হিসাবে কাজ করবে—(১৬) গংগানগর (১৭) বাগমা —এই সব জায়গাগুলিতে গ্রামীন ব্যাংকের কাজ আমরা অল্প কিছু দিনের মধ্যে সম্প্রসারিত করতে চাই।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এমন অনেক গ্রাম আছে যেগুলি গ্রামীন ব্যাংকের আওতায় পড়ছে না, সেগুলি কমার্শিয়েল ব্যাংকের এরিয়াতে পড়েছে। সেই সব এরিয়া গ্রামীন ব্যাংকের আওতায় না থাকার ফলে ঐ সমস্ত কমার্শিয়েল ব্যাংক থেকে কৃষকেরা ঋণ পাচ্ছে না। কাজেই সেই সব এরিয়া গ্রামীন ব্যাংকের আওতায় আনার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের সরকার দুইটা ব্যাংক চালাচ্ছেন একটা হচ্ছে সমবায় ব্যাংক এবং আর একটা হচ্ছে গ্রামীন ব্যাংক। আর বাকী ব্যাংকগুলি সবই কমার্শিয়েল ব্যাংক-এর কাজের একটা শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করছি। তাতে এলাকা ভাগ করা হয়েছে কোন ব্যাংক কোন এলাকায় কাজ করবেন। মাননীয় সদস্যদের আমি ঠিক এখই জানাতে পারছি না যে কোন ব্যাংক কোন কোন এলাকার জন্য। কিস আমরা এটা প্রচার করব যাতে কৃষকেরা জানতে পারেন তারা কোন ব্যাংকে গেলে ঋণ পেতে পারেন এটা দুর্ভাগ্য যে কৃষকেরা জানেন না কোন ব্যাংকে গেলে গতারা ঋণ পেতে পারেন, সেজন্য তাদের হয়রানি ভোগ করতে হচ্ছে। আগে আমাদের কিছু অসুবিধা ছিল, সেটা হচ্ছে যে কো-অপারেটিভ সোসাইটির যে এরিয়া থাকতো, সেই কো-অপারেটিভ সোসাইটির মেম্বার না হলে কোন ঋণ পেতেন না। এই প্রসঙ্গে মাননীয় সদস্যদের একটি কথা বলতে চাই যে, ব্যাংকের ঋণ আর সরকারের ঋণর মধ্যে পার্থক্য আছে সেটা হল যে, ব্যাংকের যে ঋণ, সেই ঋণ পরিশোধ করলে আবার ঋণ দেওয়ার অসুবিধা আছে। যারা টাকা ফেরৎ দিচ্ছেন না, তাদের দুইটি কেটাগরীতে ভাগ করা যায়। একটি হচ্ছে আথিক অসচ্ছলতার জন্য দিতে পারছেন না, আর একটি হচ্ছে যারা ইচ্ছা করে দিচ্ছেন না। ইংরাজীতে এদের বলা হয় 'উইলফুল' ডিফল্টার্স। যারা ইচ্ছা করে ঋণের টাকা ফেরত দিচ্ছেন না, তাদের প্রতি সরকার খুব কঠোর মনোভাব গ্রহন করেছেন। তাদের জন্য ব্যাংকের সম্প্রসারনের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন গ্রামাঞ্চলে কমা-শিয়েল ব্যাংকের শাখা কম। যখন এন, ই, সি, সি,র কনফারেন্স হয় শিলংয়ে, আমি তখন কমার্শিয়েল ব্যাংকের দৃষ্টি আকর্ষন করেছি যাতে তাঁরা গ্রামাঞ্চলে আরও বেশী তাঁদের লেন-দেনের কাজ করতে পারেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীব্রাইজাম কামিনী ঠাকুর সিংহ।

শ্রীব্রাইজাম কামিনী ঠাকুর সিংহ ঃ—কোয়েশ্চান নং ১৪৭

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৪৭।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ১০ এম, এম, রড বাজারে না পাওয়ার জন্য ১৯৭৮-৭৯ ইং আর্থিক বৎসরের সমস্ত ব্লকের রিং ওয়েল বসানোর কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না?

২। সত্য হইলে কত শতাংশ কাজ বর্ত্তমান আর্থিক বছরে শেষ করা সম্ভব হবে না? এবং

৩। এ পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরায় বিভিন্ন ব্লকে মোট কতটি রিংওয়েল বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ৩০ শতাংশ।

৩। ৩৭০টি রিংওয়েল ও ১৬টি রিজার্ভারের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিংহ ঃ----সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্ত্তমানে সিমেন্ট না পাওয়ার জন্য কতকগুলি রিংওয়েলের কাজ সম্পূর্ণ করা যাচ্ছে না। এটা সত্য যে বিগত দিনে সুদূর গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের নিম্নতম যে ব্যবস্থ এটা কংগ্রেস সরকার করে যান নি। এখন খরা পরিস্থিতি চলছে এবং বিভিন্ন জায়গাতে পানীয় জলের তীব্র সংকট চলছে। এই সমস্ত জিনিষ বিচার বিবেচনা করে এ সমস্যাটাকে জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে রিংওয়েল বসানোর কাজ সরকার হাতে নেবেন কি না?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, বর্তমানে যে জল সংকট চলছে এই পরিস্থিতিতে সরকার কাজ করার ইচ্ছা রাখেন কিন্তু একটা অসুবিধা হচ্ছে যে সিমেন্ট রীতিমত পাওয়া যাচ্ছে না এবং ১০ এম,এম, রডের কিছু অভাব ছিল এটা সত্য। আজকে সেই অভাব নেই। কাজেই যে সমস্ত কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছিল রিংওয়েল করার জন্য সে কাজগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে দিয়েছি।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে বিভিন্ন ব্লক এলাকাতে রিং ওয়েলরে কাজ অর্ধেক হওয়ার পর কোন কোন ঠিকাদার বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য রিং ওয়েলের কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন। যেমন পূর্ব এবং পশ্চিম পানিসাগরে এরকম ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এ খবর জানেন কি না।?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটার জন্য আমি ভিজিটর হিসাবে আমার ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্টেন্ট ইনজিনীয়ারকে বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রিওয়েলের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য এই রড পাওয়া যাচ্ছে না, সিমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না এগুলি পাওয়ার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, এটা জানতে পারি কি?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার,, সব ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সিমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না, এটা ফেকট; এই পাওয়া যাচ্ছে না বলে কিছু কাজ আটকে গেছে। তাহলে এই যে পাওয়া যাচ্ছে না, কেন পাওয়া যাচ্ছে না, এটা অনুসন্ধান করা হয়েছে কি না?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রড সম্পর্কে সাপ্লাই'এর মধ্যে গোলমাল আছে বলে আমার কাছে রিপোর্ট হয়েছে। তবে এটা যাতে না হয়, তার জন্য আমরা যোগাযোগের চেষ্টা করছি। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা বলেছি যাতে এটা উপযুক্তভাবে আমাদেরকে দেন। এটা রীতিমত পেলে আমরা কাজ করতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৫৪। অ্যানপয়েন্টমেন্ট অ্যাণ্ড সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৫৮।

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ইং তারিখ পর্যন্ত নূতন চাকুরী প্রাপ্তদের মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা,

২। এদের মধ্যে তপশীল জাতি, তপশীল উপজাতি, সংখ্যালঘু মুসলিম মণিপুরী ও হিন্দুস্থানী কতজন বেকারকে ১নং প্রশ্নে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে চাকুরী দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১ ও ২। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যায় নি। কাজেই পরবর্তী অধিবেশনে মাননীয় সদস্য যদি চান তাহলে তথ্য উপস্থিত করা যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৬৫, কম্যুনিটি ডেভেলোপ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৬৫।

প্রশ্ন

১। খরার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জলসেচ, পাণীয় জলের সুব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য সরকার কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

২। ব্লক ভিত্তিক বিভিন্ন গাঁও সভায় এ সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তথ্য সংগ্রহরে ব্যবস্থা করা হয়েছে কি?

উত্তর

১। খরার সময় পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে প্রতি ব্লক এলাকায় জলসেচের নতুন উৎস সৃষ্টি যথা টিউব ওয়েল, রিংওয়েল, রিজার্ভার ইত্যাদর জন্য পরিমিত অর্থের বরাদ্দ করা হইয়াছে। তাছাড়া অকেজো টিউবওয়েল ও রিওয়েল মেরামতের ব্যবস্থা হইয়াছে। জমিতে জল সেচের জন্য বাঁধ, গভীরনলকূপ এবং পাম্প সেট দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য ইরিগেশান অ্যাণ্ড ফ্লাড কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট ও কৃষি বিভাগ হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

২। না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই উদ্দেশ্যে যে টাকা বরাদ্দ ছিল, সেই টাকার উপরে যে পরিকল্পনা, সেটা রূপায়িত করতে দেরী হল কেন? এটা জানাবেন কি না?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, দেরী তো হয় নি। আমরা যথা সাধ্য চেষ্টা করছি তাড়াতাড়ি করার জন্য।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে পানীয় জলের সুব্যবস্থা, জমিতে জলসেচ ইত্যাদির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং পানীয় জলের জন্য রিংওয়েল টিউবওয়েল মেরামত করার জন্য অনেক আবদন নিবেদন করা স্বত্তেও সবগুলি মেরামত হয় নি। যারফলে বিভিন্ন গাঁওসভায় পানীয় জলের জন্য হাহাকার সুরু হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এ সম্পর্কে তথ্য দেবেন। কি না?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, অত্যন্ত পানীয় জলের যে সমস্ত উৎস আমাদের ছিল এবং যে সমস্ত অকেজো রিংওয়েল, টিউবওয়েল ছিল, এগুলি মেরামত করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। তাছাড়া যাতে কাচা কূয়ার মাধ্যমে জলের ব্যবস্থা করা যায়,

তার জন্যও আমরা চেষ্টা করছি। এই পর্য্যন্ত আরো ৫০০ টিউবওয়েল ও ৩১৭টি রিংওয়েল করেছি এবং বাকীগুলির কাজ চলছে।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই খরার সময়ে গাঁওসভাগুলিতে পাম্পসেট দেওয়া। সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কি না এবং থাকলে এই জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশেষকরে জলসেচের কাজে সাহায্য করার জন্য আমরা নূতন ৫০০ পাম্প সেট খরিদ করার ব্যবস্থা করেছি এবং আশা করছি কিছু দিনের মধ্যেই এসে পৌঁছবে। এগুলি আসলে পরে হিসাব পত্র করে পরবর্তী সময়ে এটা বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রাক্তন মন্ত্রী তড়িৎ বাবু এবং নরেশ রায় এম,এল,এ, এরকম অনেকের বাড়ীতেই টিউবওয়েল আছে। এগুলি এনে জনসাধারণের পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যায়। এ ব্যাপারে সরকার কি চিন্তা করছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয়া সদস্যা যদি এই ব্যাপারে স্পেসিফিকেলী প্রশ্ন করেন তাহলে সেটা তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সংকট অনেক দিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে, কিন্তু অচল কলগুলি এখনও সারাই হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কেন সারাই করতে এত বিলম্ব হচ্ছে?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—আমি আগেই বলেছি যে, ৯০০টি রিংওয়েল, ৯০০টি টিউব ওয়েল এবং ৬০০টি ডিপ টিউব-ওয়েল বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিলম্ব হওয়ার কথাও আগেই আপনাদের বলেছি যে, সিমেন্টের অভাবের ফলে কাজ আরম্ভ করতে কিছুটা দেরী হচ্ছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—এই যে জলের সংকট এটা কংগ্রেস আমলে জন্ম নিয়েছিল। মাননীয় মন্ত্রী অবগত আছেন কিনা যে, মেকানিক্সের অভাবের ফলে রিং-ওয়েল এবং টিউব-ওয়েলের সারাই হচ্ছে না? এর জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মেকানিক্সের কিছুটা অভাব রয়ে গেছে। এই অভাব দূর করার জন্য আমরা আলাপ আলোচনা করছি এবং আশা করছি পরবর্তী সময়ে আমরা কিছু করতে পারব।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জমিতে জল সেচের জন্য বিভিন্ন গাঁও সভায় পাম্প সেট দেওয়া হচ্ছে এই কথা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, সেই পাম্প সেট গুলি কত অশ্ব শক্তি সম্পন্ন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই যে, খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা শুধু নয়, আমরা পঞ্চায়েৎগুলির নিজস্ব এ্যাসেট তৈরী করতে চাই, এবং অনেক লোক আছেন যারা অল্প জমি চাষ করেন, তারা যাতে এই পাম্প সেটের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন, সেই জন্য যেসব জায়গায় সারপ্লাস ওয়াটার আছে, তার মানে, নালা-নদী, পুকুর-খাল, বিল সেগুলিতে বাঁধ দিয়ে, সেই জল যাতে সবচেয়ে বেশী কাজে লাগানো যায়, সে জন্য ৫ হর্স পাওয়ার পাম্প সেট দিতে চাচ্ছি। তবে আরো বেশী দরকার হলে দেব। তার জন্য সংগঠন তৈরী করা হবে, পঞ্চায়েৎ দপ্তর এবং অন্যান্য দপ্তরের সহযোগিতায়।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—কোয়েশ্চান নং ১৮৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—কোয়েশ্চান নং ১৮৫।

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে সরকারী কাজ কর্মে বাংলা ও কক্ বরক ভাষা চালু কারর জন্য বর্তমান সরকার কোনরূপ উদ্যোগ নিয়েছেন কি না ?

২। যদি নিয়ে থাকেন তবে কবে পর্য্যন্ত উক্ত ভাষায় কাজ কর্ম চালু করা যবে ?

উত্তর

১। ও ২। সাধারণ ভাবে সরকার এই দু'টো ভাষায় সরকারী কাজ কর্ম চালানোর পক্ষে। তবে আমাদের এখানে যে আইন দু'টো চালু হয়েছে, সে আইন কোন্ তারিখ থেকে কার্য্যকরী করতে পারব তা এখনই বলা সম্ভব নয়। মাননীয় সদস্যরা জানেন, বাংলা ভাষায় কাজকর্ম চালু করতে গেলে যে প্রস্তুতি দরকার সেটা করতে আরো সময় নেবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল দাস ঃ—কোয়েশ্চান নং ১৯৩।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—কোয়েশ্চান নং ১৯৩।

প্রশ্ন

১। বন দপ্তর ও মৎস দপ্তর ফুড ফর ওয়ার্ক কার্য্যসূচীর মাধ্যমে ঐ পর্য্যন্ত কত টাকার কাজ হয়েছে ?

২। ইহা কি সত্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মচারীরা রিপোর্ট দাখিল না করায় শ্রমিকরা খাদ্য বা নগদ অর্থ বেশ কিছুদিন যাবৎ পাচ্ছেন না।

৩। ইহা কি সত্য গমের অভাবে কোথাও কোথাও ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ বন্ধ হয়ে আছে ?

উত্তর

১। ফুড ফর ওয়ার্ক কর্মসূচীর মাধ্যমে এই পর্য্যন্ত বন দপ্তর ৬,২৬,৪৫২ টাকার এবং মৎস দপ্তর ৫,৯৫,৬১২ টাকার কাজ হইয়াছে।

২। এমন কোন তথ্য জানা নাই।

৩। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা আংশিক সত্য। এই কয়েকদিন আগে গম এবং চালের অভাব দেখা দিয়েছিল। তবে কোথাও ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ বন্ধ হয় নি।

শ্রীগোপাল দাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তাঁর ২ নাম্বার প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, এমন কোন তথ্য নেই। কিন্তু আমার কাছে তথ্য আছে, কাঞ্চনপুর টি,ডি ব্লক এবং নারাইফাং ফরেষ্টে কাজ বন্ধ ছিল। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এটা তদন্ত করে দেখবেন ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরণের কোন ঘটনা থাকলে তদন্ত করে দেখব নিশ্চয়ই।

শ্রীগোপাল দাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তিন নাম্বার প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, আংশিক সত্য। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই, এর জন্য কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন, যাতে এই ধরণের অসুবিধা না হয় ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীগোপাল দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফুড ফর ওয়ার্কের কাজে বিঘ্নিত হচ্ছে, গম ও চালের অভাবে। এখন পর্য্যন্ত ভারত সরকার-এর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় চাল এবং গম সরবরাহ করার জন্য রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন, যাতে ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ বিঘ্নিত না হয় ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে হাউসের অবগতির জন্য জানাতে চাই যে, খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারে সরকার সব সময় সব রকম চেষ্টা করছেন।

ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে আমাদের যে খাবার পাওয়ার কথা ছিল এ বছর সেটা প্রায় আমরা পেয়েগেছি, অল্প কিছু আমাদের বাকী আছে সেটা হয়তো পেয়ে যাব। আমরা আশা করছি যে গম আমরা ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে আমরা দিয়েছি, সেটা এখন থেকে দিতে পারবো এবং চাল ত্রিপুরায় সরবরাহ করতে পারবো। কিন্তু আমাদের মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, সাধারণভাবে যে বরাদ্দ, তার একটা মোটা অংশ আমাদের এখানে পৌঁছায় নি, তার জন্য রেশন সপ এবং অন্যান্য জায়গায় আমরা প্রয়োজন মেটাতে পারছি না, মাননীয় সদস্যরা বিষয়টি জানেন। এই হাউসে আমরা সমস্ত বিষটি উৎথাপন করেছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য যে রেট দেওয়ার কথা ছিল, বর্ত্তমানে মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে, সেই রেট বাড়ানো যাবে কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীদিনেশ দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য সারা ভারতবর্ষে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে কাজেই সেই সম্পর্কে এখন এখন নূতন করে ভাবার কোন কারণ দেখছি না।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ গ্রামাঞ্চলে বিশেষ ভাবে ট্রাইবেল এলাকায় আটা বা গমের বিনিময়ে কেউ কাজ করতে চায় না তার ফলে অনেক ট্রাইবেল গ্রামে ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে কোন কাজ হয় নি, তার কারণ কি সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি জানাচ্ছি যে, এটা আংশিক সত্য। ট্রাইবেল এলাকায় প্রচুর কাজ হয়েছে কিন্তু আমরা এটাজানি যে ট্রাইবেলরা আটা খেতে অভ্যস্ত নয় তাই তাদের জন্য অনেক চেষ্টা করে আমার ৫০ ভাগ চাউল এবং ৫০ ভাগ আটা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, যে রেট তাদের দেওয়ার কথা সেটা দেওয়া হয় না কিন্তু মাননীয় সদস্যরা ভুলে গেছেন যে কংগ্রেস আমলে যেখানে দু টাকা করে দেওয়া হতো সে জায়গায় আমরা ৫ টাকা করে মজুরী দিচ্ছি এবং চালের দাম বাড়লেও আমরা তাদের কম চাল দিচ্ছি না, পূর্বের যে পরিমাণ চাউল দেওয়া হতো এখনও সেই পরিমাণ চাউল দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় সদস্যরা আবার এটাও বলছেন যে মূল্য বৃদ্ধি র সঙ্গে তাল রেখে তাদের মজুরীর হার বাড়ানো হচ্ছে না। কিন্তু আমরা যেটা দিচ্ছি সেটা বর্ত্তমান মূল্যের সঙ্গে তাল রেখেই দিচ্ছি কাজেই মাননীয় সদস্যদের ভীতির কোন কারণ নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার প্রশ্ন মাননীয় মন্ত্রী বুঝতে পারেন নি, আমার প্রশ্ন হচ্ছে আলাদা জিনিষ কেনার জন্য যেটা দেওয়া হচ্ছে বর্ত্তমান বাজারে জিনিষপত্রের মূল্য অনেক বেড়ে গেছে সেটাকে বাড়ানো যাবে কিনা।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়েছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীমন্দিদা রিয়াং।

শ্রীমন্দিদা রিয়াং ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২০০।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২০০।

প্রশ্ন

১। আনন্দবাজারকে (ধর্মনগর) উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

২। পরিকল্পনা থাকিলে কবে পর্য্যন্ত কাজ শুরু হইবে ও আনুমানিক কত দিন লাগিবে?

উত্তর

১। না। আলাদা ভাবে কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীসুবোধ দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ধর্মনগর আনন্দ বাজার উপজাতি অঞ্চলে হাসপাতাল, বাজার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অতি সত্বর করা প্রয়োজন। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই সরকার পক্ষ থেকে ঐ অঞ্চলকে উন্নয়ন করার কোন পরিকল্পনা সরকার মনে করেন কিনা?

শ্রীদিনেশ দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই অঞ্চলকে উন্নত করার আমাদের পরিকল্পনা আছে, তবে যদি আগামী বছর সে জন্য আলাদা অর্থ পাওয়া যায়, তাহলে ঐ অঞ্চল সম্পর্কে কিছু করা যায় কিনা তার জন্য চেষ্টা করা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৬।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৬।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সমস্ত রিক্সাওয়ালা ঋণ ও সুদ শোধ করতে পারেন নি তাদের সুদের টাকা সরকার দেবেন, এই মর্মে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? সত্য হইলে সরকার এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করেছেন কি?

২। কার্য্যরী করলে ১৫ই মার্চ পর্য্যন্ত চলতি আর্থিক বছরে কত টাকা সরকারকে সুদ হিসাবে দিতে হয়েছে?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ২ নং প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, সারা ত্রিপুরায় ব্যাংের মাধ্যমে রিক্সাওয়ালাদের ঋণ দেওয়া হচ্ছে। সেই ব্যাংকগুলিকে বলা হয়েছে যে আপনারা ঋণ বাবত কত টাকা পাবেন? তাঁরা সেটা বলে দিলেই সরকার সেই ঋণ পরিশোধ করে দেবেন। শুধু তাই নয় ব্যাংকের সঙ্গে আমাদের বুঝাপড়া হয়েছে যে সমস্ত রিক্সাওয়ালা রিক্সার পার্টস্ নষ্ট হয়ে গেলে পার্টস্ কিনতে পারবে না তাদেরও যাতে ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়া যায় সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে রিক্সাওয়ালারা ঋণ ফেরত দেওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন কারণ তারা দুরবস্থায় পড়ে। তারা যাতে আবার রিক্সা চালু রাখতে পারেন সেই কথা চিন্তা করে , সরকার সেই ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করেছেন।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ইহা কি সত্য যে, কয়েকটি রিক্সাওয়ালা ব্যাংকের ঋণ নিয়ে রিক্সা কিনে বাংলাদেশে চলে গেছে

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন তথ্য আমার জানা নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—কোয়েশ্চান নং ১৫০ স্যার।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—কোয়েশ্চান নং ১৫০ স্যার।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন জেল থেকে সরকারের কোন আয় হয় কি?

২। হয়ে থাকলে ,তার পরিমাণ কত?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ২,৯৮,২০০ টাকা।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কোন্ কোন্ সোর্স থেকে এই সমস্ত আয় হয়?

শ্রীযোগেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন কারাগার-গুলিতে বিভিন্ন খাতে আয় হইয়া থাকে যথা—শিল্প, কৃষি ইত্যাদি। গত তিন বছরে বিভিন্ন জেল থেকে যে আয় হয়, তাহা নিম্নরূপ—

১৯৭৫-৭৬	---	৬৫,১০০ টাকা।
১৯৭৬-৭৭	---	১,১৬,২৫০ টাকা।
১৯৭৭-৭৮	---	১,১৬,৮৫০ টাকা।

উল্লেখ্য যে এই আয়ের পরিমাণ কারাগারে কয়েদীদের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ সময়মত বকেয়া টাকা বছরের শেষে অনাদায় ও পরবর্ত্তী বছর সংগৃহীত হইলে বৎসরান্তে কাম্য আয় অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে আয়,, কম বা বেশী হইয়া থাকে।

মিঃ স্পীকার ঃ---কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত ষ্টার্ড কোয়েশ্চানের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি এবং আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানের উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, আমি জিরো আওয়ারে ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার মালিকদের ক্রমাগত লকআউট ঘোষনার ফলে যে শ্রমিকেরা অর্থনৈতিক বিপযরের সম্মুখে এসে পড়েছে---অথচ সে সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না, এ ব্যাপারে আমি সরকার থেকে একটা বিবৃতি দাবী করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। আমি কলিং এটেনশান আগে দিচ্ছি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি।

নোটিশের বিষয় বস্তু হলো ঃ---

"তেলিয়ামুড়া ব্লক অঞ্চলে আমরা বাঙ্গালী দলের জোর জুলুম করে টাকা পয়সা আদায় করা এবং ২৭শে মার্চ আগরতলার মিছিলে আসার জন্য জোর জুলুম করা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা বাঙ্গালী বলে যে একটি সংগঠন রয়েছে, তার কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি যে, তারা এই মার্চের ১লা তারিখ থেকে একটি আন্দোলন শুরু করবেন এই সরকারকে পাল্টানোর জন্য। এবং সেই চিঠিতে বর্ত্তমান মুখ্য-মন্ত্রীকে অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই সরকার পাল্টানোর জন্য তারা কি ধরনের আন্দোলন করবেন সেটা ১৭ তারিখের ধর্মঘটের সময়েই দেখেছি। যার ফলে তেলিয়ামুড়ায় একটি অমূল্য জীবন নষ্ট হয়েছে, বিশ্রামগঞ্জে আর একটি অমূল্য জীবন নষ্ট হয়েছে এবং আর একটি উপজাতি কৃষক, তিনি মৃত্যুর সঙ্গে আজও লড়াই করছেন জি, বি, হাসপাতালে এবং ডাক্তারদের ধারনা তাকেও হয়তো বাঁচানো যাবে না। কাজেই উগ্র সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে এই আন্দোলন তারা শুরু করেছেন, যার স্বীকার হচ্ছেন এই সমস্ত নিরিহ মানুষেরা। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারা কি ভাবে আন্দোলন সংঘটিত করছে, তার একখানি চিঠি আমি এখানে পড়ে শুনাচ্ছি। মহারাণী গাঁও সভার উপ-প্রধান চিত্ত রঞ্জন পালকে চিঠি লিখেছেন, আমরা বাঙ্গালী তেলিয়ামুড়া কমিটি---

"মহাশয়, আমরা বাঙ্গালী ব্লক কমিটির এক মিটিং এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে উত্তর মহারাণীপুর গাঁও সভা থেকে ২০০০ টাকা আদায় করিয়া দিতে হইবে। সেই হিসাবে আপনাকে ২০১ টাকার চাঁদার রসিদ পাঠাইলাম। আগামী ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে আপনার গাঁও সভার সম্পাদকের নিকট পোঁছাইয়া দিবেন।'"

গাঁও সভার সম্পাদককে আমরা বাঙ্গালী সংস্থার হুকুমে গাঁও সভায় চাঁদা তুলতে হবে তার বাড়ীতে নিয়ে পোঁছে দিতে হবে। এবং সেখানে হসব বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের মারপিট

করা জুলুমবাজী করা শুরু করে দিয়েছে। সেই রসিদে স্বাক্ষর রয়েছে তাদের সম্পাদক, শ্রীঅনিল দেবনাথের। চিত্ত রঞ্জন পাল, উপপ্রধানের ঠিকানা—মহারাণীপুর বাজার, টাকা ২০১। আগেই রসিদ কেটে দিয়েছে। টাকা বাধ্যতামূলক তাকে দিতে হবে। এটা শুধু সেই এলাকার কথা নয়। তেলিয়মুড়ায় এরকমের বহু জোর জুলুমের রিপোর্ট আসছে। দুর্ভগ্য যে কিছু কিছু সরকারী কর্মচারী এই সমস্ত কাজে লিপ্ত রয়েছেন। আমরা এর আগে সরকারী কর্মচারীদের সতর্ক করে দিয়েছি যে—এই ধরনের কাজে লিপ্ত হলে সরকার সেটা খারাপ দৃষ্টিতে দেখবেন। আমরা বর্ডার রোড অর্গানাইজেশানের কাছ থেকে রিপোর্ট পেলাম যে, তাদের ধমকিয়েছে যে---আপনাদের কাজ বন্ধ রাখতে হবে। নতুবা দেখে নেব। এরই মধ্যে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশানরে লোকের উপর মারপিট করা হয়েছে এবং তারা এসে আমার কাছে বলেছেন—"এ রকম হলে আমাদের পক্ষে কাজ করা কঠিন।" আমরা বাঙ্গালী যারা করছেন, তারা মনে করছেন যে এই ভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বর্ত্তমান সরকার পাল্টাতে পারবেন। আমরা সরকার পক্ষ থেকে জানতে চাই—যে কোন আন্দোলন বা দল গতারা তারা করতে পারেন। কিন্তু এই ধরনের উগ্র সাম্প্রদায়িকতবাদী, তারা এই ভাবে মানুষের উপর জোর জুলুম করবেন, চাঁদা আদায় করার জন্য, মিছিল মিটিং এ আসার জন্য, সরকার এটা কখনও বরদাস্ত করবেন না।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ---পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে---এই আমারা বাঙ্গালী আন্দোল,নে কিছু কিছু শিক্ষক কর্মচারী জড়িত রয়েছেন। গত ১৭ই জানুয়ারী তেলিয়ামুড়ায় আমরা বাঙ্গালী নামক সংস্থার মাধ্যমে যে সাম্প্রদায়িক দাংগা হাংগামা হয়েছিল, সেই দাংগা হাঙ্গামায় তেলিয়ামুড়া সারদাময়ী বিদ্যাপীঠের সহকারী শিক্ষক শ্রীসর্বেশ্বর মজুমদার এবং বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের শ্রীভুপেশ চন্দ্র দেবনাথ, ক্লার্ককে এরেষ্ট করা হয়েছিল। শ্রীসর্বেশ্বর মজুমদার ২৮শে জানুয়ারী এরেষ্ট হন এবং ১লা ফেব্রুয়ারী রিলিজড হয়। শ্রীভুপেশ চন্দ্র দেবনাথ ২৮শে জানুয়ারী এরেষ্ট হন এবং ১০ই ফেব্রুয়ারী রিলিজড হন। এদের ব্যাপারে সরকার থেকে কি ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারন কোন সরকারী কর্মচারী ৪৮ ঘন্টার বা তার উপর জেল হাজতে থাকলে সাসপেণ্ড হয়। কিন্তু তেলিয়ামুড়ার এই খুন খারাপি ঘটনায় যারা জড়িত ছিলেন, তারা এতদিন জেল হাজতে থাকার পরও তাদের এখন পর্য্যন্ত কোন রকম শাস্তি দেওয়া হয় নি। মাননীয় মন্ত্রি মহোদয় কি জানাবেন এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেবেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি কেউ গ্রেপ্তার হয় এবং ২৪ ঘন্টার বেশী ডিটেনশানে থাকে, তাহলে তাকে সাসপেণ্ড করা হয়। এই ক্ষেত্রে কি করা হয়েছে, আমার জানা নেই। তবে এ ব্যাপারে আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ--পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, গাঁও সভার সম্পাদক বলতে কি পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে বুঝায় ? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে রশিদের কথা বল্লেন সে রশিদের নাম্বার কত জানতে পারি কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, রশিদের নাম্বার হচ্ছে---আমরা বাঙ্গালী, ত্রিপুরা রাজ্য, নং টি,২৬৮০, তাং ২৯,১,৭৯ইং।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন সম্পাদকের নামটা কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---শ্রী অনিল দেবনাথ।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---সম্পাদক বলতে কি পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে বুঝায় ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—গাঁও সভার সম্পাদক পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকেই বোঝায়।

শ্রীখগেন দাস ঃ—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী আমরা বাঙ্গালী নামক উগ্র সাম্প্রদায়িক দলের পক্ষ হয়ে প্রকাশ্যে বক্তৃতা করেন এবং ঐ সংগঠন করে মানুষকে ভিন্ন পথে পরিচালনার জন্য চেষ্টা করছেন, সেই সমস্ত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে কোন শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রি মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি এ সম্পর্কে কিছু কিছু রিপোর্ট আমরা পেয়েছি। তেলিয়ামুড়া কার্পেটিং সেন্টারে সুপারিনটেনডেন্ট, তিনি আমরা বাঙ্গালীর পক্ষ হয়ে আন্দোলন করছেন বলে আমরা রিপোর্ট পেয়েছি। পেচারথল প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারের মেডিক্যাল অফিসার ডাইরেক্টলী এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করছেন বলে রিপোর্ট পেয়েছি। এই ধরণের কিছু কিছু রিপোর্ট আমরা পেয়েছি এবং সেগুলি তদন্ত করা হচ্ছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসের সামনে, আমরা বাঙ্গালী সংগঠেনের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে যে তথ্য তুলে ধরেছেন। তাতে এই বিধান সভা তথা সমগ্র ত্রিপুরাবাসী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সুতরাং আমরা বাঙ্গালী সংস্থার এই ভুমিকা যেহেতু জন বিরোধী, সেই হেতু এই সংস্থাকে বেআইনী ঘোষণা বা তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এ রকম কোন চিন্তা সরকারের নেই যে এখনই এই সংস্থাকে বেআইনী ঘোষনা করা হবে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তেলিয়ামুড়ার কার্পেনট্রির যে সুপারিনটেডেণ্ড এবং পেচারথলে যে মেডিক্যাল অফিসাররের কথা উল্লেখ করেছেন, উনাদের নাম কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চন্দ্রবর্তী ঃ---কার্পেনট্রির সুপারিনটেনডেন্টর নাম শ্রীবিমান দাস। পেচারথলের প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারের যে ডাক্তার, তার নাম এখন আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস মহাশয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল --

> "ত্রিপুরার জম্পুই-মিজোরাম সীমানায় মিজো হানাতে ক্ষতিগ্রস্তদের জরুরী রিলিফ দান সম্পর্কে"। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাসের আনীত দৃষ্টি আকষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই হাউসের সামনে আমি সেদিন সিমলুঙ গ্রামে মিজো হানা সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিয়েছিলাম। আমি এই সম্পর্কে একটা বিবৃতি দিচ্ছি পরবর্তী ঘটনা উল্লেখ করে। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে এক শ্রেণীর সংবাদ-পত্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে যে আর একটা মিজো হানা হয়েছে, তা ঠিক নয়। ২২ তারিখ কোন মিজো ডেডবডি দাবী করে কোন হানা ঐ এলাকায় হয় নি। আমাদের এস,পি,। এবং ডি,এম, সেই এলাকা পরিদর্শন করেছেন সিমলুঙ গ্রামে। তারা বলেছেন ১৯ তারিখের পর আর কোন মিজো হামলা সেখানে হয় নি। ২২ তারিখে ১০ জন এলডার্স, তারা এসেছিলেন ভাংমুনে যে লুসাই কনট্রাকটারটি নিহত হয়েছিল কোন আততায়ীর হাতে--তার নাম ছিল (কনট্রাকটরের নাম) খুংলোওমা লুসাই--তার ডেডবডি তার নিজের গ্রামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কাঞ্চনপুর হসপিটালে তার পোস্টমর্টেম করা হয় এবং সেই ডেড বডি খৃষ্টানদের রীতিনীতি অনুসারে ভাংমুনে লুসাইরা ২১শে জুলাই কবর দেন এবং এই ১০ জন এলডারদের তারা বুঝিয়ে দেন যে ডেড বডি ফিরিয়ে দেওয়া যায় না এবং কাজেই যারা এসেছিলেন তারা কোন হানায় অংশ গ্রহণ করেন নি। ২৪ তারিখে 'মমিতের' এস,ডি,ও, মিজো রামের একটা মহকুমা এবং 'কর্তার' ও,সি, সিমলুঙ-এ আসেন এবং ধর্মনগরের এডিশ্যানাল এস,ডি,ও, কাঞ্চনপুরের সি,আই, এবং ভাংমুনের ও,সি, এর সঙ্গে দেখা করেন। এই যে ডাকাতি, অগ্নিকাণ্ড, বলাৎকার যে ঘটেছে এই সমস্ত মিজোরামের অফিসারদের দেখানো হয় কিভাবে ঘটেছে। অফিসাররা প্রতিশ্রুতি দেন যে তারা এই সমস্ত দুষ্কৃতিকারীদের খুঁজে বার করবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। ঘরবাড়ী মেরামত, ,এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে ৩৫টা ক্ষেত্রে সাহায্য করার কাজ অগ্রসর হয়েছে। এটা খুব আনন্দদের

কথা যে ভাংমুনের আমাদের লুসাই ভায়েরা এবং আর একটা গ্রামের লোকেরা তারা নিজেরা এই কাজে অগ্রসর হয়েছে। ১০৪ জন পুরুষ এবং ৪৮ জন মেয়ে, তারা এই কাজ করে রিয়াং দের ঘরবাড়ী তুলে দিতে সাহায্য করছেন এবং আমরা আশা করছি যে ২৬শে মার্চের মধ্যে তাদের ঘরবাড়ী তৈরী হয়ে যাবে। পুলিশের কড়া পাহাড়া আছে এবং অতিরিক্ত ফোর্স আমরা রেখেছি যাতে এই ধরণের ঘটনা আর ঘটতে না পারে।

শ্রীসুবোধ দাস ঃ—ত্রিপুরা মিজোরাম সীমান্তে উপজাতিদের সুদীর্ঘকাল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করবার জন্য এবং বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য কোন অশুভ শক্তির হাত এই ঘটনার পেছনে আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী —এখন পর্য্যন্ত এমন কোন তথ্য সরকারে আসে নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি মাননীয় সদস্য, গোপাল দাসের কাছ থেকে একটা নোটিশ পেয়েছি। উনার নোটিশের বিষয় বস্তু হল "গত ২১শে মার্চ" ৭৯ ইং থেকে শহর ও শহরতলীর কয়েকটি ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থর মালিকের অসহযোগীতায় প্রায় ৪০০ শ্রমিকের অসুবিধা ও রুজি রোজগারের পথ বন্ধ করা সম্পর্কে। এখন আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কতৃক উৎথাপিত বিষয়ের উপর একটা স্টেটমেন্ট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে বিষয়টার উপর দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়েছে, তার তথ্য হল এই যে ইতিপূর্বে দুইটি মেকানিকেল ওয়ার্ক সপে শ্রমিক ছাটাই হয়, তাতে একটির মধ্যে দুই জন আর একটির মধ্যে চার জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয় এবং এই ছাঁটাই সম্পর্কে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের আয়োজন করা হয়। কিন্তু প্রথম দিকে মালিক পক্ষ লেবার অফিসে এসে যোগদান করেন নি। অবশ্য পরবর্তী সময় আমরা যখন তাদের আবার আহবান করি, তখন তারা আসে এবং আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার কিছু কিছু সর্ত্ত দুই পক্ষই মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক পক্ষ শুনে যান এবং পরবর্তী সময়ে আবার লেবার অফিসে বসে তাদের সিদ্ধান্ত জানাবেন বলে, বলে যান। কাজেই এখনও বিষয়টা বিবেচনাধীন আছে। ইতিমধ্যে অন্যান্য যে সব কারখানা চালু ছিল, সেগুলির মালিকেরা একটা নোটিশ দিয়ে লেবার অফিসকে জানায় যে আমরা অন্যান্য কারখানা গুলিও আপাততঃ বন্ধ করে রাখছি। এখানে আমাদের জানানো দরকার যে কারখানাগুলিকে রেজিস্ট্রেশানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমরা একটা রুলস্ ফর্ম করে তাদের উপর নোটিশ দিয়েছি যে ফেকটরী এ্যাক্টের আওতায় লক আউট ঘোষণা করার উপর আমাদের আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ থাকবে। আজকে দীর্ঘ দিনের মধ্যে, আমাদের সরকার আসার পর গত এক মাসের মধ্যে আমরা প্রত্যেকটি মালিককে ডিউ নোটিশ দিয়েছি যে যদি তাদের মধ্যে কেউ রেজিস্ট্রেশান না করে, তাহলে নোটিশ যেটা উল্লেখ করা আছে দণ্ড দেওয়ার, সেই দণ্ড তাদের দিতে হবে। এই রকম একটা প্রসেসের মধ্যে আমরা আছি এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকটি মালিককে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কাজেই এর মধ্যে যে কাজ আমাদের পক্ষে করা সম্ভব ইণ্ডাস্ট্রিয়েল ডিস্পুট এ্যাক্ট অনুযায়ী ত্রিপক্ষীয় আলোচনার ব্যবস্থা আমরাা করেছি। কারণ তারা এখনও বলছেন যে আমরা ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের মাধ্যমে, এটার মিমাংসা করতে চাই। শেষ মূহুর্ত্তে মালিক পক্ষও ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে করার জন্য প্রয়াস চালাচ্ছে। তবে, এটা ঠিক যে আমি মালিক পক্ষের মধ্যে এই বিষয়ে একটা অবহেলার ভাব লক্ষ্য করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এখন যে বিষয়টা আসবে, তার পরে আপনি আপনার বক্তব্য আরও যদি কিছু রাখার দরকার মনে করেন, তাহলে তা রাখতে পারেন।

আমি এখন নাগরিক পত্রিকার এডিটর, শ্রীমোহন লাল রায় এসেছেন কিনা, তা খুঁজ করার জন্য সচিব মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Administration of Reprimand.

Mr. Speaker—Shri Mohanlal Roy was summoned to appear before the House to-day at 12-30 hours and his summon was delivered to him which he has received and in token of receipt he has signed the office copy of the summon.

But, he has failed to comply with the summon and attend at the Bar of the House accordingly. I shall now call upon Shri Tapan Chakraborty to move his resolution.

RESOLUTION

Shri Tapan Chakraborty :—WHEREAS the Committee on Privileges of the Tripura Legislative Assembly in its 26th Report presented to the House on the 10th March, 1979 in the matter of publication of impugned Editorial in the 'Nagarik', its Editoı, Shri Mohanlal Roy was adjudged guilty of commiting gross breach of privilege and contempt of the House and thus of the Chief Minister as such Member of the House and thereby commiting libel ;

AND WHEREAS the Committee in their said report recommended that the said Shri Mohanlal Roy be reprimanded ;

AND WHEREAS the House on the 20th March, 1979 adopted the said report and resolved that the said Shri Mohanlal Roy be summoned to the Baı of the House to be reprimanded ;

AND WHEREAS the said Shri Mohanlal Roy being duly summoned pursuant to the aforesaid resolution to appeaı at the Bar of the House on the 26th March, 1979 to receive the reprimand as addressed a communication dated 25.3.1979 to the Hon'ble Speaker received on the 26th March, 1979 at 1045 hours casting aspersion on the Privilege Committee and thereby commiting contempt of the House as a whole has further aggrevated his offence ;

AND WHEREAS the said Shri Mohanlal Roy has disobeyed the summon of the House by not appearing as summoned ;

Now, therefore, the House resolved that the Hon'ble Speaker be empoweıed to take necessary steps to issue warrent of arrest through the District Magistrate concerned and the said Shri Mohanlal Roy be sentenced to one day's simple imprisonment on the first day the House reassembles.

মিঃ স্পীকার ঃ--মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্ত্তী যে মোশানটি হাউসে এনেছেন আমি সেটি ভোটে দিচ্ছি।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সর্বসম্মতিক্রমে নয়।

Calling Attention

মিঃ স্পীকার ঃ--মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর বক্তব্য শেষ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—যে বিষয়টির উপর আমার দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়েছে সেই বিষয়টির উপর আমার বক্তব্য রাখছি। সেই বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে মিমাংসার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি যে ২ টা জায়গায় ছাঁটাই করা হয়েছে একই দিনে এবং এই ছোট কারখানাগুলিতে আবার ছাঁটাই করা হচ্ছে। তাদের কতকগুলি দাবী ছিল যে ডিসেম্বর থেকে তাদের ওয়েজ বাড়াতে হবে, ছুটি দিতে হবে। এইগুলি মালিকেরা মানেন নি। শ্রমিকেরা এই সম্পর্কে কোন আন্দোলন করছে না। কিন্তু সিম্পলী ছাঁটাই করা হচ্ছে, ৩।৪ দিন হল ২ জনকে ছাঁটাই করা হয়েছে। নারায়ণ মেকানিক্স, সেখানকার ইউনিয়নের সেক্রেটারী এর সঙ্গে যুক্ত। ৫।৭।৫।৮ দিন আগে দুইটা করাখানায় ৬ জনকে ছাঁটাই করা হয়েছিল, তারপর অন্যান্য ওয়ার্কারার বলে যে ছাঁটাই যখন হয়েছে, তখন আমরা কাজ করব না, তাদের নিয়ে নেওয়া হউক। এইভাবে অন্ততঃ পক্ষে ৪।৫টা কারখানায় ছাঁটাই প্রতিরোধ করা হয়েছিল। মালিকেরা এখন বলতে চায় যে, ২১ তারিখে যে ছাঁটাই করা হয়েছে, সেটা রাইটস অব দি ওনার্স। ছাঁটাই করার অধিকার আমাদের দিতে হবে এটা ঠিক কি না?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যে আলোচনা করি তাতে এই রাইট আছে এটা তাঁরা বলে না বটে কিন্তু কার্য্যত মাননীয় সদস্য যা বলেছেন, তাদের ব্যবহারে সেই দিকটাই প্রকট হয়ে উঠে। আমরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি যে আমাদের নোটিশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্ত যদি চেঞ্জ না করে তাহলে আইন অনুযায়ী যে ব্যবস্থা নেওয়ার, সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর পরেও একটা রেজিস্টার্ড ইউনিয়ন এবং লেবার দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা হয় এবং তারা বলে যে তারা অচিরেই মিটিংয়ে বসবে। এই আমাদের শেষ সংবাদ।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, লেবার দপ্তরে যতগুলি মিটিং হয়েছে, এই সব ছাঁটাইয়ের ব্যাপারে, তার প্রতিটা মিটিংয়ে শ্রমিকেরা উপস্থিত ছিল, কিন্তু মালিকেরা উপস্থিত ছিল না--সেই মিটিংয়ে শ্রমিক পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে ছাটাই যেন না করা হয়। এই যে মিনিমাম ডিমাণ্ড এটাও মালিকেরা মানেন নাই--এটা ঠিক কি না?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, বস্তুত পক্ষে এই দাবী উৎথাপন করা হয়েছিল এবং মালিকের কাছে বলা হয়েছিল। তবে আমাদের শ্রম আইন অনুসারে--ইনডাস্ট্রিয়েল ডিসপ্যুটের জন্য যে আইন আছে, মালিকেরা যদি উপস্থিত না থাকে, তাহলে কোর্টের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। তবে কোর্টে গেলে অনেক সময় লাগে, সেজন্য আমাদের শেষ চেষ্টা হিসাবে তাদের আবার মিটিংয়ে বসতে বলা হয়েছে এবং তারা আবার বসতে রাজী আছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ২১ তারিখ থেকে মালিকেরা লক আউট করল, এই ক্ষেত্রে আইনে আছে যে নোটিশ দিতে হবে। এই ধরণের নোটিশ সরকারকে দিয়েছে কি না ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা চিঠি তারা আমাদের ৭ দিন আগে দিয়ে জানিয়েছিল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, ১৩ই নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ত্রি-পাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তির পরে, কি দাবী নিয়ে শ্রমিকেরা আন্দোলন করেছিলেন? এবং বর্তমান ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ছাটাই এবং তার জন্য সংঘর্ষ বা বিরোধ, এই সব ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে কোন মিটিং হয় নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ---আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল---গত ১৭ই মার্চ বেলা অনুমানিক ১-৩০ মিঃ সদর বিভাগের বেলবাড়ী সরকারী ফলের বাগানে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত ১৭৷৩৷৭৯ইং শনিবার দুপুর প্রায় ১২ ঘটিকায় সময় বেলবাড়ী সরকারী ফলবাগানে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রভুত ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ থাকে যে দুপুর বেলায় খাওয়ার বিরতির সময় বাগানের পূর্ব দক্ষিণ কোণে আগুন প্রথম দেখা যায়। ঐ সময়ে কর্তব্যরত দুই জন পাহারাদার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের দিকে ছুটিয়া যায়। তাহারা দেখিতে পায়, বাগানের ভিতরে নীচের দিকে লুংগার দুই জায়গা হইতে আগুন উঠিতেছে। তখন তাহারা চীৎকার করিতে থাকে এবং যথাসাধ্য আগুন নিভাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রতিবেশী কেহই আগাইয়া আসে নাই। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়াইয়া পড়ে এবং আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে মোট ২১,৬০ হেক্টার বাগিচার মধ্যে ১৮,০০ হেক্টার পরিমান জায়গায় সমুদয় ফল গাছের প্রভুত ক্ষতি সাধন হয়। ক্ষতির পরিমাণ এক লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে। তদন্তে প্রকাশ, বিগত কিছুদিন যাবত স্থানীয় কতিপয় লোক গরু চড়াইয়া বাগানের ক্ষতি করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের গরু খোঁয়াড়ে দেওয়ায় অবস্থার

অবনতি ঘটে। একদিন স্থানীয় শোভামণি পাড়ার শ্রীবাদরাই দেববর্মা ও শ্রীসুকু দেববর্মা, যাহারা এই সরকারী বাগানের প্রতিবেশী ও তাহারা উত্তেজিত হইয়া বাগানের লোকজনকে শাসাইয়া যায় এবং বাগান পুড়াইয়া দিবার হুমকি দেয়। বাগানের দিনের পাহারাদার শ্রীনরেন্দ্র দেববর্মা এবং রাতের পাহারাদার শ্রীকর্ন সিং রূপিনীকে মারিবার ভয় দেখানো হইয়াছে। উপরোক্ত ব্যাক্তিদ্বয় বল পূর্বক বাগানে গরু ঢুকাইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে বাগিচার ক্ষতিসাধন করে। বাগানের তত্ত্বাবধায়ক এই ব্যাপারে তাহাদিগকে সরকারীভাবে চিঠি দিয়া সতর্ক করিয়া দেন এবং ঘটনাটি স্থানীয় গাঁওপ্রধানের গোচরে আনা হয়। ঘটনার দিন, আগুন লাগার কিছু সময় পূর্বে শোভামণি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীসুধাংসু রক্ষিত মহাশয় বাগানের রাস্তা ধরে যাইবার কালে বাগানের ভিতর দুইজন লোককে গা ঢাকা দিতে দেখেন। তাঁহার বিবরণের সঙ্গে শ্রীকুশা দেববর্মা, পিতা মানিক সিং দেববর্মা, গ্রাম শোভামণি পাড়স্থিত এক ব্যাক্তির মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ঐ ব্যাক্তি আগুন লাগিবার বেশ কিছুক্ষণ পরে আগুন নিভাইবার ভাণ করিয়া বাগানে আসিয়াছিল। ঘটনার পূর্বাপর বিবেচনায় এই এই ধারণা করা যাইতে পারে যে, এই অগ্নিকাণ্ড কতিপয় লোকের যোগসাজসে সংঘটিত হইয়াছে। ঘটনার বিবরণ দিয়া ১৭ই মার্চ অর্থাৎ অগ্নিকাণ্ডের দিন জীরাণীয়া থানায় প্রথম এজাহার দায়ের করা হইয়াছে। পরে ২০শে মার্চ বিস্তারিত বিবরণসহ পুনরায় লোক মারফত থানায় চিঠি পাঠানো হইয়াছে এবং উপরে উল্লেখিত সন্দেহভাজন ব্যাক্তিদের নাম ইহাতে রহিয়াছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, যে সমস্ত সন্দেহভাজন ব্যাক্তিদের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---তদন্ত করার পর যদি প্রমাণ হয় তাহলে নেওয়া হবে।

শ্রীখগেন দাস ঃ---পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, বেলা ১২টা সাড়ে ১২টার সময় আগুন লাগল তখন ওখানকার ফার্মের দায়িত্বে যারা আছেন তারা ৩টা সাড়ে তিনটার সময় থানায় এসে ডায়েরী করেন কিন্তু সে দিন পুলিশ যায় নি এবং তার পরের দিন হয়তো পুলিশ গেছে। এটা সত্য কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটার জবাব এখন দেওয়া সম্ভব নয়! যদি এরকম ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে সেটা খুবই দুঃখজনক। এটা তদন্ত করে দেখব কেন পুলিশ যায় নি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, এটা সত্য কি না যে ডিপার্ট-মেন্টের এত বড় বাগান, লক্ষ টাকার বাগানের ক্ষতি হল অথচ তারা সেখানে যায় নি এবং এখানে বিধান সভায় যখন কলিং অ্যাটেনশান আসল ১৭ তারিখের ঘটনার ২৪ তারিখ সকালে নাকি ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক ছুটে গিয়েছে। এটা দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এ সব অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহলে সেটা খুবই দুঃখজনক।

মিঃ স্পীকার ঃ---আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় পরিবহন বিভাগের মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় পরিবহন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য স্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং এবং বিদ্যা দেববর্মা কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল---গত ১৬ই মার্চ টি,আর,টি,সি খোয়াই লাইনে অনিয়মিত বাস চলাচলের দরুন যাত্রীদের বিশেষ দুর্গতী সম্পর্কে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৬ই মার্চ আগরতলা হইতে খোয়াইগামী নিম্নলিখিত সার্ভিসগুলি নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুসারে ছাড়া সম্ভব হয় নাই। বাস ছাড়িবার নির্দিষ্ট সময়সূচী এবং প্রকৃত ছাড়ার সময় নিম্নে দেওয়া হল।

নির্দিষ্ট সময়সূচী।	প্রকৃত ছাড়ার সময়।
১১-৪৫ মিঃ	১২-১৫ মিঃ
২-৪৫ মি	৩-১০ মিঃ
৩-৪৫ মিঃ	৪-৩০ মিঃ
৫-৩০ মিঃ	৫-৪০ মিঃ
৬-০০ মিঃ	৭-০০ মিঃ

১৬ই মার্চ নির্ধারিত ১২টি সাভিস আগরতলা হইতে খোয়াই অভিমুখে ছাড়া হয়। ১২টি সার্ভিসের মধ্যে ৭টি সার্ভিস নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুসারে আগরতলা হইতে ছাড়ে। বাকী উপরে উল্লেখিত ৫টি সাভিস ছাড়তে প্রধানত নিম্নলিখিত কারণে দেরী হয়। ১৬ই মার্চ রাস্তায় চলাচলের উপযোগী বাসের সংখ্যা ছিল ৫৭ এবং ঐ সংখ্যক রাস্তায় চলিবার মধ্যে খোয়াই গামী উপযোগী বাস দিয়া নির্ধারিত মোট ৯০টি সাভিস চালু রাখা হয়। ঐ নির্ধারিত সাভিসগুলির ৫টি ছাড়া বাকী সকল সাভিসই নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী আগরতলা হইতে ছাড়ে। সীমিত সংখ্যক চলাচলের উপযোগী বাস দিয়া নির্ধারিত সাভিসগুলি চালু রাখার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই ট্রিপ হইতে ফিরিয়া আসা গাড়ীর স্বাভাবিক মেরামতীর পর পুনরায় সাভিসে দেওয়া হয়। ফলে কিছু সাভিস নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী ছাড়া সম্ভব হয় নাই। ১১-৪৫ মিঃ আগরতলা খায়াই সাভিসে টি,আর,টি, ২৮৬নং বাসখানি দেওয়া হইয়াছিল।' কিন্তু যাত্রার প্রাক মুহুর্তে উক্ত গাড়ীর চালক জানান যে এ গাড়ীর দুইটি স্প্রিং ভাংগা আছে। এইজন্য উনি উক্ত গাড়ী নিয়া খোয়াই যাইতে অস্বীকার করেন। তারপর ঐ গাড়ীর পরিবর্তে টি, আর, এস ৩০০ নং গাড়ী খানা দেওয়া হয় এবং গাড়ীটি ১২-১৫ মিনিটে খোয়াই অভিমুখে যাত্রা করে। শেষ মুহুর্তে গাড়ী পরিবর্তন করার দরুন গাড়ী ছাড়িতে বিলম্ব হয়। বিকাল ২টা ৪৫ মিনিটের জন্য ২৮৬ নং গাড়ী স্প্রিং সেট ৬ ক্ল্যাম্প রাখিয়া পুনরায় দেওয়া হইলে উক্ত সাভি-সের চালক ঐ গাড়ী নিয়া যইতে মৌখিক অস্বীকার করে। টি,আর, এস ৪২৩ নং গাড়ী (যাহা পরের দিনের দূরপাল্লার যাত্রার জন্য তৈরী করা হইয়াছিল) সাভিসে দেওয়া হয়। যাহার ফলে গাড়ীটি ছাড়িতে বিলম্ব হয়। বিকাল ৩টা ৪৫ মিনিটের সাভিসের জন্য গাড়ী প্রস্তুত করিতে বিলম্ব হয় কারণ উক্ত সাভিসের জন্য টি,আর,এস ৩৫৩ নং গাড়ীটাকে মেরা-মতির জন্য ধরা হইয়াছিল। কিন্তু ঐদিন বেলা সাড়ে এগারটায় অফিস হইতে আসিয়া চালক নিম্নলিখিত কাজ করা র জন্য রিপোর্ট দিয়াছিল—ইঞ্জিন গরম হইয়া যায়, রেডিওটারের জল ওৎলাইয়া পড়ে, পাম্পের গোড়ায় ডিজেল লিক করে, এবং এয়ার গ্যাস। গআপ এ গাড়ী কম টানে, ভেতরের লাইটের জন্য সামনের কিছু দেখা যায় না। উক্ত কাজ শেষ করিয়া গাড়ী সাভিসে দিতে দেরী হয়। বিকাল ৫টা ৫০ মিঃ সাভিসের জন্য টি,আরএস ২৮৬ নং গাড়ী ভাঙ্গা স্পিং বদলাইয়া দেওয়া হইলে উক্ত সাভিসের চালক শেষ মুহুর্তে জানায় যে উক্ত গাড়ীর রেডিওয়েটারের এক কোন দিয়া জল পড়ে। তখন ঐ গাড়ী বদলাইয়া টি,আরএস ২৯০ গাড়ীটি দেওয়া হয়। বিকাল ৬ টার সাভিসের জন্য টি,আর,এস ২৯০নং গাড়ীটি তৈরী করা হইয়াছিল। যেহেতু ২৯০নং গাড়ীটি ৫-৩০মিঃ সাভিসে দেওয়া হয়। সেজন্য বিকাল ৫-৩০ মিঃ খোয়াই হইতে আগরতলা আসা ২৭৮নং গাড়িটি নুনরায় সাভিসের জন্য মেরামতি করিয়া প্রস্তুত করিতে বিলম্ব হয়। গাড়ীর লাইটের কাজ ছিল কিস গাড়ীর তাইটের কাজ করিবার ইলেকট্রিসিয়ান দুইজন এবং সহকারী দুইজন কাজে অনুপস্থিত থাকার জন্য মেকানিক্স দিয়া লাইটের কাজ করাইতে বিলম্ব হয়। সার্ভিসটি ছাড়িতে দেরী হয়।

১৪ই মার্চ দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে ছুটি ছিল। উৎসব উপলক্ষে ছুটির দিনে কাজ করিলে ফ্যাকটরী আইন ভুক্ত শ্রমিকদের ওভার টাইম দেওয়া হয়। কিস ১৪ই মার্চ কৃষ্ণনগর ওয়ার্কসপে কারিগরী কর্মীর উপস্থিতি অত্যন্ত কম ছিল। ফলে ঐ দিনের মেরামতী কাজ ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। কাজ জমে থাকার জন্য ১৫ তারিখে কাভার করতে পারে নি। এই হলো মোটামুটি ঘটনা।

রেফারেন্স পিরিয়ড

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ও শ্রীমতিলাল সরকার মহাশয়ের নিকট হইতে তাদের বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পাইয়াছি। সেই নোটিশগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত

বিষয়গুলি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি এবং প্রত্যেক বিষয়-এর পাশে যে সদস্য নোটিশ দিয়াছেন তার নাম উল্লেখ করিতেছি ঃ---

ক্রঃ নং	বিষয়	সদস্যের নাম
১।	"গত ১৯শে মার্চ জিরানীয়ায় যোগেশ দেবনাথ কর্তৃক বিশ্বজিত দেব নামক এক ব্যাক্তির খুন ও মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে।"	শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।
২।	"রাবার চাষে বিঘ্ন সৃষ্টি করা এবং তৎজনিত কারণে ত্রিপুরায় সামগ্রিক উন্নতি বিঘ্নিত হওয়া সম্পর্কে।"	শ্রীমতিলাল সরকার।

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি ক্রমান্বয়ে সদস্যদের নাম ডাকিব। যে সদস্যকে আহবান করিব তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করিবেন। শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---"গত ১৯শে মার্চ জিরানীয়া যোগেশ দেবনাথ কর্তৃক বিশ্বজিৎ দেব নামক এক ব্যাক্তির খুন হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার আমি এর উপর বিবৃতিতে বলছি, গত ১৯,৩,৭৯ইং তারিখ রাত ৯টা ৪৫ মিনিটের সময় জিরানিয়া থানাধীন পূর্ব নোয়াগাঁও নিবাসী শ্রীরাজমোহন দেব জিরানীয়া থানায় উপস্থিত হইয়া এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যে, প্রায় একমাস পূর্বে বাগবাড়ি গ্রামের শ্রীযোগেশ দেবনাথ তাহার ভ্রাতস্পুত্র বিশ্বজিৎ দেবের নিকট হইতে একটি মুরগী বার (১২) টাকা দিয়া কিনে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার দাম না দেওয়ায় অদ্য ১৯-৩-৭৯ইং তারিখ সকাল অনুমান নয়টায়র সময় তাহার ভ্রাতস্পুত্রের সহিত উক্ত যোগেশ দেবনাথের কথা কাটাকাটি হয়। ১৯,৩,৭৯ইং সন্ধ্যা অনুমান ছয়টা সাড়ে ছয়টার সময় তাহার গ্রামের ব্রজেন্দ্র দেবনাথের দোকানের সামনে বিশ্বজিৎকে যোগেশ দেবনাথ ছুরিকাঘাত করে। যাহার ফলে বিশ্বজিতের শরীরে রক্তাক্ত জখম হয় এবং জখম অবস্থায় জি,বি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পথে মারা যায়। শ্রীরাজমোহন দেব উক্ত লিখিত অভিযোগে খুনের তদন্ত ও বিচারের প্রার্থনা করে। এই অভিযোগটি জিরানীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩০২ ধারা অনুযায়ী ৬(৩)৭৯নং মামলা গত ১৯-৩-৭৯ তাং রাত নয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে নথিভূক্ত করা হয় এবং সাথে সাথে তদন্ত কার্য্য আরম্ভ হয়।

১৯-৩-৭৯ইং তারিখ সন্ধ্যা সাতটার সময় পশ্চিম আগরতলা থানায় কার্য্যরত অফিসার ভি,এম হাসপাতালের ডাক্তার সুব্রত দাসের টেলিফোন বার্তায় খবর পান যে, কয়েকজন গ্রামবাসী আহত অবস্থায় বিশ্বজিৎ দেবকে ভি,এম, হাসপাতালে নিয়ে আসিয়াছে এবং পরীক্ষায় দেখা যায় উক্ত দেবের মৃত্যু হইয়াছে। এই খবরটি সাথে সাথেই পশ্চিম অগরতলা থানায় নথিভূক্ত করা হয়। উক্ত থানার দারোগা শ্রী এম,কে, দাস সাথে সাথেই ভি,এম, হাসপাতালে আসেন। পূর্ব নোয়াগাঁও নিবাসী শ্রীদুর্গাচরণ দেবনাথ, শ্রীঅনিল চন্দ্র দেবনাথ, শ্রীপ্রবীর সিং, শ্রীকর্ণজিৎ দেববর্মা এবং মোহনপুরের শ্রীমানিক চন্দ্র দাসের উপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত দারোগা অনুসন্ধানে জানিতে পারেন মৃত দেহটি পূর্ব নোয়াগাঁও নিবাসী মৃত নিশিকান্ত দেবে পুত্র বিশ্বজিৎ দেবের। মৃত বিশ্বজিৎ দেবের বয়স প্রায় ২২ বৎসর। বিশ্বজিৎ দেবের বুকের বাম পার্শে দেড় ইঞ্চি পরিমাপে ছুরিকাঘাতে গভীর চিহ্ন দেখা যায়। ভি,এম, হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক মৃত দেহের ময়না তদন্ত করেন। প্রাথমিক ময়না তদন্তে দেখা যায় চোখা ধারালো অস্ত্রের আঘাতে বুকে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হওয়ায় আভ্যন্তরীন রক্তক্ষরণ এবং আঘাতেই মৃত্যুর কারণ। ময়না তদন্তের পর মৃত দেহটি আত্মীয় স্বজনের নিকট দেওয়া হয় এবং উক্ত আত্মীয়গণ উক্ত মৃত দেহটিকে সেই দিনই অর্থাৎ ২০,৩,৭৯ ইং তারিখ টেম্পুতে করে রাণীরবাজারে নিয়ে যায়। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় শ্রীকেবল দাস যিনি পূর্ব নোয়াগাঁও গ্রামের একজন আমরা বাঙ্গলী দলের সক্রীয় সদস্য বলিয়া পরিচিত তিনি প্রায় ১০০ লোকের এক মিছিল সহ মৃত দেহটিকে ১০,৩,৭৯ ইং তাং অপরাহ্নে রাণীরবাজার হইতে পূর্ব নোয়াগাঁও গ্রামে আনিয়া দাহ করেন।

তদন্তে দেখা যায় শ্রীযোগেশ দেবনাথ, পিতা মৃত ভগবান দাস বৈষ্ণব পূর্ব নোয়াগাঁও গ্রামের পার্শ্ববর্তী বাগবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা। সে একজন মাংস বিক্রেতা। জানা যায়

স্থানীয় বালকেরা ভলিবল খেলার পর ব্রজেন্দ্র দেবনাথের দোকানের সামনে জড়ো হইয়াছিল। মৃত বিশ্বজিত দেব তাহাদের নিকটেই ছিল। তখন শ্রীযোগেশ দেবনাথ গত ১৯,৩,৭৯ইং তারিখের ঘটনার জের টেনে অত্যন্ত রাগান্বিত ভাবে বিশ্বজিতকে আক্রমন করে। স্থানীয় বালকগণ কোন গোলযোগ না করে যোগেশ দেবনাথকে উক্ত স্থান ত্যাগ করতে বলে। হঠাৎ যোগেশ দেবনাথ বিশ্বজিতের বুকের বাম পার্শ্বেই ছুরিকাঘাত করেই দৌড়াইয়া পালাইয়া যায়। আঘাতের ফলে রক্তক্ষরণ হইতে থাকে। উপস্থিত বালকদের কয়েকজন যোগেশ দেবনাথকে আটক করবার জন্য চেষ্টা করে কিন্তু পারে নাই। তদন্তে দেখা যায় ঘটনাটি সাড়ে পাঁচটা হইতে পাঁচটা পয়তাল্লিশ মিনিটের ভিতর সংঘটিত হইয়াছে। ঘটনার অব্যবহিত পরেই আহত ব্যক্তিকে তাহার আত্মীয় স্বজন এবং স্থানীয় কয়েকজন বালক টেম্পু সহকারে ভি,এম, হাসপাতালে আনার জন্য রওয়ানা হইয়া যায়। পথে আহত বিশ্বজিৎ মারা যায়। ১৯,৩,৭৯ইং তারিখ রাত্রিতে পর পর কয়েকবার আসামী যোগেশ দেবনাথকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য অনুসন্ধান চালানো হয় কিন্তু তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পরের দিন ২০,৩,৭৯ইং তারিখ অপরাহ্নে আসামী যোগেশ দেবনাথকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ২১,৩,৭৯ইং তারিখ তাহাকে কোর্টে চালান দেওয়া হয়েছে। জেরার উত্তরে আসামী যোগেশ দেবনাথ পুলিশকে জানায় যে পলায়নের সময় যে অস্ত্র দিয়ে সে আঘাত করিয়াছিল সে অস্ত্রটি নদীতে ফেলিয়া দিয়াছে। অস্ত্রটি উদ্ধার করার জন্য কথিত নদীতে অনুসন্ধান চালানো হইয়াছিল কিন্তু অস্ত্রটি পাওয়া যায় নাই। গত ১৯,৩,৭৯ইং তারিখ একটি মুরগীর দামের দেনা পাওনা নিয়ে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটিই এই ঘটনার পরিনতি বলে মনে হয়। ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---"রাবার চাষে বিঘ্ন সৃষ্টি করা এবং তৎজনিত ত্রিপুরায় সামগ্রিক উন্নতি বিঘ্নিত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীআরবের রহমান ঃ---বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ১৯৭৬-৭৭ সন থেকে ১০ বৎসরে ৫০০ হেক্টার জমিতে রাবার বাগান করার জন্য ত্রিপুরা সরকার ফরেষ্ট ডেভেলাপমেন্ট এণ্ড প্ল্যান.টশান কর্পোরেশান নামক একটি সংস্থা গঠন করেন।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলার পাথালিয়া, ওয়ারেংবাড়ী ও রুপছড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলার পতিছড়ি, কলসীমুখ, সাচিরামবাড়ী ও পশ্চিম লুঠুয়া ও উত্তর ত্রিপুরা জিলার রাতাছড়া, জুরি ও মনু সেণ্টারে রাবার বাগান করা হইয়াছে। এসব সেণ্টারে ১৯৭৫ইং সন পর্য্যন্ত বন বিভাগ দ্বারা সৃষ্টি করা মোট ৪১৯.১৮ হেক্টার রাবার বাগান কর্পোরেশানের আওতায় আসিয়াছে। ১৯৭৬-১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সনে ঐ সব সেণ্টারে কর্পোরেশন আরও ৮৭৬,৫০ হেক্টার রাবার বাগান করিয়াছে। ১৯৭৮ সনে রাবার বাগান করতে গিয়ে কর্পোরেশন প্রথম বাধা পায় পশ্চিম ত্রিপুরা জিলার সদর মহকুমার ওয়ারেংবাড়ী সেণ্টারে। ১৯৭৮ সনে ৯০ হেক্টার বাগান করার পরিকল্পনা অনুযায়ী ঐ জায়গায় জঙ্গল কাটা, পোড়ান ইত্যাদি প্রাথমিক কাজে মোট ৯০৬৯, টাকা খরচ করার পর ঐ এলাকার কিছু সংখ্যক লোক উক্ত বাগানে কাজে বাধা দেয়। ওদের বুঝিয়ে ঐ বাঁধা তুলে নিতে রাজী করানো সম্ভব হয় নি। এ বছর ঐ এলাকায় জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য একটি প্রকল্প তৈরী করে রাবার বাগান করা হইতেছে।

১৯১৮ সনে দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলার পতিছড়িতে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। ওখানে ১০ হেক্টার বাগান করার জন জঙ্গল কাটা ইত্যাদি প্রাথমিক কাজ করার পর বাধার দরুন মাত্র ৪২ হেক্টার পরিমাণ স্থানে রাবার বাগান করা সম্ভব হয়েছে। জঙ্গল পরিষ্কার করা জায়গাতেও বাগান করা যায় নি। দক্ষিন ত্রিপুরার কলসীমুখ সেণ্টারেও ১৯৭৮ সনে বাগানের কাজে কিছু সংখ্যক লোক বাধা দিয়েছিল কিন্তু ওদের সঙ্গে আলোচনার পর ওরা বাধা তুলে নিলে বাগান করাহয়েছে। এ সব বাধার ফলে ১৯৭৮ সনের জন্য নির্দ্ধা-রিত ৫০০ হেক্টাররে মধ্যে ৪১৬.৫০ হেক্টার বাগান করা সম্ভব হয়।

১৯৭৯ সনে ৫৫০ হেক্টার রাবার বাগান করার পরিকল্পনা আছে। তদুপরি গত বৎ-সরের কম ৮৩.৫ হেক্টার বাগানও এ বৎসর করার কথা। পশ্চিম ত্রিপুরার রুপছড়া ও

ওয়ারেংবাড়ী সেন্টারে ও দক্ষিণ ত্রিপুরার পতিছড়ি ও কলসীমুখ সেন্টারে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এর মধ্যে বহু চেষ্টার পর উত্তর ত্রিপুরার রাতা ছড়া, পশ্চিম ত্রিপুরার রুপছড়া ও দিক্ষণ ত্রিপুরার পতিছড়ি - - -

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, হাউসের সময় আরো পাঁচ মিনিট বাড়ানো হল, আপনি এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনারা বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীআরবের রহমান ঃ—দক্ষিণ ত্রিপুরার পতিছড়ি সেন্টারে বাধাদানকারীগণকে তাদের বাধা তুলে নিতে রাজী করানো সম্ভব হলেও রাতাছড়া সেন্টারে কর্পোরেশনের চিহ্নিত পুরাতন বাগানের সংলগ্ন স্থান ছেড়ে অন্যত্র যেতে হয়েছে, ভবিষ্যতে যার জন্য অসুবিধা ভোগ করতে হবে। কলসী মুখ সেন্টারে বাধা অব্যাহত আছে। যার জন্য নির্দিষ্ট ৯০ হেক্টার বাগানের জঙ্গল কাটার কাজ আরম্ভ করে ১৮.৫ হেক্টার পরিমাণ জায়গায় কাজ করার পর সব কাজ বন্ধ আছে। এই কাজের জন্য ১১৯০ টাকা খরচ করা হইয়াছে, এবং রাবার বাগান না করিতে পারায় ঐ টাকার অপচয় হইল। প্রকাশ থাকে যে কলসীমুখ, পাথালিয়া, ওয়ারেংবাড়ী এবং জুরি সেন্টারে সংরক্ষিত বন, সাচিরামবাড়ি, পতিছড়ি সেন্টারে প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বন, রুপাছড়া সেন্টারে আংশিক সংরক্ষিত বন ও আংশিক রক্ষিত বন এবং রাতাছড়া ও পশ্চিম লুধুয়া সেন্টারে রক্ষিত বন রাবার বাগান করার জন্য নির্বাচিত হইয়াছে।

রাবার বাগানে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ হয় এবংপ্রচুর লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। পরিকল্পিত ৫০০০ হেক্টার রাবার বাগান কর্তে মোট ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা কেবল মাত্র শ্রমিক নিয়োগ খাতেই খরচ হবে। যেহেতু রাবার বাগানগুলি ত্রিপুরার আদিবাসী অধ্যুষীত এলাকায় করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাই সংশ্লিষ্ট এলাকার আদিবাসীগণই এতে বিশেষ উপকৃত হবেন। ৫০০০ হেক্টার বাগানে ২৫০০ লোকের স্থায়ী কর্মসংস্থান হবে।

পরিকল্পনামত কাজ হলে ১৯৭৮-৭৯ সনে ২ লক্ষ ৬২ হাজার, ১৯৭৯-৮০ সনে ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার, ১৯৮০-৮১ সনে ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার, ১৯৮১-৮২ সনে ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার শ্রম দিবস কাজ হবে এবং এভাবে প্রতি বৎসর এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

উপরোক্ত বিষয় সম্যক আলোচনায় পরিকল্পিত রাবার বাগান ত্রিপুরার সাবিক অর্থ-নৈতিক উন্নয়নে কতটা সহায়ক হবে তা বিশেষ ভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না। যেহেতু রাবার বাগান বিশেষ ভাবে শ্রমিক নির্ভর এতে শ্রমিক শ্রেণী জনগণের আর্থিক উন্নতির সহায়ক হবে। রাবার বাগানের স্থান নির্ধারণের সময় যাতে কারও কোনরূপ অসুবিধা না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। এর জন্য কারও কোনরূপ ক্ষতি না হয়। নিজের বাড়ীতে থেকে দৈনিক কাজের বিনিময়ে উপার্জনের সুযোগ রয়েছে। সরকার সব সময়েই স্থানীয় লোকের সঙ্গে বাগান করতে চান। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোকের দ্বারা বাধা দানের ফলে কাজের অগ্রগতি ব্যহত হচ্ছে, এবং ইহা সামগ্রিক ভাবে রাজ্যের উন্নতি বিঘ্নিত হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার কাজ বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

বিরতির পর

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—এখন সভার আলোচ্য বিষয় হলো মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার একটি রেফারেন্স এনেছেন। রেফারেন্সটি হলো ঃ—

> "২৫,৩,৭৯ইং রাত্রি প্রায় ৩,৩০ মিঃ মাতার বাড়ী আগুন লেগে ৩৯টি দোকান পুড়ে যাওয়া সম্পর্কে।"

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই ষ্টেটমেন্টের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তুত হয়ে আসে নি, কারণ আমি এটার নোটিশ পাই নি। তাই বলছি কি করে এখন জবাব দেব।

Consideration And Passing of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Bill, 1979.

Mr. Dy. Speaker :—Next item of Business before the House is discussion on the consideration Motion of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Bill, 1979 as reported by the Select Committee. I would request the Hon'ble Chief Minister to resume his speech.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সিলেক্ট কমিটি থেকে যে বিলটা এসেছে, সেই বিলের কয়েকটি বৈশিষ্ট আমি এখানে উল্লেখ করছি। প্রথমতঃ এই বিলের নাম থেকে দেখা যাবে যে আমরা একটা অটোনমাস ট্রাইবেল ডিস্ট্রিক গঠন করতে যাচ্ছি। কিন্তু ডিস্ট্রিকের নাম এখানে আমরা যেটা দিয়েছি, সেটা পরিস্কারভাবে বলেছি যে, এটা একটা রেভিনিউ ডিস্ট্রিকট্ না অটোনমাস ডিস্ট্রিকট্। তার মানে হচ্ছে, একটা এলাকা, সে এলাকাটা কি রকম? সেটা হচ্ছে একটা ট্রাইবেল কমপেকট্ এলাকা, ট্রাইবেল ডমিনেটেড এলাকা যার অর্থ হলো ট্রাইবেল প্রধান সংলগ্ন এলাকা। সংলগ্ন কথাটাও গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ট্রাইবেল প্রধান কথাটাও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি শুধু ট্রাইবেল প্রধান এলাকা দিতাম, তাহলে কিছু কিছু পকেট থেকে যেত যেগুলি এই ডিস্ট্রিকেটর অন্তর্ভুক্ত করে প্রসাশনিক কাজকর্ম বাড়ানো হয়তো অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। সে জন্য আমরা এমন ভাবে এই বিলটা গঠন করবার জন্য চেষ্টা করেছি, যাতে এই বিলটা একটা সংলগ্ন এলাকা হয়। সংলগ্ন এলাকা করতে গিয়ে তনটি জেলারই অংশ এই ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে পড়েছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে আসামে যখন এটা চালু হয়, তখন দুটি ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে এই ধরণের অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট বিল আসে। অবশ্য এখন সেটা আলাদা আলাদা ডিস্ট্রিক্ট হয়ে গেছে। তেমনি আজকে আসাম মেঘালয়েও দেখছি ৩টি ট্রাইবেল ডিস্ট্রিক্ট সেখানে। কিন্তু রেভিনিউ ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে- সেখানে পাঁছটি। কাজেই রেভিনিউ ডিস্ট্রিক্ট এবং ট্রাইবেল ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে কোন কনট্রাষ্ট নেই, কোন বিরোধ নেই। ট্রাইবেল ডিস্ট্রিক্টে ট্রাইবেলদের সম্পর্কিত যে কাজকর্মগুলি এই আইনে আমরা কাউন্সিলকে দিচ্ছি, সেই কাজকর্মগুলির জন্য এই ট্রাইবেল ডিস্ট্রিকট গঠিত হচ্ছে। কি ভিত্তি করে দিয়েছি? আমরা দিয়েছি রেভিনিউ ভিলেজকে ইউনিট ধরেই ট্রাইবেল ডিস্ট্রিকটা গঠন করার চেষ্টা করছি। রেভিনিউ ভিলেজ, যেখানে ট্রাইবেলের সংখ্যা বেশী, এটাকে আমরা মোটামুটিভাবে, চিহ্নিত করে একটা বেসিস হিসাবে আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা যেখানে একটা সমগ্র ব্লককে ট্রাইবেল অধ্যুষিত ব্লক হিসাবে গণ্য করা যায়, সেখানে যদি অউপজাতি পকেট কিছু কিছু থাকে, সেগুলিকে আমরা আলাদা রাখিনি, এই কারণে যে, সেগুলি আলাদা রাখলে প্রসাশনিক অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই কিছু কিছু এই রকম নন্-ট্রাইবেল পকেট এই এলাকার মধ্যে এসে গেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যেখানে যেখানে সংলগ্ন এলাকা বর্ডার করেছি, সেইসব জায়গাতে সংলগ্ন করতে গিয়ে ২৯টা এই রকম রেভিনিউ ভিলেজ আছে, যেখানে হয়তো সেই বিশেষ রেভিনিউভিলেজটিতে অউপজাতি কিছু সংখ্যক বেশী, কিন্তু কম্পেকট এরিয়া করার জন্য, সংলগ্ন এলাকা করার জন্য সেই রকম রেভিনিউ ভিলেজকে এর মধ্যে দিতে হয়েছে। দুটি উল্লেখযোগ্য রেভিনিউ ভিলেজ যে এর মধ্যে ইনক্লোড হচ্ছে, তার মধ্যে একটা হলো আমতলী। আমতলীটাকে এখানে সংযোজক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। আজ আমতলীতে যদিও অ-উপজাতি কিছু বেশী, তাহলেও এটাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। তেমনি পেচারথল অউপজাতি কিছু বেশী হলেও এটাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। পেচারথলেও একটা পকেট থেকে যেত ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে। সমগ্র ব্লক এলাকাটা যেহেতু এই অঞ্চলের মধ্যে গ্রহণ করেছি উপজাতি জেলা পরিষদ হিসাবে, সে ক্ষেত্রেতে পেচারথলে সংখ্যায় অউপজাতি একটু বেশী হলও সেটাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। তেমনি কতগুলি ট্রাইবেল স্পট আছে, যেগুলি বাইরে আমাদের রাখতে হয়েছে। যেমন মধুপুরের মত এলাকা, কোন রকম সেটাকে সংলগ্ন এলাকায় আনা যায় নি এই রকম কিছু কিছু এলাকা আছে যেগুলি আমাদের বাইরে রাখতে হেয়েছে। সমগ্রঅমরপুরের মধ্যে, অমরপুরের যে শহর এবং তার সংলগ্ন যে সমস্ত এলাকা, সেই এলাকা একটা নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে থাকবে, সেটিও অউপজাতি অধ্যুষিত এলাকা, সিজন্যই সেটাকে এই পকেট এরিয়া থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন যে, এই ভাবে এটা গ্রহণ করার ফলে আমরা প্রথম যে বিলটা তৈরী করেছিলাম তার মধ্যে এই সিলেক্ট কমিটি কোথায় কোথায় পরিবর্তন করে কি ভাবে এখন এই ট্রাইবেল ডিস্ট্রিকটা গঠন করতে চায়, আমি সেটা এখানে এই হাউসের সামনে উপস্থিত করছি। ধর্মনগরে আমাদের আগে যে বিল ছিল, তাতে ৩টি তহশীল এবং ২৫টি গ্রাম ছিল। আর এখন সিলেকট্ কমিটির রিপোর্টে আমরা সেখানে করেছি ৮টি তহশীল এবং ৯টি গ্রাম। কৈলাশহরে আগের বিলে ছিল ৫টি তহশীল এবং ১২টি গ্রাম, এখন আমরা সেখানে করেছি

৫টি তহশীল এবং ২০টি গ্রাম। কমলপুরে আগের বিলে ছিল ১৪টি গ্রাম এবং সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টে আমরা করেছি ১টি তহশীল এবং ২৪টি গ্রাম। খোয়াই মহকুমায় আগের বিলে ছিল ৪টি তহশীল এবং ১৮টি গ্রাম এখন সেখানে আমরা রেখেছি ২টি তহশীল এবং ৩৩টি গ্রাম। সদরে আগে বিলে ছিল ১৬টি তহশীল এবং ১৫টি গ্রাম এখন সেখানে আমরা করেছি ১৭টি তহশীল এবং ১৭টি গ্রাম। সোনামুড়াতে আগের বিলে ছিল ৯টি গ্রাম, এখন সেখানে আমরা করেছি ১০টি গ্রাম। অমরপুরে, আগে বিলে ছিল ৬টি তহশীল এবং ১৪টি গ্রাম এখন সেখানে আমরা করেছি ৮টি তহশলী এবং ৬টি গ্রাম। বিলোনীয়াতে, আগের বিলে ছিল ৩টি তহশীল এবং ১৩টি গ্রাম, এখন সেখানে আমরা করেছি ২টি তহশীল এবং ৪১৮ গ্রাম। সাব্রুমে, আগের বিলে ছিল ৩টি তহশীল এবং ৭টি গ্রাম, এখন সেখানে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টে আমরা রেখেছি ৩টি তহশলী এবং ১২টি গ্রাম। উদয়পুরে, আগের বিলে ছিল ১টি তহশীল এবং ১১টি গ্রাম এখন সেখানে আমরা করেছি ১টি তহশীল এবং ১৫টি গ্রাম। আগে মোট ৪২টি তহশীল এবং ১৩৭টি গ্রাম ছিল। আর এখন আমরা করেছি ৪৭টি তহশীল এবং ১৬৪টি গ্রাম। এই হিসাবে মত টোটাল আমাদের গ্রাম হচ্ছে ৮৭১টি। এই বিলে ৪৬২টি গ্রামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরিয়ার দিক থেকে (স্কোয়ার কি,মি, হিসাবে) আগের বিলে ছিল ৬,৪০৩.৮৪ স্কোয়ার কি,মি, সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট আমরা সেখানে করেছি ৭,১৩১.৫২ স্কোয়ার কি,মি,। আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যের এরিয়া হল ১০,৪৭৭ স্কোয়ার কি.মি। জনসংখ্যার দিক থেকে এই বিলে ছিল ৩,৯৫,৬১৯ জন। আর এই সিলেক্ট রিপোর্টে সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪,৭২,২৯০ জন। আমাদের টোটাল পপুলেশান, ৭১ইং সনের সেন্সাস অনুযায়ী, ১৫,৫৬,৩৪২ জন। তন্মধ্যে এস,টি, সম্প্রদায়ের সংখ্যা আগের বিলে ছিল ৩ লক্ষ ৫ হাজার ২৬ জন। আর এখন সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টে সে সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৩ জন। আনুপাতিক হারে আগে ছিল শতকরা ৭৭.১০ জন ট্রাইবেল এই এলাকার মধ্যে। আর এখন হচ্ছে শতকরা ৭১.৩৭ ট্রাইবেল। আমরা আগে যেটা বলেছিলাম যে শতকরা ৭০ ভাগ বা তার কিছু বেশী হবে, ঠিক তাই আমাদের সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টে রয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা চিহ্নিত করে, একটা ম্যাপের নমুনা আমি এখানে উপস্থিত করেছি এবং মাননীয় সদস্যরাও হাউসে সেটা পেয়ে যাবেন। এখানে যে সব ক্ষমতা এই কাউন্সিলের হাতে দেওয়া হয়েছে, মাননীয় সদস্যরা সেটা নিশ্চয়ই দেখেছেন। এখানে বিলে ৩১ ধারা(এ)তে আছে--

"the allotment, occupation or use or the set apart of land, other than any, land which is a reserved forest, or used for the purpose of agriculture or giazinge or for residential or othei non-agricultural purpose, or for any other purpos' likely to promote the interest of the inhabitants of any village, locality or town ;'

মূল যে কাজটা এই কাউন্সিল করবেন, এই ধারার মধ্যে সেটা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর কিছু গঠন মূলক কাজও এতে রয়েছে। এই সম্পর্কে এই কাউন্সিল 'বাই-ল' সেটা করতে পারবেন। কিন্তু 'ল' করতে পারবেন না। আমাদের স্টেট লেজিসলেচারের যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতা অন্য কোন বডিকে কোন আইন করার জন্য দেয় না বা দিতে পারে না। সেই জন্য 'বাই-ল' করতে পারবেন। এবং সেটা এই বিলে বলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আমাদের রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়েতে আরও অনেক ক্ষমতা তাদের দিতে পারবেন। যেমন কৃষি, এ্যনিম্যাল হাজবেণ্ড্রি, কো-অপারেটিভ, সোসিয়াল ওয়েল ফেয়ার, ভিলেজ প্ল্যানিং, ফিসারী, প্ল্যানটেশান এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে। মাননীয় বিরোধী দলের একজন সদস্য বলেছেন যে ফিসারী ডম্বুর সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। কিন্তু মাননীয় সদস্য হয়তো ভাল করে বিলটি দেখেন নি যে--ফিসারী সম্পর্কেও তাদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এখানে বিলে ৩৩নং ধারাতেই সেটা বলা আছে--

"The District Council for the autonomous district may establish, construct or manage primary schools, dispensaries, markets, cattle pounds, ferries, fisheries..............."

কাজেই ফিসারী সম্পর্কেও ম্যানেজমেন্ট তারা করতে পারবেন। আমি বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি না। তবে এই যে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টে একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য হল--সেক-

শান ২৬এ এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে, সেটা আগের বিলে ছিল না। এখন এটা করা হয়েছে। ২৮ জনের একটি কার্য্য নির্বাহক কমিটি, সে কমিটিতো রোজ বসে কাজ করতে পারবেন না, কাজেই একটা কার্য্য নির্বাহক কমিটি দরকার। সে কার্য নির্বাহক কমিটি অনেকটা রাজ্যের মন্ত্রিসভার মত কাজ করতে পারবেন। যারা সংখ্যা গরিষ্ঠ হবেন, তারাই এই কার্য নির্বাহক কমিটি গঠন করবেন এবং সেই কমিটির যিনি চেয়ারম্যান হবেন, তিনি চীফ্ এক্সিকিউটিভ মেম্বার বলে পরিচিত হবেন। তিনি প্রিসাইডিং অফিসারও হবেন এই কার্য্যনির্বাহক কমিটির। সে কার্য্য নির্বাহক কমিটিকে সাহায্য করার জন্য একজন চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার দেওয়া হবে। এই চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। কিন্তু কমিটি যদি মনে করেন যে, উক্ত চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তাহলে সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে তাকে সরিয়ে দিতে পারবেন, তবে কারণ দেখিয়ে আগে থেকে নোটিশ দিয়ে। এ ছাড়া মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, আমি আগেও বলেছি যে ৬ষ্ঠ তপশীলএ যে সমস্ত ক্ষমতা, ট্রাইবেল অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে দেওয়া হয়েছে, তার সামান্য কিছু সংশোধন করে হুবহু সেই সমস্তই নেওয়া হয়েছে এবং সেই ৬ষ্ঠ তপশীলের যে আইন, সেই আইনের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভিশান, সেই প্রভিশনটির প্রতি আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যদি এই কাউন্সিল কোন সময়ে এমন কোন কাজ করে, যা রাজ্য সরকার যদি মনে করেন ক্ষতিকর, তাহলে একটা কমিশন গঠন করতে পারবেন এবং ঐ কমিশন সে ব্যাপারে তদন্ত করবেন। আমি সেই প্রভিশানটি হাউসের সামনে পড়ে দিচ্ছি।

48(1) The Government may, at any time, appoint a Commission to examine and report on any matter specified by it relating to the administration of the autonomous district including matters specified in sections 31, 32, 33 and 36 of this Act and in particular on—

(a) the provision of educational and medical facilities and communication in autonomous district ;

(b) the need for any new or special legislation in respect of the autonomous district ;

(c) the administration of the bye-laws, rules and regulations made by the District Council; and define the procedure to be followed by such Commission.

সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে গভর্ণমেন্ট যদি মনে করে ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে ডিসলভ করতে হবে, তাহলে ফ্রেশ জেনারেল ইলেকশান করতে হবে নূতন কাউন্সিল গঠন করার জন্য এবং এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের কাজ কর্ম পরিচালনার দায়িত্ব অন্য কারোর হাতে দিতে হবে। কিন্তু বেশীদিন সেটা দেওয়া যাবে না। ১২ মাসের বেশী দেওয়া যাবে না, এই রকম একটা প্রভিশান আছে, মাননীয় সদস্যরা এটা লক্ষ্য করেছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যেসব সন্দেহ, সমস্যা ইত্যাদির কথা উঠে, তার মধ্যে বিশেষ করে যারা এই অঞ্চলের মধ্যে অ-উপজাতি থাকবেন তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য নানারকম অপপ্রচার করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থা কথা বলা হচ্ছে যে এটা একটা প্রায় হিন্দুস্থান পাকিস্থান হওয়ার মত ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরাকে আলাদা করে দুটো ভাগ করা হচ্ছে। একজন মাননীয় সদস্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যে বাইরে থেকেও এইরকম চিঠি পত্র আসছে যে ত্রিপুরাকে নাকি দুই ভাগ করা হচ্ছে। এটা মোটেই সত্য নয়। সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টের ২০ পৃষ্ঠায় ৫১ ধারায় এই কথা বলা হয়েছে —

If any provision of a bye-law or any regulation made by the District Council is repugnant to any provision of a law made by the Legislature of the State or regulation made by the District Council, whether made before or after the law made by the Legistature of the State of Tripura, shall to the extent of the repugnancy, be void and the law made by the Legislature of the State of Tripura shall prevail.

এর অর্থ হচ্ছে রাজ্য সরকার তার কিছু ক্ষমতা এই কাউন্সিলকে দিচ্ছে এবং এই ক্ষমতা কতগুলি বিশেষ দায়িত্ব পালন করার জন্য দিচ্ছে। তারা এমন কোন কাজ করতে পারবেন না যা এই রাজ্য সরকারের কোন রকম আইনের বিরোধী। যদি এই রকম কোন অইন তারা পাশ করে তাহলে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবটাই টিকবে। কাজেই এটা অপপ্রচার যে ত্রিপুরা রাজ্য দুটো ভাগ হয়ে গেলে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে এর আগেও এই রকম একটা টেরিটরিয়্যাল কাউন্সিল ছিল। আবার একটা ডিস্ট্রিক্ট পাশাপাশি ছিল। তেমনি এখানে স্পেসিফিক দায়িস্গুলি দেওয়া হয়েছে, সেই স্পেসিফিক দায়িত্বগুলি পালন করার ক্ষেত্রে উপজাতি এবং বাঙ্গালী একত্র হয়ে কাজ করবেন। সেখানে অধিকার সংকোচিত হওয়ার কথা নয়।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সব জায়গায় সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু থাকে। আজকেও এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিরা সংখ্যালঘু। তেমনি এই ট্রইবেল অধ্যুষিত এলাকাতেও সংখ্যালঘু থাকবে। তাদের উপজাতিদের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করতে হবে। সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে কোন সময় ট্রাইবেলরা সংখ্যালঘু না হয়ে পড়েন। তারজন্য যাতে শতকরা অন্তত ৭৫ ভাগ আসন ট্রইবেলদের হাতে থাকে সেটা দেখা হয়েছে। সিক্সথ সিডিউল এর মধ্যে নমিনেশানের ব্যবস্থা আছে। যারা সংখ্যালঘু তাদের নমিনেট করা। এই বিষয়টা আমরা তুলে দিয়েছি এই জন্য যে, যারা শাসনে থাকনে তারা সুবিধা পান। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে টেরিটরিয়াল কাউন্সিলে যখন আমরা সমান ছিলাম তখন দুইজন নমিনেশান করে শাসক দল ক্ষমতা পেয়েছিলেন। কাজেই আমরা এটা তুলে দিয়েছি, এটা অগণতান্ত্রিক। এখানে কিছু রেস্ট্রিকশান করা হয়েছে। ওখানে যারা আছেন তাদের উপর কোন রেস্ট্রিকসান থাকছে না। কিন্তু বাইরে থেকে যারা যাবেন তাদের উপর কাউন্সিল রেস্ট্রিকসান ইম্পোজ করতে পারবেন। এটা যদি করা না হয় তাহলে ট্রাইবেল ডিস্ট্রিক কাউন্সিল করার দরকার ছিল না। ট্রাইবেলদের অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হচ্ছে, এই সমস্ত কারণে এই প্রভিশানটা রাখা হয়েছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা দেখেছি বিলের আলোচনার আগে উপজাতি যুবসমিতি একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন। প্রশ্নটা হলো যে আজকে তো বামফ্রন্ট সরকার ট্রাইবেলদের বন্ধু সরকার আছে। কিন্তু যদি এই রকম কোন সরকার আসে যারা ট্রইবেলদের বন্ধু সরকার নয়, তারা এটা ভেংে দিতে পারে। কাজেই রাজ্য সরকারের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষমতাগুলি রাজ্য সরকারের হাতে না রেখে গভর্ণরের হাতে দেওয়া হোক। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই প্রশ্নটা নিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের বন্ধুদের নিয়ে আমরা গভর্ণরের সংগে বসেছিলাম। সেখানে গভর্ণর বলেছিলেন যে গভর্ণর অন দি অ্যাডভাইস অব দি কাউন্সিল অব মিনিস্টার কাজ করেন। একটি মাত্র ক্ষেত্রে, সেটা হলো রয়্যালিটির ক্ষেত্রে স্টেট গভর্ণমেন্টের সঙ্গে যদি ঝগড়া লাগে তাহলে তিনি মধ্যস্থতা হিসাবে কাজ করতে পারেন। তাছাড়া আর সমস্ত ব্যাপারে কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স-এর অ্যাডভাইস নিয়ে গভর্ণরের কাজ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আইনমন্ত্রী যে মতামত পাঠিয়েছেন সেটা আমি পড়ে দিচ্ছি—

INDIA
NEW DELHI-110001.
March 7, 1979.

My Dear Chief Minister,

This is in continuation of my letter No. 50/VIP/MIJ & CA/79 of the 22nd January, 1979. The point raised in your letter is whether it is open to the Legislature to modify the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Bill so as to replace the references to the 'Government' by a reference to 'Governor'. The idea would exercise these functions independently of the Council of Ministers in his capacity as the Governor.

2. As regards the suggested substitution of the word 'Government' by the word 'Governor'., this would appear to be neither appropriate, nor nece-

ssary. Under the Bill, the term 'Government' now means, in a State, the 'Governor'. This follows from the defination contained in section 3 (60) (c) of the General Clauses Act,. 1897 which applies to all Acts of the Tripura Legislature by virtue of the Tripura General Clauses Act, 1966. Hence even under the Bill as at present drafted, ıeference to the 'Government' in the Bill would necessarily have to be read as references to 'Governor'.

3. Besides, it would also not be Constitutionally right to provide that the Governor, when the Bill becomes law, shall exercise his powers under the Act independently of the Council of Minister, that is, in his discretion. The powers sought to be conferred by the Bill on the State Government with regard to the District Councils are executive powers of the State, which are vested in the Governor. This would have to be read with Article 163 of the Constitution which provides that there shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the Head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is, by or under the Constitution, required to exercise his functions or any of them in his discretion. This Constitutional Schemes cannot be altered by the Legislature so as to provide for the Governor exercising the executive function vested in him, otherwise than on the aid and advice of his Council of Ministers.

4. If prior clearance of the Central Government is necessary by reason of the contents of any of the provisions of the Bill, I presume that your-Government would address the Ministry of Home Affairs and the other appro priate Ministries for securing the necessary clearances.

With kind regards,

Yours sincerely,
Sd/- (Shanti Bhusan.)

Shri Nripen Chakraborty,
Chief Minister, Tripura,
Agartala.

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় ইউনিয়ন ল'মিনিস্টারের যে বক্তব্য, এই প্রশ্নের উপর তা এখানে পড়ে দিলাম এজন্য, যাতে কোন রকমের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে না পারে। দ্বিতীয়তঃ একটা প্রশ্ন যেটা কিছু কিছু রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে জনতা পার্টির কোন কোন নেতা তুলেছেন, বা অন্যান্য লো ক বা অন্যান্য পত্র পত্রিকায় তুলেছেন, সেটা হচ্ছে এই যে এই বিলে এমন কতগুলি জিনিস আছে, যেটা আনতে গেলে প্রেসিডেন্টের অনুমোদন দরকার, আর যেহেতু প্রেসিডেন্টের অনুমোদন নেওয়া হয় নি, কাজেই এই বিলটা তুলতে পারা যাবে না। কনিস্টিটিউশানাল যে প্রভিশান আছে, তাতে সেটা একটা অবৈধ বিল বলে ঘোষিত হয়ে যেতে পারে যে কোন আদালতে। এটাও ঠিক নয়। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা জানি যে এখানে এমন কতগুলি বিষয় আছে, যে বিষয়গুলি করতে হলে সত্যি সত্যি প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের দরকার হয়। যেমন ধরুন, এ্যাড্মিনিস্ট্রেশান অব জাস্টিস, আমরা কোন কোর্ট গঠন করতে পারি না, যদি প্রেসিডেন্ট সেজন্য অনুমোদন না দেন। কিন্তু এখানে আমরা একটা বিভলেজ কাউন্সিল গঠন করছি। ভিলেজ কাউন্সিল কোন পূর্নাঙ্গ কোর্ট নয়, আমাদের পঞ্চায়েতের মধ্যে যেমন ন্যায় পঞ্চায়েত আছে, এটাও পূর্নাঙ্গ কোর্ট নয়, কিন্তু তা সত্বেও তারা কতগুলি বিচার করতে পারে। এখানে সেই রকম কতগুলি বিষয় আছে, যেটা আমরা এই বিলের মধ্যে দিয়েছি কতগুলি বিচার করার জন্য গ্রামেও ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করতে চাইছি। তেমনি মানি লেন্ডিং রেস্ট্রিক্শান সম্বন্ধেও এই বিলের মধ্যে রয়েছে যে রেস্ট্রিক্শান ইম্পোজ করতে পারবে। তেমনি ভেস্টিং অব প্রপার্টি এর সম্পর্কেও কিছু ব্যবস্থা আছে, যে ব্যবস্থাগুলি সম্বন্ধে রাস্ট্রপতির অনুমোদনের দরকার আছে। কিন্তু মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য এটাও বলা সদরকার যে ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে এই ব্যবস্থা আছে যে, কেউ যদি অনুমোদন আগে থেকে না নেয়, তাহলে যে আইনা বাতিল হয়ে যাবে, তা নয়। সেটা হচ্ছে আর্টিক্যাল ২৫৫—

Article 255 :—"No Act of Parliament or of the Legislature of a State, and no provision in any such act, shall be invalid by reasons only that some recommendation or previous sanction required by this Constitution was not given, if assent to that Act was given —

(a) where the recommendation required was that of the Governor either by the Governor or by the President ;

(b) Where the recommendation required was that of the Raj-pramukh, either by the Rajpramukh or by the President ;

(c) Where the recommendation or previous sanction required was that of the President, by the Prisident.

প্রেসিডেন্টের যেহেতু অনুমোদনের দরকার, অনুমোদন যেহেতু নেওয়া হয় নি, তার জন্য আইন বাতিল হয়ে যাবে না, একথা ২৫৫নং ধারাতে বলা হয়েছে। তাহলে কি করতে হবে? এই বিল পাশ করার পর এটাকে নিশ্চয় রাস্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য রাস্ট্রপতির কাছে পাঠাতে হবে। আমরা আগে যেটা করি নি, পাশ করার পর আমরা নিশ্চয়ই রাস্ট্রপতির কাছে পাঠাব এবং আমরা আশা করি যে রাস্ট্রপতি এর অনুমোদন দেবেন। কাজেই যে সমস্ত কথা বলে লোককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেগুলি ঠিক নয়। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, এখানে এই বিলের সম্পর্কে বিভিন্ন যে দল যে স্ট্যাণ্ড নিয়েছেন, সে সম্পর্কে আমি দুই একটি কথা বলতে চাই। কারণ মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি আগে যে স্টেণ্ড নিয়েছিলেন, অবশ্য এটা ভাল কথা যে তারা তাদের সেই ষ্টেণ্ড পাল্টিয়েছেন এবং এই বিলটাকে সমর্থন জানাচ্ছেন। ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির নেতারা একটা রোগে ভুগছেন। সেই রোগটা হচ্ছে যে, সংখ্যালঘু হিসাবে যেহেতু উপজাতিরা দূর্বল, তারা সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করবেন। কিন্তু কার সাহায্যে? তারা বার বার চেষ্টা করেছেন ঐ যারা শাসকগোষ্ঠী ছিল, তাদের সাহায্যে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করতে। মাননীয় সদস্যরা এও জানেন যে উপজাতি যুব সমিতি তাদের জন্ম লগ্ন থেকে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বার বার দৌঁড়ে গিয়েছিলন ষষ্ঠ তপশীল যাতে পেতে পারেন, সুখময় বাবুর পিছনেও তারা দৌঁড়ে গিয়েছিলেন ঐ ইমার্জেন্সীর সময়ে এবং সেই ইমারজেন্সীকেও তারা সমর্থন করেছিলেন, কারণ তারা মনে করেছিলেন ৬ষ্ঠ তপশীল তারা সেখান থেকে পেয়ে যাবেন। মহারাজাকে পর্য্যন্ত তারা নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এখন পর্য্যন্ত এই বিলের সম্পর্কে তাঁর মুখ খোলেন নি। তিনি মুখ খোলেন নি তার রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। কিন্তু আশ্চয্যের কথা যে, সেই মহারাজকে তাদের নেতা করে বার বার শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে তারা দেখা করেছেন এবং মনে করেছিলেন যে ঐ শাসক গোষ্ঠি তাদেরকে এটা দিয়ে দিবেন। তারপর যখন এখানে একটা জনপ্রিয় গভর্ণমেন্ট গঠন করা হল, তখন তারা তার বিরুদ্ধে হুমকি দিতে লাগলেন। এই হুমকিটা কংগ্রেসকে দিলেন না, বা অন্য কোন শাসক গোষ্ঠিকে দিলেন না। হুমকিটা দিলন তাদের, যারা তাদের জন্ম লগ্নের অনেক আগে থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজতিদের জন্যে দাবী নিয়ে লড়াই করে এসেছেন এবং উপজাতিদের যে ৪ দফা দাবী, সেগুলির একটা একটা করে যে সরকার পালন করছেন। যেমন বে-আইনী জমি হস্তান্তরের উদ্দেশ্য নিয়ে হাত দিয়ে, উপজাতিদের কক্-বরক ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে, সিডিউল এরিয়াকে পুনর্গঠণ করে এবং আজকে উপজাতিদের জন্য অটোনমাস ডিস্ট্রিক কাউন্সিল গঠন করে, ঠিক তাদেরই বিরুদ্ধে তারা হুমকি দিলেন সংগ্রাম করবেন বলে। এখন অবশ্য তারা এটা বুঝতে পারছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিরা দুর্বল হলেও তারা তাদের এই পথকে সমর্থন করছেন না। তাই তারা আজকে বুঝতে পারছেন যে এটাই তাদের পথ নয়, আসল পথ হচ্ছে জন সাধারণের উপর আস্থা স্থাপন করা। সেই জনসাধারণ বলতে শুধু ট্রাইবেলই নয়, ট্রাইবেল বাঙ্গালী, গরীব উপজাতি, গরীব বাঙ্গালী ইত্যাদি সকল অংশের গণ-তান্ত্রিক মানুষের উপরই আস্থা রাখতে হবে। আমরা আশা করব যে তারা সেই পথই এখন থেকে গ্রহণ করবেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, তাদের মধ্যে আজকে আর একটা স্লোগান উঠেছে। সেটা হচ্ছে ট্রাইবেলস ফর ট্রাইবেলস। ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে সব ট্রাইবেলস থাকবে। মাননীয়

সদস্যরা জানেন যে কোন কোন এলাকার মধ্যে ট্রাইবেল রাজ্য গঠিত হয়েছে ভাল কথা যে সেই এলাকাগুলির চেহারা কি? আমরা কি বলতে পারি যে মেঘালয়ে ট্রাইবেল ঐক্য গড়ে উঠেছে? সেখানে দেখুন যে মন্ত্রী সভা ভাংছে এবং গড়ছে। গারোরা সেখানে রাজত্ব করবে না অন্যান্য ট্রাইবেল যারা আছে, তারা রাজত্ব করবে, সেই নিয়ে সুরু হয়ে গেছে যুবকদের মধ্যে মাথা ফাটাফাটি। কাদের প্রাধান্য থাকবে। নাগল্যাণ্ডে দেখুন সেখানেও একই অবস্থা। কাজেই ট্রাইবেলস ফর ট্রাইবেলস—তা হয় না। ট্রাইবেলস ফর ট্রাইবেলস বলে কোন কথা নেই। সেখানকার ট্রাইবেলসদের এখনও জুম করে খেতে হয়। তারা শোষিত, তারা বঞ্চিত। শুধু সেখানকার সরকার দ্বারা নয়, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার এই দুই সরকার মিলে তাদের ঠকাচ্ছে। তার কিছু লোক ট্রাইবেলস্ ফর ট্রাইবেলস এই শ্লোগান দিচ্ছে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষা করার জন্য। এতে কোন ট্রাইবেলদের স্বার্থ রক্ষা হবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রোগ থেকে যদি ওরা মুক্ত হয়, তাহলেই এখানকার ট্রাইবেল উপকৃত হবে এবং তাহলেই প্রতিক্রিয়াশীল যে সমস্ত শক্তি, তারা এই সব বিভেদ সৃষ্টি করার সুযোগ পাবে না। এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এখনও সক্রিয় এই কথাই মাননীয় সদস্যদের বলতে চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাছে একটা দলিল এসেছে জনতা পার্টির একজন প্রাক্তন মন্ত্রী দিয়েছেন তাতে তিনি লিখেছেন যে 'প্রসেস অব এসিমিলেশান হ্যাজ গন টু ফার"। ওখানে ট্রাইবেলদের এতখানি আমরা গ্রাস করে ফেলেছি যে এখন আর ট্রাইবেলদের আলাদা হওয়ার কোন উপায় নাই বা আলাদা হওয়া উচিত নয় ওদের। প্রসেস এসিমীলেশান হয়ে যাচ্ছে। এবং তিনি বলেছেন যে শান্তি , হ্যাঁ, শান্তিইতো। এই শান্তি হচ্ছে শ্মশানের শান্তি। কারণ যে দুর্বলতার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা কোথায়। ৩০ বছরেইতো ডাণ্ডা দিয়ে শান্তি রক্ষা করেছেন। এই শান্তি বেশী দিন থাকে না। এই শান্তি অস্থায়ী। এই শান্তির উপর ভলকেনো হবে, ভূমিকম্প হবে একদিন। তখন দেখা যাবে শ্রীমতি গান্ধির মত লোক এই ভূমিকম্পের মধ্যে ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। কাজেই যারা মনে করছেন যে এসিমুলেট করে শান্তি রক্ষা করবেন এবং তার ফলে সমস্ত ট্রাইবেল শান্তিতে থাকবে, সেটা ভুল ধারনা এবং এই ভদ্রলোকেরা আজকে কি করছেন তারও কিছু তথ্য আমি এখানে দিতে পারি। আমরা বাঙ্গালীর আন্দোলন এই ভদ্রলোকদের এখন এক মাত্র প্রতিষ্ঠার একটা পথ হয়েছে। গত ১৮.৩.৭৯ইং আগরতলা সহরে কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য্য-এর বাড়ীতে একটা গোপন মিটিং হল। সেখানে মনছুর আলী সাহেব, তাপস দে, রাধিকা রঞ্জন গুপ্ত, যিনি প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী ছিলেন, এরা সমবেত হয়েছিলেন। তাঁরা বল্লেন যে আমরা বাঙ্গালীর আন্দোলনকে আমাদের সমর্থন করতে হবে। তার জন্য সেল গঠন করা হল। সেখানে বলা হল যে আমরা মাঝে মাঝে বসব, মিট করব। তাদের এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হবে। কেন, এত গোপনে কেন? এত গোপনীয়তার তো দরকার নেই। বাইরে এসে বলুন যে আনন্দমার্গ হচ্ছে আমাদের নেতা এবং তাদের নেতৃত্বে এখন আমরা নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চাই। তাদের কাছে এখন উপজাতির স্বার্থ নয় বাঙ্গালীর স্বার্থ নয়, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কি করে প্রেসিডেন্ট রুলস কায়েম করা যায়। আমরা বাঙ্গালী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কি? মূল লক্ষ্য হচ্ছে ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করার মত একটা অরাজকতার সৃষ্টি করা যা ল'এণ্ড অর্ডারের প্রশ্ন আসে, তার জন্য আমরা বাঙ্গালী হুমকি দিচ্ছে যে পাল্টা সরকার গঠন করা হবে যদি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল করা হয়। তারা আন্দোলন সুরু করতে চায়, এবং সেজন্য তারা এই সমস্ত ষড়যন্ত্র করছে। পরিষ্কার ভাবে আমি বলতে চাই যে কংগ্রেস, কংগ্রেস (আই), জনতা বা সি,এফ,ডি,-এর মধ্যে অনেক ভাল লোক আছেন যাঁরা এই সমস্ত বিশ্বাস করেন না। তাঁরা কায়েমী স্বার্থের বশীভূত হয়ে এই বিলের বিরোধীতা করবেন না। এটা আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ত্রিপুরার প্রায় ৯০ ভাগ মানুষ এবং এই হাউসের শতকরা ১০০ ভাগ এই বিলের পক্ষে। এই হাউস হচ্ছে সব চেয়ে বড় ডেমোক্রেটিক ফোরাম। এই হাউসের একটি কন্ঠস্বরও শুনতে পাচ্ছি না যে এই বিলের বিরোধিতা করছে। কাজেই এই ষড়যন্ত্রের চিহ্ন থাকবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কথা মনে রাখতে হবে যে, আমরা মার্ক্সবাদীরা সব সময় এই কথা বলে আসছি যে, এই ৬ষ্ঠ তপশীলই শেষ কথা নয়। এটা এমন কথা নয় যে এর মধ্য দিয়ে স্বর্গ রাজ্য আসবে সমস্ত ট্রাইবেলদের কাছে। এটা নিম্নতম যে তাদের রক্ষা কবচ, সেই রক্ষা কবচ হিসাবে এটাকে গ্রহণ করতে হবে। আইন যত শক্তিশালীই করুন না কেন,

যতক্ষণ ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা থাকবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আইন ভাংগবার ক্ষমতা তাদের হাতে থাকবে। এবং সেই শাসন ক্ষমতা মার্ক্সবাদীদের হাতে নয়, বামফ্রন্টের হাতে নয়। সেই ক্ষমতা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। কাজেই এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে, যত শক্ত ব্যবস্থাই করুন না কেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই ধনতান্ত্রিক নিয়মগুলি চালু থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত জমির কথা বলুন কিম্বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার কথাই বলুন, রক্ষা করা যাবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কথা বলতে চাই যে, আজকের দিনটি আমাদের ত্রিপুরার পক্ষে একটা গৌরবের দিন। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের অর্জিত অধিকার, কি বাঙ্গালী, কি উপজাতি সবার কাজে আমরা এটা উপস্থিত করতে পেরেছি। সেজন্য বামফ্রন্ট সরকার গর্বিত। বামফ্রন্ট প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে যাতে এই কাউন্সিল গঠন করতে পারি এবং এর কাজ কর্ম যাতে তাড়াতাড়ি আরম্ভ করতে পারি, সেই চেষ্টা আমরা করব। আমি আশা করব, এমন কি বিরোধী দলের যাঁরা এখানে উপস্থিত নেই যাঁরা বাইরে আছেন, তাঁদের মধ্যে যারা গনতন্ত্রকে বিশ্বাস করেন, যাঁরা সংখ্যালঘুদের রক্ষা কবচে বিশ্বাস করেন, তাঁরাও এই বিলকে সমর্থন করবেন। আমি লক্ষ্য করেছি যে এই সমস্ত দল, যারা এখানে বিরোধীতা করছেন, তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিভিন্ন সময়ে আমাদের কাছে এই কথা বলেছেন যে, ত্রিপুরার উপজাতিরা হচ্ছে বেশী বঞ্চিত এবং তাদের জন্য কিছু করা দরকার এবং সেই দিক থেকে তারা এই বিলের প্রতি অভিনন্দন জানাবেন, এই বিষয়ে আমরা সন্দেহ নেই। কাজেই সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট সহ এই বিল আমি এখানে উপস্থিত করলাম এবং আমি আশা করব যে মাননীয় সদস্যগণ এই বিলকে গ্রহণ করবেন।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং,।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ--মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াজ অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিল, যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে উৎথাপন করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করি। যদিও এই বিলের দ্বারা উপজাতীদের আশা আকাংখা পূরণ হবে না, কিন্তু এই বিলে যে সমস্ত সংস্থান রাখা হয়েছে, তার দ্বারা উপজাতী সমাজ আংশিকভাবে হলেও তার সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারবে এবং তাদের অস্তিত্বকে স্থায়ীভাবে স্থাপন করতে পারবে। উপজাতী সম্প্রদায়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নানা কারণে পেছনে পড়ে আছে। বাংলাদেশ থেকে উদ্‌বাস্তু আগমনে এ রাজ্যে উপজাতীরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে এবং এর ফলে তার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে এবং প্রত্যেক উপজাতির মনে একটা নৈরাশ্যভাব দেখা দিয়েছে। এই বিলের দ্বারা আমি মনে করি আংশিকভাবে হলেও তারা আশার আলো দেখতে পারবেন। যারা এই বিলের বিরোধীতা করছে, সেই রকম অশুভ শক্তিকে এই উপজাতি যুব সমিতি এই হুঁশিয়ারী দিতে চায়, যে একটা সম্প্রদায়কে আরেকটা সম্প্রদায় কোন দিন দাবিয়ে রাখতে পারে না, তার অস্তিত্বকে শেষ করতে পারে না। এই সত তারা যেন মনে রাখে এবং আশা করি ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক সচেতন মানুষ এই বিলকে সমর্থন করবে। ত্রিপুরা রাজ্যে এই বিলটাকে কেন্দ্র করে যদি কোন অশুভ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, তাহলে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ সেটাকে প্রতিরোধ করবে এবং উপজাতি যুব সমিতি এই সমস্ত নৈরাশ্যবাদের বিরুদ্ধে থাকবে। কাজেই আমরা তাদের কাছে অনুরোধ করছি যে উপজাতিদের জন্য সামান্যতম সাংবিধানিক যে রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে, এটা যেন তারা সমর্থন করেন। ত্রিপুরার মধ্যে একটা শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং যুগ যুগ ধরে পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে যে একটা সম্প্রীতি চলে আসছে, সেটা অদূর ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে, এই আশা রেখে আমি আমার ব্যক্তব্য এখানে শেষ করিছ।

মি ডিপুটী স্পীকার ঃ—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—-মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াজ অটোনোমাজ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিল, যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে উপস্থিত করেছেন, সেটাকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমি সমর্থন করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরাতে যখনই ট্রাইবেলদের স্বার্থ নিয়ে, তাদের সাংবিধানিক দাবীদাওয়া নিয়ে, তাদের রক্ষা কবচের জন্য আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, তখনই ত্রিপুরার শাসক গোষ্ঠী কংগ্রেস সরকার এবং তার দালাল এই আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র, অনেক অপপ্রচার এই ত্রিপুরার বুকে

সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শাসক পার্টি এবং অন্যান্য লোকদের দ্বারা অপপ্রচার এবং ষড়যন্ত্র হলেও, যেটা বাস্তব সত্য সেই সত্যকে কেউ কোন দিন অস্বীকার করতে পারবে না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতীরা হচ্ছেন সবচেয়ে দুর্বল এবং তারা শোষিত এবং বঞ্চিত। তাদেরকে রক্ষা করার জন্য যখনই কোন আন্দোলন সংগঠিত হয়, সেই আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। আজকে এই দাবীর জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে যারা আন্দোলন করেছেন, তারা হল উপজাতী গণ মুক্তি পরিষদ, কৃষক সভা, মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি। এই আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার জন্য ষড়যন্ত্র হয়েছে, অনেক অপপ্রচার হয়েছে এবং এই আন্দোলনকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য, এই আন্দোলনের উপর অনেক আক্রমণ হয়েছে এবং যারা এই আন্দোলনকে সংগঠিত করেছেন তাদের উপর পুলিশি জুলুম, তাদের উপর দৈহিক নির্য্যাতন, মামলা মুকদ্দমা হয়েছে এবং নানাভাবে উৎপীড়ন এই শাসকগোষ্ঠী করেছেন। এমন কি আমরা দেখেছি ১৯৭৪ইং সনে এই আন্দোলন করতে গিয়ে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, ট্রাইবেল জনসাধারণের যিনি দরদী, এই ধনঞ্জয় ত্রিপুরা পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। আমরা দেখেছি ঐ বিলোনীয়ার মোহিনী মা ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নির্মম ভাবে নিহত হয়েছেন সেই বিলোনিয়ার জঙ্গলে। আমরা দেখেছি ঐ তেলিয়ামুড়াতে দেশপ্রেমিক রবীন্দ্র দেববর্মা এই প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে নিহত হয়েছেন। এমনিভাবে বহু প্রাণ, বহু জীবন, এই আন্দোলনকে সফল করতে গিয়ে এই ত্রিপুরার বুকে তারা হারিয়েছেন। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আজকে যে বিল এই বামফ্রন্ট সরকার পাশ করতে চলেছেন, সেই বিলকে সমর্থন করতে গিয়ে, সেই অমর শহীদরা ত্রিপুরার উপজাতী জনসাধারণের জন্য যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তাদের কথা আমি প্রথমে স্মরণ করব এবং স্মরণ করব তাদের আত্মত্যাগের কথা। এই আন্দোলন করতে গিয়ে আমরা দেখেছি আজকে যারা বিরোধী গ্রুপে আছেন, তাদের আন্দোলনের ভূমিকা আমরা দেখেছি। মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিপদগামী করার জন্য শাসকগোষ্ঠী অনেক বিভ্রান্ত সৃষ্টি করেছিল এবং এই শাসকগোষ্ঠীর দলে তারাও একদিন ছিলেন। আমরা যারা দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছিলাম, অনেক অত্যাচার নির্যাতন ভোগ করে আসজিলাম, মাননীয় বিরোধী গ্রুপের সদস্যারা সেদিন ঐ শাসক গোষ্ঠীর দলে ছিল। আজকে আমরা দেখছি তাদের যারা বন্ধু ছিলেন, তারাই আজকে এই বিলের শত্রু এবং একদিন তারা যাদেরকে শত্রু বলে চিহ্নিত করত, আজকে তারাই হচ্ছেন তাদের মিত্র। এটাই হচ্ছে আজকে বাস্তব। এই বাস্তবকে অস্বীকার করা যায় না। আমরা দেখেছি কোন যোগের ঘটনা। ১৯৭৫ সালে যসারা ভারতবর্ষে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে ইন্দিরা গান্ধী মানুষের কণ্ঠকে রোধ করতে চেয়েছিলেন, সারা দেশকে জেল খানায় পরিণত করেছিল এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে জেল খানায় পুরে দিয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধীর ২০ দফা এবং সঞ্জয় গান্ধীর ৫ দফাকে তারা সমর্থন করেছিলেন। আর যারা ত্রিপুরার উপর অত্যাচারের রোলার চালিয়েছিল ঐ সুখময় সেনগুপ্ত এবং শচীন সিং, তারা সেদিন ওদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আজকে সেই সুখময় সেনগুপ্ত কোথায়? মাননীয় বিরোধী গ্রুপের বন্ধুদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে তারা একদিন যাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন সেই সুখময় সেনগুপ্ত আজকে কোথায়? তারা উপজাতীদের শত্রু। কাজেই আজকে আপনাদের চিন্তাধারাকে পাল্টাতে হবে। আজকে মাননীয় বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই সেদিন যাদের বন্ধু হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন, বন্ধু মনে করেছিলেন, আজকে তাঁরা কোথায়? তাঁরাই আজকে উপজাতিদের শত্রু। আজকে তাই এই জিনিসটা নূতন করে চিন্তা করার দরকার আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিল এইখানে পাশ হয়ে যাবে, এবং বিলের মধ্যে যে সুযোগ সুবিধা ত্রিপুরার উপজাতি জনসাধারণের জন্য দেওয়া হচ্ছে এই সুযোগ সুবিধা উপজাতি জনগণ ভোগ করবেন, এবং বহু বৎসরের সংগ্রামের ফল হিসাবে এটাকে বলা যেতে পারে। আজকে যদি ত্রিপুরার বাম ফ্রন্ট সরকার গঠিত না হতো, ত্রিপুরার জনসাধারণ যদি আজকে বামফ্রন্ট সরকার গঠণ না করতেন যদি তাঁরা কংগ্রেসকে বাতিল না করতেম কংগ্রেসকে যদি তাঁরা ক্ষমতায় দিতেন, তাহলে আজকে উপজাতিদের জন্য এই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিল বিধান সভায় আসতো না। আজকে যদি এইখানে কংগ্রেস রাজত্ব করত, তাহলে আমরা উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে এতদিন যে

চেষ্টা করেছিলাম, তার জন্য ষড়যন্ত্রের শেষ হতো না। এটাকে বাঞ্চাল করার জন্য চেষ্টা করত। আমরা দেখেছি, যখন উপজাতিদের দাবী দাওয়া নিয়ে এই বিধান সভায় আমরা আলোচনার চেষ্টা করতাম, তখন রুলিং পার্টি (কংগ্রেস) বলত যে, তাহলে এখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে থাকবে, নূতন করে হিন্দুস্থান পাকিস্থান সৃষ্টি হবে। আমরা তখন বলেছি, গণতান্ত্রিক মানুষের জন্য, গণতান্ত্রিক জনসাধারণের জন্য, গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য ত্রিপুরার অগ্রগতি যাতে আরো দ্রুত করা যায় তার জন্য, জাতি-উপজাতি শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারেন, দুর্বল অংশের মানুষ যাতে করে সুযোগ সুবিধা পেতে পারে, যাতে সামগ্রিক ভাবে অগ্রসর হতে পারে, তাদের সাহিত্য তাদের শিল্প, তাদের ভাষার বিকাশ করার জন্য সম্পূর্ণ সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারে, তাদের অর্থনীতির উন্নতির করতে পারে, তাদের জমি জমা থেকে দিনের পর দিন যে ভাবে দ্রুত উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে, সেই উচ্ছেদ কি ভাবে বন্ধ করে স্থায়ী ভাবে রোখা যেতে পারে সে জন্য আমরা আন্দোলন করছি, এবং তার পরিবর্তে কংগ্রেস এটাকে বাঞ্চাল করার, বিভ্রান্ত করার, ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করেছে, যাতে করে জাতি এবং উপজাতির মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্দ, ভাব-ভালবাসা যে প্রীতির সম্পর্ক তা নষ্ট করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে, এবং সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে ত্রিপুরার জনসাধারণ এই বিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। যে মুষ্টিমেয় মানুষ এই বিলের বিরোধীতা করছে, সেই সব মানুষ ত্রিপুরার মঙ্গল কামনা করে না, এই সব ব্যক্তি আজকে বিলের বিরুদ্ধে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খুব বেশী আর বলতে চাই না। এই কথাই শুধু বলতে চাই, যে দিন বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে তারপর থেকেই উপজাতিদের দাবী গুলিকে একের পর এক চুড়ান্ত করার জন্য বিভিন্ন রূপ দিচ্ছে। এই বিল পাশ হবার পর ত্রিপুরার জীবনের মধ্যে একটা নূতন আলোর সৃষ্টি হবে, একটা নূতন চেতনার সঞ্চার হবে, নূতন জীবনের উন্মাদনা তাদের মধ্যে আসবে, এবং আগামী দিনে তারাও এই ত্রিপুরার বুকে মানুষ হিসাবে তাদের নিজেদের সাহিত্য, শিল্প, ভাষা বিকাশ করার সম্পূর্ণ সুযোগ পাবে, এই আশা করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ দাস ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমেই উপজাতি জেলা পরিষদ বিলটিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা জানি, এই ৩০ বছরের কংগ্রেসী দুঃশাসনে উপজাতি সমাজের চেহারাটা কি আকার ধারণ করেছে, তা ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ অ-উপজাতি গণতান্ত্রিক মানুষের দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। তাই আমরা দখি দীর্ঘ দিন অ-উপজাতি সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণ বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁরা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছেন। তাই গত সাধারণ নির্বাচনে বামফ্রন্টের কর্মসূচীকে তারা বিপুল ভাবে সম্বর্ধনা জানান। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত সাধারণ নির্বাচনে তারাই এই উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ বিল গঠণের স্বপক্ষে রায় দেন। সেই রায়কে যদি বামফ্রন্ট সরকার কার্যকরী না করত, তাহলে এটা বিশ্বাসঘাতকতার সামিল হতো। জনসাধারণের রায়কে মাথা পেতে মেনে নিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার। এর আগে ত্রিপুরায় এই ধরণের একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বুর্জোয়া সরকার নিতে সাহস করেন নি। বরং উপজাতি সমাজকে ঠেলতে ঠেলতে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে থেকে পেঁছনে ফেরার আর কোন জায়গা ছিল না। এ সব দেখে অ-উপজাতি জনগণ সংগঠিত হয়েছিলেন কিন্তু লক্ষ লক্ষ অ-উপজাতিগণ একা সংগঠিত হওয়ার কথা ভাবেনি। এই গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে উপজাতিদের ভাষা, সংস্কৃতি, উপজাতিদের জমি মাটি রক্ষার জন্য, তাদের ধন সম্পদ রক্ষা করার জন্য অ-উপজাতি লক্ষ লক্ষ জনগণ সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং সেই আন্দোলনের সফল রূপ নিয়েছিল গত বিধান সভার সাধারণ নির্বাচনে। কাজেই এই বিলকে লক্ষ লক্ষ অ-উপজাতি সমর্থন করছেন। কিন্তু কতিপয় ধনিক শ্রেনীর লোক যারা শুধু উপজাতি শত্রু নয়, তারা অ-উপজাতিরও শত্রু। এই সব লোক বুর্জোয়া শ্রেনীর, শাসক গোষ্ঠীর লোক। এই সব লোকই আজকে উপজাতিদের শোসন ও অত্যাচারের জন্য দায়ী। মুষ্টিমেয় শোসক, মহাজন, জোতদার প্রভৃতি শ্রেণীর লোক আজকে উপজাতি সমাজের বিরুদ্ধে অ-উপজাতি সমাজকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিভিন্ন কায়দায় চেষ্টা করছে। তারা আনন্দমার্গ থেকে শুরু করে বহু প্রতিক্রীয়াশীল শক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় এই অশুভ শক্তি দাঙ্গা-হাঙ্গামা

সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। ক্রমে ক্রমে তারা হতাশ হয়েছে। হতাশ হওয়ারই কথা। কারণ, যাদের কোন আদর্শ নেই, এবং যারা শোষক গোষ্ঠী তাদের চেহারা মানুষ পর দিন চিনতে পারছে, এবং সর্বস্তরের জাতি-উপজাতিদের মধ্যে শ্রেণী চেতনার বিকাশের সাথে সাথে ওরা জন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এই জন বিচ্ছিন্নতার বিকাশ থেকে রাজনীতিবিধদের বুঝা উচিত যে, পরবর্তী সময়ে তাঁদের স্থান কোথায় হবে। আর দিনের পর দিন হতাশ হয়ে গিয়ে, আরো বেশী করে তাঁরা ঐ বাইরের অশুভ শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করছে, এবং ত্রিপুরার মধ্যে এখনও তাঁরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, আবার যাতে জাতি-উপজাতিদের মধ্যে একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা লাগানো যায় কিনা। কিন্তু ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক ঐক্য সেই ঐক্যকে ৩০ বছরের শাসনে টলাতে পারেনি। আমরা দেখেছি, সমগ্র ত্রিপুরায় একটি শ্লোগান তাঁরা তুলেছিলেন, কিন্তু যাঁরা পরাজিত হয়েছে একবার ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের দ্বারা, তাঁদের এই বদ উদ্দেশ্য সফল কাম হতে পারে নি। ত্রিপুরায় যখনই কোন গণতান্ত্রিক দাবী নিয়ে গণতান্ত্রিক শক্তি এগিয়ে এসেছে, তখনই তাকে বাঁধা দেওয়ার জন্য ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে, এই হতাশ শোসক গোষ্ঠীকে আবার আমরা জানিয়ে দিতে চাই, ওঁদের কোন ষড়যন্ত্র সফল হবে না। আমি সংখ্যা গরিষ্ঠ অ-উপজাতি জনগণের কাছে এটা আশা করব, এখনও যারা কিছু কিছু বিভ্রান্ত রয়েছেন, তারা যাতে হতাশ রাজনীতিবিধদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হন। কারণ এই অ-উপজাতি জনগণ যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, লক্ষ লক্ষ অ-উপজাতি উদ্বাস্তু ত্রিপুরার বুকে প্রাণ দিয়ে তারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সেটা ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে এমন কি বাঙ্গালী প্রধান পশ্চিম বাংলার মধ্যেও সেটা সম্ভব হয় নি। অ-উপজাতিদের যারা শাসন করে এই সমস্ত শাসক গোষ্ঠী মুষ্টিমেয় মহাজন, বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের বিরুদ্ধে জাতি-উপজাতি, শোষিত, বঞ্চিত, কৃষক, মধ্যবিত্ত সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে জেলা পরিষদ বিল বিধান সভায় এসেছে, সেটাকে এখানে শুধু পাশ করে দেওয়া নয়, এটাকে কার্য্যে রূপদান করার জন্য আমাদের সারা ত্রিপুরায়, গ্রামে, গঞ্জে, পাহাড়ে, কন্দরে বন্দরে সর্বত্রই আমাদের গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং আমরা আশা করবো যে বিল এখানে পাশ হতে যাচ্ছে, সেই বিল সমগ্র ত্রিপুরার মুষ্টিমেয় শাসক গোষ্ঠি ছাড়া ভারতবর্ষের সর্বত্র অভিনন্দিত হবে। এটার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে এটাকে সফল রূপদান করার জন্য এই হাউসের সমবেত মাননীয় সদস্যদের প্রতি এবং বাইরের যারা আছেন লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবি মানুষ তাদের প্রতি আহবান জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমন্দিদা রিয়াং।

শ্রীমন্দিদা রিয়াং :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ বিলের যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন সে প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে যে গত ৩০ বছর কংগ্রেসের অপশাসনে উপজাতিরা সর্ব শান্ত হয়েছে, উপজাতিরা সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন দিক থেকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে যাচ্ছিল। তাই এই দাবি নিয়ে জাতি-উপজাতি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গত ৩০ বছর ধরে ধনীক গোষ্ঠি, কালোবাজারী, মুনাফাখোর গোষ্ঠির বিরুদ্ধে কংগ্রেস সরকারের কাছে দাবি করেছিলেন কিন্তু কংগ্রেস সরকার এই দুর্বল অংশ পিছনে পরা উপজাতিদের সে দাবী রক্ষা করেন নি। কারণ উপজাতিদের রক্ষা কবচ দিতে তাঁরা নারাজ। তাই মার্ক্সবাদে পরিচালিত এই বামফ্রন্ট সরকার গত সাধারণ নির্বাচনে ইস্তাহার দিয়েছিলেন যে আমরা যদি নির্বাচনে জয়লাভ করি তাহলে উপজাতিদের রক্ষা কবচ আমরা দেব। বামফ্রন্ট সরকার তাদের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করতে গিয়ে মাঝখানে কিছু অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন তার জন্য কিছু অসুবিধা হচ্ছে। অসুবিধাটা হলো এই বিল তৈরী হওয়ার সাথে সাথে উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা বা তাঁদের কর্মচারীরা উপজাতি এলাকাতে গ্রামে-গঞ্জে পাহাড়ে-কন্দরে গিয়ে তাঁরা প্রচার করছে এই উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল গাঁও সভার পরিনত, এই বিলে কোন ক্ষমতা নেই এবং এই বিলের দ্বারা উপজাতিদের কোন স্বার্থ রক্ষা হতে পারেনা, তাই আমরা ৬ষ্ঠ তপশীল চাই। ৬ষ্ঠ তপশীল যদি না পাই তাহলে আমরা ৩১শে ডিসেম্বর ত্রিপুরাতে রক্ত-গঙ্গা বইয়ে দেব। তারপর তারা আবার ২৬শে জানুয়ারী করেছিল প্রোগ্রাম যে ত্রিপুর সেনা গঠণ করে মাঠে-ময়দানে প্যারেড করা হবে, আজকে ত্রিপুরার সমস্ত জায়গায় প্রচার

শুরু হয়েছে যে আমরা ৬ষ্ঠ তপশলী আদায় করবো, উপজাতি জেলা পরিষদ এলাকা যেখানে সেখানে কোন বাঙ্গালী রাখব না, আমরা নাগা বিদ্রোহীদের সাথে হাত মেলাব, আমরা সমস্ত বাঙ্গালীদের তাড়িয়ে দেব। এই ভাবে ভয় দেখানো হচ্ছে, তার জন্যই আমাদের এই বিলের বিরুদ্ধে "আমরা বাঙ্গালী" নামে একটি রাজনৈতিক দল সংগ্রামে অবতীর্ন হয়েছেন। তাই আমি উপজাতি যুব সমিতির সদস্যদের অনুরোধ করছি তাঁরা যেন আগামী দিনে এই রকম প্রচার না করেন এবং এই বিল যাতে আগামী দিনে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত করা যায়, তার জন্য চেষ্টা করেন, এই বলে, এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিল উপস্থিত করেছেন সেই বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। ত্রিপুরা তার সমস্ত অংশের মানুষকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চায়, এটা ত্রিপুরার মানুষের ইচ্ছা। হোকনা সে যে কোন সম্প্রদায় ভুক্ত। ইতিহাসের ঘুনিপাকে যদি তলিয়ে যায়, তাহলে আগামী দিনের ইতিহাস-পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে কে না চায়? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার উপজাতিরা, শত শত বৎসর ধরে, এখানকার মাটি, সমাজ, সংস্কৃতি রক্ষা করে আসছে। এই রাজ্যের মাটির সংগেই তার শত শত বৎসরের আত্মীয়তা। কিন্তু আমরা দেখেছি এই ত্রিপুরার আদীবাসীরা দিনের পর দিন জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছেন। তার গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। শোষণের কবলে পরে দিনের পর দিন রিক্ত হয়ে যাচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি নিজে দেখেছি যে এমন কতগুলি গ্রামাঞ্চল রয়েছে, যেখানকার উপজাতিরা শহরে আসতে ভয় পায়। অফিসে আদালতে গেলে পরে তাদের বুকে কাঁপন ধরে। একটা লোক মরে যাচ্ছে, তাকে নিয়ে সে হাসপাতালে আসতে পারে না। কারন, সে ভাষা জানে না। এহেন অবস্থায় সে রোগীকে নিয়ে মরবে, তবুও হাসপাতালে আসবে না। তার উপর বে-আইনী ভাবে জুলুম হয়েছে, তারও প্রতিবাদ করতে সে ভয় পায়। আমরা দেখেছি যে শতকরা ৮০ ভাগ উপজাতি তারা শহরের আশেপাশে রয়েছে। জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পর গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে। মহাজনদের কাছে নারী পুরুষ নির্বিশেষে শ্রম করার পর তাকে সংসার চালাতে হচ্ছে। গ্রামের মানুষ যারা পাহাড়ে, জঙ্গলে রয়েছে, তারা আজকে খেতে পাচ্ছে না, শরীরের রক্ত তাদের শূন্য হয়ে গেছে রক্ত সোষা মহাজনের খপ্পরে পড়ে। এমনি করে ত্রিপুরার আদিবাসীরা ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরার উপজাতিরা এমনিতেই সংখ্যা লঘু, তদুপরি অশিক্ষিত, অনুন্নত, সর্বোপরি শোষিত। তাই আমরা দেখেছি এখানকার উপজাতিদের যে ভাষা, সংস্কৃতি রয়েছে, সেগুলি নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। এই ৩০ বৎসরে কংগ্রেসী শিক্ষা নীতির সংকীর্ন নল বেয়ে শিক্ষা স্রোত প্রবাহিত হয়েছে, তার ধাককায় শতকরা ৯৫ ভাগ উপজাতিই অশিক্ষার তিমিরে রয়ে গেছে। শিক্ষার কোন উন্নতি তাদের হয় নি। হয়নি সভ্যতার ক্রমবিকাশে তাদের সংস্কৃতির উন্নতি। আজকে টাউনে বন্দরে এসে তারা কোন কথা বার্তা বলতে পারছে না। তাকে ব্যাংগ করা হচ্ছে। উপজাতি মেয়েরা তাদের নিজস্ব পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হতে পারে না বিদ্রুপের ভয়ে। স্কুল কলেজের অবস্থাও তাথৈবচ। কিন্তু এই ব্যাংগ কি মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে অপরাধ নয়? আজকে যে জাতি তার ন্যায় সংগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে অভুক্ত থাকছে। তার ভাষা সংস্কৃতি দিনের পর দিন ধ্বংসমান, তার ভাষা এবং সংস্কৃতি কি মানব সভ্যতার অঙ্গ নয়? একটা সম্প্রদায়ের ভাষা এবং সংস্কৃতি দ্রুতলয়ে ধ্বংসাভিমুখে। দুনিয়ার বুকে তাকে বিকশিত হতে না দিয়ে, বরং তাকে গ্রাস করে আর একটি জাতি, তার ভাষা সংস্কৃতি, সব দিক থেকেই ক্রম-বিকশিত হবে, এটা কি মানবিক অপরাধ নয়? আজকে সেই জাতি ক্রম ক্ষয়িষ্ণু এবং সর্ব-নিন্দিত একটা জাতি যদি আর একটি জাতিকে ঘৃনা করে তাহলে মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তাই ত্রিপুরার বুকে যে উপজাতি সমাজ দিনের পর দিন ধ্বংসের মুখে চলেছে, তাকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং আমরা জানি ভারতবর্ষের সংবি-ধানে তাকে রক্ষা করার একটা ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি, ত্রিপুরার শাসক গোষ্ঠি

উপজাতিদের সাংবিধানিক অধিকার অর্জন করতে দেন নি। ফলশ্রুতিতে ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে একটা বিপ্লব এসেছে এবং সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তনে জন্ম লাভ করছে "ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমাজ"। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, উপজাতি যুব সমাজ প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর অর্থাৎ জনতা, কংগ্রেস, সি,এফ,ডি ইত্যাদির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। অথচ তিনিই একদিন বলেছেন যে কংগ্রেস, সি,এফ,ডি,, জনতার মধ্যে প্রগতিশীল শক্তি রয়েছে।

(এ ভয়েস ফ্রম রুলিং বেঞ্চ—বেশ)

উপজাতি যুব সমাজ প্রগতিশীলদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কি অপরাধ? আমরা যে কোন দলমত নির্বিশেষে এখানকার সমাজ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছি এবং এখানকার গণতান্ত্রিক যে জীবন নির্বিশেষে এখানকার সমাজ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছি এবং এখানকার গণতান্ত্রিক যে জীবন ধারা তাকে আরও সমৃদ্ধ করেছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে অভিযোগ তুলেছেন যে--মহারাজার সঙ্গে যুব সমাজ ঐক্য বদ্ধ হয়েছে। কিন্তু বিগত প্রতিটি নির্বাচনই প্রমান করেছে যে-উপজাতি যুব সমাজ, মহারাজার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। সুতরাং মহারাজার সঙ্গে উপজাতি যুব সমাজ জড়িয়ে পড়েছে, এ কথার যুক্তি সংগত কোন কারণ নেই।

(এ ভয়েস ফ্রম রুলিং বেঞ্চ—পালামেণ্টের নির্বাচনের কথাই ভাবুন)।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা উপজাতি যুব সমাজ যে দাবী করেছিলাম, সেটা হচ্ছে ভরতীয় সংবিধানে ৬ষ্ঠ তপশীল যে রয়েছে, সেই ৬ষ্ঠ তপশীলের আওতাভুক্ত একটা স্বয়ং শাসিত বিলই আমাদের দাবী ছিল। কিন্তু বর্তমানে যে বিল এখানে উপস্থিত করা হয়েছে, সেটা ৬ষ্ঠ তপশীল নয়। যার জন্য এই বিল আমরা মেনে নিচ্ছি না, শুধু মাত্র সমর্থন করছি।

(হাস্য)

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা উপজাতি যুব সমাজ ঘোষণা করেছি যে, বামফ্রন্ট ৭ম তপশীল মোতাবেক যে স্বয়ং শাসিত বিল এনেছেন, তার দ্বারা উপজাতিদের আত্মবিকাশ, তার সংস্কৃতি, তার ভাষা পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হবে না। তাদের এই বৈশিষ্ঠগুলিকে বিকশিত করতে হলে পরিপূর্ণ স্বয়ং ক্ষমতা দিতে হবে। এবং সংবিধান মোতাবেক সে ক্ষমতা তাদের হাতে দিতে হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি এই বিলকে নিয়ে নানা মহলে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, এবং প্রচার চালাচ্ছে যে স্ব-শাসিত এলাকার ভিতর যে সমস্ত অ-উপজাতিরা থাকবে, তাদের নিরাপত্তা থাকবে না। তাদেরকে উক্ত এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। অনুরূপ ভাবে, যে সমস্ত উপজাতিরা সিডুয়েল এরিয়ার বাইরে রয়েছে, তাদেরও উস্কানি দেওয়া হচ্ছে যে—তাদেরও নিরাপত্তা থাকবেনা, ঐ সমস্ত অঞ্চল থেকে তাদেরও তাড়িয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের গণতান্ত্রিক যে চেতনা, যেটা তাদের একমাত্র বাঁচার রাস্তা, তার উপর নির্ভর করে আমি বলতে পারি, এই অপ্রপচারে কোন দিন সত্য হবে না, হতে পারে না। ত্রিপুরার বুকে যে ঐতিহাসিক গতি এগিয়ে চলেছে, তার বিরুদ্ধে অনেকে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু ইতিহাস তার বিরোধীতা করেছে, উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে। মানুষের প্রগতিশীল শক্তির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য করেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার,, এই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের মাধ্যমে, ত্রিপুরার উপজাতিরা, তাদের ভাষা, সংস্কৃতির পুরোপুরি বিকাশের সুযোগ পাবে। ত্রিপুরার উপজাতিরা, তাদের পাশে আরেকটা উন্নত জাতি বাঙ্গালী রয়েছে, তাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করে, তাদের আত্ম বিকাশের প্রয়োজনীয় উপাদান অর্জন করতে পারবে। কাজেই যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে যে জাতি এবং উপজাতিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে, এটা খুবই মিথ্যা এবং ভিত্তীহীন। ইতিহাস বলেছে, একটা জাতি যখন আরেকটা জাতিকে শোষণ করে, তখন মানুষ বিভ্রান্ত হয় এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে। কিন্তু একটা জাতি যখন আরেকটা জাতির উপর নির্ভরশীল হয়, তার আত্ম বিকাশের পুরোপুরি সুযোগ লাভ করে; তখন পরস্পরের প্রতি এই [illegible] শোষণের কোন প্রশ্ন উঠে না। এই জন্যেই মানুষ মানুষের কাছাকাছি এগিয়ে গিয়েছে এবং পরস্পরের যে সমস্যা সেই সমস্যা সমাধানে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা বিশ্বাস করি যে ত্রিপুরার উপজাতিরা আজকে স্বায়ত্ব শাসনে যে কিছু ক্ষমতা পেতে চলছে, তার মাধ্যমে নিজেদের গঠন করবে এবং সার্বিক ভাবে ত্রিপুরার উন্নয়নে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করবে। ত্রিপুরার উন্নতির দিকে সে এগিয়ে যাবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---শ্রীনিরঞ্জন দেব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব —মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল এই হাউসে উৎথাপিত করেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাই। সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে যারা এই স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য সংগ্রাম করেছেন, জাতি এবং উপজাতি, তাদিগকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই এবং যারা এই জন্য শহীদ হয়েছেন তাদের সদ্‌গতি কামনা করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই ত্রিপুরার সংখ্যালঘু উপজাতিরা লেখাপড়ায়, শিক্ষা দীক্ষায় পেছনে পড়ে আছে। তাদের আত্মবিকাশের জন্য, তাদের রক্ষা কবচের জন্য দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে এসেছে এবং আজকে ত্রিপুরার মানুষ--জাতি উপজাতি ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করে এই গণতান্ত্রিক দাবী আদায় করেছে। এটা ত্রিপুরার জাতি উপজাতির একটা আন্দোলনের সাফল্য। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে গত ৩০ বছর যাবত এই উপজাতি স্বাশাসিত জেলা পরিষদ দাবী করতে গিয়ে ত্রিপুরার গণমুক্তি পরিষদ এবং মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যে সমস্ত সংগঠন আছে তাদের নেতাদেরকে বছরের পর বছর জেল খাটতে হয়েছে এবং অনেক কর্মীকে শহীদ হতে হয়েছে। সুতরাং ৩০ বছর আমরা লক্ষ্য করেছি যে কংগ্রেস সামান্যতম যে দাবী ২৪৪(১) এবং (২) উপধারাতে উল্লেখিত উপজাতিদের সাংবিধানিক সেই দাবীগুলি দেয় নি। সংখ্যালঘিষ্ট যে উপজাতি, যাদের ভাষা থেকেও নেই, যারা অনগ্রসর তাদের দাবীয়ে রেখেছিল এটা আমরা লক্ষ্য করেছি। আজকে যদি কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকত তাহলে এই গণতান্ত্রিক দাবী অর্জিত হত না। আমরা লক্ষ্য করেছি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যে আন্দোলন করেছি এই আন্দোলন করতে গিয়ে আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, সত্যিই এটা দুঃখজনক। বিভিন্ন সদস্যরা এই সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন। আমি আর এই সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু আজকে উনারা বুঝতে পেরেছেন তাদের বন্ধুকে। আমরা লক্ষ্য করেছি গত ১৭ই জানুয়ারী ত্রিপুরা রাজ্যে স্বশাসিত জেলা পরিষদকে বাতিল করার জন্য বন্ধ ডাকা হয়েছিল। সেই বাঙ্গালীর সংগে কারা ছিল সেটাও আমরা লক্ষ্য করেছি। তারা সারা রাজ্যে নাশকতামূলক কাজ করেছে এবং আমাদের সংগ্রামী বন্ধু রথীন্দ্র দেববর্মাকে ষড়যন্ত্র করে নিহত হয়েছে। আমরা বটতলীতে দেখেছি ১৭ তারিখে মনসুর আলী দোকানে গিয়ে অনুরোধ করছেন "আপনারা দোকান বন্ধ করুন"। তিনি বিশ্রামগঞ্জে উনি গিয়ে প্রত্যেকটি দোকান দারকে দোকান বন্ধ করতে বলেন এবং এই দেশে বাঙ্গালী বাঁচার কোন পথ নাই, এই রকম প্রচার তিনি করেছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি এই আমরা বাঙ্গালী দলের মধ্যে কংগ্রেস, সি,এফ,ডি, জনতা এবং বিশেষ করে আনন্দমার্গ দল রয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খুব বেশী দীর্ঘ বক্তব্য রাখতে চাই না। তবে এই বিলকে বাতিল করার জন্য ষড়যন্ত্র যারা করছেন তাদের বিরুদ্ধে রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষ তাদের শেষ রক্ত দিয়ে এটাকে রোখার চেষ্টা করবেন। উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুদের অনুরোধ করব, উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এবং গণতান্ত্রিক দাবীকে যাতে আমরা ঠিকভাবে রক্ষা করতে পারি এবং এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল নিয়ে যে অপপ্রচার চলছে তাদেরকেও বলতে চাই যে এই পরিষদের মধ্যে যে সমস্ত বাঙ্গালী অর্থ্যাৎ অ-উপজাতি বাস করবেন তাদের কোন আশঙ্কার কারণ নাই। উপজাতি গাঁওসভার মধ্যে যে প্রধান আছে এবং বাঙ্গালী গাঁও সভার মাধ্যমে প্রধান আছেন, তাদের মধ্যে কোন ক্লাশ আমরা দেখিনা। উপজাতি এলাকার যে প্রধান যেমন চেষ্টা করেন কি করে নিজের গাঁও সভাকে উন্নতি করবেন এবং বাঙ্গালী যে গাঁও প্রধানও, চেষ্টা করছেন যে উপজাতি গাঁও সভার চেয়ে আমার এলাকাকে কি করে উন্নতি করব। ঠিক এই ভাবে স্বশাসিত জেলা পরিষদে বাঙ্গালীর গণতান্ত্রিক অধিকার ব্যহত হবে, এই আশঙ্কা

যাঁরা পোষণ করছেন তাদেরকে আমি বলব, এই ধারণা পরিবর্তন করে, ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষের জন্য এগিয়ে আসুন এবং সহযোগিতা করুন। এই আহবান রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করিছ।

ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ।

শ্রীতরনী মোহন সিং ঃ—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, যে স্বশাসিত জেলা বিল আমাদের মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী মহোদয়, এই হাউসের সামনে এনেছেন সেটাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি এবং সমর্থন করতে গিয়ে একথাই আমি বলতে চাই যে এই দিন এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে উপজাতিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ্য আর বাঙ্গালীরা ছিল সংখ্যা লঘিষ্ট। আর সেই সময় থেকে তথা কথিত পাকিস্থানে যে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম নিয়েছিল, তারই ফল স্বরূপ পাকিস্থান থেকে কাতারে কাতারে বাঙ্গালীরা এই রাজ্যে আসতে শুরু করলো, তখন ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিরা বাঙ্গালীদের দূদিনে ভাইয়ের মতো নানা ভাবে তাদেরকে সাহায্য করেছিল এবং তাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আশ্রয় দিয়েছিল। কাজেই ঐদিনকার ইতিহাসের সংগে তুলনা করলে দেখা যাবে যে তখনকার ত্রিপুরা রাজ্যের সংখ্যা গরিষ্ট উপজাতিরা আজকে বাঙ্গালীদের তুলনায় সংখ্যা লঘিষ্ঠে পরিণত হয়েছে এবং এই সংখ্যা লঘিষ্ঠ জাতিকে রক্ষা করবার জন্য যে রক্ষা কবজ ভারতীয় সংবিধানে দেওয়া আছে, তা কার্যকরী না করে আমরা বাঙ্গালী দল যে ভাবে এই বিলের বিরোধীতা করছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। সেই দিনকার কথা, আমরা বাঙ্গালী যারা করছে, তাদের তা মনে রাখার দরকার। সেই দিন কে আমাদের রক্ষা করেছিল, আমাদের বিপদের দিনে, এই কথাটা চিন্তা করে আমরা বাঙ্গালী যারা করছে, তাদের সেইভাবে এদেরকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসা উচিত। আর এই চিন্তাধারটা প্রত্যেকটি বাঙ্গালীর মধ্যে গড়ে তোলা উচিত। কিন্তু আজকে যারা আমরা বাঙ্গালী করছে, তারা কারা ? তারা আর কেউ নয়, তারা হচ্ছে কিছু দিন আগে, অর্থাৎ গত নির্বাচনে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যাদেরকে নির্বাসীত করে দিয়েছে, তারাই, তারাই আজকে নূতন করে আমরা বাঙ্গালী করে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে। কিন্তু বামফ্রন্ট বলে দিতে চায় যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যারা আছে, সে বাঙ্গালী হউক আর পাহাড়ী হউক, তাদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিত্যাগ করে, একে অন্যের সংগে একত্র হয়ে বসবাস করতে হবে। কারণ সেদিনকার সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক যে ইতিহাস, সেটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, সে দিন কি এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য পাকিস্থানে হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে কাটাকাটি সংগঠিত হয় নি, অথবা তারপরে বাংলাদেশের মধ্যে আমরা বাঙ্গালী আর মুসলমানদের মধ্যে কাটাকাটি সংগঠিত হয় নি ? কাজেই কোন দেশ বা রাজ্য এই রকমের কোন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্য দিয়ে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হতে পারে না, এই শিক্ষা আমাদের তখনকার ইতিহাস থেকে নেওয়া উচিত। আর তারই জন্য আমাদের এখন থেকে ভাবতে হবে যে কি বাঙ্গালী আমরা যারা এখানে আছি, আমাদের সবাইকে দেশ গঠন করতে হলে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। তাই আমি বলতে চাই যে সাম্প্রদায়িকতার পথ কোন দেশ বা রাজ্য গঠনের পথ নয়, এই পথ আমাদের কারোও নেওয়া উচিত নয়। ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ পাহাড়ী অথবা বাঙ্গালীর মধ্যে যদি এই ধরণের ঘটনা ঘটে, তাহলে কার ক্ষতি হবে ? ক্ষতি হবে তাদেরই, আমরা যারা গরীব অংশের মানুষ, আমারা যারা খেটে খাই, অপর দিকে লাভ হবে তাদেরই যারা পূজিপতি, ধণিকশ্রেণী। কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি যে সামরিক একটা ঘটনা ঘটলে যে ভাবে জিনিস পত্রের দাম বেড়ে যায় তাতে আমাদের গরীব অংশেরই সব চাইলে বেশী ক্ষতি হয়। আজকে যে ভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম বেড়ে চলেছে, তাতে ঐ পূজিপতি আর ধণিক শ্রেণীই বেশী করে লাভবান হচ্ছে, আর আমরা যারা গরীব অংশের মানুষ আমাদের ক্ষতি হচ্ছে সব চাইতে বেশী। আর আমরা যারা এর এর কারণ হচ্ছে সমাজের মধ্যে শোষক যারা, তারা কি উপজাতি, কি বাঙ্গালী সবার মধ্যেই আছে এবং তারা অন্যদের শোষণ করছে এবং শোষক গোষ্ঠির মধ্যে কারা পাহাড়ী, আর কারা বাঙ্গালী তাদের খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। কাজেই এই যে শোষক জাতি বা শোষক গোষ্ঠি, তারা সমান ভাবে পাহাড়ী বাঙ্গালী সবাইকে শোষণ করছে। আমি এখানে একটা

ঘটণার কথা বলতে পারি, সেটা হচ্ছে উপজাতি প্রধান যারা আছে, তারা উপজাতিদের জন্য দেওয়া কাপড় চোপড় চুরি করে সরিয়ে রাখছে, তারা সেগুলি সাধারণ উপজাতি যারা আছে, তাদের ঠিক মত বিলি বন্টন করছে না। কাজেই যারা শোষক, তারা শোষণ করবেই, পাহাড়ী হলে, আর পাহাড়ীদের শোষণ করবে না, আর বাঙ্গালী হলে বাঙ্গালীদের শোষণ করবে না, একথাটা ঠিক নয়। শুধু কি তাই এমনও দেখা গেছে যে অনেক উপজাতি আছে, যে অন্য উপজাতির জমি জোর করে ছিনিয়ে নিচ্ছে এবং তার ভোগ দখল করছে। কাজেই উপ-জাতি হলেই উপজাতির কল্যাণ হবে, আর বাঙ্গালী হলে বাঙ্গালীর কল্যাণ হবে, এই রকম চিন্তাধারা ঠিক নয়। কাজেই সমাজের মধ্যে যারা শোষক শ্রেণী, তারা উপজাতি হলে, উপজাতি-কে শোষণ করবে না বাঙ্গালীকে শোষণ করবে, আর তারা বাঙ্গালী হলে বাঙ্গালীকে শোষণ করবে না, উপজাতিকে শোষণ করবে এই ধারণা ঠিক নয়। বরং এটাই ঠিক যে শোষকশ্রেণী সে বাঙ্গালী হউক আর উপজাতিই হউক, সে সুযোগ পেলে, সবাইকে শোষণ করবে। অতএব যে শোষকগোষ্ঠি, সে সব সময় জমিদার গোষ্ঠির, ধণিক গোষ্ঠির মারফাতে অন্যকে শোষণ করতে চাইবে। ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯০ জন কৃষক, শতকরা ৯০ জন খেটে খাওয়া মানুষ তাদের যাতে প্রকৃত কল্যাণ হতে পারে, সে দিকে আমাদের নজর দিতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কে পাহাড়ী, কে বাঙ্গালী এই ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে, আমাদের এক সঙ্গে, এক সাথে চলতে হবে আর এই আশা নিয়ে আমাদের এই বিলটাকে সমর্থণ জানাতে হবে। আমরা শুনেছি যে কিছু বন্ধু উপজাতিদের ঘরে গিয়ে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে কুৎসা গাইছে যে বাঙ্গালী-দের হাতে কাঁস্তে হাতুরি রয়েছে, কাজেই তারা কমিউনিষ্ট, আর যে সব পাহাড়ী ঘরে পাতা আছে, তারা উপজাতি, তারা উপজাতিদের হয়ে অ-উপজাতিদের ভয় দেখাচ্ছে অপর দিকে যারা আমরা বাঙ্গালী করছে, তারাও বাঙ্গালীদের ঘরে গিয়ে বলছে উপজাতিরা তাদেরকে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে। কাজেই উপজাতি যুব সমাজ উপজাতিদের কাছে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে একটা অপপ্রচার চালাচ্ছে, অন্য দিকে আমরা বাঙ্গালী বাঙ্গালীদের মধ্যে উপজাতিদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। আমি বলব এই জাতীয় একটা ভ্রাতৃ-বিদ্বেষ ঘটানোর মধ্যে যারা প্ররোচনা দচ্ছে, তারা মূলতঃ দেশের শত্রু, জনগণের শত্রু। তাই আমি বলতে চাই যে এই জাতীয় কোন রকমের ঘটনা ত্রিপুরার মধ্যে চলতে পারে না এবং ত্রিপুরা রাজ্যকে আমরা যে ভাবে উন্নত করতে চাই তার মধ্যে যাতে কোন রকমের সাম্প্রদায়িক ঘটনা না ঘটে তার জন্য আমাদের সবাইকে চেষ্টা করতে হবে। কাজেই এই যে বিল এখানে এসেছে, তাকে ভিত্তি করে পাহাড়ী এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে যে একটা বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চালিয়ে এমন একটা অরাজকতার সৃষ্টি করতে চাইছে যাতে এখানে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হতে পারে, আর সেই সুযোগ নিয়ে তারা আবার ক্ষমতায় আসতে চাইছে। কিন্তু আমি তাদের বলে দিতে চাই যে তাদের আশা পূরণ হবার নয়, তারা যদি সেই রকম কিছু স্বপ্ন দেখে থাকে তো, সেটা স্বপ্নেই থেকে যাবে। কাজেই এই পথ পরিহার করে রাজ্যের কি ভাবে উন্নতি হতে পারে। তার জন্য এগিয়ে আসুন। গত নির্বাচনে বামফ্রন্ট জনসাধারণের কাছে যে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশিত করেছিল, তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্যই আজকের এই বিল, ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষ বামফ্রন্টকে সরকারের গদীতে বসিয়েছে, এবং যে সরকার শতকরা ৯০ জন মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় এসেছে, সে সব সময়ে তাদের উন্নতির জন্য কাজ করে যাবে এবং তারাই এই সরকারকে রক্ষা করবে। কাজেই আপনারা যে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিচ্ছেন, তা দিয়ে এই সরকারকে ভাঙ্গতে পারবেন না। কাজেই কি উপজাতি, কি বাঙ্গালী যারা এই রাজ্যে আছেন তাদের সকল অংশের মানুষ এগিয়ে আসবে ত্রিপুরাকে একটা সুন্দর রাজ্যে গড়ে তোলার জন্য। আর ত্রিপুরা একটা ছোট রাজ্য হলেও সারা ভারতকে দেখিয়ে দিতে চায় যে তারা ছোট রাজ্যের মানুষ হতে পারে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করে ত্রিপুরার মতে একটা ছোট রাজ্যকে গড়ে তোলার জন্য তারা এগিয়ে আসতে পারে, ভারতবর্ষের মানুষকে ত্রিপুরা রাজ্যের এটা দেখিয়ে দিতে চায়। কাজেই এই বিলটাকে আমার পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বলছি, আমরা যারা এই ত্রিপুরা রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছি, বাঙ্গালী হয়েও এখানে যে ভাবে

বড় হয়েছি, ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ জীবনের একটা সংযোগ রয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে সমস্ত আবর্জনা, কুয়াসা ভেদ করে আমাদের স্মরণ করতে হয়, সেই ইতিহাস যেখানে শ্রেণী নীতি বা শ্রেণী সংগ্রাম এর যথার্থতা কতখানি। আপনারাও জানেন এবং আমি আমার নিজের জীবনে দেখেছি, কিছুদিন আগে দশরথ দেব যে কথা বলেছিলেন, সে কত বৎসর আগের কথা, রাজ মালার কথা, এত সব বৎসর আগে ত্রিপুরা রাজ্যে নৃপতিরা রাজ্য শাসন করতেন। বাঙ্গালীরা তখন এখানে ছিল না, কাজেই তাদের অপবাদ দিয়েও লাভ নেই। তারা যখন শাসন করতেন, তখন যদি ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি জনগণের জীবন এবং জীবিকার অগ্রগতির জন্য ঐতিহাসিক যে দায়িত্ব বা কর্তব্য ছিল, সেটা যদি পালন করতেন। তবে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে গণতন্ত্রের বিকাশের মাধ্যমে যে একটা পরিবর্তন সুরু হয়, ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের যে জমি হস্তান্তরিত হতে থাকে এবং দুর্বল অংশের মানুষ আক্রান্ত হতে থাকে, সেটা হত না। শুধু মাত্র ভাষা নয়। জাতিগত ভাবে কেউ ছিল না। আমি যখন ক্লাস এইট, নাইনে পড়ি তখন আগরতলা সহরে ৭।৮ হাজার লোক—একটি মাত্র রাস্তা। তখন এই বাঙ্গালীরা কিছু করতে পারত না। তখন কোন উপায় ছিল না। ত্রিপুরার মহারাজা, তিনি উপজাতি ছিলেন,। বাঙ্গালীদের তখন বলা হয়েছে, আস এখানে থাক, জমি চাষ কর, তোমাদের খাজনা দিতে হবে না। ৫ বছর বিনা পয়সায় থাকতে পারবে। সেই সব পরিবার আমার চোখের সামনে আছে। তারা এসে এই সব তহশীল বসাতে আরম্ভ করল। এই সমস্ত এক দিনের কথা নয়। উপজাতি যুব সমিতি মাননীয় সদস্যদের আমি এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে উপজাতি হলেই উপজাতির কল্যাণ করা যায় না। তখন ত্রিপুরার মহারাজাতো উপজাতি ছিলেন। সমস্ত কিছু আপনাদের হাতে ছিল। তখন মহারাজা বলে দিলেই সব কিছু হত। ত্রিপুরার মহারাজা বাঙ্গালী ছিলেন না। কাজেই প্রশ্ন হচ্ছে উপজাতি হলেই উপজাতির স্বার্থ দেখে এই প্রশ্ন ইতিহাসের কণ্টি পাথরে যাচাই করলে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যাবে। তবে এই কথা বলা চলে যে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সুসন্তান কমরেড লেনিন, ষ্টালিন- তাঁরা পথ দেখিয়ে গেলেন ভারতের সবগুলি জাতিকে। দেখিয়ে গেলেন যে উপজাতিদের কি ভাবে বাঁচাতে হবে, সেই পথ নির্দেশও দিয়ে গেলেন। তাই নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিদের মধ্যে আন্দোলন গঠিত হতে থাকে। এটা আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন না যে মেঘালয়ে, মিজোরামে উপজাতিতে সংঘর্ষ চলছে। যারা ধনী, তারা শ্রমিকদের শোষণ করেছে। ঐ শিলংয়ে যান, সেখানে দেখতে পাবেন যে, একজন খাসিয়া রাস্তার ধারে ইট ভাংছে আর একজন খাসিয়া তার মাথায় ধুলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। উপজাতিদের সেই জেলা পরিষদ হবে তাতো লেনিনের আদর্শে। ব্রাউ বাবুরা ধুলো উড়িয়ে যাবেন। এটা ইতিহাসের বিধান। কাজেই আজকের দিনে এই কথা মনে করিয়ে দিতে চাই যে আপনাদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাঙ্গালীরা অন্তরায় ছিল না। আজকের এই বিধান সভায় বাঙ্গালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট দিয়ে যদি বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় না বসাতো তাহলে এই বিল উপস্থিত হতে পারতো না। বাঙ্গালীরা আপনাদের শোষণ করে আবার বাঙ্গালীরাই আবার শোষণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য পাশে এসে দাঁড়ায়। কাজেই কোন পক্ষের সেটা বড় কথা নয়। আজকের সব চেয়ে বড় প্রশ্ন হল আমাদের সংগ্রাম হল শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আজকে গত এক বছরের অভিজ্ঞতায় তারা এই কথা বুঝতে পেরেছে যে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, ত্রিপুরা রাজ্যে এই প্রথম তারা ৭।৮ টাকা মজুরী পেয়েছে। তবে মজুরীটাই বড় কথা নয়। কথা হল যে মজুরী জুটত না, সেটা বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার জন্য হয়েছে। এই মজুরীর হার দিনের পর দিন বাড়বে। মানুষ আজকে নিজকে পুনর্গঠন করতে চায়। সেই একই প্রশ্ন--অর্থ নীতির প্রশ্ন। সেই অর্থনীতির প্রশ্ন, জাতির প্রশ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। এই কথা আজকে আমি গর্ব সহকারে বলতে চাই যে, ত্রিপুরা রাজ্য থেকে দশরথ বাবু যখন পার্লামেন্টে যান আত্মগোপন করে, তখন সেটা ভারতের মধ্যে একটা সংবাদ হয়ে উঠে। সারা পৃথিবীতে সেই সংবাদ ছড়িয়ে পরে। কার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি গিয়েছিলেন? সেই সব উপজাতিদের প্রতিনিধি হিসাবে, যারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা জাতি হিসাবে নির্যাতিত, অর্থনৈতিক ভাবে নিষ্পেষিত, সেই শোষিত জনগণের জন্য ভারত সরকারের কামান বন্দুক উপেক্ষা করে সেদিন তিনি গিয়েছিলেন। কাজেই দশরথ বাবুও উপজাতির সন্তান এবং

ত্রিপুরার মহারাজাও ছিলেন উপজাতির সন্তান, কিন্তু এর মধ্যে পার্থক্য আছে। তাই আমি এই কথা বলতে চাই যে বামফ্রন্ট শ্রমজীবি মানুষের শক্তিতে বিশ্বাস করে। যারা বুর্জোয়া সেই শ্রেণীর নেতৃত্বে চলে না। তাই আজকে বামফ্রন্ট সরকারের দ্বারা সম্ভব হয়েছে এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল উপস্থিত করতে। সর্বপ্রথমে এই ত্রিপুরাতে স্বশাসিত বিল এই বিধান সভায় উপস্থিত করা হয়েছে। বিহারে উপজাতি রয়েছে, আসামে রয়েছে এবং সেখানে উপজাতি নেতারাও আছেন। কিন্তু সেখানে জাতীয় আত্মবিকাশের জন্য শোষিত জনগণকে মুক্ত করার জন্য ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য মোর্চা গঠন করার কোন প্রচেষ্টাতো ছিলনা। বিহারে উপজাতি জনগণকে এখনও জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। কাজেই আমি আশা রাখি যে প্রস্তাবটা এখানে এসেছে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষ থেকে এবং যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে গণতান্ত্রিক বিধানসভায় নির্বাচিত শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে যে মর্চা গঠিত হয়েছে, বামফ্রন্ট মোর্চা, তার যে বিল, সেই বিল শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের নয়, সারা ভারতবর্ষের উপজাতিদেরকে এই কথাটা শিখিয়ে দেবে যে, সত্যিকারের মুক্তিদাতা শ্রমিকশ্রেণী। এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদী চেতনার উর্ধে উঠে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চলের উপজাতিরা মুক্তি পেতে পারে। আমি আশা করব এই বিলটাকে এই হাউসে এবং বাহিরে যারা আছে তারা জেনে রাখুন যে আমরা শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সেটা একটা জাতীর উপর আরেকটা জাতীর শোষণই হোক আর একটা শ্রেণীর উপর আরেকটা শ্রেণীর শোষণই হোক, সমস্ত শোষণের বিরুদ্ধে আমরা সমস্ত মানুষগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার আস্থা রাখি এবং আমরা চাই প্রত্যেকটা উপজাতি যা বোন লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ উৎপাদন করুন। আজকে ত্রিপুরায় যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন, যারা শ্রম করেন, তারাও উৎপাদন করুন। উৎপাদক হিসাবে, শোষিত হিসাবে, বঞ্চিত হিসাবে আজকে তাদের মধ্যে যে একতা গড়ে উঠেছে, সেই একতাই হচ্ছে এই বিলের প্রাণ শক্তি এবং সেই একতাকে আরও উর্ধে নেওয়ার জন্য আমি বিশেষভাবে আবেদন রেখে, এই বিলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। শুধু এখানে নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই বলে যে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সারা ভারত-বর্ষের উপজাতী জনগণের আগামী দিনের মুক্তির সংগ্রাম এগিয়ে যেতে পারবে এবং তার শুভ সূচনা হল এখানে। এই বলে এখানে যে বিল এসেছে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডিপটি স্পীকার ঃ---মাননীয় শিল্প মন্ত্রীকে তার বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে হাউসের সামনে যে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াজ অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিল উপস্থিত করা হয়েছে আমি এটাকে সমর্থন করি। উপজাতিরা এ রাজ্যের দুর্বলতম মানব গোষ্ঠী। শুধু নীতিগতভাবে নয়, হাউসের সদস্য হিসাবে নয়, এই রাজ্যের দুর্বলতম মানব গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে আমি এই বিলকে সমর্থন করছি। এরা হল তপশিলী জাতি ভুক্ত সাধারণ গরীব মানুষ। পরশু-দিন দেখলাম যে ত্রিপুরার তপশীলি জাতি সমিতি নামে একটা সংগঠন আছে এবং ওরা বলছে যে আমরা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিলকে রুখব। এই জন্য ওরা লাগাতার আন্দো-লন করবে। এই প্রসংঙ্গে ওরা বলছে বামফ্রন্ট সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এটাকে চালু করতে চাইছে। এই প্রসংঙ্গে ওরা বলছে যে ত্রিপুরার তপশীলি জাতির উপরে, সাধারণ মানুষের উপরে বামফ্রন্ট সরকার অবিচার করছে। আজকে এই বিল হাউসে পাশ হবে, সেটা আমি বিশ্বাস করি। তাহলেও প্রশ্ন হল যে লড়াই সুরু হল। ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ছড়িয়ে আছে তারা নানাভাবে উস্কানি দেবে, এই বিলকে প্রতিরোধ করার জন্য। হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের রাজ্যে পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের মধ্যে, হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে, তপশীলি জাতি এবং উপজাতির মধ্যে যে ঐক্য রক্তের দাগে, দাঙ্গার দাগে কলঙ্কিত নয়, সেটাকে কলঙ্কিত করার জন্য চেষ্টা করছে। এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য হল দাঙ্গা বাঁধাও, গোলমাল বাধাঁও, অরাজকতা সৃষ্টি কর এবং এই নিয়ে কেন্দ্রের কাছে আবেদন কর যে এই রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা নেই। মানুষ যা চায় না, তা চালু করা হয়েছে। কাজেই এখানে বামফ্রন্ট সরকারকে ভেঙ্গে দাও। এই হল তাদের উদ্দেশ্য। তাদের ডাকে কেউ আসে না। কারণ সাধারণ মানুষ বুঝেছে যে এই কংগ্রেস, সি,এফ,ডি, জনতা গত ৩০ বছর তারা মানুষকে

কিভাবে প্রতারিত করেছে। ইতিহাসের ঘটনা থেকে তারা এই পথ বেছে নিয়েছে যে গরীব মানুষকে বিপদগামী করতে গেলে উস্কানী দিতে হবে, সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে ঠেলে দিতে হবে। এর নজির রয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে। এদেশে আন্দোলনকে বিপদগামী করার জন্য হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়েছিলে এবং দ্বিজাতী তত্বে কিভাবে একটা দেশকে দুই টুকরো করা যায় ইতিহাসই তার সাক্ষী। এর পেছনে জোতদার, ভূস্বামী এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত ছিল। এই অভিজ্ঞতা থেকে ওরা বুঝতে পারছে যে এই এই রাজ্যে মার্ক্সবাদী কমুউনিস্ট পার্টি তার শিখর গেঁড়েছে, মানুষের বিশ্বাসকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষ যেখানে বুঝতে পারছে যে ভারতবর্ষে দুটো সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বামফ্রন্ট সরকার এদেশের মানুষকে মুক্ত করার জন্য, গরীব মানুষের জন্য কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওরা তাই আজকে বুঝতে পারছে যে সাম্প্রদায়িক জিগির না তুললে কাজ হবে না। আজকে পার্বত্য এলাকায় "আমরা উপজাতী", এদেরকে মদত দেওয়ার জন্য আমদানী করা হয়েছে খৃষ্টান মিশনারী আর সমলত এলাকায় "আমরা বাঙ্গালী"কে মদত দেওয়ার জন্য আছে আনন্দমার্গ, এরা মদত দিচ্ছে। এর মধ্যে আমরা বাঙ্গালীকে আমরা চিনেছি। আসলে আমরা বাঙ্গালী কারা? বিগত ৩০ বৎসরে রাজ্যের দুর্বলতম মানবগোষ্ঠী যারা জাতি স্বত্বা হিসাবে এখনও বিকশিত হয় নি, যাদের অর্থনীতি এখনও গড়ে উঠে নি, যারা একদিন রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, কিন্তু মানুষকে ভালবাসতে গিয়ে পূর্ব পাকিস্থান থেকে আগত দাঙ্গাগ্রস্ত মানবগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে গিয়ে আজকে ওরা সংখ্যা লঘিষ্ঠে পরিণত হয়েছে ১৯৫৪ সালে বলা হয়েছিল যে এখানে আর লোকের জায়গা হয় না। হনুমন্তিয়া কমিশন, ধেবর কমিশন, একটার পর একটা কমিশননের মধ্যে দিয়ে এই কথা বার বার উচ্চারিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে ট্রাইবেল রিজার্ভ রাখতে হবে। কিন্তু এই কংগ্রেসেরে শচীন সিং ও সুখময় সেনগুপ্ত রাজনৈতিক কড়ি গুণবার জন্য, সেই ট্রাইবেল রিজার্ভ ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু গণমুক্তি পরিষদ, কৃষকসভার নেতৃত্বে জনগণ সোচ্চার হয়ে উঠে। একে ভাঙ্গাও যায় না মচকানো যায় না। কাজেই সমতল উদ্বাস্তুদেরকে উস্কায়ে দিয়ে কি করা যায় দেখা যাক। কাজেই ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকাকে ওরা ভেঙ্গে দিয়েছে। এই রাজ্যে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল আজকে সংখ্যা লঘিষ্ঠে পরিণত হয়েছে, যাদের জমি গেছে, যাদের সংস্কৃতি বিকশিত হয় নি, ওদের কৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য বিগত সরকার কোন চেষ্টা করে নি, শুধু ওদেরা সর্বনাশ করেছে। একটা জাতিকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। কারণ ওদের সংখ্যা মাত্র শতকরা ২৯ জন। কংগ্রেস জানতো, এবং জেনে ঠিক করেছিল, ২৯ জনের জন্য কিছু করে লাভ নেই। আমাদের বেশী সংখ্যার মানুষের জন্য করতে হবে, তারাই মেজরিটি, তারাই ভোট দেবে। কাজেই বিগত ৩০ বছর একটার পর একটা প্রতারণা, একটার পর একটা রাজ্যে চক্রান্ত ভাবে তারা প্রতারিত হয়েছে। আমরা কমিউনিস্টরা নীতি গত ভাবে মনে করি, কার ভোট সংখ্যা বেশী, কার জনসংখ্যা কম তা আমাদের কাছে বড় জিনিস নয়। আমাদের কাছে বড় প্রশ্ন জাতি-উপজাতি, তাদের জনসংখ্যা যাই হোউক না কেন, তার কৃষ্টি, তার সভ্যতা, তার ভাষা, তার শিল্প, তার শিক্ষা, তার অস্তিত্ব, তার অধিকারকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। তাতে কয়টা ভোট আমার পক্ষে পরল বা পরল না, সেটা আমাদের কমিউনিস্টদের বিচার্য্য বিষয় নয়। ৩০ বছর আমার পার্টির বিরুদ্ধে কংগ্রেস এই কথাই বলেছে, ওরা ট্রাইবেলের পার্টি। ওদের যদি ভোট দাও, তাহলে স্বায়ত্ব শাসন চালু করবে, পঞ্চায়েত দপ্তর চালু করবে। কাজেই ওদের ভোট দিও না। সেদিন অ-উপজাতি জনগণ ভুল বুঝেছে। আমাদের ভোট কম দিয়েছে নির্বাচনে। অনেক অভিজ্ঞতার পর, অনেক রক্তপাতের পর, অনেক সংগ্রামের পর ওরা ওদের ভুল বুঝতে পেরেছে। তাই ১৯৭৭ সনের ৩১শে ডিসেম্বর নির্বাচনের মাধ্যমে এই রাজ্যে কি পাহাড়ী, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দু, কি মুসলমান সর্বস্তরের মানুষ ভোট দিয়ে বামফ্রন্টকে জয় করেছে, ব্যাপক হারে ভোট দিয়ে জয়ী করেছে। ডঃ আম্বেদকর ভারতবর্ষের সংবিধান লিখেছিলেন। সেই সংবিধান রচনা করার একটি ইতিহাস আছে। ভারতবর্ষ তিন টুকরা হয়ে যাবার কথা—পাকিস্থান, ভারতবর্ষ, হিন্দুস্থান। আর হরজিন, অস্পৃশ্য হরিজন, লাখ লাখ বছর ধরে যারা এ দেশের গোলামের জাত, যারা এ দেশের নিগ্রো, যাদের একটি মন্দিরে ঢোকার অধিকার ছিল না, এক সঙ্গে খাওয়ার অধিকার ছিল না, মানুষ হয়েও তাদের মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা ছিল না, তাদের জন্য ডঃ আম্বেদকর বলেছিলেন, এদের জন্য অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট

কাউন্সিল চাই। এই বিল যদি কার্য্যকরী না হয়, তাহলে ১০,০০০ ট্রাইবেল, হরিজন উচ্ছেদ হয়ে যাবে সেদিন গান্ধীজী অনশনে বসেছিলেন। তাঁর শিষ্যরা ডঃ আম্বেদকরের সঙ্গে কম্প্রমাইজ করেছিল, বলেছিল, এই ট্রাইবেলের জন্য, এই অস্পৃশ্য হরিজনদের জন্য তুমি যা ভাল মনে করো, সংবিধানে তাই লিখবে। ডঃ আম্বেদকর তাই লিখলেন। দুর্বলতর মানব গোষ্ঠী, ট্রাইবেলদের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তাদের সাহিত্য তাদের শিক্ষা-দীক্ষার, লেখা পড়ার ভার, তাদের হাতে দেওয়া যায় না এটা বুঝেছিলেন ডঃ আম্বেদকর। কারণ, এদের মধ্যে নিকৃষ্ট মনোবৃত্তির মহাজন আছে, তারা তাদের ধ্বংস করবে। কাজেই তাদের জন্য অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিল দেওয়া হউক সংবিধানে তাই লিখলেন। ডঃ আম্বেদকর তাই সেদিন বলেছিলেন, "আমি যা লিখে গেলাম, তা এই পবিত্র সংবিধানে কার্য্যকরী হবে না"। জোতদার, মহাজন এবং বর্ণ হিন্দুর পাণ্ডারা তখন ক্ষমতায়--দিল্লীতে বসে আছেন। কাজেই ডঃ আম্বেদকর বলেছিলেন, "আমি ডঃ আম্বেদকর, আমি ভারতবর্ষের আইনমন্ত্রী, আমি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছি, কিন্তু ধর্মতঃ কেউ কংগ্রেসে যোগ দেবেন না, এটা একটা বাণিংঘাট, শ্মশান ঘাট, ওখানে যদি তোমরা যাও, যোগ দাও, তাহলে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে, খাক হয়ে যাবে, আমি ইস্পাতের মত। তবু তিনি কিছুদিন ছিলেন কংগ্রেসে। ভারতবর্ষে যারা গান্ধীজীর শিষ্য, তাঁদের রাজত্বে দেখা যায়, হরিজন ছেলে বিয়ে করে পাল্কি চড়ে বাড়ী আসতে পারে না। হরিজনদের বাচ্চা, ছোটলোকের বাচ্চা কি করে পাল্কি চড়বে? হরিজনের ছেলে চুরি করলে তাদের রাজত্বে তাকে ল্যাম্প পোস্টে টাঙ্গিয়ে অগ্নিদগ্ধ করা হয়, তাদের রাজত্বে ঐ সব হাজার হাজার হরিজনকে খুন করা হয়, তাদের রাজত্বে যদি হরিজন কোন প্রশ্ন তুলে, তখন জোতদার, জমিদার, সেই উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা, কংগ্রেসের পাণ্ডারা গুণ্ডা লাগিয়ে খুন করে। কাজেই দারুণ অভিজ্ঞতার পর ভদ্রলোক বল্লেন যে, তোমার সঙ্গে থাকা যায় না। কংগ্রেসে থাকা যায় না, হিন্দু ধর্মে থাকা যায় না। আজকে কমরেড দশরথ দেব যে আন্দোলন করেছিলেন, নৃপেন চক্রবর্তী যে আন্দোলন করেছিলেন, কমিউনিষ্ট আন্দোলন, ডঃ আম্বেদকরের কমিউনিষ্ট সম্পর্কে খুব ভাল ধারনা ছিল না। এত কথার পরেও তিনি বলেছেন, কমিউনিষ্টরা দেশের ভাল করতে পারে না। কিন্তু আজকে ৩০ বছরেও এ দেশের যারা গান্ধীজীর নাম করে, ডঃ আম্বেদকরের সংবিধানের ধ্বয়া তোলার চেষ্টা করেছেন, তাদের রাজত্বে কিন্তু এ রাজ্যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল চালু করা হয় নি। আমরাই করলাম। ভারতবর্ষের সংবিধান রচয়িতা ডঃ আম্বেদকরের চোখে আমরা খারাপ ছিলাম আর যারা সে দিন কংগ্রেসী করত ডঃ আম্বেদকর তাদের সন্দেহ করতেন, আমাদেরকেও সন্দেহ করেছেন। কিন্তু এই আমরাই অটোনমাস করেছি, এ রাজ্যের দুর্বলতর মানব গোষ্ঠীর পক্ষে। আর যারা দুর্বলতর মানব গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করেছে এ ত্রিপুরায় কম পক্ষে ৩০ বছর কংগ্রেসের সঙ্গে ঐ প্রফুল্ল দাস, ক্ষীতিশ দাস, মনমোহন দাস, বি, দাস, এই বিধান সভায় তাদের কোন প্রতিনিধি ছিল না, গত ৩০ বছরের রাজত্বে মাত্র একজন ছিল। আর ঐ প্রতিনিধির কাজ ছিল কংগ্রেসের রাজত্বে গাধাবোটের মত। ৩০ বছরে আমার ট্রাইবেলের জন্য তাঁরা কি করেছে? শিক্ষার জন্য ৩০০ হাই স্কুল আছে, তার মধ্যে ৬১টি স্কুলে বোর্ডিং আছে। শিক্ষক ছিল না, খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না, তারা কি রকম দুরাবস্থায় ছিলেন, তা সবাই জানে। ওঁরা এত দিন এ রাজ্যের দুর্বলতর মানুষদের ঠকাবার চেষ্টা করেছেন। আর আজকে চেষ্টা করছেন, কি করে এই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিলকে প্রতিরোধ করা যায়। সেই সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, এই বামফ্রন্ট সরকার কিছু করে নি। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকারে এসে প্রথম সিডিউল কাষ্ট এর জন্য ৯০ টাকা ষ্টাইপেণ্ড করেছে। এস,সি, এবং এস,টি, এর যে কোটা, তা পূরণ করার চেষ্টা করছে এই গভর্ণমেন্টই। এই গভর্ণমেন্টই এদের পুনর্বাসনের জন্য টাকা বাড়িয়েছে। গভর্ণমেন্টে এসেই বামফ্রন্ট মৎসজীবীদের মধ্যে জলাশয়---শহরের জলাশয় মাত্র ২০০ টাকা নজরে কাণি প্রতি দিয়ে দিচ্ছে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে। মহারাজগঞ্জ বাজারে এ রাজ্যের কতগুলি কালোবাজারী, আঁড়ৎদার, মৎসজীবী তারা কালকে রাত পর্য্যন্ত ১০,০০০ টাকা চাঁদা দিয়েছে "আমরা বাঙ্গালী" মিছিল করার জন্য। শচীন বাবু, সুখময় বাবুর রাজত্বে এরা টাকা দিয়েছে। এদের সঙ্গে শলা পরামর্শে করে, আঁতাত করে, কালোবাজারী, চোরাকারবারী এগুলি চালু করেছে। আজকে এই দুর্বলতর মানুষকে তারা ঠকাবার চেষ্টা করছে। কাজেই আমি মনে করি, এই রাজ্যের দুর্বলতর মানব

গোষ্ঠীর পক্ষে, আমারই মত দুর্বলতম যারা, তাদের জন্য আমি এই অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিল সমর্থন করি। আমি আবেদন করব, এই রাজ্যের সমস্ত গরীব মানুষ, এই রাজ্যের সমস্ত দুর্বলতর মানুষ এই অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের পক্ষে দাঁড়াবেন। এবং এই আবেদন রেখেই এই কথা বলতে চাই, মাত্র দু'টো রাজ্যে কোন হরিজন নিগ্রহ নেই। জনতা সরকার স্থাপন হওয়ার পর, কংগ্রেস আমলের কথা বাদ দিলাম, গত বছরে যে রেকর্ড সেই রেকর্ডে আমি বলতে পারি, হরিজন এবং ট্রাইবেলদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে তার তুলনা নেই। গত বছরে উত্তরপ্রদেশে ২১৯ জন হরিজনকে জবাই করা হয়েছে, জনতার রাজত্বে। ৬১৩ জনকে মারাত্মক ভাবে জখম করা হয়েছে, ১৮৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ৭২৫টি ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আমি বিহারের কথা বলছি। বিহারে ঐ ট্রাইবেলদের সম্পর্কে কথা বলেছিল, তাই কর্পুরী ঠাকুর বলেছেন, ওদের সুযোগ দেওয়া হবে না, তার পরিবর্তে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেব। আমরা বাঙ্গালী বলছে সিডিউল কাষ্টকে, ঐ বিলের বিরোধীতা করো, তারাই কালকে বলবে, সিডিউল কাষ্টের মধ্যে অনিল সরকার আছে, বি, দাস আছে। কাজেই ওদের রিজার্ভেশন কোটা বন্ধ কর। যেমন হয়েছিল বিহারে, এই কোটা বন্ধ করা হয়েছিল বলেই সেখানে অগ্নিগর্ভ হতে হয়েছিল। বিহারে এই জাতি ভেদ প্রথাকে চালু করার জন্য জনতার পক্ষে, কংগ্রেসের পক্ষে গোটা রাজ্যকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে, এবং হরিজনের ঘর থেকে বাচ্চা এনে, পাঁঠার বাচ্চার মত জবাই করে খুন করছে। এসব বিহারের ঘটনা। মধ্যপ্রদেশে ৩৯ জন খুন হয়েছে গত বছর। কর্ণাটকে শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্ব যেখানে সেখানে ১৭ জন খুন হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গে হরিজন নিগ্রহের ঘটনা নেই। কাজেই হরিজন, ট্রাইবেল এদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। কমিউনিষ্ট যারা তারাই। কারণ তারা নীতিগত ভাবে নীচুতলায় মানুষের সাথে আছে। দুর্বলতর মানুষ, যারা ভৌগলিক শক্তির উৎস, তারাই আজকে হাজার বৎসর ধরে, আক্রান্ত হয়েছেন, লাঞ্ছিত হয়েছেন। ওরা সর্বহারা, ওদের জাতও নেই, ভাতও নেই এবং তাদের অস্তিত্বও বিপন্ন এই ভাবে মানুষ হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে বুঝেছে যে তারা সম্মান পায় নি, তারা ইজ্জত পায় নি, তারা অধিকার পায় নি, তাদের সৃষ্টিকে রক্ষা করা হয় নি, তাদের ভাষাকে রক্ষা করা হয় নি। কাজেই কমিউনিষ্ট-এর নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে যারা নির্যাতিত-নিপীড়িত তাদের অধিকার, কৃষ্টি, ভাষা এবং স্বাধিকারকে রক্ষা কেরা। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এই রাজ্যের উপজাতিদের কল্যানের জন্য সর্ব ক্ষেত্রে এটম্পট্ নিচ্ছেন। তপশীলদের, হরিজনদের এবং গরীব মানুষের স্বার্থ যাতে রক্ষা হয়, তার জন্য আমার সরকার নীতিগত ভাবে এটা নিয়েছেন, তাতে কয়টা ভোট কমবে, কয়টা ভোট বাড়বে, কে আসবে, কে না আসবে, এর মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কিছু নেই। যদি থাকে তাহলে শচীন সিংহ এবং সুখময় সেন দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু ৩০ বছর পরে মানুষ তাদের ইতিহাসের পাতা থেকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছেন। ১০ বছর, ১৫ বছর, ৩০ বছর করা চলে কিন্তু একদিন মানুষ জাগে, মানুষের চেতনা বাড়ে, মানুষের চোখ খোলে, যাদের উপর ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে লুটতরাজ অত্যাচার চলেছিল, তারা একদিন মুখ খোলে, তারা একদিন জেগে উঠে এবং একদিন তারা বিদ্রোহ করে। কাজেই ৩০ বছর ভারতবর্ষের বড় জাতিগুলি গরীব জাতিগুলিকে, নিঃস্ব জাতিগুলিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। কাজেই আজকে নাগাল্যাণ্ডে, ঐ মেঘালয়ে ঐ পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরে, তেলেঙ্গানায় সমস্ত জায়গায় ট্রাইবেলরা বিদ্রোহ করে হাজার হাজার বছরের লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। যেমনি করে আমেরিকায় নিগ্রোরা বিদ্রোহ করে, যেমনি করে অন্যান্য দেশের নিপীড়িত মানুষ বিদ্রোহ করে। কারণ ঐ ৩০ বছরের অভিজ্ঞতায় তারা বুঝেছে যে ওরা শোষক, ওরা অত্যাচারী, তাদের জন্য তারা লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছে। নিগ্রোদের বংশধর যারা এ দেশে তাদের স্বার্থ দেখে নি কাজেই বিদ্রোহ করা ছাড়া উপায় নেই। অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল না মেনে নিলে কি হয়? আসামে তার নজীর। কাজেই আমরা হাউসে এটাকে সমর্থন করেছি। এটা সমর্থন করতে গিয়ে আমরা বার বার ধৈর্য্য ধরেছি। আমাদের চেষ্টা আমরা ছাড়িনি। আমাদের ঝাণ্ডা আমরা ছাড়িনি। আমাদের ইস্তাহার আমরা ছাড়িনি। কারণ গত নির্বাচনে আমরা বলেছি যে এটা কায়েম করবো। এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। কাজেই আমি আবার বলছি, এই রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষের পক্ষে থেকে, এই রাজ্যের দুর্বলতর

মানুষের পক্ষ থেকে, এই দেশের ১৮ লক্ষ মানুষ এই বিলকে সমর্থন করুন। তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার অগ্রসর হচ্ছেন। আমি আশা করি এর মধ্যে যত চক্রান্তই আসুক না কেন, যত পাপই এর পিছনে গড়ে উঠুক না কেন, কোন আক্রমন, কোন চক্রান্ত এই বিলকে প্রতিরোধ করতে পারবে না, এর জয় হবেই। এই বক্তব্য রেখে এবং বিলটিকে সমর্থণ করে আমার বক্তব্য শেষ করিছ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল দাস ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসের সামনে উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল পেশ করেছেন, সেই বিলকে আমি বামফ্রন্টের শরিক আর,এস,পির পক্ষ থেকে আমার বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাই। আমি এই বিলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এই কারণে যে, দীর্ঘ দিন ধরে যে উপজাতিরা নিস্পেষিত হচ্ছিল, বিগত কংগ্রেস আমলে নির্যাতিত হচ্ছিল, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে তাদের দীর্ঘ দিনের যে দাবী যে আশা-আকাংখা তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য চেষ্টা নিয়েছেন। এই উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল আসার ফলে আজকে যারা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যারা কায়েমী স্বার্থ সম্পন্ন লোক তাদের বুকে আজকে কাঁপুনি জাগবে। কেন না তারা, যে জিনিষটা চাচ্ছিল সেটা পেলেই সেই কায়েমী স্বার্থ সম্পন্ন লোক সেই সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টিকারী যারা, তারা চাচ্ছিল যে আজকে একটা শ্রেণীকে নিস্পেষিত করে একটা শ্রেণীকে নির্যাতিত করে, তারা দিন দিন বড় হবে, এটাই ছিল তাদের বাসনা এবং কামনা। কিন্তু আমরা যারা মার্ক্সবাদে-লেলিনবাদে বিশ্বাস করি, আমরা যারা শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাস করি, আমরা যারা গরীব মানুষের সাধারণ মানুষের আন্দোলনে বিশ্বাস করি, আমাদের মনে হয় না সাধারণ মানুষকে নিস্পেষিত করে মঙ্গল করা যায়। তাই আজকের এই বিল শুধু বিধানসভায় নয়, এই বিল রাজ্যের সাধারণ গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ যারা সবাই এই বিলটিকে সমর্থন করবে। কিন্তু আমরা দেখছি যে যারা প্রতিক্রিয়াশীল, তাদের আজকে ভয় ঢুকেছে এই বিল আনার ফলে, তারা ভাবছে যে আমাদের সুখের রাজ্য এমনভাবে চলে গেল, আমাদের সমস্ত সুদ-আসল থেকে বঞ্চিত করে দিল এই সরকার, তাই তারা আজকে এই বিলের বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি আজকে তারা বিভিন্ন ধরণের আক্রমণ করছে এই বিল যাতে বিধান সভায় আসতে না পারে। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষের আন্দোলণ বিশ্বাসী, আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী, আমরা সংগ্রামে বিশ্বাসী। যেহেতু বামফ্রন্ট সরকারের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এসেছে কাজেই আমরা বিশ্বাস করি এই যে উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল, এটা সাধারণ মানুষের সংগ্রামের জয় বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই বিল আনার ফলে উপজাতি সমাজের মধ্যে যে একটা বিদ্বেষ ভাব ছিল, উপজাতি সমাজের মধ্যে যে একটা অসাম্য ভাব ছিল তার মধ্যে একটা নূতন জাগরনের সৃষ্টি হবে এবং এদের মধ্যে একটা চেতনার উন্মেষ ঘটবে। আমরা এই কথা বলতে চাই যে, এই বিলের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই, বামফ্রন্ট সরকার সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করে না। আজকে আমরা বিশ্বাস করি যে , সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে সাধারন মানুষের কল্যান করা যায় না। গণতান্ত্রিক আধিকারের ফলে, উপজাতি সমাজ-তাদের বঞ্চনার যে রাজত্ব, সেই রাজত্বের অবসান হলো। তবে এ কথা ঠিক যে, এই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিল বা স্বশাষিত জেলা পরিষদ বিলের দ্বারা মৌলিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে একথা আমরা বলি নি। কারণ এই সমাজ ব্যবস্থায় থাকবে শোষন এবং শোষিতের সম্পর্ক, ধনীক এবং গরীবের সম্পর্ক। সাধারন মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান করে দেবে, এই বিলে সে কথা বলা হয় নি, সেটা আমরা বিশ্বাসও করি না। আমরা বলি, এই বিলে যদিও মৌলিক সমস্যার সমাধান হবে না, তবুও সেটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে, গণতান্ত্রিক দাবী-দাওয়া ক্ষেত্রে, একটা হাতিয়ার হবে। আগামী দিনে আমরা যে শোষনমুক্ত সমাজ গড়ে তুলবো, সে সমাজে ধনী গরীব বলে কিছু থাকবে না। মালিকানা সৃষ্টি হবে না, সেখানে কোন বৈষম্য থাকবে না। আমরা পাহাড়ী, বাঙ্গালী, ঐক্য বদ্ধ হয়ে লড়াই করবো, একটা নূতন যোগসূত্রের বন্ধন রচিত হবে এই বিলের দ্বারা। আজকে আমি আশা রাখবো যে রাজ্যের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ, এই বিলের সমর্থনে যারা এখনও এগিয়ে আসেন নি, যারা চক্রান্ত করছেন, যারা এখনও এই বিলের জন্য কোন

সহযোগিতা করছেন না, তাঁরা তাদের দুরভিসন্ধি ত্যাগ করবেন। কারণ রাজ্যের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ, রাজ্যের সাধারণ মানুষ কোন দিনই তাদের সেই দুরভিসন্ধিকে আমলদেবেন না এবং ক্ষমা করবেন না। এই বলে আমি আবার হাউসের কাছে আবেদন জানিয়ে আর,এস,পির পক্ষ থেকে তথা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে এই বিলকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ। বামফ্রন্ট-জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিল যে উপস্থিত করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলছি। আমরা জানি এই বিল ত্রিপুরার বুকে একটি নূতন নজীর সৃষ্টি করবে। কারণ দীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরে যে সমস্ত উপজাতি শোষিত হয়ে আসছিল, তা থেকে মুক্তি লাভের পথ খুলে দেবে এই বিল। অনেকের ধারনা উপজাতি যুব সমিতির এই আন্দোলন ইরেডিয়েশান হয় নি, সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোন থেকে করা হয়েছে। এই ধরণের মনোভাব পোষণ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। ১৯৫০ইং সন থেকে ১৯৬০ইং পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় ট্রাইবেলরা যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, তখন ৫ম বা ৬ষ্ঠ তপশিলের দাবী ওখানে উঠে নি। তারপর ১৯৬০-৬২ইং সনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানে (বর্তমান বাংলাদেশ) তীব্র ভাবে দাংগা হাংগামা হল এবং তখন শুরু হল ব্যাপক ভাবে ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু আগমন। ফলশ্রুতিতে আস্তে আস্তে ট্রাইবেলরা সংখ্যা লঘিষ্ট হতে লাগল। কিন্তু এখানে বামফ্রন্টের অনেক মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, তাঁরা প্রথম থেকেই সংবিধানের ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ তপশীলের অনুযায়ী স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠনের দাবী জানিয়ে আসছিলেন এবং কংগ্রেসকে দোষারূপ করেছেন যে, কংগ্রেস কিছুই করেন নি। আমরাও সেটা জানি। তাই আমি কংগ্রেস সরকারের পক্ষে বক্তব্য রাখছি না। তবে একটা কথা বলতে চাই, ১৯৬২ইং থেকে ৬৫ইং এর মধ্যে যখন ধেবর কমিশন স্বেচ্ছায় এই ত্রিপুরায় ৫ম তপশিল এর সুপারিশ করেছিলেন, তখন এই ত্রিপুরা সরকার সেই সুপারিশকে কার্য্যকর করেন নি। সেই সময় যদি তা করতেন, তাহলে আজকে বিপুল ভাবে ট্রাইবেলরা যে সংখ্যা লঘিষ্ট শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে, তা হত না। ১৯৬৫ইং সনে যদি ৫ম তপশীল হত, তাহলে ট্রাইবেলদের বিরাট এলাকা থেকে যেত। কিন্তু তা করা হয় নি। তদানীন্তন টেরিটরিয়েল কাউন্সিলের মুখপাত্র শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ এবং শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত, এই সমস্ত কংগ্রেসীরা একই প্যানেলে থেকেও সেই ধেবর কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকর করেন নি। তারপর কংগ্রেসের বিরোধীপক্ষ হিসাবে ট্রাইবেলদের সঙ্গে নিয়ে সেই ধেবর কমিশনের সুপারিশকে ধার্য্য কর করার জন্য যাঁরা আন্দোলন করেছিলেন, তারাও সুগঠিত কোন আন্দোলন করেন নি। আমি জানি সেই কমিউনিষ্টরা ৫ম তপশীল সম্পর্কে সামান্য একটা মেমোরেণ্ডাম তৎকালীন সরকারের কাছে পেশ করেছিলেন। কিন্তু ত্রিপুরায় এই ব্যাপারে সুগঠিত কোন আন্দোলন তারা সংগঠিত করেন নি। আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী তখন কংগ্রেসের ভক্ত ছিলেন। ১৯৪৭ইং সনে তিনি কংগ্রেসী পক্ষ হয়ে নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। উনার সম্পর্কে আমি বেশী কিছু বলতে চাই না। তবে কমিউনিষ্টন আন্দোলনে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম যে ত্রিপুরার উপজাতিদের দাবী উনারা মেটাতে পারবে। কিন্তু ১৯৪৭ইং সনে কমিউনিষ্টরা যখন আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন এবং তাদের সেই আন্দোলন যখন ভেস্তে গেল, তখনই নূতন ভাবে ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতি আন্দোলন সংগঠিত করে তুলল ট্রাইবেলদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। ট্রাইবেলদের বাঁচার তাগিদে, উপজাতি যুব সমিতি একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলেছিল কংগ্রেসকে আঘাত হানার জন্য এবং আঘাত হেনেওছিল। দীর্ঘ ৩০ বৎসরের মধ্যে এই কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসকে যতটা আঘাত হানতে পারেনি, তা পেরেছিল এই উপজাতি যুব সমিতি ১৯৪৭ইং সন থেকে। যার জন্য এই কমিউনিষ্ট পার্টি একটা গতানুগতিক অন্ধকার গুহায় কেঁদেছিল দীর্ঘ ৩০ বৎসর যাবৎ। সেখানে নূতন এক নজীর সৃষ্টি করল এই উপজাতি যুব সমিতি, ত্রিপুরার ৬ লক্ষ উপজাতি তথা ১৭ লক্ষ মানুষের কাছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা জানি এই উপজাতি যুব সমিতির

যথেষ্ট অবদান আছে। আজকে এই হাউসে যে ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিল পাস হতে যাচ্ছে, তার সমস্ত কিছুর পেছনে এই উপজাতি যুব সমিতির দান অনস্বীকার্য্য। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনারা বলেছেন যে আমরা কংগ্রেসকে সমালোচনা করিনি, কংগ্রেসকে আমরা আঘাত দেইনি। আমি এই হাউসকে স্মরণ করে দিতে চাই যে, ১৯৭৫ইং সন এর ৯,২১ এবং ২৫শে অক্টোবর সারা ত্রিপুরায় অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলন করে এই ত্রিপুরার প্রশাসন যন্ত্র'এর পলিসী শক্তি'র বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এই উপজাতি যুব শক্তিরা তীব্র ভাবে। কাজেই এক পক্ষ সমালোচনা করলে হবে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে সবচাইতে বড় জিনিষ হচ্ছে, এই ট্রাইবেলদের মধ্যে বিগত ৩০ বৎসর ধরে যে নিরাপত্তা বোধের অভাব ছিল, আজকে তাদের মনে সেই নিরাপত্তা বোধ জাগ্রত হয়েছে। কারন ত্রিপুরায় ট্রাইবেলরা থাকতে পারবেনা। তাদের পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয়, এই ধরণের একটা ভয় ভীতি তাদের মনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আজকে যুব সমিতির কর্মীরা তাদেরকে নিরাপত্তা বোধ এনে দিয়েছে। সেই নিপীড়ীত ট্রাইবেলদের পেছনে এই উপজাতি যুব সমিতির কর্মীরা দাঁড়িয়েছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উত্তর ত্রিপুরার দাম-ছড়া এবং খেদাছড়া, এই সমস্ত অঞ্চল থেকে হাজার হাজার ট্রাইবেল, ত্রিপুরার বাইরে চলে গেছে। আসামের কাছাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে ৫ হাজার, আর মিজোরামে আশ্রয় নিয়েছে ১৫ হাজার ট্রাইবেল। সেই সমস্ত ট্রাইবেলদের সম্পর্কে উনারা কি খোঁজ রেখেছিলেন ? না রাখেন নি, রাখার মতন মানষিকতা উনাদের ছিল না। আজকে এই হাউসে অতীতের কথা তাই কিছু বললাম। আজকে এই অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠিত হবার পর যারা কাছাড়ে এবং মিজোরামে চলে গিয়েছিলেন, নিরাপত্তার সামান্য একটু ইংগিত পাওয়ার পর উনারা আবার ত্রিপুরায় আসতে চাচ্ছেন। কিন্তু এই হাউসে আমি বলতে চাই, তাদেরকে আসতে দেওয়া সম্ভব হবে কিনা ? হয়তো সম্ভব নাও হতে পারে। সেটা আমার কথা নয়। কাজেই এই ভাবে হাজার হাজার ট্রাইবেল বিগত ১০।১৫ বৎসরে বাইরে চলে গিয়েছিল। আজকে তাদের এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা এই ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের মাধ্যমে রক্ষিত হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় শিল্প মন্ত্রী বলেছেন যে সমস্ত সিডুয়েল কাস্ট ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল এরিয়ার মধ্যে পড়েছে, তাদের অবস্থা কি হবে ? ভারতবর্ষের সমস্ত তপশীল জাতি এবং উপজাতিদের রক্ষনাবেক্ষনের যে সমস্ত নীতি, সেগুলিও ওখানে প্রচলিত থাকবে। সেটা ইমপ্লাইড। সেটা ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিলে নূতন ভাবে লিখতে হয় না। কাজেই এই খানে সবচেয়ে বড় জিনিষ যেটা আমাদের স্থূল দৃষ্টিকোন থেকে দেখি সেটা হল কিছু ট্রাইবেলের চাকরী হবে এবং কিছু কিছু জমিজমার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের উদ্দেশ্য কি ? সেখানে শুধু কিছু জমি এবং চাকরীর ব্যবস্থা হলে চলবে না। সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হবে ব্যবসা বানিজ্যের। ট্রাইবেলদের যতদিন পর্য্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্যে উৎসাহ দেওয়া না হয়, ততদিন তাদের কোন উন্নতি হবে না। এখানে আর একটা জিনিষ সন্দেহ করা হচ্ছে --ট্রাইবেলস এক্সপ্লয়টিং ট্রাইবেলস। নাগাল্যাণ্ডের ঘটনা মিজোরামের ঘটনা থেকে ট্রাইবেলস এক্সপ্লয়টিং ট্রাইবেলস্, এটা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেই মিজোরামের এবং নাগাল্যাণ্ডের উদাহরণ দিয়ে এখানকার ট্রাইবেলদের বিচার করা চলে না। কারণ সেই সমস্ত রাজ্যে যে লড়াই চলছে, সেটা জাস্ট লাইক এ সিভিল ওয়ার। সেখানে কিসের সংগ্রাম চলছে ? দে আর ফাইটিং ফর পলিটিক্যাল অ্যাচিভম্যান্ট। তারা চায় মন্ত্রী হতে। ব্যাক্তিগত স্বার্থে। কিন্তু সামগ্রিক স্বার্থে তারা ফাইট করছে না। তাদের মধ্যে চলছে টু এস্টাব্লিশ রেসপেক্টিভ পলিটিক্যাল পাওয়ার। তাদের সাথে আমাদের ত্রিপুরার উপজাতিদের কখনও এক ধাচে ফেলা যায় না। অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল যারা চালাবেন, তাদের কাছে আমাদের বক্তব্য থাকবে যে, ট্রাইবেলদের শোষণ শুধু নন-ট্রাইবেলরাই করে না, ট্রাইবেলরাও করে, সেদিকে যেই তারা দৃষ্টি রাখেন এবং সমাজের যারা হাজার হাজার সর্বহারা ট্রাইবেল আছে, বন জঙ্গলে ঘুরছে, ছিন্নমূল হয়ে জুম করে, তাদের মাটিতে এস্টাবিল্সড করতে হবে এবং তাদের সামাজিক দিক দিয়ে সর্বরকমে উন্নত করা এই ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের কাজ হবে। এই নীতির যারা বিরোধীতা করবে, উপজাতি যুবসমাজ তাদের বিরুদ্ধে যাবে।

আর একটা জিনিষ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠিত হওয়ার পরে যে কিছু সংখ্যক ট্রাইবেল গ্রাম বাইরে পড়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে, সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ট্রাইবেল গ্রাম কমপ্যাক্ট কন্টিগুয়াস আছে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের সাথে, এমন গ্রামকে রেভিনিউ মৌজা পুনগঠন করে, সেই সমস্ত ট্রাইবেল গ্রামকে অন্তভূক্ত করার জন্য একটা প্রভিশান রাখা হোক। এই বলেই এই বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীব্রজগোপাল রায়।

শ্রীব্রজগোপাল রায়—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে 'দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিল, ১৯৭৯' এখানে উত্থাপিত করেছেন এটাকে আমি আমার ব্যাক্তিগত পক্ষ থেকে এবং আমার ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে সাবিক সমর্থন জানাচ্ছি। আমরা এতদিন দেখে এসেছি যে ত্রিপুরায় এই ট্রাইবেলরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। এখানে যিনি রাজা ছিলেন, তিনিও উপজাতি সম্প্রদায়ভূক্ত। কিন্তু তবু ভাষার প্রশ্নে এবং নানারকম সুযোগ সুবিধার প্রশ্নে উপজাতিরা পিছিয়ে ছিলেন। তাদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে, তাদের জীবিকার ক্ষেত্রে, তারা পিছিয়ে পড়েছিলেন। তারপর হাজার হাজার ছিন্নমূল উদ্বাস্তু এখানে এল। ঐ ট্রাইবেলরা তাদেরকে বুকে পেতে স্থান দিল। কিন্তু দেখা গেল যে সংখ্যাগুরু থেকে তারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক সমস্যা দেখা দেয় নি। দুটো সংস্কৃতি পাশাপাশি বাস করেছে, তবুও সামম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে চিড় ধরে নি। চিড় ধরলো কখন, যখন কিছু সংখ্যক স্বার্থপর দেখলো এইভাবে যদি উপজাতিদের ঠক নো যায় তাহলে আমরা বড় হয়ে যাব। সেজন্য তারা নির্বিচারে শোষণ চালিয়েছিল। কিন্তু আমরা যারা গণতন্ত্রপ্রিয় লোক, আমরা যারা জনগণের এবং শোষিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি তারা এর বিরোধিতা করেছি। ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট গঠন হবার আগেও আমরা আন্দোলন করেছি। এই সি,পি,আই (এম), আর,এস,পি, ফরওয়ার্ড ব্লক মিলে আমরা ৬ষ্ঠ তপশীলের দাবীতে আন্দোলন করেছি। যারা নিজেদের কৃষ্টি সংস্কৃতি গড়তে পারে নি, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যারা পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ঐ দৃষ্টি-কোণ থেকে আমরা উপজাতিদের কথা বলেছি। বামফ্রন্ট যখন নির্বাচিত হয়েছে, আমাদের যে ইলেক্শান মেনিফেস্টো তাতে আমরা পরিষ্কার বলেছি যে আমরা যদি জয়ী হই তাহলে আমরা উপজাতিদের জন্য জেলা পরিষদ গঠন করব। আজকে আমরা জয়ী হয়েছি। সেজন্য আজকে আমরা এই বিল এনেছি। আমরা যখন বিল এনেছি তখন কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকদের ডেকেছি। তাদেরকে ডাকা হয়েছে, আপনারা আসুন, দেখুন আমরা কি করতে চাই। কেউ এসেছেন, কেউ আসেন নি। যারা এসেছেন, তাঁরা এই বিলকে সমর্থন করেছেন, যাঁরা আসেন নি তাঁরা সমর্থন করেন নি।

কেন, তারা আজকের এই বিলকে সমর্থন করেন না? তারা এতদিন ধরে যেখানে নাকি দিনের পর দিন শোষণ চালিয়েছিলেন, তারা সেটাকে রাজনৈতিক সচেতনতায় একটা সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে রাখবার চেষ্টা করে এসেছেন। কিন্তু আজকে যখন দেখছেন সেটাকে রাজনৈতিক সংকীর্ণতার মধ্যে রাখা যাবে না, তখন একটা সাম্প্রদায়িকতার নামে একটা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাজালীরা তাদের গ্রাম্য জীবন একটা অন্ধকারের মধ্যে এতদিন কাটিয়েছিল, এখন তাদের কাছে গিয়ে বলা হচ্ছে যে এখানে যদি ট্রাইবেল কাউন্সিল গঠিত হয়, তাহলে তোমাদের স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে, তোমাদের আর কোন স্বার্থই থাকবে না এবং তোমাদের আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হতে হবে। এভাবে মিথ্যা কথা বলে, নানা ভাবে তাদের উস্কিয়ে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে ঐ উপজাতিদের বিরুদ্ধে। তাদের এই লক্ষ্য ঐ অ-উপজাতিদের স্বার্থে নয়, সেই লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতা দখলের জন্য যে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে তারা একবার বিতাড়িত হয়েছে, জনসাধারণ যেখানে থেকে তাদেরকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত করেছেন, সেই মঞ্চ তারা আবার ফিরে পান কিনা, আবার তারা ক্ষমতায় আসতে পারেন কিনা, তার জন্যই তাদের এই প্রচেষ্টা। এখানে যদি উপজাতি এবং অ-উপজাতিদের মধ্যে মারামারি হয়, তাহলে ঐ কেন্দ্রের কাছে গিয়ে কাঁদতে পারবে, যে দেখ বামফ্রন্ট সর-

কার এখানে শান্তি শৃঙখলা রক্ষা করতে পারছে না, কাজেই তোমাদের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। আপনারা একবার স্মরণ করে দেখুন সেই কেরালার ইতিহাস, সেখানে তারা একদিন কি ভাবে সেখানকার গণতান্ত্রিক সরকারকে পদচ্যুত করেছিল। আজকে ঠিক ঐ একই কায়দায়, একই ভাবে কাজ করে চলেছে এবং আবার গদীতে ফিরে আসবার জন্য সচেষ্ট হচ্ছে। কাজেই তাদের যে এই প্রচেষ্টা, তাকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। ওরা বিভিন্ন কায়দায়, বিভিন্ন ভাবে মানুষকে যাতে বশীভূত করা যায়, সেই ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তারা মিছিল করছে, সেই মিছিলে নেতাজীর প্রতিকৃতি কাঁধে নিয়ে বলছে যে আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালীদের নেতা সুভাষ চন্দ্র। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, সুভাষ চন্দ্র কি সাম্প্রদায়িক ছিলেন? কাজেই যারা এ ভাবে সাম্প্রদায়িক জীগির তুলে, যারা সুভাষ চন্দ্রকে সামনে রেখে সাম্প্রদায়িকতার জীগির তুলে, তারা দেশের পয়লা নম্বর শত্রু। ভারতের স্বাধীনতার জন্য, ভারতবাসীর ঐক্যের জন্য, ভারতীয় জাতি এবং উপজাতির, প্রতিটি মা মানুষের স্বার্থে যিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেজেন, তাঁকে সেখানে সংকীর্ণতাবাদীরা সামনে রেখে আজকে সাম্প্রদায়িকতার জীগির তুলছে। এই যে জিনিষ, এই জিনিষটাকে বন্ধ করতে হবে। আজকে এই যে একটা চরিত্র, তাছাড়াও আর একটা চরিত্র হচ্ছে এই যে, সাম্প্রদায়িকতায় উস্কানি, এটা এক দিক থেকে আসে নি, কারণ এক হাতে তালি বাজে না। তাই উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুদের আমি বলছি যে, আপনারা একটু চিন্তা করে দেখুন। এই ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিলের নামে যে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন, যে হ্যান্ড বিল ছড়িয়েছিলেন তাতেও মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি ছিল, সেখানেও মানুষ সাম্প্রদায়িকতার নামে উত্তেজিত হয়েছিল। কেন না, আপনারাই বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার যদি আমাদের দাবী না মানে, আমরা জোর করে ক্ষমতা দখল করে নেব, এই ধরনের বিবৃতি তো আপনারাও পত্র পত্রিকাতে দিয়েছিলেন। কাজেই এই দায়িত্বটাও আপনারা এড়াতে পারেন না। কাজেই আমি বলব আজকে যে জিনিষটা সাধারণ উপজাতিদের স্বার্থে, তাদের স্বাধীন বিকাশের জন্য, তাদের আত্ম নিয়ন্ত্রনের জন্য যে বিল এসেছে, সেই বিলের কল্যাণে, এখানকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য, আপনারাও সুস্থিরভাবে চিন্তা করুন। আপনারা এটাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখুন কেন না, আমরা যেটা করতে চাই, সেটা হচ্ছে দুস্ত,-পীড়িত যে মানুষ, তাদের জন্য কিছু কাজ করতে চাই। কাজেই আপনারাও এই সাম্প্রদা দায়িকতার দৃষ্টিকোণ পরিহার করুন। এই আবেদন আমি আপনাদের কাছেও রাখছি যাতে এখানকার সম্প্রীতি বজায় থাকে। পরিশেষে আমি বলব আজকে এখানে যে ত্রিপুরা এরীয়াস অটোনমাস ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল বিল, যেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে, তার দ্বারা সত্যিই উপজাতিদের কল্যাণ সাধিত হবে, সত্যিই তারা তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, যদি সুষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এটাকে আমরা কার্য্যে পরিণত করতে পারি। এই হাউসের ভিতর যারা আছেন, আর এই হাউসের বাইরে যারা আছেন, তাদের সবাইকে আহবান জানাচ্ছি যে সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ পরিহার করে, স্বচ্ছ দৃষ্টিকোণ নিয়ে এগিয়ে আসুন, আমরা মানুষের জয় যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাই। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তীঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে এই হাউসের সময় আরও এক ঘন্টা বাড়িয়ে দেওয়া হউক, যাতে করে আমরা আজকেই এই বিলটাকে পাশ করতে পারি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ঃ—আমি হাউসের সামনে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী কর্তৃক সময় বাড়ানোর যে প্রস্তাব, সেটা রাখছি। আশা করি এতে কারোর কোন আপত্তি নাই। কাজেই হাউসের সময় এক ঘন্টা বাড়ানো হল, অর্থাৎ হাউসের সময় ৬টা পর্য্যন্ত চলবে।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মিঃ ডিপুটি স্পীকার স্যার, প্রথমে আমি এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ যে বিল এখানে আলোচিত হচ্ছে এবং যেটা আমরা এই হাউসে গ্রহণ করব, এরজন্য ত্রিপুরার রাজ্যের সমস্ত অংশের গণতান্ত্রিক মানুষকে আমার অভিনন্দন জানাই। ত্রিপুরা রাজ্যে গণতান্ত্রিক জনগণের সমর্থন ছাড়া, এই বিল এই হাউসে উপস্থিত হতে পারে না। ত্রিপুরা রাজ্যে গত ৩০ বছর ধরে কি চলছে? কংগ্রেস তার নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্যে চরম সাম্প্রদায়িকতার

নীতি গ্রহণ করে আসছিল। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ গরীব মানুষের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন এবং গড়ে তুলেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের জাতীয় সংখ্যালঘু অনগ্রসর যে উপজাতি গোষ্ঠি রয়েছে, তাদের নিরাপত্তা এবং সাবিকভাবে তাদের উন্নতি সাধনের জন্য সংবিধানে স্বীকৃত যে রক্ষা কবচগুলি আছে, সেগুলি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে চালু করে, তাদের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এই দুইটি দিক থেকে, জাতীয় সংখ্যালঘু এবং অনগ্রসর, গরীব, শোষিত, মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রাইবেল, নন-ট্রাইবেল, শ্রম-জীবি মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা যাবেনা। এই বক্তব্য মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সামনে গত ৩০ বছর ধরে তুলে ধরেছে। আমাদের সেই প্রচেষ্টার স্বার্থক রূপ নিতে ৩০ বছর লেগেছে তার ইতিহাসও আপনারা জানেন। কংগ্রেস কি প্রচার করে আসছিল ? কংগ্রেস ১৯৫২ সাল থেকে অনবরত ত্রিপুরাতে প্রচার করে আসছিল যে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে বাঙ্গাল খেদার দল। এই দলকে সমর্থন করার মানে হচ্ছে বাঙ্গালীদের আত্মহত্যা করবার সামিল। কাজেই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন কর না।. কারণ এই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ট্রাইবেল নেতা দশরথ দেব আছে। সেই নেতার কথায় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি চলে। নৃপেন চক্রবর্তী অথবা বীরেন দত্ত, দশরথ দেবের কথা বাদ দিতে পারে না। বিরাট সংখ্যক ট্রাইবেলের সংগঠন তার হাতে আছে, অতএব তারা বাঙ্গালীর স্বার্থকে রক্ষা করতে পারে না। এভাবে ৩০ বছর ধরে বাঙ্গালী শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী মানুষ যারা, আরও ৩০ বছর আগে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অথবা আজকের যে বামফ্রন্ট গড়ে উঠেছে, এই বামগণতান্ত্রিক শক্তির পাশে এসে সে দিন তারা দাঁড়াতে পারে নি। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব নানা ভাবে বিভ্রান্তি করে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক বিরাট সংখ্যক বাঙ্গালীকে আলাদা করে রাখতে পেরেছিলেন। কাজেই আজকে এই যে বিল এসেছে, এটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক মানুষের জয়। কারণ একদিকে সাম্প্রদায়িক এবং চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, অন্য দিকে ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমজীবি মানুষ পাহাড়ী বাঙ্গালী এই দুই ভাগে বিভক্ত করে রাখার যে চেষ্টা তারা করেছিল, তাদের সেই প্রচেষ্টা আজকে ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। আর তার ফলেই গত নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় বসতে পেরেছে এবং বামফ্রন্ট ক্ষমতায় বসেছে বলেই আজকে এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষকে উপহার দিতে পেরেছে। এর দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি জনগণের দীর্ঘদিনের যে আশা আকাঙ্খা ছিল, তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য একটা সোপান বা সিড়ি আজকে আমরা তৈরী করতে পেরেছি। কাজেই এটা গণতান্ত্রিক মানুষের জয়, আর তার সাথে সাথে আজকে আমাদের এই কথাও মনের রাখা দরকার, যে সাম্পদায়িক শক্তি, যে কমিউনাল শক্তি, প্রতিক্রীয়াশীল শক্তি, তারা যতই চেষ্টা করুক না কেন, তারা কোন দিন জয় লাভ করতে পারবে না। ইতিহাসের কালের গতিতে গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে তার সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যার্থ হতে বাধ্য। আজকে আমরা এই হাউসে তারই প্রমাণ দিতে চাই। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই হাউসে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবদান হিসাবে যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল এসেছে, এই বিলের বিরুদ্ধে একটি বক্তব্যও আমরা শুনতে পাই নি,। কারণ সবাই এটাকে সমর্থন জানিয়েছে। আর এটাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক অগ্রগতির লক্ষণ যে এই জিনিসটা আমরা সমর্থন করতে পারছি। আজকে এই যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল এই হাউসে পাশ হবে, তা শুধু ট্রাইবেলদের জন্যই গৌরবের দিন নয়, এটা পাহাড়ী বাঙ্গালী সমস্ত অংশের গণতান্ত্রিক মানুষেরই একটা গৌরবের দিন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে এটা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, আজকে এই বিল। এখানে আমি আর একটা কথা উল্লেখ করতে চাই যে আমি শুনেছি এই হাউসের মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া—তিনি বলেছেন বড় বড় জাতিগুলি যদি ছোট ছোট জাতিগুলিকে গ্রাস করে ফেলে তাহলে পৃথিবীতে মানব সভ্যতা কি করে রক্ষা পবে। এই প্রশ্নের কমিউনিস্ট পার্টি বার বার জবাব দিয়ে এসেছে। নগেন্দ্র জমাতিয়ার এই প্রশ্নের জবাব তাঁর রাজনীতির অভিঅভিধানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেখানে বুর্জোয়া তন্ত্রের উপসাক হিসাবে রাজনীতি হয়, ধনতন্ত্রের বুর্জোয়া নেতাদের পিছনে পিছনে ঘুরে, উপজাতিদের সমস্যার সমাধানের জন্য যারা ছোটেন তাঁরা এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবেন না। সেই প্রশ্নের জবাব মার্ক্সবাদ অনেক আগেই দিয়েছে। মার্ক্সবাদ অনেক আগেই বলেছে যে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট

পার্টির নেতৃত্ব, যেখানে যেখানে সরকার গঠিত হবে, সেখানেই এই সমস্যার সমাধান হবে। সমান অধিকারের ভিত্তিতে তারা এগিয়ে যেতে পারবে। সেখানে ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল বলে কোন সমস্যা থাকবে না। উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের এটা উপলব্ধি করা উচিত যে তাঁদের রাজনীতি যদি কমিউনিষ্ট বিরোধীতা থেকে সুরু হয়, যদি সেটা কমিউনিষ্ট আদর্শকে ভাঙ্গবার জন্য সৃষ্টি হয়, সেই পথে উপজাতিদের সমস্যার সমাধানের কোন পথ তাঁরা খুঁজে পাবেন না। সেই পথ হবে অন্ধকারে হাতড়াবার পথ। উপজাতি যুব সমিতি '৬৭ সাল থেকে কমিউনিষ্টদের বিরোধীতা করে আসছে ত্রিপুরার, সেটা যে কত ভুল আজকের এই বিলই তার প্রমান। কারণ সেদিন তাঁরা যে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে যুক্তি করে আমাদের বিরোধীতা করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের উপহার দিয়ে গেলেন ট্রাইবেল রিজার্ভ ভেঙ্গে দিয়ে। আজ মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে যে তাঁরা জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন, সেই মার্ক্স-বাদী কমিউনিষ্ট পার্টিই আজকে তাঁদের জন্য এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ উপহার দিলেন। কাজেই আজকে বুঝতে হবে যে, কে মিত্র, কে শত্রু। আজকে এই বামফ্রন্ট সরকারই তাদের এই জেলা পরিষদ বিল উপহার দিয়েছে, সেটা তাঁদের আজকে চোখ খুলে দেখা দরকার। গত ১৯ তারিখ উপজাতি যুব সমিতি একটা ভিকট্রী রেলী---বিজয় উৎসব করেছিল। বেশ ভাল কথা। সেই বিজয় উৎসবের সুযোগ বামফ্রন্ট সরকারই দিয়েছিল। কংগ্রেস সেই সুযোগ দিতে পারে নাই, জনতা নেতারা সুযোগ দিতে পারে নাই। কিন্তু সেই বিজয় উৎসবের মধ্যেও নৃপেন চক্রবর্তী এবং দশরথের উপর বিষ উদগীরণ করা হয়েছে, বলা হয়েছে তারা এখনও ট্রাইবেলদের শত্রু। তার মানে তাঁরা এখনও এই বিলকে বুঝতে পারেন নাই। তাদের নেতারা বুঝতে না পারলেও আমার বিশ্বাস, গ্রামাঞ্চলে যে সব ছাত্র যুবক আছে, তারা এই ভুল বুঝতে পারবে। অনেকে মিছিল করে চলেছে রাস্তা দিয়ে। আমার বাড়ীর কাছে এসে বলছে এই বাড়ীটাই তো শালা দশরথের। এখানে কিছু করা যাবে না। আসুক একদিন পাহাড়ে ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব। বিজয় উৎসবের পরেও তারা এই কথা বলে যায়। কি শিক্ষা দিচ্ছেন তাদের উপজাতি যুব সমিতির নেতারা ? আত্মনিরিক্ষণ করা উচিত তাঁদের। তাঁদের বুঝা উচিত যে এ'দিয়ে ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের রক্ষা করতে পারবে না। এই ভাবে তাঁরা ছাত্র যুবকদের সঠিক পথ দেখাতে পারবে না। হরিনাথ বাবু বলেছেন যে '৫০-৬০ সালে ত্রিপুরায় ট্রাইবেলরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, তখনও কেউ ৬ষ্ঠ সিডিউলের কথা বলে নাই। ধেবর কমিশন যখন এসেছিল তখন তাদের চোখ খুলেছে। হরিনাথ বাবুরা যদি মনে করে থাকেন যে, তাদের জন্মের দিন থেকে পৃথিবীর জন্ম (ইন্টারাপশান) পৃথিবীর ইতিহাস, তাঁদের জানা উচিত যে '৫২-৫৩ সালে গণ মুক্তি পরিষদ সম্মেলন করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্ত্তনের জন্য। সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আগরতলা মহারাজগঞ্জ বাজারে হাজার হাজার লোকের মিছিল হয়েছিল এবং সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, ত্রিপুরার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন চালু করার জন্য। ফিফথ সিডিউলড আর আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন এক কথা নয়। ফিফথ সিডিউল্ হচ্ছে ট্রাইবেলদের কতগুলি সুযোগ সুবিধা দেওয়া। তার জন্য এডভাইজারী কমিটি থাকবে। তার কোন এক্জিকিউটিভ পাওয়ার ছিল না। ফিফথ সিডিউলড্কে আমরা গুরুত্ব দেই নাই। সেদিন আমরা বলেছি যে রিজি-উন্যাল অটোনমি,, যার সঙ্গে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের কিছু মিল আছে। কাজেই তাঁরা যদি মনে করে থাকেন যে তাঁদের জন্মের তারিখ থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যের আন্দোলন সুরু হয়েছে, তাহলে আলাদা কথা। ধেবর কমিশন ত্রিপুরার জন্য যে সুপারিশ করেছেন, ধেবর কমিশন থেকে তার জন্ম নয়। ১৯৫২ সালে দিল্লীতে প্রথম পার্লামেন্ট যখন সুরু হয়, তখন উপজাতি মন্ত্রী, উপজাতি বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত বড় বড় অফিসার, এম,পি, দের নিয়ে সেন্ট্রাল হলে একটা কনফারেন্স হয়েছিল। সেখানে সিডিউলড্ কাষ্ট এবং সিডিউলড্ ট্রাইবদের সংবিধান স্বীকৃত রক্ষা কবচগুলি রক্ষিত হচ্ছে না বলে রব উঠেছিল। আমার মনে আছে সেখানে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু উপস্থিত ছিলেন এবং সভাপতিত্ব করেন। সেখানে তিনি সকলকে ১০ মিনিট সময় দিয়েছিলেন প্রত্যেক মেম্বারদের বক্তব্য রাখতে। সেখানে আমি প্রতিবাদ করেছিলাম এবং এক মিনিট বক্তৃতা করে বসে পরেছিলাম। তখন জওহরলাল নেহেরু আমাকে বলেছিলেন যে তোমার যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ সময় নিয়ে তুমি বক্তব্য রাখতে পার। আমি সেদিন ৯০ মিনিট ত্রিপুরা রাজ্যের সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড

ট্রাইবদের সম্পর্কে বক্তৃতা করেছিলাম। তারপর ধেবর কমিশানে, গণমুক্তি পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি সেখানে আমর বক্তব্য উপস্থিত করেছিলাম যে আমাদের জন্য উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে রিজার্ভ ঘোষণা করে, তার মধ্যে আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন ঘোষণা করা দরকার। কাজেই উপজাতি যুব সমিতি যে কথা বলছেন যে '৬৭ সাল থেকে এই দাবী উত্থাপিত হয়েছে, তাহলে আমি বলব যে, ইতিহাস তাঁরা পড়েন না। ধেবর কমিশনের যে কথা তাঁরা বলছেন—সেই ধেবর কমিশনে দুইটা জিনিষ ছিল—বুর্জোয়া নেতাদের চরিত্র। সেখানে কিছু ভাল জিনিষ থাকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বিকল্প থাকবে, মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য। ধেবর কমিশনের রিপোর্ট হচ্ছে কনফিউজিং রিপোর্ট। সেখানে বলা হয়েছে যে উপজাতিদের জন্য একটা রিজিউন্যাল অটোনমি কর। অল্টার্নেটিভলী—যদি সম্ভবনা হয়, তাহলে ট্রাইবেল ডেভেলাপমেন্ট ব্লক করা। তখন কংগ্রেস সরকার উপজাতিদের জন্য টি,ডি ব্লক করেছিলেন এবং মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি এবং উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন। তখন অবশ্য দ্রাউ বাবুদের রাজনৈতিক সংগঠন জন্মলাভ করে নাই। উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা বলেছেন যে কংগ্রেসকে আঘাত দেবার জন্যই উপজাতী যুব সমিতির জন্ম। কথাটার সঙ্গে বাস্তবতার কোন মিল নেই। কারণ ১৯৬৭ইং সনে উপজাতি যুব সমিতির একটা সম্মেলন হয়েছিল এবং সেই সম্মেলনে শচীন্দ্র লাল সিং মহাশয় ছিলেন প্রথম আমন্ত্রিত ব্যাক্তি। দ্বিতীয় তছলম্পা এবং তৃতীয় আমন্ত্রিত ব্যাক্তি ছিলেন বীরচন্দ্র দেববর্মা এবং অঘোর দেববর্মা। তখন কিছু লোক প্রশ্ন করেছিলেন যে দশরথবাবু ও তো ট্রাইবেল, তিনি একজন এম,পি, তাকে আমন্ত্রিত করা যায় না? কি উদ্দেশ ছিল তাঁদের যাঁরা এই মিটিংএর আয়োজন করেছিলেন? কান্ত্যাকবরা রব উঠেছিল যে দশরথ বাবুকে যদি তোমরা এই মিটিং'এ না আন, তাহলে আমরা যে চাউল সংগ্রহ করেছি সেই চাউল তোমাদেরকে দেব না। তারপর আমাকে নিমন্ত্রন করেন। শচীন্দ্রলাল সিং যখন জানতে পারলেন যে দশরথ সেখানে যাবে, তখন তিনি বল্লেন যে, দশরথের সামনা সামনি হওয়া যাবে না, সেখানে শুধু বিতর্ক হবে, তোমাদের সম্মেলন হবে না। শেষ পর্যন্ত শচীন্দ্রলাল সিং সেই মিটিং'এ যান নি। সেখানে একের পর এক নেতারা দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলেন এবং সেখানে বলা হল যে আমরা কমুউনিষ্ট হয়ে ট্রাইবেলদের সর্বনাশ করেছি। কমুউনিষ্টরাই বাঙ্গালীদের ডেকে এনেছে।' কংগ্রেসের তো কোন দোষ নেই তারা তো করবেই, কারণ তারা তো বাঙ্গালী। এই ছিল তাদের সেদিনকার বক্তব্য। কে কি বক্তৃতা করেছিলেন আমি রেকর্ড করে রেখেছি। আমি শো করতে পারি। এই মিটিং এ আমি উপস্থিত ছিলাম। কাজেই কংগ্রেসকে আঘাত দেবার জন্যই উপজাতি যুব সমিতির জন্ম এটা ঠিক নয়। গত ১৯৬৭ইং থেকে উপজাতি যুব সমিতি যে কাজ করেছে তা উল্টা প্রমাণ দিচ্ছে। কংগ্রেসকে তারা রক্ষা করেছেন এবং চেষ্টা করেছেন মার্ক্সবাদী কমুউনিষ্ট পার্টিকে আঘাত দিতে। যাহাই হোক বললেন পরিচিয়তে। তবে একটা কথা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতী জনগণের আসল বন্ধু কারা, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আগেও চিনেছিলেন। কিন্তু কিছু কিছু লোককে উপজাতি যুব সমিতি বিভ্রান্ত করলেও আমরা আশা রাখবো যে তারা আবার ফিরে আসবে এবং তাদের আসল বন্ধুদের পাশে এসে দাঁড়াবে এবং যারা বন্ধুরূপে তাদের কাছে মেকি বন্ধু সেজেছিলেন, তারা ধীরে ধীরে কোনঠাসা হয়ে যাবে। এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল ঘোষণা করার পর উপজাতী যুব সমিতির কিছু লোক গ্রামাঞ্চলে গিয়ে যে সব বক্তৃতা করছেন সেটা আমাদের জানা আছে। গ্রামাঞ্চলে গিয়ে বলছেন যে ৫০ টাকা চাঁদা দাও। স্বশাসিত জেলা পরিষদ সংগ্রাম করে এনেছি। যদি টাকা না দেও তাহলে এই জেলায় থাকা যাবে না, এখান থেকে বের করে দেয়া হবে। আমি বলি স্বশাসিত জেলা কাদের হাতে থাকবে না থাকবে সেটা জনগণই বিচার করবে। জনগণের উপর যদি অত্যাচার হয়, জনগণকে আমি বলেছি তোমরা জবাব দিও আমি এই জেলায় থাকব, কিন্তু তোমাদেরকে টাকাও দেব না, ভোট দেব না। দেখি কি করে তোমরা আমাদেরকে বের করে দেও। এই হবে জনগণের জবাব। তারা ত্রিপুরা সেনা বাহিনী গড়ে তুলেছে, ভাল কথা। কিন্তু গ্রামে প্রচার করা হচ্ছে এই ভাল করে প্যারেড কর। স্বশাসিত জেলা গঠণ হলে তুমি দারোগা হবে, তুমি অমুক হবে ইত্যাদি। একেই বলে কালনেমীর লংকা ভাগ। কালনেমীর লংকা ভাগ চলছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মিঃ দ্রাউ কুমার রিয়াং তাকমাছড়ার বড় জোতদার অনিল বিশ্বাসকে ডেকে বললেন আপনি

প্রধান হিসাবে দাঁড়ান, আমরা আপনাকে সমর্থন করব। ওখানে তারা উপজাতি নয়, ওখানে তারা জোতদার। এটা প্রমান হয়ে গেছে। অনুরোপভাবে আজকে ত্রিপুরাতে "যারা আমরা বাঙ্গালী" করছে, তারা আমরা বাঙ্গালী নয়। তারা হচ্ছে আমরা জোতদার, আমরা শোষক, আমরা সুদখোর মহাজন, আমরা প্রতারক এবং তাদের এই নামই দেওয়া উচিৎ। "আমরা বাঙ্গালী" নামটা ভুল দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলতে চাই যে, এই "আমরা বাঙ্গালী" কথাটার মানে কি? আমরা বাঙ্গালী হিসাবেই কি তারা এই ত্রিপুরায় বাস করছেন? ত্রিপরা রাজ্যে পাহাড়ী ও বাঙ্গালী সমস্ত লোকই আছে। এখানে সবাই সমান অধিকার নিয়ে বাস করছে,। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কেউ সমান অধিকার নিয়ে বাস করতে পারে না। সেই অধিকার দিতে পারে একমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টি, সেই অধিকার দিতে পারে বামফ্রন্ট, যে বামফ্রন্ট একটা প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক আদর্শে বিশ্বাসী। এ ছাড়া এটা কেউ দিতে পারে না। ঐ পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালীরা বিভিন্ন কালে রাজত্ব করেছে। কিন্তু আজকে সেখানে বাঙ্গালীদের রাজত্ব কায়েম হয়নি। আজকে বড় বড় মাড়োয়ারী কেপিটেলিষ্ট পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে দখল করে বসে আছে। এই ত্রিপুরাতে ও তাই হবে। কাজেই আজকে যারা আমরা বাঙ্গালী করছেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি যে কয়েক দিন আগে আমরা যে আইন পাশ করছি বর্গাদারের আইন, এই আইনের বলে যখন একজন বাঙ্গালী বর্গাদার বলবে এইবার আপনার জমি আমি চাষ করছি এবং আগামী বারও আমাকে চাষ করতে দিন। তখন বাঙ্গালী জোতদার কি করবে? তখন সে চেষ্টা করবে কি করে সেই বর্গাদারকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা যায়। সেদিন আমরা বাঙ্গালী না আমরা জোতদার? তাহলে আমরা বাঙ্গলী কি করে হবে? তাই আমরা চাই আমরা বাঙ্গালী নয়, আমরা সবাই ভাই। আমরা কৃষক, আমরা শ্রমিক, বর্গাদার, আমরা শোষিত মানুষ, আমরা দুর্বল এবং আমরা চাই আমাদের একতা, আমাদের দল এবং সেই একতার ভিতর দিয়ে সংগ্রাম করে শোষিত মানুষের অধিকার আমরা প্রতিষ্ঠা করব। কিন্তু এখন উপরে যারা বসে আছেন, তাঁরা আমাদের সে অধিকার দিচ্ছে না। আমাদের শ্লোগান হবে তাঁদের বিরুদ্ধে। আমরা বাঙ্গালী শ্লোগান নয়, আমরা পাহাড়ী শ্লোগান নয়। আমরা ব্রাহ্মণ, আমরা কায়স্ত, এই শ্লোগান নয়। শ্লোগান হবে শোষিত মানুষ আমরা যারা আছি, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে, আমরা শ্রমিক শ্রেণীর, আমরা কৃষক শ্রেণীর, আমরা সমস্ত গরীব অংশের মানুষ, আমরা পাহাড়া দিয়ে এই এই একতাকে রক্ষা করব এবং তাকে সুরক্ষিত করব। এই হবে ত্রিপুরা রাজ্যের শ্লোগান। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে, ঐ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল দাসের বাড়ীতে, গত ২২শে মার্চ একটা মিটিং হয়। সেই মিটিং এ তারা সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন যে, এই"আমরা বাঙ্গালী", লক্ষ লোকের সমাবেশের প্রোগ্রাম নিয়েছে। কাজেই সি, এফ, ডি'র কর্ম্মী যে যেখানে আছে জীবন দিয়ে আপনারা সেই সম্মেলনকে সফল করুন এবং বটতলার ব্যবসায়ীদেরকে ডেকে বলেছেন যে, আপনারা দুই দিনের মধ্যে ১৫ হাজার টাকা কালেক্ট করুন। এটা আমরা বাঙ্গালী তহবিলে দিতে হবে। অথচ মাস খানেক আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন, সেই বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা বলেছিলেন যে, আমরা বাঙ্গালী তো আমরা করি না। জনতার নেতারা, সি, এফ, ডির নেতারা, এই কথা বলেছেন। কিন্তু প্রফুল্ল দাসের বাড়ীতে ২২শে মার্চ এই মিটিং হয়, আমরা বাঙ্গালীর সেই মিছিলকে সফল করার জন্য ওখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এবং ১৫,০০০ টাকা সংগ্রহ করার জন্য ওরা হাজির হয় প্রফুল্ল দাসের বাড়ীতে। প্রফুল্ল দাস সি, এফ, ডি করেন। ওদের (সি, এফ, ডি) পরম প্রিয় নেতা হচ্ছেন শচীন্দ্র লাল সিংহ মহাশয়। আমাদের বিরোধী গ্রুপের বন্ধুরা, উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা, প্রথমে সেই শচীন্দ্র লাল সিংহ মহাশয়কে ধন্বন্তরি বলে মেনে নিয়েছিলেন। ধন্বন্তরি কি তা আপনারা জানেনন নিশ্চই? ধন্বন্তরি হচ্ছে ওঝাদের নেতা। ওঝা হচ্ছে, সকল রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতার অধিকারী। কাজে কাজেই সেই ওঝাদের নেতা, তাঁকে তো ধন্বন্তরি হতে হবেই। এই শচীন্দ্র লাল সিংহ মহাশয় হচ্ছেন, উপজাতি যুব সমিতির ধন্বন্তরি। এখন এই শচীন বাবুর শিষ্যরা, যারা সি, এফ, ডি, করে, তারা উপজাতি জেলা পরিষদ বিলকে বাঞ্চাল করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে। ঐ বন্ধুদের আমরা চোখ খুলে দেখতে বলি, কান খুলে শুনতে বলি, বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখতে

বলি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ বিল, যা এখানে উপস্থিত হয়েছে, তার বিভিন্ন ধারা প্রস্তাবের উৎথাপক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন। আমি আর সে দিক যাব না। আমি শুধু এই আবেদন রাখব যে, স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ বিল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক সম্মত হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের কি নন-ট্রাইবেল, কি ট্রাইবেল, সবার স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখেই এই বিল করা হয়েছে। ট্রাইবেলরা নিজের এলাকা উন্নয়ন করবে, তাতে নন-ট্রাইবেলদের কোন অসুবিধা হবে না। একটি গাঁও সভায় শতকরা ৯০ জন ট্রাইবেল গাঁও সভার জন্য আলাদা বাজেট আছে, নন-ট্রাইবেল গাঁও সভার জন্য আলাদা বাজেট আছে। এই আলাদা আলাদা বাজেটের জন্য কোন অসুবিধা হবে না, তাতে স্ব-বিরোধী হবে না। পরস্পরের প্রতি স্ব-বিরোধী হবে না। এটাও যদি ডেভলাপ করে, ওটাও যদি ডেভলাপ করে তাহলে আমার মনে হয়, ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেল সবাই উপকৃত হবে, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হবে। কাজেই এই উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ বিল গণমুখী ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থায় ট্রাইবেল এলাকা ডেভলাপমেন্ট করার জন্য প্রতি বৎসর সরকারের টাকা আছে, বাজেট আছে। এখনও আছে। সেই বাজেটের টাকা সম্পূর্ণ ভাবে উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের। তাদেরই দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজেদের তত্বাবধানে, তাদের নিজের এলাকার উনতি করার সুযোগ আমরা দিচ্ছি। এরই নাম গণতন্ত্র। কেউ কারো অভিভাবক হবে না, আমরা কারোর অভিভাবক হতে চাই না। ট্রাইবেলরা নিজের এলাকা ডেভলাপ করার জন্য নিজেরাই নিজের অভিভাবক হবে, ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে। সেই প্রতিনিধিরাই সেই এলাকা ডেভলাপ করবে। কাজেই তাতে বাঙ্গালীদের কোন অসুবিধা নেই। তাতে গণতন্ত্রের কোন হানি হয়নি। বরং তাতে গণতন্ত্রের চরম বিকাশ ঘটার একটা সুযোগ হবে। কাজেই এই ধরণের একটা আইন, এই ধরণের একটা বিল, এই ধরনের একটি অবস্থা যা বাম ফ্রন্ট সরকার আজকে পেশ করতে যাচ্ছে, যাতে এই গণতান্ত্রিক সম্পন্ন দায়িত্ববান মানুষ, ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেল, নন-ট্রাইবেল সমস্ত অংশের মানুষ যাতে একে সম্পূর্ণ সমর্থন জানায় এবং এটাকে কার্য্যকরী করার পক্ষে যে বাধা দিতে আসবে, ঐ ষড়যন্ত্রেকারী লোক, তাদের প্রতিটি ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেওয়া হয়, তার জন্য সাবইকে আহবান জানিয়ে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর ভাষণ রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কোন জবাবী ভাষণ নেই। তার কারণ হচ্ছে, কোন বিতর্কও এখানে নেই। আলোচনা থেকে এটা বুঝা যাচ্ছে, এই উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ বিলটি সম্পর্কে এই হাউসের সবাই ঐক্যমত পোষণ করেছেন। সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট গ্রহণের ব্যাপারে এইখানে যে আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে আমি শুধু এইটুকু সংযোজন করতে চাই যে, মানুষ তার চেতনার মধ্যে যে পরিবর্তন আসে, সেই পরিবর্তন প্রথমে বাইরে প্রকাশ পায় না। আমাদের স্বাধীনতার আগে ভারতবর্ষের মধ্যে কত জাতি গোষ্ঠী ছিল এটা বাইরে ততখানি প্রকাশ পায় নি, যতখানি স্বাধীনতা আমরা পাওয়ার পর, গণতন্ত্রের বিকাশের পর, এটা প্রকাশ পেয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, অনেক জাতি-গোষ্ঠী একটি রাজ্যের মধ্যে ঢুকেছিল। মাদ্রাজ একটি রাজ্য ছিল, যেখানে অনেক গুলি জাতি, গোষ্ঠী এক সঙ্গে জড় হয়েছিল। ইংরেজদের এটাই কায়দা ছিল, জাতি গোষ্ঠী গুলিকে এক সঙ্গে রেখে, যারা অগ্রসর জাতি, তাদের দিয়ে অনগ্রসর জাতি গুলিকে শোষন করা। সেই দিক দিয়ে বাংলাদেশ যদি দেখা যায়, তাহলে বাংলা দেশেরে চারপাশে যে জায়গা ছিল, বিহার বলুন, উরিষ্যা বলুন, সেগুলিকে বলা হত হিন্টার ল্যাণ্ড অর্থাৎ মুটে মজুর সংগ্রহ করার জায়াগা। কলকাতায় ইংরাজরা কল-কারখানা গড়ে তুলে সেখানে তাদের শোষনের ঘাটি তৈরী করতেন, সস্তায় মুটে মজুর পাওয়ার জন্য একটা বিরাট এলাকা রেখে দেন। এটা নূতন কথা নয়। আজকেও যদি আসামকে দেখেন, তাহলে এইখানে এ কথা নয়, যে, অসমীয়ারা ট্রাইবেল। তা নয়। কিন্তু সেখানে দেখবেন অসমীয়াদের জমিতেও বাইরের মূলধন এসে খাটছে। আগে তো তাদের ব্যবসা বাণিজ্যে খাটত, চা বাগানে খাটত, এখন তাদের জমিতেও সেই বাইরের মূলধন এসে খাটছে শোষণের জন্য। কাজেই মূলধন তারা নিজের ধর্মে বিভিন্ন এলাকায়

প্রবেশ করে। শোষক গোষ্ঠী যদি ধনিক ও সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থ রক্ষা করে, তাহলে সেই রাজ্যে মূলধন প্রবেশে কোন বাধা তারা সৃষ্টি করে না। কাজেই আমাদের উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুদের একটা ধারনা ছিল, বা এখনও হয়ত আছে যে, কমিউনিষ্ট পার্টি বাঙ্গালীদের ডেকে এনেছে। ডেকে আনার প্রশ্ন নয়। এটা বেড়া দিয়ে রোখা যায় না। এমন কি সেই পূর্ব আর পশ্চিম জার্মানীর যে বেড়া তৈরী করেছিলেন ক্রুশ্চেভ, সেই রকম বেড়া যদি আমরা এখানে তৈরী করতাম, তাহলেও এটা রোখা যেত না। যেমন, জলে যদি বাঁধ দেন, আর সেই জলে যদি স্রোত থাকে, তাহেলে সেই বাঁধ ভেঙ্গে যাবে, নতুবা তার জল ছাপিয়ে পড়বে। তেমনি এই জিনিস ছাপিয়ে পড়ে। এই জিনিস রোখা যায় না, তারা শোষনের যে ক্ষেত্র গুলি সেখানে প্রবেশ করে। ওঁরা বলেছেন যে, কেন মিজোরামে গেল না? মিজোরামে মূলধন গিয়ে সেখানে শোষনের যে ক্ষেত্র সেখানে প্রবেশ কেন করে নি? কিন্তু মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড অথবা অরুনাচলের তুলনায় ত্রিপুরাতে মূলধনের পক্ষে, শোষকদের পক্ষে শোষনের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা ছিল। কাজেই এটা পার্টির ডেকে আনার প্রশ্ন নয়। কেউ কোউকে ডাকার জন্য মূলধন অপেক্ষা করে না, তার স্বাভাবিক নিয়মে সে কাজ করে যায়। সেই দিক থেকে আমাদের উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা, তাঁরা যদি তাঁদের চেতনার মান আরো না উন্নত করেন, তাহলে এই গণতান্ত্রিক বিকাশের যে নিয়মগুলো, সেগুলো বুঝতে পারবেন না। তেমনি একটি দাবী একদিনে এসে উপস্থিত হয় নি।

মাননীয় সদস্যরা বোধ হয় জানেন যে এই উপজাতিদের স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য নানা ধরনের রক্ষা কবচের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন ধরুন একটা আইন করা হলো ভূমি আইনে যে ট্রাইবেলদের জমি বাঙ্গালীরা ডি,এম,এর পারমিশান ছাড়া কিনতে পারবে না। খুব ভাল আইন। কিন্তু সে আইনের ফলে কি ট্রান্সফার বন্ধ হয়েছে? বন্ধ হয়নি। কারণ ডি,এম,-এর কাছে যাওয়ার কোন দরকার হয় নি। ট্রাইবেলরা না দাবী করেই তারা চলে গেছেন, কোন রেজিষ্টার এবং কোন ডকুমেণ্টের দরকার হয় নি। লক্ষ লক্ষ আন-রেজিষ্টারড ডকুমেন্ট আছে। আজকে সেই ট্রাইবেলদের খুঁজে বের করে আনা কঠিন হবে। কারন তারা কোন কালা টিলাতে গিয়ে জুম করছেন, এটাই বাস্তব, এটাই সত্য যে এই রক্ষা কবচগুলি সমস্ত যখন নাকি ব্যর্থ হয়ে গেল, তখনই মানুষের চেতনার মধ্যে আসল যে, আরো কড়াকড়ি রক্ষা কবচ করা যায় কিনা। যেখানে সত্যি সত্যি আর জমিতে হাত দিতে পারবে না। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে "মশারী", সেটা হচ্ছে শোষকের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। মশার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মশারী তৈরী করা হয়, কিন্তু যেখানে মশা নেই সেখানে মাশারীটা নিজের বিছানার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে না। কাজেই তার জন্য সেখানে কেউ মশারী টাঙ্গিয়ে রাখবেন না। সমাজতান্ত্রিক দেশে কোন মশা নেই, কাজেই সেখানে কোন মশারীর দরকার হবে না। সেখানে শোষক নেই, যেখানে শোষনের অবশান হয়েছে, যেখানে গণতান্ত্রিক শোষণের অবসান হয়েছে। এই কথাটা মাননীয় সদস্যদের বোঝা দরকার যে, শোষক শ্রেণী যারা এই ব্যবস্থা করেছেন যে যারা শক্তিশালী তারা আজকে দুর্বলকে শোষন করবেন, যাদের পুঁজি আছে তারা সেই পুঁজিকে খাটিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করবেন, তারা এই সমস্ত জমিকে তাদের এক-চেটিয়া করে তুলেছেন। সেই দিকটা মাননীয় সদস্যদের এখনও দৃষ্টিতে আসে নি। আমাদের মনে হয় যে আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তারা বুঝতে পারবেন যে, আজকে যে সমস্ত যুবক তাদের কাছে রয়েছেন, যে সমস্ত ছাত্র তাদের সঙ্গে রয়েছেন, তারা এটা বুঝতে পারবেন, আমি বরাবরই এই কথা বলেছি যখনই কোন ছাত্র বা যুবককে আমরা সংগ্রামের মধ্যে দেখি, তখনই আমরা বুঝতে পারি যে এটা এমন একটা জায়গায় এসেছে যে আজ হোক-কাল হোক তারা সংগ্রামের ময়দানে পদক্ষেপ করবেন। আজকে যারা আমাদের সঙ্গে এসেছেন, কাল তাঁরা কংগ্রেস ছিলেন, কেউ যুব জনতা করতেন, আজকে তাঁরা বুঝতে পেরেছেন। আজকে তাঁরা মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে আসার ফলেই তো, আমরা আজকে বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে এখানে আসতে পারলাম। কাজেই আমি এ কথা মনে করি না যে, আজকে যারা উপজাতি যুব সমিতি করছেন, যারা ত্রিপুর সেনা বাহিনী করছেন, তারা কালকে এটা বুঝতে পারবেন না, এই কথা আমি মনে করি না। আমি বরাবরই অত্যন্ত বিশ্বাস রাখি মানুষের উপর, বিশ্বাস রাখি যুবকদের উপরে এবং তাদের পরিবর্তনের উপর এবং সেই বিশ্বাস রেখে আমরা আশা করছি যে আগামী দিনে আমরা শুধু একটা মামুলি ধরনের যে

অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল করেছি সেখানেই ক্ষান্ত হব না। আমাদের মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান যে কথা যে, সত্যি সত্যি একটা অটোনমাস রিজিয়ন করে দেওয়া সেখানে যাতে তারা বুঝতে পারেন যে এটা হচ্ছে আমাদের এলাকা, এখানে আমাদের ইচ্ছা মতো সব কিছু সাজাতে পারবো এই রকম একটা ক্ষমতা সম্পূর্ণ অটোনমাস রিজিয়ন আমরা গড়ে তুলতে পারবো, তারই একটা ফুল এখানে আমরা সৃষ্টি করতে পেরেছি। এটাকে নার্স করতে হবে, এটাকে শক্তি দিতে হবে, যাতে এটা সত্যি সত্যি সমগ্র ত্রিপুরার পক্ষে একটা শক্তিশালী গণতন্ত্রের ঘাটি হয়, গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পক্ষে এটা একটা ছোট জিনিষ যা আমরা পেয়েছি, আজ এটা পকেটে রাখুন। কিন্তু এখানে থামলে চলবে না, আমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে, গণতন্ত্র সম্মত অধিকার এবং সমস্ত ক্ষমতা এই সমস্ত অটোনমাস রিজিয়নগুলি পায়। শুধু আমাদের ত্রিপুরায় নয়, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আজকে এই রকম অটোনমাস রিজিয়ন করার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে সাওতালদের মধ্যে এবং অন্যান্য এলাকায় যেখানে ট্রাইবেলরা সংগ্রাম করছেন, সেই সমস্ত জায়গায় মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি সেই সমগ্র এলাকায় ভারতবর্ষে যেখানে ট্রাইবেলরা সংগ্রাম করছেন সেখানে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের উপর এই যে তাদের অটোনমাস এরিয়া বা স্বশাসিত এলাকা গঠন করার যে দাবা সেই দাবীর প্রতি তাঁরা অকুণ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছেন। আমি আশা করবো যে এই দিক থেকে সামগ্রিক ত্রিপুরার জনসাধারণ আমাদের এই যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট রিজিয়ন কাউন্সিল বিল, আজকে আমরা এখানে গ্রহণ করে যাচ্ছি সেটার প্রতি তাহারা সমর্থন জানাবেন। দ্বিতীয় এবং শেষ কথা আমি বলছি যে, যে কোন কাজ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে যদি না করা যায়, তাহলে সে কাজ সম্পূর্ণ করা যায় না। কাজেই আমি আশা করবো যে আজকে এখানে যে বিল গ্রহণ করবো তার প্রথম কাজ হলো আমাদের এই বিলের মধ্যে কি আছে সেটা সমস্ত মানুষকে বুঝতে হবে, ট্রাইবেলদের বুঝতে হবে, নন-ট্রাইবেলদের বুঝাতে হবে এবং অন্যান্য যারা সংখ্যালঘু রয়েছেন তাদেরকেও বুঝাতে হবে যাতে কোন রকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়। দ্বিতীয় কাজ হবে যাতে আমরা এই বিলকে শান্তি পূর্ণ পরিবেশের মধ্যে জন্ম দিতে পারি, তার জন্য অনুকূল পরিবেশ আমরা সবাই মিলে তৈরী করবো, এই প্রতিশ্রুতি আমরা হাউসের মাননীয় সদস্যদের কাজ থেকে চাচ্ছি এবং এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা আগামী দিনের একটা নূতন শিশুর জন্ম দিতে যাচ্ছি, যার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। এই বিল ত্রিপুরার পক্ষে, সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে হয়তো কল্যানকর হবে, এই আশা নিয়ে আমি এই বিলটিকে হাউসের সামনে আবার রাখছি।

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister "That the Tripura Tribal Areas Autonomous District Bill, 1979 as reported by the Select Committee be taken into consideration."
There beings no dissenting note. (The motion was put to voice vote and carried unanimously.)

Mro. Speaker :—Now, I am putting the clauses of the Bill to vote :—

The question that Cl. 2 to Cl. 56 do stand part of the Bill was then put to voice vote and agreed to.

The question that Cl. 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to by voice vote.

the question that The Title do stand part of the Bill was put & agreed to by voice vote.

The question that the Schedules (1 & 2) do stand part of the Bill was then put to voice vote and agreed to.

Mr. Speaker :—Now, I would request Hon'ble Chief Minister to move this next motion for passing of the Bill.

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker Sir, I beg to move—'That the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Bill, (Tripura Bill No. 5 of 1979) 1979 as settled in the House be passed.

Mr. Speaker :---Now, the question before the House is the motion movedl by the Hon'ble Chief Minister—'Tthat the Tripura Triba Areas Autonomous District Council Bill, 1979 as settled in the House be passed.
(As there is no dissenting note.
the Bill is pased unanimously.)

মাননীয় অধ্যক্ষ কর্তৃক সমাপ্তি ভাষণ।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ—মাননীয় সদস্যগণ, বর্ত্তমান অধিবেশনের আজ সমাপ্তি দিবস। সুষ্ঠভাবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই অধিবেশন পরিচালিত করার জন্য আপনারা আমাকে যে সহায়তা করেছেন, তার জন্য অমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এবং বিরোধী পক্ষের মাননীয় নেতার নিকট।

ত্রিপুরায় উপজাতিদের জীবনে এই অধিবেশন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই অধিবেশনে "The Tripura Tribal Areas Autonomus District Council Bill, 1979' গৃহীত হল। এই আইনের মাধ্যমে তাদের জীবনে দেখা দেবে নব জীবনের উন্মেষ। যুগ যুগ ধরে রাজতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক শোষণের হাত থেকে চিরমুক্তির উপায় খোঁজার পথে এবং তাদের আত্ম প্রতিষ্ঠার পথে, এটা হল বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, নবতম এক জীবন যাত্রার আস্বাদন।

এই কয়টি কথা বলে আমি এখন ঘোষণা করছি যে সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABEL

Annexure—A

Assembly Starred Question No. 145.

By Shri Nagendra Jamatia, M.L.A.,

Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্যি যে, গত ২০শে ফেব্রুয়ারী উদয়পুর গর্জ্জনমুড়া অঞ্চলের কতিপয় গ্রামবাসী স্থানীয় গরু পাচারকারীদের আটক করে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার পর উক্ত থানার পুলিশ অপরাধীদের বিনা জামিনে মুক্ত করে দিয়েছে ?

ANSWER

১। হ্যাঁ মহাশয়, তবে বিনা জামিনে ছজামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে ইহা সত্যি নহে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 155

By Shri Tapan Kumar Chakravorty.

Will the Hon'ble Minister in CNarge of the Finance Department be pleased to state :

১। কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তরের ওয়েলফেয়ার কমিশনার শ্রী ডি পাণ্ডাকে নিয়ে কর্মচারীদের বেতন সম্পর্কিত বিষয় বিচারের জন্য এক জন সদস্যের পে কমিশন গঠন করা হবে বলে মন্ত্রিসভা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তদনুযায়ী এই কমিশন গঠন করা হয়েছে কি না;

২। না হয়ে থাকলে তার কারণ ?

ANSWER

১। না, মহাশয়,

২। শ্রী ডি পাণ্ডাকে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রীকে অনুরোধ করা হইয়াছে। শ্রী পাণ্ডা এখানে যোগদান করিলে কমিশনের কাজ আরম্ভ হইবে।

Admitted Starred Queztion No. 166

By Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Community Development Department be pleased to state—

Question.

১। ধর্মনগরের পানিসাগরে ব্লকের আওতায় কতটি রিংওয়েল ও কতটি টিউবওয়েল মেরামতের ব্যবস্থা হয়েছে?

২। কয়টি রিংওয়েল ও কয়টি টিউবওয়েল মেরামতের জন্য ঐ ব্লক থেকে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল?

৩ সবগুলি অকেজো রিং ও টিউবওয়েল মেরামতের ব্যবস্থা না হওয়ায় পানিসাগর ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে নিদারুণ জলাভাব দেখা দিয়েছে বলে কোন তথ্য সরকারের জানা আছে কি না?

৪। জানা থাকিলে এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি?

উত্তর

(১), (২), (৩), (৪), তথ্য সংগ্রহাধীন।

STARRED QUESTION NO. 188.

By Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯ সালের সিভিল সারভিস প্রিলিমিনারী একজামিনেশান এর জন্য আগরতলায় সেন্টার খোলার জন্য কোন রূপ প্রচেষ্টা রাজ্য সরকার নিয়েছেন কি, এবং

২। যদি না নিয়ে থাকেন, ইহার কারণ?

ANSWER

MINISTER IN-CHARGE OF THE APPOINTMENT & SERVICES DEPARTMENT — CHIEF MINISTER (SHRI N. CHAKRABORTY)

১। ১৯৭৯ সালের Civil Service Preliminary examination এর জন্য আগরতলায় Centre খোলার বিষয়ে ত্রিপুরা সরকার প্রচেষ্টা নিয়েছেন এবং উক্ত বিষয়ে Union Public Service Commission এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হইয়াছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Auuexure—B

Admitted Unstarred Question No. 30

By { Shri Nrianjan Deb Barma
Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in -charge of the Panchyat Raj Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য গোলাঘাটি ও অন্যান্য অনেক গাঁও সভাতে নব নির্বাচিত গাঁও প্রধানকে আজ অবধি প্রাক্তন প্রধানগণ হিসাব-পত্র ও গাঁও সভার অন্যান্য সম্পত্তি বুঝিয়ে (চার্জ) দেন নি?

২। সত্য হইলে তার কারণ কি কি এবং সারা রাজ্যের এর সংখ্যা কত; (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৩। হস্তান্তর হইতে উদ্ভুত জটিলতা দূর করার জন্য সরকার কি রূপ ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। কারণ এই যে ঃ---

(ক) গাঁও সভার পুন সীমানা নির্দ্ধারণ ও পুনর্গঠনের সময় যে সমস্ত পুরাতন গাঁওসভা একেবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে অথবা গাঁও সভা বিভক্ত হইয়া একাধিক নূতন গাঁও সভা গঠিত হইয়াছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে গাঁও সভার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ভোগ বাটোয়ারা নির্ধারিত ক্ষমতাবান কর্তৃক এখনো শেষ হয় নাই ;

(খ) কয়েকটি ক্ষেত্রে পূর্বতন গাঁও সভার প্রধানের গরিমসি ও ইচ্ছাকৃত ভাবে চার্জ না দেওয়া ;

ব্লক ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ---

বিশালগর	---	৪০টি
খোয়াই	---	১টি
রাজনগর	---	৩টি
কাঞ্চনপুর	---	১টি

ডুম্বুরনগর ব্লক হইতে এখন পর্য্যন্ত কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই।

৩। উদ্ভুত জটিলতা দূর করার জন্য সরকার হইতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 31

By Shri Mati Lal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের বিশালগড় শাখায় ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে ঋণের জন্য কয়টি আবেদন জমা পড়েছে (জমা রাখার তারিখ এবং আবেদন কারীর নাম ও ঠিকানা দিতে হবে)।

২। কতজন আবেদনকারী ঋণ পেয়েছেন (ঋণের উদ্দেশ্য, ঋণের পরিমাণ, মঞ্জুরীর তারিখ এবং আবেদন-কারীর নাম ও ঠিকানা সম্বলিত তালিকা দিতে হবে।)

৩। আবেদন না মঞ্জুর হয়ে থাকলে তার কারণ কি (আবেদনের তারিখ, না মঞ্জুর হবার তারিখ, কারণ এবং আবেদনকারীর নাম দিতে হবে?)

A NSWER

১। ৪১৩টি আবেদন। .

২। ৩৭৫ জন আবেদন কারীকে মোট ৩,৮০,০০০।- টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

৩। ঋণের সর্তাবলী পূরণ হয় নাই এই জন্য ৩৩ জন আবেদন কারীকে ঋণ মঞ্জুর করা হয় নাই।

ASSEMBLY ADMITTED UN-STARRED QUESTION No. 34.

By Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department be pleased to state :

QUESTION

১। রাজ্যে এ পর্য্যন্ত মোট কতটাকা কৃষি ঋণ, দাদন ঋণ, অগ্নিকাণ্ডে বিপন্ন হয়েছে এমন মানুষকে ঋণ, দুস্থ স্বর্ণশিল্পীদের মধ্যে ঋণ হিসাবে সরকার দিয়েছেন। (১৯৬৭-৬৮ইং থেকে ১৯৭৮-৭৯ পর্য্যন্ত বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। ঐ ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত ঋণ নিয়েছেন এমন লোকের সংখ্যা কত? তাহাদের দেয় ঋণের পরিমাণ কত ?

৩। এই ঋণের সুদ সহ মুকুব করা ঋণের পিরিমান কত ?

ANSWER

১। }
২। } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।
৩। }

ADMITTEDd UNSTARREDrred QUESTION NO. 38

By Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Community Development Department be plaeased to state—

১। ১৯৭৮-৭৯ (ফেব্রুয়ারী '৭৯ পর্যন্ত সময়ে) তে ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্লকের গাঁওসভাগুলিতে মোট কতটি রাস্তা তৈরী হয়েছে, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব দিতে হবে)

২। ঐ সমস্ত রাস্তা তৈরীর জন্য কোন ব্লকে কত টাকা এবং কত শ্রম দিবস ব্যয়িত হয়েছে। এবং

৩। আটা ও চাউল কত পরিমাণ ঐ সব কাজের জন্য দিতে হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১,২ এবং ৩নং প্রশ্নের ব্লক ভিত্তিক উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল।

ব্লকের নাম	তৈরী ও সংস্কার করা রস্তার হিসাব	টাকা ব্যয়ের পরিমাণ	শ্রমদিবসের সংখ্যা	আটা দেওয়ার পরিমাণ কেজি	চাউল দেওয়ার পরিমাণ কেজি
১	২	৩	৪	৫	৬
পশ্চিম ত্রিপুরা					
খোয়াই	১০৮	১,১৯,৮৯৩	৫৬,৪৭১	১,৩৯,৯২৭	—
তেলিয়ামুড়া	৭১	১,১৫,৩২৯	৬১,১৯৮	৮২,৫৬৫	১৮,৫৬৭
জিরানীয়া	৬০	১,০৬,৫৮৮	৫৮,৮৮৩	১,৩৩,৭৫২	১৩,৩২৪
মোহনপুর	৭৭	১,৬৫,৭১২	৮১,০৬৪	১,৯৬,৯৩২	৬,২২৮
বিশালগড়	১৬৩	১,৮৩,২৩১	১,৩৪,৬৩১	২,৭৩,০১৬	
মেলাগড়	১০৪	১,৩৯,০৫৩	৭০,৭০১	১,৬৯.৬১০	—
দক্ষিণ ত্রিপুরা					
ডম্বুর নগর	৩২	৩৮,০০০	২২,৫৯৬	৮২,৪০০	
উদয়পুর	১৫	১৮,২০০	১০,৩২৫	২৫,৭৮২	—
অমরপুর	৪৫	২,০১,১২০	৪৫,৫৬৮	১,০৮,৪৩৭	
বগাফা	১২০	১,৯৭,৫৮৫	৪২,১৫০	২,৩৩৩,০৩৭	
রাজনগর	১২৪	১,৭৪,৩১৮	৯৭,৪৮৯	২,১৫,২৭৮	১২,৫০০
সাঁতচান্দ	৮০	১.৫৫,২৮২	১,১৯,৭৫৯	২,৮৫,৫৭২	
উত্তর ত্রিপুরা					
পানিসাগর	৩৬	৫০,৮২৯	২৮,৮১০	৬৫,৫৭৫	১৬,৪২৫
কাঞ্চনপুর	১৪১	১,৮৮,৬২৮	১,০০,৯৯০	১,৭৮,৭১৮	৭৩,৭৫০
কুমারঘাট	৫৭	১,০৪,৪০৩	৫৬,৬৭৮	১,০৪,৪০৩	১,০০০
ছামনু	৬৩	,৭৩,৫২৭	৪৫,৬২৪	১,১৪,০৬০	
সালেমা	৮৮	৫,০৭,৯৫০	৮৯,৭০০	১,৯০,০০০	৩৪,৩৭৫

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 46

By Shri Keshab Mafumder.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state:—

১। ৩ বছরের বেশী সময় ধরে কাজ করছেন এমন অনিয়মিত কর্মীর সংখ্যা কোন দপ্তরে কত আছেন।

২। মন্ত্রীসভার গত ১৫-১১৭৮ইং তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ পর্য্যন্ত মোট কতজনকে নিয়মিত করা হয়েছে।

৩। যারা বাকী আছেন তাদের কবে নাগাদ নিয়মিত করা হবে।

ANSWER

১। ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ৩ বছরের অধিক কর্মরত অনিয়মিত কর্মচারী সংখ্যা সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হল। এখানে অনিয়মিত বলতে শুধু কন্টিজেন্ট অথবা দৈনিক হাজিরার কর্মচারীর হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

২। মন্ত্রিসভার ১৫-১১-৭৮ইং তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সকল অনিয়মিত কর্মচারিদের নিয়মিত করা হয়েছে তাহা সঙ্গীয় তালিকার ৪নং কলমে দেওয়া হল।

৩। অবশিষ্ট অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে এবং এজন্য পদ সৃষ্টির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিবেচনাধীন আছে।

STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF NON-REGULAR EMPLOYEES

Sl. No.	Name of Departments/Officers.	No. of non-regular employees serving for more than 3 years. (Contigent & D.R.Ws)	No. of employees made regular so far out of Col. 3.
1	2	3	4
1.	D. M. & Collector, West	104	21
2.	Fire Services Organisation	9	6
3.	Inquiry Authority (A. R. Deptt.)	5	4
4.	Dy. Conservator of Forests	21	—
5.	District & Sessions Judge	10	2
6.	Commissioner of Taxes	1	...
7.	Evaluation Unit	1	—
8.	Chief Minister's Secretariat	2	2
9.	Secretariat Administration Deptt.	28	—
10.	Directorate of Panchayat Raj	13	...
11.	Asstt. Transport Commissioner	2	—
12.	District Registrar, West	29	—
13.	Directorate of Land Records & Settlement	23	6
14.	Food & Civil Supplies Dte.	31	31
15.	Public Works Department	591	52
16.	Animal Husbandry Directorate	171	...
17.	D. M. & Collector, North	50	16
18.	Public Relation & Tourism Deptt.	44	39
19.	Directorate of Co-operation	16	13
20.	Printing & Staionery Deptt.	11	—
21.	Tribal Welfare Department	18	16
22.	Education Directorate	864	190
23.	Agriculture Directorate	351	4
24.	Directorate of Health Services	55	55
25.	Directorate of Industries	156	22
26.	Inspector General of Police	50	5
27.	D. M. & Collector, South.	32	6
	TOTAL :—	2,598	490